শ্রীমদ্ বেদান্ত দর্শনম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবোপদিষ্টম্
শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণাচার্য্য বিলিখিতম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যম্

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ ভাষ্য সমন্বিতম্
শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকানুবাদ সহিতঞ্চ

তৃতীয় খণ্ডঃ

শ্রীকুণ্ড তটাশ্রয়ি শ্রীআনন্দগোপাল বেদান্ত তীর্থেন সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ।

JIVA

B

শ্রীগৌর পূর্ণিমা ১৪১৭ (২০১১ ইং)

প্রকাশক—

১। জীবা বৈদিক অধ্যয়ণ সংস্থান।
৩৮০/ শীতলছায়া, বৃন্দাবন, মথুরা উত্তর প্রদেশ।
পিন—২৮১১২১

২। শ্রীমদ্ ভাগবত বিদ্যালয়।
রাধানগর কলোনী,
রাধাকুণ্ড, মথুরা উত্তর প্রদেশ।
পিন—২৮১৫০৪

ইমেল— **drsnd@ jiva.com**

প্রকাশিত সর্বাধিকার সুরক্ষিত।

তৃতীয়াধ্যায়স্যাধিকরণ সূচী

৩/১-২

অধিকরণম্ — পৃষ্ঠাঙ্কাঃ

অন্যপ্রতিষেধাধিকরণম্——২০৮
অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্——৬৭
অরূপবদধিকরণম্——১২৩
অব্যক্তাধিকরণম্——১৫৬
অহিকুণ্ডলাধিকরণম্——১৭৮
উপমাধিকরণম্——১৩৯
উভয়লিঙ্গাধিকরণম্——১১২
কর্মানুস্মৃতি শব্দবিধ্যধিকরণম্——১০৪
কৃতাত্যয়াধিকরণম্——২৭
তদনন্তর প্রতিপত্ত্যাধিকরণম্——৬
তদভাবাধিকরণম্——৯৯
তৎ স্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্——৫৯
দেহযোগাধিকরণম্——৯৬
নাতি চিরাধিকরণম্——৬৩
পরাধিকরণম্——১৯৩
ফলাধিকরণম্——২২১
মুগ্ধাধিকরণম্——১০৮
সংযমনাধিকরণম্——৩৯
সংরাধনাধিকরণম্——১৬০
সন্ধ্যাধিকরণম্——৭৮
সর্বগতত্বাধিকরণম্——২১৪
স্থানবিশেষাধিকরণম্——২০১
স্বপ্নাধিকরণম্——৮৮

তৃতীয়াধ্যায়স্য সূত্রসূচী ৩/১-২

সূত্রাণি — পৃষ্ঠাঙ্কাঃ

অগ্ন্যাদিগতি শ্রুতেরিতি——১৬
অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ——১০৩
অতএব চোপমাসূর্য্যকাদিকৎ——১৪২
অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্——১৭২
অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্——৪০
অনেন সর্বগতত্বমায়াম্——২১৬
অন্যাধিষ্ঠিতে পূববদভিলাপাৎ——৬৯
অপি চৈবমেকে——১১৯
অম্বুবদগ্রহনাত্তু ন তথাত্বম্——১৪৩
অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষা——১৬২
অপি সপ্ত——৪৬
অরূপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ——১২৫
অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ——৭০
অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং——২১
আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ——৩৬
আহ চ তন্মাত্রম্——১২৯
উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহি——১৮১
উপপত্তেশ্চ——২০৭
কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট স্মৃতি——২৯
চরণাদিতি চেন্ন তদু——৩৪
তত্রাপি চ তদ্ ব্যাপারাদ——৪৭

D

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
তৎ স্বভাব্যাপত্তি রূপপত্তেঃ	৬১
তথান্য প্রতিষেধাৎ	২১০
তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি	৮
তদভাবে নাড়ীষু	১০১
তদব্যক্তমাহ হি	১৫৮
তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য	৫৭
ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ	১৩
দর্শনাচ্চ	৫৫
দর্শনাচ্চ	১৪৮
দর্শয়তি চাথো অপি	১৩২
দেহযোগাদ্বা সোঽপি	৯৭
ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব	২২৫
ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধে	৫১
ন ভেদাদিতি চেন্ন	১১৭
ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়	১১৫
নাতিচিরেন বিশেষাৎ	৬৪
নির্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ	৮৫
পরমতঃ সেতুন্মান	১৯৫
পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং	৯৩
পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণ হেতু	২২৭
পূর্ববদ্ বা	১৮৪
প্রকাশবচ্চাকৈশেষ্যাৎ	১৬৮
প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্	১২৭
প্রকাশশ্চ কর্ম	১৬৯

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
প্রকাশাশ্রয় বদ্	১৮৩
প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি	১৫১
প্রতিষেধাচ্চ	১৮৫
প্রথমেঽশ্রবণাদিতি	১৮
প্রাণগতেশ্চ	১৪
ফলমত উপপত্তেঃ	২২৩
ভাক্তং বা	২৪
মায়ামাত্রং তু	৮৬
মুগ্ধেঽর্দ্ধ সম্প্রাপ্তি	১০৯
যথেতমনেবং	৩৩
বিদ্যাকর্ম্মাণৌ	৪৯
বুদ্ধ্যর্থ পাদবৎ	২০০
বৃদ্ধি হাস ভাক্তমন্তর্ভাবাদুভয়	১৪৬
শ্রুতত্বাচ্চ	২২৪
সংযমনে	৪৩
স এব তু কর্মানুস্মৃতি	১০৪
সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি	৮৩
সামান্যাত্তু	১৯৮
সুকৃতদুষ্কৃতে	৩৮
সূচকশ্চ হি শ্রুতে	৮৯
স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ	২০৩
স্মরন্তি চ	৪৫
স্মর্য্যতেঽপি	৫৪
রেতঃ সিগ্ যোগেঽথ	৭৩
যোনেঃ শরীরম্	৭৫

তৃতীয়াধ্যায়স্যাধিকরণ সূচী ৩/৩

অধিকরণম্	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অক্ষরধ্যধিকরণম্	৩৭৫
অনিয়মাধিকরণম্	৪৭৩
অনুবন্ধ্যাদ্যধিকরণম্	৩৬১
অন্তরাধিকরণম্	৩৮৮
অপূর্ব্বাধিকরণম্	৩১৪
আনন্দাদ্যধিকরণম্	২৯৪
আশ্রয়াধিকরণম্	৫২৭
উপপন্নাধিকরণম্	৩৫৬
উপসংহারাধিকরণম্	২৫৮
উভয়াবিরোধাধিকরণম্	৩৪৬
কামাদ্যধিকরণম্	৪০৪
কাম্যাধিকরণম্	৫২১
তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্	৪২৭
তাদ্বিধ্যাধিকরণম্	৪৯১
নানাবিধোপাসনাধিকরণম্	৫১৩
পরাধিকরণম্	২৬৬

অধিকরণম্	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
পূর্ববিকল্পাধিকরণম্	৪৪৫
প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বাধিকরণম্	-৪৮২
প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণম্	৩০১
বিকল্পাধিকরণম্	৫১৮
বিদ্যাধিকরণম্	৪৬
বেধাদ্যধিকরণম্	৩৩৩
ব্যতিরেকাধিকরণম্	৫০৩
ব্যাপ্ত্যাধিকরণম্	২৭৫
ভূমজ্যাধিকরণম্	৫১০
লিঙ্গ ভূয়স্ত্বধিকরণম্	৪৩৯
শরীরেভাবাধিকরণম্	৪৯৯
সত্যাদ্যধিকরণম্	৩৯৫
সমানাধিকরণম্	৩১৯
সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্	২৩৭
সর্বাভেদাধিকরণম্	২৮৫
হান্যধিকরণম্	৩৩৭

তৃতীয়াধ্যায়স্য সূত্রসূচী ৩/৩

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন	৫০৬
অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ	৫২৯
অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ	৩৭৭
অতিদেশাচ্চ	৪৫৭
অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধাৎ	৩৬৬
অনুবন্ধাদিভ্যঃ	৪৭৪
অন্তরা ভূতগ্রামবৎ	৩৯১

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অন্যথা ভেদানুপপত্তি	৩৯২
অন্বয়াদিতি চেৎ	৩১২
অন্যথাত্বং শব্দাদিতি	২৬৮
আত্ম গৃহীতিরিতর	৩১০
আত্মশব্দাচ্চ	৩০৯
আদরাদলোপঃ	৪১২
আধ্যানায় প্রায়োজনা	৩০৬

F

তৃতীয়াধ্যায়স্য সূত্রসূচী ৩/৩

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য	৩০০
ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ	৩০৪
ইয়দামননাৎ	৩৮৭
উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থে	৩৫৮
উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ	২৬১
উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ	৪১৬
এক আত্মনঃ শরীরে	৫০০
কামাদীতরত্র তত্র	৪০৭
কাম্যাস্তু যথাকামং	৫২৩
কার্য্যাখ্যানাদপূর্বং	৩১৭
গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা	৩৫৪
গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ	৫৩১
ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ	৩৫০
তন্নির্দ্ধারণাদনিয়ম	৪৩৯
দর্শনাচ্চ	৪৬৮
দর্শনাচ্চ	৫৩৪
দর্শয়তি চ	২৫৬
দর্শয়তি চ	৩২৭
ন বা অবিশেষাৎ	৩২৭
ন বা তৎসহভাবা	৫৩৩
ন বা প্রকরণ ভেদাৎ	২৬৯
ন সামান্যাদপ্যুপ	৪৮৭
নানা শব্দাদি ভেদাৎ	৫১৬
পরেণ চ শব্দস্য তাদ্‌বিধ্যং	৪৯৩
পুরুষবিদ্যা	৩৩০
পূর্ব বিকল্পঃ প্রকরণাৎ	৪৪৭
প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ক্ত্ববৎ	৪৮৪
প্রদানবদে তদুক্তম্	৪৩৬
প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তি	৩০২
ভূম্নক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং	৫১২
ভেদাদিতি চেন্নৈকস্যা	২৫১
মন্ত্রাদিবৎ বাবিরোধঃ	৫০৮
যাবদধিকারমবস্থিতি	৩৭২
লিঙ্গ ভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি	৪৪০
বিকল্পোঽবিশিষ্ট ফল	৫১৯
বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ	৪৬৫
বেধাদ্যর্থভেদাৎ	৩৩৫
ব্যতিরেকস্তদ্ ভাব	৫০৫
ব্যতিহারো বিশিংষন্তি	৩৯৩
ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্	২৮১
শিষ্টেশ্চ	৫৩০
শ্রুত্যাদিবলীয়ঃ	৪৬৯
সংজ্ঞাতশ্চে	২৭২
সমান এব চাভেদাৎ	৩২২
সমাহারাৎ	৫৩১
সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি	৩২৬
সম্ভৃতির্দ্যুব্যাপ্ত্যপি	৩২৮
সর্ববেদান্ত প্রত্যয়ম্	২৫০
সব বচ্চ তন্নিয়মঃ	২৫৫
সর্বাভেদাদন্যত্রেমে	২৮৯
সাম্পরায়েতর্ত্তব্যা	৩৪৩
স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি	২৫৩
সৈব হি সত্যাদয়ঃ	৩৯৭
হানৌ তূপায়নশব্দ	৩৪০

তৃতীয়াধ্যায়স্যাধিকরণ সূচী ৩/৪

অধিকরণম্	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ	অধিকরণম্	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অধিকাধিকরণম্	৫৫৩	পুরুষার্থাধিকরণম্	৫৩৮
অধিকারিকাধিকরণম্	৬৩৭	ভাগবদ্ধর্মাধিকরণম্	৬১৪
অনাধিষ্কারাধিকরণম্	৬৬৫	বিধুরাধিকরণম্	৬২১
আশ্রমকর্মাধিকরণম্	৬০৬	মুক্তিফলাধিকরণম্	৬৭৮
ঐহিকাধিকরণম্	৬৬৯	সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্	৫৯৮
কামকারাধিকরণম্	৫৭০	সর্বাপেক্ষাধিকরণম্	৫৯২
গার্হস্থ্যাধিকরণম্	৬৫৬	সহ কার্য্যান্তরাধিকরণম্	৬৫১
জ্যায়াধিকরণম্	৬৩০	স্বাম্যধিকরণম্	৬৪৫

তৃতীয়াধ্যায়স্য সূত্রসূচী ৩/৪

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ	সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অতএব চাগ্নিন্ধনা	৫৯০	উপমর্দঞ্চ	৫৭৩
অত স্ত্বিতরৎ জ্যায়ো	৬৩১	ঊর্দ্ধরেতঃ সূ চ	৫৭৬
অধিকোপদেশাত্তু	৫৫৪	এবং মুক্তিফলানিয়মঃ	৬৮০
অধ্যয়নমাত্রবতঃ	৫৬০	ঐহিকমপ্রস্তুত	৬৭১
অনভিভবঞ্চ	৬১৮	কামকারেণ চৈকে	৫৭১
অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ	৬৬৬	কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিনো	৬৫৮
অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ	৫৭৯	তথা চৈকবাক্য	৫৮৮
অন্তরা চাপি তু	৬২৪	তদ্বতো বিধানাৎ	৫৫০
অপি স্মর্য্যতে	৬০৩,৬২৫	তদ্ভূতস্য তু নাতদ্	৬৩৪
অবাধাচ্চ	৬০৩	তচ্ছ্রুতেঃ	৫৪৯
অসার্বত্রিকী	৫৫৮	তুল্যং তু দর্শনাৎ	৫৫৬
আচারদর্শনাৎ	৫৪৮	ন চাধিকারিকমপি	৬৩৮
আর্ত্তিজ্যমিত্যৌডুলৌমী	৬৪৯	নাবিশেষাৎ	৫৬৭
উপপূর্বমপি ত্বেকে	৬৪০	নিয়মাচ্চ	৫৫১

H

তৃতীয়াধ্যায়স্য সূত্রসূচী ৩/৪

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
পরামর্শং জৈমিনি	৫৭৮
পরিপ্লবার্থা ইতি	৫৮৬
পুরুষার্থোঽতঃ	৫৪০
বহিস্তূভয়থা স্মৃতে	৬৪৩
বিধি র্বা ধারণবৎ	৫৮২
বিভাগঃ শতবৎ	৫৫৮
বিহিতত্ত্বাচ্চাশ্রম	৬০৮
বিশেষানুগ্রহশ্চ	৬২৭
ভাবশব্দবচ্চ	৫৮৪
মৌনবদিতরেষাম	৬৬১
শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ	৫৯৭

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
শব্দশ্চাতোঽকামচারে	৬০৫
শেষত্বাৎ পুরুষার্থ	৫৪৩
শ্রুতেশ্চ	৬৫০
সমন্বারম্ভণাৎ	৫৫০
সহকারিত্বেন চ	৬০৯
সহকার্য্যান্তর বিধি	৬৫৩
সর্বথাপি ত এবো	৬১৫
সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ	৬০০
সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি	৫৯৪
স্তুতয়েঽনুতি র্বা	৫৬৮
স্তুতিমাত্রমুপাদানাদি	৫৮৩
স্বামিনঃ ফল	৬৪৭

* শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণৌ জয়তি *

শ্রীশ্রীবেদান্তদর্শনম্

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ বিরচিতম্

শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্যম্

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ

ওঁ নমঃ পূর্ণপ্রমিতয়ে শ্রীগোবিন্দায়

ন বিনা সাধনৈ র্দেবো জ্ঞান বৈরাগ্যভক্তিভিঃ ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ ॥

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ ভাষ্যম্

স্বপ্রাপ্তি সাধনং যেন করুণয়া প্রকাশিতম্ ।
স্বনামকীর্ত্তনং তস্মৈ গৌরাঙ্গায় নমাম্যহম্ ॥
স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট-ভাষ্যায় শ্রীরূপসেবিতায় চ ।
রাধালঙ্কৃত-রূপায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

অথ পরমকরুণ-শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুচরণাঃ—শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রস্য তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথম-পাদস্য ব্যাখ্যামারভমাণাঃ শ্রীগোবিন্দদেবমেবাশ্রয়মিতি প্রতিপাদয়ন্তি—"নেতি । শ্রীমান্ দেবঃ জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিভিঃ সাধনৈঃ বিনা স্বপদং ন দদাতি, অতঃ বুধঃ তানি শ্রয়েৎ" ইত্যন্বয়ঃ ।

শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা ।

গোবিন্দ কর লালিতা রসিকানন্দবর্দ্ধিনী ।
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে ধার্য্যা রাধাচরণ চন্দ্রিকা॥১॥

যিনি করুণাপূর্ব্বক নিজপ্রাপ্তির সাধন নিজ নামসংকীর্ত্তন প্রকাশ করিয়াছেন সেই করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি । যিনি স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি শ্রীপাদ পরমাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক সুবেসিত, যাঁহার স্বরূপ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার করি নমস্কার করি ।

অনন্তর পরমকরুণ শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া মানবের শ্রীগোবিন্দদেবকেই আশ্রয় করা উচিত ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন— নেতি । শ্রীমান্ দেব জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি সাধন বিনা স্বপদ প্রদান করেন না, অতঃ বুধ তাহা আশ্রয় করিবে।

শ্রীমান্ দেবঃ–সর্বারাধ্যঃ সর্বকর্ত্তা, সর্বনিয়ামকঃ, স্বভক্তোদ্ধৃতিক্রীড়ঃ, তদুপাসনাগুণোৎকৃষ্টফলার্পণ নিপুণঃস্বরূপভুতয়া মহাভাবস্বরূপয়া শ্রীরাধয়া দ্যোতমানঃ, তৎপ্রীত্যানন্দমত্তঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ। জ্ঞানং–শ্রীভগবদ্‌যাথাত্ম্যম্। তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/৪/১৩, "জ্ঞানংপরং মন্মহিমাবভাসম্" ইতি । বৈরাগ্যম্–ইন্দ্রিয়ৈরর্থানাং স্বয়মরোচকতা । শ্রীভাগবতে–৫/১৪/৪৩, যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ। জুহৌ যুবৈব মলবদুত্তম-শ্লোক-লালসঃ।। ইতি। ভক্তিঃ– শ্রীভগবদানুকূল্যময়ী প্রবৃত্তিঃ। তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—১।১।১১, অন্যাভিলাসিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলং ভক্তিরুত্তমা।। ইতি। তস্মাজ্ জ্ঞানাদিভিঃ সাধনৈর্ব্বিনা তৈঃ রহিতায় স্বপদং শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধাম, স্ব শ্রীচরণযুগলসরোরুহং বা, ন দদাতি, অতো বুধঃ-সারসারবিচারজ্ঞঃ তানি স্ব পরমনিঃশ্রেয়সজনকাণি জ্ঞানাদীনি সাধনানি শ্রয়েৎ—আশ্রয়েদিত্যর্থঃ।

যদ্যপি জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োঃ সাক্ষাদ্ ভগবদ্ প্রাপকত্বং নাস্তি, তথাপি শ্রীভক্তিসংযোগত্বেন তয়োর্মোক্ষপ্রদত্বমিতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—৩।২৫।৪৩, জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্।। ইতি।।

অত্র তু যদ্ জ্ঞানমুক্তং তত্তু—শ্রীভগবৎ স্বরূপশক্তি সম্বিদাখ্যয়া যৎ শ্রীগোবিন্দদেব যথাত্ম্যজ্ঞানং তদ্ গ্রাহ্যম্।

বৈরাগ্যং তু–শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগাদেস্ত্যাগঃ । তথাহি–শ্রীমৎপরম্চার্য্যপাদাঃ–(১/২/৭৫,১০৪..............ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে")।

যথা– হরিমুদ্দিশ্য ভোগানি কালে ত্যক্তবতস্তব ।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতিক্ষতে ॥

ব্যাখ্যা–শ্রীমান্‌দেব–সর্বারাধ্য সর্বকর্ত্তা সর্বনিয়াময় স্বভক্তউদ্ধারক্রীড় তদুপাসনা-গুণোৎকৃষ্টফলার্পণ নিপুণ স্বরূপ শক্তিভূতা মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক দ্যুতিশীল তাঁহার প্রীতিতে আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব, জ্ঞান শ্রীভগবদ্ যথাত্ম্যবুদ্ধি, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–আমার মহিমার যথার্থ অনুভবই পরং জ্ঞান। বৈরাগ্য-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি অর্থের স্বয়ং রুচিহীনতা । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যে শ্রীভরত উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সেবা লালসায় দুস্ত্যজ দার-সুত সুহৃৎ রাজ্য যাহা স্পৃহনীয় তাহাদিগকে মলের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভক্তি শ্রীভগবানে আনুকূলময়ী প্রবৃত্তি । এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বর্ণন করিয়াছেন–অন্য অভিলাষ শূন্য জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অনাবৃত অনুকূল্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি । সুতরাং জ্ঞানাদি সাধন সম্পত্তি বিনা, অথবা সাধন বিহীন জনকে স্বপদ শ্রীবৈকুন্ঠাদি ধাম, অথবা নিজ শ্রীচরণযুগল সরোরুহের সেবা প্রদান করেন না, অতএব বুধ সারাসার বিচারজ্ঞ সাধক সেই সাধন সমূহ যাহা নিজের পরমনিঃশ্রেয় জনক জ্ঞানাদি সাধন আশ্রয় করিবে ইহাই অর্থ। এই স্থলের সারার্থ এই —যদ্যপি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ প্রাপকতা নাই তথাপি শ্রীভক্তিদেবীর সংযোগে হেতু তাহার মোক্ষ প্রদান করে। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ প্রদর্শিতদিশা তাদৃশমেব বৈরাগ্যং গ্রহণীয়ম্ ইতি ।

তস্মাৎ তাদৃশ জ্ঞানবৈরাগ্যমাশ্রিত্য শ্রীভগবচ্চরণবরিবষ্যানন্দলাভার্থং সদ্‌বুদ্ধিযুক্তানাং মানবাণাং শ্রীভক্তিরেবাশ্রয়নীয়মিতি ভাবঃ ।

অথাতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন সর্বেষাং শাস্ত্রাণাং শ্রুতিবাক্যানাং বা শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়ো নিরূপিতঃ। কিঞ্চ—নিখিল জগদুদয়স্থিতিলয় পরমকারণং নিখিল প্রাকৃতদোষগন্ধাস্পৃষ্টং, স্বেতর সর্বনিয়মকং, ভক্তবাৎসল্যাদ্যনন্ত-দিব্যগুণগণালঙ্কৃতং, অখিল রসামৃত পারাবারং, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুশ্যামলঙ্গং শ্রীগোবিন্দদেবং মুমুক্ষুধ্যেয়তয়া প্রতিপাদিতম্।

তথা—স্মৃতি-ন্যায় বিরোধ পরিহার পুর্বকং পরপক্ষ প্রতিক্ষেপেণ চ বেদান্তবাক্যানাং পরস্পরাবিরোধশ্চ ব্যবস্থাপিতম্ ।

তস্মাদধ্যায়দ্বয়েন সর্বোপাস্য-পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপং সপরিকরং প্রতিপাদিতম্ । অথ শ্রীগোবিন্দদেব-চরণারবিন্দ বরিষ্যানন্দ লাভ এব সর্বেষাং জীবানাং পরমপ্রয়োজনম্ ইতি মনসিকৃত্য তৎ প্রাপ্ত্যুপায়-সাধনাধ্যায়-নামকং তৃতীয়াধ্যায়মারভ্যতে ভগবান্ বাদরায়ণঃ" ইত্যধ্যায় সঙ্গতিঃ।

অথাষ্টাবিংশতিসূত্রকং ষড়ধিকরণকং তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভন্তে-শ্রীমদ্‌ভাষ্যাকার প্রভুপাদাঃ—"পূর্বাধ্যায়দ্বয়েন" ইতি । পূর্বাধ্যায়স্য প্রতিপাদিতবিষয়ং স্মারয়ন্তি—বিশ্বৈকহেতুমিতি, তচ্চ প্রথমাধ্যায়ে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১/১/১/১) ইত্যরভ্য—"এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (১/4/৮/২৮) ইত্যন্তেন শ্রীগোবিন্দদেবং তত্তদ্‌গুণগণালঙ্কৃতং নিরপিতমিতি ।

তথা দ্বিতীয়াধ্যায়ে—"স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য স্মৃত্যনবকাশ দোষ প্রসঙ্গাৎ" (২/১/১/

বর্ণিত আছে— যোগীর জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি যোগের দ্বারা মঙ্গলের নিমিত্ত অকুতোভয় আমার পাদমূলে প্রবেশ করে। এইস্থলে যে জ্ঞান কথিত হইয়াছে তাহা শ্রীভগবৎ স্বরূপশক্তির সম্বিৎ শক্তি নামের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের যাথাত্ম্য জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। বৈরাগ্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভোগাদির পরিত্যাগ, এই বিষয়ে শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন— শ্রীকৃষ্ণের হেতু ভোগাদি পরিত্যাগ। যেমন— আপনার সাধক কালে শ্রীহরিকে উদ্দেশ্যে করিয়া ভোগ সকল পরিত্যক্ত হওয়ায় বিষ্ণুলোক স্থিতা অচঞ্চলা সম্পত্তি প্রতিক্ষা করিতেছেন, এই প্রকার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রদর্শিতা দিশা তাদৃশ বৈরাগ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব তাদৃশ জ্ঞান বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ বরিষ্যানন্দলাভের নিমিত্ত সদ্বুদ্ধিযুক্ত মানবগণের শ্রীভক্তিদেবীকেই আশ্রয় করা উচিত ইহাই অর্থ।

অথ অতিক্রান্ত অধ্যায় দ্বয়ের দ্বারা সকল শাস্ত্রগণের অথবা শ্রুতিবাক্য সমূহের শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় নিরূপণ করা হইয়াছে, অপর নিখিল জগদাদি উভয় স্থিতিলয় পরমকারণ, নিখিল প্রাকৃত দোশ গন্ধ, স্পর্শ, রহিত, স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক, ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত দিব্যগুণ গণালঙ্কৃত, অখিল রসামৃত পারাবার শ্রীরাধা প্রাণবন্ধু শ্যামলাঙ্গ শ্রীমৎ গোবিন্দদেবকে মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অপর স্মৃতি ন্যায় বিরোধ পরিহার পূর্বক পরপক্ষ প্রতিক্ষেপের দ্বারা বেদান্ত বাক্যগণের পরস্পর বিরোধ পরিহারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । অতএব পূর্বস্থ দুইটি অধ্যায়ের দ্বারা সর্বোপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের

১) ইত্যারভ্য–"বৈশষ্যাত্তু তদ্ বাদস্তদ্‌বাদঃ" (২/৪/১১/১২) ইত্যন্তেন ।

সর্বেষাং শ্রুতিবাক্যানাং বিরোধাভাবং প্রতিপাদিতমিতি স্মারয়ন্তি–"ইত্যেতদিতি । অথ তৃতীয়ং সাধানাধ্যায়ং ব্যাখ্যাতুমুপক্রমন্তে অথ" ইতি ।

অথ সাধনবর্গেষু শ্রীগোবিন্দদেব প্রাপ্তিতৃষ্ণা, প্রাপ্যেতর বিতৃষ্ণা চ মুখ্যা ইতি তে প্রতিপাদ্যেতে-তেষু ইতি । তথাচ—পূর্ব্বত্র স্বীয়সেবকভূতস্য জীবস্য স্বপ্রাপ্তয়ে পরমদয়ালুনা শ্রীগোবিন্দদেবেন স্বশক্তিপরিণামভূতৈঃ পঞ্চমহাভূতৈঃ প্রাণেন্দ্রিয়াধারারো দেহো নির্ম্মিতঃ ইত্যুক্তম্।

অস্য জীবস্য তৎসঙ্গাৎ শ্রীভগবদুপকারং দেহস্বভাবঞ্চ জানতঃ তং পরমদয়াবন্তং স্বারাধ্যদেবং ভগবন্তং শ্রীগোবিন্দদেবং সাক্ষাচ্চিকীর্ষোঃ সানুবন্ধে তত্র পাঞ্চভৌতিকে দেহে বৈরাগ্যমুচিতমিতি তৎ সিদ্ধয়ে পূর্ব্বপাদদ্বয়ামারভ্যতে ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন' ইতি।

অথ প্রথম পাদস্য বিষয়বস্তুমাহুঃ— তত্রেতি।

এবং দ্বিতীয়পাদস্য ইতি —দ্বিতীয়ে— ইত্যনেন।।

সপরিকর স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দ বরিয়ষ্যানন্দ লাভই সকল জীবগণের পরম প্রয়োজন ইহা মনে করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহার প্রাপ্তির উপায় সাধনাধ্যায় নামক তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন এইপ্রকার অধ্যায় সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল ।

অতঃপর অষ্টাবিংশতি সূত্রযুক্ত (২৮) ছয়টি অধিকরণ সমন্বিত তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন–পূবের্বতি । পূবর্ব অধ্যাদ্বয়ের দ্বারা বিশ্বের একমাত্র হেতু, নির্দোষগুণরত্নাকর সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমকে মুমুক্ষুবৃন্দের ধ্যেয়রূপে সকল বেদান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন । পূবর্ব প্রথমাধ্যায়ে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া এতেন সবের্ব ব্যাখ্যাতা অনন্তর এই তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তিকারক সাধন সকল নিরূপণ করিতেছেন । সাধন বর্গের মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তি তৃষ্ণা, প্রাপ্যভিন্ন অন্য বিতৃষ্ণা এই দুইটিই মুখ্য, তাহা প্রতিপাদন ।

করিতেছেন তেম্বিতি । সাধন সকলের মধ্যে প্রাপ্যেতর বিতৃষ্ণা এবং প্রাপ্যতৃষ্ণা এই দুইটি মুখ্য তাহা সিদ্ধার নিমিত্ত পুবর্বপাদদ্বয় আরম্ভ করিতেছেন । অর্থাৎ পূবের্ব প্রথমপাদে নিজ সেবকভূত জীবের স্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরম দয়ালু শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক স্বশক্তিস্বরূপ পঞ্চমহাভূতদ্বারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের আধার মানবদেহ নির্মাণ হয় । এই জীবের দেহসঙ্গহেতু শ্রীভগবানের উপকার ও নিজ দেহের স্বভাব জানিয়া সেই পরম দয়ালু স্বারাধ্যদেব ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে সাক্ষাৎকার ইচ্ছু সাধকের সানুবন্ধে পাঞ্চভৌতিক দেহে বৈরাগ্য করা উচিত, তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পাদদ্বয় আরম্ভ করিতেছেন । তন্মধ্যে প্রথমপাদের বিসয়বস্তু বলিতেছেন–পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আশ্রয় করিয়া নানা অবস্থা ।

অর্থ । এই স্থলের সারর্থ এই–যদ্যপি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ প্রাপকতা নাই তথাপি শ্রীভক্তিদেবীর সংযোগ হেতু তাহারা মোক্ষ প্রদান করে । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে– যোগীর।

জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি যোগের দ্বারা মঙ্গলের নিমিত্ত অকুতোভয় আমার পাদমূলে প্রবেশ করে। এই স্থলে যে জ্ঞান কথিত হইয়াছে তাহা শ্রীভগবৎ স্বরূপশক্তির সম্বিৎ শক্তি নামের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের যাথাত্ম্য জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে । বৈরাগ্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভোগাদির পরিত্যাগ, এই বিষয়ে শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের হেতু ভোগাদি পরিত্যাগ । যেমন—আপনার সাধন কালে শ্রীহরিকে উদ্দেশ্য করিয়া ভোগ সকল পরিত্যক্ত হওয়ায় বিষ্ণুলোক স্থিতা অচঞ্চলা সম্পত্তি।

প্রতিক্ষা করিতেছে, এই প্রকার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রদর্শিত দিশা তাদৃশ বৈরাগ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব তাদৃশ জ্ঞান বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ বরিবষ্যানন্দলাভের নিমিত্ত সদ্বুদ্ধিযুক্ত মানবগণের শ্রীভক্তিদেবীকেই আশ্রয় করা উচিত ইহাই অর্থ ।

অথ অতিক্রান্ত অধ্যায় দ্বয়ের দ্বারা সকল শাস্ত্রগণের অথবা শ্রুতিবাক্য সমূহের শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় নিরূপণ করা হইয়াছে, অপর নিখিল জগদাদি উভয় স্থিতিলয় পরমকারণ, নিখিল প্রাকৃত দোষ গন্ধ স্পর্শ রহিত, স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক, ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত দিব্যগুণ গণালঙ্কৃত অখিল রসামৃত পারাবার শ্রীরাধা প্রাণ বন্ধু শ্যামলাঙ্গ শ্রীমৎ গোবিন্দদেবকে মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অপর স্মৃতি ন্যায় বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক পরপক্ষ প্রতিক্ষেপের দ্বারা বেদান্ত বাক্যগণের পরস্পর বিরোধ পরিহারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বস্থ দুইটি অধ্যায়ের দ্বারা সর্ব্বোপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দ বরিবষ্যানন্দলাভই সকল জীবগণের পরম প্রয়োজন' ইহা মনে করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহার প্রাপ্তির উপায় সাধনাধ্যায় নামকতৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন এই প্রকার অধ্যায় সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

অতঃপর অষ্টাবিংশতি সূত্রযুক্ত (২৮) ছয়টি (৬) অধিকরণ সমন্বিত তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ শ্রীমদ্ ভাষ্যকাল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন— পূর্ব্বেতি। পূর্ব্ব অধ্যায় দ্বয়ের দ্বারা বিশ্বের একমাত্র পরমকারণ তাহা "আথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" (১।১।১।১) এই প্রকার আরম্ভ করিয়া "এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (১।৪।৮।২৮) এই পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দদেবকে সেই সেই গুণগণালঙ্কৃত নিরূপণ করিয়াছেন। তথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃত্য নবকাশ দোষ প্রসঙ্গাৎ' এইপ্রকার আরম্ভ করিয়া "বৈশেষ্যাত্তু তদ্ বাদস্তদবাদঃ" এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানের দ্বারা। এই ভাবে শ্রুতিবাক্যগণের বিরোধাভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইতেছেন— ইত্যেতদিতি।

এই প্রকার সকল অবিরুদ্ধ এই উক্তির দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। অনন্তর তৃতীয় সাধনাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন— অথেতি। অনন্তর এই তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তি কারক সাধন সকল নিরূপণ করিতেছেন। সাধনবর্গের মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তি তৃষ্ণা প্রাপ্যভিন্ন অন্য বিতৃষ্ণা এই দুইটি মুখ্য, তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বপাদদ্বয় আরম্ভ করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রথমপাদে নিজ সেবক ভূত জীবের স্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরম দয়ালু শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক স্ব শক্তি স্বরূপ পঞ্চমহাভূত দ্বারা প্রাণও ইন্দ্রিয়ের আধার মানবদেহ নির্ম্মাণ হয়। এই জীবের দেহসঙ্গহেতু

পূর্বাধ্যায়দ্বয়েন বিশ্বৈকহেতুং নির্দ্দোষগুণরত্নাকরং সচ্চিদানন্দাত্মকং পুরুষোত্তমং মুমুক্ষুধ্যেয়তা সর্বোবেদান্তঃ প্রতিপাদয়তি" ইত্যেতৎ সর্বাবিরুদ্ধমিত্যুক্তৈর্ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপিতম্ ।

অথাস্মিন্ তৃতীয়েঽধ্যায়ে তৎ প্রাপকানি সাধনানি নিরূপ্যন্তে ।

তেষু মুখ্যং তাবৎ প্রাপ্যেতরবৈতৃষ্ণ্যং প্রাপ্যতৃষ্ণাচেতি তৎ সিদ্ধয়ে পূর্বপাদদ্বয়মারভ্যতে। তত্র প্রথমে পাদে-পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য নানাবস্থস্য জীবস্য লোকগত্যা গতিরূপা দোষাঃ প্রকাশ্যন্তে লোক বিরাগায় । দ্বিতীয়ে তু প্রাপ্যানুরাগহেতব স্তন্মহিমাদয়োগুণা বক্ষ্যন্তে।

১। তদনন্তর প্রতিপত্যধিকরণম্।

১।। তদনন্তর প্রতি পত্যধিকরণম্

অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদস্য "তদনন্তরপ্রতিপত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি— ছান্দগ্যে" ইতি।

বিষয়ঃ—অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎ পঠিতা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ইহ বিষয়রূপেণাবতারন্নাহুঃ— "শ্বেতকেতুঃ" ইতি। "হ" ইতি ঐতিহ্যার্থঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ তস্যাপত্যমারুণেয়ঃ শ্বেতকেতুর্নামতঃ পঞ্চালাণাং জনপদানাং— পঞ্চালানাম্ সমিতিং সভাং ইয়ায় আজগাম। তথাচ— আরুণেয়ঃ শ্বেতকেতুঃ পাঞ্চালরাজসভামাজগাম ইত্যর্থঃ।

শ্রীভগবানের উপকারও নিজ দেহের স্বভাব জানিয়া সেই পরমদয়ালু স্বারাধ্যদেব ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবকে সাক্ষাৎকার ইচ্ছু সাধকের সানুবন্ধে পাঞ্চভৌতিকদেহে বৈরাগ্য করা উচিত, তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পাদদ্বয় আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমপাদের বিষয়বস্তু বলিতেছেন— পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আশ্রয় করিয়া নানা অবস্থা প্রাপ্ত জীবের লোকান্তরগমন ও আগমনাদিদোষ লোকবিরাগের নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছেন— এই প্রকার দ্বিতীয় পাদের বিষয় বস্তু বলিতেছেন— প্রাপ্য বিষয়ে অনুরাগসকল, তাঁহার মহিমা প্রভৃতিগুণবৃন্দ বর্ণনা করিবেন।

১।। তদনন্তর প্রতিপত্ত্যধিকরণ

অনন্তর প্রতিপত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের তদনন্তর প্রতিপত্যধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারনা করিতেছেন— ছান্দোগ্যেতি।

বিষয়— ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠিতা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা এই অধিকরণে বিষয়রূপে অবতরণ করিয়া বলিতেছেন— শ্বেতকেতুরিতি। আরুণেয় শ্বেতকেতু পাঞ্চালগণের সভায় আগমন করিলেন। ইত্যাদি দ্বারা পাঞ্চাগ্নিবিদ্যা পাঠ করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'হ' শব্দটি ঐতিহ্যের দ্যোতক । অরুণের পুত্র আরুণি তাঁহার

ছান্দোগ্যে (৫/৩/১) "শ্বেতকেতু র্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমিয়ায়" ইত্যাদিনা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা পঠিতা। তত্র জীবঃ পরলোকং গচ্ছতি, তস্মাৎ পুনরিমং লোকমাগচ্ছতীতি প্রতীয়তে।

ইহ সংশয় ঃ–পরলোকং গচ্ছন্ জীবঃ সূক্ষ্মভূতৈ র্বিযুক্তঃ ? পরিষ্বক্তো বা গচ্ছতীতি ? তত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাদ্ বিযুক্তো গচ্ছতীতি প্রাপ্তে–

তথাচ— জীবো হি প্রাণেন্দ্রিয়ৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কাররূপয়া পূর্ব্বপ্রজ্ঞয়া চ সহিত পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি শ্রুতিবচনেন প্রতীয়তে, ইতি বিষয় বাক্যম্।

সংশয় ঃ— অথ ছান্দোগ্যপঠিত— বিষয়বাক্যে সংশয়মুত্থাপয়ন্তি— ইহে'তি। ভাষ্যাংশস্তু প্রকটার্থঃ। অর্থাৎ-দেহান্তরং গতিমান্ জীবঃ কিং দেহান্তরারম্ভকৈঃ পঞ্চীকৃতভূতভাগৈঃ এতদ্দেহবৎ প্রাণেন্দ্রিয়াধারকৈ র্বিযুক্তো গচ্ছতি? কিং তৈর্যুক্তৈরিতি; ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ— অত্র সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি— "তত্রাপীতি"। তত্রাপি তেষাং ভূতমাত্রাণাং সৌলভ্যাৎ বিযুক্তো জীবো গচ্ছতীতি।

পুত্র আরুণেয় তাঁহার নাম শ্বেতকেতু তিনি পাঞ্চাল জনপদনিবাসী পাঞ্চালগণের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আরুণেয় শ্বেতকেতু পাঞ্চাল রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন ইহাই অর্থ। সেই সভায় জীব পরলোকগমন করে, পুনঃ এইলোকে আগমন করে, ইত্যাদি বিচার হয় তাহা প্রতীতি হইতেছে। অর্থাৎ জীব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত, তথা ধর্ম্ম অধর্ম্ম সংস্কাররূপে পূর্ব্ব প্রজ্ঞার সহিত, পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহা প্রতীতি হয় ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয় — অথ ছান্দোগ্যে পঠিত বিষয়বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন—ইহেতি। এই স্থলে সংশয় এই যে পরলোকগমন কারীজীব সূক্ষ্মভূতবর্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া গমন করে? অথবা সংযুক্ত হইয়াগমন করে। অর্থাৎ দেহান্তরে গতিমান জীব কি দেহান্তর আরম্ভকারী পঞ্চীকৃত ভাগের সহিত এইদেহের সমান প্রাণ ইন্দ্রিয় ধারক দেহের দ্বারা বিযুক্ত হইয়া গমন করে? অথবা তাহাদের ত্যাগ না করিয়া গমন করে? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন— তত্রাপীতি। সেই স্থানেও তাহাদের সুলভতা হেতু বিযুক্ত হইয়া গমন করে। অর্থাৎ পরলোকেও সেই ভূতমাত্রের সুলভতা বশতঃ তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া জীব গমন করে। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকে কথিত আছে— সেই এই তেজো মাত্রা সকল গ্রহণ করিয়া, সেই জীবাত্মা এই তেজোমাত্রা তেজের অবয়ব, ইহা উপলক্ষণ মাত্র পার্থিব মাত্রাদির ও গ্রহণ করিতে হইবে, এই সকল সমভ্যদদান আভিমুখ্যে গ্রহণ করিয়া গমন করে। অপর এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চীকৃত ভূত সকলের দ্বারা বিরচিত হেতু সর্ব্বত্র লোকান্তরেও তাহাদের সুলভতর হওয়া হেতু ভূতসূক্ষ্ম

।।ওঁ।। তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ।।ওঁ।।৩।১।১।১।।

তৎ শব্দেন দেহঃ পরামৃষ্টঃ। পূর্ব্বং তস্য মূর্ত্তিশব্দিতস্য প্রক্রমাৎ। দেহাৎ দেহান্তরং প্রাপ্তো ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতি গচ্ছতি। কুতঃ? বেত্থ যথা" (৫।৩।২) ইত্যাদিরূপাৎ প্রশ্নাৎ। "অসৌ বাব" (৫।৪।১) ইত্যাদিরূপাত্তদুত্তরাচ্চ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা— (ছা-৫।৩) প্রবাহণো নাম ক্ষত্রিয়ঃ পাঞ্চালাধিপতি র্নিজান্তিকাগতং শ্বেতকেতুং বিপ্রকুমারং পঞ্চার্থান্ পপ্রচ্ছ—

তথাহি বৃহদারণ্যকে— ৪।৪।১—"স এতাস্তেজো মাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ" ইতি। স জীবাত্মা এতাঃ তেজোমাত্রাঃ তেজসো মাত্রা তেজোঽবয়বাঃ উপলক্ষণমেতৎ— পার্থিব মাত্রাদেরপি গ্রহণম্' সমভ্যাদদানঃ— আভিমুখ্যেন আদদানঃ, গ্রহণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ যাতীতিশেষঃ। কিঞ্চ—ব্রহ্মাণ্ডস্য পঞ্চীকৃতভূতৈঃ র্বিরচিতত্বাৎ সর্ব্বত্র লোকান্তরেঽপি তেষাং সুখতরলভ্যত্বাৎ ভূতসূক্ষ্মৈ র্বিযুক্তো গচ্ছতীতি।

তথাচ—আধারভূতান্ পঞ্চভূতভাগান্ বিনা প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নানুবৃত্তিরিতি ইহৈব দেহবিয়োগো ভবতি, আমৃত্যোঃ সুখসাধনে দেহে বৈরাগ্যং নোচিতমিতি পূর্ব্বপক্ষিনামাশয়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ— ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"তদনন্তর" ইতি। অথ "সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ" (২।৪।১১।২০) ইতি মূর্ত্তিশব্দেন দেহঃ পরামৃশ্যতে, স 'তৎ' শব্দেন প্রস্তুতঃ।

বিযুক্ত হইয়াই গমন করে। অর্থাৎ আধার স্বরূপ পঞ্চমহাভূত ভাগের অবস্থান বিনা প্রাণের ও ইন্দ্রিয় বর্গের অনুবর্ত্তন হয় না, সুতরাং ইহলোকেই দেহ বিয়োগ হইবে অতএব মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখ সাধনের বস্তু দেহে বৈরাগ্য সাধন করা উচিত নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাদিগণের অভিপ্রায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত ঃ— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন— তদিতি। দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্পরিষ্বক্ত হইয়া গমন করে, কেন? প্রশ্ন ও নিরূপণ দ্বারা। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার দ্বারা দেহ পরামর্শ করা হইয়াছে, সেই দেহ তৎ শব্দের দ্বারা প্রস্তুত করিতেছেন। জীব দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে সম্পরিষ্বক্ত, ভূত সূক্ষ্ম সকলের সহিত সম্যক্ত সংযুক্ত হইয়া গমন করে। অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তর লাভের নিমিত্ত দেহারম্ভক সূক্ষ্মভূত সকলে যুক্ত হইয়া জীব গমন করে। ইহা কি প্রকার জানা যায়? তাহা বলিতেছেন— প্রশ্ন এবং নিরূপণ হইতে। গৌতমকৃত প্রশ্ন ও প্রবাহণকৃত পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশ হইতে এই অর্থ জানা যায়। অনন্তর সূত্রের অর্থ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ভাষ্যাকারে বিস্তার করিতেছেন— তদিতি। তৎ শব্দের দ্বাহা দেহ পরামর্শ

১। কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশম্,
২। পুনরাবৃত্তি প্রকারম্,
৩। অমুষ্যলোকস্যাপ্রাপ্তারম্,
৪। দেবযান পিতৃযাময়োর্ভেদকম্,
৫। পুরুষরূপঞ্চ, বেত্থেতি,

জীবো দেহাৎ— দেহান্তরং প্রাপ্তৌ "সংপরিষ্বক্তঃ" ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তঃ— সম্পৃক্তঃ রংহতি— গচ্ছতি, তথাচ— দেহাৎ দেহান্তরলাভে তদারম্ভকৈঃ সূক্ষ্মভূতৈর্যুক্তো জীবো গচ্ছতি। এবং কুতঃ? তত্রাহ— প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম্; গৌতমকৃতাৎ প্রশ্নাৎ প্রবাহণকৃতাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপদেশাচ্চ ইতি অয়মর্থো বিজ্ঞাতঃ।

অথ সূত্রার্থং ভাষ্যাকারেণ বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ— "তদিতি" ভাষ্যাংশং স্পষ্টম্। কুতঃ" ইত্যত্র প্রশ্নকারঃ—

বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রয়ন্তীতি" ইতি। উত্তরপ্রকারস্তু— "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্‌রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইতি।

অথ সূত্রাস্যাস্য বোধসৌকর্য্যার্থং ছান্দোগ্যোক্ত আখ্যায়িকামাহুঃ— অত্রেয়মিতি। আখ্যায়িকার্থং স্পষ্টম্— পঞ্চার্থান্—

১। কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশম্— "বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রযন্তীতি"
২। পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্— "বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্তে"

করিতেছেন। যে হেতু পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি শব্দের দ্বারা উপক্রম করিয়াছেন। দেহ হইতে দেহান্তর প্রপ্তির নিমিত্ত ভূতসূক্ষ্মগণের সহিত জীব গমন করে। কেন? জান যে প্রকার? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন হইতে। অসৌ বাব ইত্যাদিরূপ উত্তর হইতে কুতঃ— এইস্থানে প্রশ্নপ্রকার- তুমি জান কি এই স্থান হইতে প্রজাবৃন্দ গমন করে? উত্তর প্রকার— হে গৌতম! এই লোক অগ্নি তাহার আদিত্য সমিৎ রশ্মি সকল ধূম অহঃ অর্চ্চিঃ চন্দ্রমা অঙ্গার নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি। অনন্তর এই সূত্রের বোধ সৌকার্য্যার্থের নিমিত্ত ছান্দোগ্য কথিত আখ্যায়িকা বলিতেছেন— অত্রেয়মিতি। প্রবাহণ নামে ক্ষত্রিয় পাঞ্চাল গণের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার নিকটে সমাগত বিপ্রকুমার শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, (১) কর্ম্মিগণের গন্তব্যদেশ— তুমি জান? যে ইহ লোক হইতে প্রজা গমন করে? (২) জীবের পুনরাবৃত্তি প্রকার তুমি জান যে ভাবে- পুনঃ আগমন করে? (৩) যে এই মর্ত্তলোক প্রাপ্ত হয় না? তুমি জান কি যেরূপ এইলোক পূর্ণ হয় না? (৪) দেবযান ও পিতৃযানের ভদে? তুমি দেবযান ও পিতৃযানের ব্যাবর্ত্তনা জান কি? (৫) এবং পুরুষরূপ জান? ইহাই চরম প্রশ্ন, হে গৌতম! যে প্রকারে পঞ্চম আহুতির দ্বারা আপ পুরুষ সংজ্ঞালাভ করে? অর্থাৎ মানব ইহলোকে

"বেত্থ যথা পঞ্চম্যাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছা০ ৫।৩।৩) ইতি চ। স চ কুমারঃ প্রশ্নপারাজ্ঞানাদ্বিমনাঃ পিতরং গৌতমমুপেত্য পরিদেবয়ামাস। পিতাপ্যবিদিত প্রষ্টব্যস্তদ্ বুভুৎসয়া প্রবাহণমাগত্য কৃতার্হণং বিত্তদিৎসুঞ্চ তং প্রতি তানেব পঞ্চপ্রশ্নান্ বিভিক্ষে। স চ তমন্তিমং প্রশ্নং প্রতিব্রুবন্নাহ—

"অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" (৫।৪।১) ইত্যাদি। তত্র হি দ্যু পজ্জর্ন্য পৃথিবী পুরুষ যোষা পঞ্চাগ্নিতয়া নিরূপিতাঃ। তেষু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধা সোম বৃষ্টি অন্ন রোতো রূপাঃ ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠিতাঃ। হোতারঃ সর্ব্বত্র দেবাঃ। হোমাস্তু ভূতসূক্ষ্ম পরিবেষ্টিতস্য

৩। অমুষ্য লোকস্য প্রাপ্তারম্— "বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে"

৪। দেবযান-পিতৃযানয়োর্ব্ভেদকম্— "বেত্থ পথোর্দ্দেব যানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যবর্ত্তনা" ইতি।

৫। তথা চরমপ্রশ্নস্তাবৎ—"বেত্থ" ইত্যাদি। তথাচ—মানব ইলোকে অপ্‌ময় দধিপয়ঃ প্রভৃতিকদ্রব্যহোমে শ্রদ্ধা পূর্ব্বকং হবনং কৃতে সতি শ্রদ্ধাখ্যাহুতিরূপেণ যজমানে সম্বন্ধাঃ তা আপঃ তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাঃ, তস্মিন্ যজমানে মৃতে সতি দ্যুলোগ্নৌ জুহ্বতি, হুতাঃ তা আপঃ সোমরাজাখ্য দেহরূপেণ পরিণমন্তে; স চ অম্ময়ো

আপময় দধিপয়দিদ্রব্য হোম্যকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হবন করিলে পরে শ্রদ্ধাখ্যা আহুতিরূপে যজমানে সম্বন্ধ হইয়া সেই আপ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হয়, পুনঃ সেই যজমান মরিলে পরে তাহাকে দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে হবন করেন। হুত সেই আপ সোম নামক দেহরূপে পরিণত হয়। সেই আপময় সোমরাজ দেহ দেবতা কর্ত্তৃক পুনঃ পর্জ্জন্য অগ্নিতে বৃষ্ট্যভিমানী দেহ বিশেষে দেবগণ কর্ত্তৃক হুত হইলে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিভূত সেই আপ পঁথিবী অগ্নিতে দেবগণ কর্ত্তৃক হুত হইলে ব্রীহিযবাদি অন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। অন্নভাব প্রাপ্ত আপ পুরুষাগ্নিতে দেবগণ কর্ত্তৃক হুত রেতঃভাব ধারণ করে। রেতঃস্বরূপ আপ পঞ্চম অগ্নি স্বরূপ যোষিৎ অগ্নিতে দেবগণ কর্ত্তৃক হুত গর্ভরূপে অবস্থান করত পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার আপের পুরুষসংজ্ঞা লাভ হয় ইহাই বস্তু স্থিতি। এই পঞ্চমী আহুতি জানিয়া রাজা প্রবাহণ পঞ্চমী আহুতিতে হবন করিলে যে ভাবে আপ পুরুষসংজ্ঞা পুরুষাকারে পরিণত হয় তাহা তুমি জান? এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সেই কুমার শ্বেতকেতু প্রশ্ন বিষয়ে না জানিয়া বিমনা হইয়া নিজ পিতা গৌতমের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতাও সেই প্রশ্ন অবিদিত হওয়ায় তাহা জানিবার ইচ্ছায় রাজা প্রবাহণের নিকটে গমন করত রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অর্থাদি প্রদান কারী রাজার প্রতি সেই প্রশ্নপঞ্চ ভিক্ষা রূপে যাচনা করিলেন। সেই রাজা প্রবাহণ তন্মধ্যে অন্তিম প্রশ্নের উত্তর বলিলেন— হে গৌতম! এই লোকই অগ্নি ইত্যাদি। সেই স্থানে দ্যুপর্জন্য পৃথিবী পুরুষ ও যোষিৎ এই পাচঁটিকে পাঞ্চাগ্নিরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, সেই পঞ্চাগ্নিতে শ্রদ্ধা সোম বৃষ্টি অন্ন রেতঃ রূপ ক্রম পূর্ব্বক পাঁচটি আহুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবস্য স্বর্গভোগাদিলাভায় দেবৈঃ কৃতো দ্যুলোকাদিষু প্রক্ষেপঃ। মৃতস্য জীবস্যেন্দ্রিয়াণি খলু দেবাঃ কথ্যন্তে।

তে হি দ্যুলোকাগ্নৌ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, সা শ্রদ্ধা স্বর্গভোগার্হ সোমরাজাখ্য দিব্য দেহরূপেণ পরিণম্যতে। স চ দেহো ভোগ্যন্তে তৈঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতো বর্ষং ভবতি। তচ্চ বর্ষ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতমন্নং ভবতি। তচ্চান্নং পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতং রেতো ভবতি। তচ্চরেতো যোষাগ্নৌ তৈরেব হুতং গর্ভো ভবতীত্যুক্ত্বাহ—

"ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছা০ ৫।৯।১) ইতি। ইত্যুক্তক্রমেণ রেতোরূপায়াং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবচ্যা দেহরূপা

দেহঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ বৃষ্ট্যভিমানিনি দেহবিশেষে তৈর্দ্দেবৈর্হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহিযবাদ্যন্নতাং প্রাপ্নুবন্তি; অন্নভাবমাপন্নাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ, তৈর্হুতারেতোভাবং লভন্তে। রেতোভূতাস্তাঃ পঞ্চমাগ্নিরূপা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতাঃ পুরুষসংজ্ঞাং প্রয়ান্তীতি অপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি বস্তুস্থিতিঃ।

তামেতাং পঞ্চম্যাহুতাং জানন্ রাজা প্রবাহণঃ পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়াং যথাপঃ পুরুষাকারেণ পরিণমন্তে তথা কিং জানাসীতি জিজ্ঞাসয়ামাস ইত্যর্থঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্।

"তে হি দ্যুলোকগ্নৌ" ইত্যত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ—"অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্ রশ্মমো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ। (৫।৪।১) তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ

হোম অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত জীবের স্বর্গভোগাদি লাভের নিমিত্ত দেবতাগণ কর্ত্তৃক দ্যুলোকাদি অগ্নিতে প্রক্ষেপকেই হোম বলে। মৃতজীবের ইন্দ্রিয় সকলকে দেবতা বলা হয়। সেই দেবতাগণ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধা নামে হোমকে আহুতি করে, সেই শ্রদ্ধা স্বর্গসুখভোগের উপযুক্ত সোমরাজ নামে দিব্য দেহরূপে পরিণত হয়। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি এই প্রকার— হে গৌতম! এই মর্ত্ত্যলোকই অগ্নি তাহার আদিত্যই সমিৎ, রশ্মি সকল ধূম, অহঃ অর্চ্চিঃ চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্র সকল বিস্ফুলিঙ্গ, দেবতাগণ সেই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে হবণ করে, সেই আহুতি হইতে সোম রাজা উদ্ভব হয়। সেই সোমরাজ দেহ স্বর্গভোগের অন্তে ঐ দেবগণ কর্ত্তৃক পর্জন্য অগ্নিতে হুত হইলে বর্ষা হয়, এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য— হে গৌতম! পর্জন্যই অগ্নি, তাহার বায়ুই সমিৎ, ধূম আকাশ, বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ বজ্র অঙ্গার, গর্জনই বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজকে আহুতি প্রদান করে, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি হয়। সেই বর্ষা দেবগণ কর্ত্তৃক পৃথিবী অগ্নিতে হুত হইলে অন্ন হয়। এই এই বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি বাক্য— হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নি, তাহার সংবৎসরই সমিৎ, আকাশ, ধূম, রাত্রি অর্চ্চিঃ দিক অঙ্গার, অবান্তরদিক বিস্ফুলিঙ্গ এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষাকে হবণ করে,

ভবন্তীত্যর্থঃ।

ইহ যাভিরদ্ভির্যুক্তো দিবং গতস্তাসামেবোক্তরীত্যা স্ত্রীমাপন্নানাং পুরুষরূপতা প্রতীতেঃ সূক্ষ্মভূতপরিষ্বক্তো রংহতীতি সিদ্ধাম্।।১।।

ননু "আপঃ পুরুষবচসঃ" (ছা০ ৫।৯।১) ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরিষ্বঙ্গঃ কথমিতি? তত্রাহ—

শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" (৫।৪।২) ইতি। "স চ" ইত্যত্র শ্রুতিঃ—(ছা০৫।৫।১-২) "পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিঃ তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্ব্বর্ষং সম্ভবতি। ইতি "তচ্চবর্ষম্" ইত্যত্র শ্রুতিবাক্যম্— (ছা০ ৫।৬।১-২) "পৃথিবীবাব গৌতমাগ্নিঃ তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো বাত্রিরর্চ্চিদিশোহঙ্গারা অবান্তর দিশো বিলিঙ্গা। তস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতের সম্ভবতি। তচ্চান্নং অত্র শ্রুতি (ছা০৫।৭।১-২) পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিঃ তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি।

"তচ্চরেতঃ" ইত্যত্র শ্রুতিঃ— (ছান্দোগ্যে)—(৫।৮।১-২) "যেষা বাব গৌতমাগ্নিঃ তস্যা উপাস্থ এব সমিদ্ যদুমপন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চিঃ যদন্তঃ করোতি তেহঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

সেই আহুতি হইতে অন্ন হয়। সেই অন্ন দেবগণ কর্ত্তৃক পুরুষাগ্নিতে হুত হইলে রেতঃ হয়। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য— হে গৌতম! পুরুষই অগ্নি, তাহার বাকই সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চ্চিঃ চক্ষু অঙ্গার, শোত্র বিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন হবন করেন তাহা হইতে রেতঃ হয়। সেই রেতঃ যোষাগ্নিতে দেবগণ কর্ত্তৃক হুত হইলে গর্ভ হয়। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি বচন— হে গৌতম! যোষিৎই অগ্নি, তাহার উপস্থই সমিৎ, যাহা উপমন্ত্রণা করে তাহা ধূম, যোনি অর্চ্চিঃ যাহা অন্তঃকরে প্রবেশ করায় তাহা অঙ্গার, সঙ্গমজাত অভিনন্দ আনন্দ বিস্ফুলিঙ্গ, এই স্ত্রী অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ হবন করে, সেই আহুতি হইতে গর্ভ সম্ভব হয়। এই প্রকার বলিয়া রাজা প্রবাহণ কহিলেন— এই প্রকার পঞ্চমী আহুতি হইতে আপ পুরুষ সংজ্ঞালাভ করে। এই ছান্দোগ্যোক্ত ক্রম দ্বারা রেতঃরূপা পঞ্চমী আহুতিতে হুত হইলে আপ শ্রদ্ধা পুরুষবচঃ পুরুষশব্দ বাচ্য দেহরূপ হয় ইহাই অর্থ। এইস্থলে যে আপ সংযুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে সেই আপই উপরোক্ত রীতি অবলম্বন করত স্ত্রীতে গর্ভরূপে সমাগত জীবগণের পুরুষ রূপতা প্রতীতি হওয়া হেতু জীব সূক্ষ্মভূত সংযুক্ত হইয়া গমন করে ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব প্রশ্ন ও প্রতিবচনের দ্বারা জীব দেহের কারণ স্বরূপ ভূতসূক্ষ্ম গণের সহিত সেই সেই স্বর্গাদি স্থানে গমন করে ইহাই সিদ্ধ হইল। জীব ভূতসূক্ষ্ম কর্ত্তৃক সংপরিষ্বক্ত হইয়া গমন করে ইহাই অর্থ।।১।।

অনন্তর ভূতসূক্ষ্মগণে সংযুক্ত জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, এই বিষয়ে শঙ্কাউত্থাপন

।।ওঁ।। ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ।।ওঁ।।৩।১।১।২।।

শঙ্কানিবৃত্তয়ে "তু" শব্দঃ। ত্রিবৃৎকৃতানামপাং ত্রিভূতীরূপত্বাত্তাসাং গতৌ ত্রয়াণামপি গতিরনুমতেত্যর্থঃ। তথাপ্যপ্ শব্দপ্রয়োগঃ— শুক্রশোণিতরূপে দেহবীজে দ্রবভূম্না তাসাং

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ প্রশ্ন— প্রতিবচনাভ্যাং জীবো দেহহেতুভূতৈঃ— ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র স্থানে গচ্ছতীতি সিদ্ধম্। স চ ভূতসূক্ষ্ম পরিষ্বক্তো গচ্ছতীত্যর্থঃ।।১।।

অথ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছতীত্যত্র শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—ননু ইতি। ননু ছান্দোগ্যোপনিষদুদাহৃতাভ্যাং প্রশ্ন—নিরূপণাভ্যাং কেবলাভিরদ্ভিরেব সংযুক্তো জীবো লোকান্তরং গচ্ছতীতি প্রতীয়তে; অত্র শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি— "আপঃ" ইতি।

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইত্যত্র— "আপঃ" ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবে সংযুক্তো ন ভবন্তি; তস্মাৎ কথং ভূতসমূহৈঃ সম্পরিষ্বক্তো গচ্ছতীতি যুক্তিমদ্ ভবেৎ? এবং শঙ্কায়াং

করিতেছেন— নন্বিতি।

শঙ্কা—আপ পুরুষ সংজ্ঞা এই উক্তি হইতে সকল ভূতের সংযোগ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষৎ কথিত প্রশ্ন ও নিরূপণ হইতে কেবল জল দ্বারাই সংযুক্ত হইয়া জীব লোকান্তরে গমন করে, ইহা প্রতীতি হয়। এইস্থলে শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন— আপ ইতি। এই প্রকার পঞ্চমী আহুতিতে আপ পুরুষসংজ্ঞা হয়, এইস্থলে আপ উক্তি হইতে সকল ভূতের জীব সংযোগ হয় না, অতএব কি প্রকারে ভূত সমূহের দ্বারা সংযুক্ত গমন করে, ইহা কি যুক্তি সংগত হয়।

সমাধান— এই প্রকার আশঙ্কা সমুদ্ভূত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উত্তর প্রদান করিতেছেন— ত্র্যাত্মকেতি। ভূয়স্তহেতু ত্র্যাত্মক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সূত্রস্থ 'তু' শব্দের দ্বারা শঙ্কার উচ্ছেদ করিতেছে, এই শঙ্কা করা উচিত নহে, সেই আপের ত্রিবৃৎ কৃত ত্র্যাত্মক হওয়া হেতু তিনটির গমন অনুমিত হয়। তাহাদের ত্রিবৃৎ করণ প্রকার ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে— তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব, অতএব কেবল আপ কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইয়া জীব গমন করে এইরূপ শঙ্কা করা উচিৎ নহে। ইহা কি প্রকারে হয়? তাহা বলিতেছেন— ভূয়স্ত্বহেতু তথায় আপ বাহুল্যহেতু আপ এই উক্তি সুসঙ্গতই হইয়াছে ইহাই সূত্রার্থ। শঙ্কা নিবৃত্তির নিমিত্ত তু শব্দ বুঝিতে হইবে। ত্রিবৃৎকৃত আপের ত্রিভূতীরূপ হওয়া হেতু তাহার গমনে তিনটির গমন অনুমান করা হয় ইহাই অর্থ। যদি বলেন তিনটিরই গতি শ্রবণহেতু আপ বলিলেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন— তথাপীতি। তথাপি অপ্ শব্দ প্রয়োগ শুক্রশোণিতরূপে দেহবীজভূতে দ্রব অংশ

ভূয়স্ত্বাৎ। "তাপাপনোদ ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ" (ভা—৩।২৬।৪৩) ইতি স্মৃতেশ্চ। ভূম্না হি ব্যপদেশা ভবন্তি।।২।।

।।ওঁ।। প্রাণগতেশ্চ ।।ওঁ।।৩।১।১।৩

দেহান্তর প্রপ্তৌ প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি

সমুদ্ভূতায়াং উত্তরমাহ— "ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— ত্র্যাত্মকাৎ" ইতি। সূত্রস্থ "তু" শব্দেন শঙ্কামুচ্ছিনত্তি ইয়ং শঙ্কা ন করণীয়া তেষাং অপাং ত্র্যাত্মকত্বাং ত্রয়াণামপি গতিরনুমিতা।

তেষাং ত্রিবৃৎকরণন্তু—ছান্দোগ্যে—৬।৩।৩ "তাসাং ত্রিবৃতংত্রিবৃমেকৈকাং করবাণি" ইতি। তস্মাৎ কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পম্বক্তো জীবো গচ্ছতীতি নাশঙ্কিতব্যম্; এবং কুতঃ? তত্রাহ—ভূয়স্ত্বাৎ, তত্র অব্ বাহুল্যাৎ "আপঃ" ইত্যুক্তিঃ সুসঙ্গতা ইতি। ভাষ্যন্তু সুস্পষ্টম্। ননু ত্রয়াণাং গতিঃ শ্রবণাৎ কথমাপঃ" ইতি চেৎ- তত্রাহুঃ— তথাপীতি। অত্র শ্রীভাগবতপদ্যমুদাহরন্তি— "তাপঃ" ইতি। ক্লেদনংপিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্। ইতি পূর্ব্বার্দ্ধম্। যদ্যপ্যত্র শ্রীস্বামীপাদৈঃ "ভূয়স্ত্বম্" কূপাদাবুদ্ধৃতস্যাপি পুনঃপুনরুদ্গমঃ" ইতি ব্যাখ্যাতং তথাপি "ভূয়স্ত্বং" শব্দমাত্র প্রাচুর্য্যার্থে গ্রহণমুচিতমিতি।

তথাচ—সর্ব্বেষাং ভূতভৌতিকানাং ত্রিবৃৎকরণত্বে ন কোঽপি স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ। অত্র কেচিৎ বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাভির্দেহস্য ত্রৈরূপ্যাৎ ন অব্জন্যো দেহঃ; "ত্রিমলম্" ইতি গর্ভোপনিষদঃ (১) বাতপিত্তয়ো র্বায়ুতেজকার্য্যত্বাৎ। অথ অব্জন্যো অব্ভিন্ন ভূত চতুষ্টয়জন্যশ্চ স দেহঃ। গন্ধ-স্বেদ-পাক-প্রাণাবকাশানাং পঞ্চভূত কার্য্যাণাং দেহে দর্শনাৎ তস্মাৎ শ্রুতৌ কথং "আঁপঃ" ইতি অত্র স্বয়মেব সমাধান প্রকারমাহুঃ—

অধিক হেতু তাহার জলের প্রাধান্য হইয়াছে। এইস্থলে শ্রীভাগবতের পদ্য উদ্ধৃত করিতেছেন— তাপেতি। আর্দ্রতা, পিণ্ডী ভাবকরণ, তৃপ্তি করা, প্রাণধারণ, পিপাসা নিবৃত্তি করা, মৃদু করা এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বার্দ্ধবাক্য, তাপ বিনাশ করা প্রভৃতি প্রচুর ধর্ম্ম বা বৃত্তি জলের বিদ্যমান আছে। যদিও শ্রীস্বামিপাদ ভূয়স্ত্ব শব্দের কূপাদি হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ পুনঃ উদ্‌গম হয় এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি ভূয়স্ত্ব শব্দ এইস্থলে প্রাচুর্য্যার্থেই গ্রহণ করা উচিত। এইপ্রকার স্মৃতিবাক্য প্রমাণ আছে। অতএব সকল ভূত ভৌতিক পদার্থের ত্রিবৃৎকরণ হেতু কেহই স্বতন্ত্র নহে ইহাই ভাবার্থ। এই স্থলে কেহ কেহ বাতপিত্ত এবং শ্লেষ্মার দ্বারা দেহের ত্রিরূতাহেতু দেহ কেবল জলজন্য নহে, গর্ভোপনিষদে ত্রিমল বলিয়াছেন, বাত বায়ুর কার্য্য, পিত্ত তেজের কার্য্য হওয়া হেতু, অপজন্য এবং অন্য ভূত চতুষ্টয় জাত মানব দেহ হয়। গন্ধ, স্বেদ, পাক, প্রাণ, অবকাশরূপ, পঞ্চমহাভূতের কার্য্য দেহে দেখা যায়, অতএব শ্রুতিতে কি প্রকারে অপ মাত্রই বলিয়াছেন? এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং সমাধান করিতেছেন— ভূম্নেতি। ভূম্না আধিক্যেরই ব্যপদেশ হয়। অর্থাৎ যে স্থানে যাহার প্রধানতা হয় সেই স্থলে তাহারই গ্রহণ করা উচিৎ ইহাই অর্থ।।২।।

অনন্তর অন্য সূত্রের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ জীবের সূক্ষ্মভূত সংযুক্ত হইয়া গমন করা প্রতিপাদন করিতেছেন— প্রাণেতি। প্রাণের গতিহেতু। অর্থাৎ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রাণগণের গতি শ্রবণ করা

প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি'' (বৃ০৪।৪।২) ইত্যাদিনা। সা খলু নীরাশ্রয়া ন সম্ভবেদতস্তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতানাং গতিঃ স্বীকার্য্যেত্যর্থঃ।।।৩।।

ভূম্না'' ইতি যত্র যস্য প্রধান্যং ভবতি তত্র তস্য এব গ্রহণমুচিতমিত্যর্থঃ।।২।।

অথ সূত্রান্তরেণ'' জীবস্য সূক্ষ্ম ভূতসংযক্তো গমনম্ প্রতিপাদ্যতে ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন— ''প্রাণগতেশ্চ'' ইতি। দেহান্তর প্রতিপত্তৌ প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে, সা আশ্রয় রহিতা ন সম্ভবেৎ, তস্মাৎ ন কেবলাভিরদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো গচ্ছতি অপিতু সূক্ষ্মভূতৈঃ পরিবেষ্টিতো গচ্ছতীত্যর্থঃ।

অথ গচ্ছতা জীবেন সহ সূক্ষ্মভূতানাং গমনং বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যেন সমর্থ্যন্তে— ''তমিতি''। তং জীবমুৎক্রান্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং প্রাণোনুৎক্রামতি; মুখ্য প্রাণো জীবমনুগচ্ছতীতি; প্রাণোঽনুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি; সর্ব্বে গৌণপ্রাণ্য মুখ্য প্রাণমনুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তথাচ— গৌণপ্রাণা মুখ্যপ্রাণমনুগচ্ছন্তি; তৈঃ সহ মুখ্যপ্রাণস্তু জীবমনুগচ্ছতীতি ভাবঃ। সা'' ইতি স্পষ্টম্।

তথাহি শ্রীগীতাসু— ১৫।৮ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রমতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।। তস্মাৎ প্রাণানাং জীবদ্দশায়াং দেহাত্মনা স্থিতানি ভূতানি আশ্রিত্যৈব গতির্দৃষ্টা; অথ মরণদশায়াং শ্রুতানাং তেষাং প্রাণানাং গতিঃ তান্যাশ্রিতৈব ভবিতুং যুক্তা; অতঃ তথাভূতৈঃ সূক্ষ্মভূতযুক্তস্য রংহণং সিদ্ধমিত্যর্থঃ।।৩।।

যায়, সেই গতি আশ্রয় রহিত সম্ভব নহে, অতএব কেবল জল পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে না, কিন্তু সূক্ষ্ম ভূতগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টি হইয়া গমন করে ইহাই অর্থ। অথ গমনকারী জীবের সহিত সূক্ষ্মভূতগণের গমন বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন— তমিতি। সে উৎক্রামণ করিলে প্রাণও অনু পশ্চাৎ উৎক্রামণ করে। অর্থাৎ জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিবার সময় প্রাণ গমন করে, মুখ্য প্রাণ জীবের অনুগমন করে। মুখ্য প্রাণ অনুগমন করিলে সকল গৌণ প্রাণও মুখ্য প্রাণের অনুগমন করে ইহাই অর্থ। অর্থাৎ গৌণ প্রাণ সকল মুখ্যপ্রাণের অনুগমন করে, তাহাদের সহিত মুখ্য প্রাণও জীবের অনুগমন করে ইহাই ভাবার্থ।

সেই গতি আশ্রয় বিহীন হইয়া সম্ভব হইবে না। অতএব তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ ভূতগণের গতি স্বীকার করিতে হইবে ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— সমর্থশীল জীব যেকালে শরীর গ্রহণ করে, এবং যেকালে উৎক্রামণ করে সেই সময় ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূত সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, যেমন গন্ধের আশ্রয় হইতে বায়ু। অতএব প্রাণ সকলের জীবন দশায় দেহরূপে অবস্থিত স্থূলভূত আশ্রয় করিয়াই গমন দেখা যায়। অথ মরণ দশায় সেই প্রাণগণের গমন সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়াই যুক্তি সঙ্গত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত সূক্ষ্মভূত সংযুক্ত জীবের গমন সিদ্ধ হয় ইহাই অর্থ।।৩।।

॥ওঁ॥ অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতিচেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/১/৪॥

ননু "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরং আকাশমাত্মৌষধি র্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চনিধীয়তে" (বৃ০ ৩/২/১৩) ইতি । তত্রৈব বাগাদীনামগ্ন্যাদীন্ প্রতি

"আশঙ্ক্য পরিহার প্রকার প্রকাশ্য সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–অগ্ন্যাদি গতিঃ" ইতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদি অগ্ন্যাদিগতিঃ শ্রবণাৎ মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তীতি শ্রবণাৎ জীবেন সহ ন গচ্ছন্তি ইতি চেৎ ন কিন্তু গচ্ছন্ত্যেব, এবং কুতঃ ? তত্রাহ–ভাক্তত্বাৎ, প্রণাদীনামগ্ন্যাদি গমনং ন মুখ্যং কিন্তু গৌণমেব, ইতি সূত্রার্থঃ ।

তত্রাদৌ শঙ্কাপ্রকারমাহুঃ–"ননু" ইতি । অথ. জারৎকারব আর্ত্তভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং– হে পরম ব্রহ্মবিদ্ ! যত্র অস্য মৃতস্য পুরুষস্য বাগন্দ্রিয়ং স্বকারণং অগ্নিং অপোতি প্রাপ্নোতি, বাতং স্বকারণং প্রাণঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ; চক্ষুশ্চ স্বকারণং আদিত্যং প্রাপ্নোতি, মনশ্চন্দ্রমাপ্নোতি, শ্রোত্রং শ্রবণেন্দ্রিয়ং দিশঃ প্রাপ্নোতি ; শরীরং পাঞ্চভৌতিকং স্থূল শরীরং স্বকারণং পঞ্চীকৃতং পৃথিবীমাপ্নোতি ; আত্মা জীবঃ স্বকারণং স্বোপাস্যং আকাশস্বরূপং পরব্রহ্মশ্রীগোবিন্দদেবং প্রাপ্নোতি ; লোমানি স্বকারণং ঔষধীঃ প্রাপ্নুবন্তি,

কেশা বনস্পতীন্ প্রাপ্নোতি প্রাপ্নুবন্তি লোহিতং-শোণিতং রেতঃ–শুক্রং অপ্সু নিধীয়তে ইতি।

অনন্তর আশঙ্কা করত পরিহার প্রকার প্রকাশ করিয়া ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ–সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–অগ্ন্যোতি । বৃহদারণ্যকে যে অগ্নি প্রভৃতির গতি শ্রবণ করা যায় তাহা কিন্তু ভাক্ত গৌণ হয় । অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোপনিষদে অগ্ন্যাদির গতি শ্রবণ হেতু মরণ কালে বাগাদি প্রাণ সমূহ অগ্নি প্রভৃতিতে গমন করে, ইহা শ্রবণ হেতু প্রাণ সকল জীবের সহিত গমন করে না. এই কথা বলা উচিত নহে, প্রাণাদি কিন্তু গমন করেই, এই প্রকার কেন ? তাহা বলিতেছেন–ভাক্ত হেতু । প্রাণাদির অগ্ন্যাদিতে গমন শ্রুতি মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ হয় ইহাই সূত্রার্থ । প্রথমতঃ শঙ্কাপ্রকার বলিতেছেন–নন্বিতি। এইস্থলে আশঙ্কা এই যে-যে স্থলে এই মৃতপুরুষের অগ্নি বাকাকে প্রাপ্ত করে, প্রাণ বায়ুকে, চক্ষু আদিত্যকে, মনঃ চন্দ্রমাকে, শ্রবণ দিক্‌কে, শরীর পৃথিবীকে, আত্মা আকাশকে, লোম ঔষধীকে, কেশ বনস্পতিকে, রক্ত ও রেতঃ জলে বিলীন হয় । এইভাবে সেইস্থলে বাগাদির আগ্ন্যাদির প্রতি গমন করা শ্রুতিবাক্য বিদ্যমান হেতু জীবের সহিত তাহাদের গমন হয় না, অতঃ উক্তশ্রুতি অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে । জারৎ করব আর্ত্তভাগ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন–হে পরম ব্রহ্মবিৎ ! যেস্থলে এই মৃতপুরুষের বাগিন্দ্রিয় স্বকারণ অগ্নিকে প্রাপ্ত করে, বাত বায়ু নিজের কারণ প্রাণকে লাভ করে, চক্ষুঃস্বকারণ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়, মনঃ চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ দিক্‌কে প্রাপ্ত হয়, শরীর পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ স্বকারণ পঞ্চীকৃত পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়, আত্মা জীব স্বকারণস্বোপাস্য আকশ স্বরূপ

গতিশ্রুতের্ন তেষাং জীবেন সহগতিরত উক্তশ্রুতিরন্যথৈব নেয়া ; ইতি চেন্ন ।

কুতঃ ? ভাক্তত্বাৎ । "ঔষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" (বৃ০ ৩/২/১৩) ইত্যাদিনা শ্রুতায়া লোমানিগতেঃ প্রত্যক্ষেণ বাধাৎ ভাক্তেয়মগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ ।

তৎ সহপাঠান্ন স্বার্থপরেত্যর্থঃ । ন হি লোমান্যুৎপ্লুত্য ঔষধীর্গচ্ছন্তীত্যাদিদৃষ্টম্ ।

ততশ্চ মৃতিকালে বাগাদীনামুপকার নিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষয়া তথোক্তিঃ, গতেরপিশ্রুতত্বাৎ ॥৪॥

তথাচ—বাগাদীনাং স্বস্বকারণং প্রতি গমনং বিলয়ং শ্রবণাৎ ন তেষাং জীবেন সহ গমনমিতি শঙ্কাজীবম্; ননু তথাত্বে "তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি" ইতি শ্রুতেঃ কা গতিরিতি চেৎ ; তত্রাহুঃ—অত উক্ত" ইতি।

অস্যাঃ শ্রুতেঃ প্রকারান্তরেণৈব ব্যাখ্যা কার্য্যা ইতি । ইতি চেৎ ন ; এষা শঙ্কা ন করণীয়া ; কুতঃ ? ভাক্তত্বাৎ, তেষাং বাগাদীনাং তথা গমনং গৌণত্বেন বর্ণনাৎ । অথ তেষাং তথাগতের্ভাক্তত্বং দর্শয়ন্তি—"ঔষধীঃ" ইতি ? তথাচ—আশ্রয়ং বিনা কোঽপি কুত্রাপি গন্তং ন শক্যতে ; লমানি ঔষধীর্গচ্ছন্তি ইতি সাশ্রয়মেব প্রতিয়ন্তে ন তু উৎপ্লুত্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ । তস্মাৎ সর্বেষাং প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ গতিঃ শ্রবণাৎ সূক্ষ্মভূতানামপি গতিঃ স্বীকার্য্যা ।

অত্র বাগাদীনামগ্ন্যাদীনাঞ্চ তদা মৃতিকালে জীবস্যোপকারকত্বাভাবাৎ "যত্রাস্য পুরুষস্য" ইতি শ্রুতি সংঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—"ততশ্চ" ইতি । ততশ্চ জীবস্য মরণকালে বাগাদীনাং কার্য্যনিবৃত্তি দর্শনাৎ তেষাং সর্বেষাং জীবেন সহ গমনমিতি নির্বিবাদমিত্যর্থঃ ॥৪॥

পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত করে, লোম সকল নিজ কারণ ঔষধি প্রাপ্ত হয়, কেশ বনস্পতি প্রাপ্ত হয়, লোহিত শোণিত ও রেতঃশুক্র জলে বিলীন হয় । অর্থাৎ বাগাদির স্বস্বকারণের প্রতি গমণ বা বিলয় শ্রবণহেতু তাহাদের জীবের সহিত গমন হয় না, ইহাই আশঙ্কার বীজ । পুনঃ বাগাদি যদি জীবের সহিত গমন করে না, তবে জীব উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ পশ্চাৎ উৎক্রামণ করে এই শ্রুতির কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ঐ শ্রুতি অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে ইহাই শঙ্কা বাক্য ।

সমাধান :—এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিৎ নহে, কেন ? ভাক্তহেতু । অর্থাৎ সেই বাগাদি সকলের স্বকারণে গমন গৌণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । অনন্তর তাহাদের সেই প্রকার গতি যে গৌণ তাহা দেখাইতেছেন—ঔষধীরিতি । লোমসকল ঔষধীকে প্রাপ্ত হয়, কেশ বনস্পতিকে, ইত্যাদি যে শ্রবণ তাহার দ্বারা লোমের গতির প্রত্যক্ষতঃ বাধহেতু এই অগ্ন্যাদিগতি শ্রুতি ভাক্ত বা গৌণ, তাহার সহিত পাঠ হেতু তাহা স্বার্থপর নহে ইহাই অর্থ । কারণ লোম উৎপ্লুত্য লাফাইয়া ঔষধীর নিকটে গমন করে না তাহা দেখা যায়।

অথ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ও অগ্ন্যাদির মরণকালে জীবের কোন উপকার করে না "যত্রাস্য পুরুষস্য"

॥ওঁ॥প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ॥ওঁ॥৩/১/১/৫॥

ননু যদ্যাপঃ পঞ্চাপ্যাহুতয়ঃ স্যু স্তদা পঞ্চম্যামিতি বাক্যাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি শক্যংবদিতুম্। ন চ তথাস্তি, প্রথমেঽগ্নৌ তাসামাহুতিত্বাশ্রবণাৎ । তত্র হি শ্রদ্ধৈবাহুতিরুক্তা। "তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছা০ ৫/৪/২) ইতি । তস্যা মনোবৃত্তিরূপত্বেন

অথ "পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি শ্রুতিবাক্যমবলম্ব্য শঙ্কামুত্থাপ্য সমাধান সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"প্রথমে" ইতি । ননু প্রথমে আহুতৌ অপাং অশ্রবণাৎ ; তথাহি– "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছা০ ৫/৪/২) ইতি প্রথমাগ্নৌ অপাং হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রবণাভাবাৎ ন অপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি চেৎ, ন, যদি এবং মন্যসে, ন তন্মন্তব্যমিত্যর্থঃ ; কুতঃ ? হি যত উপপত্তেঃ ; তত্রাপি তা আপ এব শ্রদ্ধা শব্দেন গ্রহণমুপপত্তেরিত্যর্থঃ ; অন্যথা পূর্বোত্তর শ্রুতিবিরোধাপত্তেরিতি ।

অথ এতদেব বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ–"ননু" ইত্যাদিনা । ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্ । তথাচ–ন চ–আপঃ পঞ্চাপি আহুতয়ঃ স্যুঃ তদা পঞ্চম্যামিতি বাক্যাদ্ অদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতি ইতি বাচ্যম্ । প্রথমাগ্নৌ তাসামাহুতিত্বাশ্রবণাৎ । "দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" ইতি শ্রবণাৎ । ননু "শ্রদ্ধা" শব্দস্য কোঽর্থঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ তস্যা মনোবৃত্তিরূপত্বাৎ ;

তথাহি বৃহদারণ্যকোপনিষদি–১/৫/৩, "কাম সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রাদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধী

এই শ্রুতি বাক্যের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–ততশ্চেতি । অতএব মরণকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের উপকার নিবৃত্তিমাত্রকে অপেক্ষা করিয়া শ্রুতি সেই প্রকার বলিয়াছেন এবং তাহাদের গতিও শ্রবন করা যায় । অর্থাৎ জীবের মরণকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিবৃত্তি দেখা যায়, সুতরাং তাহাদের সকলের জীবের সহিত গমন করা নির্বিবাদ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাষ্যার্থ ॥৪॥

অনন্তর পঞ্চমী আহুতি আপ পুরুষ সংজ্ঞা লাভ করে, এই শ্রুতি বাক্য অবলম্বন করিয়া শঙ্কা উত্থাপন করত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–প্রথম ইতি । প্রথমে অশ্রবণহেতু ইহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহাই উপপত্তি হয় । শঙ্কা–পঞ্চাহুতি প্রকরণে প্রথম আহুতিতে জলের শ্রবণ হয় নাই, যেমন এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে হবন করে' এই প্রকার প্রথমাগ্নিতে জলের হোম্যদ্রব্যরূপে শ্রবণের অভাব হেতু জলের পুরুষ সংজ্ঞা হয় না । সমাধান–ইহা নহে, অর্থাৎ যদি এই প্রকার মনে করেন, তাহা উচিত নহে, কেন ? যেহেতু উপপত্তি দেখা যায়, সেই স্থলেও সেই জলই শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা গ্রহণের উপপত্তি যুক্তি যুক্ত হয় ইহাই অর্থ । অন্যথা পূর্বোত্তর শ্রুতির বিরোধ হইবে ।

অথ শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহাই বিস্তার করিতেছেন–নন্বিতি । যদি আপই পাঁচটি আহুতিতে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে পঞ্চমী এই বাক্য হইতে জলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া গমন করে বলিতে সমর্থ

প্রসিদ্ধের্নাপ্ত্বং সম্ভবতি । সোমাদীনাঞ্চ কথঞ্চিৎ সম্ভবেদতো নাস্মাদ্বাক্যাদ্ভূতপরিষ্বঙ্গো গচ্ছতো মৃতস্যেতি চেন্ন ।

হি যতঃ প্রথমেঽপ্যগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনোচ্যন্তে । কুতঃ ? উপপত্তেঃ, প্রশ্নোত্তরয়োরিতিশেষঃ । "বেত্থ যথা" (ছা০ ৫/৩/২) ইতি প্রশ্নে পঞ্চস্বগ্নিষ্বাপো হোম্যা বিবক্ষিতাঃ। তস্যোত্তরারম্ভে প্রথমেঽগ্নৌ শ্রদ্ধা হোম্যোক্তা । তত্র শ্রদ্ধা শব্দেন চেন্নাপো বাচ্যাস্তদা তয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ ।

ভীরিত্যেতৎ সর্বং মনঃ এব" ইতি । কিঞ্চ "ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়ঃ শ্রদ্ধা । যথা–কেশবঃ শ্রদ্ধয়া গম্যো ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চসর্বদা" ইত্যাদৌ শ্রদ্ধাশব্দস্যার্থঃ । (ন্যা০ কো০ ৮৮৯ পৃ০) তস্মাৎ ন শ্রদ্ধা শব্দেন আপো গ্রহণ মুচিতম্ । ইতি শঙ্কাকৃদাশয়ঃ ।

অথ শঙ্কাসমাধান প্রকারমাহঃ–"হি" ইতি । ভাষ্যন্তুস্পষ্টম্ । উপপদ্যতে' ইত্যন্তম্ । তথাচ–শ্রদ্ধা শব্দেনাত্র আপ এব গ্রাহ্যম্ ; অন্যাথা প্রশ্নোত্তরয়োরনুপপত্তেঃ । কিঞ্চ শ্রদ্ধা শব্দেন যদি আপো ন স্বীক্রিয়তে তদা পঞ্চাহুতিসিদ্ধিরপি ন স্যাৎ ; তস্মাদপাং হোমসম্বন্ধসিদ্ধেরন্যেষামপি হোমচতুষ্টয়ানাং সিদ্ধিঃ স্যাৎ, অতঃ প্রথম্যামাহুতৌ শ্রদ্ধা শব্দেন আপ এব উচ্যন্তে ; ন তু মনোবৃত্তিরূপা' ইতি । অথ যুক্ত্যন্তরেণ শ্রদ্ধায়া আপ্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"শ্রদ্ধা কার্য্যঞ্চ" ইতি ।

হইবেন । কিন্তু সেই প্রকার দেখা যায় না, প্রথম অগ্নিতে তাহার আহুতিত্ব অশ্রবণ করা হেতু, সেইস্থলে শ্রদ্ধাই আহুতি কথিত হইয়াছে, সেই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন । অপর শ্রদ্ধার মনোবৃত্তিরূপে প্রসিদ্ধি হেতু তাহার জলত্ব সম্ভব নহে । সোমাদি দ্রব্যের কোন প্রকারে সম্ভব হইবে, সুতরাং তাহার এই বাক্য হইতে মৃত্যুর পর গমনকারী জীবের ভূতবর্গের সংযোগ সিদ্ধ হয় না । অর্থাৎ জল পাঁচটি আহুতি হয় যদি পঞ্চমী এই বাক্য হইতে জলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া গমন করে, এই কথা বলিতে পারেন না, কারণ প্রথম দ্যু অগ্নিতে আপের আহুতির কথা শ্রবণ করা যায় না, "দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন" এই প্রকার বর্ণিত আছে । যদি বলেন শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন–শ্রদ্ধা মনোবৃত্তিরূপ হয়, বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে–কাম সঙ্কল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধাধৃতি অধৃতি হ্রী ধী ভী এই সকল মন হয় ; অপর অবশ্য ফল হইবে এই নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা । যেমন–শ্রদ্ধার দ্বারা কেশবকে ধ্যান ও পুজা করিবে, তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাগম্য ইত্যাদি শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ । অতএব শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা জল অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে, ইহাই শঙ্কাকারীর অভিপ্রায় ।

সমাধান–এই শঙ্কা সমাধান প্রকার বলিতেছেন–হীতি । যেহেতু প্রথম অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা জলই হয়, ঐ জলই শ্রদ্ধা শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে । কি প্রকারে ? প্রশ্ন ও উত্তরের উপপত্তি হেতু । তুমি জান ? এই প্রশ্নে পাঁচটি অগ্নিতেই আপ হোমদ্রব্য রূপে কথিত হইয়াছে । তাহার উত্তরারম্ভে প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধা হোম দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে শ্রদ্ধাশব্দে যদি আপ কে না গ্রহণ

অপাং পঞ্চম হোম সম্বন্ধো হীতরহোমচতুষ্টয় সম্বন্ধ এবোপপদ্যতে । শ্রদ্ধা কার্য্যঞ্চ সোমবৃষ্ট্যাদি ভবদব্‌বহুলং বীক্ষ্যতে । কারণানুরূপঞ্চ কার্য্যমিতি শ্রদ্ধায়া অপ্ত্বে যুক্তিশ্চ ।

তস্মাত্তত্র শ্রদ্ধাশব্দেনাপো গ্রাহ্যাঃ । "শ্রদ্ধা বা আপঃ ইতি শ্রুতেঃ । মনো বৃত্তিস্তু ন স্যাৎ। মনসো নিষ্কৃষ্য তস্যা হোমানুপপত্তেঃ । তস্মাদদ্ভিঃ পরিস্বক্তো যাতীতি ॥৫॥

তথাচ–সোমরাজ–বৃষ্ট–অগ্ন–রেতঃ ইত্যাদি শ্রদ্ধায়া এব কার্য্যং ; তচ্চ তস্যা এব স্থূলভাবাঃ তে ইতি । যদ্বা-শ্রদ্ধা-সোমরাজ-বর্ষান্ন-রেতো-গর্ভ-রূপেণ অপাং এব পরিণামমুক্ত্বা হি-"আপঃ পুরুষবচসঃ" ইতি প্রতিপাদ্যতে । যুক্তিশ্চ–যৎ যৎ কার্য্যং তত্তৎ কারণানুরূপম্, যথা ঘটম্" ইতি । তস্মাৎ-প্রথমাহুতেরপ্ত্বাভাবে তজ্জন্য-সোমরাজাখ্য শরীরাদেঃ অব্ বাহুল্যাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ । তস্মাৎ তত্র প্রথমাহুতৌ শ্রদ্ধাশব্দেন আপো গ্রাহ্যাঃ ।

কিঞ্চ শ্রদ্ধাশব্দস্য অপ্সু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে" ইত্যপি প্রদর্শয়ন্তি–শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইতি । অথ শ্রদ্ধায়া মনোবৃত্তিত্বে দোষমাহঃ–মনঃ" ইতি । তথাহি–যথা পশূনাং হৃদয়াদয়োঽঙ্গাদয়ো বা গৃহীত্বা-নিষ্কৃষ্য বা হূয়ন্তে, তথা বুদ্ধিপ্রসাদলক্ষণা শ্রদ্ধা ন নিষ্ক্রষ্টুং পার্য্যতে, হোতুং বা শক্যতে ; তস্মাৎ অদ্ভিঃ পরিস্বক্তো জীবো গচ্ছতীতি ভাষ্যার্থঃ॥৫॥

করেন, তাহা হইলে প্রশ্নোত্তরের বিরূপতা দোষ হইবে ইহাই অর্থ । জলের পঞ্চম হোম সম্বন্ধই অন্যহোম চতুষ্টয় সম্বন্ধ হইলেই উপপত্তি হয় । অর্থাৎ শ্রদ্ধাশব্দে এইস্থলে জলই গ্রহণ করা উচিত । অন্যথা প্রশ্নোত্তরের উপপত্তি হইবে না, অপর শ্রদ্ধা শব্দের দ্বারা যদি জলকে স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে পঞ্চমী আহুতি সিদ্ধিও হইবে না, অতএব জলের হোম সম্বন্ধ সিদ্ধি হেতু অন্য হোম চতুষ্টয়েরও সিদ্ধি হইবে, সুতরাং প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধা শব্দের দ্বারা জলই বলিতেছেন, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে । অনন্তর অন্য যুক্তির দ্বারা শ্রদ্ধাশব্দের জলত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–শ্রদ্ধেতি । শ্রদ্ধা কার্য্যই সোমবৃষ্ট্যাদিরূপে স্থূল হওতঃ জল বহুল দেখা যায় । অর্থাৎ সোমরাজ বৃষ্টি অন্ন রেতঃ ইত্যাদি শ্রদ্ধারই কার্য্য, ঐ সকল শ্রদ্ধারই স্থূল ভাব । অথবা শ্রদ্ধা সোমরাজ বর্ষা অন্ন রেতঃ গর্ভরূপে জলেরই পরিণাম বর্ণন করিয়াই জল পুরুষ সংজ্ঞা হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । সুতরাং এই বিষয়ে যুক্তিও আছে–কারণানুরূপকার্য্য হয়, যাহা যাহা কার্য্য তাহা তাহা কারণের অনুরূপ, যেমন ঘট, শ্রদ্ধা যে জল এই বিষয়ে ইহাই যুক্তি ।

আতএব আহুতি স্থলে শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা আপই বা জলই গ্রহণীয়, অর্থাৎ প্রথমাহুতির জলত্বাভাবে জল জন্য সোমরাজখ্য শরীরাদির আপ বাহুল্য সিদ্ধ হইবে না ইহাই অর্থ । অতঃ প্রথমাহুতিতে শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা জলই গ্রাহ্য । অপর শ্রদ্ধাশব্দের জলে বৈদিক প্রয়োগ দেখা যায়, শ্রদ্ধা অথবা আপ এইটি একই শব্দ ইহা শ্রুতি বর্ণিত আছে । অনন্তর শ্রদ্ধাশব্দের মনোবৃত্তিত্বে দোষ বলিতেছেন–মনঃ ইতি । শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ মনোবৃত্তি হইবে না, কারণ মন হইতে নিষ্কাসন করত শ্রদ্ধার হোম কার্য্য উপপত্তি হয়

নন্বাপো গচ্ছেয়ুঃ শ্রুতত্বাৎ । ন তু তদ্‌যুক্তো জীবঃ, অশ্রুতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি–

॥ওঁ॥ অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ওঁ॥ ৩/১/১/৬॥

অশ্রুতত্বমসিদ্ধম্ । তত্রৈব ছান্দোগ্যে চন্দ্রং প্রতীষ্টাদিকৃতাং গতিপ্রত্যয়াৎ । "অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" (ছাº ৫/১০/৩)

ননু ভবতু আপ এব শ্রদ্ধাশব্দো বাচ্যঃ । তথাত্বে জীবস্যারোহাবরোহো ন সম্ভবেতাম্, কুতঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"ননু" ইতি । তথাচ–আপো গচ্ছেয়ুঃ, তত্র তেষাং গমনপ্রতিপাদনাৎ "সোমো রাজা সম্ভবতি" (ছাº ৫/৪/২) ইত্যত্র তথৈব প্রতীতেঃ, নাত্র সোমরাজাখ্যঃ কশ্চিদ্দেহঃ সম্ভাব্যতে, তত্তু চন্দ্রলোকস্থ শরীরবিশেষঃ ; তস্মাৎ আপ এব গচ্ছন্তী, ন জীবঃ তত্র ছান্দোগ্যেঽপ্রতিপাদনাৎ, ইতি শঙ্কাজীবম্ ।

ইত্যেবমাশঙ্ক্য পরিহারপ্রকারঞ্চ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অশ্রুতত্বাৎ" ইতি । অত্র ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ অদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো জীবো গচ্ছতীতি ন প্রতীয়তে, অশ্রুতত্বাৎ, তথা শ্রবণাভবাৎ, অত্র জলমেব শ্রদ্ধায়দঃ অবস্থাবিশেষা হোম্যত্বেন শ্রুয়তে, নতু জীবস্তৎ পরিষ্বক্তঃ' ইতি ।

ইত্যেবং শঙ্কায়ামুত্তরয়তি–ইতি চেন্ন" এবং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ, কুতঃ ? "ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ" ইতি । অস্মিন্নেব প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞান বিধুর–ইষ্টাপূর্ত্ত-দত্ত-কারিণো জীবাঃ দ্যুলোকং প্রাপ্য সোমরাজানো

না । অতএব জীব লোকান্তর গমন কালে জলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া গমন করে । অর্থাৎ যেমন পশুদিগের হৃদয় বা অঙ্গ সকল গ্রহণ বা নিষ্কাসন করত হবন করা যায়, সেই প্রকার বুদ্ধিপ্রসাদ লক্ষণা শ্রদ্ধা নিষ্কাসন করিতে পারিবে না, অথবা হবন করিতে পারিবে না। অতঃ জলপরিবেষ্টিত হইয়াই জীব পরলোকে গমন করে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥৫॥

শঙ্কা :–আপনাদের কথিত জলই শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য হউক, তাহা স্বীকার করিলেও জীবের গমন ও আগমন সম্ভব হইবে না, কেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–নন্বিতি । পরলোকে জলই গমন করুক, কারণ তাহা শ্রুতি বাক্যে শ্রবণ করা যায়, কিন্তু জলযুক্ত জীব গমন করে না, কারণ ঐ বাক্য শ্রুতিতে কথিত হয় নাই, অর্থাৎ জল পরলোকে গমন করুক, তাহার গমন শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, "সোমরাজা হয়" এইস্থলে তাহাই প্রতীতি হয়, কারণ চন্দ্রলোকে সোমরাজা নামে কোন দেহ নাই, তাহা চন্দ্রলোকস্থ শরীর বিশেষ, অতএব জলই গমন করে জীব নহে, কারণ ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহা প্রতিপাদন করে নাই ইহাই শঙ্কাবীজ ।

সমাধান :–এই প্রকার আশঙ্কা করত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ পরিহার প্রকার সূত্র করিতেছেন–অশ্রুতেতি । অশ্রুতহেতু ইহা বলিতে পারিবেন না, ইষ্টাদি করিগণের প্রতীতি হেতু । এই ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় জল পরিষ্বক্ত জীব গমন করে ইহা প্রতীতি হয় না, অশ্রুতহেতু, সেই প্রকার বাক্য শ্রবণের অভাবহেতু, এইস্থলে জলই শ্রদ্ধাদি অবস্থাবিশেষ সকল হোমদ্রব্যরূপে শ্রবণ করা যায়, জীবজলসংযুক্ত

ইত্যাদিনা । "আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা" (ছা০ ৫/১০/৪) ইত্যন্তেন । তত্রেষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রং প্রাপ্য সোমরাজাখ্যা ভবন্তীত্যবগম্যতে ।

তথা দ্যুলোকাগ্নৌ "দেবা শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমোরাজা সম্ভবতি" (ছা০ ৫/৪/২) ইত্যত্রাপি তদৈকার্থ্যাৎ শ্রদ্ধাশরীরযুক্তঃ সোম শরীরযুক্তো

ভবন্তি, পুর্ণ্যকর্ম্মাবসানে চ পঞ্চাহুতিক্রমেণ পুনরাগত্য গর্ভংপ্রাপ্নুবন্তীতি প্রতীতেরিত্যর্থঃ। অথ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ জীবস্য গতেরশ্রবণাৎ জীবো ন গচ্ছতীতি যদশ্রুতম্ তদপ্রসিদ্ধম্ পুর্বাপরায়োঃ সঙ্গতেরভাবাৎ।

অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্য প্রমাণেন তৎ পরিস্ব্বঙ্গো জীবো গচ্ছতীতি প্রতিপাদয়ন্তি–"তত্রৈব" ইতি । অথ জীবস্য গমন প্রকারমাহুঃ–"অথ" ইতি । যে ইমে গ্রামে-গৃহস্থাঃ, গ্রামে" ইতি গৃহস্থানামসাধারণং বিশেষণং, তচ্চ অরণ্যবাসিভ্যো ব্যাবৃত্যর্থম্ । তথাচ–যে গৃহস্থাঃ ইহলোকে ইষ্টাপূর্ত্তে–ইষ্টং–অগ্নিহোত্রাদি বৈদিকং কর্ম্ম ; পূর্ত্তম্–বাপী-কূপ তড়াগারামাদিকরণম্ । দত্তম্–দানম্, তচ্চ যাচকেভ্যো যথাশক্তিদ্রব্য বিভাগম্ । যে ইত্যেবং বিধং ইষ্টাপূর্ত্তদত্তমুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি–ধূমাভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি–প্রাপ্নুবন্তি ।

ইত্যারভ্য–আকাশাৎ চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, তত্র গত্বা সোমরাজাখ্যা ভবন্তীতি ; অত্র এতৎ প্রকরণস্য ফলমাহুঃ–তত্র" ইতি । অত্রায়মর্থঃ–ইহলোকে যে মানবা ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদয় উপাসন্তে, তৈর্দেহান্তর ভোগ্যমপূর্বমুৎপদ্যতে, মরণানন্তরং তদ্‌ভোগার্থং তেষাং গমন প্রকারমেবং-স্থূলং পাঞ্চভৌতিকং শরীরং ত্যক্ত্বা ধূমমাশ্রয়ন্তি, আতিবাহিকৈর্দেবৈঃ তস্মাদ্‌ধূমাৎ রাত্রিং নীয়ন্তে, রাত্রেরপরপক্ষম্, অর্থাৎ-ধূমাভিমানিনী

হইয়া গমন করে না । এই প্রকার আশঙ্কায় উত্তর করিতেছেন–ইতীতি । এই প্রকার বলিবেন না, কেন? ইষ্টাদিকারিগণেরও প্রতীতিহেতু, অর্থাৎ এই প্রকরণেই ব্রহ্মজ্ঞান বিধুর ইষ্টাপূর্ত্তদত্তকারি জীবগণ দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়া সোমরাজা হয়, এবং পুণ্যকর্ম্ম অবসান হইলে পঞ্চাহুতি ক্রমে পুনরায় আগমন করিয়া গর্ভ প্রাপ্তি করে ইহা প্রতীতি হয় ইহাই সূত্রার্থ । অশ্রুতত্ব অসিদ্ধ, অর্থাৎ প্রশ্ন প্রতি বচনের মধ্যে জীবের গতি অশ্রবণহেতু জীব গমন করে না, ইহা যে শ্রবণ করা যায় না তাহা অপ্রসিদ্ধ, কারণ তাহাতে পুর্বাপরের সঙ্গতির অভাব দেখা যায় । অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষদ বাক্য প্রমাণের দ্বারা জল সংযুক্তজীব গমন করে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–তত্রৈবেতি । সেইস্থলে ছান্দোগ্যে চন্দ্রলোকের প্রতি ইষ্টাদিকৃতগণের গতি প্রত্যয় হেতু । অনন্তর জল সংযুক্ত জীবের গমন প্রকার বলিতেছেন–অথ, অথ যে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত, দত্ত উপাসনা করে তাহারা ধূম হয়, অর্থাৎ এই গ্রামে গৃহস্থগণ, গ্রামে এই শব্দটি গৃহস্থগণের অসাধারণ বিশেষণ, তাহা বনবাসী সন্ন্যাসীগণ হইতে পৃথক্ করার নিমিত্ত, অর্থাৎ যে গৃহস্থগণ ইহলোকে ইষ্টাপূর্ত্ত ইষ্টা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম, পূর্ত্ত বাপী কূপ তড়াগ বাগান প্রভৃতি করা, দত্ত দান তাহা যাচকগণকে যথা শক্তি দ্রব্য বিভাগ করা, এই প্রকার যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তদত্তের উপাসনা করে তাহারা ধূমাভিমানী দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয় । এই প্রকার আরম্ভ করিয়া–আকাশ হইতে চন্দ্রলোক গমন করে তথায় গমন করত সোমরাজা নামে শীরর হয় । এই প্রকরণের ফল বলিতেছেন তত্রেতি । ইষ্টাদিকারী জীবগণ

ভবতীত্যবসীয়তে ।

শরীরস্য জীবৈকাশ্রয়ত্ব স্বাভাব্যাত্তদ্বাচকস্য শব্দস্য জীবে পর্য্যবসানমিতি তৎ পরিষ্বক্তোহংসো যাতীতি স্থিরম্ ॥৬॥

ননু "এষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" (ছাও ৫/১০/৪) ইতি সোমরাজ শব্দিতস্য দেবভক্ষ্যত্বশ্রবণান্ন স জীবঃ শক্যো বক্তুং, তস্য

দেবতা রাত্রিদেবতাং প্রাপয়তি, রাত্রিদেবতা অপরপক্ষাং কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনীং নয়তি সা চ দক্ষিণা, যন্মাষা দক্ষিণায়না, তদভিমানিনীং দেবতাং নয়তি, তথা মাসেভ্যঃ পিতৃলোকঃ পিতৃলোকাৎ আকাশং আকাশাৎ চন্দ্রমসম্, অথ কর্ম্মিণঃ চন্দ্রলোকং প্রাপ্য সোমরাজা ভবন্তি, তদাখ্যাঃ দেহাঃ লভন্তে, "তদ্দেবানাং অন্ন, তং অন্নং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি শ্রুতিসারার্থঃ ।

তথা দ্যুলোকাগ্নৌ প্রথমাহুতৌ তথৈব প্রতীয়তে "ইতি দর্শয়ন্তি–দেবা" ইতি । তস্মাত্তদনয়োর্বাক্যয়োরেকার্থত্বাদ্ যো জীবঃ শ্রদ্ধাশরীর যুক্তঃ স এব সোমরাজশরীরযুক্ত ইতি গম্যতে, শেষং স্পষ্টম্ । তস্মাৎ জীবস্য সূক্ষ্মভূতপরিষ্বক্তগমনং সিদ্ধমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥৬॥

অথ সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–"ননু" ইতি । চন্দ্রলোকংগত্বা জীবঃ সোমরাজ শব্দবাচ্যঃ শরীরং প্রাপ্নোতি, তং সোমরাজ ইন্দ্রাদিদেবানাং অন্নংভক্ষ্যদ্রব্যবিশেষং ভবতি, দেবাশ্চ তং ভক্ষয়ন্তি,

চন্দ্রলোক গমন করিয়া সোমরাজ নাম ধারণ করে ইহা অবগত হওয়া যায় । ইহার সারর্থ এই-মর্ত্তলোকে যে মানবগণ ইষ্টাপূর্ত্তদানাদির উপাসনা করে, সেই ইষ্টাদি কর্ত্তৃক দেহান্তরোপভোগ্য অপূর্ব উৎপন্ন হয়, মৃত্যুর পরে ঐ অপূর্বভোগের নিমিত্ত তাহাদের গমন প্রকার এইরূপ-স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর ত্যাগ করিয়া ধূমকে আশ্রয় করে, আতিবাহিক দেবগণ কর্ত্তৃক ধূম হইতে রাত্রিতে নীত হয়, রাত্রি হইতে অপরপক্ষ অর্থাৎ ধূমাভিমানী দেবতা রাত্রি দেবতার নিকট গমন করায়, রাত্রি দেবতা অপর পক্ষ কৃষ্ণপক্ষাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত করায়, সে দক্ষিণাভিমানী দেবতার নিকটে লইয়া যায়, অর্থাৎ আষাঢ়াদি ছয়মাস দক্ষিণায়ন তদভিমানী দেবতার নিকটে প্রাপ্ত করায়, দক্ষিণায়ন ছয়মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক, কর্ম্মিগণ চন্দ্রলোকে গমন করত সোমরাজা হয় সেই নামে শরীর ধারণ করে, তাহা দেবতাগণের অন্ন, সেই অন্ন দেবতাগণ ভক্ষণ করেন। ইহাই শ্রুতিবাক্যের সারার্থ । সেই প্রকার পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় দ্যুলোকাগ্নি প্রথমাহুতিতে সেই প্রকারই প্রতীত হয়, তাহা দেখাইতেছেন–দেবা ইতি । সেইরূপ দ্যুলোকাগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে হবন করে, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা হয়, এইস্থলেও পূর্বের একার্থহেতু শ্রদ্ধা শরীর যুক্ত সোম শরীর যুক্ত হয় ইহাই প্রতীতি হয় । অতএব এই গতিরূপ বাক্যদ্বয়ের একার্থতাহেতু যে জীব শ্রদ্ধা শরীর যুক্ত সেই জীবই সোমরাজা শরীর ইহাই বোধ হইতেছে । সুতরাং জীবকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করাই এই শরীরের স্বভাব, কারণ শরীরবাচক শব্দের জীবেই পর্য্যাবসান হয়, অতঃ সূক্ষ্ম ভূত পরিষ্বক্ত জীব গমন করে । অতএব জীবের সূক্ষ্মভূত সংযুক্ত হইয়া গমন করা সিদ্ধ হইতেছে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥৬॥

ভক্ষয়িতুমশক্যত্বাদিতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ওঁ॥ ৩/১/১/৭॥

বা ইতি শঙ্কাহানৌ । সোমরাজশব্দিতস্য জীবস্য দেবান্নত্বং ভাক্তম্ । অন্নবৎ তদ্‌ভোগহেতুত্বাদুপচরিতমিত্যর্থঃ । তদ্ধেতুত্বং তৎ সেবকত্বাৎ । তচ্চানাত্মবিত্ত্বাৎ ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি দৃশ্যতে ; অত্রেয়ং শঙ্কা–সোমরাজ শব্দবাচ্যো দেবভক্ষ্য বিশেষো জীবো ভবিতুং নার্হতি ; কুতঃ ? ভক্ষ্যত্বাশ্রবণাৎ, চিদ্রূপস্য জীবস্য দেবৈর্ভক্ষণাসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্‌ভাবিতায়াম্ উত্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ভাক্তমিতি । ভাক্তং–চন্দ্রলোকপ্রাপ্তস্য পুণ্যকর্ম্মাণো জীবস্য দেবানামন্নত্বকথনং ভাক্তং, ন চর্বণনিগরণযোগ্যং মুখ্যমিতি ; হি-যতঃ শ্রুতিরপি অনাত্মবিত্ত্বাদেব শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরহিতত্বাদেবং তস্য গতির্ভবতীতি, "তথাহি দর্শয়তি"

অনন্তর অন্যসূত্র অবতারণা করিবার নিমিত্ত শঙ্কার উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি । যদি বলেন–এই সোমরাজা দেবগণের অন্ন হয়, তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করে এই প্রকার সোমরাজা শব্দ বাচ্য জীবের দেবগণের ভক্ষ্যত্ব শ্রবণ হেতু সোমরাজা জীব নহে, জীবকে কেহ ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না । চন্দ্রলোকে গমন করিয়া জীব সোমরাজা শব্দ বাচ্য শরীর প্রপ্ত হয়, সেই সোমরাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের অন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ হয়, দেবগন তাহাকে ভক্ষণ করে ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায় । এইস্থলে শঙ্কা এই যে–দেবগণ সোমরাজা শব্দবচ্য দেবভক্ষ্যবিশেষ জীবকে ভক্ষণ করিতে পারিবেন না, কেন ? ভক্ষ্যত্ব অশ্রবণহেতু, চিদ্রূপ জীবের দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষণ সম্ভব নহে ইহাই অর্থ।

এই প্রকার আশঙ্কা সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উত্তর করিতেছেন–ভাক্তমিতি । ভাক্ত গৌণ অনাত্মবিৎ হেতু, তাহা দেখাইতেছেন । অর্থাৎ ভাক্ত চন্দ্রলোক প্রাপ্ত পুণ্যকর্ম্মকারি জীবের দেবগণের অন্নত্ব কথন ভাক্ত, চর্বণ নিগরণ যোগ্য মুখ্য নহে, যেহেতু শ্রুতিও অনাত্মবিৎ হেতু শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান রহিত বশতঃ এইপ্রকার জীবের গতি হয়, তাহা দেখাইতেছেন–সেই জীবের পশুর ন্যায় দেবগণের সেবকতা প্রতিপাদন করিতেছেন । সূত্রস্থ বা শব্দের অর্থ বলিতেছেন-বা শব্দাদি শঙ্কা হানির নিমিত্ত । সোমরাজ শব্দ বাচ্য জীবের দেবগণের অন্ন হওয়া গৌণ । অন্ন তাহার ভোগ হেতু হওয়া হেতু উপচার করা হয় ইহাই অর্থ । তাহার হেতু দেবগণের সেবক হওয়ার জন্য, তাহা অনাত্মবিৎ হওয়ার নিমিত্ত । অর্থাৎ সোমরাজা শব্দবাচ্য জীবের দেবগণের যে ভোজন যোগ্যতা কথিত হইয়াছে তাহা গৌণ হয় ইহাই অর্থ, কিন্তু দেবগণ তাহাকে দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে, তাহাই দেবগণের ভক্ষণ, কিন্তু মোদকাদিবৎ চর্বণ বা নিগরণ নহে । তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে,–দেবগণ ভোজনও করেন না পানও করেন না, অমৃতের সমান তাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্ত হয়েন, অতএব দেবগণের ভোজন গৌণই হয় । অথ শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান রহিত জীবের ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবকত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন–শ্রুতিরপীতি । শ্রুতিও আত্মজ্ঞান রহিত জীবের দেবসেবকতা

শ্রুতিরপ্যনাত্মজ্ঞস্য দেবসেবকতাং দর্শয়তি––"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্" (বৃ০ ১/৪/১০) ইতি বৃহদারণ্যকে ।

অয়ং ভাবঃ–অন্নবদ্ভক্ষণাসম্ভবাত্তদ্ ভোগসাধনত্বাচ্চ জীবস্য দেবান্নত্বং তত্রোপচর্য্যতে।

ইতি। তস্য জীবস্য পশুবৎ দেবসেবকতাং প্রতিপাদয়তি ।

অথ সূত্রস্থ–'বা' শব্দস্যার্থমাহুঃ–'বা' ইতি । ভাষ্যং প্রকটার্থম্ । তথাচ–সোমরাজ শব্দবাচ্যস্য জীবস্য দেবানাং যদ্ভক্ষ্যত্বমুক্তং তত্তু গৌণমিত্যর্থঃ, কিন্তু দেবাঃ তং দৃষ্ট্বা তৃপ্তিং প্রাপ্নুবন্তি, তদেব তেষাং ভক্ষণম্, ন মোদকাদিবৎ চর্বণং নিগরণং বা । তথাহি ছান্দোগ্যোপনিষদি–৩/৬/১, "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি । তস্মাৎ দেবানাং ভক্ষণং গৌণমিত্যর্থঃ ।

অথ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরহিতস্য জীবস্য ইহামুত্র ইন্দ্রাদিদেবানাং সেবকত্বং প্রতিপাদয়িতুং শ্রুতিপ্রমাণং প্রদর্শয়ন্তি–শ্রুতিরপীতি । "অথ যোঽন্যামিতি– যঃ কর্ম্মাকৃষ্টজড়মতিঃ কর্ম্মণৈব পরমপুরুষার্থং মোক্ষলাভং ভবতীতি মন্যতে সঃ । অন্যাং দেবতাং উপাস্তে, সর্বারাধ্য-সর্বফলপ্রদাতা-শ্রীগোবিন্দদেবং বিনা ক্ষুদ্রফলদাতারং ইন্দ্রাদিদেবমুপাস্তে-স্তুতি-নমস্কার-যাগ-বল্যুপহার-প্রণিধান-ধ্যানাদিনা স্বাভিমুখং কুরুতে, তথা অসৌ আরাধ্যদেব অন্যঃ, মত্তঃ পৃথগিতি, এবং অন্যোঽহমস্মি, ইতি সেব্য-সেবকয়োর্ভেদং ন স বেদ, ন জানাতি, যথা পশুঃ, পশু যথা মানবানাং উপকারকঃ তথা স জীবোঽপি দেবানাং সেবকঃ ।

তথা চ–কর্ম্মজড়মানবঃ পৃথিব্যাং ইষ্টাপূর্ত্তা'দিনা তদারাধনংকুর্বন্ উপকরোতি, তথা তদারাধন-প্রীতৈর্দেবৈর্দত্তং চন্দ্রলোকে সোমরাজ শরীরং প্রাপ্য তাননুকূলয়তি, যথা পশুরিতি–পশু যথা

দেখাইতেছেন। যে অন্যদেবতাকে উপাসনা করে, সে অন্য আমি অন্য সে জানে না, যেমন সে দেবগণের পশুই হয় ইহা বৃহদারণ্যকে আছে । অর্থাৎ কর্ম্মাকৃষ্ট জড় মতি কর্ম্মের দ্বারাই পরমপুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয় ইহা মনে করে । অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সর্বারাধ্য সর্বফল প্রদাতা শ্রীগোবিন্দদেব বিনা ক্ষুদ্র ফলদাতা ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, স্তুতি নমস্কার যাগ বলি উপহার প্রণিধান ধ্যানাদির দ্বারা স্বাভিমুখ করে, তথা এই আরাধ্যদেব অন্য আমা হইতে পৃথক্ এবং আমি অন্য হয় এই প্রকার সেব্য সেবকের যে ভেদ সে জানে না । যেমন পশু, পশু যেমন মানবগণের উপকারক, তথা সেই জীবও দেবগণের সেবক । অর্থাৎ কর্ম্ম জড় মানব পৃথিবীতে ইষ্টপূর্ত্তাদি দ্বারা দেবগণের আরাধনা করিয়া উপকার করে, এবং সেই আরাধনা দ্বারা প্রীত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত চন্দ্রলোকে সোমরাজ শরীর লাভ করিয়া তাহাদের অনুকূল করে । যেমন পশু, পশু যেমন মানব হইতে জীবিকা লাভ করিয়া তাহার সেবায় নিত্যই ক্লেশ অনুভব করে, সেই প্রকার চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবও দেবগণ দ্বারা উপকৃত হইয়া দেবগণের সেবক হয় ইহাই অর্থ । অপর আত্ম জ্ঞানহীনের দেব সেবকতা শ্রীগীতা প্রতিপাদন করেন–দেবযাজিগণ দেবলোকে গমন করে, আমার ভক্ত আমার ধামে গমন করে । অতএব জীবের দেবগণের ভক্ষ্যত্ব ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়েই অন্ন বলা হইয়াছে । অপর দেবগণ অপূর্ণ জীবগণের সেভাভিলষী,

“বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশাম্” ইত্যৌপচারিক প্রয়োগদর্শনাৎ । মুখ্যত্বে তু জ্যোতিষ্টোমাদি বিধি বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ । দেবাশ্চেচ্চন্দ্রলোকগতং ভক্ষয়েয়ুঃ কিমর্থং জনস্তত্র গচ্ছেৎ, কিমর্থং বা তৎ প্রাপকং জ্যোতিষ্টোমাদি প্রয়াসং কুর্য্যাদিতি । তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি সিদ্ধম্ ॥৭॥

লোকাদুপাত্তজীবিকঃ তস্য সেবয়া নিত্যং ক্লেশমনুভবতি, তথা স জীবোঽপি দেবোপকৃতো দেবসেবক ইত্যর্থঃ । কিঞ্চানাত্মবিদো দেব সেবকত্বং দর্শয়তি-শ্রীগীতা–“দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্‌ভক্তা যন্তি মামপি॥ (৭/২৩) তস্মাৎ জীবস্য দেবানাং ভক্ষ্যত্বং ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়েণ অন্নত্বমিতি ।

কিঞ্চ দেবাঃ খলু অপূর্ণাঃ জীবসেবাভিকাঙ্ক্ষিণঃ, শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বাধকাশ্চ । তথাহি শ্রীভাগবতে– ১১/৪/১০, “ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ” ইতি শ্রীগোবিন্দদেবস্তু পূর্ণত্বাৎ পরিনিস্পৃহোঽপি ভক্তবাৎসল্যাদিগুণবশাৎ সেবকান্ স্বরূপং, স্বচরণযুগলসেবাঞ্চোপলম্ভয়তি । তথাহি শ্রীভক্তিসন্দর্ভধৃত– শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে–৪২৪, তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ । বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ইতি । তস্মাৎ স্ববিলক্ষণতয়া শ্রীগোবিন্দদেবোপাস্য” ইত্যাহ শ্রুতিঃ–শ্বে০–১/৬,“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” ইতি । অথ তদনন্তরপ্রতিপত্যধিকরণস্য সারর্থমাহঃ–অয়ং ভাবঃ” ইতি। উপচর্য্যতে–শক্যার্থত্যাগেন লক্ষণয়ানার্থবোধ্যতে, যথা–অগ্নির্মাণবকঃ ইতি । তথাহি বৈশেষিকদর্শনে–৫/ ১/৬, “আত্মকর্ম্ম হস্তসংযোগাচ্চ” ইত্যাদাবাত্মা শব্দঃ শরীরাবয়ব উপচারাৎ” ইতি শ্রীমিশ্রপাদাঃ । অথ

শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞানের বাধক, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে দেব ! যাহারা আপনার সেবা করে তাহাদের দেবগণ বহু অন্তরায় সৃষ্টি করেন । কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেব পূর্ণ হেতু পরম নিস্পৃহ হইলেও ভক্তবাৎসল্যাদি গুণবশতঃ সেবকগণকে নিজস্বরূপ, এবং স্বচরণ যুগল সেবাও প্রদান করেন । এই বিষয়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভধৃত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে বর্ণিত আছে–ভক্তবৎসল শ্রীভগবান একটি তুলসীদল ও এক গণ্ডুষ মাত্র জলে নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দেন । অতএব নিজের বিলক্ষণ রূপে শ্রীগোবিন্দদেবই উপাস্য ইহা শ্রুতি বলিতেছেন–সাধক নিজ হইতে স্বোপাস্য প্রেরণকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবকে পৃথক জানিয়া উপাসনা করিবে, তাহার দ্বারা সেই সাধক অমৃতত্ব লাভ করে । অনন্তর এই অধিকরণের সারর্থ বলিতেছেন–অয়মিতি । এই অধিকরণের ইহাই ভাবার্থ–অন্নের ন্যায় ভক্ষণ সম্ভব নহে, কিন্তু দেবগণের ভোগ সাধন হেতু জীবের দেবান্নত্ব উপচার করা হয়। যাহা শাক্যার্থ ত্যাগহেতু লক্ষণার দ্বারা অন্য অর্থ বোধ করায়, তাহাকে উপচার বলে, যেমন এই মানবশিশু অগ্নি । বৈশেষিক দর্শনে বর্ণিত আছে–হস্ত সংযোগ হেতু আত্মাকর্ম্ম, ইত্যাদিস্থলে আত্মাশব্দ শরীরের অবয়ব বুঝায় তাহা উপচার হেতু। অনন্তর উপচার প্রকার শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভু স্বয়ং বলিতেছেন–রাজার নরাধিপতিগণের বিশ বৈশ্য প্রজাই অন্ন, তাহারাই ভোগসাধন, বৈশ্যগণের পশুই অন্ন, এই প্রকার উপচার প্রয়োগ দেখা যায় । ভোজন ক্রিয়া মুখ্য হইলে জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞ বিধি ব্যর্থতাপত্তি দোষ হয় । চন্দ্রলোকগত জীবকে দেবগণ যদি ভক্ষণ করে তবে কি কারণে মানব তথায় গমন করিবে ? কি নিমিত্তই বা চন্দ্রলোক প্রাপক জ্যোতিষ্টোমাদিযাগে

২॥ কৃতাত্যয়াধিকরণম্ ।

"অথ য ইমে গ্রাম" (ছা০ ৫/১০/৩) ইত্যাদিনা কেবল কর্ম্মিণাংধূমাদিমার্গেণ স্বর্গ প্রাপ্তিমভিধায় তদন্তে পুনরাবৃত্তিঃ পঠ্যতে তত্রৈব ছান্দোগ্যে–(৫/১০/৫)–

"য়াবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্ততে" ইতি ।

উপচারপ্রকারং স্বয়মাহুঃ–রাজ্ঞাং নরাধিপানাং বিশঃ প্রজা এব অন্নং, তদ্‌বৎভোগসাধনমিত্যর্থঃ । শেষং প্রকটার্থম্ ।

সঙ্গতি ঃ–অথ অধিকরণসংঙ্গতি প্রকারমাহুঃ–তস্মাদিতি । তস্মাদ সূক্ষ্মভূতপরিস্বক্তো জীবো দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছতীতি সিদ্ধম্ ।

প্রণেন্দ্রিয়ৈঃ সমাযুক্তো ভূতসূক্ষ্মৈঃ সুবেষ্টিতম্ । দেহাদ্দেহান্তরং জীবো গচ্ছতি দেব মায়য়া ॥৭॥

ইতি তদন্তরপ্রতিপত্যাধিকরণং প্রথমং সমাপ্তম্ ॥১॥

২॥ কৃতাত্যয়াধিকরণম্–

অথ পুর্বাধিকরণে হোমাদিকর্ম্মসমেতানামপাংপঞ্চমহোমে সতি পুরুষরূপত্বেন পরিণমতে, ইতি । "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছা০ ৫/৯/১) ইতি ছান্দোগ্যবাক্যমবলম্ব্য জলেন যুক্তস্য পুরুষস্যাগমনং নিরূপিতম্ ; তৎসম্ভবতি ন বা ইতি পরীক্ষার্থং কৃতাত্যয়াধিকরণারম্ভঃ, ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

প্রয়াস করিবে ? অতঃ দেবগণ জীবকে ভক্ষণ করে না ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর তদনন্তরপ্রতিপত্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব জল কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইয়া গমন করে । অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত পরিষ্বক্ত জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে ইহাই সিদ্ধ হইল । জীব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সমাযুক্ত হইয়া, ভূতসূক্ষ্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত হওতঃ শ্রীগোবিন্দদেবের মায়ায় দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে ॥৭॥

এই প্রকার তদনন্তরপ্রতিপত্যধিকরণ প্রথম সমাপ্ত ॥১॥

২॥ কৃতাত্যয়াধিকরণ–

অনন্তর কৃতাত্যয়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । অথ পূর্বাধিকরণে হোমাদি কর্ম্মসমেত জলের পঞ্চমহোমে হইলে পরে পুরুষরূপে পরিণত হয়, পঞ্চম আহুতি আপ পুরুষ সংজ্ঞা হয়, এই ছান্দোগ্যবাক্য অবলম্বন করিয়া জলযুক্ত পুরুষের আগমন হয় তাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সম্ভব হয়, অথবা হয় না? তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতাত্যয়াধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ–অনন্তর কৃতাত্যয়াধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–অথেতি । অথ শ্রীভগবন্মহিমা জ্ঞান রহিত কেবল ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদিকারি কর্ম্মিগণের পুনরাবৃত্তিরূপ অবরোহ প্রকার দেখাইতেছেন–অথেতি । যাহারা এই গ্রামে, অর্থাৎ যাহারা এই গ্রামে মানবগণ গৃহস্থাশ্রমবাসিগণ ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদির দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করে, সেই

তত্র সংশয়–স্বর্গাদবরোহন্ নিরনুশয়ঃ ? সানুশয়ো বেতি ।

"যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" (ছা০ ৫/১০/৫) ইত্যুক্তেঃ । "প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য" (বৃ০ 8/8/৬) ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ । নিরানুশায়োঽবরোহতীতি । সম্পাতঃ কর্ম, সম্পতন্ত্যনেন স্বর্গমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। অনুশয়ো ভুক্তশিষ্টং কর্ম । অনুশেতে কর্ত্তারং ফলভোগায়েতি ব্যুৎপত্তেঃ ।

বিষয় ঃ–অথকৃতাত্যয়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–অথেতি । অথ শ্রীভগবন্মহিমা জ্ঞানরহিতানাং কেবল ইষ্টাপূর্ত্ত দত্তকারিণাং কর্ম্মিণাং পুনরাবৃত্তিরূপাবরোহপ্রকারং দর্শয়ন্তি–অথ ইতি । অথ যে ইমে গ্রামে মানবাঃ–গৃহস্থাশ্রমবাসিনঃ, ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদিভিরিন্দ্রাদিদেবতামুপাস্য ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকং গচ্ছন্তি, তত্র স্বকর্ম্মফলভোগানন্তরং বৃষ্টি-অন্ন-রেতাদিরূপেণ পুনঃ শরীরং প্রাপ্নুবন্তি, ইতি ।

এবং প্রতিপাদ্যতে তদাহ–ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ–যাবৎসম্পাতঃ–যাবৎ পুণ্যকর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ তাবৎ কালং চন্দ্রমণ্ডলে উষিত্বা নিবাসংকৃত্বা অথানন্তরং এতমেব বক্ষ্যমাণমধ্বানং পঞ্চাহুতিক্রমেণ-পুনরস্মিন্ জগতি নিবর্ত্তন্তে ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয়ঃ–তত্র বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয়ঃ–স্বর্গাদিতি । পঞ্চাহুতিমার্গেণ স্বর্গাদবরোহন্ জীবঃ নিরনুশয় আগচ্ছতি ? সানুশয়ো বা ? তথাচ–অনুশয়ো ভোগাবশিষ্টং কর্ম্ম । জীবো যদাগচ্ছতি তদা কিং তস্য ভোগাবশিষ্টং কর্ম্ম বিদ্যতে, অথবা নিরতিশয়ং ভুক্ত্বাগচ্ছতীতি সংশয়বাক্যম্ ।

চন্দ্রলোকে স্বকর্ম্মফল ভোগানন্তর বৃষ্টি অন্ন রেতাদি রূপে পুনরায় মানব শরীর লাভ করে । ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা কেবল কর্ম্মিগণের ধূমাদি মার্গের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া, তাহার পরে পুনরাবৃত্তি পাঠ করেন–যাবৎ সম্পাত নিবাস করিয়া এই পথে পুনঃ আগমন করে । অর্থাৎ এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি পুনঃ বলিতেছেন–তাহারা যাবৎ সম্পাত যাবৎ কাল পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে নিবাস করিয়া অনন্তর এই বক্ষ্যমান পথে পঞ্চাহুতিক্রমে পুনরায় এই জগতে আগমন করে । ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ–এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–স্বর্গাদিতি । এইস্থলে সন্দেহ এই যে-স্বর্গ হইতে আসিবার সময় জীব সানুশয় আগমন করে ? অথবা নিরনুশয় ? অর্থাৎ পঞ্চাহুতি মার্গে স্বর্গ হইতে আসিবার সময় জীব নিরনুশয় আগমন করে ? সানুশয় আগমন করে ? অনুশয় ভোগাবশিষ্টকর্ম্ম, জীব যেকালে আগমন করে তখন কি তাহার ভোগাবশিষ্টকর্ম্ম বিদ্যমান থাকে ? অথবা নিরতিশয় সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া আগমন করে, ইহাই সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এই সন্দেহ জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–যাবদিতি । যাবৎ সম্পাত নিবাস করিয়া, এই উক্তি হইতে । অর্থাৎ যাবৎ পুণ্যকর্ম্মের ফল তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিবাস করিয়া তথা হইতে আগমন করে ইহা বলিয়াছেন । এই প্রকার ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রমান বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতির

তচ্চকৃৎস্নফলভোগে সতি নাবশিষ্যতে, এবং প্রাপ্তে পঠতি–

॥ওঁ॥ কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট স্মৃতিভ্যাম্ ॥ওঁ॥ ৩/১/২/৮॥

পূর্বপক্ষঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–যাবদিতি । যাবৎকালং পুণ্যকর্ম্মণঃ ফলং তাবৎকালং উষিত্বা নিবাসংকৃত্বা তত আগচ্ছতি ; ইত্যুক্তেঃ । এবং ছান্দোগ্যাপ্রমাণমুক্ত্বা বৃহদারণ্যক প্রমাণমাহুঃ–প্রাপ্যান্তমিতি । তস্য কর্ম্মণঃ অন্তং প্রাপ্য" ইতি । অন্তমবসানম্ প্রাপ্য-ভুক্ত্বা, তথাচ–যাবৎ কর্ম্মণঃ ফলসমাপ্তিং কৃত্বা ইত্যর্থঃ । অনয়োঃ শ্রুতিবাক্যয়োঃ সারার্থমাহুঃ–নিরনুশয়ঃ ইতি । ভাষ্যন্তু সুস্পষ্টম্ । তথাচ–চন্দ্রলোকে স্বর্গসুখভোগানন্তরং সম্পূর্ণ কর্ম্মফলভোগে ক্ষয়ে সমাপ্তে চ তস্মাদবরোহতীতি, পূর্বপক্ষবিষয়ম্ ।

সিদ্ধান্ত–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে-সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবদরায়ণঃ–কৃতাত্যয়ে" ইতি । ইদানীং জীবানাং চন্দ্রলোকাদাগতিপ্রকারং নিরূপয়তি–কৃতাত্যয়ে" ইতি । কৃতস্য-ইহলোকে অনুষ্ঠিতস্য ইষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ ফলস্য 'অত্যয়ে' ভোগেনোপক্ষয়ে সতি অনুশয়বান্ ভুক্তাবশিষ্টকর্ম্মণা সহিত জীবঃ চন্দ্রলোকাদ্ ইদং মানবলোকং অবরোহতি-আগত্য পুনর্জ্জন্ম লভতে ইতি । ননু কুতঃ এতজ্জ্ঞায়তে ?

প্রমাণ বলিতেছেন–প্রাপ্যেতি । সেই কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া । অন্ত অবসান, প্রাপ্য ভোগ করিয়া, অর্থাৎ যাবৎ কর্ম্মের ফল সমাপ্ত করিয়া ইহাই অর্থ । ইত্যাদি উক্তি হইতেও । এই শ্রুতিবাক্য দুইটির সারার্থ বলিতেছেন–নিরনুশয়েতি । জীব নিরনুশয় অবতরণ করে । সম্পাত অর্থাৎ কর্ম্ম, যে কর্ম্মের দ্বারা জীব স্বর্গলোকে সম্পূর্ণরূপে পতিত বা প্রাপ্ত হয় তাহাকে সম্পাত বলে ইহাই ব্যুৎপত্তি । অনুশয় ভোগাবশিষ্ট কর্ম্ম, তাহার ব্যুৎপত্তি এই প্রকার-কর্ত্তার ফল ভোগের নিমিত্ত অনুগমন করে যে, তাহা সমগ্র ফল ভোগ করিলে পরে আর অবশিষ্ট থাকে না । অর্থাৎ চন্দ্রলোকে স্বর্গসুখ ভোগের পরে সম্পূর্ণ কর্ম্মফল ভোগ করত সমাপ্ত হইলেই জীব স্বর্গ হইতে অবরোহণ করে এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–কৃতেতি । কৃতের অত্যয়ে অনুশয়বান অবরোহণ করে, কারণ তাহা দৃষ্ট শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে দেখা যায় । অর্থাৎ ইদানীং জীবগণের চন্দ্রলোক হইতে আগতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন–কৃতেতি । কৃতের, ইহলোকে অনুষ্ঠিত ইষ্টাদি কর্ম্মফলের অত্যয়ে ভোগের দ্বারা উপক্ষয় হইলে পরে অনুশয়বান ভোগাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত জীব চন্দ্রলোক হইতে এই মানবলোকে অবরোহন করে, আগমন করিয়া পুনর্জ্জন্মলাভ করে । যদি বলেন-- ইহা কি প্রকারে জানা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–দৃষ্টেতি । দৃষ্ট শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ইহাই সূত্রার্থ । চন্দ্রলোকে সুখভোগের নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই ইষ্টাদির তথায় ভোগের দ্বারা অত্যয় ক্ষয় হইলে পরে, সেই ভোগ ক্ষয় হইতে জাত শোকানলের দ্বারা ভোগদেহ বিলীন হইলে অনুশয়বান জীব অবরোহণ করে । অনন্তর সূত্রস্থ দৃষ্ট পদের বিস্তার করিতেছেন–কৃত ইতি । কেন ? দৃষ্ট হেতু, কি দৃষ্ট হইয়াছে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–

চন্দ্রলোকে সুখভোগায় যৎকর্ম্মকৃতং তস্যেষ্টাদেস্তত্র ভোগেনাত্যয়ে ক্ষয়ে সতি তদ্ ভোগক্ষয়জাত শোকানল বিলীন ভোগদেহঃ, অনুশয়বানবরোহতি । কুতঃ ? দৃষ্টেতি ।

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা ।

তত্রাহ–দৃষ্টেতি । শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণাভ্যামিত্যর্থঃ । ভাষ্যাংশং স্পষ্টম্ । অথ সূত্রস্থং দৃষ্টপদমেব বিস্তারয়ন্তি–কুতঃ, ইতি । কুত এবমিত্যপেক্ষায়ামাহঃ–তদ্যঃ" ইতি ।

অথ জীবানামুচ্চাবচগতিং বর্ণয়তি শ্রুতিঃ–

যে মানবা অত্র মর্ত্ত্যলোকে রমণীয়চরণাভ্যাসঃ, পুণ্যজনক কার্য্যকর্ম্মাণঃ তে চন্দ্রলোকে স্বর্গসুখভোগানন্তরং অত্রাগত্য রমণীয়াং যোনিং শোভনং শরীরং আপদ্যেরন্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । কাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ–ব্রাহ্মণ যোনিম্ ; ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা ; যোনিং আকারং শরীরং বা ।

অথ যে মানবা ইহলোকে কপূয়চরণাভ্যাসঃ, নিন্দনীয়কর্ম্মাচরণকারিণঃ তে কপূয়াং যোনিং নিন্দিতযোনিমাপদ্যেরন্ ; অথ কপূয়াংযোনিমাহ–শ্বযোনিং, শূকরযোনিং অথবা চণ্ডালযেনিমিতি ।

তদিতি । এইহেতু যে মানবগণ ইহলোকে রমণীয় চরণ অভ্যাস সেই কারণে তাহারা রমণীয় যোঁনি লাভ করে ব্রাহ্মণ যোনি, অথবা ক্ষত্রিয় যোনি, কিম্বা বৈশ্যযোনি । অথ যে মানবগণ ইহলোকে কপূয়চরণ অভ্যাস এইহেতু কপূয়যোনি লাভ করে শ্বযোনি, কিম্বা শূকর যোনি, অথবা চণ্ডাল যোনি, ইহা ছান্দোগ্যে দেখা যায় । অর্থাৎ যে মানবগণ এই মর্ত্ত্যলোকে রমণীয়চরণাভ্যাস পুণ্যজনককার্য্য কারী তাহারা চন্দ্রলোকে স্বর্গসুখ ভোগের পর এইস্থানে আগমন করিয়া রমণীয়যোনি সুন্দর শরীর প্রাপ্ত করে, কি যোনি প্রাপ্ত করে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–ব্রাহ্মণযোনি, অথবা ক্ষত্রিয়যোনি কিম্বা বৈশ্যযোনি, যোনি শব্দের অর্থ আকার বা শরীর । অথ যে মানবগণ ইহলোকে কপূয়চরণাভ্যাস নিন্দনীয় কর্ম্মাচরণকারী তাহারা কপূয়যোনি নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয় । অনন্তর কপূয়যোনি বলিতেছেন–শ্ব কুক্কুরযোনি, শূকর যোনি, অথবা চণ্ডাল যোনি । চণ্ডাল বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ । এই বিষয়ে শ্রীমনু বলিয়াছেন–শূদ্রজাতীয় পুরুষ হইতে বৈশ্যজাতীয়া রমণী হইতে অয়োগব, এবং ক্ষত্রানী হইতে ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণী হইতে চণ্ডাল নামে বর্ণশঙ্কর জাতির জন্ম হয়, যাহারা মানবগণের মধ্যে অধম । এইস্থলে সারতত্ত্ব এই যে-যে মানব ইহলোকে যৎসামান্য শ্রীভাগবতধর্ম্মের সাহায্য অঙ্গীকার করিয়া ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদি ধর্ম্ম সকল আচরণ করে, এইস্থলে কর্ম্মেরই প্রাধান্য কিন্তু শ্রীভাগবতধর্ম্মের নহে, তাহারা নিজ কর্ম্ম ফলভোগ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সোমরাজাখ্যা শরীর লাভ করত স্বর্গসুখ অনুভব করে, তথায় স্বর্গসুখভোগের পর এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করত ব্রাহ্মণাদি শরীর যাহা শ্রীভগবানের ভজন যোগ্য তাহা লাভ করে । এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণনা করিয়াছেন–শ্রীভক্তিযোগ ভ্রষ্ট যোগিজন পুণ্যকারিগণের লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহুবৎসর বাস করত শুচি শ্রীযুক্তগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

অথ য ইহ কপূয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরয়োনিং বা চাণ্ডাল যোনিং বা" (ছা০ ৫/১০/৭) ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ । রমণীয়চরণা রমণীয়কর্ম্মাণঃ । ভূক্তাবশিষ্টপক্বসুকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ । অভ্যাসোঽভ্যাগন্তারং,অভ্যা

চণ্ডালঃ" ইতি বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষঃ । তথাহি শ্রীমনুঃ–১০/১২, শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমণৃণাম্। বৈশ্য-রাজন্য-বিপ্রাসু জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ইতি ।

ইদমত্র তত্ত্বম্–যে মানবা হইলোকে কথঞ্চিৎ শ্রীভাগবতধর্ম্ম সাহায্যং অঙ্গীকৃত্য ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদিধর্ম্মানাচরন্তি, অত্র তু কর্ম্মণ এব প্রাধান্যম্ ন শ্রীভাগবতধর্ম্মস্য, তে স্বকর্ম্মফলভোগায় চন্দ্রলোকং গত্বা সোমরাজাখ্য-শরীরঞ্চ প্রাপ্য স্বর্গসুখমনুভবন্তি, তত্র স্বর্গসুখভোগানন্তরং অত্র মর্ত্তলোকমাগত্য ব্রাহ্মণাদি শ্রীভগবদ্ ভজনযোগ্য শরীরং লভ্যন্তে ।

তথাচ–শ্রীগীতাসু–৬/৪১, প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ । শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ইতি । কিঞ্চ যে মানবা ইহ মর্ত্ত্যলোকে কেবল– ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদীন্ আচরন্তঃ তন্মাহাত্ম্যেন চন্দ্রলোকং গত্বা স্বর্গসুখমনুভূয়–অত্রাগত্য নিন্দনীয় শরীরোলভন্তে ।

তথাহি–শ্রীভাগবতে–১১/২১/২৯-৩০-৩২, তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ । হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন চোদনা ॥ হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছা । যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃ-ভূত পতীন্ খলাঃ ॥ রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষাঃ । উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্ ॥ এষাং গতিস্তু–শ্রীগীতাসু–১৬/১৯-২০, তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ । ক্ষিপ্যামজস্রমশুভানাশুরীষ্বেব যোনিষু ॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাংগতিম্ ॥ ইতি শ্রুতেঃ শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদানাঞ্চাভিপ্রায়মিতি সংক্ষেপঃ ।

অপর যে মানবগণ এই মর্ত্ত্যলোকে কেবল ইষ্টাপূর্ত্তদানাদি আচরণ করিয়া তাহাদের মহিমায় চন্দ্রলোকে গমন করত স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক নিন্দনীয় দেহ লাভ করে । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যে বিষয়াসক্ত মানবগণ পরোক্ষ রূপ আমার মত না জানিয়া হিংসাতেই অনুরাগ যদি হয় তবে যজ্ঞ করিবে, কিন্তু তাহা বিধি নহে, বিষয়াসক্ত খল মানব নিজ সুখ বাসনায় হিংসা ও বিহারাদির দ্বারা লব্ধ পশুগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞের দ্বারা পিতৃগণ এবং ভূতপতিগণের যাজনা করে, পুনঃ রজঃ সত্ত্বতমোনিষ্ঠ খলবৃন্দ ইন্দ্রাদিদেবগণের উপাসনা করে, কিন্তু আমার করে না । এই সকল মানবগণের গতি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন–হে পার্থ ! আমি সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমগণকে সংসারে বহু দুঃখযুক্ত অশুভ আসুরী যোনিতে ক্ষেপন করি, সেই মূঢ়গণ আসুরী যোনি লাভ করত জন্মের পর জন্ম আমাকে না পাইয়া অধমগতি প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি প্রমান শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিপ্রায় ইহাই সংক্ষেপার্থ।

অনন্তর শ্রুতি কথিত শব্দের অর্থ করিতেছেন–রমণীয়েতি । রমণীয় চরণ রমণীয় পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান কারী, অর্থাৎ স্বর্গলোকে সুখভোগবিশিষ্ট সুপরিপক্ক সুকৃতবান জন ইহাই অর্থ । অভ্যাস শব্দের

পূর্বাদসেঃ ক্বিপি রূপম্ । হ' স্ফুটম্ । তদ্ যদা তদেত্যর্থঃ ।

"ইহ পুনর্ভবে তে উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্তি" (ভা০ ৫/২৬/৩৭) ইতি স্মৃতেশ্চ । তস্মাৎ সানুশয়োঽবরোহতি । "যাবৎ সম্পাতম্" (ছা০ ৫/১০/৫) ইত্যাদিবাক্যন্তু ফলার্পণপ্রবৃত্ত কর্মবিশেষপরমিত্যবিরোধঃ ॥৮॥

অথ শ্রুতিপদানামর্থমাহুঃ–"রমণীয়চরণাঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । অথ সূত্রস্থ-স্মৃতি পদস্য দৃষ্টান্তমাহুঃ– "ইহ" ইতি শ্রীভাগবতে । তে জীবাঃ স্বর্গনরকাদিভোগানন্তরং ইহ পুনর্ভবে উভয়শেষাভ্যাং-সুকৃত-দুষ্কৃতকর্ম্ম ফলশেষাভ্যাম্ নিবিশন্তি, কিঞ্চিদবশেষং গৃহীত্বা এব মর্ত্তলোকে জন্মং লভন্তি ইত্যর্থঃ । তথাচ–পৃথিব্যাং জন্মনাএব প্রতি প্রাণি উচ্চাবচভোগদর্শনাৎ জীবঃ সানুশয় এব স্বর্গাদাগচ্ছতীতি সিদ্ধম্ ; অন্যথা তদ্ ভোগস্যাকস্মিকতাপত্তেরিতিভাবঃ । তস্মাজ্জীবঃ সানুশয়োঽবরোহতি । তথাহি শ্রীভাগবতে– ১১/১০/২৬, "তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যবর্বাগনিচ্ছন্ কাল চালিতঃ॥শ্রীগীতাসু চ–৯/২১,"তে তংভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকংবিশন্তি" ইতি।

ননু তথাত্বে "যাবৎসম্পাতম্" যাবৎ কালংজীবস্য পুণ্যকর্ম্মণঃ ফলং তাবৎ কালং তত্র নিবাসং কৃত্বা, তৎক্ষয়ে সতি আগচ্ছতীতি প্রতীয়তে ; ইতি চেৎ তৎসঙ্গময়ন্তি–"যাবৎসম্পাতম্" ইতি । অতো জীবঃ কিঞ্চিৎ পুণ্যশেষং গৃহীত্বাত্রাগচ্ছতীতি ভাষ্যর্থঃ ॥৮॥

অর্থ অভ্যাগন্তার সম্পূর্ণভাবে গমনকারী, অভি ও আঙ্ উপসর্গ পূর্বক অস্ ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন অভ্যাস শব্দ । তদ্ শব্দের অর্থ যদা যে কালে, তদা সেই কালে ইহাই অর্থ । অনন্তর সূত্রস্থ স্মৃতি পদের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–ইহেতি । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–এই পুনর্ভব মর্ত্ত্যলোকে উভয়শেষ দ্বারা তাহারা প্রবেশ করে ইহা স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ সেই জীবগণ নরকাদি ভোগের পরে এই পুনর্ভবে পৃথিবীতে উভয়শেষ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল শেষ গ্রহণ করত প্রবেশ করে, কিঞ্চিৎ অবশেষ গ্রহন করিয়াই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে ইহাই অর্থ । অতএব সানুশয় জীব অবরোহণ করে । অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্ম হইতেই প্রত্যেক প্রাণীর উচ্চাবচ ভোগ দর্শনহেতু জীব সানুশয়ই স্বর্গ হইতে আগমন করে ইহাই সিদ্ধ হইল । অন্যথা জীবের ভোগের আকস্মিক উপস্থিত হওয়া দোষ হয় । অতএব জীব সানুশয় আগমন করে । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–স্বর্গলোকে জীব তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সুখভোগ করে যাবৎকাল পর্য্যন্ত পুণ্য সমাপ্ত না হয়, পুণ্যক্ষীণ হইলে কাল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয় । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–পুণ্যকারী মানবগণ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে । যদি বলেন–তাহা স্বীকার করিলে "যাবৎ সম্পাতম্" যাবৎকাল জীবের পুণ্য কর্ম্মের ফল থাকে তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে নিবাস করিয়া তাহার ক্ষয় হইলে পরে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে' ইহা প্রতীতি হয় । এই শঙ্কার সঙ্গতি করিতেছেন– যাবদিতি । যাবৎসম্পাত ইত্যাদি বাক্য কিন্তু ফলার্পণ করিতে প্রবৃত্ত কর্ম্মফল বিশেষ পরক বুঝিতে হইবে তাহা হইলে কোন বিরোধ নাই, অতএব জীব কিঞ্চিৎ পুণ্যাবশেষ গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে

অবরোহে প্রকারবিশেষং দর্শয়তি–

॥ওঁ॥ যথেতমনেবঞ্চ ॥ওঁ॥ ৩/১/২/৯॥

চন্দ্রাদবরোহন্নয়মনুশায়ী যথেতমবরোহতি, অনেবঞ্চ, যথেতং যথাগতম্ । অনেবং তদ্‌বিপর্য্যয়েণ। ধূমাকাশয়োরবরোহেঽপি সঙ্কীর্ত্তনাদ্ যথেতমিতি প্রতীয়তে । রাত্র্যাদ্যসঙ্কীর্ত্তনাদভ্রাদ্যুপসংখ্যানাচ্চানেবঞ্চেতি ॥৯॥

অথ জীবস্য চন্দ্রলোকাদবরোহে প্রকারবিশেষং দর্শয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"যথেতমিতি" জীবো যথা ইতং ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকং-গতম্, তথা তদ্‌বিপরীতভাবেন অভ্রাদিক্রমেণ আগচ্ছতীতি । ভাষ্যন্ত প্রকটার্থমিতি । উপসংখ্যানাৎ–সংগ্রহাৎ ।

অথ ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদিকারিণাং গতিপ্রকারম্ তথাচ–ছান্দোগ্যোপনিষদি–৫/১০/৩-৪, "অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্‌রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষম-পরপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি । মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা বক্ষয়ন্তি । ইতি। অথ বৃহদারণ্যকোনিষদি–৬/২/১৬–"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়তি তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয় মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্ম্যাসান্দাক্ষিণামাদিত্যমেতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রম্ তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যদা সোমং রাজানমাপ্যায়স্ব-অপক্ষীয়স্ব ইত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি" ইতি ।

ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ ॥৮॥

চন্দ্রলোক হইতে অবরোহ বিষয়ে প্রকার বিশেষ দেখাইতেছেন । অথ জীবের চন্দ্রলোক হইতে অবরোহে প্রকার বিশেষ দেখাইবার জন্য ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–যথেতমিতি । যেমন গমন করে তাহার বিপরীত আগমন করে । অর্থাৎ জীব যেমন ধূমাদিমার্গে চন্দ্রলোকে গমন করে, সেই প্রকার তাহার বিপরীত ভাবে অভ্রাদিমার্গে আগমন করে, ইহাই সূত্রার্থ । চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করিতে করিতে অনুশায়ী যে প্রকার আরোহণ করে, তাহার বিপরীতে অবরোহণ করে, যথেতং যথাগত শ্রুতি কথিত গমন প্রকার, অনেবং তাহার বিপর্য্যয়ে আগমন করা। চন্দ্রলোকে আরোহণ বিষয়ে ধূম ও আকাশের সঙ্কীর্ত্তন হেতু যথা গমন প্রতীতি হয় । এবং আগমন বিষয়ে রাত্রি প্রভৃতির কীর্ত্তনের অভাবহেতু মেঘাদির সংগ্রহ হেতু অনেবং বিপরীত ভাবে বুঝা যায় । উপসংখ্যান সংগ্রহ । অথ ইষ্টাপুর্ত্তদানাদি কারিগণের গতি প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন–যাহারা গৃহস্থ ইষ্টা পূর্ত্ত দানাদি আচরণ করে তাহারা ধূম হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে অপরপক্ষ, তাহা হইতে দক্ষিণায়ন, তাহা হইতে সম্বৎসর প্রাপ্ত হয়, মাস হইতে পিতৃলোক পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক, তথায় সোমরাজা হয়, সে দেবগণের অন্ন হয়, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ

॥ওঁ॥চরণাদিতিচেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ॥ওঁ॥ ৩/১/২/১০॥

ননু স্বর্গাৎ প্রচ্যুতোঽনুশয়াদ্ যোনিং প্রাপ্নোতীতি ন যুজ্যতে ।

অথ তেষামবরোহ প্রকারম্—তথাহি ছান্দোগ্যে—৫/১০/৫-৬, "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুং বায়ু-র্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভুত্বাভ্রং ভবতি । অভ্রংভূত্বা মোঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ঔষধি বনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরং যো যোহন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ ভূয় এব ভবতি । ইতি।

অথ বৃহদারণ্যকে--৬/২/১৬, তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈতি অথেমনেবাকাশমভি নিস্পদ্যন্তে, আকাশাদ্ বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে । ইতি । তস্মাৎ কর্ম্মিণো যথা আরোহন্তি, তথৈবাবরোহন্তীতি সূত্রভাষ্যয়োরর্থঃ কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্, যথেতমনেবঞ্চ" ইতি সূত্রদ্বয়ং-শঙ্কর-শ্রী-নিম্বার্কবল্লভভাষ্যেষু এক মেব পঠ্যন্তে ॥৯॥

অথ শঙ্কামুখাপ্য সমাধান সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—চরণাদিতি । চরণাৎ—জীবস্য

করে । বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—যাহারা যজ্ঞ দান তপস্যার দ্বারা লোক জয় করে তাহারা প্রথমে ধূম হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে অপরপক্ষীয় যান তাহা হইতে দক্ষিণায়ণ আদিত্য গমন করে, মাস হইতে পিতৃলোক, তথা হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করত অন্ন হয় তাহাদের দেবগণ ভক্ষণ করে । ইহাই আরোহন মার্গ । অনন্তর কর্ম্মীগণের অবরোহণ প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে-কর্ম্মিগণ চন্দ্রলোকে যতকাল পর্যন্ত পুণ্য থাকে বাস করিয়া পুনঃ এই পথে ফিরিয়া আসেন, আকাশ হয় আকাশ হইতে বায়ু হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষা করে, তাহারা পৃথিবীতে ব্রীহিযব ঔষধি বনস্পতি তিল মাষ ইত্যাদি হয়, তথা হইতে অতিশয় দুঃখে নিষ্ক্রমন করে, যে মানব যেমন অন্ন ভক্ষণ করে সেই প্রকার রেতঃ সিঞ্চন করে, সেই রেত সিঞ্চন করীর ন্যায় শরীর লাভ করে । বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে-তাহাদের যে সময় আগমনের কাল হয় যেমন গমন করে তাহার বিপরীত আগমন করে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে আগমন করে, পৃথিবীতে অন্ন হয়, অন্নকে পুরুষাগ্নিতে হবন করে, পরে যোষাগ্নিতে হবন করে । অতএব কর্ম্মিগণ যেমন আরোহন করে, সেই প্রকার বিপরীত পথে অবরোহণ করে ইহাই সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ। কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্ট স্মৃতিভ্যাম্, যথেতমনেবঞ্চ' এই সূত্র দুইটি শঙ্কর শ্রী নিম্বার্ক বল্লভভাষ্যে একটি সূত্র করিয়া পাঠ করেন ॥৯॥

অনন্তর আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-চরণাদিতি । চরণ ইহা বলিতে পারেন না, তাহা উপলক্ষণ মাত্র ইহা কার্ষ্ণাজিনি মনে করেন । অর্থাৎ চরণ দ্বারা জীবের কর্ম্মাচারণ হইতেই ব্রাহ্মণাদি দেহ লাভ হয়, তাহা বলিতে পারেন না, সেই আচরণের

"রমণীয়চরণাঃ" (ছা০ ৫/১০/৭) ইত্যাদিশ্রুত্যা চরণাত্তদাপত্ত্যভিধানাৎ । ন চানুশয় চরণশব্দয়োরৈকার্থ্যম্।

"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি" (বৃ০ ৪/৪/৫) ইতি বৃহদারণ্যকে তয়োর্ভিন্নার্থত্বোক্তেঃ। কর্ম্মশেষোঽনুশয়শ্চরণন্ত্বাচার ইতি চেন্নায়ং দোষঃ,

কর্ম্মাচরণাদেব ব্রাহ্মণাদি-যোনিং প্রাপ্তি র্ভবতি' ইতি চেৎ ন, তৎ চরণাভিধানং উপলক্ষণমেব ইতি মহর্ষি-কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে" ইতি । অথ এতদেব বিস্তারয়ন্তি শ্রীমৎভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ–"ননু" ইত্যাদিনা । স্বর্গসুখভোগানন্তরং জীবো যদবরোহণং কৃত্বা শরীরং প্রাপ্নোতি তৎ কারণমনুশয়শব্দবাচ্যঃ ভুক্তকর্ম্মাবশেষো ন ভবেৎ, কিন্তু সৎকর্ম্মাদিস্তস্য কারণমিত্যর্থঃ । অথ চরণাদেব উত্তমযোনিপ্রাপ্তিস্ত ছান্দোগ্যোপনিষৎবাক্যপ্রমাণেন নিরূপয়তি–"রমণীয়-চরণাঃ" ইতি ।

তথাচ–যে কলু রমণীয় চরণাঃ সত্য-শৌচ-দয়া-ইষ্টাপূর্ত্তদানাদিকারিণঃ তে স্বর্গসুখভোগানন্তরং ব্রাহ্মণযোনিং ক্ষত্রিয়যোনিং বা প্রাপ্নুবন্তি" ইতি । ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য প্রমাণেন "চরণাৎ" ইষ্টাপূর্ত্তাদিসৎকর্ম্মাচরণাৎ তদাপত্তিঃ–ব্রাহ্মণাদি-উত্তমযোন্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। অথ অনুশয় চরণশব্দয়োভিন্নার্থমাহুঃ– নচেতি । অথ বৃহদারণ্যকবাক্য প্রমাণেন তয়োর্ভিন্নার্থত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–যথাকারী" ইতি । যথাকারী–

কথন উপলক্ষণ মাত্র ইহা মহর্ষি কার্ষ্ণাজিনি মনে করেন । শ্রীমৎ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা বিস্তার করিতেছেন–নন্বিতি ।

শঙ্কা–যদি বলেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া জীব অনুশয় অনুরূপ ব্রাহ্মণাদি শরীর লাভ করে ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে, অর্থাৎ স্বর্গসুখভোগের পরে জীব যে অবরোহন করত শরীর ধারণ করে তাহার কারণ অনুশয় শব্দবাচ্য ভুক্তকর্ম্মাবশেষ হইবে না, কিন্তু সৎকর্ম্মাদি তাহার কারণ ইহাই অর্থ । অথ চরণ হইতেই উত্তমযোনি প্রাপ্তি হয়, তাহা ছন্দোগ্যোপনিষৎ বাক্য প্রমানের দ্বারা 'চরণ হইতে' তাহার আপত্তি কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ যাহারা রমণীয় আচরণকারী, সত্য শৌচ দয়া, ইষ্টাপূর্ত্তদানাদি কারিগণ তাহারা স্বর্গসুখ ভোগানন্তর ব্রাহ্মণ শরীর বা ক্ষত্রীয় শরীর প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা চরণাৎ ইষ্টাপূর্ত্তসৎকর্ম্মাদি আচরণ হেতু তদাপত্তি ব্রাহ্মণাদি উত্তম শরীর প্রাপ্তি হয় ইহাই অর্থ । অনন্তর অনুশয় ও চরণ শব্দের বিভিন্নার্থ প্রতিপাদন করিতেছেন–নচেতি । অনুশয় ও চরণ শব্দের অর্থ এক হয়, ইহা বলিতে পারেন না । অথ বৃহদারণ্যক বাক্য প্রমাণের দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন অর্থ করিতেছেন–যথেতি । যথাকারী যথাচারী তথা সেই প্রকারই হয় । এইরূপ বৃহদারণ্যকে তাহাদের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ যথাকারী মর্ত্ত্যলোকে যে মানব যেমন পাপ পুণ্যাদির আচরণ করে এবং যথাচারী ধর্ম্ম অর্ধমাদি আচরণ কারী, সে তথা হয়, অর্থাৎ পুণ্যাচরণকারী ব্রাহ্মণাদি হয়, পাপাচরণকারী চণ্ডলাদি হয়, অতঃ আচারই শুভাশুভযোনি বা শরীর প্রাপ্তির হেতু এই প্রকার বৃহদারণ্যকোপনিষদে তাহাদের চরণ ও অনুশয়ের ভিন্নার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই ভাবার্থ । অনন্তর চরণ এবং অনুশয়ের অর্থ বলিতেছেন–কর্ম্মেতি । কর্ম্মশেষকে অনুশয় বলে, কিন্তু চরণ শব্দের অর্থ আচার । সুতরাং সানুশয় জীব অবরোহণ করে ইহা

যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থা এষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে। কর্ম্মণঃ সর্বার্থ হেতুতয়া শাস্ত্রার্থ প্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥১০॥

॥ওঁ॥ আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/২/১১॥

ননু কর্ম্মণঃ সর্বার্থহেতুত্বে বৈফল্যমাচারস্য ততশ্চ তদ্বিধির্ব্যর্থ ইতি চেন্ন। কুতঃ? কর্ম্মণোঽপ্যাচার সাপেক্ষত্বাৎ। ন হি সদাচার বিহীনঃ কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে।

ইহলোকে যো যথাচারণং পাপপুণ্যাদিকং করোতি', এবং যথাচারী ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকমাচরণকারী, স তথা ভবতি, পুণ্যাচরণকারী ব্রাহ্মণাদির্ভবতি, পাপাচরণকারী চাণ্ডালাদির্ভবতীতি, আচার এব শুভাশুভযোনি প্রাপ্তের্হেতুরিতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি–তয়োঃ চরণানুশয়য়োর্ভিন্নার্থ প্রতিপাদনাদিতিভাবঃ। অথ চরণানুশয়শব্দয়োরর্থমাহুঃ–কর্ম্ম" ইতি। তস্মাৎ সানুশয়ো জীবোঽবরোহতীতি ন শ্রুতেস্তাৎপর্য্যামিতি চেৎ; ইতি শঙ্কায়া উত্তরং পঠতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–তদুপলক্ষণার্থাঃ ইতি। নায়ং দোষঃ" ইতি–ভুক্তাবশেষ-কর্ম্মণ এব ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সানুশয়োজীবোঽবরোহতীতিভাবঃ ॥১০॥

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধনসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–আনর্থক্যমিতি। ছান্দোগ্যাপনিষদুক্ত-চরণ শব্দেন চেৎ লাক্ষণিকোঽনুশয়ো গৃহ্যতে, তর্হি শীল বিধানমানর্থকামিতি চেৎ ন, এবং ন বক্তব্যম্, কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ, শ্রৌতাদিকর্ম্ম হি শীলমপেক্ষম্, শীলস্য চ সর্বকর্ম্মাঙ্গত্বাৎ, ন তত্র পৃথক্ ফলাপেক্ষা, অঙ্গিফলেনার্থবত্ত্বাদিতি ভাবঃ।

শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, ইহাই শঙ্কা।

সমাধান–এই আশঙ্কার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন–তদিতি। তাহা দোষের নহে, যেহেতু অনুশয় শব্দ উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ ইহা চরণশ্রুতির সংগ্রাহক এই প্রকার কার্ষ্ণাজিনি মনে করেন। কারণ ভুক্তাবশেষ কর্ম্মেরই সর্বার্থসিদ্ধির কারণ রূপে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব জীব অনুশয় নামক কর্ম্মাবশেষের সহিত অবরোহণ করে ইহাই ভাবার্থ ॥১০॥

ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–আনর্থক্যমিতি। আনর্থক্য হয় ইহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহার অপেক্ষা হেতু। অর্থাৎ ছান্দোগ্য কথিত চরণ শব্দের দ্বারা যদি লাক্ষণিক অনুশয় গ্রহণ করা হয়, তবে শীল বা সদাচার বিধান আনর্থক্য বা বৃথা বলা হয়। এইপ্রকার বক্তব্য উচিত নহে, কেন? তাহার অপেক্ষা হেতু, শ্রৌতাদি কর্ম্মই শীলের অপেক্ষা করে, শীল সকল কর্ম্মের অঙ্গ হওয়া হেতু সেইস্থলে পৃথক ফলের অপেক্ষা নাই, অঙ্গি ফলের দ্বারাই সকল সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ শঙ্কা প্রকার বিস্তার করিতেছেন–নন্বিতি।

শঙ্কা–কর্ম্মকেই সকলার্থ প্রাপ্তির হেতু স্বীকার করিলে আচারের বিফলতা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের যে বিধি আছে তাহাও ব্যর্থ হয়?

"সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্বকর্ম্মসু" (দক্ষস্মৃতি ২/১৯) ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তথাচ সাচারস্য কর্ম্মণঃ ফলহেতুত্বাত্তয়া কর্ম্মোপলক্ষতে, ইতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্ ॥১১॥

অথ শঙ্কাপ্রকারং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ—"ননু" ইতি। তথাচ—ননু অনুশয়োপলক্ষণার্থা চরণ শ্রুতিরিতি ন সঙ্গচ্ছতে সদাচার-দুরাচারাত্মকস্য কর্ম্মণ এব সদসদ্‌যোনিহেতুত্বসম্ভবাৎ অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণঃ তৎ প্রাপ্তি হেতুত্বে চরণস্য বৈয়র্থ্যাদিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাদিতি। তথাচ—ইষ্টাদিকর্ম্মণাং চরণাখ্যাচারনির্বর্ত্ত্যত্ত্বেন চরণাপেক্ষত্বাৎ তত্র চরণস্যার্থবত্ত্বামিতি প্রতিপাদয়ন্ত আহুঃ—"কর্ম্মণঃ" ইতি। অথ সদাচারবিহীনস্য মানবস্য কর্ম্মাধিকারং দক্ষস্মৃতিবাক্য প্রমাণেন বারয়ন্তি—"সন্ধ্যা" ইতি। যো মানবঃ সন্ধ্যা হীনঃ, স চ নিত্যমশুচিঃ, তস্মাৎ সর্বকর্ম্মসু অনর্হঃ, অযোগ্য ইত্যর্থঃ। সন্ধ্যা—রাত্রেরাদ্যন্ত দণ্ড চতুষ্টয়াত্মককালঃ। অত্র-শ্রীভগবদুপাসনায়া অপি সন্ধ্যাত্বমাহ—ব্যাসঃ—"উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। তামেব সন্ধ্যাবেলায়াং শ্রীভগবদুপাসনারহিতো মানবঃ সর্বকর্ম্মসু-বৈদিক-তান্ত্রিক-মিশ্রত্রিবিধেষু কর্ম্মসু অযোগ্য ইতি ভাবঃ। শ্রীভাগবতে চ—১১/১৭/২৬, "অগ্ন্যর্কাচার্য্য গো বিপ্র গুরুবৃদ্ধ সুরান্ শুচিঃ। সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্ জপন্ ॥

অপি চ শ্রীহরিভক্তি বিলাসে—৩/৫, শ্রীভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরসংবাদে—"আচার হীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়ূভিরঙ্গৈঃ। ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ তথাচ—সাচারস্যেতি স্পষ্টম্। তস্মাৎ "তয়া" চরণশ্রুত্যা কর্ম্মোপলক্ষ্যতে ইতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্। অতঃ সানুশয়ো জীব অবরোহতীত্যর্থঃ ॥১১॥

সমাধান—ইহা বলা উচিত নহে, কেন ? কর্ম্মেরও আচার সাপেক্ষ হওয়া হেতু। অর্থাৎ অনুশয়ের উপলক্ষণার্থা চরণ শ্রুতি ইহা সঙ্গত নহে, কারণ সদাচার ও দুরাচারাত্মক কর্ম্মেরই সৎ এবং অসৎ যোনির কারণ হওয়া সম্ভব হেতু অনুশয় নামক কর্ম্মেরই তাহার প্রাপ্তির কারণ স্বীকার করিলে চরণের ব্যর্থতা দোষ হয়। ইহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহার অপেক্ষা হেতু। ইষ্টাদি কর্ম্ম সকলের চরণাখ্য সদাচারের নিবর্ত্তকত্বরূপে চরণের সাপেক্ষহেতু সেইস্থলে চরণের সার্থকতা ইহা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—কর্ম্মণ ইতি। সদাচার বিহীন মানবের কর্ম্মে অধিকার নাই, সদাচার বিহীন মানবের কর্ম্মাধিকার দক্ষস্মৃতি বাক্য প্রমাণের দ্বারা বারণ করিতেছেন—সন্ধ্যেতি। সন্ধ্যাবিহীন নিত্যই অশুচি, সর্ব প্রকার কর্ম্মে অযোগ্য, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য আছে। অর্থাৎ যে মানব সন্ধ্যা কর্ম্ম বিহীন সে নিত্যই অশুচি অতএব সকল প্রকার কর্ম্মে অযোগ্য। সন্ধ্যা রাত্রির আদি তথা অন্ত দণ্ড চতুষ্টয়াত্মক কাল। এই কালে শ্রীভগবানের উপাসনাকেও শ্রীব্যাসদেব সন্ধ্যা বলিয়াছেন—নিশার ও দিবসের সন্ধি বেলায় উপাসনা করা হয়, অতএব মনীষীগণ তাহাকে সন্ধ্যা বলেন। সুতরাং সন্ধ্যা বেলায় শ্রীভগবানের উপাসনা রহিত মানব সর্বপ্রকার বৈদিক তান্ত্রিক ও মিশ্র ত্রিবিধ কর্ম্মেই অযোগ্য হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শুচি মানব প্রাতঃ সন্ধ্যায় ও সায়ং সন্ধ্যায় বাক্ সংযত করিয়া ব্রহ্মজপ করত অগ্নি সূর্য্য আচার্য্য গো ব্রাহ্মণ গুরু বৃদ্ধ দেবতার সমাহিত হইয়া উপাসনা করিবে। আরও শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত শ্রীভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ

॥ওঁ॥ সুকৃত দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ওঁ॥ ৩/১/২/১২॥

তু শব্দঃ পূর্বমত নিরাসায়। চরণ শব্দেন সুকৃত দুষ্কৃত এব বাচ্যে ইতি বাদরির্মন্যতে। পুণ্যং কর্মাচরতীত্যাদৌ কর্মণি চরতেঃ প্রয়োগাৎ। মুখ্যে সম্ভবতি লক্ষণা তু ন যুক্তা।

অথ কার্ষ্ণাজিনের্ম্মতমপাকৃত্য স্বমতস্থাপয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–সুকৃতম্" ইতি। চরণশব্দেন সুকৃত-দুষ্কৃতে এব বাচ্যে ইতি তু বাদরিনামা মহর্ষির্ম্মন্যতে ; এতত্তু ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণস্যাপি মতমিত্যর্থঃ।

অথ সূত্রস্থ, "তু" শব্দেন কার্ষ্ণাজিনের্ম্মতংনিরাকৃতং মন্তব্যম্। তথাচ চরণশব্দেন ন আচারমাত্রং গ্রাহ্যং কিন্তু সুকৃত দুষ্কৃতে এব বাচ্যে ইতি বাদরির্ম্মন্যতে। অত্র প্রয়োগেনাপি তদ্দর্শয়ন্তি–পুণ্যমিতি। পুণ্যং কর্ম্মাচরতি–এষ মহাত্মা ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্ম, ধর্ম্মং বা আচরতি, অত্র চরণ ধর্ম্ময়োরভেদকথনাৎ ন তস্যাচারমাত্রার্থমিতি। কিঞ্চ চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্ম ইতি অনর্থান্তরং পর্য্যায়বাচকশব্দমিত্যর্থঃ। শেষংস্পষ্টম্। কুরুপাণ্ডবন্যায়েন' ইতি।

পাণ্ডবোঽপি কুরুবংশোদ্ভুতঃ, তথাপি তস্য বিশেষখ্যাপনায় পাণ্ডবশব্দব্যবহারঃ, এবমত্রাপি আচারশব্দাৎ

যুধিষ্ঠির সংবাদে বর্ণিত আছে–ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও আচারবিহীন মানবকে সেই বেদশাস্ত্র পবিত্র করিতে পারে না, পক্ষজাত হইলে পক্ষী যেমন নীড় পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার বেদ সকলও সেই মানবকে পরিত্যাগ করে। অতঃ সদাচাররূপ কর্ম্মের ফল প্রদানের হেতু হওয়ায় তাহা 'চরণ' শ্রুতির দ্বারা কর্ম্মকে উপলক্ষণ করে ইহা কার্ষ্ণাজিনির মত। সুতরাং সানুশয় জীব অবরোহণ করে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥১১॥

অনন্তর কার্ষ্ণাজিনির মতকে অপাকরণ করত স্বমতস্থাপনা করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–সুকৃতমিতি। মহর্ষি বাদরি বলেন সুকৃত ও দুষ্কৃতই কারণ হয়। অর্থাৎ চরণ শব্দের দ্বারা সুকৃত এবং দুষ্কৃতকেই বলিতে হইবে, ইহা বাদরিনামে মহর্ষি মনে করেন, ইহাই ভগবান শ্রীবাদরায়ণেরও মত ইহাই অর্থ। তু শব্দ পূর্বমত নিরাসের নিমিত্ত, অর্থাৎ সূত্রস্থ তু শব্দের দ্বারা কার্ষ্ণাজিনির মত নিরাকৃত হইল মানিতে হইবে। চরণ শব্দের দ্বারা সুকৃত দুষ্কৃত দুইটি মানিতে হইবে, ইহা বাদরি মনে করেন। অর্থাৎ চরণ শব্দের দ্বারা আচার মাত্র গ্রহণ করা উচিত নহে, কিন্তু সুকৃত দুষ্কৃত ও গ্রহণ করা উচিত মহর্ষি বাদরি তাহাই মনে করেন। এইস্থলে প্রয়োগের দ্বারাও তাহা দেখাইতেছেন–পুণ্যমিতি। পুণ্যকর্ম্ম আচরণ করে ইত্যাদি কর্ম্মণি বাচ্যে চরতের প্রয়োগ দেখা যায়। মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে লক্ষণার কল্পনা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অর্থাৎ এই মহাত্মা ইষ্টাদি পুণ্যকর্ম্ম অথবা ধর্ম্ম আচারণ করে, এইস্থলে চরণ ও ধর্ম্মের অভেদ কথন হেতু চরণের আচার মাত্র অর্থ নহে। অপর চরণ অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম ইহা অনর্থান্তর পর্য্যায় বাচক শব্দ হয়। আচারও কর্ম্মবিশেষ হয়, তথাপি কুরুপাণ্ডব ন্যায়ে উভয়ের ভেদ কথিত হইয়াছে। ইহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণের নিজ মত অতঃ সূত্রে 'এব' শব্দ প্রদান করিয়াছেন। কুরুপাণ্ডব ন্যায় অর্থাৎ পাণ্ডবও কুরুবংশোদ্ভুত তথাপি তাহাদের বিশেষ বিখ্যাতির

চরণমনুষ্ঠানংকর্ম্মেতি অনর্থান্তরম্ । আচারোপি কর্ম্মবিশেষ এব তথাপি ভেদোক্তিঃ কুরুপাণ্ডবন্যায়েন। ইদং স্বমতমিতি "এব" শব্দঃ । তথাচ চরণশব্দেন কর্ম্ম বিশেষোক্তেঃ সানুশয়োঽবরোহতীতি সিদ্ধম্ ॥১২॥

৩॥ সংযমনাধিকরণম্ ।

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রং গত্বা সানুশয়াস্তস্মাদবরোহন্তীত্যুক্তম্ । ইদানীমনিষ্টাদিকারিণাং

বিশেষজ্ঞাপনায় চরণশব্দপ্রয়োগঃ । অত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাস্তু "ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকঃ" ন্যায়ং পরিগৃহীতম্ । শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যচরণাশ্চ "গো বলীবর্দ্ধঃ" ন্যায়ং স্বীকৃতমিতি ।

সঙ্গতি ঃ—অথ কৃতাত্যয়াধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—"তথা চ" ইতি । তস্মাৎ চন্দ্রলোকে সৎকর্ম্মকৃতফলমনুভূয়ঃ সানুশয়োঽবরোহতি জীব ইতি । ধূমমার্গগতেরথ দেবানাং পশুতা ভাবাৎ । ভক্তবৎসল ! গোবিন্দ ! মাং ত্রায়স্ব দয়ানিধে ! ॥১২॥

ইতি কৃতাত্যয়াধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥২॥

৩॥ সংযমণাধিকরণম্"—

এবং কৃতাত্যয়াধিকরণে জীবস্যারোহাবরোহৌ নির্ণিতৌ, অথ ইষ্টানিষ্টকারিণঃ সর্বে কিং চন্দ্রলোকং গচ্ছন্তি, অথবা কেচিদ্ বিশেষাঃ, ইতি নিরূপণার্থ সংযমনাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

অথ ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদিকারিণ আতিবাহিকদেবতা নির্দ্দেষানুসারেণ ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকংগত্ত্বা স্ব পুণ্যকর্ম্মোচিতং

জন্য পাণ্ডব শব্দ ব্যবহার হয়, সেই প্রকার এইস্থলেও আচরণ শব্দ হইতে বিশেষ জ্ঞাপনের নিমিত্ত চরণশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ন্যায় গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যপাদ গো বলিবর্দ্ধ ন্যায় স্বীকার করিয়াছেন ।

সঙ্গতি—অনন্তর কৃতাত্যয়াধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তথেতি । চরণ শব্দের দ্বারা কর্ম্ম বিশেষ কথন হেতু জীব সানুশয় অবরোহণ করে ইহা সিদ্ধ হইল । অতএব চন্দ্রলোকে সৎকর্ম্ম কৃত ফল অনুভব করিয়া জীব সানুশয় আগমন করে । হে ভক্ত বৎসল ! হে শ্রীগোবিন্দদেব ! ধূমমার্গে গমন এবং দেবতাগণের পশুতা ভাব হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥১২॥

এইপ্রকার কৃতাত্যয়াধিকরণ দ্বিতীয় সম্পূর্ণ॥২॥

৩॥ সংযমনাধিকরণ—

অনন্তর সংযমনাধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন । এই প্রকার কৃতাত্যয়াধিকরণে জীবের চন্দ্রলোক গমন ও আগমন নির্ণয় করিলেন । অনন্তর ইষ্ট এবং অনিষ্টকারী সকলেই কি চন্দ্রলোকে গমন করে ? অথবা কেহ বিশেষ মানবগণ ? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত সংযমনাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

পাপিনামারোহাবরোহৌ পরীক্ষেতে । "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ (৩) ইতি ঈশাবাস্যে পঠ্যতে । তত্র পাপিনশ্চন্দ্রং গচ্ছন্তি ? উত যমলোকমিতি সন্দেহে পূর্বপক্ষং সূত্রয়তি–

॥ওঁ॥ অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৩॥

ফলমনুভূয়ঃ, মেঘাদিক্রমেণাবরোহতি' ইতি কৃতাত্যয়াধিকরণে নিরূপিতম্ । তদেব স্মারয়ন্তি–ইষ্টাদীতি। অথানিষ্টাদিকারিণাং গতির্নিরূপ্যন্তে শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ–ইদানীমিতি ।

বিষয় ঃ–সংযমনাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অসূর্য্যা" ইতি । যে কে চ আত্মহনঃ জনাঃ তে অন্ধেন তমসা আবৃতাঃ অসূর্য্যা নাম তে লোকা প্রেত্য তান্ অভিগচ্ছন্তি" ইত্যন্বয়ঃ । অত্র পৃথিব্যাং যে কে আত্মহনঃ–আত্মানং ঘ্নন্তীন্তি আত্মহনঃ, তথাচ শ্রীভাগবতে–১১/২০/১৭, "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ । ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ইতি । এবং লক্ষণাত্মকা জনাঃ মানবাঃ, তথাচ–যে জীবা মানব শরীরং প্রাপ্য শ্রীভগবৎসান্নিধ্য লাভায় প্রযত্নং ন কুর্বন্তি তে জনাঃ, অন্ধেন-গাঢ়েন, তমসা-অজ্ঞানেন আবৃতাঃ, অসূর্য্যাঃ–অসুরাণামিমে অসূর্যাঃ, লোকাঃ-স্থানানি, তে লোকাঃ–কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে, ভুজ্যন্তে" ইতি বা ; প্রেত্য-অস্মাৎ স্থানাৎ

অথ ইষ্টাপূর্ত্তদানাদিকারিগণ আতিবাহিক দেবতাগণের নির্দেশ অনুসারে ধূমাদিমার্গের দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করত স্বপূণ্য কর্ম্মোচিত ফল অনুভব করিয়া মেঘাদিক্রমে অবরোহণ করে, ইহা কৃতাত্যয়াধিকরণে নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইতেছেন–ইষ্টেতি । ইষ্টাদিকারী মানবগণ চন্দ্রলোকে গমন করত তথা হইতে অবরোহণ করে, ইহা কথিত হইয়াছে । অনন্তর অনিষ্টকারিগণের গতি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিরূপণ করিতেছেন–ইদানীমিতি । ইদানীং অনিষ্টাদিকারি পাপিগণের গমন ও আগমন প্রকার নিরূপণ করিতেছেন ।

বিষয় –অতঃপর সংযমনাধিকরণস্য বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন অসূর্য্যেতি । যাহারা আত্মঘাতী মানব তাহারা গাঢ় অন্ধকারে আবৃত অসূর্য্যা নামক লোকে গমন করে, ইহা ঈশাবাস্যে পাঠ করেন । অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যে কেহ মানবগণ আত্মঘাতী, যে আত্মাকে হনন করে সে আত্মহন বা আত্মঘাতী এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবান কহিলেন হে উদ্ধব ! এই মানবদেহ আদ্য সকল সাধনের উপযুক্ত সুলভ, সকল প্রকার সাধ্য সুলভ, সুদুর্লভ কিন্তু মানবদেহ অতিশয় দুর্লভ, সংসার সাগর পারের সুদৃঢ় নৌকা, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার, আমার অনুকূল পবনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে মানব ভবসমুদ্র পার না হয় সে ব্যক্তি আত্মহা । এই প্রকার লক্ষণযুক্ত মানবগণ, অর্থাৎ যে জীব মানব শরীর লাভ করিয়া শ্রীভগবৎসান্নিধ্য লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করে না, সেই মানব গাঢ় অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত আছে, অসূর্য্যা এই স্থান বা লোক অসুরগণের, লোক অর্থাৎ কর্ম্মফল সকল লোকন দর্শন বা ভোগ করা

ইষ্টাদিকৃতামিবানিষ্টাদিকৃতামপি চন্দ্রে গমনং শ্রুতম্ । "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি" (কৌ০ ব্রা০ ১/২) ইতি কৌষীতক্যুপনিষদি গত্বা, অভিগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি ।"

তথাচ–শ্রীগোবিন্দবিমুখাঃ অনিষ্টাদিকৃতাঃ মানবাঃ আত্মঘাতিনঃ অসুরা এব, তে খলু পঞ্চত্বগতে শরীরে গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্নং মহোগ্রদুঃখপ্রদংস্থানং গচ্ছন্তি । তথাহি শ্রীগীতাসু–১৬/৬-৫, "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ । তথা–দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ॥ ইতি । কিঞ্চ অগ্নিপুরাণে–"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ । বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ইতি ।

অথ এষাং শ্রীভগবদ্ভক্তিরহিতানাং গতিস্তু শ্রীপার্থসারথিনা এবাভিহিতম্–শ্রীগীতাসু-১৬/১৯, তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরাণ্ সংসারেষু নরাধমান্ । ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ইতি । ইতি শ্রীভগবদ্বিমুখানাং অনিষ্টাদিকারিণাং পাপিনাং গমনমুক্তম্" ইতি বিষয় বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"অত্র ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–পাপিনঃ চন্দ্রলোকং গত্বা ততো যমলোকং গচ্ছন্তি, অথবা-যমলোকমেব গচ্ছন্তি ? কিংবা–যমলোকং গত্বা চন্দ্রলোকং

হয় যে স্থানে তাহাকে লোক বলে, প্রেত্য এইস্থান হইতে গমন করিয়া প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব বিমুখ অনিষ্টাদিকারি মানবগণ আত্মঘাতী অসুরই হয়, সুতরাং তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাউগ্র দুঃখপ্রদ স্থানে গমন করে । এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–এই মর্ত্ত্যলোকে দৈব ও আসুর এই দুইপ্রকার ভূতসর্গ বা সৃষ্টি হয়, তথা দৈবী সম্পদ্ বিমুক্তির নিমিত্ত এবং আসুরীসম্পদ্ বন্ধনের নিমিত্ত হয় জানিবে । অপর শ্রীঅগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে–এই মর্ত্ত্যলোকে দুই প্রকার ভূত বা মানব সৃষ্টি হয়, দৈব ও আসুর, যাহারা শ্রীবিষ্ণু ভক্তিপর তাহারা দৈব সৃষ্টি, তাহার বিপর্য্যয় অভক্ত আসুর সৃষ্টি হয় । অনন্ত এই শ্রীভগবানের ভক্তি রহিত মানবগণের গতি শ্রীপার্থ সারথি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে–আমি সেই আমার প্রতি বিদ্বেষকারী ক্রুর নরাধমগণকে সর্বদা অশুভ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি । এই প্রকার শ্রীভগবদ্বিমুখ গণের অনিষ্টাদিকারী পাপীদিগের গমন কথিত হইল ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় –এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–অত্রেতি । সন্দেহ এই যে পাপিগণ চন্দ্রলোকে গমন করে ? অথবা যমলোকে গমন করে ? অর্থাৎ অনিষ্টকারি পাপিগণ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তাহার পর যমলোকে গমন করে ? অথবা যমলোকেই গমন করে ? কিম্বা যমলোকে গমন করত চন্দ্রলোকে গমন করে ? এই প্রকার সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ–এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পর্বপক্ষ সূত্র করিতেছেন–অনিষ্টাদীতি । অনিষ্টাদিকারিগণের শ্রবণ করা যায় । পূর্বপক্ষ সূত্ররূপ এই সূত্র, শ্রীভগবানের ভক্তি রহিত আসুরীক ভাববিশিষ্ট অনিষ্টাদিকারিগণের, 'চ' তথা ইষ্টাদিকারিগণের ও সমানই গতি হয়, অর্থাৎ সকল মানবগণের অবিশেষে চন্দ্রলোকে গমন হয় ইহা শ্রুতি বাক্যে শ্রবণ করা যায় ইহাই সূত্রার্থ ।

সর্বেষামবিশেষেণ গতি শ্রবণাৎ তেঽপি তং গচ্ছন্তীতি । এবং সত্যুক্ত বাক্যং দুরাচার নিবৃত্তিপরতয়া নেয়ম্ । ননু পুণ্যবতাং পাপিনাঞ্চ সমানং ফলং, মৈবম্ পাপিনাং তত্র ভোগাভাবাৎ ॥১৩॥

গচ্ছন্তি ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–ইত্যেবং সন্দেহে জাতে পূর্বপক্ষং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–অনিষ্টাদি" পূর্ব্বপক্ষ সূত্রমেতৎ। শ্রীভগবদ্ ভক্তিরহিতানাং আসুরভাবানামনিষ্টাদিকরিণামপি, চ–ইষ্টাদিকৃতামনিষ্টাদি কৃতামিতি সমানমেব 'চ' কারাল্লভ্যতে, সর্ব্বেষামেবাবিশেষেণ চন্দ্রলোকগমনং ভবন্তি, ইতিশ্রুতিষু শ্রুতমিত্যর্থঃ । "ইষ্টাদি" ইতি প্রকটার্থম্ । সূত্রস্থ "শ্রুতম্" ইতি পদস্য শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ–"যে" ইতি। যে বৈ কে মানবাঃ ইষ্টাদিকারিণঃ, অনিষ্টাদিকারিণঃ, যে বৈ অস্মাৎ লোকাৎ স্থূলবিষয় ভোগানন্তরং লোকান্তরং প্রয়ন্তি গচ্ছন্তি তে সর্বে চন্দ্রমসমেব গচ্ছন্তি চন্দ্রলোকং গত্বা সোমরাজানো ভবন্তি" ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ পাপরহিতানাং পাপিনাঞ্চ সর্বেষামেবাবিশেষেণ গতিশ্রবণাৎ, তেঽপি পাপিনোঽপি তং চন্দ্রলোকং গচ্ছন্তীতি শ্রুতিবাক্যাল্লভ্যতে ।

ননু তথাত্বে "অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ (৩) ইতি ঈশাবষ্যোপনিষদ্ বাক্যস্য কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ–এবং সতি" ইতি । মানবো দুরাচারহীনো ভবতু" ইত্যানুশাসনার্থমেব আসুরভাবযুক্ত মানবানাং ভয়ং প্রতিপাদিতম্ । ন তু তদ্ বাক্যেন গতিঃ প্রতিপাদিতা ।

ননু সর্বে মানবা যদি মৃত্যোরনন্তরং চন্দ্রলোকং গচ্ছন্তি তদা তয়োঃ কো বিশেষঃ ? ইতি চিন্তায়িত্বা প্রশ্নমুদ্ভাবয়ন্তি–"ননু" ইতি। উত্তরমাহুঃ–মৈবমিতি । পাপিনঃ চন্দ্রলোকে গমণমাত্রং কৃত্বা ততোঽবরুহ্য নরকে নিপতন্তি, নতু তে পুণ্যকৃতামিব সুখং ভুঞ্জন্তে ইত্যর্থঃ । মৃত্যোরনন্তরং সর্বে চন্দ্রালোকং ব্রজন্তি বৈ । নরকে পাপিনস্তস্মাৎ পতন্তি ন তু ধার্ম্মিকাঃ ॥১৩॥

ইষ্টাদিকারিগণের ন্যায় অনিষ্টাদিকারিগণেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রবণ করা যায় । সূত্রস্থ 'শ্রুতম্' এই পদের শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন–যে ইতি । যে কেহ মানব এই লোক হইতে প্রয়াণ করে তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে' এই প্রকার কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে সকলের নির্বিশেষ গতি শ্রবণ হেতু অনিষ্টকারিগণ চন্দ্রলোকে গমন করে । অর্থাৎ যে কেহ মানবগণ ইষ্টাদিকারি এবং অনিষ্টাদিকারিগণও যে এই মর্ত্ত্যলোক হইতে স্থূলবিষয়ভোগানন্তর লোকান্তর গমন করে তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করত সোমরাজা হয় ইহাই অর্থ । অর্থাৎ পাপ রহিত ও পাপীগণের সকলের অবিশেষে গতি শ্রবণ হেতু পাপীও চন্দ্রলোকে গমন করে ইহা শ্রুতি বাক্যে পাওয়া যায় । যদি বলেন তাহা স্বীকার করিলে–অসূর্য্যা নামক লোকে গমন করে' এই ঈশোপনিষদ্ বাক্যের কি গতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–এবমিতি । এই প্রকার হইলে উক্ত বাক্যটি দুরাচার নিবৃত্তির জন্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ মানব দুরাচারহীন হউক' এই প্রকার অনুশাসনের নিমিত্তই আসুর ভাবযুক্ত মানবগণের ভয় প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু ঐ বাক্যের দ্বারা গতি প্রতিপাদন করেন নাই ।

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি–

॥ওঁ॥সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্ গতি দর্শনাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৪॥

তু শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । ইতরেষামনিষ্টাদিকৃতাং সংযমনে যমপুরে গমনং তত্র যমদণ্ডমনুভূয়পুনরিহাগমনঞ্চ স্যাৎ । এবাম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–সংযমনে, ইতি সর্বে চন্দ্রলোকং ন গচ্ছন্তি সংযমনে যমলোকে অনুভূয়ঃ স্বকর্ম্মফলানুরূপ নরকযাতনা অনুভবং কৃত্বা, ইতরেষাং অনিষ্টাদিকারিণাং পাপিনাং আরোহাবরোহৌ ভবতঃ ।

ননু এবং কুতঃ ? তত্রাহ–তদ্গতিদর্শনাৎ" ইতি ; পাপিনাং ইতো যমলোকগমনং যামীঃ যাতনা ভোগনন্তরং তত এব অবরোহমিতি শ্রুতি স্মৃতিষু দর্শনাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্ । ন সাম্পরায়ঃ" ইতি–বিত্তমোহেন মূঢ়ং প্রমাদ্যন্তং বালং সাম্পরায়ঃ ন প্রতিভাতি, অয়ং লোকঃ ন পরঃ অস্তি' ইতি মানী পুনঃ পুনঃ মে বশম্ আপদ্যতে' ইত্যন্বয়ঃ । ব্যাখ্যা চ–বিত্তমোহেন-ধননিমিত্তেনাতি-বিবেক রহিতেন মূঢ়ং–ভোগ এব সর্বমিতি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন দৃষ্টিম্, প্রমাদ্যন্তং-প্রমাদং কুর্বন্তং-স্ত্রী-পুত্র বিত্তাদিপ্রয়োজনেষু সমাসক্তমনসম্, বালং অজ্ঞং জনং ; সাম্পরায়ঃ–সাম্পরায়ঃ-শ্রীভগবল্লোকঃ তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ঃ সৎ কর্ম্ম জ্ঞান ভক্ত্যাদিঃ সাম্পরায়ঃ, স সাম্পরায়ঃ তং মূঢ়ং প্রতি ন ভাতি ; ন প্রকাশতে, যদ্বা, শ্রীভগবল্লোক প্রাপ্ত্যুপায়ং ভক্তিং নোপতিষ্ঠতে" ইতি । ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু বিপরীতদর্শী চ সঃ,

---

শঙ্কা–যদি সকল মানবগণ মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে তবে উভয়ের কি বিশেষতা আছে ? এই প্রকার চিন্তা করত প্রশ্নের উদ্ভাবনা করিতেছেন–নন্বিতি । যদি বলেন–পুণ্যবান ও পাপীর চন্দ্রলোক গমনরূপ সমান ফল সিদ্ধ হউক ।

সমাধান–মৈবমিতি । পাপীর তথায় ভোগের অভাব দেখা যায় । অর্থাৎ পাপীগণ চন্দ্রলোকে গমন মাত্র করিয়া তথা হইতে অবরোহণ করত নরকে নিপতিত হয়, কিন্তু পূণ্যকারিগণের ন্যায় সুখভোগ করে না, মৃত্যুর পর সকলেই নিশ্চয় চন্দ্রলোকে গমন করে, পাপিগণ তথা হইতে নরকে নিপতিত হয়, কিন্তু ধার্ম্মিকগণ হয় না ॥১৩॥

সিদ্ধান্ত–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র করিতেছেন–সংযমনে ইতি । সংযমনে অনুভব করিয়া অন্যের আরোহ অবরোহ হয়, যেহেতু তাহাদের গতি দেখা যায় । অর্থাৎ সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে না, সংযমনে যমলোকে অনুভূয় নিজকর্ম্মফলানুরূপ নরক যাতনা অনুভব করিয়া ইতর অনিষ্টকারি পাপিগণেরও আরোহ অবরোহ হয়, যদি বলেন ইহা কি প্রকারে হয় ? তাহা বলিতেছেন–তাহাদের গতি দর্শনহেতু, পাপিগণের মর্ত্ত্য হইতে যমলোকে গমন যমপ্রদত্ত যাতনা

কুতঃ ? তদিতি ।

"ন সম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তংবিত্তমোহেন মূঢ়ম্ । অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে" (কঠ০ ১/২/৬) ইতি কঠবল্ল্যাং যমলোক তদ্দণ্ডপ্রাপ্তি শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥১৪॥

ইত্যাহ–অয়মিতি–অয়ং স্রক্ চন্দন বনিতাদি বিশিষ্টঃ স্থানবিশেষঃ সর্বদা মদ্‌ভোগসাধনভূত লোকো বিদ্যতে, ন পরঃ অস্তি ; অস্মাৎ স্থানাৎ স্বর্গ নরকাদি পরলোকো নাস্তি' ইতি মানী-মননশীলঃ, অতস্তদনুগুণং পাপমাচরণ্ পুনঃ পুনঃ স মম যমস্য বশমাপদ্যতে, বারংবারমুৎপত্তি মৃত্যুযোগৌ প্রাপ্যোতে । তথাচ–জন্মমরণ নরকভোগাদি যাতনা প্রাপ্নোতি । ইতি শ্রুতিপ্রমাণম্ ।

অথ স্মৃতিপ্রমাণঞ্চ–শ্রীভাগবতে–৩/৩০/৩৩-৩৪,

কেবলেন হ্যধর্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥

অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্ত তাঃ । ক্রমসঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেৎ শুচিঃ ॥ ইতি। তস্মাদনিষ্ঠকারিণঃ যমলোকমেব গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভোগানন্তর তাহার পর অবরোহণ করে ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে দেখা যায় । তু শব্দ পূর্বপক্ষ নিরাসের নিমিত্ত । ইতরের অনিষ্টাদিকারিগণের সংযমনে যমপুরে গমন তথায় যমদণ্ড অনুভব করিয়া পুনরায় ইহলোকে আগমন হয় । এই প্রকারে তাহাদের আরোহ অবরোহ হয় । কেন ? তদিতি । বিত্তমোহের দ্বারা মূঢ় প্রমাদী বালককে সম্পরায় প্রতিভাত হয় না, এইলোক মাত্র আছে পরলোক নাই ইহা মানিয়া পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে ইহাই অন্বয়ার্থ । এই প্রকার কঠবল্লীতে যমলোকে যমদণ্ড প্রাপ্তি শ্রবণহেতু ইহাই অর্থ । অর্থাৎ বিত্তমোহহেতু ধনের নিমিত্ত অতিশয় বিবেক রহিত হেতু মূঢ়, ভোগই সর্বস্ব' এই প্রকার অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন দৃষ্টি, প্রমাদ্যন্ত-প্রমাদকারী স্ত্রী-পুত্র বিত্তাদি প্রয়োজনে সমাসক্ত মানস, বাল অজ্ঞজন সাম্পরায় সম্পরায় শ্রীভগবল্লোক তাহার প্রাপ্তির উপায় সৎকর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাম্পরায় সেই সাম্পরায় সেই মূঢ়ের প্রতি ন ভাতি প্রকাশিত হয় না । অথবা শ্রীভগবল্লোক প্রাপ্তির উপায় ভক্তির উপাসনা করে না । এই পর্য্যন্তই কেবল নহে কিন্তু সেই ব্যক্তি বিপরীত দর্শনকারীও হয় যেমন এই মাল্যচন্দন বনিতাদি বিশিষ্ট স্থান বিশেষ সর্বদা আমার ভোগ সাধন ভূত লোক বিদ্যমান আছে, কিন্তু পর নাই, অর্থাৎ এই স্থান হইতে স্বর্গনরকাদি পরলোক নাই, এই প্রকার মানী মননশীল সুতরাং তাহার অনুরূপ পাপ আচরণ করত বারম্বার আমি যে যমরাজ আমার বশীভূত হয়, বারম্বার জন্ম ও মৃত্যুযোগ প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ জন্ম মরণ নরক ভোগাদি যাতনা প্রাপ্ত হয়, ইহাই শ্রুতি প্রমাণ । অথ স্মৃতি প্রমাণও এই প্রকার-শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যে মানব কেবল অধর্মের দ্বারাই কুটুম্বগণকে ভরণপোষণে উৎসুক সেই জীব চরম অন্ধকার পূর্ণস্থান অন্ধতামিশ্র নরকে পতিত হয়, অধঃ নরক লোকের যাবতীয় যম যাতনা ক্রম পূর্বক ভোগ করত শুচি হইয়া মর্ত্তো আগমন করে । অতএব অনিষ্টাদিকারিগণ

॥ওঁ॥ স্মরন্তি চ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৫॥

"তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ। পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনম্॥ (ভা০৩/৩০/২৩) ইত্যাদৌ। "সর্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল"

অথ শ্রীব্যাসাদয়ো মুনয়োঽপি পাপিনাং যমলোক-গমনম্-তত্র দণ্ডভোগঞ্চ স্মরন্তি' ইতি। অথ শ্রীভাগবতমহাপুরাণবাক্য প্রমাণেন পাপিনাং যমলোকগমনং প্রতিপাদয়ন্তি—"তত্র তত্র" ইতি। তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ পাপীয়সা পথা যমসাধনং নীতো ভবতীত্যন্বয়ঃ। অত্র সপ্রসঙ্গপ্রকরণম্—শ্রীভাগবতে—৩/৩০/১৯, যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ। স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥

যাতনা দেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ। নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥ তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়-স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ। পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥ ক্ষুত্তৃট্‌পরীতোঽর্কদ-বানলানিলৈঃ সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে। কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িতশ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে॥ তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ ॥ পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনম্॥ যোজনানাং সহস্রাণি নবতিনব চাধ্বনঃ। ত্রিভির্মুহূর্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥ ইতি পাপিনাং চন্দ্রলোকগমনাভাবং প্রতিপাদয়তি।

অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যেনাপি তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি—"সর্বে" ইতি। আয়ুষোঽন্তে তথা যান্তি

যমলোকই গমন করে ইহাই অর্থ ॥১৪॥

মুনিগণও স্মরণ করেন। অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেবাদি মুনিগণও পাপিগণের যমলোকে গমন তথায় দণ্ড ভোগাদি স্মরণ করিয়া থাকেন। অথ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ বাক্য প্রমাণ দ্বারা পাপিগণের যমলোকে গমন প্রতিপাদন করিতেছেন—তত্রেতি। পাপী তথায় পতিত হইয়া শ্রান্ত মূর্চ্ছিত পুনরায় উত্থিত হওতঃ পাপীয়সী পথের দ্বারা যম ভবনে সমানীত হয়। এইস্থলে শ্রীভাগবতে সপ্রসঙ্গ প্রকরণ এইরূপ-সেই সময় অতি ভয়ঙ্কর দুইটি যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে মানব তাহাদিগকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ভয়ে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করে তখন যমদূতগণ বল পূর্বক পাশের দ্বারা গলদেশ বন্ধন করত যাতনা দেহে আবৃত করিয়া যেমন রাজপুরুষগণ দণ্ড্যজনকে গ্রহণ করে সেই প্রকার সুদীর্ঘ পথ লইয়া যায়, যমদূতের তর্জনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ ও শরীরে কম্পন হয়, পথে কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও আর্ত্ত হইয়া নিজের পাপ সকল স্মরণ করে, সে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, চতুর্দিকে সূর্য্য দাবানল বাতাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক এবং উত্তপ্ত বালুকায় সন্তপ্ত হইয়া কষ্টের সহিত পৃষ্টদেশে কষাঘাতের দ্বারা তাড়িত, পথে উদক বা আশ্রম নাই চলিতে অসমর্থ হইলেও তথায় পতিত শ্রান্ত মূর্চ্ছিত পুনরুত্থিত হয়, এই প্রকার পাপপূর্ণ পথে সত্বর যমলোকে নীত হয়, পৃথিবী হইতে যমলোকের পথ নিরানব্বই হাজার যোজন হয়, ঐ মার্গ দুই বা তিন মুহূর্তে আনীত হইয়া যাতনা প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার পাপিদিগের চন্দ্রলোকে গমনের অভাব প্রতিপাদন

(বিপু০ ৩/৭/৫) ইত্যাদিষু চ পাপিনাং যমবশ্যতাং মুনয়ঃ স্মরন্তীতি ॥১৫॥

॥ওঁ॥ অপি সপ্ত ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৬॥

"রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নি বৈতরণী তথা । কুম্ভীপাক ইতি প্রোক্তান্যনিত্য নরকানি তু॥ তামিস্রশ্চান্ধতামিস্রো দ্বৌ নিত্যৌ সম্প্রকীর্ত্তিতৌ । ইতি সপ্ত প্রধানানি বলীয়স্তুত্তরোত্তরম্ ॥ ইতি মহাভারতে ।

যাতনাস্তৎ প্রচোদিতাঃ" ইতি বাক্যশেষঃ । হে ভগবান্ ! শ্রীপরাশর ! আয়ুসোঽন্তে সর্বে প্রাণিনঃ যমস্য প্রেতাধিরাজস্য বশং যান্তি, অপি চ এতে তৎ প্রচোদিতাঃ যমস্যাদেশানুশারেণ যাতনাঃ–যান্তি প্রাপ্নুবন্তি' ইতি । ইত্যাদিষু বাক্যেষু পাপিনাং যমবশ্যতাং মুনয়ঃ স্মরন্তীত্যর্থঃ ॥১৫॥

ননু যত্র নরকে পাপিনো গচ্ছন্তি, তৎ কিমেকং ? অনেকং বা ? ইতি বিচিকিৎসায়াম্ সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়নঃ–"অপি সপ্ত" ইতি । ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্ । পঞ্চমান্তস্মৃতানীতি, তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতস্য পঞ্চমস্কন্ধে–২৬/৭, তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি, অথ তাংস্তে রাজন্ ! নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামঃ–তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং সূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশঃ তপ্তসূর্ম্মির্বজ্রকন্টক-শাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ

করিয়াছেন । অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন–হে ভগবন্ ! এই সকল যমের বশীভূত হয়, আয়ুর অন্তে যমকর্ত্তৃক যাতনা প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ–হে ভগবন্ শ্রীপরাশর ! পরমায়ুর শেষে প্রাণিগণ প্রেতাধিরাজযমের বশীভূত হয়, এবং ইহারা সেই প্রেতপুররাজ যমের আদেশানুসারে নরক যাতনা প্রাপ্ত হয় । ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মুনিগণ পাপিদিগের যমবশ্যতা বা নরক যাতনা স্মরণ বর্ণন করিয়া থাকেন ॥১৫॥

যদি বলেন-- যে নরকে পাপীরা গমন করে সেই নরক কি একটি ? অথবা অনেক প্রকার ? এই প্রকার বিচিকিৎসা হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্র করিতেছেন–অপীতি । তাহা সপ্ত প্রকার । নরক সাত প্রকার হয় । শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–রৌরব মহারৌরব বহ্নি বৈতরণী এবং কুম্ভীপাক এই পাঁচটি নরক অনিত্য বলিয়া কথিত হয়, তামিস্র ও অন্ধতামিশ্র এই দুইটি নিত্য নরক নামে কীর্ত্তিত হয়, এই সাতটি নরকই প্রধান, কিন্তু উত্তরোত্তর ভীষণ বলিয়, ইহা শ্রীমহাভারত কথিত নরক পাপিগণের ফলভোগ ভূমিরূপে নিরূপিত হইয়াছে, ঐ নরক সকলে পাপীরা গমন করে । সূত্রে যে অপি শব্দ আছে তাহা হইতে শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ কথিত অন্য সকল গ্রহণ করিতে হইবে । শ্রীপঞ্চমে কথিত-যমলোকে এক বিংশতি প্রকার নরক গণনা করা হয়, হে রাজন ! তাহা নাম রূপ ও লক্ষণের সহিত ক্রম পূর্বক ব্যাখ্যা করিতেছি, তামিস্র অন্ধতামিস্র রৌরব মহারৌরব কুম্ভীপাক কালসূত্র অসিপত্রবন শূকরমুখ অন্ধকূপ কৃমিভোজন সন্দশ তপ্তসূর্ম্মি বজ্রকন্টক শাল্মলী বৈতরণী পূয়োদ প্রাণরোধ

পাপিনাং ফলভোগভূমিত্বেন সপ্তনরকানি স্মর্য্যন্তে । তানি তে যান্তীত্যর্থঃ । "অপি" শব্দাৎ পঞ্চমাত্তস্মৃতানি পরাণি গৃহ্যন্তে ॥১৬॥

নন্বেবমীশ্বরকর্তৃক সর্বনিয়মোক্তিবাধস্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ তত্রাপি চ তদ্ ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৭॥

"চ" অবধারণে । তেষু যমাদিষু দণ্ডকর্ত্তৃষু ঈশ্বরকর্তৃক নিয়মনরূপাৎ

প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃ পানমিতি । কিঞ্চ ক্ষারকর্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংতির্নরকা বিবিধযাতনা ভূময়ঃ" ইতি ।

কিঞ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–২/৬/১-৫, ততশ্চ নরকা বিপ্র ভুবোঽধঃ সলিলস্য চ । পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্ শৃণুস্ব মহামুনে ! ॥ রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা । মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো লবণোঽথ বিলোহিতঃ ॥ রুধিরাম্ভো বৈতরাণিঃ কৃমীশঃ কৃমিভোজনঃ । অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালা ভক্ষশ্চদারুণঃ ॥ তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরঃ । সন্দশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥ শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠশ্চা প্রচিশ্চ তথা পরঃ। ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশদারুণাঃ ॥ ইতি । তস্মাদত্রানিষ্টকারিণঃ পাপিনঃ পাপকর্ম্মানুরূপং এতেষু নরকেষু নিপতন্তি ইতি ভাবঃ ॥১৬॥

অথ নরকাধিপতে র্যমস্য পাপিনাং শাসকত্বে শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বনিয়ামকত্বং ব্যাহন্যতে' ইত্যেবমাশঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–"ননু" ইতি । তথাহি বৃহদারণ্যকে–৩/৮/৯, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে

বিশসন লালাভক্ষ সারমেয়াদন অবীচি অয়ঃপান, অপর ক্ষারকর্দম রক্ষোগণ ভোজন শূলপ্রোত দন্দশূক অবটনিরোধন পর্য্যাবর্ত্তন সূচী মুখ এই প্রকার অষ্টাবিংশতি নরক বিবিধ যাতনা ভূমি বিদ্যমান আছে । অপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে–হে বিপ্র ! অনন্তর পৃথিবীর নীচে ও জলের উপরে নরক আছে–যে স্থানে পাপীরা গমন করে তাহা শ্রবণ কর, হে মহামুনে ! রৌরব শূকর রোধ তাল বিশসন এবং মহাজ্বালা তপ্তকুম্ভ লবণ ও বিলোহিত রুধিরাম্ভো বৈতরণি কৃমীশ কৃমিভোজন অসিপত্রবন কৃষ্ণলালাভক্ষ ও দারুণ তথা পূয়বহ পাপ বহ্নিজাল অধঃশির সন্দশ কালসূত্র তমঃ অবীচি শ্বভোজন অপ্রতিষ্ঠ অপ্রচিও পর এই প্রকার নরক সকল ভীষণ দারুণ হয় । অতএব অনিষ্টকারী পাপিগণ নিজ পাপকর্ম্মানুরূপ এই সকল নরকে নিপতিত হয় ইহাই ভাবার্থ ॥১৬॥

শঙ্কা–এই প্রকার নরকাধিপতি যমরাজের পাপিগণের প্রতি শাসকত্ব স্বীকার করিলে শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বনিয়ামকত্ব ব্যাহত হয়, এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি । এই প্রকারে ঈশ্বর কর্তৃক সর্বনিয়মনোক্তি বাধিত হইবে ? অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে কথিত আছে–হে গার্গি ! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্রমা ধৃত হইয়া অবস্থান করে, কিন্তু যমরাজের কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বেতর সর্ব প্রশাস্তৃত্ব সম্ভব নহে ।

সমাধান–এই প্রকার আশঙ্কা সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উত্তর বলিতেছেন–তত্রাপীতি।

ব্যাপারান্তদুক্তেরবাধ ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরপ্রযুক্তাঃ খলু যমাদয়ঃ পাপিনো দণ্ডয়ন্তীতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্ ॥১৭॥

"ননু পাপিনামপি যমদণ্ডানন্তরং চন্দ্রারোহঃ স্যাৎ। "যে বৈ কে চাস্মাৎ" (কৌ০ ব্রা০ ১/২) ইত্যাদৌ সর্বশব্দাৎ। ইত্যাক্ষেপ নিরাসায়াহ–

গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি তথাত্বে পরব্রহ্মণঃ স্বেতরসর্বপ্রশাস্তৃত্বং ন সম্ভবেদিতি।

ইত্যেবং শঙ্কয়াং সমুদ্ভাবিতায়ামুত্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"তত্রাপি" ইতি। তত্রাপি যমলোকেঽপি 'চ' কারাৎ যমাদিষু চ, তৎ তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য আজ্ঞারূপ ব্যাপারদর্শনাৎ "অবিরোধঃ" তস্য সর্বনিয়ামাকত্বে বিরোধো নাস্তীত্যর্থঃ। ভাষ্যার্থমতিরোহিতম্। অথ শ্রীধর্ম্মরাজস্য শ্রীভগবদধীনত্বম্– শ্রীভাগবতে–৫/২৬/৬, যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষূপরতেষু যথাকর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দণ্ডং ধারয়তি" ইতি।

শ্রীদশমে চ-৪৫/৪৫, গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্ম-নিবন্ধনম্। আনয়স্ব মহারাজ! মচ্ছাসন-পুরস্কৃতঃ॥ তস্মাত্তত্র নরকাদৌ শ্রীযমাদৌ চ শ্রীভগবদাজ্ঞারূপ-ব্যাপারস্যাবাধাৎ ন তস্য সর্বনিয়মনোক্তের্বাধ ইতি॥১৭॥

অথ পাপিনাং চন্দ্রলোকে গমনং নাস্তি, তত্র গমনাভাবে পঞ্চাহুতিং ন সিদ্ধ্যতি, পঞ্চাহুতিং বিনা শরীরপ্রাপ্তেরসম্ভবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রলোকে গমনংভবেদিতি, আশঙ্ক্য পরিহর্ত্তুং প্রকরণমুত্থাপয়ন্তি– "ননু" ইতি। আক্ষেপপ্রকারস্তু প্রকাটার্থম্। তথাচ–"যে বা একে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব

সেই স্থানেও তাঁহার ব্যাপারহেতু অবিরোধ। অর্থাৎ যমলোকে ও যমাদিতেও সেই শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশরূপ ব্যাপার দর্শনহেতু অবিরোধ, তাঁহার সর্বনিয়ামকত্বে কোন প্রকার বিরোধ নাই। সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত, সেই পাপি দণ্ডদাতা যমরাজ প্রভৃতিতেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মরূপ ব্যাপার বর্ত্তমান হেতু সেই উক্তির বাধা হয় নাই ইহাই অর্থ। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যমরাজ প্রভৃতি পাপিগণকে দণ্ড প্রদান করেন ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। ধর্ম্মরাজ শ্রীযমের শ্রীভগবানের অধীনতা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যে নরকে ভগবান পিতৃরাজ বৈবস্বত স্ববিষয় যমলোকে যমদূত কর্ত্তৃক সমানীত উপরত জন্তুগণের প্রতি যথা কর্ম্মানুরূপ পাপপুণ্যাদির শ্রীভগবানের আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া দূতগণের সহিত দণ্ড ধারণ করেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন–হে মহারাজ যম! আমার শাসনে পুরস্কৃত হইয়া নিজ কর্ম্ম নিবন্ধনে মৃত আমার গুরুপুত্রকে আনয়ন কর। অতএব সেই নরকে ও শ্রীযমাদিতে শ্রীভগবদাজ্ঞারূপ ব্যাপারের অবাধহেতু তাঁহার সর্বনিয়ামকত্বের বাধা হয় না ॥১৭॥

পাপিগণের চন্দ্রলোকে গমন হয় না, তথায় গমনাভাবে পঞ্চাহুতি সিদ্ধি হয় না, পঞ্চাহুতি বিনা শরীর প্রাপ্তি অসম্ভবহেতু পাপীদেরও চন্দ্রলোকে গমন হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিবার নিমিত্ত প্রকারণ উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি।

শঙ্কা–পাপীগণেরও যমদণ্ডানন্তর চন্দ্রলোকে আরোহণ হইবে, "যে কেহ এই" ইত্যাদি বাক্যে

॥ওঁ॥ বিদ্যা কর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৮॥

তু শব্দাদাক্ষেপনিবৃত্তিঃ । "ন" ইত্যাকৃষ্যম্ । (৩/১/৩/১৯) পাপিনাং চন্দ্রাপ্তির্নৈবোপপদ্যতে। কুতঃ ? দেবযান পিতৃযানয়োঃ প্রতিপত্তৌ বিদ্যাকর্ম্মণোরেব প্রকৃতত্বাৎ । ছান্দোগ্যে (৫/১০) তদ্ য ইত্থং বিদুঃ" ইত্যাদিনা বিদয়া দেবযানপন্থাঃ

তে সর্বে গচ্ছন্তি" ইত্যনুসারেণ সর্বেষাং প্রাণিনাং চন্দ্রলোকগমনং সিদ্ধ্যতি, তচ্চ ইষ্টাদি কারিণঃ দেবযানেনে পথা গচ্ছন্তি, অনিষ্টাদিকারিণস্তু যমদণ্ডভোগানন্তরং চন্দ্রলোকমারোহন্তি ইতি শ্রুতিবাক্যস্থ "সর্ব" শব্দেন তথৈব প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ ।

ইত্যাক্ষেপনিরাসায় সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–বিদ্যা-কর্মণোরেব প্রকৃতত্বাৎ, তথাচ–বিদ্যয়া দেবযানঃ পন্থাঃ, কর্ম্মণা চ পিতৃযানঃ পন্থাঃ" ইতি । অথ সূত্রস্থ 'তু' শব্দাদাক্ষেপনিবৃত্তিঃ। "ন" ইতি–"ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ" (৩/১/৩/১৯) ইতি সূত্রাৎ "ন" কারাকৃষ্যাম্ । ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্। অথ দেবযানঃ পন্থাশ্চ ইত্থম্–ছান্দোগ্যোপনিষদি–৫/১০/১-২, "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইত্যারভ্য–"তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবয়ানঃ পন্থা ইতি ।

শ্রীগীতাসু চ–৮/২৪, অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ । তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম

সর্ব শব্দ গ্রহণহেতু । অর্থাৎ যে কেহ মানবগণ এইলোক হইতে গমন করে তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে' এই বাক্যানুসারে সকল প্রাণিগণের চন্দ্রলোকে গমন সিদ্ধ হয়, তাহার মধ্যে ইষ্টাদিকারিগণ দেবযান পথে গমন করে, অনিষ্টাদিকারিগণ যমদণ্ড ভোগের পর চন্দ্রলোকে–আরোহণ করে, ইহা শ্রুতিবাক্যস্থ সর্ব শব্দের দ্বারা প্রত্যয় হয় ।

সমাধান–এই প্রকার আক্ষেপ নিরসনের নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–বিদ্যেতি । বিদ্যা ও কর্ম্মেরই প্রকরণ হওয়া হেতু । অর্থাৎ জীবগণের চন্দ্রলোক গমন কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মেরই সহয়তায় হয়, বিদ্যার দ্বারা দেবযান পন্থা, কর্ম্মের দ্বারা পিতৃযান পন্থা । সূত্রস্থ তু শব্দের দ্বারা আক্ষেপ নিবৃত্তি হইয়াছে । পূর্বসূত্র 'ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধে' এইসূত্র হইতে ন কারের আকর্ষণ করিতে হইবে । পাপিগণের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি উপপত্তি হয় না, কেন ? দেবযান ও পিতৃয়ানের প্রতিপত্তি বা প্রাপ্তি বিষয়ে বিদ্যা এবং কর্ম্মেরই প্রকরণ দেখা যায় । ছান্দেগ্যে যে এই প্রকার জানে' ইত্যাদির দ্বারা বিদ্যায় দেবযান পন্থা প্রাপ্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন, অনন্তর যাহারা গ্রামে' ইত্যাদির দ্বারা কর্ম্মের সাহায্যে পিতৃযান পন্থা প্রাপ্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অথ দেবযান পন্থা এই প্রকার–ছান্দোগ্যে–যাহার এই প্রকার জানে, যাহারা অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী শ্রদ্ধা তপস্যা উপাসনা করে তাহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া, তথায় অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মের নিকটে গমন করায় ইহাই দেবযান পন্থা । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–অগ্নি জ্যোতিঃ অহঃ

প্রাপ্যঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ।

"অথ য ইমে গ্রাম" (৫/১০/৩) ইত্যাদিনা তু কর্ম্মণা পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রাপ্য ইতি । এবং সতি স সর্বশাব্দোঽধিকৃতাপেক্ষো ভবেৎ ॥১৮॥

ব্রহ্মাবিদো জনাঃ॥ অপিচ বৃহদারণ্যকে–৬/২/১৫, "তে য এবমেতদ্‌বিদুর্যেচামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসংভবন্তি" ইত্যারভ্য–"তান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ" ইতি। কিঞ্চ-কৌষীতক্যুপনিষদি–১/৩, "স এতং দেবযানং পন্থানমাসাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি" ইত্যারভ্য–মুক্তস্য শ্রীভগবল্লোকগমনং তৎ প্রাপ্তি প্রকারঞ্চ প্রদর্শিতম্ ।

পিতৃযানপন্থাশ্চ ইত্থম্–তথাহি ছান্দোগ্যে–৫/১০/৩-৫, "অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তামিত্যুপাসতে তে ধূমমভি সম্ভবন্তি" ইত্যারভ্য–"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি । বৃহদারণ্যকে–৬/২/১৬, "অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যারভ্য– "তে এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তে" ইতি । শ্রীগীতাসু–৮/২৫/২৬, ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী পাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । একয়া যাত্যনাবৃত্তি-মন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥

ননু "তথাত্বে" চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি" (কৌ০ ১/২) ইতি 'সর্ব' শব্দস্য কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"এবমিতি" স সর্বশব্দোঽধিকারি-অধিকৃতো ভবতি । তথাচ–ইষ্টাদিকারিণঃ সর্বে এব

শুক্লপক্ষ ছয় মাস উত্তরায়ণ ব্রহ্মবিৎ সাধকগণ সেই কালে প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে । আরও বৃহদারণ্যক–যে এই প্রকার জানে, যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাও সত্যের উপাসনা করে তাহারা অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হয়, ইহা আরম্ভ করিয়া, তাহাকে অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করায় সেই ব্রহ্মলোক পরা পরাবতঃ নিবাস করে তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই । অপর কৌষীতকী উপনিষদে আছে–এই দেবযান পন্থা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া, মুক্তের শ্রীভগবল্লোক গমন ও তাঁহার প্রাপ্তি প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন । পিতৃযান পন্থা এই প্রকার–ছান্দেগ্যে বর্ণিত আছে–যাহারা গৃহস্থগণ ইষ্টাপূর্ত্তদত্তাদির উপাসনা করে তাহারা ধূম প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া–চন্দ্রলোকে যাবৎকাল পূণ্য নিবাস করিয়া এই পথে পুনঃ নিবর্ত্তন করে । বৃহদারণ্যকে–যাহারা যজ্ঞদান তপস্যার দ্বারা লোক জয় করে তাহারা ধূম হয়, ইহা আরম্ভ করিয়া, তাহারা এই প্রকার অনুবর্ত্তন করে । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ছয়মাস দক্ষিণায় তাহাতে গমনকারী যোগী চন্দ্রমাজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিবর্ত্তিত হয়, এই জগতে এই শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি দুইটি চির শাশ্বত হয় । একটি শুক্ল গতির দ্বারা অনাবৃত্তি হয়, অন্য কৃষ্ণগতির দ্বারা পুনঃ ফিরিয়া আসে । যদি বলেন–তাহা স্বীকার করিলে 'তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে' এই সর্বপদের কি গতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–এবমিতি। এই প্রকার হইলে সেই সর্বশব্দ অধিকৃতাপেক্ষা হইবে, অর্থাৎ সেই সর্ব শব্দ অধিকারিকে অধিকার করিয়া হয়, ইষ্টাদিকারিগণ সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে ইহাই অর্থ। এতএব অনিষ্টকারী পাপিগণের চন্দ্রলোকে গমন হয় না ॥১৮॥

ননু চন্দ্রগত্যভাবে পাপিনামিহ দেহোপলম্ভো ন স্যাৎ । তদ্ধেতোঃ পঞ্চমাহুতেরসম্ভবাৎ। তস্যাশ্চন্দ্রপ্রাপ্তি পূর্বকত্বাদতো দেহোপলম্ভায় সর্বেষাং চন্দ্রগতিরাবশ্যকীতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/১৯॥

তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় তৎ পূর্বক পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা নাস্তি । কুতঃ ? তথেতি । শ্রুতৌ তথা প্রত্যয়াৎ । অয়মর্থঃ–তত্রৈব (ছা০ ৫/৩/৩)"যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরে শ্রুয়তে–অথৈতয়োঃ পথো র্ন কতরেণ চন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবৃত্তীনি

চন্দ্রলোকং গচ্ছতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ অনিষ্টকারিণাং পাপিনাং চন্দ্রলোকগমনং নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

অথ পাপকর্ম্মাণাং পাপিনাং চন্দ্রলোকগমনাভাবে পঞ্চম্যাহুত্যসম্ভবাৎ ন শরীরারম্ভঃ ; তথাহি ছান্দোগ্যে–৫/৯/১, "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ববন্তি" ইত্যেবং প্রকারেণ শরীরারম্ভঃ শ্রবণাদিতি পাপিনামপি চন্দ্রলোকং গমনং ভবেদিতি প্রতিপাদায়িতুং শঙ্কামুখাপয়ন্তি–"ননু" ইতি । আক্ষেপং সুগমম্ । তথাচ–শরীরগ্রহণায় পঞ্চমাহুতেরাবশ্যকত্বাৎ, তস্যা আহুতেশ্চ চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ চণ্ডালাদিপাপিশরীরলাভায় সর্বেসামেব চন্দ্রলোকগমনং ভবেদিতি ভাবঃ । ইত্যাক্ষেপে জাতে সমাধানসূত্রমবাতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–ন তৃতীয়ে' ইতি । তৃতীয়ে স্থানে জীবানাং দেহলাভয় চন্দ্রলোকগমণ পূর্ব্বক–পঞ্চমাহুতিসংখ্যা নিয়মো নাপেক্ষতে, কুতঃ ? তথোপলব্ধেঃ ; ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যোন তথৈব প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ । তথাচ–পঞ্চমীমাহুতিং বিনাপি "যায়স্ব ম্রিয়স্ব" ইত্যেতৎ প্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানে জন্ম প্রাপ্তিরূপলভ্যতে' ইতি সুত্রার্থঃ । "তৃতীয়ে" ইতি স্পষ্টম্ ।

অনন্তর পাপকর্ম্মকারি পাপিগণের চন্দ্রলোক গমনের অভাব বশতঃ পঞ্চমী আহুতির অভাব হেতু শরীরাম্ভ সম্ভব নহে, এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে–পঞ্চমী আহুতিতে আপ পুরুষ সংজ্ঞা লাভ করে' এই প্রকারে শরীরারম্ভ শ্রবণ হেতু পাপিগণেরও চন্দ্রলোকে গমন হইবে, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি । চন্দ্র গমনের অভাব হইলে পাপিগণের ইহলোকে দেহ লাভ হইবে না ? তাহার কারণ পঞ্চমী আহুতির অভাব হেতু, কারণ চন্দ্রলোকে গমন করিলেই পঞ্চমী আহুতি সিদ্ধ হয়, সুতরাং দেহলাভের নিমিত্ত সকলের চন্দ্রলোকে গমন অতি অবশ্যই হইতেছে। অর্থাৎ শরীর গ্রহণের নিমিত্ত পঞ্চমী আহুতির আবশ্যক, চন্দ্রলোক প্রাপ্তি পূর্বক সেই আহুতি সিদ্ধ হেতু চণ্ডালাদি শরীর লাভের নিমিত্ত সকলেরই চন্দ্রলোকে গমন হইবে । এই প্রকার আক্ষেপ জাত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–নেতি । তৃতীয় স্থানে নহে তাহা উপলব্ধ হেতু । অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে জীবগণের দেহ লাভের নিমিত্ত চন্দ্রলোক গমন পূর্বক পঞ্চমাহুতি সংখ্যার নিয়মের আপেক্ষা করে না । কেন ? সেই প্রকার উপলব্ধ হেতু, ছান্দোগ্য শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সেই প্রকার প্রত্যয় হেতু ইহাই অর্থ । তথাচ–পঞ্চমী আহুতি বিনা জায়স্ব ম্রিয়স্ব প্রকারে তৃতীয় স্থানে জন্ম

ভূতানি ভবন্তি, জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" (ছা০ ৫/১০/৮) ইতি। যানি ভূতান্যুক্তয়ো র্দেবযান পিতৃযানয়োঃ পথোর্মধ্যে কতরেণ চন কেনাপি পথা ন গচ্ছন্তি তানীমানি ক্ষুদ্রাণি দংশমশক কীটাদীন্যসকৃদবৃত্তীনি জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি ভবন্তি । পুনঃ পুনর্জয়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ।

"এতত্তৃতীয়ং স্থানম্" (ছা০ ৫/১০/৮) ইতি দংশাদি দেহাঃ পাপকর্ম্মাণঃ কথ্যন্তে । স্থানত্বং স্থানসম্বন্ধাৎ । তৃতীয়ত্বন্তু পূর্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মলোক দ্যুলোকাপেক্ষয়া ।

অথ তৃতীয়স্থান প্রাপকানাং চন্দ্রলোকগমনাভাবং প্রতিপাদয়িতুং প্রকরণস্যাস্যার্থং বিশদয়ন্তি—"অয়মর্থঃ" ইতি । অথ শ্বেতকেতুং প্রতি প্রবাহণস্য প্রশ্নঃ—"বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ? (৫/৩/৩) বহুভিস্মৃতৈর্মানবৈশ্চন্দ্রলোকঃ কথং ন সম্পূর্য্যতে' তৎ ত্বং বেত্থ জানাসি ? এবং প্রশ্নে কৃতে "ন ভগব" ইত্যুত্তরিতং শ্বেতকেনা ইতি । উত্তরমিতি—শ্বেতকেতুং তৎপিতরং গৌতমং প্রতি প্রবাহণস্য উত্তরম্—এতয়োরিতি—এতয়োঃ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথোঃ মার্গসাধনয়োঃ কতরেণ চন-অন্যতরেণ বিদ্যয়া কর্ম্মণা বা যেহন্য তস্মিন্ পথি নাধিকৃতাঃ, তন্মার্গে গমনায়াধিকারং ন প্রাপ্তবন্তঃ, তেষাং পাপিনাং ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবৃত্তি জন্ম মরণ বাহুল্যযুক্তঃ তৃতীয়ঃ পন্থাঃ' ইতি ন তেষামনিষ্টকারিণাং চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ।

ননু তে কুত্র গচ্ছন্তি ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষাং জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ইতি গতির্ভবতি, তে পুনঃ পুনঃ র্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ ইত্যর্থঃ । ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেন অসৌ চন্দ্রলোকঃ মানবৈর্ন সম্পূর্য্যতে । অত্র

প্রাপ্তি উপলভ্য হয় ইহাই সূত্রার্থ । তৃতীয়স্থানে দেহলাভের নিমিত্ত চন্দ্রলোক গমন পূর্বক পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা নাই । কেন ? শ্রুতি বাক্যে সেই প্রকার প্রত্যয় হেতু । অনন্তর তৃতীয় স্থান প্রাপকগণের চন্দ্রলোকে গমনের অভাব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রকরণের অর্থ বিস্তার করিতেছেন—অয়মিতি । তুমি জান কি ? যে ভাবে এইলোক পূর্ণ হয় না ? শ্বেতকেতুর প্রতি প্রবাহনের প্রশ্ন হে বৎস ! তুমি জান কি অনেক মৃত মানব কর্ত্তৃক চন্দ্রলোক কেন পুর্ণ হয় না এই বিষয়টি তুমি জান কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রবণ করা যায় শ্বেতকেতু বলিলেন—হে ভগবন্ ! আমি জানি না । তদুত্তরে প্রবাহণ করিলেন—এই দুইটি পথের কোনটিতেই যাহারা গমন করে না, তাহারা বহুবার আবৃত্তিকারী ক্ষুদ্র জন্তু হয়, তাহারা জায়স্ব ম্রিয়স্ব দেহ লাভ করে অতএব চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না । অর্থাৎ এই বিদ্যাও কর্ম্মরূপ মার্গ সাধনের কোন একটি মার্গেও অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা সেই পথের অধিকারী হয় না, সেই পথে গমনের অধিকার প্রাপ্ত হয় না সেই পাপিগণের ক্ষুদ্র জন্তু লক্ষণ বারম্বার, জন্ম মরণ বাহুল্য যুক্ত তৃতীয় পন্থা হয়, অতএব সেই অনিষ্টকারিগণের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় না । যদি বলেন তাহারা কোথায় গমন করে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তাহাদের জাত হও মৃত হও এইগতি হয়, তাহারা পুনঃ পুনঃ জাত হয় ও মৃত হয়, ইহাই তৃতীয় স্থান, সুতরাং এই চন্দ্রলোক মানব কর্ত্তৃক পরিপুর্ণ হয় না । এইস্থলে ব্যাকরণের অনুশাসন এই প্রকার—সমুচিত ক্রিয়া বচনের উত্তরে বিধাতৃ বিধি ও অচ্যুত হয়, এই সূত্রের

ততশ্চ যে বিদ্যয়া দেবযানে পথি নাধিকৃতা, নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেব ক্ষুদ্রজন্তূনাং দংশমশকাদ্যসকৃদাবৃত্তীনাং তৃতীয়ঃ পন্থাঃ ।

"তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" (ছা০ ৫/১০/৭) ইতি । তেষাং দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেন তল্লোকাঽসম্পূর্ত্ত্যুক্তেস্তৃতীয় স্থানে দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতির্নাপেক্ষা ইতি ॥১৯॥

ব্যাকরণস্যানুশাসনম্–তথাহি শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে–৪/১৯৭, "সমুচ্চিতক্রিয়াবচনাদ্ বিধাত্রাদিকং বা" ইত্যনেন সূত্রেণ । 'জায়ন্তে' ইত্যত্র-জায়স্ব' ইতি পদং সিদ্ধ্যতি । তস্মাৎ শ্রুতিবাক্যস্থ–'ভবন্তি' ইতি পদস্য "সংসরন্তি" ইত্যর্থঃ ।

অথ "যানি" ইতি ভাষ্যাংশস্ত প্রাকটার্থম্ । অথ পাপিনাং তৃতীয়স্থানস্য ব্যাখ্যানমাহঃ–"তৃতীয়ত্বমিতি"। তথাচ–বিদ্যয়া পরব্রহ্মারাধকানাং ব্রহ্মলোক গতির্ভবতি । কর্ম্মণা ইন্দ্রাদিদেবারাধকানাং চন্দ্রাদিদেবলোকে গতির্ভবতি । যে খলু বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং রহিতাঃ তেষাং তৃতীয়স্থানে গতির্ভবতীত্যর্থঃ । শেষং স্পষ্টম্ ।

তথাচ–"পঞ্চম্যামাহুতৌ" ইতি বাক্যং আহুত্যাং সত্যাং অপাং পুরুষাকারতাং প্রতিপাদয়তি ; নতু পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষাকারতাং প্রতিষেধতি, ইতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ চন্দ্রলোকগতানামেবাহুতি সংখ্যানিয়মঃ ; অন্যেষাং তু বিনৈব তমদ্ভিরেব দেহারম্ভ ইতি ন তন্নিয়মস্যাদরঃ ॥১৯॥

দ্বারা জায়ন্তে এইস্থানে জায়স্ব এইপদ সিদ্ধ হয়, অতএব শ্রুতি বাক্যস্থ ভবন্তি পদের সংসরতি অর্থ হয়। যে প্রাণী সকল পূর্ব কথিত দেবযান ও পিতৃযান পথের মধ্যে কোন একটি পথে গমন করে না, তাহারা এই ক্ষুদ্র দংশ মশক কীটাদি অসকৃদাবৃত্তিযুক্ত জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যাদি হয় । তাহারা পুনঃ পুনঃ জাত এবং মৃত হয় ইহাই অর্থ । ইহাই তৃতীয় স্থান দংশ মশকাদির দেহ পাপকর্ম্মের পরিণাম বলিয়া কথিত হয়, স্থান সম্বন্ধ হেতু তাহার স্থানাত্ব সিদ্ধ হয় । অনন্তর পাপিগণের তৃতীয় স্থানের ব্যাখ্যা করিতেছেন–তৃতীয়েতি । এই স্থানের তৃতীয়ত্ব পূর্ব নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মলোক এবং দ্যুলোককে অপেক্ষা করিয়া কথিত হয়। অতএব যাহারা বিদ্যার দ্বারা দেবযান পথের অধিকারী হয় না, এবং কর্ম্মের দ্বারা পিতৃযানে অধিকারী হয় না, সেই ক্ষুদ্র জন্তু দংশ মশকাদি বারম্বার গতাগতি যুক্ত প্রাণিগণের তৃতীয় পন্থা হয়, এইহেতু চন্দ্রলোক সম্পূর্ণ হয় না । অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা পরব্রহ্মারাধকগণের ব্রহ্মলোকে গতি হয় । ইষ্টাপূর্ত্তদানাদি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রাদিদেবারাধকগণের চন্দ্রাদিদেবলোকে গমন হয় ইহাই অর্থ । সেই পাপিগণের দ্যুলোকে আরোহ অবরোহের অভাবহেতু চন্দ্রলোকের অসম্পূর্ত্তি কথন হেতু তৃতীয় স্থানে দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই । অর্থাৎ পঞ্চমী আহুতিতে' এইবাক্য আহুতি হইলে পরে জলের পুরুষাকারতা প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকারতা প্রতিষেধ করে নাই, এই বাক্য ভেদ প্রসঙ্গহেতু। অতএব চন্দ্রলোকে গমন কারিগণেরই আহুতি সংখ্যা নিয়ম, অন্যদের পঞ্চাহুতি বিনাই সেই জলের দ্বারাই দেহারম্ভ সুতরাং পঞ্চাহুতি নিয়মের আদর নাই ॥১৯॥

॥ওঁ॥ স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/২০॥

লোকে পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনামাহুতি সংখ্যানপেক্ষো দেহারম্ভঃ স্মর্য্যতে। অপি চেতি কিঞ্চিদন্যদুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥২০॥

অথ কেষাঞ্চিৎ পুণ্যকর্ম্মাণামপি মানবদেহ লাভে নাহুতি সংখ্যানিয়ম ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণঃ–স্মর্য্যতে" ইতি। লোকে-অস্মিন্ জগতি পুণ্যকর্ম্মণাং দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাং আহুতি সংখ্যানপেক্ষো দেহারম্ভঃ স্মর্য্যতে' ইত্যর্থঃ। ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্। অথ আহুতিসংখ্যাপেক্ষা রহিতানাং জন্মবিবরণম্,

তথাহি শ্রীভাগবতে–৯/২১/৩৫-৩৬, অস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ। শরদ্বাংস্তৎ সুতো যস্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল ॥ শরস্তম্বেঽপতদ্ রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্। তদ্দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাচ্ছান্তনুর্মৃগয়াং চরন্। কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎকৃপী ॥ ইতি তয়ো র্যোষিদাহুতির্নাস্তি। দ্রোণাদীমেকা যোষিদাহুতির্নাস্তি। অথ দ্রোণোৎপত্তির্যথা শ্রীমহাভারতে–আদি পর্বণি–১২৯/৩৩-৩৮, শ্রীবৈশম্পায়ন উবাচ–গঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্ বভূব ভগবান্ ঋষিঃ। ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতঃ সততং সংশিতব্রতঃ ॥ সোঽভিষেক্তুং ততো গঙ্গাং পুর্বমেবাগমন্নদীম্। মহর্ষিভির্ভরদ্বাজো হবির্ধানে চরন্ পুরা ॥ দদর্শাপ্সরসং সাক্ষাৎ ঘৃতাচীমাপ্লুতামৃষিঃ। রূপ-যৌবনসম্পন্নাং মদদৃপ্তাং মদালসাম্ ॥ তস্যাঃ পুনর্নদীতীরে বসনং

অনন্তর কোন কোন পুণ্যকারীগণের মানবদেহ লাভ বিষয়ে আহুতি সংখ্যার নিয়ম নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–স্মর্য্যত ইতি। লোকে স্মরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ লোকে এই জগতে পুণ্যকর্ম্মকারীগণের দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির আহুতির অপেক্ষা না করিয়াই দেহারম্ভ স্মরণ করেন ইহাই অর্থ। মর্ত্ত্যলোকে পুণ্যকর্ম্মকারিগণের দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির আহুতি সংখ্যার অপেক্ষা না করিয়াই দেহারম্ভ স্মরণ করা হয়। অপর আরও কিঞ্চিৎ অন্য বলিতেছেন। অনন্তর আহুতি সংখ্যা রহিতদিগের জন্ম বিবারণ শ্রীভাগবতে–তাহার ধনুর্বেদ বিশারদ সত্যধৃতি নামে পুত্র হয়, তাহার পুত্র শরদ্বান, তাহার উর্বশী দর্শন হেতু শরবনে রেতঃ পাত হয়, তাহা হইতে পরম শুভ মিথুন একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা হয়, মৃগয়াকালে রাজা শান্তনু তাহাদিগকে দেখিয়া কৃপা পূর্বক গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে কুমার কৃপাচার্য্য হয়েন, অপর কন্যা দ্রোণাচার্য্যের পত্নী কৃপী হয়, এই দুই জনের যোষিদাহুতি হয় নাই।

দ্রোণাচার্য্যের একটি যোষিদাহুতি নাই, শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–গঙ্গাদ্বারে মহাসমর্থশালী ঋষি ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি একদিন স্নান করিবার নিমিত্ত প্রথমেই গঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন, যিনি পুরাকালে মহর্ষিগণের সহিত হবির্ধানে বিচরণ করিয়াছিলেন। স্নান কালে রূপ যৌবন সম্পন্না মদালসা মদদৃপ্তা স্নানরতা সাক্ষাৎ ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিলেন, আরও দেখিলেন স্নান কালে নদী তীরে তাহার বসন পরিবর্ত্তন কালে সমাকৃষ্ট বসনা (বিবসনা) দেখিয়া ঋষি পাইতে ইচ্ছা করিলেন, বুদ্ধিমান

॥ওঁ॥ দর্শনাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/২১॥

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রিণ্যেব বীজানি ভবন্তি অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্"

পর্য্যবর্ত্তত। ব্যপকৃষ্টাম্বরাং দৃষ্ট্বা তামৃষিশ্চকমে ততঃ ॥ তত্র সংসক্তমনসো ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ। ততোঽস্য রেতশ্চকন্দ তদৃর্ষির্দ্রোণ আদধে ॥ ততঃ সমভবদ্ দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ। অধ্যগীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ইতি।

অথ ধৃষ্টদ্যুম্নোৎপত্তি প্রকারম্ শ্রীমহাভারতে-আদিপর্ব্বণি–১৬৬/৩৮-৪০, যাজউবাচ–যাজেন শ্রপিতং হব্যমুপযাজাভিমন্ত্রিতম্। কথং কামং ন সন্ধধ্যাৎ সা ত্বং বিপ্রে হি তিষ্ঠ বা ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ–এবমুক্তা তু যাজেন হুতে হবিংষি সংস্কৃতে। উত্তস্থৌ পাবকাৎ তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ ॥ জ্বালাবর্ণো ঘোররূপঃ কিরীটি বর্ম্ম চোত্তমম্। বিভ্রৎ সখড়গঃ সশরো ধনুষ্মান্ বিনদন্ মুহুঃ ॥ তত্রৈব শ্রীদ্রোপদ্যুৎপত্তি প্রকারম্–৪৪-৪৫, কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা। সুভগ দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা ॥ শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা। তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রুশ্চারু-পীন পয়োধরা ॥ ইতি। এতয়োরত্র পুরুষযোষিৎবিষয়ে দ্বে আহুতী নস্তঃ। অত্র শ্রীশঙ্করভগবৎ পাদাঃ–বলাকাপ্যন্তরেনৈব রেতঃসেকং গর্ভং ধত্ত ইতি লোকেরূঢ়িঃ" ইতি। তস্মাদনিষ্টকারিণাং পাপিনাং চন্দ্রলোকগমনাভাবেঽপি শরীরপরিগ্রহণে ন কামপি ক্ষতিরিতি ভাষ্যার্থঃ ॥২০॥

ভরদ্বাজের মন তাহাতে আসক্ত হওয়ায় তাহার রেতঃ ক্ষরিত হয়, ঋষি তাহা দ্রোণে ধারণ করেন, সেই দ্রোণ রূপ কলসে ভরদ্বাজের দ্রোণ নামে পুত্র হয়, তিনি সকল বেদ ও দেবাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। শ্রীমহাভারতে ধৃষ্টদ্যুম্নোৎপত্তি প্রকার–উপযাজ কর্ত্তৃক অভি মন্ত্রিত এবং যাজ কর্ত্তৃক শ্রপিত হব্য কেন কামনা পূর্ণ করিবে না, হে মহারাণি ! তুমি আগমন কর অথবা না কর। ব্রাহ্মণ কহিলেন–এই প্রকার বলিয়া মহর্ষি যাজ সংস্কার করা হরিঃ হবন করিলে যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি হইতে দেবতার সমান কুমার উত্থিত হইল, সেই কুমার অগ্নিবর্ণ ঘোররূপী উত্তম কিরীটী বর্ম্ম ধারী, সশর ধনু খড়্গাদি শোভিত এবং সে মুহুর্মুহুঃ গর্জন করিতেছিল। এবং তথায় দ্রোপদীর উৎপত্তি-যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থল হইতে একটি কুমারী সমুত্থিতা হইল যে সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী সুন্দর কৃষ্ণায়তলোচনা শ্যামা পদ্মপলাসাক্ষী নীলও কুঞ্চিত কেশ যুক্তা তাম্রবর্ণ উচ্চনখযুক্তা সুভ্রু সুন্দরও পীন পয়োধর শোভিতা। এই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোপদীর পুরুষ ও যোষিৎ দুইটি আহুতি নাই। এইস্থালে শ্রীশঙ্কর ভগবৎপাদ বলেন–বলাকাও অন্তরেই রেতঃ সেক করে এবং গর্ভধারণ করে ইহা লোকে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব অনিষ্টকারি পাপিগণের চন্দ্রলোকে গমনাভাবেও শরীর পরিগ্রহণ বিষয়ে কোন ক্ষতি নাই ইহাই এই সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ ॥২০॥

অনন্তর প্রকারান্তরে পাপিগণের চন্দ্রলোকে গমনের অভাব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন–দর্শনাচ্চেতি। দেখাও যায়, অর্থাৎ শ্রুতি বাক্য সকলে গ্রাম্য ধর্ম্ম বিনাই শরীরোৎপত্তি দেখা যায়, ইহাই অর্থ। অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্য প্রমাণের দ্বারা পঞ্চাহুতি বিনা শরীরের উৎপত্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ দেখাইতেছেন–তেষামিতি। সেই এই ভূতগণের তিনটিই বীজ হয় অণ্ডজ জীবজ

(ছাঃ ৬/৩/১) ইতি তত্রৈব বিনৈবাহুতিসংখ্যামুদ্ভিজ্জ স্বেজজয়োর্জন্মশ্রবণাচ্চ, তদনপেক্ষোঽপি সঃ।

তথাচ যেষাং চন্দ্রারোহাবরহো সম্ভবত স্তেষামেব তস্যাং সত্যাং তদারম্ভোঽন্যেষান্তু বিনৈব তামদ্ভিরেব স স্যাৎ, প্রতিষেধকাভাবাদিতি ॥২১॥

অথ প্রকারান্তরেণ পাপিনাং চন্দ্রলোকগমনাভাবং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–দর্শনাচ্চ' ইতি। শ্রুতিষু বিনাপি গ্রাম্যধর্ম্মং শরীরোৎপত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ। অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎবাক্য প্রমাণেন পঞ্চাহুতিং বিনাপি শরীরোৎপত্তিং দর্শয়ন্তি-শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ–তেষামিতি। তেষাং জীবভোগায়তনানাং মনুষ্য-পক্ষ্যাদিশরীরাণাং খলু-নিশ্চয়ে, এষাং প্রত্যক্ষনির্দ্দিষ্টানাং শরীরোৎপাদকভূতানাং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি, নাতিরিক্তানি, বীজানি কারণানি। কানি তানি ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ–অণ্ডজম্, অণ্ডাজ্জাতং-অণ্ডজং-পক্ষি-সর্পাদিঃ, পক্ষি-সর্পাদিভ্যো হি পক্ষিসর্পাদয়ো জায়মানা দৃশ্যন্তে, তস্মাৎ পক্ষী পক্ষিণাং বীজম্, সর্পঃ সর্পাণাং বীজমিতি, এবমপ্যন্যদণ্ডাৎ জাতং তজ্জাতীয়ানাং বীজং ইত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীমনুঃ–১/৪৪, অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ" ইতি।

অথ দ্বিতীয়বীজমাহ–জীবজম্, জীবাজ্জাতং জীবজম্, জরায়ুজম্ মনুষ্যপশ্বাদিঃ। জরায়ুঃ–গর্ভবেষ্টন চর্ম্মপুটম্। অথ জরায়ুজভেদাঃ–শ্রীমনুঃ–১/৪৩, পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ। রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥ অথ তৃতীয় বীজমাহ–উদ্‌ভিজ্জম্, উদ্‌ভিনত্তি ইতি উদ্‌ভিৎ-স্থাবরং

উদ্ভিজ্জ, অর্থাৎ সেই জীব ভোগায়াতন মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতি শরীরের, খলুশব্দ নিশ্চয়ার্থে, এই প্রত্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট শরীরোৎপাদক ভূতগণের তিনটি বীজ হয় অতিরিক্ত নহে, বীজ কারণ তাহারা কি ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–অণ্ডজমিতি। অণ্ড হইতে জাত অণ্ডজ পক্ষী সর্পাদি, কারণ পক্ষী ও সর্পাদি হইতেই পক্ষী সর্প প্রভৃতী জাত হইতে দেখা যায়, সুতরাং পক্ষী পক্ষীগণের বীজ সর্প সর্পগণের বীজ, এই প্রকার অন্য অণ্ড হইতে জাত সেই জাতীয় পক্ষীগণে বীজ হইবে ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীমনু বলিয়াছেন–পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর মৎস্য ও কচ্ছপ ইহারা সকলে অণ্ডজ প্রাণী। অথ দ্বিতীয় বীজ বলিতেছেন–জীবজমিতি। জীব হইতে জাত জীবজ, জবায়ুজ মনুষ্য পশু আদি, জরায়ু গর্ভবেষ্টন চর্ম্মপুট বিশেষ, জরায়ুজ ভেদ শ্রীমনু বলিয়াছেন–পশু মৃগ সিংহ যাহাদের মুখে উভয়পার্শ্বে দন্ত আছে, রাক্ষস পিশাচ মনুষ্য প্রভৃতি জরায়ুজ প্রাণী। অনন্তর তৃতীয় বীজ বলিতেছেন–উদ্ভিজ্জমিতি। যে উদ্ভেদ করে তাহাকে উদ্ভিদ বলে স্থাবর হইতে জাত উদ্ভিজ্জ ধানাদি, উদ্ভিজ্জ স্থাবরগণের বীজ, শ্রীমনু বলিয়াছেন–যাহারা বীজ ও কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় তাহারা সকলে স্থাবর বা উদ্ভিজ্জ হয়। তন্মধ্যে স্বেদজও সংশোকজ, তথা অণ্ডজও উদ্ভিজ্জের যথা সম্ভব অন্তরর্ভাব বলিয়া জানিতে হইবে। অনন্তর এই শ্রুতিবাক্যের ফল বলিতেছেন–তত্রৈবেতি। ছান্দোগ্যে বিনা আহুতি সংখ্যাতেই উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজের জন্ম শ্রবণ করা যায়, সুতরাং আহুতির অপেক্ষা না করিয়াই দেহারম্ভ হয়। সঃ, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজের স্ত্রী পুরুষ সংযোগ বিনাই শরীরোৎপত্তি দর্শন হেতু পঞ্চাহুতির নিয়ম আদরণীয় নহে, অতএব

ননু স্বেদজো ন শ্রূয়তে, "ত্রীণ্যেব" (ছা০ ৬/৩/১) ইতি বচনাদিতি চেত্তত্র সমাদধাতি–

॥ওঁ॥ তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ওঁ॥ ৩/১/৩/২২॥

"উভিজ্জম্" (ছা০ ৬/৩/১) ইতি তৃতীয়শব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপ্যবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ । উভয়োরপি ভূম্যুদকোদ্ ভেদ প্রভবত্বস্য সাম্যাৎ । লোকে ভেদোক্তিস্তু

ততো জাতং উদ্ভিজ্জম্, ধানাদিঃ, উদ্‌ভিজ্জং স্থাবরানাং বীজম্ । তথাচ শ্রীমনুঃ–১/৪৬, উদ্‌ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বে বীজ-কাণ্ডপ্ররোহিণঃ ॥ অত্র-স্বেদজ-সংশোকজয়োরণ্ডজোদ্‌ভিজ্জয়োরেব যথা সম্ভবমন্তর্ভাবং ইত্যর্থঃ ।

অথ এতৎ শ্রুতিবাক্যস্য ফলমাহুঃ–"তত্রৈব" ইতি । "সঃ" ইতি–উদ্‌ভিজ্জ-স্বেদজয়োঃ স্ত্রী-পুরুষসংযোগং বিনা এব শরীরোৎপত্তিদর্শনাৎ নাদরণীয়স্তন্নিয়মঃ, তস্মাৎ পঞ্চাহুতিং বিনা "সঃ" দেহারম্ভঃ" ইত্যর্থঃ । অথ ফলিতার্থমাহুঃ–তথা চ" ইতি । তথাচ–"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসঃ" ইতি । মানবদেহ হেতুতয়া আহুতিসংখ্যা নিগদ্যতে ; ন তু দংশাদিশরীর হেতু তয়া ; "পুরুষঃ" শব্দস্য নৃজাতিবাচিত্বাদিতি বোধ্যম্ । কিঞ্চ–পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বং কীর্ত্ত্যতে, নতু পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসামপাং সত্ত্বং নিষিধ্যতে । তস্মাত্তৃতীয়স্থানে দেহলাভায় চন্দ্রলোকগমনম্, তৎ পূর্বক পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা চ নাস্তীত্যর্থঃ ॥২১॥

পঞ্চাহুতি বিনা দেহারম্ভ হয় ইহাই অর্থ ।

অনন্তর ফলিতার্থ বলিতেছেন–তথেতি । যাহাদের চন্দ্রলোকে গমনাগমন সম্ভব হয় তাহাদেরই আহুতি হইলে পরে দেহারাম্ভ হয়, অন্য সকলের কিন্তু আহুতি বিনাই জলের দ্বারা দেহারম্ভ হয়, কারণ তাহার কেহ প্রতিসেধক নাই । অর্থাৎ পঞ্চমী আহুতিতে জল পুরুষ সংজ্ঞা হয়, সুতরাং মানবদেহ হেতু রূপে আহুতি সংখ্যা কথিত হয়, কিন্তু দংশ মশকাদি শরীরের কারণ রূপে নহে । কারণ–পুরুষ শব্দ মানবজাতি বাচক হওয়া হেতু । অপর পঞ্চমী আহুতিতে জলের পুরুষ সংজ্ঞা কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু পঞ্চমী আহুতিতে জলের সত্ত্ব নিষেধ করিতেছে না । অতএব তৃতীয় স্থানে দেহলাভের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন তৎপূবর্বক পঞ্চমী আহুতির ও অপেক্ষা নাই ইহাই অর্থ ।।২১।।

শঙ্কা–শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–তির্য্যক্ মানুষ দেবতা সরীসৃপ পতত্রিগণ গার্ভ স্বেদ দ্বিজ উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির সৃষ্টি বিস্তার আমাদিগকে বর্ণন করুন, ইহা দ্বারা গার্ভ স্বেদ দ্বিজ উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি সৃষ্টির চতুর্বিধতা শ্রবণহেতু শ্রূতিতে কেন তিনটি বীজ হয়' এই প্রকার বলিয়াছেন ? ইহাই শঙ্কার কারণ অবতরণ করিতেছেন–নন্বিতি । স্বেদজ শ্রুত হয় না, তিনটি এইবাক্য শ্রবণ হেতু । অর্থাৎ ছান্দোগ্যেপনিষদ বাক্যে স্বেদজ শ্রবণ করা যায় না, তথায় তিনটিই এই এব কারের দ্বারা অন্য অপেক্ষা নিরাস হেতু

জঙ্গমত্বাদ্যবান্তর ভেদমাদায় । তস্মাদনিষ্ট কারিণাংচন্দ্রপ্রাপ্তির্নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥২২॥

ননু শ্রীভাগবতে–৩/৭/২৭, তির্য্যঙ্‌মানুষদেবানাং সরীসৃপ-পতত্রিণাম্ । বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভ-স্বেদ-দ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ইত্যনেন গার্ভ-স্বেদদ্বিজোদ্ভিদামিতিসৃষ্টেশ্চাতুর্বিধ্য শ্রবণাৎ শ্রুতৌ কথং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি' ইত্যুক্তমিতি শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ননু" ইতি । ননু ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বাক্যে "স্বেদজঃ" ন শ্রুয়তে ; তত্র "ত্রীণি-এব" ইতি "এব" কারেণ অন্যাপেক্ষ-নিরসনাৎ "স্বেদজঃ" ইতি ব্যর্থকল্পনা স্যাৎ; এবং শঙ্কায়াং সমুদ্ভাবিতায়াং সমাধান-সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"তৃতীয়শব্দাবরোধঃ" ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্যে "উদ্ভিজ্জম্" ইতি তৃতীয়শব্দেন সংশোকজস্য-স্বেদজস্যাপি "অবরোধঃ" সংগ্রহঃ কৃতঃ ; তস্মাৎ "ত্রীণি" ইত্যুক্তেঽপি চত্বারি বীজানি জ্ঞাতব্যানি । ভাষ্যে–উদ্ভিজ্জমিতি প্রকটার্থম্। উভয়োরপি–বৃক্ষাদিকং ভূমিমুদ্‌ভিদ্য জায়তে ; যুকাদিকন্তু জলমুদ্‌ভিদ্য জায়তে ; ইতি দ্বয়োরবয়বার্থে বিশেষভাবাৎ তৃতীয়শব্দেন স্বেদজ ইত্যর্থঃ । তস্মাচ্চাতুর্বিধ্যসিদ্ধিরিতি ।

অথ শ্রীভাগবতে–২/১০/৩৯, দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেঽন্যে জল-স্থলনভোকসঃ । দ্বিবিধাঃ–স্থাবর-জঙ্গমরূপেণ, চতুর্বিধাঃ–জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্‌ভিজ্জরূপেণ, ইতি প্রতিপাদয়িতুমাহঃ–লোকে' ইতি । কিঞ্চ শ্রুত্যন্তরে স্পষ্টমেব চাতুর্বিধ্যং বিলোক্যাতে ; তথাহি–ঐতরেয়োপনিষদি–৫/৩, "ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদভিজ্জানি" ইতি ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সংজমনাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–তস্মাদিতি । তথাচ–অনিষ্টকারিণাং পাপিনাং চন্দ্রলোকগমনাভাবং, তথা পঞ্চাহুতিং বিনাপি শরীরলাভং ভবতীতি সিদ্ধম্ ।

স্বেদজ ইহা ব্যর্থ কল্পনা হইবে ।

সমাধান–এই প্রকার শঙ্কা সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–তৃতীয়েতি । তৃতীয় শব্দের দ্বারা সংশোকজের ও অবতারণা করিতে হইবে । অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদ বাক্যে উদ্ভিজ্জ এই তৃতীয়শব্দের দ্বারা সংশোকজ স্বেদজ প্রাণিরও অবরোধ সংগ্রহ করিয়াছেন । উভয়েরই ভূমি ও উদক্‌ভেদ করিয়া উদ্ভবহেতু উভয়ের সমানতা বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ উভয়–বৃক্ষাদি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া জাত হয়, যুকাদি জল উদ্ভেদ করিয়া জাত হয়, দুইটিই অবয়বার্থে বিশেষের অভাবহেতু তৃতীয় শব্দের দ্বারা স্বেদজ হয় ইহাই অর্থ । অতএব চতুর্বিধ প্রাণী সিদ্ধ হয় । অথ শ্রীভাগবতে–দ্বিবিধ চতুর্বিধ অন্য জল স্থল নভোকস দ্বিবিধ-স্থাবর জঙ্গমরূপে, চতুর্বিধ-জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজও উদ্ভিজ্জ রূপে, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন–লোক ইতি । লোকে ভেদোক্তি কিন্তু জঙ্গমত্বাদি অবান্তর ভেদ গ্রহণ করিয়াই হয় । অপর অন্য শ্রুতিতে স্পষ্টই চতুর্বিধ প্রাণী দেখা যায়, ঐতরেয়োপনিষদে বর্ত্তমান আছে–ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ সকল ভিন্ন, অপর অণ্ডজ জারুজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি ।

সঙ্গতি–অনন্তর সংযমনাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাতিদি । অতএব অনিষ্টাদিকারিগণের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হন না, ইহাই সিদ্ধ হইল । অর্থাৎ অনিষ্টদিকারি পাপি গণের চন্দ্রলোকে গমনের

৪॥ তৎ স্বাভাব্যাপত্যধিকরণম্।

ইষ্টাদিকৃতঃ সূক্ষ্মভূতযুক্তাঃ সানুশয়াশ্চাবরোহন্তীতি দর্শিতম্ । তৎ প্রকারস্তু– "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশং আকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" (ছা০ ৫/১০/৫-৬) ইতি ।

"যথেতমনেবঞ্চ" (ব্র০ সূ০ ৩/১/২/৯) উক্ত স্তত্রৈব । ইহাবরোহতায়ামাকাশাদি ভাবঃ প্রতীয়তে । স কিং তাদাত্ম্যাপত্তিঃ ? উত সাদৃশ্যাপত্তিরিতি বিশয়ে সাদৃশ্যাপত্তিপক্ষে

চন্দ্রলোকং ন গচ্ছন্তি হ্যনিষ্টকারিণো জনাঃ । সংযমনপুরং গত্বা লভন্তে যম-যাতনা ॥২২॥

ইতি সংজমনাধিকরণং তৃতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥৩॥

৪॥ অথ তৎস্বাভাব্যাপত্যধিকরণম্"

অথ পূর্বত্র–"কৃতাত্যয়াধিকরণে–(৩/১/২/৮) জীবাঃ স্বকর্ম্মানুরূপমপূর্বমাদায় ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকং গত্বা অপূর্বফলং ভূক্ত্বা চ সানুশায়াশ্চাবরোহন্তীতি প্রতিপাদিতম্ । তদবরোহপ্রকারং কীদৃশমিত্যপেক্ষায়াং তৎস্বাভাব্যাপত্যধিকরণারম্ভঃ, ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয়ঃ– অথ তৎস্বাভাব্যাপত্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"ইষ্টাদিকৃতঃ" ইতি, দর্শিতমিতি– কৃতাত্যয়াধিকরণে, (৩/১/২/৮) অথ এতৎপ্রসঙ্গমবলম্ব্য ছান্দোগ্যশ্রুতি বাক্যং প্রমানয়ন্তি–"অথৈতমিতি" তস্মিন্ চন্দ্রমণ্ডলে যাবৎ কর্ম্মণঃ ক্ষয়স্তাবৎ কালমুষিত্বা, অথ ভোক্তব্যকর্ম্মসমাপ্ত্যানন্তরং এতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইহ মানবলোকেঽবরোহন্তীতি । যথেতমিতি–যথা অস্মাৎ লোকাদ্‌গতমাসন্ তথৈবেতি,

---

অভাব তথা পঞ্চাহুতি বিনাও শরীর লাভ হয় ইহা সিদ্ধ হইল। অনিষ্টকারি মানব চন্দ্রলোকে গমন করে না, তাহারা সংযমন পুরে গমন করিয়া যমযাতনা ভোগ করে ॥২২॥

এই প্রকার সংযমনাধিকরণ তৃতীয় সম্পূর্ণ ॥৩॥

৪॥ তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ–

অতঃপর তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । পূর্বে কৃতাত্যয়াধিকরণে জীবগণ স্বকর্ম্মানুরূপ অপূর্ব গ্রহন করিয়া ধূমাদিমার্গে চন্দ্রলোক গমন করত অপূর্ব ফল ভোগ করিয়া সানুশয় অবরোহন করে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । সেই অবরোহ প্রকার কিরূপ ? এই অপেক্ষায় তৎস্বাভাব্যাপত্যধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়– অনন্তর তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–ইষ্টেতি । ইষ্টাদিকারিগণ সূক্ষ্ম ভূত যুক্ত হইয়া সানুশয় অবরোহন করে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে । অবরোহণ প্রকার এইরূপ–অনন্তর তাহারা পুনরায় এই পথে নিবর্ত্তন করে, যেমন আকাশে গমন করে আকাশ হইতে বায়ু,

লক্ষণা প্রসঙ্গাত্তাদাত্ম্যাপত্তি রেবাসাবিতি প্রাপ্তে–

অথাবরোহপ্রকারমাহ–আকাশমিতি–যাঃ খলু আপশ্চন্দ্রলোকে ভোগদেহ মারেভিরে তাঃ তাবৎ কর্ম্মসমাপ্তৌ আকাশমাগত্য তৎসমা যদা ভবন্তি, তদা তাভির্যুক্তোঽনুশয়ী আকাশ সমোঽভবতীতার্থঃ। অথাকাশলোকাদ্ বায়ুলোকামাগত্য বায়ুর্ভবতি, তত্র বায়ুসমো ভূত্বা, বায়ুলেকাদ্ ধূমলোকমাগচ্ছতি, তত্রাগত্য ধূমো ভবতি, ধূমো মেঘোপাদানং ভবতীত্যর্থঃ।

তদনন্তরং অভ্রং ভবতি, অভ্রং সূক্ষ্মবারিবাহম্, অথাভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো নিবিড়বারিধরম্, তথা মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ;–জলধারারূপেণ পৃথিব্যাং নিপততীত্যর্থঃ। যথেতমিতি ব্রহ্মসূত্রম্, ব্যাখ্যাতঞ্চ, অথ ফলিতার্থমাহঃ–“ইহেতি” তথাচ–অবরোহণে অনুশায়িন আকাশাদিভাবঃ প্রতীয়তে, ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, জীবস্য স আকাশাদিভাবঃ কিং তাদাত্ম্যাপত্তিঃ ? আকাশাদিস্বরূপপ্রাপ্তির্ভবতি ? অথবা সাদৃশ্যাপত্তিঃ ? জীব আকাশসদৃশো ভবতি ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষঃ–এবং বিষয়বাক্যে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–সাদৃশ্যাপত্তিরিতি। সানুশায়িনো জীবস্য চন্দ্রলোকাদবরোহে আকাশাদেঃ সাদৃশ্যাপত্তিপক্ষে লক্ষণা প্রসঙ্গাৎ। তথাচ–যদি তত্রাকাশে জীবস্য দেব-মানবাদিবৎ শরীরগ্রহণো ভবেৎ, তদা লক্ষণাপত্তিঃ, নিরবয়স্যাকাশস্য শরীরাদ্যভাবাৎ, তস্মাৎ অবরহিনো জীবস্য ন আকাশাদেঃ সাদৃশ্যভাবাপত্তিরিতি। কিন্তু তাদাত্ম্যাপত্তিরেবাসৌ, আকাশো যথা রূপাদিরহিতো

বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষা করে, অর্থাৎ ইষ্টাদিকারির গমনাদি কৃতাত্যয়াধিকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। অথ এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন–অথৈতমিতি। সেই চন্দ্রমণ্ডলে যাবৎকাল সৎ কর্ম্মের ক্ষয় তাবৎ কাল নিবাস করিয়া, ভোক্তব্য কর্ম্ম সমাপ্তির পর এই পথেই পুনঃ নিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ মানবলোকে অবরোহণ করে। যথেতি যেরূপে এই মর্ত্ত্যলোক হইতে গমন করিয়াছিল সেই প্রকার, অথ অবরোহণ প্রকার বলিতেছেন–আকাশমিতি। পূর্বে যে জল চন্দ্রলোকে ভোগ দেহ আরম্ভ করিয়াছিল সেই জল কর্ম্মসমাপ্তি হইলে আকাশে আগমন করত আকাশের সমান হয়, সেই কালে জলযুক্ত অনুশয়ী আকাশের সমান হয় ইহাই অর্থ। আকাশ লোক হইতে বায়ু লোকে আগমন করিয়া বায়ু হয়, তথায় বায়ুর সমান হইয়া থাকে, বায়ুলোক হইতে ধূমলোকে আগমন করে, তথায় আগমন করিয়া ধূম হয়, এই ধূম মেঘের উৎপাদন কারণ, তাহার পর সেই ধূম অভ্র হয়, অভ্র সূক্ষ্মবারিবাহ, অভ্র হইয়া মেঘ হয় মেঘ নিবিড় জলধর সে মেঘ হইয়া বর্ষা করে, জলধর রূপে পৃথিবীতে পতিত হয় ইহাই অর্থ। এই বিষয়টি পূর্বে ‘যথেত মনে বঞ্চ’ সূত্রে কথিত হইয়াছে। এইবিষয়ের ফলিতার্থ বলিতেছেন–ইহেতি। এই অবরোহ বিষয়ে আকাশাদি ভাব প্রতীতি হয়, অর্থাৎ অবরোহণ কালে অনুশায়ির আকাশাদি ভাব প্রতীতি হইতেছে ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়–এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–স ইতি। সে কি তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয় ? অথবা সাদৃশ্যাপত্তি, অর্থাৎ জীবের সেই আকাশাদি ভাব কি তাদাত্ম্যাপত্তি হয় ? আকাশাদির স্বরূপতা প্রাপ্তি

॥ওঁ॥ তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ওঁ॥ ৩/১/৪/২৩॥

তৎ সাদৃশ্যাপত্তিরূপঃ স মন্তব্যঃ । কুতঃ ? উপপত্তেঃ । চন্দ্রলোকে যদম্ময়ং বপুরারব্ধং ভোগায় তৎ কিল চণ্ডকরবৃন্দেন তুষার খণ্ডমিব ভোগক্ষয়ে ক্ষণজেন শোকাগ্নিনা বিলীয়মানং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশতুল্যং ভবতি, ততো বায়োর্বশমেতি । ততো ধূমাদিভিঃ সম্পৃচ্যতে ইত্যেবোপপদ্যতে। অন্যস্যান্যভাবাযোগাত্তত্ত্বেঽবরোহাসম্ভবাচ্চ ॥২৩॥

বিভুশ্চ, তথৈবাসৌ তাদাত্ম্যভাবো ভবতীত্যর্থঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"তদিতি" । সমানো ভাবো ধর্ম্মো যস্য স স্বভাবঃ তস্য ভাবঃ স্বাভাব্যং সাম্যমিত্যর্থঃ । তৎ আকাশাদিভাবপ্রাপ্তিস্তু সাম্যাপত্তি, ন তু তত্তদ্ভাবাপত্তিরিত্যাভিপ্রায়ঃ, এবং কুতঃ ? ইত্যাপেক্ষায়ামাহ–উপপত্তেঃ । শ্রুতিষু তথৈব যুক্তিদর্শনাৎ । ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্ । অন্যস্যান্যভাবাযোগাদিতি–তথাহি ছান্দোগ্যে–৫/১০/৬,"যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি ।

তথাচ–যো যদন্নং ভক্ষয়তি, তদন্নমনুশারিভিঃ সংশ্লিষ্টং ভবতি, অনন্তরং রেতঃ সিগ্‌যোগ্যঃ পুরুষো রেতঃ সিঞ্চতি, ঋতুকালে যোষিতি তদ্ভূয় এব তদাকৃতিরেব ভবতি, অনুশায়ী ভোজ্যরূপেণ পুরুষশরীরং প্রবিশ্য রেতোরূপেণ যোষিতো গর্ভাশয়েঽন্তঃ প্রবিষ্টো ভবতি, তথা রেতঃসিগাকৃতিরেব ভবতি । তথাহি–মানবাৎ মানবো ভবতি, গো গৌরাকৃতিরেব জায়তে, ন তু জাত্যন্তরমিতি ; তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং–অন্যস্য" ইতি ।

ননু নহুষস্যাজগরত্বপ্রাপ্তিঃ, সুদর্শন বিদ্যাধরস্য সর্পত্বপ্রাপ্তিঃ, নৃগস্য চ কৃকলাষত্বপ্রাপ্তিশ্চ ন

হয় ? অথবা সাদৃশ্যাপত্তি ? জীব আকাশের সমান হয় ? ইহাই বিষয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ–এই প্রকার বিষয়বাক্যে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন–সাদৃশ্যেতি । সাদৃশ্যাপ্তি পক্ষে লক্ষণা প্রসঙ্গহেতু তাদাত্ম্যাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সানুশায়ী জীবের চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ কালে আকাশাদির সাদৃশ্যাপ্তি পক্ষে লক্ষণা প্রসঙ্গ হইবে, যদি সেই আকাশে জীবের দেবমানবাদির ন্যায় শরীর গ্রহণ করিবে তাহা হইলে লক্ষণাপত্তি, অর্থাৎ নিরবয়ব আকাশের শরীরাদির অভাব আছে, অতএব অবরোহণ কারী জীবের আকাশাদির সাদৃশ্যলাভ হইবে না, কিন্তু তাহা তাদাত্ম্যাপত্তি হয়, অর্থাৎ আকাশ যেমন রূপাদি রহিত এবং বিভু সেই প্রকার জীবও তাদাত্ম্য ভাবাপত্তি লাভ করে ইহাই অর্থ এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–তদিতি । তাহার স্বাভাব্যাপত্তি হয়, কারণ তাহার উপপত্তিহেতু । সমান ভাব ধর্ম্ম যাহার তাহাকে স্বভাব বলে, সেই স্বভাবের ভাবকে স্বাভাব্য বলা হয়, তাহার অর্থ সাম্য, সেই আকাশাদি ভাব প্রাপ্তি সাম্যাপত্তি

পূর্বোক্তক্রমেণাভবৎ, তস্মাৎ কথং অন্যস্যান্যভাবাযোগাৎ” ইতি সিদ্ধ্যতি ? অত্রোচ্যতে–এতেষাং সর্বেষাং বলবদনিষ্টকারিণাং মহার্ষিণাং অভিশাপ এব তত্তচ্ছরীর প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । তথাহি–নহুষস্যাজগরত্ব প্রাপ্তিস্ত শ্রীমহাভারতে বন পর্বণি–১৭৯/১৩-১৪, নহুষো নাম রাজর্ষির্ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ । তবৈষ পূর্বঃ পূর্বেষামায়োর্বংশধরঃ সুতঃ ॥ সোঽহং শাপাদগস্ত্যস্য ব্রাহ্মণানবমন্য চ । ইমামবস্থামাপন্নঃ পশ্য দৈবমিমং মম ॥ ইতি । সুদর্শনবিদ্যাধরস্য সর্পত্বপ্রাপ্তিস্ত–শ্রীভাগবতে ১০/৩৪/১২-১৩, “সর্প উবাচ” অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ । শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরংদিশঃ ॥ ঋষীন্ বিরূপানঙ্গীরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ । তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥

নৃগস্য চ–শ্রীদশমে–৬৪/১০, নৃগোনাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষাকুতনয়ঃ প্রভো ! । দানিম্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥ ইত্যারভ্য–কস্যাচিদ্‌দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে । সম্পৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্ত্বা দ্বিজাতয়ে ॥ (১৬) ততঃ–এতস্মিন্নন্তরে যাম্যৈর্দূতৈর্নীতো যমক্ষয়ম্ । যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎ পতে ! ॥ (২২) পূর্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষে উতাহো নৃপতে শুভম্ । নান্তং দানস্য ধর্ম্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ ॥ পুর্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ । তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো ! ॥ (২৪) ইত্যাদেঃ । তত্ত্বে ইতি, অনুশায়িনঃ আকাশাদিরূপত্বে সতি ততোঽবরোহো ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ । তথাচ–অনুশায়িনস্তদ্‌ভাবঃ তৎ সম্বন্ধমাত্রমেব, সম্বন্ধশ্চ সাদৃশ্যাদন্যো ন সম্ভবেদতঃ তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরেব সিদ্ধান্তঃ ॥২৩॥

ইতি তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্ ॥৪॥

হয়, কিন্তু তাহার ভাবাপত্তি অভিপ্রায় নহে । ইহা কি প্রকারে হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন– উপপত্তি হেতু, শ্রুতি সকলে সেই প্রকারই যুক্তি দর্শন করা হেতু । আকাশাদির সাদৃশ্যাপত্তিরূপ তাহা মানিতে হইবে, কেন ? উপপত্তিহেতু, চন্দ্রলোকে ভোগের নিমিত্ত যে জলময় শরীর আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে তুষার খণ্ডের ন্যায় ভোগ ক্ষয় হইলে পরে ক্ষণকালের শোকাগ্নি দ্বারা বিলীয়মান হইয়া সূক্ষ্মতা বশতঃ আকাশের তুল্য হয়, তাহার পর বায়ুর বশীভূত হয়, তদন্তর ধূমাদির সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাই প্রতিপাদিত হয় । অন্যের অন্যভাবের অযোগ হেতু, তাহা হইলে অবরোহন সম্ভব হইবে না, অন্যের অন্যভাবের তাৎপর্য্য এইযে-যে রেতঃ সিঞ্চন করে তাহাই সে হয়, অর্থাৎ যে মানব যে প্রকার অন্ন ভোজন করে সেই অন্ন অনুশায়িগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত থাকে, অনন্তর রেতঃ সেচন যোগ্য পুরুষ ঋতুকালে রমণীতে রেতঃ সিঞ্চন করে তখন সে তাহার আকৃতি হয় । অনুশায়ীজীব ভোজ্য পদার্থরূপে পুরুষ শরীরে প্রবেশ করিয়া বীর্য্যরূপে স্ত্রীর গর্ভাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে, এবং রেতঃ সেচন কর্ত্তার সমান আকার ধারণ করে, মানব হইতে মানব হয় , গো হইতে গৌর আকৃতিই হয়, কিন্তু অন্য জাতি হয় না, সুতরাং অন্যস্য ইহা যথার্থই বলিয়াছেন ।

শঙ্কা–এইস্থলে আশঙ্কা এই যে-মহারাজ নহুষের অজগরত্ব প্রাপ্তি, সুদর্শন বিদ্যাধরের সর্পত্ব প্রাপ্তি, রাজানৃগের কৃকলাসত্ব প্রাপ্তি কিন্তু পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে হয় নাই, সুতরাং কি প্রকারে অন্যের অন্যভাবের যোগ হয় না, ইহা সিদ্ধ হয় ?

৫॥ নাতিচিরাধিকরণম্–

আকাশাদি প্রবর্ষণান্তাদবরোহো বিলম্বেন ? ত্বরয়া বা ? ইতি সংশয়ে, নিয়মহেত্বভাবাদ্বিলম্বেনেতি প্রাপ্তে–

৫॥ "নাতিচিরাধিকরণম্"–

পূর্বত্র "তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণে" জীবঃ সানুশয়ঃ চন্দ্রলোকাদবরোহতি, তচ্চাকাশাদি-প্রবর্ষণান্তেষু পূর্ব পূর্ব সাদৃশ্যানন্তরং পরপরসাদৃশ্যমিত্যুক্তম্, তত্রাকাশাদিভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরং চিরকালমুষতি ? অথবা কিঞ্চিৎকালমিতি জিজ্ঞাসায়াং "নাতিচিরাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

সমাধান–ইহার সমাধান এই যে–নহুষাদি সকলের বলবদনিষ্টকারি মহর্ষিগণের অভিশাপেই সেই সেই শরীর প্রাপ্তি হইয়াছিল ইহাই অর্থ । শ্রীমহাভারতে মহারাজ নহুষের অজগরত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত আছে–হে পুত্র তোমার পূর্বপুরুষগণের ও পূর্বরাজা আয়ুর বংশধর পুত্র রাজর্ষি নহুষ নামে বিখ্যাত ছিল মনে হয়, তুমি শ্রবণ করিয়াছ ; সেই আমি নহুষ, ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করিয়া অগস্ত্যের শাপকর্ত্তৃক এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, অহো ! আমার দৈব অবলোকন কর । সুদর্শন বিদ্যাধরের সর্পত্ব প্রাপ্তি শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সর্প কহিল হে দেব ! আমি সুদর্শন নামে কোন এক বিদ্যাধর ছিলাম, আমার রূপ অতি সুন্দর ছিল, বিমানে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতাম, আমি নিজরূপে দর্প যুক্ত হইয়া আঙ্গিরসগোত্রীয়কুরূপ ঋষিগণকে দেখিয়া রূপ দর্পিত হইয়া আমি উপহাস করিয়াছিলাম, তাঁহারাই আমাকে এই যোনি প্রাপ্ত করাইয়াছেন । নৃগের চরিত্র শ্রীদশমে–হে প্রভো ! আমি দাতা শ্রেষ্ঠ নৃগরাজা এবং ইক্ষাকুর পুত্র, হয় ত বা আপনি শুনিয়াছেন, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া–এক সময় আমি গাভী দান করিতেছিলাম, কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করা একটি গাভী যুথ ভ্রষ্ট হইয়া পুনঃ আমার গাভীর দলে সংযুক্ত হইলে না জানিয়া আমি পুনঃ ব্রাহ্মণকে দান করিলাম । অনন্তর–হে দেব দেব ! জগৎপতে ! এই সময় আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যমদূতগণ কর্ত্তৃক আমি যমালয়ে নীত হইলে যমরাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–হে রাজন্ ! তোমার দান ও ধর্ম্মের অন্ত নাই যাহা পৃথিবী উজ্জ্বল করিয়াছে, সুতরাং তুমি প্রথমে অশুভ ভোগ করিবে ? অথবা শুভ ভোগ করিবে ? আমি বলিলাম হে দেব ! আমি প্রথমে অশুভ ভোগ করিব, যমরাজ বলিলেন–তুমি পতিত হও ; হে প্রভো ! সেই কালেই আমি পতিত হইয়া নিজেকে কৃকলাসরূপে অবলোকন করিলাম ইত্যাদি । তত্ত্বের তাৎপর্য্য এই–অনুশায়িজীবের আকাশাদিরূপ প্রাপ্তি হইলে পরে তাহা হইতে অবরোহণ করা সম্ভব নহে ইহাই অর্থ । অনুশায়ির আকাশাদি ভাব তাহার সম্বন্ধ মাত্রই, সম্বন্ধ ও সাদৃশ্যের অন্য হইলে সম্ভব হইবে না, অতঃ আকাশাদির স্বাভাব্যাপত্তিই যথার্থ সিদ্ধান্ত ॥২৩॥

এই প্রকার তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ চতুর্থ সমাপ্ত ॥৪॥

৫॥ নাতিচিরাধিকরণ–

॥ওঁ॥ নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/৫/২৪॥

আকাশাদিতো নাতিচিরেণাবরোহঃ । কুতঃ ? বিশেষাৎ । পরত্র ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তবতঃ "বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছাঃ ৫/১০/৬) ইতি বিশেষোক্তেরিত্যর্থঃ । তলোপশ্ছান্দসঃ।

বিষয়ঃ–অথ নাতিচিরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ–তথাহি-ছান্দোগ্যে–৫/১০/৫-৬, "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে, যথেতমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয়ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুত্থাপয়ন্তি–"আকাশাদি" ইতি । তথাচ–কিমনুশায়ী আকাশাদি পূর্বসাদৃশ্যেন চিরকালং তত্র স্থিত্বা পরসাদৃশ্যং ভজতি ? অথবা অচিরেণ কালেন পরসাদৃশ্যং গচ্ছতীতি সন্দেহবীজম্" ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষঃ–এবং সংশয়েজাতে পূর্বপক্ষয়ন্তি–"নিয়মঃ" ইতি । তত্র ছান্দোগ্যোক্তবাক্যে অবরোহপ্রকরণে নিয়ামকবাক্যাভাবাদনিয়মেন ভবিতব্যমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ চিরকালেন স্বল্পকালেন বা অবরোহতু নাম, নাস্তি তত্র কোঽপি নিয়ামকঃ" ইতি পুর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্তঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে–সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"নাতিচিরেণ" ইতি । অনুশায়িনো নাতিচিরেণ অতিচিরেণ বিলম্বেন ন অবরোহো ভবতি, কিন্তু ত্বরয়া এব ইত্যর্থঃ । এবং কুতঃ ?

অনন্তর নাতিচিরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । পূর্বে তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণে জীব সানুশয় চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করে, তাহা আকাশাদি বৃষ্টি পর্য্যন্ত পূর্ব পূর্ব সাদৃশ্যের অনন্তর পর পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় ইহা কথিত হইয়াছে । তথায় আকাশাদি ভাব প্রাপ্তির পর চিরকাল নিবাস করে ? অথবা কিঞ্চিৎকাল নিবাস করে ? এই জিজ্ঞাসায় নাতিচিরাধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয়–অথ নাতিচিরাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার-ছান্দোগ্যে কথিত আছে–অনন্তর এই পথে পুনঃ নিবর্ত্তিত হয়, যে প্রকার আকাশ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, এই প্রকার বিষয় বাক্য ।

সংশয়–এই বিষয় বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন–আকাশাদীতি । আকাশ হইতে প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবরোহে বিলম্ব হয় ? অথবা ত্বরা হয় ? অর্থাৎ অনুশায়ী আকাশাদি পূর্ব সাদৃশ্যের দ্বারা চিরকাল তথায় অবস্থান করিয়া পর সাদৃশ্য ভজন করে ? অথবা অচিকালেই পর সাদৃশ্য গমন করে ? ইহাই সন্দেহ বীজ, এই প্রকার সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ–এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষ করিতেছেন–নিয়মেতি । নিয়ম ও হেতুর অভাব বশতঃ বিলম্বেই অবরোহণ করে । অর্থাৎ ছান্দোগ্য বাক্যে অবরোহণ প্রকরণে নিয়ম বাক্যের অভাব হেতু অনিয়মই হইবে ইহাই অর্থ । অতএব চিরকালে অথবা অতি অল্পকালে অবরোহণ করুক, তাহার কেহ নিয়ামকই নাই, ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

দুর্নিষ্প্রপতরং দুঃখনিষ্ক্রমণমিত্যর্থঃ। ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ দুঃখনির্গমোক্ত্যাকাশাদিপ্রাপ্তৌ ত্বরয়া নির্গমো বোধ্যতে ॥২৪॥

বিশেষাদিতি। "দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছা০ ৫/১০/৬) ইতি বিশেষদর্শনাদিতি ভাবঃ। ভাষ্যাংশস্তু সুগমম্। অথ ছান্দোগ্যোপনিষদবাক্যেন অনুশায়িনো নাতিচিরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"বৈ" ইতি। তথাচ–অনুশায়ী জীবোঽল্পমল্পকালমাকাশাদিষু বর্ষান্তেষু সাদৃশ্যেনাবস্থানং কৃত্বা ধারয়া ভুবমাবিশতি, অতো "বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" ইতি শ্রুতিবাক্যে ব্রীহ্যাদিষু চিরাবস্থানরূপবিশেষাবগমাৎ। ভূপ্রবেশান্তরং জীবস্য ব্রীহ্যাদিষু প্রবেশমুক্ত্বা তেভ্যো নির্গমনসময়ে তেষু চিরাবস্থিতিশ্চ তস্য প্রতীয়তে।

"ত" লোপ ইতি–ছান্দোগ্যে দুর্নিষ্প্রপতরমিত্যত্র–"দুর্নিষ্প্রপততরম্" রূপং ভবেদিতি, অত্র "তকার" লোপশ্ছান্দস ইতি। তস্মাৎ "দুর্নিষ্প্রপতরম্ দুঃখনিষ্ক্রমণমিতি তস্যার্থঃ। অতো ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরং তেভ্যোঽতি দুঃখেন নিষ্ক্রামতি ইতি। ন চ আকাশাদিষু জীবস্য চিরস্থিতি–অচিরস্থিতী এব সুখদুঃখে ভবতঃ" ইতি বাচ্যম্; তদা তস্য স্থূলদেহাভাবেন মুখ্যয়োস্তয়োরসম্ভবাৎ, তস্মাদ্ ব্রীহ্যাদিপ্রবেশাৎ প্রাগল্পকালমেব আকাশাদিসাদৃশ্যেনাবস্থিতিরিত্যর্থঃ।

সিদ্ধান্ত–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র করিতেছেন–নাতীতি। অতিচিরকালে নহে, বিশেষ হেতু। অর্থাৎ অনুশায়ির অতি চিরকালে বিলম্বে অবরোহ হয় নাই, কিন্তু সত্ত্বর হয়, কেন? বাক্য বিশেষ হেতু, ছান্দোগ্যে দুর্নিষ্প্রপতর এই প্রকার বিশেষ দেখা যায় ইহাই অর্থ। অনুশায়ির আকাশাদি ভাব হইতে অতি শীঘ্রই অবরোহ হয়, কেন? বিশেষ হেতু, পরে ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্ত কারির-নিশ্চয়রূপে অতিশয় দুঃখে নির্গমন হয়, এই বিশেষোক্তি হেতু ইহাই অর্থ। ছান্দস প্রয়োগের হেতু ত কারের লোপ হইয়াছে, দুর্নিষ্প্রপতর দুঃখে নিষ্ক্রমণ ইহাই অর্থ। ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্ত হইলে পরে দুঃখে নির্গম হয়, এই উক্তির দ্বারা আকাশাদি প্রাপ্তি হইলে ত্বরা নির্গম হয় বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা অনুশায়ির অতিত্বরা প্রতিপাদন করিতেছেন–বায়িতি। অনুশয়ী জীব অল্প অল্প কাল আকাশাদিতে অবস্থান করত তাহাদের সাদৃশ্যের সমান হওত বৃষ্টিধারায় পৃথিবীতে প্রবেশ করে, সুতরাং 'বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্' এই শ্রুতিবাক্যে ব্রীহি প্রভৃতিতে চিরকাল অবস্থান প্রতীতি হয়। ছান্দোগ্যবাক্যে দুর্নিষ্প্রপতর এইস্থানে দুর্নিষ্প্রপততর রূপ হইবে, এইস্থলে তকারের লোপ হইয়াছে তাহা বৈদিক প্রয়োগ অতএব দুর্নিষ্প্রপততর এই পদ হইবে। দুর্নিষ্প্রপতরের অর্থ দুঃখনিষ্ক্রমণ, অতঃ ব্রীহ্যাদিভাবে প্রবেশের পর তাহা হইতে অতি দুঃখে নিষ্ক্রমণ করে। যদি বলেন–আকাশাদিতে জীবের চিরকাল বাস ও অল্পকাল নিবাসের নিমিত্তই সুখ এবং দুঃখ হয়, তাহা বলিতে পারেন না, কারণ সেই কালে তাহার স্থূলদেহের অভাবহেতু মুখ্য সুখদুঃখের অভাব হয় সুতরাং ব্রীহ্যাদিতে প্রবেশের পূর্বে অল্পকালই আকাশাদি সাদৃশ্যে অবস্থান করে। পঞ্চমী আহুতি হইয়া জল পুরুষ সংজ্ঞা লাভ করে এই ছান্দোগ্য বাক্যে ইহাই বিচার করিতেছেন–জীব কি চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করিয়া পুরুষের

"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছা০ ৫/৯/১) ইতি ছান্দোগ্যবাক্যে ইদং বিচার্য্যতে– কিং জীবঃ চন্দ্রলোকাদবরুহ্য পুরুষংপ্রবিশ্য বীর্য্যরূপেণ পরিণতো ভূত্বা যোষিতি নিসেকে সতি পুরুষবচসো ভবতি ? অথবা কশ্চিদ্ বিশেষোঽস্তি ? অত্র বিশেষোঽস্তি ইতি তদুচ্যতে, অনুশায়ী চন্দ্রলোকাদ্ যদা বরুহ্যতে, তদাকাশাদিক্রমেণ মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ; যদা বারিধারামাশ্রিত্য প্রবর্ষতি, তদা বর্ষানন্তরং জীবস্য দুর্নিষ্প্রপতো ভবতি ; কথং ? যস্মাদ্ পর্বত কন্দরা, দুর্গ-নদী-সুমুদ্রারণ্য মরুদেশাদিপ্রদেশেষু বর্ষধারাভিঃ পতিতস্য জীবস্য দুর্নিষ্প্রপতরং দুর্নিঃসরণমিত্যর্থঃ । যতো গিরিতটাদুদকস্রোতসোহ্যমানো নদীঃ প্রাপ্নোতি, ততঃ সাগরং, ততো মকরাদিভির্ভক্ষ্যতে, তেঽপি অন্যেন ভক্ষ্যতে, এবং তত্রৈব চ মকরেণ সহ সমুদ্রে বিলীনঃ সমুদ্রাম্ভোভির্জলধরৈরাকৃষ্টঃ পুনর্বর্ষধারাভির্মরুপ্রদেশে শিলাতটে অগম্যে দেশে বা পতিতস্তিষ্ঠতি ।

কদাচিদ্ ব্যালমৃগাদিপীতঃ, ভক্ষিতশ্চান্যৈঃ, তেঽপ্যন্যৈঃ, ইত্যেবম্প্রকারেণ পরিবর্ত্তেত । কদাচিদভক্ষ্যেষু

ভিতরে প্রবেশ করত বীর্য্যরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভে নিসেক করিলে পরেই পুরুষ নাম ধারণ করে অথবা সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করে ? অথবা কোন বিশেষ আছে ? এইস্থলে যাহা বিশেষ আছে তাহা বলিতেছেন–অনুশায়ী জীব চন্দ্রলোক হইতে যে কালে অবরোহণ করে সেই কালে আকাশাদিক্রমে মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, যে সময় জল ধারাকে আশ্রয় করিয়া জীব বৃষ্টিরূপে পতিত হয় সেই সময় বর্ষার পর জীবের দুর্নিষ্প্রপত হয়, কি প্রকারে ? যে হেতু পর্বত কন্দরা দুর্গ নদী সমুদ্র বন মরুপ্রদেশাদিতে বর্ষা ধারার সহিত পতিত জীবের দুর্নিষ্প্রপতর দুঃখে নিঃসরণ ইহাই অর্থ । কারণ গিরিতট হইতে জল সোতে প্রবাহিত হইয়া নদী প্রাপ্ত হয়, তথা হইতে সাগর, তথায় মকরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারাও অন্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এই প্রকার সাগরে মকরের সহিত পরিভ্রমণ করত সমুদ্রে বিলীন সমুদ্র জল সহিত জলধর কর্ত্তৃক মেঘরূপে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় জল ধারর সহিত মরুপ্রদেশে শিলাতটে অগম্যদেশে পতিত হইয়া অবস্থান করে, কদাচিৎ সিংহমৃগাদি পীত হয়, তাহাদিগকে অন্যে ভক্ষণ করে এবং তাহাদিগকেও অন্যে করে এই প্রকার পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে । কোন সময় অভক্ষ্য স্থাবরের মধ্যে পতিত হইয়া সেই স্থানেই বিশুষ্ক হয়, ভক্ষণীয় স্থাবরের মধ্যে জাত হইলেও সেই জীবের রেতঃ সিগ্‌যোগ রেতঃ সেচনকারি পুরুষের দেহ সম্বন্ধ দুর্ল্লভ হয়, কারণ স্থাবর বহু প্রকারের হয়, অতএব তাহা হইতে জীবের দুর্নিষ্ক্রমণই হয় । সার কথা এই যে–ব্রীহিযবাদি ভাব দুর্নিষ্প্রপত । তাহা হইতেও রেতঃ সিগদেহ সম্বন্ধ দুর্নিষ্প্রপতর, কারণ ঊর্দ্ধরেতা বালক নপুংসক বৃদ্ধ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহাদের দেহ ভিতরেই শীর্ণ হয়, যেহেতু অন্নভক্ষণকারী অনেক প্রকার জীব আছে । এতএব কদাচিৎ পূর্বজন্মান্তরীয় মহৎকৃপারূপ পূণ্য বিশেষ হয় তাহা হইলেই আকাশাদি ভাব হইতে জীবের অতি অল্পকালেই অবরোহ হয় । এবং ব্রীহিযবাদি ভাব হইতে অতি অল্পকালেই দুর্নিষ্ক্রমণ হইয়া রেতঃ সিগ্‌দেহ সম্বন্ধ হয়, এবং স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়াই পুরুষ সংজ্ঞা লাভ করে । অতঃ শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন–মানবদেহ সকল সাধনের মূল হইলেও অতিশয় সুদুর্ল্লভ, ভগসাগরের সুদৃঢ় নৌকা, কর্ণধার

৬॥ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্–

প্রবর্ষণানন্তরম্–"ত ইহ ব্রীহিযবা ঔষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্তে" (ছাঃ ৫/১০/৬) ইতি তত্রৈব শ্রুয়তে ।

স্থাবয়েষু জাতস্তত্রৈব শুষ্যতি ; ভক্ষ্যেষ্বপি স্থাবরেষু জাতস্য রেতঃসিগ্‌দেহ সম্বন্ধো দুর্ল্লভ এব, যতো স্থাবরাণাং বহুত্বাৎ । অতো দুর্নিস্ক্রমণত্বং তস্মাজ্জীবস্য ইতি ।

তথাচ–ব্রীহিযবাদিভাবো দুর্নিস্প্রপতঃ, তস্মাদপি রেতঃসিগ্‌দেহসম্বন্ধো দুর্নিস্প্রপতর ইত্যর্থঃ । যস্মাদূর্দ্ধরেতোভিঃ, বালৈঃ, পুংস্ত্বরহিতৈঃ স্থবিরৈঃ বা ভক্ষিত অন্তরালে শীর্য্যতে । বহুত্বাদন্নভক্ষকানামিতি। তস্মাৎ কদাচিৎ পূর্বজন্মান্তরীয়-মহৎকৃপারূপপুণ্যবিশেষো ভবেৎ তদৈব তস্য আকাশাদি ভাবাৎ নাতিচিরেণাবরোহঃ, তথা ব্রীহিযবাদিভ্যোঽল্পকালেন নিস্ক্রম্য রেতঃসিগ্‌দেহসম্বন্ধো ভবেৎ, এবং যোষিতি প্রবিশ্য পুরুষবচসো ভবতি ইতি । তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং শ্রীভগবতা শ্রীভাগবতে–১১/২০/১৭, নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ । ময়ানুকূলেণ নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ তস্মাদাকাশাদিভাবাৎ জীবঃ ত্বরয়া অবরোহতীত্যর্থঃ ॥

ভীতোঽস্মি হে দয়সিন্ধো ! সংসারার্ণব-দর্শনাৎ । স্বপাদামৃতদানেন মাং ত্রায়স্ব জনার্দ্দন ! ॥২৪॥

ইতি নাতিচিরাধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥৫॥

৬॥ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্–

জ্ঞাত্বা জীবগতিং সাধো ! ভজতু শ্যামসুন্দরম্ । নিরূপয়তি বৈ হ্যেবং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ অথ ছান্দোগ্যোপনিষদি–৫/১০/৬, "অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মোঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" ইতি শ্রুয়তে, অতঃ প্রবর্ষানন্তরং জীবা ব্রীহিযবাদয়ো ভবন্তি ; অত্র তেষাং ব্রীহিযবাদিজন্ম মুখ্যম্ ? অথ গৌণম্ ? ইত্যাশঙ্কাসমাধানার্থং অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

শ্রীগুরুদেব, আমার অনুকূল পবনের দ্বারা যে মানব ভবসাগর পার না হয় সে আত্মঘাতী । অতএব আকাশাদি ভাব হইতে জীব অতিসত্ত্বর অবরোহণ করে । হে দয়াসিন্ধো ! সংসারার্ণব দেখিয়া ভীত হইয়াছি, হে জনার্দন ! স্বচরণামৃত প্রদান পূর্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥২৪॥

এই প্রকার নাতিচিরাধিকরণ পঞ্চম সমাপ্ত ॥৫॥

৬॥ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ–

অনন্তর অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । হে সাধো ! মানব জীবগণের গতি জানিয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের ভজন করুক, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকার নিরূপণ করিতেছেন । অথ ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে–অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, ইত্যাদি শ্রুত হয়, সুতরাং প্রবর্ষণের পর জীবগন ব্রীহি যবাদি হয়, এইস্থলে জীবগণের ব্রীহিযবাদি জন্ম মুখ্য ? অথবা গৌণ ? এই শঙ্কা সমাধান করিবার নিমিত্ত অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল ।

ইহ সংশয়ঃ–ব্রীহ্যাদিষ্বনুশয়িনাং মুখ্যংজন্ম ? উত সংশ্লেষমাত্রমিতি ? "জায়ন্তে" ইত্যুক্তের্মুখ্যংজন্মেতি প্রাপ্তে–

বিষয় ঃ–অথান্যাধিষ্ঠিতাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"প্রবর্ষণানন্তরমিতি । অথাত্র ছান্দোগ্যবাক্যম্–তস্মিন্ চন্দ্রলোকাদবরোহেঽনুশায়িনাং বর্ষধারয়া পৃথিবী প্রবেশানন্তরং জন্ম শ্রূয়তে, ইত্যাহ শ্রূতিঃ–"ত ইহ" তেঽনুশায়িনঃ, ইহ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্তে, ইতি! ব্রীহিঃ–ধান্যসামান্যম্, তথাহি অমরকোষে–২/৯/১৫, "আশুব্রীহিঃ পাটলঃ স্যাৎ" ইতি । যবঃ–স্বনামখ্যাতশূকধান্যবিশেষঃ, অমরে চ–২/৯/১৫, "শিতশূক যবৌ সমৌ" ইতি । ওষধিঃ–ফলপাকান্তবৃক্ষাদিঃ, কদলী প্রভৃতিঃ, বনস্পতিঃ–বিনাপুষ্পং ফলিদ্রুমঃ, অমরে–২/৪/৬, "তৈরপুষ্পাদ্ বনস্পতিঃ" ইতি । তিলঃ–স্বনামাখ্যাতশস্যম্। মাষঃ–ব্রীহিভেদঃ, ; মাসকলাই ইতি । ইতেবং বহুনি ভোজ্যদ্রব্যাণ্যাশ্রিত্য জায়ন্তে, ইত্যর্থঃ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–ইহ অন্যাধিষ্ঠিতাদিকরণস্য বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয় ঃ–ব্রীহ্যাদিষু ভোজ্যদ্রব্যেষু অনুশায়িনাং জীবানাং মুখ্যং জন্ম ? অথবা আকাশাদিবৎ সংশ্লেষমাত্রমিতি । তথাচ–জীবানাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মশ্রূতির্মুখ্যার্থা ভবতি ? উত অন্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রং তেষাং জন্ম ইতি গৌণার্থা সা, ইতি সন্দেহবীজম্, ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

বিষয়–অতঃপর অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ বিষয় বাক্য অবতারণা করিতেছেন–প্রবর্ষেতি । প্রবর্ষণের পর তাহারা ইহলোকে ব্রীহি যব ঔষধি বনস্পতি তিল মাসাদি জন্মগ্রহণ করে, ইহা তথায় শ্রবণ করা যায় । এইস্থলে ছান্দোগ্যেবাক্য এই প্রকার–সেই চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ কালে অনুশায়িগণের বর্ষা ধারার দ্বারা পৃথিবী প্রবেশের জন্ম শ্রুত হয়, তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন–ত ইতি । সেই অনুশায়িগণ এই পৃথিবীতে ব্রীহি যব ঔষধি বনস্পতি তিল মাস প্রভৃতি হয়, ব্রীহি ধান্য সকল, এই অমরকোশে বর্ণিত আছে–আশুব্রীহিও পাটল সমান শব্দ । যব স্বনাম খ্যাত শূক ধান্যবিশেষ, শিত শূক ও যব সমপর্য্যায়, ঔষধি-ফল পাকিলে যে বৃক্ষ মরিয়া যায় কদলী প্রভৃতি । বনস্পতি যাহাতে পুষ্প বিনা ফল হয় অমরকোশে আছে–পুষ্পরহিত ফল যুক্ত বনস্পতি । তিল স্বনামখ্যাত শস্যবিশেষ । মাষ ব্রীহিভেদ মাসকলাই, এইরূপে বহুপ্রকার ভোজ্য দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া জীব জাত হয় এই প্রকার বিষয় বাক্য ।

সংশয়–এই অন্যাধিষ্ঠিত অধিকরণের বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে–ব্রীহীতি । অনুশায়ী জীবগণের ব্রীহি প্রভৃতিতে যে জন্ম হয় তাহা কি মুখ্য ? অথবা সংশ্লেষ মাত্র ? অর্থাৎ ব্রীহ্যাদি ভোজ্যদ্রবের মধ্যে অনুশায়িজীবের মুখ্য জন্ম হয় ? অথবা আকাশাদির সমান সংশ্লেষমাত্র হয় ? জীবগণের ব্রীহ্যাদিভাবে জন্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য মুখ্যার্থ যুক্ত হয় ? উত অন্যকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতিতে সংসর্গমাত্র তাহাদের জন্ম হয় ? এই গৌণার্থাশ্রুতি হয় ? ইহাই সন্দেহ বীজ, এই প্রকার সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ–এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–জায়ন্ত ইতি ।

॥ওঁ॥ অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/৬/২৫॥

অন্যৈর্জীবৈ র্ভোক্তৃতয়াধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব স্যাৎ। ন তু ভোগায় তত্রোৎপদ্যন্তে। কুতঃ? পূর্বেতি। আকাশাদিভাব বৎ ব্রীহ্যাদিভাবস্যাপ্যুক্তেরিত্যর্থঃ। যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ভোগহেতুঃ কর্ম্ম নাভিলপ্যতে। তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রমেব তন্নতু মুখ্যং জন্মেতি ॥২৫॥

পূর্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—"জায়ন্তে" ইতি। ছান্দোগ্যবাক্যে—"তিলমাষা জায়ন্তে" ইতি। "জনী প্রাদুর্ভাবে" ইতি ধাতো র্জন্ম এব মুখ্যার্থত্বাৎ অনুশায়িনাং তিলমাসাদয়ো মুখ্যং জন্ম। তথাচ—ক্ষীর দধি ভাবেন, যথা ক্ষীরস্য দধিভাবত্বে তস্য সত্তা ন বিদ্যতে, এবং অবাদি ভাবগতানাং জীবানাং ব্রীহ্যাদিভাবগতানাং পৃথক্‌সত্তা ন বিদ্যতে ইতি। তস্মাৎ ক্ষীরদধিভাবেন অবাদিভির্ভূতৈঃ পরিস্বক্তানাং জীবানাং অবাদি দ্বারা ব্রীহ্যাদিমুখ্যং জন্ম ইতি। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়নঃ–অন্যাধিষ্ঠিতে" ইতি। অন্যোন জীবেন জীবান্তরেণ বা অধিষ্ঠিতে জাতিস্থাবরে ব্রীহ্যাদৌ অনুশায়িনঃ সংশ্লেষমাত্রম্, ন তু মুখ্যং, জন্ম, এবং কুতঃ? পূর্ববদভিলাপাদিতি। পূর্ববৎ বায়্বাদিবৎ সংশ্লেষমাত্রং সঙ্কীর্ত্তনাদিত্যর্থঃ।

জায়ন্তে এই উক্তিহেতু মুখ্য জন্ম হয়। অর্থাৎ ছান্দোগ্যবাক্যে তিল মাষ হইয়া জন্ম হয়, এইস্থলে জনী প্রাদুর্ভাবে এই ধাতু হইতে জন্মই মুখ্যার্থ হওয়া হেতু অনুশায়িগণের তিলমাষাদি মুখ্য জন্ম হয়। যেমন ক্ষীর দধিভাবে পরিণত হয়, অর্থাৎ দুগ্ধ দধি হইলে যেমন দুগ্ধের সত্তা থাকে না, সেই প্রকার জলাদি ভাবগত জীবগণের পৃথিবীতে ব্রীহ্যাদি ভাবগতদিগের পৃথক সত্তা থাকে না।

অতএব ক্ষীর দধিভাবে জলাদি স্বরূপ হইয়া পরিস্বক্ত জীবগণের জলাদির দ্বারা ব্রীহ্যাদিভাবে মুখ্যই জন্ম সম্ভব হয়। অতএব ব্রীহ্যাদিস্থাবর দেহে জীবগণ সুখ দুঃখ ভাগী হয়। সুতরাং জীবগণের ব্রীহ্যাদি মুখ্য জন্ম, এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রতিপাদন করা হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণ করিতেছেন—অন্যেতি। অন্যকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেও পূর্ববৎ অভিলাপ হেতু। অর্থাৎ অন্যজীবের দ্বারা অথবা জীবান্তরে অধিষ্ঠিত হইলে জাতি স্থাবরে ব্রীহ্যাদিতে অনুশায়ীর সংশ্লেশ মাত্র হয়, কিন্তু মুখ্য জন্ম নহে, এই প্রকার কেন পূর্ববৎ অভিলাপ হেতু। পূর্ববৎ বায়ু যেমন সকল বস্তুতে সংশ্লেশ মাত্র হয় সেই প্রকার জীবেরও ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লেশমাত্র কীর্ত্তন করাই হইয়াছে। এইস্থলে সারার্থ এই যে—যে সকল জীবগণের ব্রীহ্যাদিদেহ যোগ্য কর্ম্ম হইয়াছে, সেই জীব সকল ব্রীহ্যাদিদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রীহ্যাদিদেহে তৎকর্ম্ম পরিপাক বা ফলভোগ করে। যাহারা স্বর্গ হইতে অবরোহন করে তাহারা সেই ব্রীহ্যাদিদেহে সংযোগমাত্র লাভ করে, তথায় তাহাদের ভোগ হয় না, কারণ ব্রাহ্মণাদি শরীরেরই তাহাদের ভোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সূত্রে যে "পূর্ববৎ" শব্দ আছে তাহারই দুই প্রকার অর্থ, প্রথম-পূর্ববৎ যে প্রকার

॥ওঁ॥ অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ওঁ॥ ৩/১/৬/২৬॥

নন্ব নৈয়রধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহেঽনুশায়িনাং সংশ্লেষমাত্র মেব নতু ভোগার্থং জন্ম, ভোগহেতোঃ কর্মণোরভাবাদিত্যুক্তিরযুক্তা, তদ্ধেতোঃ সত্ত্বাৎ ।

অয়মত্র সারার্থঃ–যোষাং জীবানাং ব্রীহ্যাদিদেহযোগ্যানি কর্ম্মাণি অভূবন, তে জীবাস্তদ্দেহান্ প্রাপ্য তেষু ব্রীহ্যাদিদেহেষু তৎকর্ম পরিপাকং ভুঞ্জতে । যে তু স্বর্গাদবরূঢ়াঃ তে খলু তেষু ব্রীহ্যাদিদেহেষু সংযোগমাত্রং লভন্তে, ন তু তত্র তেষাং ভোগম্, যতো ব্রাহ্মণাদিষু শরীরেষু তেষাং ভোগাভিধানাদিতি। সূত্রস্থ–"পূর্ববৎ" ইতি পদং দ্যর্থকম্ । তত্রাদ্যম্–পূর্ববৎ–যথাকাশাদিষু অনুশায়িনাং সংশ্লেষমাত্রং তথা ব্রীহ্যাদিষু অপি কেবলং সংসর্গমাত্রমেব ।

দ্বিতীয়ন্তু–"পূর্ববৎ"–আকাশাদিভাবে যথা ভোগহেতুকর্ম্মাভাবোঽভিলপাতে তথা ব্রীহ্যাদিভাবেঽপি ভোগহেতু কর্ম্মাভাব ইত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোতার্থম্ । "রমনীয়চরণাঃ" ইতি "ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিম্" ইতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দেহাদৌ ভোগ শ্রবণাৎ, ন স্থাবরাদৌ জীবস্য মুখং জন্ম ইতি । ননু তথাত্বে "জায়ন্তে" ইতি শ্রুতিবাক্যস্য কোঽর্থঃ ? অস্য সংসর্গমাত্রে লাক্ষণিকার্থঃ, ন তু মুখ্যার্থ স ইতি ভাষ্যাভিপ্রায়ঃ ॥২৫॥

অথ শঙ্কামুখাপ্য সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–অশুদ্ধিমিতি । স্বর্গাদিসুখভোগজনকং যাগাদিকর্ম অশুদ্ধম্ হিংসাত্বাৎ, "তথাহি"–অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকামঃ" "বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগমালভেত" ইতি যাগাদের্হিংসাময়ত্বশ্রবণাৎ অশুদ্ধম্ স্বর্গপ্রাপকং কর্ম" চেৎ ? ন, যাগাদের্হিংসাময়ত্বেঽপি ন অশুদ্ধং পাপজনকম্ ; এবং কুতঃ ? শব্দাদিতি । স্বতঃ প্রমাণভূতাপ্রাকৃতাপৌরুষেয়লক্ষণ-বেদশব্দপ্রামাণ্যাদিত্যর্থঃ। অথ সূত্রস্থ-অশুদ্ধ শব্দস্য ব্যাখ্যানমাহঃ–"ননু" ইতি । ভাষ্যাংশস্তু স্পষ্টমেবে ; "তদ্ধেতোঃ সত্ত্বাদিতি–ব্রীহ্যাদিদেহেষু দুঃখ-ভোগহেতো যাগাদৌ পশুহিংসাত্মকস্য পাপকর্ম্মণঃ সত্ত্বাদিতার্থঃ ।

অথ যাগাদিকর্ম্মণোঽশুদ্ধত্বেঽনুমানবতারয়ন্তি–তথাহীতি । স্পষ্টম্ । এবমনুমানস্য ফলমাহঃ–"ততশ্চ" ইতি । কিঞ্চ শ্রীমহাভারতে–আশ্বমেধিক পর্বণি-৯১/১৪, "ধর্ম্মোপঘাতকস্ত্বেষ সমারম্ভস্তব প্রভো ! ।

আকাশাদিতে অনুশায়িগণের সংশ্লেশ মাত্র, দ্বিতীয় আকাশাদি ভাবে যে প্রকার ভোগ হেতু কর্ম্মের অভাব বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ব্রীহ্যাদিতেও ভোগহেতু কর্ম্মের অভাব বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ ।

ভাষ্যার্থ-অন্য জীব কর্ত্তৃক ভোজনরূপে অধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতি দেহে সেই অনুশায়িগণের সংশ্লেষ মাত্রই হইবে, কিন্তু ভোগের নিমিত্ত তথায় উৎপন্ন হয় না । কেন ? পূর্বেতি । আকাশাদি ভাবের ন্যায় ব্রীহ্যাদিভাবেরও উক্তি হেতু এই অর্থ । যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণান্ত দেহে ভোগের কারণ কর্ম্মের অভিলাপ কীর্ত্তন নাই, সেই প্রকার ব্রীহ্যাদিভাবেও বুঝিতে হইবে । যে শ্রুতি বাক্যে তথায় ভোগ কথিত হইয়াছে তথায় "রমণীয়চরণ" ইত্যাদির দ্বারা অভিলাপ বা কীর্ত্তন করা হইয়াছে । অতএব সংশ্লেষমাত্রই তাহার জন্ম হয়, কিন্তু মুখ্য জন্ম নহে । অর্থাৎ রমনীয়চরণ ইত্যাদি ব্রাহ্মণযোনি অথবা ক্ষত্রিয় যোনি

তথাহি-- স্বর্গাদিফলকমিষ্টাদি কর্ম্মৈবাশুদ্ধমগ্নি–সেমীয়াদিপশুহিংসামিশ্রত্বাৎ। হিংসা তু পাপমেব। "ন হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি" (যজুঃ ২/৫/৫) ইতি প্রাতিষেধাৎ। ততশ্চ পুণ্যাংশঃ স্বর্গংদত্তে, পাপাংশস্তু ব্রীহ্যাদি ভাবমিতি। "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" (মনুঃ ১২/৯) ইতি স্মৃতেশ্চ। অতো ব্রীহ্যাদিষু মুখ্যং জন্মেতি চেন্ন। কুতঃ শব্দাৎ। "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি বেদবাক্যাদিত্যর্থঃ।

নায়ং ধর্ম্মকৃতো যজ্ঞো ন হিংসা ধর্ম-উচ্যতে ॥ ইতি ইন্দ্রং ঋষয়ঃ। তস্মাৎ হিংসামিশ্রযাগাদিকর্ম্মণঃ পাপত্বাৎ, পাপস্য স্থাবরত্বপ্রাতিরেব ফলম্, অত্র মনুসংহিতা বাক্যেনাপি তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি–শরীরজৈরিতি। নরঃ শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ স্থাবরতাং যাতি, ইতি। অতোহনুশায়িনাং ব্রীহ্যাদিষু দেহলাভ এব মুখ্যং জন্ম ইতি। ইতি চেন্ন, এবং ন ভবেদিত্যর্থঃ। কুতঃ ? কুত এবং ন ভবেৎ ? শব্দাদিতি। অথ স্বতঃ প্রমাণভূতবেদবাক্যেন–বৈধহিংসায়া ধর্ম্মত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"অগ্নীতি" অগ্নি–সোমীয় যাগে অগ্নেরর্থং তথা সোমার্থং চ পশুমালভেত' ইতি ;

এবং "অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকামঃ" "বায়ব্যাং শ্বেতছাগমালভেত" ইতি বেদবাক্যাদিতার্থঃ। অথ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্বৈদিকগম্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–তথা চ' ইতি। স্পষ্টম্। অথ পুনঃ শঙ্কয়ন্তি–ন চেতি।

সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দেহাদিতেই ভোগ শ্রবণহেতু স্থাবরাদিদেহে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না। যদি বলেন- তাহা হইলে জায়ন্তে এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ কি ? তাহার সংসর্গমাত্রে লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহা মুখ্যার্থ নহে ইহাই ভাষ্যের অভিপ্রায় ॥২৫॥

অনন্তর আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন–অশুদ্ধি মিতি। অশুদ্ধি বলিতে পারিবেন না, কারণ শব্দ হেতু অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখভোগ জনক যাগাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ যে হেতু তাহা হিংসা হওয়ার জন্য, যেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ যাগের দ্বারা যজনা করিবে, বায়বীয় যাগে শ্বেতছাগ আলম্ভন করিবেন, ইত্যাদি যাগ প্রভৃতির হিংসাময়ত্ব শ্রবণহেতু অশুদ্ধ স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ যাগাদি হিংসাময় হইলেও অশুদ্ধ পাপজনক নাহে। এই প্রকার কেন ? শব্দ হইতে, স্বতঃপ্রমাণ স্বরূপ অপ্রাকৃত অপৌরুষেয়লক্ষণ বেদশাস্ত্র প্রামাণ্য হেতু ইহাই অর্থ।

শঙ্কা–যদি বলেন অন্যজীব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদি দেহে অনুশায়িগণের সংশ্লেশ মাত্রই হয়, কিন্তু ভোগের নিমিত্ত জন্ম নহে, যেহেতু তথায় ভোগহেতু কর্ম্মের অভাব বিদ্যামান আছে, এই যুক্তি আপনাদের শাস্ত্রসঙ্গত নহে, কারণ তাহার হেতু বিদ্যামান আছে। অনন্তর যাগাদি কর্ম্মের অশুদ্ধিতার নিমিত্ত অনুমানের অবতারণা করিতেছেন–তথাহীতি। স্বর্গাদি ফল প্রদায়ক ইষ্টাদিকর্ম্মই অশুদ্ধ অগ্নিসোমীয়াদি পশু হিংসা মিশ্রহওয়া হেতু, হিংসাই পাপ, যজুর্বেদে বর্ণিত আছে–প্রাণী সকলকে হিংসা করিবে না, ইত্যাদি বাক্যে প্রতিশেধ বর্ত্তমান আছে। এই অনুমানের ফল বলিতেছেন–ততশ্চেতি। অতএব যাগাদির যে পুণ্যাংশ তাহা স্বর্গ প্রদান করে, পাপাংশ ব্রীহ্যাদিভাব প্রদান করে। এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত

তথাচ ধর্ম্মত্বাধর্ম্মত্বয়োর্বৈদিকগম্যত্বাদ্ বেদেনৈব হিংসানুগ্রহাত্মকস্যে-ষ্টাদের্ধর্ম্মত্বাবধারণান্নাশুদ্ধং তদিতি। ন চ "মা হিংস্যাৎ" ইতি নিষেধাৎ পাপংহিংসেতি বাচ্যম্। উৎসর্গো হি সঃ। "অগ্নিসোমীয়ম্" ইতি ত্বপবাদঃ। উৎসর্গাপবাদয়োর্ব্যবস্থিতবিষয়ত্বান্ন কিঞ্চিচ্চোদ্যমস্তি। তস্মাদ্ ব্রীহ্যাদিভিঃ সংশ্লেষমাত্রং জন্মেতি ॥২৬॥

প্রকটার্থম্। অয়মত্রার্থঃ– সামান্যবিধিঃ উৎসর্গঃ, বিশেষবিধিঃ অপবাদঃ, উৎসর্গাপবাদয়োরপবাদঃ শ্রেষ্ঠঃ। তস্মাৎ "মা হিংস্যাৎ সর্বা ভুতানি" ইতি বাক্যন্তু যজ্ঞেতর পশুহিংসাং নিষেধয়তি : "অগ্নীসোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি বাক্যন্তু যজ্ঞে পশুহিংসাং বিধত্তে, তস্মাৎ চন্দ্রলোকাদবরোহতাং সানুশায়িনাং ব্রীহ্যাদিভিঃ সংশ্লেষমাত্রমেব, ন তু তেষাং মুখ্যং জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

অথ স্বর্গলোকাদবরোঽহতাং জীবানাং ব্রীহিযবাদয়ো ন মুখ্যং জন্ম, তৎ প্রতিপাদয়ন্তি–ইতোঽপি, অস্মাৎ কারণাদপি অনুশায়িনাং ব্রীহিযবাদৌ সংশ্লেষমাত্রং, ন তু তত্রৈবাবস্থানমিতি।

আছে–ঋষিগণ ইন্দ্রকে কহিলেন! হে প্রভো! ধর্ম্মের উপঘাতক আপনার যাগক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, ধার্মিক কার্য্য যজ্ঞ নহে, যাগে হিংসাহেতু হিংসাকে কেহ ধর্ম্ম বলে না। অতএব হিংসামিশ্র যাগাদি কর্ম্ম পাপ হওয়া হেতু পাপের ফল স্থাবরতা প্রাপ্তি। এই বিষয়ে শ্রীমনুসংহিতা বাক্যের দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন–শরীরজৈরিতি। মানব শরীর জাত কর্ম্মদোষ হইতেই স্থাবরতা প্রাপ্তি হয়, ইহা স্মৃতি বাক্য, অতএব ব্রীহ্যাদিতেই মুখ্য জন্ম, অর্থাৎ অনুশায়িগণের ব্রীহি প্রভৃতিতে দেহ লাভই মুখ্য জন্ম হয়।

সমাধান–ইহা নহে, এই প্রকার হইবে না। কেন? শব্দহেতু। অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণ ভূত বেদবাক্যের দ্বারা বৈধহিংসার ধর্ম্মত্ব প্রতিপাদনহেতু, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন–অগ্নীতি। অগ্নিসোমীয় অগ্নির নিমিত্ত যাগে এবং সোমের নিমিত্ত যাগে পশুর আলম্ভন ছেদন করিবে, এবং স্বর্গকামী অশ্বমেধের দ্বারা যাগ করিবে, তথা বায়ুসম্বন্ধি যোগে শ্বেতছাগ আলম্ভন করিবে, ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে ইহাই অর্থ। অনন্তর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বৈদিকগম্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–তথেতি। সারার্থ এই যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম যে কি তাহা একমাত্র বেদের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, সুতরাং বেদই হিংসা ও অনুগ্রহাত্মক ইষ্টাদির ধর্ম্মত্ব অবধারণ করা হেতু বৈদিক যাগাদি হিংসা অশুদ্ধ নহে।

অথ পুনঃ শঙ্কা–করিতেছেন–নচেতি। যদি বলেন–প্রাণিসকলকে হিংসা করিবে না এইরূপ নিষেধ বাক্যহেতু যাহা পাপ তাহাই হিংসা' ইহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহা উৎসর্গবিধি হয়। 'অগ্নিসোমীয়' ইহা অপবাদ বিধি, উৎসর্গ ও অপবাদ উভয় বিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে সুতরাং বিরোধের কোন আশঙ্কা নাই। অতএব ব্রীহ্যাদির সহিত জীবের সংশ্লেষ মাত্র জন্ম হয়। অর্থাৎ এইস্থলে যথার্থ এই যে-সামান্য বিধিকে উৎসর্গ বলে, বিশেষ বিধিকে অপবাদ বলে, উৎসর্গ এবং অপবাদের মধ্যে অপবাদই শ্রেষ্ঠ, অতএব "মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি" এই বাক্য যজ্ঞভিন্ন পশুহিংসা নিষেধ করিতেছেন। "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" এইবাক্য কিন্তু যজ্ঞে পশু হিংসার বিধান করিতেছেন।

ইতোঽপীত্যাহ–

॥ওঁ॥ রেতঃ সিগ্ যোগোঽথ ॥ওঁ॥ ৩/১/৬/২৭॥

অথ ব্রীহ্যাদিভাবানন্তরমনুশায়িনো রেতঃ সিগ্ যোগস্তত্রৈব শ্রূয়তে–"যো যোঽন্নমত্তি

অথ কারণং বক্তুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"রেতঃসিগ্" ইতি। অথ–ব্রীহ্যাদিভাবানন্তরং, অনুশায়িনাং "রেতঃসিগ্যোগঃ" শ্রূয়তে ইতি শেষঃ। অর্থাৎ রেতঃসেচনকারিনাং যুবাং সংসর্গঃ তত্রৈব ছান্দোগ্যে ব্রীহিযবাদিভাবানন্তরং শ্রূয়তে ইতি। অথ ইতি–অতিরোহিতার্থম্। অথানুশায়িনঃ রেতঃসিগ্যোগং ছান্দোগ্যেবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–"যঃ" ইতি। যো যো অন্নং অত্তি ভক্ষয়তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয়ঃ–তাদৃশদেহলাভো ভবতি, তথাচ–অনুশায়ী ব্রীহ্যাদি-অন্নদ্বারা পুরুষং প্রবিষ্টঃ তদ্ভূত এব তদ্ভাবমেব গচ্ছতীত্যর্থঃ, যদি মানবো রেতঃসিগ্ ভবতি, তদা অনুশায়ী মানব এব ভবতি, যদি গবাদয়ো ভবন্তি তদা

সুতরাং চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকারি সানুশায়ী জীবগণের ব্রীহ্যাদির সহিত সংশ্লেষমাত্রই হয়, কিন্তু তাহাদের মুখ্য জন্ম নহে ইহাই অর্থ ॥২৬॥

অনন্তর স্বর্গলোক হইতে অবরোহণকারি জীবগণের ব্রীহি যবাদি মুখ্য জন্ম নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–ইতোহপীত্যাহ। এই কারণ হইতেও অনুশায়িদিগের ব্রীহি যবাদিতে সংশ্লেষ মাত্র হয়, কিন্তু তথায় অবস্থান করে না। সেই বিষয়ে কারণ বলিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–রেত ইতি। অনন্তর রেতঃ সিগ্ যোগ হয়, অর্থাৎ ব্রীহ্যাদিভাবের পর অনুশায়িদিগের রেতঃ সেচন কারীর যোগ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ রেতঃ সেচনকারি যুবকগণের সংসর্গ সেই ছান্দোগ্যে ব্রীহিযবাদিভাবের পরেই শ্রবণ করা যায় ইহাই সূত্রের অর্থ।

অথ ব্রীহ্যাদিভাবের পর অনুশায়ির রেতঃসিগ্ যোগ ছান্দোগ্য বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–য ইতি। যে যে অন্ন ভক্ষণ করে, যে রেতঃ সিঞ্চন করে তাদৃশ দেহ লাভ করে। অর্থাৎ অনুশায়ী ব্রীহ্যাদি অন্ন দ্বারা পুরুষে প্রবেশ করত তদ্ভূয় তাহার ভাবই প্রাপ্ত হয়। যদি মানব রেতঃ সেচন কর্ত্তা হয়, তবে অনুশায়ী মানব হয়, যদি গবাদি রেতঃ সেচনকারী হয় তবে অনুশায়ী গবাদির আকার হয় ইহাই অর্থ। যদি বলেন–পুরুষ সংজ্ঞা হয়, এই শ্রুতি বাক্যে পুরুষদেহ প্রাপ্তিই অনুশায়ির মুখ্য রেতঃ সেচন কারিত্ব? তাহা বলিতে পারেন না, কারণ ন চেতি। তাহার মুখ্যতা রেতঃসিগ্রূপ নহে, অন্যের অন্যরূত্বা সম্ভব হেতু, তাহা স্বীকারে দেহপ্রাপ্তি যোগ সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ যাহার বীর্য্যের দ্বারা অনুশায়ী পুরুষদেহে প্রবেশ করে সেই পুরুষ রেতসিগ্ কথিত হয়। যদি অনুশায়ী মুখ্যরেতঃ সিগ্রূপ হয় তবে তাহা হইতে অন্য দেহ যুক্ত দেখা যাইবে না ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে–হে গৌতম! যোষিৎ অগ্নি, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া–সেই যোষিত অগ্নিতে রেতঃ হবন করে" এইভাবে পুরুষের রেতঃসেচনের পর স্ত্রীর গর্ভ হয়, তত পঞ্চ আহুতিতে জল পুরুষ সংজ্ঞা লাভ করে, অর্থাৎ যোষিৎ প্রসবের পর পুরুষ হয় ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্মের দ্বারা জীব দেহ লাভের নিমিত্ত পুরুষের রেতঃ কণাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে প্রবিষ্ট হয়। তত্ত্বে অর্থাৎ অনুশায়ির রেতঃ সিগ্রূপত্ব স্বীকার করিলে জীবের দেহপ্রাপ্তি যোগ সম্ভব হইবে না,

যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" (ছা০ ৫/১০/৬) ইতি । ন চ তস্য মুখ্যং রেতঃ সিগ্‌রূপত্বমন্যস্যান্যরূপত্বাসম্ভবাৎ । তত্ত্বে দেহাপ্ত্যাযোগাচ্চ । তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রাং স্বীকার্য্যম্ । এবং সতি ব্রীহ্যাদাবপি তদেবাস্তু, বৈরূপ্যেহেত্বাভাবাৎ ॥২৭॥

অনুশায়ী তদাকারা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ।

ননু "পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছা০ ৫/৯/১) ইতি শ্রুত্যা পুরুষদেহপ্রাপ্তিরেব অনুশায়িনো মুখ্যং রেতঃসেচনকারিত্বম্' ইতি চেৎ ? তত্রাহঃ–নচেতি । তথাচ–যস্য শুক্রেণ অনুশায়ী পুরুষদেহং ভজতি স পুমান্ রেতঃসিগ্ নিগদিতঃ । যদ্যনুশায়ী মুখ্যরেতঃসিগ্‌রূপঃ স্যাৎ তর্হি ততোঽন্যো দেহং ভজন্ ন দৃশ্যেত ইত্যর্থঃ । তথাহি ছান্দোগ্যে–৫/৮/১, যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ" ইতি, ইত্যারভ্য "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি" ইতি পুরুষস্য রেতঃসেচনানন্তরং স্ত্রিয়া গর্ভং ভবতি, ততঃ–পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি, ইতি যোষিৎপ্রসবানন্তরং পুরুষো ভবতি, ইতি তত্রার্থঃ ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/৩১/১, "কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে । স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥ "অন্যস্য" ইতি ব্যাখ্যাতম্–(২৩) তত্ত্বে–অনুশায়িনঃ রেতঃসিগ্‌রূপত্বে দেহপ্রাপ্ত্যযোগাৎ, পঞ্চম্যাহুতিব্যর্থতাপত্তেশ্চ । অথ নিগময়ন্তি–তস্মাদিতি । আকাশাদি-পুরুষান্তং অনুশায়িনঃ সংশ্লেষমাত্রমিতি স্বীকার্য্যমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ এবং সতি ব্রীহ্যাদাবপি সংশ্লেষমাত্রমস্তু, বৈরূপ্য-তত্র তত্রানুশায়িনো মুখ্যজন্মবত্ত্বে হেত্বাভাবাদিতি সারার্থঃ ॥২৭॥

ননু এবং স্বর্গাদারোহতঃ অনুশায়িনঃ সর্বত্র সংসর্গমাত্রেঽঙ্গীকৃতে তস্য কুত্রাপি মুখ্যং জন্ম ন সম্ভবেৎ, ততশ্চ–"রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" (ছা০ ৫/১০/৭) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যস্য মুখ্যার্থবাধপ্রসঙ্গঃ।

পঞ্চমী আহুতি ও ব্যর্থ হইবে । অনন্তর নিগমন করিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব সংশ্লেষ মাত্রই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ আকাশাদি পুরুষান্ত অনুশায়ীর সংশ্লেষ মাত্র স্বীকার করাই উচিত । এই প্রকার হইলে ব্রীহ্যাদিতেও তাহাই সংশ্লেষ মাত্রই হউক, বৈরূপ্যে সেই সেই স্থলে অনুশায়ির মুখ্য জন্ম স্বীকারে হেত্বাভাব কোন প্রকার কারণ নাই ইহাই এই প্রকরণের সারর্থ ॥২৭॥

শঙ্কা–এই প্রকার স্বর্গ হইতে অবরোহণকারী অনুশায়ির সর্বত্র সংসর্গ মাত্র স্বীকার করিলে তাহার কোন স্থলেও মুখ্য জন্ম সম্ভব হইবে না, অতএব রমণীয় যোনি লাভ করে ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের মুখ্যার্থ বাধ প্রসঙ্গ হয় ।

সমাধান–এই প্রকার মনে করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–যোনেরিতি । যোনি হইতে শরীর হয়, অর্থাৎ স্ত্রী যোনি প্রাপ্তির পশ্চাৎ সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্ত অনুশায়ির শরীর প্রাপ্তি হয় ইহাই সূত্রার্থ । ল্যব্‌লোপে কর্ম্মে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে, ল্যব্‌লোপ হইলে কর্ম্মেও অধিকরণে পঞ্চমী হয়, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে–গম্যের এবং যবন্তের কর্ম্মের ও অধিকরণের উত্তরে পঞ্চমী হয় । পিতার দেহ হইতে মাতার যোনিতে প্রবেশ করিয়া জীব দেহ প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ অনুশয় ভুক্তাবশিষ্ট ফল ভোগের নিমিত্ত জীব শরীর লাভ করে, অর্থাৎ অনুশয় ভুক্তাবশিষ্ট

॥ওঁ॥ যোনেঃ শরীরম্ ॥ওঁ॥ ৩/১/৬/২৮॥

ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। পিতৃশরীরান্মাতৃযোনিং প্রবিশ্য দেহমাপ্নোত্যনুশয়-ফলভোগায়--তদ্ য ইহ রমণীয় চরণাঃ" (ছা০ ৫/১০/৭) ইত্যাদেঃ। তস্মাদাকাশাদি

ইত্যেবং মনসি কৃত্য সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ--"যোনেঃ শরীরম্" ইতি। স্ত্রীযোনি প্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব সুখদুঃখভোগায় অনুশায়িনঃ শরীরপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। "ল্যব্ লোপো" ইতি "ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণ্যধিকরণে চ ইতি, (পা০ ২/৩/৩৮ সূত্রস্য বার্ত্তিকম্, সিদ্ধান্তকৌমুদী) কিঞ্চ শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে--৪/১২২, "গম্যস্য যবন্তস্য কর্ম্মণোঽধিকরণাচ্চ পঞ্চমী" ইতি। যোনিং ইতি "প্রবিশ্য" যোগে "যোনেঃ" ইতি পঞ্চমী, তথাচ--পিতৃশারীরাৎ রেতোদ্বারৈব মাতৃযোনিং প্রবিশ্য ব্রাহ্মণাদিদেহমাপ্নোতি, কিমর্থম্ ? অনুশয় ভুক্তাবশিষ্টকর্ম্মফল ভোগায়েত্যর্থঃ।

অপিচ--ঐতরেয়োপনিষদি--৪/১/২, "যদেতদ্ রেতস্তদেতৎ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ-সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্ যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি তদস্য প্রথমং জন্ম। "তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা" ইতি।

সঙ্গতি *:*--অথান্যাধিষ্ঠিতাধিকরনস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ--তস্মাদিতি। তথাচ--স্বর্গাদবরোহণাবসরে যথানুশায়িন আকাশাদৌ সংশ্লেষমাত্রং তথৈব ব্রীহিযবাদাবপি এবং রেতঃসিগ্‌দেহেঽপি সংশ্লেষমাত্রমেব ন তু তেষু তস্য মুখ্যং জন্ম ইতি। অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদস্য সঙ্গতিপ্রকারমবতারয়ন্তি--"ইত্থঞ্চ" ইতি।

তথাচ--বৈরিঞ্চপঞ্চপ্রপঞ্চে ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানে বিবিধযাতনা ভাজনে ভৌতিক শরীরে বৈরাগ্যমুৎপাদ্য সর্বকারণে--সর্বনিয়ামকে পরমকরুণাবরুণালয়ে--দিব্যবিচিত্রানন্তাচিন্ত্যগুণগণালঙ্কৃতে--সর্বজ্ঞে-

---

ফল ভোগের নিমিত্ত জীব শরীর লাভ করে, যাহারা রমণীয় আচরণকারী ইত্যাদি অর্থাৎ যোনি শব্দ প্রবিশ্য যোগে যোনেঃ এই প্রকার পঞ্চমী হইয়াছে। অর্থাৎ পিতার শরীর হইতে বীর্য্য দ্বারাই মাতৃযোনিতে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণাদি দেহ লাভ করে, কি নিমিত্ত ? অনুশয়--ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে ঐতরেয়োপনিষদে বর্ণিত আছে--যে রেতঃ তাহা সকল অঙ্গ হইতে তেজঃ সম্ভব হইয়া আত্মার দ্বারাই আত্মাকে পালন করে, সেই রেতঃ যেকালে স্ত্রীতে সিঞ্চন করা হয় তখন তাহার জন্ম হয়, তাহাই তাহার প্রথম জন্ম, তাহা স্ত্রীর আত্ম সদৃশ হয়, যে প্রকার নিজের অঙ্গ সেই রূপ হয়।

সঙ্গতি--অনন্তর অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন--তস্মাদিতি। অতএব আকাশাদি প্রাপ্তির সমান ব্রীহ্যাদি প্রাপ্তি হয় বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্বর্গ হইতে অবরোহণ অবসরে অনুশায়ির যে প্রকার আকাশাদিতে সংশ্লেষ মাত্র হয়, সেইরূপ ব্রীহি যবাদিতে রেতঃ সেচন যোগ্য পুরুষ দেহেও সংশ্লেষ মাত্র হয়, কিন্তু তাহাতে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না ইহাই সিদ্ধ হইল। অথ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সঙ্গতি প্রকার অবতারণা করিতেছেন--ইত্থঞ্চেতি। এই প্রকার দুঃখসারে সংসারে বিরাগ যুক্ত হইয়া সৎবুদ্ধি যুক্ত সাধকগণ আনন্দময় শ্রীহরিকেই ধ্যান করিবে ইহাই ব্যঞ্জিত হইল। অর্থাৎ বৈরিঞ্চ

প্রাপ্তিরিব ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তিরিতি সিদ্ধম্‌। ইত্থঞ্চ দুঃখসারে সংসারে বিরজ্য হরিরেবানন্দময়ো ধ্যেয়ো সুধিয়েতি ব্যঞ্জিতম্‌ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে

সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩/১॥

সবের্বশ্বরে-অখিলরসামৃতসিন্ধো-শ্রীরাধালঙ্কৃতবামভাগে-শ্রীরূপমহিতে শ্রীগোবিন্দদেবে স্বামিনি সর্বদা তৃষ্ণা যুক্তা ইত্যর্থঃ।

তথাহি-শ্রীপদ্মপুরাণে–২২৫/৭৯, "দেহেঽস্থিমাংসরুধিরেঽভিমতিং ত্যজত্বম্‌" ইতি। কিঞ্চ শ্রীভাগবতে–১১/৯/২৯, লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃ শ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥ তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং আনন্দময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব ধ্যেয় ইতি। অসারে খলু সংসারে দুর্ল্লভং মানবং তনুম্‌। তস্মাৎ সাধো! সদাসেব্যং গোবিন্দচরণাম্বুজম্‌ ॥২৮॥

ইতি অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্‌ ॥৬॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে

সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথম পাদস্য

শ্রীমদ্‌বেদান্ততীর্থ কৃতো

শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যং সম্পূর্ণম্‌ ॥৩॥১॥

পঞ্চপ্রপঞ্চে ঘটী যন্ত্রবৎ সর্বদা আবর্ত্তমান বিবিধ যাতনার পাত্র ভৌতিক শরীরে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া সর্বকারণ সর্বনিয়ন্তা পরম করুণাবরুণালয় দিব্য বিচিত্রানন্ত অচিন্ত্য গুণগণালঙ্কৃতে সর্বেশ্বর অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীরাধা অলঙ্কৃত বাম ভাগ শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভুপাদ পূজিত শ্রীগোবিন্দদেবে সর্বদা তৃষ্ণা হওয়া যুক্তি সঙ্গত হয় ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে–অস্থি মাংস রুধিরময়দেহে তুমি অভিমান পরিত্যাগ কর। অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–এই মানবদেহ অতিশয় সুদুর্ল্লভ বহুজন্মের পরে লাভ করিয়া ইহা অনিত্য হইলেও সাধন দ্বারা সর্বার্থ প্রদান কারী, সুতরাং যাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তাবৎকাল পর্যন্ত সত্বর নিঃশ্রেয়সের নিমিত্ত যত্ন করিবে, কারণ বিষয়ভোগ সর্বত্র বিদ্যমান আছে। সুতরাং যথার্থই বলিয়াছেন–আনন্দময় শ্রীগোবিন্দ দেবকেই ধ্যান করা উচিত। এই অসার সংসারে মানবদেহ দুর্ল্লভ অতএব হে সাধো! শ্রীগোবিন্দদেবের চরণাম্বুজ যুগল সদা সর্বদা সেবা করা উচিত হয় ॥২৮॥

এই প্রকার অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত ॥৬॥

এই ভাবে শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যায় সাধন নামে

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীমদ্বেদান্ততীর্থ বিরচিত

শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা ॥৩/১॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

বিত্তির্বিরক্তিশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ পুরো
যস্যাঃ পরানন্দ তনো র্বিতিষ্ঠতে ।
সিদ্ধিশ্চ সেবা সময়ং প্রতীক্ষতে
ভক্তিঃ পরেশস্য পুনাতু সা জগৎ ॥

"তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ"

স্বপ্রেমভক্তিদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
তং করুণাময়ং দেবং গৌরচন্দ্রং ভজে সদা ॥

অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশাধিকরণকদ্বিচত্বারিংশৎ সূত্রাত্মকস্য দ্বিতীয়পাদস্য ব্যাখ্যামারভমানাঃ শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ শ্রীগোবিন্দভক্তি-মাহাত্ম্যবিশেষং মঙ্গলমাচরন্তি–বিত্তিরিতি । যস্যাঃ পরানন্দতনোঃ পুরঃ বিত্তিঃ বিরক্তিশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ বিতিষ্ঠতে, সিদ্ধিশ্চ (যস্যাঃ) সেবাসময়ং প্রতীক্ষতে ; সা পরেশস্য ভক্তিঃ জগৎ পুনাতু ইত্যন্বয়ঃ । বিত্তির্জ্ঞানম্ ইতি হেমচন্দ্রঃ (শব্দ ক দ্রু-১৩৩৪ পৃঃ) যস্যাঃ পরানন্দোতনোঃ শ্রীভক্তিমহাদেব্যাঃ পুরঃ সমীপে চরণপ্রান্তে বা বিত্তির্জ্ঞানং, বিরক্তিঃ বৈরাগ্যঃ, তৌ জ্ঞানবৈরাগ্যৌ কৃতাঞ্জলী বিতিষ্ঠেতে ; কিঞ্চ-তত্রৈব-শ্রীভাগবতে-(১/৫/৩৫) জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্" ইতি । তথাহি শ্রীসাত্ত্বততন্ত্রে-৪/৩৫, সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যাঃ ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী ।

"তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ"

অনন্তর তৃতীয় অধ্যয়ের দ্বিতীয়পাদের ব্যাখ্যা করিতেছেন । যিনি নিজবিষয়ক প্রেমদান করিয়া এই জগৎকে নিস্তার করিয়াছেন । সেই করুণাময় লীলাবিনোদী শ্রীগৌরচন্দ্রকে সদা সর্বদা ভজন করি । অথ তৃতীয় অধ্যয়ের দ্বিতীয়পাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তিমাহাত্ম্যবিশেষ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন –বিত্তিরিতি । যে পরমানন্দ বিগ্রহার নিকটে বিত্ত এবংবিরক্তি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, সিদ্ধি যাঁহার সেবা সময় প্রতীক্ষা করে, সেই পরশের ভক্তি জগৎ পবিত্র করুন । অর্থাৎ বিত্তি জ্ঞান, যে পরমানন্দাবিগ্রাহ শ্রীভক্তি মহাদেবীর সমীপে অথবা শ্রীচরণ প্রান্তে বিত্তি জ্ঞান ও বিরক্তি-বৈরাগ্য তাহারা দুইজনে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে -যে জ্ঞান ভক্তিযোগের অধীন সেই জ্ঞান সমন্বিত । শ্রীসাত্ত্বততন্ত্রে বর্ণিত আছে পরমাশ্চর্য্যযুক্তসিদ্ধি সকল শাশ্বতিভুক্তি ও মুক্তিএবং নিত্য পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দ ভক্তি হইতে লাভ হয় । অপর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বর্ণিত বিষয়-মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসকল অদ্ভূত ভুক্তিগণ শ্রীহরিভক্তি মহাদেবীর দাসিকার ন্যায় অনুব্রত আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে । অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধি সকল শ্রীভক্তিমহাদেবীর সেবক হয়,

১॥ "সন্ধ্যাধিকরণম্"–

অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে । প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো ভক্ত্যর্হত্বায় স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপো মহিমা (১-১০) তদাবির্ভাবানামৈক্যং (১১-১৩) আত্মমূর্ত্তিত্বং

নিত্যশ্চ পরমানন্দো ভবেদ্ গোবিন্দ ভক্তিতঃ ॥

কিঞ্চ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ-১/১/৩৪, হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ । ভূক্তয়শ্চাদ্‌ভূতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদানুব্রতাঃ ॥ ইতি । তথাচ–জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধয়ঃ শ্রীভক্তিমহাদেব্যাঃ সেবকা এব, তে তস্যাঃ সেবা সময়ং প্রতীক্ষণ্ কৃতাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ তৎসমীপে অবতিষ্ঠন্তে ; পরেশস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য সা প্রসিদ্ধা হলাদিনীসার সম্বিৎসারূপা শ্রীভক্তির্জগৎ, জগদ্‌বাসিজনানপি পুনাতু, তথাচ–জগদ্বাসিজনানাং হৃদয়ং পবিত্রং করোতু, যেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য চরণারবিন্দে সর্বেষাং জনানাং মনোভৃঙ্গ সংলগিষ্যতি ইতি ভাবঃ ।

১॥ সন্ধ্যাধিকরণম্

রথস্য রথযোগস্য মুদস্য প্রমুদস্য চ ।
স্বাপ্নিক-সৃষ্টিকর্ত্তাঽসৌ ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ ॥

অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে স্বদেহপর্য্যন্তে জগতি নশ্বরাদিদোষদৃষ্ট্যা প্রাকৃতবিষয়ভোগাদৌ বৈরাগ্যে সিদ্ধে আনন্দময়ে সর্ব্বানন্দকদম্বে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তিরুপযুক্তা, তৎ সিদ্ধয়ে শ্রীগোবিন্দদেবস্য

তাহারা শ্রীভক্তিদেবীর সেবা সময় প্রতীক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান করে । পরেশ শ্রীগোবিন্দদেবের সেই প্রসিদ্ধা হলাদিনীর সার সম্বিৎসাররূপা শ্রীভক্তি জগৎ ও জগদ্বাসিমানবগণকে পবিত্র করুন । অর্থাৎ জগদ্বাসিজনবগণের হৃদয় পবিত্র করুন যেন শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দে সকল মানবের মনোভৃঙ্গ সংযুক্ত হয় ইহাই ভাবার্থ ।

১। "সন্ধ্যাধিকরণ"

অতঃপর সন্ধ্যাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর রথের রথযোগের মুদের প্রমুদের এবং স্বাপ্নিকসৃষ্টির কর্ত্তা হয়েন । অনন্তর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নিজদেহ পর্য্যন্ত জগৎকে নশ্বরাদি দোষ দৃষ্টির দ্বারা প্রাকৃত বিষয় ভোগাদিতে বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে পরে আনন্দময় সর্ব্বানন্দকদম্বে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তি করা উপযুক্ত, তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তানুরঞ্জক গুনগণ এবং সর্বকর্ত্তৃত্ব সর্বগত্ব সর্বদাতৃত্বাদিগুনগণের এই দ্বিতীয় পাদের দ্বারা নিরূপণ করা হেতু দ্বিতীয়পাদের আরম্ভ এইপ্রকার পাদ সঙ্গতি । এইস্থলে শ্রীপদ্মপুরণীয় বাক্য-তুমি অস্থিমাংসরুধিরময়দেহে অভিমান পরিত্যাগ কর, জায়া পুত্রাদিতে সদা মমতা মুক্ত হও, এই জগৎ ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠরূপে সর্বদা দেখিবে, সুতরাং বৈরাগ্যরাগ রসিক ও ভক্তি নিষ্ঠ হও । অনন্তর যোনি প্রবেশ করিয়া শরীর লাভ করে এই সূত্রে অনুশায়ী জীজ পিতৃশরীর হইতে বীর্য্যদ্বারা মাতার গর্ভে প্রবেশ করত তথা হইতে নিঃসরণ

(১৪-১৭) ভজদ্‌ভেদঃ (১৮-২২) প্রত্যক্ত্বং (২৩) তথাপি ভক্ত্যৈকগ্রাহ্যত্বং (২৪-২৭) উভয়াবভাসিত্বং (২৮-৩১) পরানন্দত্বং (৩২-৩৪) ভাবানুশারিপ্রকাশত্বং (৩৫-৩৬) সর্বপরত্বং (৩৭) সর্বগতত্বং (৩৮) সর্বদাতৃত্বং (৩৯-৪২) চেতি গুণনিচয়ো নিরূপ্যতে।

ভক্তানুরঞ্জকানাং সর্বকর্তৃত্ব-সর্বগতত্ব-সর্বদাতৃত্বাদি-গুণানামিহ দ্বিতীয়েন পাদেন নিরূপণাৎ তত্র দ্বিতীয়পাদস্যারম্ভঃ, ইতি পাদসঙ্গতিঃ ।

অত্র শ্রীপদ্মপুরাণবাক্যম্-২২৫/৭৯, দেহেঽস্থিমাংসরুধিরেঽভিমতিং ত্যজত্বম, জায়া সুতাদিষু সদা মমতাং বিমুঞ্চ । পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং বৈরাগ্যরাগরসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ ॥ ইতি। অথ "যোনেঃ শরীরম্" (৩/১/৬/২৮) ইতি সূত্রে অনুশায়ী পিতৃশরীরাৎ রেতোদ্বারা মাতৃগর্বভং প্রবিশ্য লব্ধদেহস্তস্মান্নিঃ সরতি । তথাহি ছান্দোগ্যে–৫/৯/১, "স উল্বাবৃতো গবের্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্ বাথ জায়তে" ইতি ।

কিঞ্চ শ্রীভাগবতে–৩/৩১-১/৫, কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে । স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃ কণাশ্রয়ঃ ॥ কললংত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদম্ । দশাহেন তু ক কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥

করে, এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে–সেই উল্বণের দ্বারা আবৃত গর্ভ দশ অথবা নয় মাস পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া যথা কালে জাত হয় । অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ঈশ্বর কর্ত্তৃক কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব দেহ লাভের নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে প্রবেশ করে, পরে এক রাত্রিতে কলল রজঃ বীর্য্যের সংমিশ্রণ হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্‌বুদ আকার হয়, দশদিনে কর্কন্দুর আকার ধারণ করে, তাহার পর মাংসপেশী প্রভৃতি হয়, একমাসে মস্তক দুইমাসে বাহু পাদাদি শরীর, তিন মাসে নখ লোম অস্থি চর্ম্ম লিঙ্গ ছিদ্রাদি হয়, চারি মাসে সপ্তধাতু, পঞ্চমাসে ক্ষুধাতৃষ্ণা হয়, ছয়মাসে জারায়ুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দক্ষিণ কুক্ষে ভ্রমণ করে । মাতার ভক্ষিত অন্নপানাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই জীব জন্তুসম্ভব গর্ভে বিষ্ঠা ও মূত্রের গর্তে শয়ন করে ; সাত মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বোধ লাভ করত কম্পিত হইয়া প্রসূতি বায়ুর দ্বারা বিষ্ঠা খণ্ডের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করে। পুনঃ এই প্রকার স্তব করিয়া ঋষি জীব দশ মাস গর্ভে অবস্থান করে, পরে সূতিমারুত প্রসরের নিমিত্ত অধোদেশে সদ্যঃক্ষেপণ করে, সেই প্রসূতি বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত ও আতুর হইয়া সহসা অধোমস্তকে অতিশয় কষ্টে গর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রমণ করে, এবং নিরুচ্ছাস ও স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়, তাহার পর ভূমিতে রক্ত ও মূত্র যুক্ত হইয়া পতিত হওয়ত বিষ্ঠার ক্রিমির ন্যায় চেষ্টা করে, এবং অজ্ঞান হইয়া রোদন করে, এইভাবে বিপরীত গতি প্রাপ্ত হয় । জীব এই প্রকার মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসরণের পর দশম দিবসে পিতৃপ্রদত্ত নাম গ্রহণ করে । এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–অনন্তর দেবোঽসি এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার নামকরণ করিবে, তাহাই তাহার গোপন নাম হয় । অতএব নাম রূপযোগস্বরূপ যে জাগর সৃষ্টি তাহা শ্রীপরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিরচিত, তাহা "সজ্ঞামূর্ত্তি" ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

ভক্তীচ্ছুঃ খলু তত্ত্বৎ সম্প্রতীতো তস্যাং প্রবর্ত্ততে, নেতরথা। তত্রাদৌ স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বমুচ্যতে,—তদিতরস্য তৎ কর্ত্তৃত্বে ব্রহ্মণঃ সর্বকর্ত্তৃত্ববাধাৎ। কিঞ্চিৎ কর্ত্তরি তস্মিন্ ভক্তির্নোদ্ভবেদতস্তৎ কর্ত্তৃতয়া তন্মহিমা প্রদর্শ্যতে।

মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহবঙ্ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ। নখলোমাস্থি চর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্‌ভবস্ত্রিভিঃ॥ চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃ ডুদ্‌ভবঃ। ষড়্‌ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে॥ মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে। শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তু র্জন্তুসম্ভবে॥ অপিচ—৩/৩১/১০, আরভ্য সপ্তমান্ মাসান্ লব্ধবোধোঽপিবেপিতঃ। নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ॥

কিঞ্চ—তত্রৈব-৩/৩১/২২-২৪, এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্য স্তবন্নৃষিঃ। সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ॥ তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাবাক্‌শির আতুরঃ। বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ॥ তাপিতো ভুব্যসৃঙ্‌মূত্রে বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে। রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ॥ ইতি।

এবং মাতৃগর্ভান্নিঃ সরণানন্তরং দশমেঽহ্নি পিত্রাহিতং দেবদত্তাদি নাম ভজতি। তথাহি বৃহদারণ্যকে—৬/৪/২৬, "অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি তদস্য তদ্‌গুহ্যমেব নাম ভবতি" ইতি। তস্মান্নামরূপযোগরূপা জাগরসৃষ্টিরিয়ং পারমেশ্বরী। তচ্চ "সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্বত উপদেশাৎ" (২/৪/১১/২০)

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদিসর্বসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপ মহিমা বর্ণন করিবার নিমিত্ত দ্বিচত্বারিংশৎ (৪২) সূত্র এবং সপ্তদশ (১৭) অধিকরণ যুক্ত শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করিতেছেন—অথেতি। অনন্তর এইপাদে প্রাপ্যানুরাগহেতু স্বরূপা ভক্তি কথিত হইতেছে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয়পাদে প্রাপ্য শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তির অনুরাগ হেতুরূপা ভক্তি বলিতেছেন, তাহা উত্তমা ভক্তিই গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীমৎ পরমাচার্য্যপ্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীগোবিন্দদেব সুখভিন্ন সর্বপ্রকার অভিলাষাশূন্য, জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি হয়, সেই উত্তমা ভক্তি ক্লেষঘ্নী শুভদা মোক্ষ লঘুতাকারিণী সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। অপর সেই ভক্তি সাধন ভাব ও প্রেম নামে ত্রিবিধ হয়, ইত্যাদি সকল বিষয় সংরাধনাধিকরণে প্রকটিত হইবে। অনন্তর দ্বিতীয় পাদের বিষয় সকল প্রদর্শিত করিতেছেন—প্রাপ্যেতি। সাধকগণের প্রাপ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ভক্ত্যর্হ ভক্তির দ্বারা পাইবার যোগ্য সুতরাং সর্ব্বপ্রথম তাঁহার স্বপ্নাদি সৃষ্টির কর্ত্তৃত্বরূপ মহিমা বর্ণনা করিতেছেন। সেই মহিমা সকল এইপ্রকার—স্বপ্নাদি সৃষ্টিরকর্ত্তৃত্ব, তাঁহার আবির্ভাব সকলের একত্ব, আত্মমূর্ত্তিত্ব, ভজদ্‌ভেদ, প্রত্যত্ত্ব, তথাপি একমাত্র ভক্তির দ্বারাই গ্রাহ্য, উভয়াবভাসিত্ব পরানন্দত্ব, ভাবানুশারি প্রকাশত্ব, সর্বপরত্ব, সর্বগতত্ব, সর্বদাতৃত্ব, প্রভৃতিগুণ নিশ্চয় নিরূপণ করিতেছেন। অথ শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বকর্ত্তৃত্বাদি গুনসকল সম্যকরূপে অবগত হইয়া সাধক তাঁহার ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ সেই শ্রীভগবানের গুনসকল ভক্তগণের অনুরঞ্জক তাহাই প্রতিপাদন

ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতম্ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বপ্নাদিসর্বসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপো মহিমা বর্ণয়িতুং দ্বিচত্ত্বরিংশৎ সূত্রকং সপ্তদশাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদমারভন্তে শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ–অথেতি । অথ অস্মিন্ দ্বিতীয়ে পাদে প্রাপ্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য অনুরাগহেতু ভক্তিরুচ্যতে ।

সা চ উত্তমা ইতি গ্রাহ্যম্, তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শ্রীমৎরমাচার্য্যপাদাঃ–১/১/১১, অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যানাবৃতম্ । আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ সা চ–ক্লেশাঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা । সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥ ১/১/১৭,

কিঞ্চ তত্রৈব–১/২/১, সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥ ইত্যাদি সংরাধনাধিকরণে ব্যক্তি ভাবি । (৩/২/১১/২৪) অথাস্য দ্বিতীয়পাদস্য বিষয়ান্ প্রদর্শয়ন্তি–প্রাপ্যস্য” ইতি । সাধকানাং প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্ত্যহত্বায় সর্বাদৌ তস্য স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপো মহিমা বর্ণ্যতে ।

ভাষ্যাংশস্তু সুগমম্ । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদিগুণান্ সংপ্রতীত্য সাধকঃ তদ্ভক্তৌ প্রবর্ত্ততে, তোষাং শ্রীভগবদ্গুণানাং তত্রানুরঞ্জকত্বাৎ, ইতি প্রতিপাদয়ন্তি–ভক্তীচ্ছুঃ” ইতি । অথ জীবস্য কালস্য কর্ম্মস্য চ ন স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বমিতি প্রতিপাদয়ন্তি–‘তদিতরস্য’ ইতি ।

বিষয় ঃ–অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং প্রতিপাদায়িতুং সন্ধ্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্য মবতারয়ন্তি–“বৃহদারণ্যকে” ইতি । তত্র স্বপ্নস্থানে ন রথাঃ, গমনযোগ্যা যানা ন সন্তি, ন রথযোগাঃ, রথৈর্যুজ্যন্তে' ইতি রথযোগাঃ অশ্বাদ্বয়ঃ যত্র ন সন্তীত্যর্থঃ, ন পন্থনো ভবন্তি, তত্র রথাশ্বাদয়ো গমনযোগ্যাঃ পন্থানো ন ভবন্তীত্যর্থঃ ।

অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, অথ জীবানামদৃষ্টানুসারেণ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তান্ সর্বান্ সৃজতে'

করিতেছেন । ভক্তীতি । শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তীচ্ছু সাধক সেই সেই গুণবৃন্দ অবগত হইয়া তাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থা শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্ত হয়, অন্যথা ভক্ত হয় না । অথ জীব কাল ও কর্ম্মের স্বপ্নাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–তদিতি । শ্রীগোবিন্দদেব ভিন্ন তাহার কর্ত্তৃত্ব বাধিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ কর্ত্তা হইলে তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইবে না, সুতরাং তাহাদের কর্ত্তারূপে শ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা প্রদর্শিত করিতেছেন ।

বিষয় ঃ–অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদি সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বং প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সন্ধ্যাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন বৃহদিতি । বৃহদারণ্যকে শ্রবণ করা যায়–তথায় রথ রথযোগ পথ হয় নাই, তথাপি রথ রথযোগ পথ সকল সৃষ্টি করে, তথায় আনন্দ মুদ প্রমুদ নাই, কিন্তু আনন্দ মুদ প্রমুদ সকল সৃষ্টি করে, তথায় বেশান্ত পুষ্করিনী নদী নাই, তথাপি বেশান্ত পুষ্করিনী ও নদী সকল সৃষ্টি করে, তিনিই কর্ত্তা । অর্থাৎ সেই স্বপ্নস্থানে রথ গমনযোগ্য যাম বাহন নাই, এবং রথযোগ রথে যোজিত হয় যাহা তাহা রথযোগ আশ্বাদি ও তথায় নাই, পথও নাই, তথায় রথ আশ্বাদি গমনযোগ্য পথও নাই, তথাপি রথ রথযোগ এবং পথ সৃষ্টি করে, জীবগনের অদৃষ্টানুসারে শ্রীগোবিন্দদেব সেই সকল সৃষ্টি করেন ইহাই

বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে (৪/৩/১০) "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ

ইতি। কিঞ্চ তত্র স্বপ্নস্থানে ন আনন্দাঃ স্বরূপসুখানি সন্তি, মুদঃ–বৈষয়িকসুখানি, প্রমুদঃ–প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজানি সুখানি চ ন ভবন্তি, অথ তত্রানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, অপিচ–তত্র স্বপ্নস্থানে বেশান্তাঃ গৃহাঃ ক্ষুদ্রসরাংসি বা নাসন্তি, পুষ্করিণ্যঃ–বৃহৎসরাংসি ন সন্তি, কিঞ্চ তত্র স্রবন্ত্যোঃ নদ্যঃ ন ভবন্তি, অথ পূর্বাৎ জীবাদৃষ্টাণুসারেণ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ স হি কর্ত্তা, যঃ সৃজতে স এব কর্ত্তা ইত্যর্থঃ। অত্র পুষ্করিণ্যঃ, স্রবন্ত্যঃ ইত্যুভয়োর্দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা জ্ঞেয়। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় :–অত্র বৃহদরাণ্যকবাক্যে ভবতি সংশয়ঃ অত্রেয়মিতি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"জীব" ইতি। স্বাপ্নিকী রথাদিসৃষ্টিস্তু জীবকর্ত্তৃকা এব, যতস্তত্রৈব–"সৃজতে সহি কর্ত্তা" (বৃ০-৪/৩/১০) ইতি প্রতিপাদনাৎ, কিঞ্চ স্বপ্নদৃগ্ জীব এব, নতু পরমেশ্বরঃ, তস্মাৎ স এব কর্ত্তা ইতি। তস্যাপি–জীবস্যাপি ছান্দোগ্যোপনিষদি প্রজাপতিবাক্যে সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রবণাদিতি। তথাহি প্রজাপ্রতিবাক্যম্–(ছা০-৮/৭/১), য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকেঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্ট বাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ" ইতি। তথাচ–জীবঃ

অর্থ। আরও সেই স্বপ্নাস্থানে আনন্দ স্বরূপসুখ নাই, মুদ বৈষায়িক সুখ, প্রমুদ প্রকৃষ্ট বিষয়ানুভববজাত সুখ সকল ও তথায় নাই, তথাপি আনন্দ মুদ ও প্রমুদ সকল সৃষ্টি করে। অপর তথায় স্বপ্নাস্থানে বেশান্ত গৃহ অথবা ক্ষুদ্র সরোবর সকল নাই, পুষ্করিণী বৃহৎ সরোবরও নাই, এবং তথায় শ্রবন্তী নদী কূপও নাই, তথাপি পূর্ববৎ জীবের অদৃষ্ট অনুসারে বেশান্ত পুষ্করিনী শ্রবন্তী সৃজন করেন তিনি কর্ত্তা, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই কর্ত্তা ইহাই অর্থ। এইস্থলে পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ এই উভয়পদ দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা জানিবে, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় :–এই বৃহদারণ্যকবাক্যে সংশয় হইতেছে–অত্রেয়মিতি। এই স্বাপ্নিকী রথাদি সৃষ্টির কর্ত্তা কি জীব ? অথবা এই সৃষ্টি পরমাত্মকর্ত্তৃকা, পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব এ স্বাপ্নিক রথাদির সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাই এই অধিকরণের সন্দেহ বাক্য।

পূর্বপক্ষ :–এই প্রকার সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন–জীবেতি। স্বাপ্নিকী রথাদি সৃষ্টি জীব কর্ত্তৃকা হইবে, প্রজাপতি বাক্যে তাহারও সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ শ্রবণ হেতু। অর্থাৎ স্বাপ্নিকী রথাদি সৃষ্টি কিন্তু জীব কর্ত্তৃকাই হয়, কারণ বৃহদারণ্যকো যে সৃষ্টি করে সেই কর্ত্তা ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন, সুতরাং জীবই কর্ত্তা। যেহেতু জীবেরও ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতির বাক্যে সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ শ্রবণ করা যায়, তাহা এইপ্রকার–যে জীবাত্মা অপহতপাপ্মা বিজর মৃত্যু রহিত শোক

সৃজতে স হি কর্ত্তা" ইতি। অত্রেয়ং স্বাপ্নিকী রথাদিসৃষ্টির্জীব কর্ত্তৃকা ? পরমাত্ম কর্ত্তৃকা বা ? ইতি সংশয়ে–জীব কর্ত্তৃকা স্যাৎ, তস্যাপি প্রজাপতি বাক্যে সত্যসঙ্কল্পত্ব শ্রবণাদিতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ওঁ॥ ৩/২/১/১॥

সন্ধ্যং স্বপ্নঃ, "সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্" ইতি (বৃ০ ৪/৩/৯) তত্রৈব শ্রবণাৎ। জাগর সুষুপ্তিমধ্য ভবত্বাচ্চ। তত্র যা রথাদি সৃষ্টিঃ সা পরমাত্মকৃতৈব। কুতঃ ? হি যতঃ "স হি কর্ত্তা" (বৃ০ ৪/৩/১০) ইতি শ্রুতিরেব স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিং তৎকৃতমাহ।

অয়ং ভাবঃ–অল্পাল্প কর্ম্মানুসারি ফল ভোগায় স্বপ্নদ্রষ্টু পুং মাত্রানুভাব্যাংস্তাবন্মাত্র

সাধনাবির্ভূতগুণাষ্টকযুক্তো ভূত্বা স্বাপিকান্ রথাদীন্ সৃজতীতি মন্ত্রার্থঃ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :–"সন্ধ্যে" ইতি। ইহলোক-পরলোকয়োর্দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ, জাগ্রৎ–সুষুপ্তিস্থানয়োর্বা সন্ধৌ অন্তরালে ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নঃ, তস্মিন্ স্বপ্নে যা রথাদিসৃষ্টিঃ সা পারমেশ্বরী ভবিতুমর্হতি ; হি যতঃ, আহ–এবমেবাহশ্রুতিরিতি শেষঃ।

অথ সন্ধ্যশব্দস্য ব্যুৎপত্তিপ্রকারমাহঃ–"সন্ধ্যামিতি" সন্ধ্যং স্বপ্নঃ, স চ তৃতীয়ংস্থানমিতি শ্রুতিরাহসন্ধ্যং তৃতীয়ং-জাগ্রৎ সুষুপ্তি স্থানয়োরন্তরালেঽবস্থিতং স্বপ্নস্থানমিতি" তস্য স্বপ্নস্য জাগর সুষুপ্তিমধ্যভবত্বাচ্চ, তস্মাৎ এব স্বপ্নকালে যা রথাদিসৃষ্টিঃ সা পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবকৃতা এব, ন তু জীবাদিকৃতা। এবং

ক্ষুধা তৃষ্ণারহিত, সত্য কাম সত্যসঙ্কল্প তাহাকে অন্বেষণ করিবে জিজ্ঞাসা করিবে, যে জানে সে সকল কামনা সকললোক প্রাপ্ত করে, যে এই আত্মাকে জানে, ইহা প্রজাপতি বলিয়াছেন। অর্থাৎ জীব সাধনাবির্ভূতগুণাষ্টকযুক্ত হইয়া স্বপ্নলোকে স্বাপ্নিকীরথাদি সৃষ্টি করে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–সন্ধ্য ইতি। সন্ধ্য সৃষ্টি পারমেশ্বরীয় তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোক দুইটি স্থানের, অথবা জাগ্রৎ ও সুয়ুষুপ্তিস্থানের সন্ধিতে অন্তরালে মধ্যে যাহা হয় তাহাকে সন্ধ্য বা স্বপ্ন বলে, সেই স্বপ্নকালে যে রথাদি সৃষ্টি তাহা পারমেশ্বরী হওয়ার যোগ্য হয়, যেহেতু তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। অনন্তর সন্ধ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকার বলিতেছেন–সন্ধ্যমিতি। সন্ধ্যস্বপ্ন,. সন্ধ্য যেস্বপ্ন তাহা তৃতীয়স্থান বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থান, অর্থাৎ সন্ধ্য তৃতীয় জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি স্থানের অন্তরালে অবস্থানহেতু তাহাকে স্বপ্নস্থান বলে। জাগরত্ত সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান হওয়া হেতু, তথায় যে রথাদি সৃষ্টি তাহা পরমাত্মাকৃতা হয়, কেন ? যেহেতু "তিনিই কর্ত্তা" এই প্রকার শ্রুতি স্বপ্নে রথাদি সৃষ্টি তাঁহার কৃতা বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্বপ্নলোকের জাগর এবং সুষুপ্তি মধ্যবর্ত্তী হওয়ার নিমিত্ত সেই স্বপ্নকালে যে রথাদি সৃষ্টি তাহা পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক বিরচিত, কিন্তু জীব কর্ত্তৃক

সময়ান্ রথাদীন্ পরমাত্মা সৃজতি । তস্মাৎ "সহি কর্ত্তা" ইতি সত্যসঙ্কল্পস্যাচিন্ত্যশক্তে স্তাদৃশকর্ত্তৃত্বং সম্ভবত্যেবেত্যর্থঃ। "স্বপ্নান্তম্" (কঠ০ ২/১/৪) ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাচ্চেতি । জৈবী সত্যসঙ্কল্পতা তু মোক্ষে স্যাদতো ন তয়া স্বপ্নসৃষ্টিঃ ॥১॥

কুত ? "হি" যতঃ–"স হি কর্ত্তা" ইতি, স্পষ্টম্ ।

অথ পরমকরুণাময়–শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বাপ্নিক রথাদিসৃষ্টেঃ সারার্থমাহঃ–অয়মিতি । ননু-সত্যসঙ্কল্পস্য ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ঈদৃক্‌স্বাপ্নিকসৃষ্টৌ কথং প্রবৃত্তিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"অল্পাপঃ" ইতি । শেষমতিরহিতার্থম্ ।

তথাচ–যে মানবাঃ অল্পমল্পং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি ফলং তু দিব্যরথারোহণাদিজন্যানন্দরূপং মহদিচ্ছন্তি, তান্, পরমকারুনিকঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বেচ্ছানির্ম্মিতৈরথাদ্যৈস্তৎসুখং স্বপ্নেঽনুভাবয়তি, তেনানুভবেন জাগ্রৎসিদ্ধরথারোহনজন্যসুখাদিহেতুক-কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎসাহয়তি চ ইত্যর্থঃ ।

স্বপ্নান্তমিতি কঠোপনিষদি–"স্বপ্নান্তং" জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি" ইতি । ব্যাখ্যানস্তু "দেহযোগাদ্ বা সোঽপি" (৩/২/৩/৬) ইতি সূত্রে ভবতা । তস্মাৎ স্বাপ্নিকরথাদিসৃষ্টিকর্ত্তা সর্বকর্ত্তা

নহে । কোন ? হি যেহেতু তিনিই কর্ত্তা । অথ পরমকরুণাময় শ্রীগোবিন্দদেবের স্বাপ্নিক রথাদি সৃষ্টির সারমর্ম্ম বলিতেছেন–অয়মিতি । যদি বলেন–সত্য সঙ্কল্প ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবর এই প্রকার স্বাপ্নিক সৃষ্টি বিষয়ে কি প্রকারে প্রবৃত্তি হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–অল্পেতি । এই সূত্রের সারার্থ এই যে–পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব অল্প অল্প কর্ম্মানুসারি জীবের ফলভোগের নিমিত্ত স্বপ্নদৃশ্য জীবমাত্র অনুভব যোগ্য তাবৎ মাত্র সময় রথ গৃহাদি রচনা করেন, অতএব "তিনিই কর্ত্তা" ইহা সত্য সঙ্কল্প শ্রীগোবিন্দদেবের অচিন্ত্য শক্তি হইতে তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় ইহাই অর্থ । কারণ "স্বপ্নান্ত" বলিয়া অন্য শ্রুতিতেও শ্রবণ করা যায় । জীবের সত্য সঙ্কল্পতা মোক্ষ কালে হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা স্বপ্ন সৃষ্টি সম্ভব নহে । অর্থাৎ মানবগণ অল্প অল্প কর্মের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু দিব্যরথারোহণাদিজাত আনন্দরূপ মহাফল ইচ্ছা করে তাহাদিগকে পরমকারুনিক শ্রীগোবিন্দদেব নিজইচ্ছা নির্ম্মিত রথাদির দ্বারা সেই সুখ স্বপ্নে অনুভব করাইয়া থাকেন, এবং সেই অনুভাবের দ্বারা জাগরে সিদ্ধ রথারোহণ জাত সুখাদি হেতুক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎসাহন বর্দ্ধিত করেন ইহাই অর্থ । স্বপ্নান্তমন্ত্রটি কঠোপনিষদের, ব্যাখ্যা অগ্রে হইবে । অতএব স্বাপ্নিক রথাদি সৃষ্টিকর্ত্তা সর্বকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন ॥১॥

॥ওঁ॥ নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ওঁ॥ ৩/২/১/২॥

যত একে কঠাঃ পরমাত্মানমেব স্বাপ্নিকানাং কামানাং নির্ম্মাতারমামনন্তি। "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তিকামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (কঠ০ ২/২/৮) ইতি। এষু জীবেষু তে চ কামাঃ পুত্রাদয় এব ন ত্বিচ্ছা মাত্রম্। "সর্বান্ কামান্ ছন্দতঃ

শ্রীগোবিন্দদেব এব ইতি ॥১॥

অথ স্বাপ্নিকরথাদের্নির্ম্মাতারং শ্রীগোবিন্দদেব এব' ইতি প্রতিপাদায়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–নির্ম্মাতারমিতি। একে–কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্‌বিদুষঃ, পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমেব স্বাপ্নিকামানাং নির্ম্মাত্তারমামনন্তি, কামাঃ পুত্রাদয়ঃ, তথাচ–শ্রীগোবিন্দদেব এব স্বাপ্নিকরথাদীনাং নির্ম্মাণকর্ত্তা ইত্যর্থঃ। 'যতঃ' ইতি স্পষ্টম্। য এষু ইতি ; যঃ পরব্রহ্মসনাতনঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ এষু জীবস্য প্রাণাদিষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি, তথা চ স পুরুষঃ কামং কামং নির্ম্মিমানঃ ইতি।

তথাচ–জীবস্য প্রাণাদিষু সুপ্তেষু শ্রীগোবিন্দদেবঃ তস্য অল্পাল্প কর্ম্মানুসারিফল ভোগায় স্বাপ্নিকরথপথাদীন্ সৃজতীত্যর্থঃ। ননু কথমত্র কামশব্দেন পুত্রাদয়ো গৃহ্যন্তে ?, তদর্থস্তু ইচ্ছা এব। তথাহি অমরকোশে–৩/৩/১৩৮, (মান্তঃ) "ইচ্ছা মনোভবো কামো" ইতি চেৎ, তত্রাহঃ–এষু জীবেষু" ইতি।

অনন্তর স্বাপ্নিক রথাদির সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–নির্ম্মাতারমিতি। একদল বিদ্বানগণ বলেন–পুত্রাদির নির্ম্মাতা হয়। একে-কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বিদ্বান্‌গণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকেই স্বাপ্নিক কামনার নির্ম্মাণ কর্ত্তা মনে করেন, কামনা-পুত্রাদি। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবই স্বাপ্নিক রথাদির নির্ম্মাণ কর্ত্ত ইহাই সূত্রার্থ। যেহেতু পাঠকগণ পরমাত্মাকেই স্বাপ্নিক কাম সকলের নির্ম্মাণ কর্ত্তা মনে করেন। যিনি এই সকল সুপ্ত হইলে জাগ্রত থাকেন সেই পুরুষ কাম কাম নির্ম্মাণ করেন, অর্থাৎ যে পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীগোবিন্দদেব এই জীবের প্রাণাদি সকল প্রসুপ্ত হইলে জারারিত থাকেন, এবং সেই পুরুষ সকলের মনোরথ সকল নির্ম্মাণ করেন, অর্থাৎ জীবের প্রাণাদি সকল প্রসুপ্ত হইলে পরে শ্রীগোবিন্দদেব তাহার অল্প অল্প কর্ম্মানুসারি ফলভোগের নিমিত্ত স্বাপ্নিক রথ পথ প্রভৃতি সৃজন করেন ইহাই অর্থ। যদি বলেন–কাম শব্দের দ্বারা কি প্রকারে পুত্রাদির গ্রহণ করা হয়, তাহার অর্থ ইচ্ছা হয়, তাহা অমরকোশে বর্ণিত আছে–কাম শব্দে ইচ্ছা ও মনোভব হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন–এষ্বিতি। এই জীব সকলে সেই কাম সকল পুত্রাদি হয়, কিন্তু ইচ্ছামাত্র নহে। কাম সকল ইচ্ছামত প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্র পৌত্র বরণ কর, এই প্রকার তাহাদেরই কাম শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ পুত্রাদিই কাম শব্দের অর্থ তাহা কঠোপনিষদ্বাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–সর্বানিতি। শ্রীভগবানের তত্ত্বজিজ্ঞাসু নচিকেতার প্রতি যমরাজের বাক্য হেনাচিকেতসঃ ! তুমি শ্রীভগবত্তত্ত্ব বিনা সকল কাম, যে যে কাম মর্ত্ত্যলোকে প্রার্থণীয়ও দুর্ল্লভ সেই সকল নিজ ইচ্ছামত প্রার্থনা কর, সেই তোমাকে প্রদান করিব। সেই কামনা সকল বর্ণনা

প্রার্থয়স্ব" (কঠ০ ১/১/২৩) ইতি তেষামেব কাম শব্দেন প্রকৃতত্বাৎ । "এতস্মাদেব পুত্রো জায়তে, এতস্মাদ্ ভ্রাতা, এতস্মাদ্ ভার্য্যা, যদেনং স্বপ্নেনাভিহন্তি" (শ্রীমাধ্বভা০ ৩/২/১/২) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ ॥২॥

স্বাপ্নিকপদার্থনির্ম্মাতুর্ভগবতঃ কারণমাহ–

॥ওঁ॥ মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১/৩॥

অথ পুত্রাদয় এব কামশব্দস্যার্থঃ, ইতি কঠোপনিষদ্ বাক্য প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি–সর্বানিতি । শ্রীভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নচিকেতসং প্রতি যমরাজস্যোক্তিরিয়ম্–হে নচিকেতসঃ ! ত্বং শ্রীভগবত্তত্ত্বং বিনা সর্বান্ কামান্ যে যে কামা মর্ত্ত্যলোকে প্রাথনীয়া দুর্ল্লভাশ্চ, তান্ সর্বান্ ছন্দতঃ স্বেচ্ছাতঃ প্রার্থয়স্ব, তান্ সর্বানেব তুভ্যং দদমীত্যর্থঃ ।

অথ "কামানেব বর্ণয়ন্তি–শতায়ুষঃ" ইতি । শতং বর্ষাণি আয়ুংষি যেষাং তান্ শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীস্ব, তান্ কামানপি তুভ্যংদাষ্যামীতি, ইতি পুত্রপৌত্রাণামেব কামশব্দেন প্রকৃতত্বাদিত্যর্থঃ। অথ গোপবন শ্রুতিবাক্যপ্রমাণেনাপি শ্রীভাগবতঃ সর্বস্রষ্টৃত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–এতস্মাদিতি । স্পষ্টম্ । তস্মাদ্ যঃ পুত্রভ্রাতাদিরর্থঃ এনং শয়ানং জীবং স্বপ্নেন অভিহন্তি সংবধ্নাতীত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীভাগবতে–৭/৭/২৫, বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ । তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোহধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥ ইতি । তস্মাৎ পারমেশ্বরী এব স্বাপ্নিকী সৃষ্টিরিতি ॥২॥

অথ স্বাপ্নিকরথাদিনির্ম্মাণে শ্রীভগবতঃ কথমিচ্ছা জাতা ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"স্বাপ্নিক" ইতি ।

করিতেছেন–একশত বৎসর পরমায়ু যাহাদের তাহারা শতায়ু, তাদৃশ শতায়ু পুত্র পৌত্র বরন করে সেই কাম সকল তোমাকে প্রদান করিব ইহাই অর্থ । এই প্রকার পুত্র পৌত্রগণকেই কামশব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে । অনন্তর গোপবন শ্রুতিবাক্য প্রমানের দ্বারাও শ্রীভগবানের সর্বসৃষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–এতস্মাদিতি । এই পরমেশ্বর হইতে পুত্রজাত হয়, এই পরমেশ্বর হইতে ভ্রাতা জাত হয়, এই পরমেশ্বর হইতে ভার্য্যা জাত হয়, যাহা এই জীবকে স্বপ্নের দ্বারা অভিহনন করে, ইহা অন্য শ্রুতি বাক্য, অর্থাৎ যে পুত্র ভ্রাতাদি অর্থ বা বিষয় এই শয়ন কারী জীবকে স্বপ্নের দ্বারা সম্যক প্রকারে বন্ধন করে ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–জাগরন স্বপ্নও সুষুপ্তি এই সকল বুদ্ধির বৃত্তি, অধ্যক্ষ পুরুষযাহার দ্বারা সেই সেই অবস্থানুভব করে । অতএব এই স্বাপ্নিকী সৃষ্টি পারমেশ্বরী হয় ॥২॥

অনন্তর স্বাপ্নিক রথাদি নির্ম্মাণে শ্রীভগবানের কেন ইচ্ছা জাত হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–স্বাপ্নিকেতি । স্বাপ্নিক পদার্থ নিম্মাণ কর্ত্তা শ্রীভগবানের কারণ কি ? কি উপাদানে নির্ম্মাণ করেন ।

শঙ্কা ***:***–স্বপ্নকালে রথ পথ প্রভৃতি বাসনা বশতঃ জীবকর্ত্তৃক ভ্রমের দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়, যেমন জাগর কালে শুক্তিতে এই রজত বোধ, শুক্তিতে রজত দর্শন তাত্ত্বিক নহে, অতএব শুক্তিতে রজত দর্শনের ন্যায় স্বপ্ন রথাদি পরমেশ্বরী সৃষ্টি নহে ইহাই অর্থ । অপর দেশ ও কালের অসামঞ্জস্য হইতেও

স্বপ্নসৃষ্টাবতর্ক্যা মায়ৈব কারণং, ন তু পঞ্চীকৃতানি ভূতানি, চতুর্ম্মুখাদয়শ্চ । কুতঃ ? কাৎস্ন্যেনেত্যাদেঃ । সর্বানুভাব্যতয়াঽনভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ । তস্মাৎ পরমাত্মকৃতা স্বপ্নসৃষ্টিরিতি সিদ্ধম্॥৩॥

ননু–স্বপ্নে রথপথাদয়ো বাসনাবশাদেব জীবেন ভ্রান্ত্যা দৃশ্যন্তে, যথা জাগরে শুক্তৌ ইদং রজতম্ ইতি । ন চ শুক্তৌ রজতমিব স্বপ্নরথাদয়ো ন পারমেশ্বরী সৃষ্টিরিত্যর্থঃ । কিঞ্চ দেশকালয়োরসামঞ্জস্যাদপি স্বপ্নরথাদয়োভ্রান্তি বিজৃম্ভিতাঃ । ন হি রথাদীনামুচিতো দেশঃ স্বপ্নেঽস্তি, কুতঃ ? তেষাং নাড়ীপ্রবিষ্টমনোমাত্রজাতত্বাৎ ।

অপিচ–স্বপ্নস্য নাপ্যুচিতঃ কালঃ, যতো ঘটিকামাত্রস্থিতেঃ স্বপ্নেঽহর্গণসাধ্যানাং রথাদীনাং বিচরণ দর্শনাৎ । তস্মাৎ প্রাতিভাসিকাঃ স্বপ্নরথাদয়ঃ" ইতি । তথাচ–সত্ত্বা ত্রিবিধা–পারমার্থিকী, ব্যবহারিকী, প্রতিভাসিকী চেতি ; তত্র পারমার্থিকী ব্রহ্মণঃ সত্ত্বা ব্যবহারিকী ঘটাদিনাং সত্ত্বা ; প্রতিভাসিকী শুক্তৌ রজতাদেঃ সত্ত্বা, ইতি । (ন্যায়কোশঃ–৯৪৪ পৃঃ) অতো ন তে ঈশ্বরসৃষ্টা ইতি ।

ইতোবং শঙ্কায়াং সমুদ্ভাবিতায়াং সমাধান সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–মায়ামাত্রমিতি । স্বাপ্নিক রথপথাদিসৃষ্টৌ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অতর্ক্যা মায়াশক্তিমাত্রমেব কারণং, ন তু পঞ্চীকৃতানি ভূতানি । সূত্রস্থ "তু" শব্দেন পূর্বপক্ষস্য ব্যুদাসঃ । এবং কুতঃ ? "কার্ৎস্ন্যেন" ইতি ।

স্বপ্ন রথাদি ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত দৃষ্ট হয় । স্বপ্নকালের রথাদির সমুচিত দেশ নাই, কেন ? রথাদির নাড়ী প্রবিষ্ট মানোমাত্র জাত হওয়া হেতু । অপর স্বপ্নের উচিতকাল নাই, যেহেতু ঘটিকামাত্র অবস্থানকারী স্বপ্নকালে বহুদিবস সাধ্য রথাদির দ্বারা বিচরণ করিতে দেখা যায়, অতঃ প্রতিভাসিক, স্বপ্নরথাদি । সত্ত্বা তিন প্রকার–পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক, তন্মধ্যে পারমার্থিক ব্রহ্মের সত্ত্বা, ঘটাদির সত্ত্বা ব্যবহারিক, শুক্তিতে রজতাদির সত্ত্বা প্রাতিভাসিক সুতরাং স্বপ্নরথাদি ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে ইহাই আশঙ্কা।

সমাধান ঃ–এই প্রকার আশঙ্কাসমুদ্ভাসিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–মায়েতি । মায়া মাত্রই কারণ হয়, কাৎস্ন্যেন অভিব্যক্তি না হওয়ার জন্য । অর্থাৎ স্বাপ্নিক রথ পথাদি সৃষ্টি বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের তর্কাতীত মায়াশক্তি মাত্রই কারণ হয়, কিন্তু পঞ্চীকৃত মহাভূত নহে । সূত্রে তু শব্দ দ্বারা পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন । কেন এই প্রকার হয় ? কাৎস্ন্যেনেতি । স্বপ্নরথাদির স্বরূপসম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত না হওয়ার নিমিত্ত, সকলজনের অনুভবরূপে রথাদির অভিব্যক্তি হয় না ইহাই অর্থ । স্বপ্নসৃষ্টি বিষয়ে অতর্ক্যামায়াই কারণ । অতর্ক্যা অর্থাৎ দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী শ্রীগোবিন্দদেবের তর্কাতীত মায়াশক্তি অল্পদেশেও দীর্ঘদেশাদি এবং রথাদির সমাবেশ করে, অতর্ক্য শব্দের দ্বারা যুক্তির ব্যুদাস করিয়াছেন । অতএব স্বপ্নিক রথাদির ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি হইলেও কোন অনুপপত্তি হইবে না । কিন্তু পঞ্চীকৃতভূতগণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মাদিও স্বপ্নরথাদির সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কেন ? সম্পূর্ণরূপে সর্বজনের অনুভব গোচর বা অভিব্যক্তি না হওয়ার নিমিত্ত ইহাই অর্থ । সর্বানুভাব্য অর্থাৎ

২॥ স্বপ্নাধিকরণম্ ।

স্বপ্নরথাদীনাং পূর্ণরূপেণ অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ, সর্বানুভাব্যতয়া তেষামনভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ । স্বপ্নঃ ইতি স্পষ্টম্ । অতর্ক্যা ইতি–তথাচ–দুর্ঘটঘটনা পটীয়সী শ্রীগোবিন্দদেবস্য অতর্ক্যা মায়াশক্তিরল্পোঽপি দেশাদৌদীর্ঘং দেশাদিং রথাদিষু সমাবেশয়তি । অতর্ক্যা ইত্যনেন যুক্তের্ব্যুদাসঃ ।

তস্মাৎ স্বাপ্নিকরথাদীনাং ঈশ্বরসৃষ্টেঽপি ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি । ভাষান্তু অতিরোহিতার্থম্ । সর্বনুভাব্যমিতি–তথাচ–পঞ্চীকৃতানি ভূতানি উপাদায় চতুর্ম্মুখাদিভির্নির্ম্মিতা রথাদয়ঃ সর্বৈঃ প্রাণিভিরনুভূয়ন্তে, কিন্তু অবিতর্ক্যয়া মায়য়া এব স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দদেবেন নির্ম্মিতা রথাদয়স্তু স্বপ্নদ্রষ্টাভিরেব আস্বপ্নাদনু ভূয়ন্তে–ন তু সর্বৈবরিত্যর্থঃ ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সন্ধ্যাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহ ঃ–তস্মাদিতি । স্বপ্নানির্ম্মাণ কর্ত্তারং করুণাময়বিগ্রহম্ । স্বপ্নেঽপি মম গোবিন্দং যাস্যতি লোচন পথম্ ॥৩॥

ইতি সন্ধ্যাধিকরণম্ প্রথম্ সম্পূর্ণম্ ॥১॥

২॥ স্বপ্নাধিকরণম্

অথ পরমকারুণিক শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বল্পপুণ্যবতাং মানবানাং কৃতে স্বীয়-মায়াশক্ত্যৈব স্বাপ্নিকরথাদয়ো বিনির্ম্মায় স্বল্পকালং তৎ সুখভোগমনুভাবয়তি, অত্রেয়মাশঙ্কা–সা পারমেশ্বরী স্বাপ্নিকীসৃষ্টিঃ সত্যা মিথ্যা বা,

---

পঞ্চীকৃত ভূতগণকে উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদি দ্বারা নির্ম্মিত রথাদির সকল প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, কিন্তু অবিতর্ক্যা মায়ার দ্বারা রচিত রথাদি স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দদেব বিনির্ম্মিত কেবল মাত্র স্বপ্নদর্শন কারিগণই অনুভব করিয়া থাকে তাহা যাবৎ স্বপ্নকাল তাবৎ মাত্র, কিন্তু সকলেই স্বপ্নরথাদি অনুভব করে না ইহাই অর্থ ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর সন্ধ্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নসৃষ্টি হয় ইহা সিদ্ধ হইল । করুণাময় বিগ্রহ স্বাপ্নিক রথাদি নির্ম্মাণ কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব স্বপ্নেও কি আমার লোচন পথের পথিক হইবেন ॥৩॥

এই প্রকার সন্ধ্যাধিকরণ প্রথম সম্পূর্ণ ॥১॥

২॥ "স্বপ্নাধিকরণ"

অনন্তর স্বপ্নাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । অথ পরম কারুনিক শ্রীগোবিন্দদেব স্বল্পপুণ্যবান মানবগণের নিমিত্ত স্বীয় মায়া শক্তির দ্বারা স্বাপ্নিক রথাদি নির্ম্মাণ করিয়া অল্পকাল তাহার সুখভোগ অনুভব করাইয়া থাকেন, এইস্থলে আশঙ্কা এইযে সেই পরমেশ্বরী স্বাপ্নিকী সৃষ্টি সত্য ? অথবা মিথ্যা ? ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত স্বপ্নাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ–অনন্তর স্বপ্নাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–তথায়

অথ সা সত্যা ? উত মিথ্যেতি বিষয়ে–বোধোত্তরং বাধান্মিথ্যেতি প্রাপ্তৌ–

॥ওঁ॥ সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ওঁ॥ ৩/২/২/৪॥

হি যতঃ স্বাপ্নঃ পদার্থঃ শুভাশুভয়োর্মন্ত্রাদেশ্চ সূচকোঽতঃ সত্যঃ স্বপ্নস্বর্গঃ ।

ইতি নির্ণয়া-স্বপ্নাধিকরণারম্ভঃ, ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় :–অথ স্বপ্নাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহ :–তথাহি বৃহদারণ্যকে–৪/৩/১০, "ন তত্র রথা ন রথাযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথরথান্ রথাযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইতি । কঠোপনিষদি চ–২/১/৪, স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি" । কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদি–৪/১৯, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি" ইতি । বিষয় বাক্যম্ ।

বিষয় :–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, অথ সা স্বাপ্নসৃষ্টিঃ সত্যা ? অথবা–মরিচীকা জল বৎ মিথ্যা ? ইতি সন্দেহবাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সন্দেহেজাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–বোধাত্তরম্ ইতি । স্বপ্নাবস্থাতো যদা বোধো ভবতি তদনন্তরং স্বপ্নস্য বাধদর্শনাৎ মিথ্যা এব সা স্বপ্নসৃষ্টিরিত্যর্থঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাকাম্ ।

সিদ্ধান্ত :–ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তৌ সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ন :–"সূচকশ্চ" ইতি । স্বপ্নদৃষ্টপদার্থাঃ শুভাশুভয়োঃ সূচকো ভবতি, তস্মাৎ সত্যঃ স্বপ্নস্বর্গঃ । কুতঃ ? শ্রুতেঃ,

---

রথ রথযোগ পন্থা নাই, কিন্তু রথ রথযোগ পন্থা সৃষ্টি করেন । কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে–যাহা কর্ত্তৃক স্বপ্নান্তওজাগরিতান্ত দেখা যায় । কৌষিতকী ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে–যে কালে সুপ্ত কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে না এই প্রকার বিষয় বাক্য সংগ্রহ ।

বিশয় :–এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে–অথেতি । অথ সা স্বপ্ন সৃষ্টি সত্য ? মানব ব্যবহারযোগ্য ঘটপটাদিবৎ সত্য ? অথবা মিথ্যা মারিচীকা জলের ন্যায় মিথ্যা হয় ? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :–এই প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন–বোধেতি । বোধোত্তর কালে বাধ হেতু তাহা মিথ্যা, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা হইতে যে কালে বোধ হয় তদনন্তর স্বপ্নের বাধ দর্শন হেতু মিথ্যা সেই স্বপ্ন সৃষ্টি ইহাই অর্থ, এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–সূচকেতি । সূচক এবং শ্রুতি বাক্য হইতে, তথা স্বপ্নবিৎগণ বলিয়া থাকেন । স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল শুভ ও অশুভের সূচনা করে অতএব স্বপ্নসৃষ্টি সত্য, কেন ? শ্রুতি বাক্যাদিতে সেই প্রকার প্রতিপাদন করা হেতু, অপর তদ্বিদ-স্বপ্ন তত্ত্বজ্ঞ শ্রীবৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ মঙ্গল ও অমঙ্গলের সূচক বলিয়া বর্ণনা করেন । হি যেহেতু স্বপ্নজাত পদার্থ শুভাশুভ এবং মন্ত্রাদিরও সূচক হয়, অতএব স্বপ্নসর্গ

কুতস্তৎ সূচকত্বং ? শ্রুতেঃ। "যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেঽভিপশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে" ইতি (ছা০ ৫/২/৯) ছান্দোগ্যাৎ। "অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" (ঐ০ আ০ ৫/২/১) ইতি ঐতরেয়ারণ্যকাচ্চ।

শ্রুতিবাক্যাদৌ তথৈব প্রতিপাদনাৎ, কিঞ্চ তদ্‌বিদ :–স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্রীবৃহস্পতি–মহর্ষয়ঃ স্বপ্নং মঙ্গলামঙ্গলয়োঃ সূচকমাচক্ষন্তে। "হি" ইত্যাদি স্পষ্টম্।

অথ ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যপ্রমাণেন স্বপ্নস্য নিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–যদেতি। যদা কাম্যেষু কামার্থেষু কর্ম্মসু স্বপ্নে স্ত্রিয়ং-শুক্লাম্বরধরাং শুক্লগন্ধানুলেপনাং রমণীং অভিপশ্যতি, তত্র স্বপ্নকালে তস্মিন্ স্বপ্ন নিদর্শনে দ্রষ্টুঃ সমৃদ্ধিং কর্ম্মণাং ফলনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ স্বপ্নে তাদৃশী স্ত্রীদর্শনং সর্বসিদ্ধিপ্রদমিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীবৃহস্পতিঃ–

শুক্লাম্বরধরা নারী শুক্লগন্ধানুলেপনা। অবগূহতি যং স্বপ্নে লক্ষ্মীং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ইতি। অথ ঐতরেয়ারণ্যকশ্রুতিবাক্যপ্রমাণেন স্বপ্নস্যাশুভসূচকত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–অথ' ইতি। অথ কশ্চিৎ জনো যদি পুরুষংকৃষ্ণং-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টপুরুষং, কৃষ্ণদন্তং-তথা তস্য পুরুষস্য দন্তমপি কৃষ্ণবর্ণো ভবেৎ, এতাদৃশং

কেন তাহার সূচক হয় ? শ্রুতি প্রামাণহেতু। অথ ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের সত্যতা ও নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন–যদেতি। যদা কাম্য কর্ম্মবিষয়ে স্বপ্নকালে স্ত্রী দর্শন করে সেই স্বপ্ন নির্দেশনে দর্শন কারির সমৃদ্ধি জানিবে। অর্থাৎ মানব যেকালে কাম্যকর্ম্ম সকলে স্বপ্নে স্ত্রী শুক্লাম্বর শুক্লাগন্ধানুলেপন কারিণী রমণী দর্শন করে সেই স্বপ্ন কালে সেই স্বপ্ন নিদর্শনে স্বপ্নদর্শনকারী মানবের সমৃদ্ধি কর্ম্ম সকলের ফলনিষ্পত্তি হইবে জানিতে হইবে, অতএব স্বপ্নে তাদৃশী রমণী দর্শন সর্বসিদ্ধিপ্রদ ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীবৃহস্পতি বলিয়াছেন–যে মানব শুক্লবসন পরিধানা শুক্লগন্ধ অনুলেপন কারিণীরমণীকে স্বপ্নে আলিঙ্গন করে, তাহার লক্ষ্মীলাভ নির্দেশ করে।

অনন্তর ঐতরেয়ারণ্যকশ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের শুভও অশুভ সূচকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–অথেতি। স্বপ্নে কৃষ্ণ পুরুষ কৃষ্ণদন্ত দর্শন করে সে ইহাকে হনন করে ইহা ঐতরেয়ারণ্যকে আছে। অর্থাৎ কোন মানব যদি কৃষ্ণ পুরুষ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ, তথা সেই পুরুষের দন্তসকল ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এই প্রকার পুরুষ দর্শন করে, তাহা হইলে সেই স্বপ্নদৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তাদি লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষ এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষকে হনন করে ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীবৃহস্পতি বলিয়াছেন–করাল বিকট মস্তকযুক্ত কৃষ্ণপিঙ্গল হস্তও ভগ্নদন্ত পুরুষ স্বপ্নে দেখিলে তাহার মৃত্যু নির্দেশ করে। অপর গোবৃষ কুঞ্জর প্রাসাদ পর্বতাগ্র বনস্পতি প্রভৃতিতে আরোহন, বিষ্ঠানুলেপন রোদন ও মৃতদর্শন স্বপ্নযোগে অগম্যাস্ত্রীগমন এই সকল ধন্য–সৌভাগ্যবর্দ্ধন কারী। অপর গর্দভ উষ্ট্র মেষ ও মহিষীযুক্ত রথে যদি স্বপ্নকালে আরোহন করে তবে তাহার মৃত্যু নির্দেশ করে। অনন্ত সূত্রস্থ "তদ্বিদঃ" পদের ব্যাবৃত্তি করিতেছেন–তদ্বিদঃ

তদ্বিদঃ স্বপ্নজ্ঞাশ্চ স্বপ্নং শুভাদিসূচকমাচক্ষতে–স্বপ্নে গজারোহনং শুভস্য, খরারোহণন্ত্বশুভস্য সূচকমিত্যাদি ।

"আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিদং হরঃ । তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো

পুরুষং স্বপ্নে পশ্যতি, তদা স স্বপ্নদৃষ্টঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণদন্তাদিলক্ষণবিশিষ্টঃ পুরুষ এনং স্বপ্নদ্রষ্টারং জনং হন্তি মারয়তীত্যর্থঃ । এবমুক্তং শ্রীবৃহস্পতিনা–

করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ । হস্ততো ভগ্নদন্তশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ ইতি। কিঞ্চ–আরোহনং গো-বৃষ-কুঞ্জরাণাং প্রসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্ । বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নেষ্বগম্যাগমনঞ্চ ধন্যম্ ॥ ইতি । খরোষ্ট্রমেষমহিষী-রথযুক্তো যদা ভবেৎ । তত্রস্থঞ্চ বিবুধ্যেত মৃত্যুং তস্য বিনির্দ্দিশোৎ ॥ ইতি ।

অথ সূত্রস্থ "তদ্বিদঃ" শব্দস্য ব্যাবৃত্তিমাহঃ–তদ্বিদঃ স্বপ্নজ্ঞাঃ স্বপ্নফলজ্ঞাঃ শ্রীবৃহস্পতি প্রভৃতয়ঃ । অপিচ স্বপ্নে স্তোত্রলাভমপি দৃশ্যতে–"অদিষ্ট" ইতি । হরঃ–বৈষ্ণবাগ্রগণ্যঃ শ্রীশঙ্করঃ স্বপ্নে যথা ইমাং রামরক্ষাং তন্নামকং কবচম্ আদিষ্টবান্, প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ-মন্ত্রবিদ্বিশ্বামিত্রঃ তথা লিখিতবান্। তথাচ শ্রীশঙ্করঃ স্বপ্নে এব বিশ্বামিত্রায় আদিদেশ, বিশ্বামিত্রোঽপি প্রাতঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ তথৈব লিখয়ামাস ইত্যর্থঃ ।

স্বপ্নজ্ঞা স্বপ্নফল জ্ঞাতা শ্রীবৃহস্পতি প্রভৃতি । তাঁহারা স্বপ্নকে শুভাদিসূচক বর্ণনা করেন, স্বপ্নে গজারোহণ শুভের নিমিত্ত হয়, এবং গর্দভাদি আরোহন অশুভের সূচক ইত্যাদি । অপর স্বপ্নে স্তোত্রলাভ ও দেখা যায়–আদিষ্টেতি । হর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্কর স্বপ্নে যে প্রকার এই রামরক্ষা নামে কবচ আদেশ করিয়াছিলেন–প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া বুধকৌশিক মন্ত্রবিৎ বিশ্বামিত্র সেই প্রকারই লিখিয়াছিলেন, এইরূপ স্বপ্নে স্তোত্র লাভ স্মরণ করেন । অর্থাৎ শ্রীশঙ্কর স্বপ্নে স্তোত্র বিশ্বামিত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্রও প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হইয়া সেইরূপই লিখিয়াছিলেন, ইহাই অর্থ । এই সূত্রের সারার্থ বলিতেতছেন–এবঞ্চেতি এই প্রকার ভবিষ্যৎ কালের সত্যার্থ সূচনা বিষয়ে, কোথাও মন্ত্রঔষধাদি প্রাপ্তি দর্শন দ্বারা সূচনার সত্যত্ব সিদ্ধ হইলে সত্যত্ব প্রত্যয়হেতু সাক্ষাৎ স্বপ্নেদৃষ্ট কর্ত্তৃক হনন শ্রবণহেতু জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় স্বপ্নসৃষ্টিও সত্য হয় ।

এইস্থলে স্বপ্নবিচার এই প্রকার-বৈশেশিক দর্শনে শ্রীপাদশঙ্করমিশ্র স্বপ্নের শুভাশুভসূচকতা প্রতিপাদন করিতেছেন–তথা স্বপ্ন" এইটি সূত্র, বৃত্তি-উপরত ইন্দ্রিয়সমূহ প্রলীনমনস্ক মানবের ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা মানস অনুভব হয় তাহা স্বপ্নজ্ঞান, তাহা তিন প্রকার, ১-কিঞ্চিৎ সংস্কার পটুতাহেতু, যেমন কামী পুরুষ অথবা ক্রোধী যাহা অতি অগ্রহের সহিত চিন্তা করিয়া শয়ন করে তাহার স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যক্ষাকার জ্ঞান, পুরাণাদি শ্রবণ জনিত সংস্কার বশতঃ জাত হয়" ইহা কর্ণও অর্জুনের যুদ্ধ এই প্রকার । ২-কিঞ্চিৎ বাতপিত্ত শ্লেষ্মাদি ধাতু সকলের দোষহেতু হয়, যেমন বাতদোষ হইতে–আকাশগমন বসুন্ধরা পর্য্যটন

বুধকৌশিকঃ ॥ (রামরক্ষা ক০ ১৬) ইতি স্বপ্নে স্তোত্রলাভং স্মরন্তি । এবঞ্চ ভাবি সত্যার্থ সূচকত্বে ক্বচিৎ মন্ত্রৌষধাদি প্রাপ্তি দর্শনেন সূচকসত্যত্বে সিদ্ধে সত্যতা প্রত্যয়াৎ সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্টকর্তৃক হনন শ্রবনাচ্চ জাগ্রৎসৃষ্টিরিব সত্যা স্বপ্নসৃষ্টিঃ ॥৪॥

অথ সূত্রসারার্থমাহ ঃ–"এবঞ্চ" ইতি । অত্রায়ং স্বপ্নবিচারঃ–তথাচ–শ্রীশঙ্করমিশ্রপাদাঃ স্বপ্নস্য শুভাশুভসূচকত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–বৈশেষিকদর্শনে–৯/২/৭, "তথা স্বপ্ন" বৃত্তিশ্চ–উপরতেন্দ্রিয়গ্রামস্য প্রলীনমনস্কস্য ইন্দ্রিয়দ্বারেণ যদনুভবনং মানসং তৎ স্বপ্নজ্ঞানম্ । তচ্চ ত্রিবিধম্ । কিঞ্চিৎ সংস্কারপাটবাৎ ; কামী ক্রুদ্ধো বা যমর্থমাদৃতশ্চিন্তয়ন্ স্বপিতি তস্য তস্যামবস্থায়াং প্রত্যক্ষাকারং জ্ঞানং পুরাণাদিশ্রবণজনিত সংস্কারবশাৎ জায়তে "কর্ণার্জ্জুনীয়ং যুদ্ধমিদং" ইত্যাকারম্ ।

কিঞ্চিদ্ধাতূনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং দোষাৎ । তত্র বাতদোষাৎ–আকাশগমন–বসুন্ধরাপর্য্যটনব্যাঘ্রাদিভয় পলায়নাদীনি পশ্যতি । পিত্তোপচয়দোষমহিম্না–বহ্নিজ্বালালিঙ্গনে–কনকপর্বত–বিদ্যুল্লতাবিস্ফুরণ-দিগ্‌দাহাদিকং পশ্যতি । শ্লেষ্মাদোষপ্রাবল্যাত্তু–সমুদ্রসন্তরণ-নদীমজ্জন-ধারা সার বর্ষণরজতপর্ব্বতাদি পশ্যতি। অদৃষ্টবশাদপি তজ্জন্মানুভূতেষু জন্মান্তরানুভূতে বা সিদ্ধোৎপ্লুতান্তঃ করণস্য যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে ; তত্র শুভাবেদকং ধর্ম্মাৎ–গজারোহণ পর্বতারোহণ ছত্রলাভ পায়সভক্ষণ রাজসন্দর্শনাদিবিষয়কম্ । অধর্ম্মাত্তু–তৈলাভ্যঞ্জন-অন্ধকূপপতন-উষ্ট্রারোহণ পঙ্কমজ্জন-স্ববিবাহদর্শনাদিবিষয়কং স্বপ্নজ্ঞানমুৎপদ্যতে । ইতি । তস্মাৎ

ব্যাঘ্রপ্রভৃতির ভয়ে পলায়নাদি দর্শন করে । পিত্তোপচয়দোষের মহিমায় বহ্নি প্রবেশ বহ্নি জল আলিঙ্গন কণকপর্বত বিদ্যুল্লতাবিস্ফুরণ দিগ্‌দাহাদি দর্শন করে শ্লেষ্মাদোষ প্রাবল্যহেতু–সমুদ্রেসন্তরণ নদী স্নান ধারাসার বর্ষণ রজত পর্বতাদি দর্শন করে । ৩-অদৃষ্টবশতঃ সেই জন্মানুভূতবিষয়ে অথবা অন্য জন্মান্তর অনুভূতবিষয়ে সিদ্ধ উৎপ্লুতান্তঃ করণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শুভজ্ঞাপক ধর্ম হইতে জগজারোহন পর্বতারোহন ছত্রলাভ পায়স ভক্ষণ রাজসন্দর্শনাদিবিষয়ক হয়, অধর্ম্ম হইতে কিন্তু- তৈলমর্দন অন্ধকূপে পতন উষ্ট্রারোহণ পঙ্কমজ্জন নিজের বিবাহ দর্শনাদি বিষয়ক স্বপ্নজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় স্বপ্নসৃষ্টি ও মিথ্যা নয় । এই স্বপ্নবিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৩৩-৩৪, ৬৩/৭০/৭৭ অধ্যায়, শ্রীদেবীপুরাণে ২২, অধ্যায়, শ্রীকালিকাপুরাণে ৮৭ অধ্যায়, শ্রীমৎসপুরাণে ২৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । শ্রীমহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কর্ণ বলিয়াছেন–হে মধুসূদন ! বহুপ্রকার ঘোর স্বপ্নসকল দেখা যাইতেছে, ঘোর নিমিত্ত এবং সুদারুণ উৎপাত সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন বিষয়ে পরাজয়, যুধিষ্ঠির বিষয়ে বিজয় কথনের ন্যায় হে বার্ষ্ণেয় ! বিবিধরোমহর্ষণ দেখা যাইতেছে । এইরূপ আরম্ভ করিয়া বহুস্বপ্ন শুভাশুভ সূচক নিরূপণ করিয়াছেন, অন্তেও হে কৃষ্ণ ! আমি অন্যরাজগণ এবং এই ক্ষত্রিয় মণ্ডল গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবেশ করিব এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই । শ্রীভাগবতপুরাণের কংসের স্বপ্নদর্শন-দুর্মতি কংস দীর্ঘকাল জাগরণ ভীত হইয়া মৃত্যুর দূতরূপ বহুপ্রকার দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিল, যথার্থস্বরূপে থাকিলেও নিজ মস্তকের অদর্শন অসত্য হইলেও জ্যোতিষ্ক সূর্য্যাদিদ্বৈরূপ্য দর্শন, নিজছায়ায় ছিদ্র দর্শন, প্রাণ ও ঘোষণের অশ্রবণ, বৃক্ষ সকলে স্বর্ণ প্রতীতি

যত্তু বোধোত্তরং বাধাৎ মিথ্যেত্যুক্তং তত্রাহ–

॥ওঁ॥ পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধ বিপর্য্যয়ৌ ॥ওঁ॥ ৩/২/২/৫॥

পরস্যেশ্বরস্যাভিধানাৎ সঙ্কল্পাত্তিরোহিতং স্বপ্নাদিকং রথাদি, ন তু শুক্তিরজতবত্তস্য

জাগ্রতসৃষ্টিরিব স্বপ্নদৃষ্টিরপি সত্যা ইতি । অথ স্বপ্নবিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসায়াম্– শ্রীব্রহ্মাবৈবর্ত্তপুরাণস্য শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৭৭ অধ্যায়ম্, ৬৩ অধ্যায়ঞ্চ দ্রষ্টব্যম্ ।

কিঞ্চ তত্রৈব-৩৩ অধ্যায়ং ৩৪ অধ্যায়ঞ্চাপি বিলোকিতব্যম্ । অপিচ–শ্রীদেবীপুরাণস্য ২২ অধ্যায়ং, কালিকাপুরাণস্য ৮৭ অধ্যায়ং, শ্রীমৎস্যপুরাণস্য ২৪২ অধ্যায়ঞ্চ দ্রষ্টব্যম্ । শ্রীমহাভারতে-উদ্যোগপবর্বণি-১৪৩/৬-৭, স্বপ্নাহি বহবো ঘোরা দৃশ্যন্তে মধুসূদন ! । নিমিত্তানি চ ঘোরাণি তথোৎপাতা সুদারুণাঃ ॥ পরাজয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রে বিজয়ং চ যুধিষ্ঠিরে । শংসন্ত ইব বার্ষ্ণেয় ! বিবিধা রোমহর্ষণাঃ ॥ ইত্যারভ্য বহবঃ স্বপ্নাঃ শুভাশুভসূচকা নিরুপিতাঃ। অন্তে চ–অহং চান্যে চ রাজানো যচ্চতৎ ক্ষত্রমণ্ডলম্। গাণ্ডীবাগ্নিং প্রবেক্ষ্যাম ইতি মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ (৪৫) ইতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কর্ণবাক্যম্ ।

অথ শ্রীভাগবতমহাপুরাণস্য কংসস্য–স্বপ্নদর্শনম্–দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্ম্মতিঃ । বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌত্যকরাণি চ ॥ অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি । অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥ ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ । স্বর্ণপ্রতীতির্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্॥ স্বপ্নেপ্রেতপরিস্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্ । যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ইতি । (১০/৪২/২৭-৩০) তস্মাৎ স্বপ্নসৃষ্টিঃ সত্যা এব স্বীকার্য্যা ॥৪॥

অথ পূর্বপক্ষস্য সিদ্ধান্তং দূষয়িতুং তন্মতমুত্থাপয়ন্তি–"যত্তু" ইতি । স্বপ্নসৃষ্টের্বোধোত্তরং বাধাৎ অসত্ত্বাৎ সা মিথ্যা' ইতি । অথ স্বপ্নসৃষ্টেঃ সত্যত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–পরাভিধ্যানাদিতি । পরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য অভিধানাৎ সঙ্কল্পাৎ তিরোহিতং স্বপ্নরথাদিকং তিরোহিতং

স্বপদের অদর্শন, স্বপ্নে প্রেত পরিবৃত বিষ ভক্ষণ খরযানে দিগম্বর হইয়া তৈল মর্দন করত জপাপুষ্পের মাল্য পরিধান ধান করিয়া গমন করিতেছে । অতএব স্বপ্ন সৃষ্টি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥৪॥

অনন্তর পূর্বপক্ষ কারীর সিদ্ধান্ত দূষিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার মত উত্থাপন করিতেছেন–যত্ত্বিতি। যাঁহারা বোধের পরে স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়াতছেন, অর্থাৎ স্বপ্নসৃষ্টি জাগরের পরে অসত্বহেতু তাহা মিথ্যা হয়, তাঁহাদের প্রতি বলিতেছেন । অথ স্বপ্নসৃষ্টির সত্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–পরেতি । পরাভিধ্যান হেতু তিরোহিত হয়, তাহা হইতে ইহার বন্ধ মোক্ষ হয় । অর্থাৎ পর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দদেবের অভিধান সঙ্কল্প হইতে তিরোহিত স্বপ্নরথা অন্তর্হিত হয়, হি যে হেতু এই জীবের সেই পরেশ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে বিপর্য্যায় বন্ধ মোক্ষ হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের

বাধঃ । হি যতোঽস্য জীবস্য ততঃ পরেশাদেব বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ ।

"সংসার বন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ" (শ্বে০ ৬/১৬) ইতি শ্রুতেঃ । বন্ধমোক্ষকর্ত্তুঃ স্বপ্ন তৎ পরিহারকর্ত্তৃত্বং ন চিত্রমিতি ভাবঃ । ততশ্চ তস্যাপি তস্মাদেবাবির্ভাবতিরোভাবৌ মন্তব্যৌ। "স্বপ্নাদিবুদ্ধিকর্ত্তা চ তিরস্কর্ত্তা স এব তু । তদিচ্ছয়া যতো হাস্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥ ইতি (মাধ্ব ভা০ ৩/২/২/৫) স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ সত্যা স্বপ্নসৃষ্টিরৈশ্বরীতি ॥৫॥

ভবতি ; হি যতোঽস্য জীবস্য ততঃ পরেশাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ বন্ধবিপর্য্যয়ৌ-বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ । তথাচ–পরমেশ্বর-শ্রীগোবিন্দদেবাস্য সঙ্কল্পাৎ স্বাপ্নিকপদার্থানাং তিরোহিতং ভবতি, ন তু তেষাং মিথ্যাত্বম্, যতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অবিতর্ক্যশক্তেঃ সামর্থ্যাৎ অস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবত ইতি সূত্রার্থঃ । "পরস্য" ইতি অতিরোহিতার্থম্ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেব এব জীবানাং বন্ধমোক্ষকারণমিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–"সংসারঃ" ইতি । স বিশ্বদিকৃদ্ সর্ববিধদিব্যগুণনিলয়ঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ জীবানাং যৎ সংসারং তস্য স্থিথিহেতুর্ভবতি কিঞ্চ তেষাং যৎসংসারবন্ধনং, তস্মান্মুক্তিশ্চ তস্মাদেব ভবতি, অতঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্বেষাং পরমকারণমিত্যর্থঃ ।

সারর্থং প্রকাশয়ন্তি–"বন্ধঃ" ইতি । অথ শ্রীকুর্ম্মপুরাণবাক্যপ্রমাণেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বপ্নাদিসর্বকর্ত্তৃত্বং

সঙ্কল্প হইতে স্বাপ্নিক পদার্থের তিরোধান হয়, কিন্তু তাহা মিথ্যা নহে, কারণ শ্রীগোবিন্দদেবের অবিতর্ক্য শক্তির সামর্থ্যহেতু এই জীবের বন্ধন ও মুক্তি হয় এই প্রকার সূত্রার্থ। পর ঈশ্বরের অভিধান সঙ্কল্প হইতে স্বপ্ন রথাদি তিরোহিত হয়, কিন্তু শুক্তিরজতের ন্যায় তাহার বাধা হয় না, হি যেহেতু এই জীবের সেই পরেশ হইতেই বন্ধ মোক্ষ হয় । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবেই জীবগণের বন্ধমোক্ষের কারণ তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–সংসারেতি। তিনি এই সংসারের বন্ধন স্থিতি ও মোক্ষের হেতু । অর্থাৎ সেই বিশ্বকর্ত্তা সর্ববিধদিব্যগুণনিলয় শ্রীগোবিন্দদেবে জীবগণের যে সংসার তাহার স্থিতিহেতু হয়েন, অপর তাহাদের যে সংসার বন্ধন তাহা হইতে মুক্তিও তাঁহাকর্ত্তৃক হয়, অতএব শ্রীগোবিন্দদেবই সকলের পরম কারণ ইহাই অর্থ । সারার্থ প্রকাশ করিতেছেন–বন্ধেতি । বন্ধমোক্ষ কর্ত্তার স্বপ্ন ও তাঁহার পরিহারের কর্ত্তৃত্ব কোন বিচিত্র নহে ইহাই ভাবার্থ, অতএব স্বাপ্নপদার্থেরও শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই আবির্ভাব তিরোভাব মনে করিতে হইবে । অনন্ত শ্রীকূর্ম্মপুরাণ বাক্য প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদি সর্বকর্ত্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন–স্বপ্নাদিতি । তিনিই স্বপ্নাদি বুদ্ধি কর্ত্তা ও তিরস্কার কর্ত্তা, যেহেতু তাঁহার ইচ্ছাতেই ইহার বন্ধমোক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে । অর্থাৎ সেই সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবই স্বপ্ন সৃষ্টি রথাদি সকলের বুদ্ধি কর্ত্তা, সেই বিষয়ে জীবের জ্ঞান কর্ত্তা ইহাই অর্থ, "তু" শব্দের দ্বারা অন্য কর্ত্তৃত্ব নিরাকৃত হইল । তিনিই শ্রীগোবিন্দদেবই সেই স্বপ্নের তিরস্কর্ত্তা তিরোধান

নিরূপয়ন্তি–“স্বপ্নাদীতি” স এবতু স্বপ্নাদিবুদ্ধিকর্ত্তা তিরস্কর্ত্তা চ, যতঃ তদিচ্ছয়া হি তস্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিষ্ঠিতৌ, ইত্যন্বয়ঃ । স সর্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব স্বপ্নাদি-স্বপ্নসৃষ্টরথপথাদীনাং বুদ্ধিকর্ত্তা, জীবস্য জ্ঞানকর্ত্তা ইত্যর্থঃ । “তু” শব্দেন অন্যকর্ত্তৃত্বং নিরাকৃতম্ ।

স এব শ্রীগোবিন্দদেব এব স্বপ্নস্য তিরস্কর্ত্তা-তিরোধান কর্ত্তা চ ভবতি । যতঃ অস্য জীবস্য তদিচ্ছয়া শ্রীভগবদিচ্ছয়া সংসারবন্ধনং সংসারমুক্তিশ্চপ্রতিষ্ঠিতম্ । তথাহি শ্রীগীতাসু–১২/৭, তেষামহংসমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ইতি ।

অথ এতদধিকরণমবলম্ব্য শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুচরণাঃ–৭৪ পৃঃ, তদেবং জাগ্রৎসৃষ্টিযর্থেশ্বর-কৃতত্বেন ন জীবাজ্ঞানমাত্রকল্পিতা, তদ্বৎ স্বপ্নসৃষ্টিরপি ভবেদিতীশ্বরবাদীনামনুমানম্ । “সন্ধ্যেসৃষ্টিরাহ হি”-(৩/২/১/১) “নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ”-(৩/২/১/২) ইতি ন্যায়াভ্যাং জাগরবৎ পরমেশ্বর-সৃষ্টিত্বাৎ ; তত্র দেশ কাল নিমিত্তাদীনাং ক্বচিদসম্ভবেঽপি–“মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ” (৩/২/১/৩) ইতি ন্যায়েন দুর্ঘটনাকর-মায়া-নাম পরমাত্মশক্তিবিলাসত্বাৎ । “সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্‌বিদঃ” (৩/২/২/৪) ইতি ন্যায়েন ভাবিতস্যার্থ সূচকত্বে, ক্বচিদোষধিমন্ত্রাদি প্রাপ্তিদর্শনেন সূচকসত্যত্বে চ সিদ্ধে সত্যতা প্রত্যয়নাৎ ।

কর্ত্তাও হয়েন, যেহেতু এই জীবের শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই সংসার বন্ধন ও সংসার মোক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে । এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–যাহারা আমাতে আবেশিত চিত্ত তাহাদিগকে মৃত্যু সংসারসাগর হইতে হে পার্থ ! আমি অচিরাৎ উদ্ধার কর্ত্তা হই, ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । এই অধিকরণ অবলম্বন করিয়া শ্রীপরমাত্ম সন্দর্ভের অনু ব্যাখ্যায় শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদ বর্ণন করিয়াছেন–এই প্রকার যেমন জাগ্রৎসৃষ্টি ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হওয়ার নিমিত্ত জীবের অজ্ঞানমাত্র কল্পিত নহে, সেই প্রকার স্বপ্ন সৃষ্টিও হইবে, এই প্রকার ঈশ্বরবাদিগণের অনুমান । যেমন “সন্ধ্যবিষয়সৃষ্টি বলিতেছেন” কেহ পুত্রাদির নির্ম্মাণ কর্ত্তা স্বীকার করেন' এই ন্যায়দ্বয়ের দ্বারা জাগরের সমান পরমেশ্বরের সৃষ্টি হওয়াহেতু, তথায় দেশ কাল নিমিত্ত প্রভৃতির কোন স্থানে অসম্ভব হইলেও, তাহার কারণ মায়ামাত্র, কারণ সম্পূর্ণরূপে তাহার অভিব্যক্তি হয় না, এই ন্যায়ের দ্বারা দুর্ঘটণাকর মায়া নামে পরমাত্ম শক্তির বিলাস হওয়া হেতু । সূচক হয় তাহা শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎগণ বর্ণনা করেন, এই ন্যায়ের দ্বারা ভবিষ্যৎকালে সত্যার্থ সূচনা বিষয়ে, কোন কালে ঔষধি মন্ত্রাদি প্রাপ্তি দর্শনের দ্বারা সূচক সত্যতা দর্শন সিদ্ধ হইলে তাহার সত্যতা প্রত্যয় হয়, কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দর্শন করে, সেই কৃষ্ণদন্তপুরুষ দর্শনকারীকে হনন করে” ইত্যাদি সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্ট কর্ত্তৃক হনন শ্রবণ করা হেতু শ্রীপরশের অভিধ্যান বশতঃ তিরোহিত হয়, তাঁহা হইতেই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হয়,” এই ন্যায় দ্বারা স্বপ্নরথাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে জীবের অসামর্থ্যহেতু সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব শ্রুতি গৌণহেতু, স্বপ্নসৃষ্টি ও জাগ্রৎসৃষ্টিবৎ পারমেশ্বরীও সত্য হয়, অতএব ঈশ্বরবাদিগণেরই শ্রুতি সম্মত সিদ্ধান্ত হয় । অপর শ্রীমৎ পরমাচার্য্যপ্রভুপাদের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে–অতএব সিদ্ধগণেরও পরমাদ্ভূত স্বপ্নকালে মণ্ডলাদি প্রাপ্ত দেখা যায় তাহা জাগরেও সিদ্ধ হয় ।

৩॥ দেহযোগাধিকরণম্‌ ।

অথ জাগরকর্ত্তৃত্বমীশ্বরস্য এবেত্যুচ্যতে । কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে (কঠ০ ২/১/৪) "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি । মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ইতি॥

"পুরুষং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স চৈনং হন্তি" ইতি সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্ট-কর্ত্তৃক হনন শ্রবণাচ্চ । ব্রঃ সূঃ –৩/২/৫ "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" ইতি ন্যায়েন তত্র জীবস্যাসামর্থ্যাদত এব কর্ত্তত্বশ্রুতের্ভাক্তত্বাৎ স্বপ্নসৃষ্টিরপি জাগরবৎ পারমেশ্বরী সত্যা চেতি চ তেষাং শ্রৌতমতম্‌" ইতি।

কিঞ্চ শ্রীমৎপরমাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ গৌণসম্ভোগপ্রকরণে–২৯, "অতএব হি সিদ্ধানাং স্বপ্নেঽপি পরমাদভূতে । প্রাপ্তানি মণ্ডলাদীনি দৃশ্যন্তে জাগরেঽপি চ ॥ ইতি ।

সঙ্গতি ঃ–অথ স্বপ্নাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ–তস্মাদিতি । প্রকটার্থম্‌ ॥ মঙ্গলামঙ্গলং স্বপ্নং দৃষ্ট্বা জ্ঞাস্যন্তি মানবাঃ । তস্মাৎ স্বপ্নস্য সত্যত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৫॥

ইতি স্বপ্নাধিকরণং দ্বিতীয়ং সম্পূর্ণম্‌ ॥২॥

৩॥ *"দেহযোগাধিকরণম্‌"*

অথ স্বাপ্নিকীসৃষ্টি পারমেশ্বরী ইতি নিরূপণাৎ শ্রীভগবানেব স্বপ্নাবস্থায়াঃ কর্ত্তা ইতি সিদ্ধম্‌ । অত্র জাগরাবস্থায়াঃ কঃ কর্ত্তা ? ইতি বিচিকিৎসা নিবারণার্থং দেহযোগাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণ–সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ–অথ দেহযোগাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–অথ ইতি । তথাচ–জীবস্য স্বপ্নাবস্থাং

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর স্বপ্নাধিকরণের সঙ্গতি বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিরচিত স্বপ্নসৃষ্টি সত্য হয় । মানব স্বপ্নদর্শন করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গল জানিতে পারে, সুতরাং মনীষিগণ স্বপ্নের সত্যতা প্রতিপাদন করেন ॥৫॥

এই প্রকার স্বপ্নাধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত ॥২॥

৩॥ *"দেহযোগাধিকরণ"*

অনন্তর দেহযোগাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । অথ স্বাপ্নিকী সৃষ্টি পারমেশ্বরী ইহা নিরুপণ হেতু শ্রীভগবানই স্বপ্নাবস্থার কর্ত্তা ইহা সিদ্ধ হইল, এই জাগর অবস্থার কর্ত্ত কে ? এই বিচিকিৎসা নিবারণের নিমিত্ত দেহযোগাধিকরনের আরম্ভ, এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ–অতঃপর দেহযোগাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–অথেতি । অথ জাগরের কর্ত্তৃত্বও ঈশ্বরের হয় তাহা বলিতেছেন । অর্থাৎ জীবের স্বপ্নাবস্থা শ্রীগোবিদেব কর্ত্তৃকা অভিহিত করিয়া অবস্থা প্রসঙ্গহেতু জাগরাদি অবস্থাদ্বয়ও তৎ কর্ত্তৃক নিরূপণ করিতেছেন ইহাই অর্থ।

অত্র জীবস্য শ্রূয়মাণো জাগরঃ পরেশকর্ত্তৃকঃ ? ন বেতি ? সংশয়ে—কালাদ্যধীনত্ব দর্শনান্নেতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ওঁ॥ ৩/২/৩/৬॥

শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃকাং অভিধায়াবস্থা প্রসঙ্গাৎ জাগরাদ্যবস্থদ্বয়মপি তৎকর্ত্তৃকর্মভির্ধীয়তে ইত্যর্থঃ ।

অথ বিষয়বাক্যে কঠোপনিষদবাক্যং প্রমাণরূপেণ পঠ্যন্তে—স্বপ্নেতি । মানবো যেন পরব্রহ্মণা শ্রীগোবিন্দদেবেন কর্ত্তৃকেন স্বপ্নান্তং—স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়ং রথপথাদি পশ্যতি ; তথা জাগরিতং—জাগরিতান্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং ঘটপটাদি চ পশ্যতি, মুখ্যতয়া স্বপ্নান্ত-জাগরিতান্তৌ উভৌ যেন শ্রীভগবতাকর্ত্তৃকেন মানবঃ পশ্যতি, তং মহান্তং স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকং, বিভুং-সর্ব্বব্যাপকং, আত্মানং পরমোপাস্যং, মত্বা-সম্যগ্‌রূপেণ আরাধ্যত্বেন জ্ঞাত্বা, অববোধনংকৃত্বা বা ভক্ত্যারাধ্যতে, তদা ধীরো শ্রীভগবদুপাসকো ন শোচতি, স জন্ম মৃত্যু-দুঃখশোকাদিনা অভিভূতো ন ভবতীত্যর্থঃ । তথা চাত্র স্বপ্নাবস্থা, জাগরাবস্থা চ শ্রূয়তে । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুত্থাপয়ন্তি–'তত্রেতি' । তত্র কঠোপনিষদ্‌বাক্যে জীবস্য শ্রূয়মানো যো-জাগরঃ, ঘটপটাদ্যনুভবকালঃ তস্য কঃ কর্ত্তা ? স কিং স্বপ্নসৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃকঃ ? অথবা জীব কর্ত্তৃকঃ ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

কঠবল্লীতে পাঠ করেন, অর্থাৎ বিষয়বাক্যেকঠোপনিষদ্বাক্য প্রমাণরূপে পাঠ করিতেছেন—স্বপ্নেতি । যাহা কর্ত্তৃক স্বপ্নান্ত ও জাগরিতন্ত উভয় অনুদর্শন করে, তাহাকে মহান বিভু আত্মা জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করে না, অর্থাৎ মানব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নান্ত স্বপ্নমধ্য স্বপ্নবিজ্ঞেয় রথপথাদি দর্শন করে, তথা জাগরিতান্ত—জাগরিতান্ত জাগরিতমধ্য জাগরিতবিজ্ঞেয় ঘটপটাদি দর্শন করে, মুখ্যরূপে স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত এই উভয় অবস্থা যে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক মানব দর্শন করে সেই মহান্ত-স্বেতর সর্বনিয়ামক, বিভু-সর্ব্বব্যাপক, আত্মা পরমোপাস্য মত্বা সম্যকরূপে আরাধ্যস্বরূপে জানিয়া অথবা সম্পূর্ণ বোধ করিয়া ভক্তির দ্বারা আরাধনা করে, সেইকালে ধীর শ্রীভগবদুপাসক শোক করে না, সে জন্ম মৃত্যু দুঃখ শোকাদির দ্বারা অভিভূত হয় না ইহাই অর্থ । এইস্থানে স্বপ্নাবস্থা জাগরিতবস্থা এই উভয় শ্রুত হইতেছে, এইপ্রকার বিষয়বাক্য ।

সংশয় :—এই বিষয়বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন—তত্রেতি । তন্মধ্যে জীবের যে শ্রূয়মান জাগর অবস্থা তাহার কি পরেশ কর্ত্তৃক ? অথবা নহে ? অর্থাৎ কঠোপনিষদ্বাক্যে জীবের যে জাগর অবস্থা শ্রবণ করা যায়, জাগর ঘটপটাদির অনুভব কাল তাহার কর্ত্তা কে ? তাহা কি স্বপ্নসৃষ্টি কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক হয়, অথবা জীব কর্ত্তৃক হয়, ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—কালেতি । কালাদির অধীনতা দর্শন হেতু নহে, অর্থাৎ জাগরদশার কালাদির অধীনতা, জীব স্বেচ্ছায় জাগ্রত হয়, স্বেচ্ছায় শয়ন করে, স্বেচ্ছাপূর্বক স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা কোন কাল অপেক্ষা করিয়া দর্শন হেতু জাগর

দেহযোগেন বা যো জাগরঃ সঃ পরেশাদেব। "স্বপ্নান্তম্" (কঠ০ ২/১/৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কালাদের্জাড্যাচ্চ। সুষুপ্তিমূর্চ্ছয়োরপ্যবস্থয়োঃ সৃষ্টিরীশ্বরকর্ত্তৃকৈবেতি "অপি" শব্দেন সমুচ্চিনোতি। তস্যৈব সর্বকর্ত্তৃকত্বশ্রবণাৎ ॥৬॥

পূর্বপক্ষ **:**–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–কালাদীতি। জাগরস্য কালাদ্যধীনাত্বাৎ, তথাচ–জীবঃ স্বেচ্ছায়া জগর্ত্তি, স্বেচ্ছায়া স্বপিতি, স্বেচ্ছয়া এব স্বপ্নং পশ্যতি, তচ্চ কিঞ্চিৎকালমপেক্ষ্যদর্শনাৎ, জাগরো জীবকর্ত্তৃক এব, ন তু পরেশকর্ত্তৃক ইতি। ইতি পূর্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত **:**–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–দেহযোগাদিতি। দেহযোগাৎ-জীবস্য দেহসম্বন্ধাৎ যো জাগরো ভবতি সোঽপি তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাদেব ভবতীত্যর্থঃ।

দেহযোগেন" ইত্যাদিপ্রকটার্থম্।

সঙ্গতি **:**–অথ দেহযোগাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–"তস্যৈব" ইতি। শ্রীগোবিন্দদেব এব জাগরসৃষ্টিকর্ত্তা; তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব সর্বকর্ত্তৃত্ব শ্রবণাৎ ইতি ॥৬॥

ইতি দেহযোগাধিকরণং তৃতীয়ং সমাপ্তম্ ॥৩॥

অবস্থা জীবকর্ত্তৃকা হয়, কিন্তু তাহার কর্ত্তা পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব নহে, ইহাই পূর্বপ্য বাক্য।

সিদ্ধান্ত **:**–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–দেহেতি। দেহযোগহেতু তাহাও, অর্থাৎ দেহযোগ জীবের দেহসম্বন্ধ যে জাগর অবস্থা হয় তাহাও সেই শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই হয় ইহাই অর্থ। জীবের দেহযোগ হইতে যে জাগর অবস্থা তাহাও পরেশ শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই হয়, "স্বপ্নান্ত" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণহেতু, কাল প্রভৃতি তাহার কর্ত্তা নহে, যেহেতু কাল জড়পদার্থ। সুষুপ্তি এবং মূর্চ্ছা অবস্থারও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন তাহা "অপি" শব্দের দ্বারা সমুচ্চিত করিতেছেন।

সঙ্গতি **:**–অনন্তর দেহযোগাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্যৈবেতি। তাঁহারই সর্বকর্ত্তৃত্ব শ্রবণ করা হেতু, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবই জাগর ও সৃষ্টিরকর্ত্তা, সুতরাং সেই গোবিন্দদেবই সকলের কর্ত্তা ইহা শ্রুতি শাস্ত্রে বর্ণন বা শ্রবণ হেতু ॥৬॥

এই প্রকার দেহযোগাধিকরণ তৃতীয় সমাপ্ত ॥৩॥

৪॥ তদভাবাধিকরণম্ ।

অথ সুষুপ্তিস্থানং চিন্ত্যতে । তত্রৈতাঃ সুষুপ্তিবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ "আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" (ছাঃ ৮/৬/৩) ইতি ছান্দোগ্যে । "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে"

৪॥ "তদভাবাধিকরণম্"

অথ দেহাযোধিকরণে জীবস্য জাগরাবস্থায়াঃ কর্তৃত্বং শ্রীভগবত এব প্রতিপাদিতম্ । তত্র—"সুষুপ্তি মূর্চ্ছায়োরপ্যবস্থয়োঃ সৃষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা এব" ইত্যুক্তম্ । অথ সুষুপ্তিস্থানং কীদৃশং ? ইত্যপেক্ষায়াম্ "তদভাবাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ তদভাবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—অথেতি । জীবঃ সুষুপ্তিদশায়াং কুত্র অবতিষ্ঠতে ? তৎ সুষুপ্তিস্থানং চিন্ত্যন্তে, বিচার্য্যতে ইতি । তত্র এতাঃ সুষুপ্তিবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ—"আসু" ইতি। তদা আসু নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি ; জীবঃ তদাসুষুপ্তি কালে আসু সৌরতেজঃ পূর্ণাসু নাড়ীষু সৃপ্তঃ প্রবিষ্টো ভবতি, অর্থাৎ পুরীতদ্গতব্রহ্মগমনায় তত্র প্রবিষ্টো ভবতীর্থঃ ।

৪॥ "তদভাবাধিকরণ"

অনন্তর তদভাবাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । পূর্বদেহযোগাধিকরণে জীবের জাগরাবস্থার কর্তৃত্ব শ্রীভগবানেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন সেইস্থলে সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা অবস্থার সৃষ্টি ঈশ্বরকর্তৃকা, এই প্রকার বলিয়াছেন, অতঃ সুযুপ্তি স্থান কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় তদভাবাধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয়—অনন্তর তদ্ভাবাধিকরণের বিষয় বাক্য অবতারণা করিতেছেন—অথেতি । অতঃপর সুষুপ্তি স্থান চিন্তা করিতেছেন, অর্থাৎ জীব সুষুপ্তি দশায় কোথায় অবস্থান করে ? সেই সুষুপ্তি স্থানের বিচার করিতেছেন । তন্মধ্যে এইসকল সুষুপ্তি বিষয়ক শ্রুতি বাক্য আছে—ছান্দোগ্যবাক্যে বর্ণিত আছে—এই নাড়ী সকলে সেইকালে সৃপ্ত হয়, অর্থাৎ জীব সেই সুষুপ্তি কালে এই সৌরতেজ পরিপূর্ণ নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পুরীতৎগত ব্রহ্মগমনের নিমিত্ত তথায় প্রবিষ্ট হয় ইহাই অর্থ । অনন্তর বৃহদারণ্যক বাক্যের দ্বারা সুষুপ্তি স্থান নিরূপণ করিতেছেন—আভিরিতি । তাহাদের দ্বারা প্রবেশ করিয়া পুরীততে শয়ন করে, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় জীব কিছুই জানে না ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—হিতেতি । দ্বাসপ্ততিসহস্র (৭২) নাড়ীর নাম হিতা, তাহারা হৃদয় পুণ্ডরীক হইতে পুরীতত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করে, জীব সেই নাড়ীকুলের দ্বারা বিচরণ করিয়া পুরীততি সুষুম্নাখ্য নড়ীবিশেষে শয়ন করে সুষুপ্তি সুখ অনুভব করে, অতএব জীব সেইকালে কিছুই জানে না ইহাই অর্থ । পুনঃ বৃহদারণ্যকে—অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ আছে জীব তাহাতে শয়ন করে । এই অন্যত্রও বর্ণিত আছে, যেমন ছান্দোগ্য—যেস্থানে এই পুরুষ শয়ন করে, হে সৌম্য ! সেই জীব সম্পন্ন হয় । বৃহদারণ্যক প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া

(বৃ০ ২/১/১৯) ইতি । "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" (বৃ০ ২/১/১৭) ইতি চ বৃহদারণ্যকে । এবমন্যত্র চ । ইহাকাশ শব্দো ব্রহ্মবাচকঃ । অত্র নাড্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ সুষুপ্ত্যাধারতয়া শ্রূয়ন্তে ।

অথ বৃহদারণ্যবাক্যেন সুষুপ্তিস্থানং নিরূপ্যন্তে তাভিঃ" ইতি ।

সুষুপ্ত্যবস্থয়াং জীবো ন কিঞ্চিজ্জানতি কথং ন জানাতি ? ইত্যাপেক্ষায়ামাহ-হিতাঃ" ইতি । দ্বাসপ্ততিসহস্রাণাং নাড়ীনাং নাম হিতাঃ । তে চ হৃদয়পুণ্ডরীকাৎ পুরীতত পর্য্যন্তং-অভিতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য বিচরণং কৃত্বা পুরীততি সুষুম্নাখ্যনাড়ীবিশেষে শেতে, সুষুপ্তিসুখমনুভবতি, তস্মাৎ জীবো ন কিঞ্চিজ্জাপাতীত্যর্থঃ ।

যঃ' ইতি । যঃ এষোহন্তর্হৃদয়ে আকাশো বিদ্যতে তস্মিন্ জীবঃ শেতে' ইতি ।

এবমন্যত্র চ–ইতি । তথাহি ছান্দোগ্যে-৬/৮/১, "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি । বৃহদারণ্যকে চ–৪/৩/২১, "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিস্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" ইতি । ইতি তদভাবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যম্ । অত্র বিষয়বাক্যানাং সারার্থমাহঃ–"অত্রেতি" অত্র "আসু" ইতি শ্রুতিবাক্যেন জীবস্য সুষুপ্ত্যাধারং পুরীতৎ, "য এষঃ" ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যেন আকাশশব্দবাচ্যো ব্রহ্ম ইতি সুষুপ্ত্যাধারতয়া শ্রূয়তে ইতি ।

সংশয় :–অস্মিন্ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–কিমিতি । বিকল্পঃ কিং নাড়ীষু শেতে ? অথবা

বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না । এই প্রকার তদভাবাধিকরণের বিষয় বাক্য। এইস্থলের আকাশ শব্দব্রহ্ম প্রতিপাদক । বিষয়বাক্যগণের সারার্থ বলিতেছেন–অথেতি । এইস্থলে নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম সুষুপ্তির আধাররূপে শ্রবণ করা যায় । তন্মধ্যে "আসু" এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা জীবের সুষুপ্তির আধার নাড়ী। তাভিঃ এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সুষুপ্তির আধার পুরীতৎ। যত্রএষঃ" এই বৃহদারণ্যক বাক্যের দ্বারা আকাশ শব্দ বাচ্য ব্রহ্মকে সুষিুপ্তির আধার রূপে শ্রবণ করা যায়।

সংশয় :–এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–কিমিতি । সুষিুপ্তি বিষয়ে কি এই বাক্য সকলের বিকল্প হইবে ? অথবা সমুচ্চয় হইবে ? অর্থাৎ বিকল্প নাড়ীতে শয়ন করে ? অথবা পুরীততে শয়ন করে? কিম্বা ব্রহ্মে শয়ন করে ? এই বাক্য সকলের পক্ষান্তর কল্পনাকে বিকল্প বলে । সমুচ্চয়–নাড়ী পুরীতৎ এবং ব্রহ্মও সুষুপ্তির স্থান হয় । অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য সকলের একটি ক্রিয়ায় অন্বয় হওয়াকে সমুচ্চয় বলে । সুতরাং সুষুপ্তিস্থান নির্ণয় বিষয়ে কি বিকল্প আশ্রয় করিতে হইবে ? অথবা সমুচ্চয় আশ্রয় করা উচিত ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :–এই প্রকার সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন–তুল্যেতি । তুল্যার্থ শব্দ সকলের পরস্পরের অপেক্ষার অদর্শন হেতু "তুল্যার্থ শব্দ সকল বিকল্প হয়" এই ন্যায় হেতু বিকল্প হইবে । অর্থাৎ তুল্যার্থ বাচক শব্দ সকলের পরস্পর অপেক্ষার দর্শনের অভাবহেতু সেই শব্দসকল

কিমেষাং বিকল্পঃ ? সুমুচ্চয়ো বেতি বীক্ষায়াং তুল্যার্থানাং মিথোঽপেক্ষা দর্শনাৎ "তুল্যার্থস্তু বিকল্পেরন্" ইতি ন্যায়াচ্চ বিকল্পঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ওঁ॥ ৩/২/৪/৭॥

চ কারঃ পুরীতৎ সমুচ্চয়ার্থঃ। তয়োর্জাগরস্বপ্নয়োরভাবস্তদভাবঃ সুষুপ্তিরিত্যর্থঃ, সা নাড়ীষু পুরীততি আত্মনি চ ব্রহ্মণি সমুচ্চিতা ভবতি।

কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ। তেষাং সর্বেষাং সুষুপ্তিস্থানত্বশ্রবণাৎ। বিকল্পে হ্যেষাং পক্ষে বাধঃ স্যাৎ। নাড়ীনাং প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ সমুচ্চয়ো দৃশ্যতে।

পুরীততি শেতে ? কিংবা ব্রহ্মণি শেতে ? এবং পক্ষান্তরকল্পনং বিকল্পঃ। সমুচ্চয়ঃ–নাড়ী-পুরীতৎ-ব্রহ্ম চ সুষুপ্তিস্থানম্। তথাচ–পরস্পরনিরপেক্ষানামনেকেষামেকস্মিন্ ক্রিয়াদাবন্বয়ঃ "ইতি সমুচ্চয়ঃ" (ন্যা০ কো০-৯৭৪ পৃঃ) তথাচ–সুষুপ্তিস্থাননির্ণয়বিষয়ে কিং বিকল্পমাশ্রয়নীয়ম্ ? অথবা সমুচ্চয় ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :–ইতি বিক্ষায়াং পূর্বপক্ষমুদ্ ভাবয়ন্তি–তুল্যার্থানামিতি। তুল্যার্থবাচকশব্দানাং পরস্পরপেক্ষাভাবাদর্শনাৎ তে শব্দা বিকল্পেরণ্ ইতি ন্যায়াৎ, নাড়ী-পুরীতৎ ব্রহ্মশব্দানাং পরস্পর সাপেক্ষভাব দর্শনাৎ, জীবস্য যুগপদনেকস্থানবৃত্ত্যসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ ইতি, পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবাতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "তদভাবঃ" ইতি। তদভাব :–তয়োঃ জাগরস্বপ্নয়োরভাবঃ তদভাবঃ, অবস্থা ত্রয়াণাং মধ্যে দ্বয়োরভাবে তৃতীয়া অবস্থা সুষুপ্তিরবশিষ্যতে, জীবস্য সা সুষুপ্তিঃ, নাড়ীষু, পুরীততি, আত্মনি–পরব্রহ্মণি চ সমুচ্চিতা ভবতি। ননু

বিকল্পিত হয় ? এই ন্যায়হেতু নাড়ী পুরীতৎ ব্রহ্মশব্দ সকলের পরস্পর সাপেক্ষাভাবের দর্শনবশতঃ জীবের যুগপৎ অনেক স্থানে অবস্থানের অভাবহেতু বিকল্প পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে ইহাই পূর্ববপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–তদিতি। তাহার অভাব নাড়ীতে আত্মায় তাহা শ্রুতি প্রমাণহেতু। অর্থাৎ-তদভাব জাগর ও স্বপ্নবস্থাদ্বয়ের অভাব, অবস্থাত্রয়ের মধ্যে দুইটির অভাবে তৃতীয়া অবস্থা সুষুপ্তি মাত্র অবশেষ থাকে, জীবের সেই সুষুপ্তি নাড়ীতে পুরীততে আত্মা পরব্রহ্মে সমুচিত হয়, যদি বলেন–বিকল্প হইবে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন–তচ্ছ্রুতেঃ। শ্রুতিবাক্য সকলে সেই নাড়ী পুরীতৎ ব্রহ্মে সকলের সুষুপ্তি স্থানতা শ্রবণহেতু ইহাই অর্থ। সূত্রে যে "চ" কার আছে তাহার অর্থ পুরীতৎ সমুচ্চয়ের নিমিত্ত। জাগ্রত স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয়ের অভাব তদভাব ইহার অর্থ সুষুপ্তি অবস্থা, তাহা নাড়ী পুরীতৎ আত্মা। ব্রহ্মে সমুচ্চিত হয়, কেন ? শ্রুতিহেতু, তাহাদের সকলের সুষুপ্তি স্থান শ্রবণ করা যায় এইহেতু। যদি বলেন বিকল্প স্বীকার করিলে কি হানি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–বিকল্পেতি। বিকল্প স্বীকারে শ্রুতিবাক্য

"তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি" (কৌ০ ব্রা০ ৪/১৯) ইতি । নচোক্ত ন্যায়াদ্ বিকল্পঃ, তুল্যার্থতাভাবাৎ । তথাহি যথা দ্বারেণ প্রবিশ্য প্রাসাদে পর্য্যঙ্কে শেতে, তথা দ্বার ভূতাভির্নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীতদ্ বর্ত্তিনি ব্রহ্মণীতি প্রকার ভেদাৎ নাড্যাদীনাং সমুচ্চয় এবেতি । তস্মাৎ ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুপ্তিস্থানম্ । পুরীতত্তু হৃদয় পুণ্ডরীকাবরকমুচ্যতে ॥৭॥

বিকল্পঃ কথনং ন স্যাৎ ? তত্রাহ–তচ্ছ্রুতেঃ । শ্রুতিবাক্যেষু তেষাং নাড়ীপুরীতৎ ব্রহ্মণাং সর্বেষাং সুষুপ্তিস্থানত্বশ্রবণত্বাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ।

ননু বিকল্প স্বীকারে কা হানিরিত্যপেক্ষয়ামাহুঃ–বিকল্পে ইতি । সুষুপ্তি স্থানস্য বিকল্পে স্বীকৃতে সতি হ্যেষাং শ্রুতিবাক্যানাং, নাড্যাদিস্থানানাং বা পক্ষে বাধঃ স্যাদিতিভাবঃ । অথ সমুচ্চয়ঃ প্রতিপাদকঃ শ্রুতিবাক্যমাহুঃ–"তাসু" ইতি । জীবো যদা সুপ্তেঃ কঞ্চন স্বপ্নং ন পশ্যতি, তদা তাসু নাড়ীষু ভবতি, অথ অনন্তরং অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি, লীয়তে ইত্যর্থঃ । প্রাণঃ ইতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ । প্রাণাধিকরণে–(১/১/৯/২৩) প্রাণশব্দস্য স্বয়ং ভগবাদ্‌বাচকত্বাভিধানাদিতি ।

ননু–সর্বেষাং স্থানানাং তুল্যার্থত্বাৎ কথং বিকল্পো ন স্যাৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ–ন চ ইতি । অত্র পক্ষান্তরকল্পনাভাবাৎ ন বিকল্পঃ । তেষাং কার্য্যভিন্নত্বাৎ তুল্যার্থতাভাব ইতি । তস্মান্নবিকল্প ইতি ভাবঃ। অথ তুল্যার্থত্বাভাবাৎ বিকল্পাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি–"তথা হি" ইতি । স্পষ্টম্ । নিগমন প্রকারমাহুঃ– তস্মাদিতি । পুরীতদিতি–প্রকটার্থম্ । তস্মাৎ জীবো নাড়ীভিঃ প্রবিশ্য পুরীতদ্ বর্ত্তিনি পরব্রহ্মণি

সকলের পক্ষে বাধ হইবে, অর্থাৎ সুষুপ্তি স্থানের বিকল্প স্বীকার করিলে পরে এই শ্রুতিবাক্য সকলের অথবা নাড্যাদি স্থানে সকলের পক্ষে বাধ হইবে । অতএব নাড়ী সকলেরও প্রাণের সুষুপ্তি বিষয়ে সমুচ্চয় দেখা যায় । অথ সমুচ্চয় প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য বলিতেছেন আস্বিতি । সেই কালে তাহাতে হয়; যেকালে সুপ্ত কিছুই দেখে না, অনন্তর এইপ্রাণে একধালীন হয়, এই প্রাণশব্দ শ্রীগোবিন্দদেবেরই বাচক। কারণ প্রাণাধিকরণে প্রাণশব্দের স্বয়ং ভগবদ্বাচককতা কথিত হইয়াছে । যদি বলেন নাড়ী প্রভৃতী সকলস্থানের তুল্যার্থ হওয়াহেতু বিকল্প হইবে কেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–নচেতি । যদি বলেন পূর্ব্বকথিত ন্যায়হেতু বিকল্প হউক ? তাহা হইবে না কারণ তুল্যার্থতার অভাবহেতু । এইস্থলে পক্ষান্তরের কল্পনার অভাবহেতু বিকল্প নহে, তাহাদের কার্য্যভিন্ন হওয়ার নিমিত্ত তুল্যার্থতার অভাব হয়, অতএব বিকল্প হইবে না । অনন্তর তুল্যার্থের অভাববশতঃবিকল্পের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন– তথাহীতি । সারার্থ এইযে যেমন দ্বারদিয়া প্রবেশ করত প্রাসাদে পর্য্যাঙ্ক পালঙ্কে শয়ন করে, সেইপ্রকার দ্বারভূত নাড়ী দ্বারা প্রবেশ করত পুরীতৎবর্ত্তী ব্রহ্মে শয়ন করে এইরূপ প্রকারভেদহেতু নাড়ী প্রভৃতীর সমুচ্চয়ই হয় ।

অনন্তর নিগমন প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থান, অপর পুরীতৎ

॥ওঁ॥ অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/৪/৮॥

যতো ব্রহ্মৈব সুপ্তিস্থানং ॥ নাড্যাদীনাস্তু দ্বারমাত্রতা । অতোঽস্মাদ্ব্রহ্মণঃ সকাশেদেব স্বাপোত্তরং প্রবোধঃ শ্রুয়তে । ছান্দোগ্যে (৬/১০/২) "সত আগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" ইতি । বিকল্পেতু কদাচিন্নাড়ীভ্যঃ কদাচিৎ পুরীততঃ কদাচিচ্চ ব্রহ্মণঃ স শ্রুয়তে, ন চ তথাস্তি । তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব তৎ ॥৮॥

শ্রীগোবিন্দদেবে শেতে, স এব সুষুপ্তিস্থানমিতি ভাবঃ ॥৭॥

অথ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব সুষুপ্তিস্থানমিতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "অতঃ" ইতি । যতো ব্রহ্মৈব সুষুপ্তিস্থানং, অতঃ-অস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ সকাশাদেব প্রবোধঃ, জাগর ইতি । ভাষ্যাংশমতিরোহিতার্থম্ । অথ ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যপ্রমাণেন শ্রীগোবিন্দদেব এব সুষুপ্তি স্থানমিতি প্রতিপাদয়ন্তি–"সতঃ" ইতি । জীবাঃ সুষুপ্তিসুখমনুভূয় সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সকাশাৎ আগত্য ন বিদুঃ, ন বিদন্তি ইতি । কিং ন বিদুঃ ? সতঃ আগচ্ছামহে, শ্রীগোবিন্দদেব সকাশাদাগচ্ছামহে ইতি । অথ বিকল্পস্বীকারে দোষ মাহুঃ–"বিকল্পে" ইতি ।

সঙ্গতি ঃ–অথ তদভাবাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–তস্মাদিতি । তস্মাৎ ব্রহ্মৈব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব তৎ সুষুপ্তিস্থানমিতি । তথাচ–দ্বারেণ প্রবিশ্য প্রসাদে পর্য্যঙ্কেশেতে এবং নাড্যস্তু দ্বারভূতাঃ, পুরীতত্তু প্রাসাদস্বরূপম্, ব্রহ্ম তু পর্য্যঙ্কস্থানীয়মিতি

গোবিন্দে শেরতে জীবা উত্তিষ্টন্তি ততো হি তে । তথাপি মায়য়া তস্য ন জানন্তি বিমোহিতাঃ ॥৮॥

হৃদয়পুণ্ডরীকের আবরক হয়, অতএব জীব নাড়ী প্রবেশকরত পুরীতৎবর্ত্তী পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে শয়ন করে, তিনিই সুষুতিস্থান ইহাই ভাবার্থ ॥৭॥

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই সুষুপ্তিস্থান প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–অতইতি । অতএব ইঁহা হইতেই প্রবোধ হয়, অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান অতএব এই পরব্রহ্ম সকাশ হইতেই প্রবোধ জাগর হয় । কারণ ব্রহ্মই প্রসুপ্তিস্থান নাড়ী প্রভৃতী তথায়গমনে দ্বারা মাত্র হয়, অতএব এই ব্রহ্মের সকাশ হইতেই শয়নের পরে উত্থিত হওয়া শ্রবণ করা যায় । অথ ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবই যে সুষুপ্তিস্থান তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–সত ইতি । সৎ হইতে আসিয়া জানে না সৎ হইতে আসিতেছি, শ্রীগোবিন্দদেবেরে সকাশ হইতে আগমন করিয়া জানে না, কি জানে না ? সৎ হইতে আসিতেছি, শ্রীগোবিন্দদেবের সকাশ হইতে আসিতেছি। বিকল্প স্বীকারে দেষ বলিতেছেন–বিকল্পেতি সুষুপ্তিস্থান বিষয়ে বিকল্প স্বীকার করিলে কদাচিৎ নাড়ী হইতে, কদাচিৎ পুরীতৎ হইতে কোন সময় ব্রহ্ম সকাশ হইতে প্রবোধ শ্রুত হইত, কিন্তু তাহা হয় না।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর তদভাবাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান । অর্থাৎ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই তৎ সুষুপ্তিস্থান, যেমন দ্বারে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদে

৫॥ কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণম্ ।

অথ "সত আগাত্য ন বিদুঃ" (ছাo ৬/১০/২) ইত্যত্র বিচারান্তরম্ । সুপ্ত এবোত্তিষ্ঠেৎ ? উত অন্য এব ? ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মসম্পন্নস্য প্রাচীনদেহাদি সম্বন্ধাসম্ভবাদন্য এবেতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ স এব তু কর্মানুস্মৃতি শব্দবিধিভ্যঃ ॥ওঁ॥ ৩/২/৫/৯॥

'তু' শব্দঃ শঙ্কাক্ষেপায় । সুপ্ত এবোত্তিষ্ঠতি নান্যঃ । কুতঃ ? কর্মাদিভ্যঃ । সুপ্তেঃ প্রাগনুষ্ঠিত শেষ লৌকিক কর্মসমাপনং কর্মশব্দার্থঃ । অনুস্মৃতিঃ "যোঽহংসুপ্তঃ স এব

৫॥ *"কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণম্"*

অথ জীবানাং শ্রীগোবিন্দদেব এব সুষুপ্তিস্থানম্, তথা নিদ্রাসুখভোগানন্তরং তস্মাৎ প্রবোধমায়ান্তি, অত্র পরমব্রহ্মণি জীবানাং বিলীনে প্রবোধাসম্ভবাৎ কঃ প্রবোধমায়াতি ? ইতি সমাধানার্থং "কর্মানুস্মৃতি-শব্দবিধ্যধিকরণারম্ভঃ," ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"অথ" ইতি । "সত আগত্য ন বিদুঃ" ইতি । জীবঃ সুষুপ্তিসুখানুভবানন্তরং সতঃ পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আগত্য তং পরব্রহ্ম—শ্রীগোবিন্দদেবং ন জানাতি ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

পালঙ্কে শয়ন করে, সেই প্রকার নাড়ীসকল দ্বারস্বরূপ, পুরীতৎ প্রাসাদ ও ব্রহ্ম পর্য্যঙ্ক সদৃশ জীব তথায় শয়ন করে । জীবগণ শ্রীগোবিন্দদেবে শয়ন করে, তাঁহা হইতেই উত্থিত হয়, তথাপি তাহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে জানে না ॥৮॥

এইপ্রকার তদভাবাধিকরণ চতুর্থ সমাপ্ত ॥৪॥

৫॥ *"কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণ"*

অনন্তর কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । অথ জীবগণের শ্রীগোবিন্দদেবই সুষুপ্তিস্থান, এবং নিদ্রসুখভোগের পর তাঁহার নিকট হইতেই উত্থিত হয়, এইস্থলে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে জীবগণের বিলীন হইলে পরে প্রবোধ হওয়া অসম্ভবহেতু কে প্রবোধিত হয় ? এই বিষয় সমাধানের নিমিত্ত কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহই অধিকরণের সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ—কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অথেতি। সৎ হইতে আগত হইয়া জানে না, অর্থাৎ জীব সুষুপ্তিসুখ অনুভবের পর সৎ পরব্রহ্ম সকাশ হইতে আসিয়া সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানে না, ইহাই বিষয়বাক্য ।

প্রতিবুদ্ধোঽস্মি" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা। শব্দস্তু "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবতি তদ্দা ভবতি" (ছা০ ৬/৯/৩) ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। ব্যাঘ্রাদয়ো জীবাঃ সুপ্তেঃ প্রাগ্ যদ্ যচ্ছরীরং প্রাপ্তা স্ত এব প্রতিবুদ্ধাঃ। তত্তদেবাপ্নুবন্তীতি তত্রার্থঃ।

সংশয় :—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, সুপ্ত এব উত্তিষ্ঠেৎ ? তথাচ—যো জীবঃ সুষুপ্তি সুখানুভবার্থং পরব্রহ্মণি স্বপিতি স সুপ্তো জীব এব তস্মাদুত্তিষ্ঠেৎ ? উতান্য এব উত্তিষ্ঠেৎ ? যো জীবঃ স্বপিতি স নোত্তিষ্ঠেৎ কিন্তু অন্য এব জীব উত্তিষ্ঠতি। তথাচ—যথ জলরাশৌ কশ্চিৎ বারিকণঃ প্রক্ষিপ্যাতে, স জলকণঃ প্রক্ষেপানন্তরং জলরাশিরেব ভবতি, পুনস্তস্যোদ্ধরণমসম্ভবম্, উদ্ধৃতে চ স জলবিন্দুর্ন ভবতি, কিন্তু অন্য এব। এবং ব্রহ্মণি প্রসুপ্তে সতি সজীবঃ তস্মান্নোত্তিষ্ঠোৎ, অপি অন্য এব ইত্যর্থঃ। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :—এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—"ব্রহ্মসম্পন্নস্য" ইতি। স্বাপোত্তরং পরেশাৎ জীবস্য উত্থাপনং ন সম্ভবেৎ, কুতো ন সম্ভবেদিত্যপেক্ষয়ামাহঃ—ব্রহ্মসম্পন্নস্য প্রাপ্তপরব্রহ্মণো জীবস্য দেহসংযোগাসম্ভবাৎ, তথাত্বে মুক্তস্যাপি দেহযোগসম্ভবাৎ ; তস্মাৎ সুষুপ্তৌ ব্রহ্মসম্পন্নস্য জীবস্য

সংশয় :—এই বিষয়বাক্যে বিচারান্তর পূর্বক সংশয় হইতেছে—সুপ্তেতি। সুপ্ত জীব উত্থিত হয়? অথবা অন্য ? অর্থাৎ যে জীব নিদ্রাসুখ অনুভবের নিমিত্ত পরব্রহ্মে শয়ন করে সেই প্রসুপ্ত জীবই উত্থিত হয় ? অথবা যে জীব শয়ন করে সে আর উত্থিত হয় না, কিন্তু অন্য জীব উত্থিত হয়। যেমন জলরাশিতে কোন বারিকণা প্রক্ষেপের পরে জলরাশিই হয়, পুনরায় তাহাকে উদ্ধার করা অসম্ভব হয়, যদি উদ্ধৃত করা হয় তবে পূর্বপ্রক্ষিপ্ত জলবিন্দু হয় না, কিন্তু অন্য জলবিন্দু হয়। সেইপ্রকার ব্রহ্মে প্রসুপ্ত হইলে পরে জীব তাহা হইতে আর উত্থিত হয় না, কিন্তু অন্য জীব উত্থিত হয়, এইপ্রকার সন্দেহবাক্য।

পূর্বপক্ষ :—এইপ্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মসম্পন্নজীবের প্রাচীন দেহাদি সম্বন্ধের অভাবহেতু অন্য উত্থিত হয়, অর্থাৎ স্বাপোত্তরকালে পরেশ হইতে জীবের উত্থাপন সম্ভব নহে, কেন সম্ভব হইবে না ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ব্রহ্মসম্পন্ন প্রাপ্ত পরব্রহ্ম জীবের দেহ সংযোগ অসম্ভবহেতু, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত জীবের দেহযোগ স্বীকার করিলে মুক্তজীবেরও দেহসংযোগ সম্ভব হইবে, অতএব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মসম্পন্ন জীবের পুনঃদেহ সম্বন্ধ হয় না, ইহাই পূর্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত :—এইপ্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—স ইতি। সেই উত্থিত হয় কারণ কারণ কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দ ও বিধি হইতে। অর্থাৎ যেজীব প্রসুপ্ত হয় সেই জীবই সমুত্থিত হয়, অন্য নহে, কেন ? কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দ বিধি হইতে। সূত্রে যে হেতু শব্দ আছে তাহা আশঙ্কা আক্ষেপের নিমিত্ত, অর্থাৎ শঙ্কা করা উচিৎ নহে। অথসূত্রস্থ কর্ম্মশব্দের ব্যাবৃত্তি

বিধিশ্চ–"আত্মানমেব লোকমুপাসিত" (বৃ০ ১/৪/১৫) ইতি বৃহদারণ্যকদৃষ্টৌ মোক্ষবিষয়ঃ। সোঽপি সুপ্তস্য মুক্তত্বেঽনর্থকঃ স্যাৎ।

অয়ংভাব ঃ–যথা লবণাম্বুপূর্ণঃ পিহিতমুখঃ কুম্ভো গঙ্গায়াং নিক্ষিপ্তঃ পুনরুদ্ধ্রিয়তে, তথা বাসনা বৃতো জীবঃ সুপ্তো বিরতঃ সমস্তকরণো বিশ্রামস্থানং ব্রহ্মসম্পদ্যাপি পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি। ন চ নির্বাসনবত্তৎ সারূপ্যমুপৈতি। তদেতচ্চ কর্ম্মাদিভ্যোঽবগতমিতি ॥৯॥

পুনর্নদেহসম্বন্ধঃ" ইতি। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সঃ" ইতি। যঃ প্রসুপ্তো ভবেৎ স এব জীবঃ সমুত্তিষ্ঠেৎ, নান্যঃ, কুতঃ ? কর্ম্মানুস্মৃতিরিতি। এষাং ব্যাখ্যানং ভাষ্যে স্পষ্টম্। সূত্রস্থ "তু" শব্দঃ শঙ্কাক্ষেপায়। অথ সূত্রস্থ-কর্ম্মশব্দস্য ব্যাবৃত্তিমাহুঃ–"সুপ্ত" ইতি। তথাচ–দিনৈক সাধ্যস্য কর্ম্মণঃ অর্দ্ধং কৃত্বা সুপ্তো মানবঃ পুনরুত্থায় অবশিষ্টং কর্ম্ম কুর্বন্ দৃষ্টঃ ; সুপ্তোত্থিতস্য সুপ্তাদিতরত্বে তৎকর্ম্ম স জীবো ন সমাপয়েদিত্যর্থঃ। ন চ অন্যেন সমারব্ধঃ কর্ম্ম অন্যঃ সমাপয়েৎ, তস্মাৎ পূর্বারব্ধকর্ম্ম পশ্চাৎ সম্পাদনাৎ সুপ্ত এব উত্তিষ্ঠতি নান্যদিত্যর্থঃ।

অথ সূত্রস্থ-অনুস্মৃতিশব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ–অনুস্মৃতিরিতি। স্পষ্টম্। তথাচ–যোঽহং দ্বাদশবর্ষাৎ প্রাক্ কৃষ্ণদাসমদ্রাক্ষম্, তমদ্য পশ্যামি ইতি ইত্যনুস্মৃতিঃ প্রত্যভিজ্ঞা বা ন সম্ভবেৎ ; তস্মাদেব সুপ্ত এব উত্তিষ্ঠতি। অথ সূত্রস্থ "শব্দ" পদস্য ব্যাখ্যান মাহুঃ–শব্দেতি। তে ইহ ব্যাঘ্রো বা ইত্যাদি স্পষ্টম্। শ্রুতেরর্থং স্বমেবাহুঃ–ব্যাঘ্রাদয়ো জীবাঃ ইতি। কিঞ্চ বৃহদারণ্যকোপনিষদি–৪/৩/১৬, "স বা এতস্মিন্

বলিতেছেন–সুপ্ত ইতি। যে জীব প্রসুপ্ত হয় সেই জীবই উত্থিত হয় অন্য নহে কেন ? কর্ম্মাদি হইতে। শয়নের পূর্বে অনুষ্ঠিত শেষ লৌকিক কর্ম্ম সমাপন করা কর্ম্মশব্দের অর্থ, অর্থাৎ একদিনের সাধ্য কর্ম্মের অর্দ্ধেক সমাপ্ত করিয়া নিদ্রিত মানব পুনরায় উত্থিত হইয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম করিতে দেখা যায়, সুতরাং যদি সুপ্তোত্থিত মানব সুপ্তমানব হইতে অন্য হয় তাহা হইলে সেই কর্ম্ম সেই জীব সমাপন করিবে না, কারণ একজনের দ্বারা আরম্ভ করা কর্ম্ম অন্যজন সমাপ্ত করিবে না, অতএব পূর্বপ্রারম্ভিত কর্ম্ম পশ্চাৎ সম্পাদন করাহেতু যে সুপ্ত হয় সেই উত্থিত হয়, অন্য নহে ইহাই অর্থ। অনন্তর সূত্রস্থ অনুস্মৃতিশব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন–অনুরিতি। অনুস্মৃতি অর্থাৎ যে আমি সুপ্ত হইয়াছিলাম সেই আমি জাগরিত হইয়াছি, এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা, অর্থাৎ যে আমি দ্বাদশ বৎসর পূবের্ব কৃষ্ণদাসকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে অদ্য দেখিতেছি, এই অনুস্মৃতি অথবা প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হইবে না, অতএব যে সুপ্ত হয় সেই উত্থিত হয়। অতঃপর সূত্রস্থ শব্দপদের ব্যাখ্যা করিতেছেন–শব্দেতি। তাহারা ইহলোকে সুষুপ্তির পূর্বে ব্যাঘ্র হউক অথবা সিংহ কিম্বা বৃক অথবা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ অথবা দংশ কিম্বা মশক যাহা যাহা ছিল তাহাই হয়, ছান্দোগ্য শ্রুতি এইপ্রকার বলেন। শ্রুতিবাক্যের অর্থ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ করিতেছেন–

স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্টৈব পুণ্যং চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব” ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদিচ–৮/৩/২, তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চারন্তো ন বিন্দেয়ুঃ এবমেবেসাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহগর্চ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি” ইতি।

অথ সূত্রস্থ “বিধি” শব্দস্য ব্যাখ্যানমাহঃ–বিধিশ্চ” ইতি। আত্মানং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎ গোলোক-বৃন্দাবনাদিলোকং নিত্যনিবাসস্থানং তৎ প্রাপ্তয়ে তমেব পরম কৃপালুমৌলিমুপাসীত, ইতি বৃহদারণ্যকদৃষ্টো মোক্ষবিষয়ঃ। অত্র সুপ্তস্য মুক্তত্বে স্বীকৃতে সোঽপি বিধিশ্চ অনর্থকঃ স্যাৎ। তথাচ–যদি অন্য উত্তিষ্ঠেৎ, সুষুপ্তো মুক্তো ভূত্বা পুনঃ শরীরং লভেৎ, তদা মোক্ষস্যানিত্যতাপত্তেঃ, কৃতপ্রণাশ–অকৃতাভ্যাগমদোষপ্রসঙ্গাচ্চ।

তস্মাৎ যঃ স্বপেৎ স এব উত্তিষ্ঠেৎ, নান্য ইতি সূত্রার্থ। অথ অধিকরণসারার্থমাহঃ–“অয়ং ভাবঃ” ইতি। দৃষ্টান্তং অতিরোহিতার্থম্ তথাচ–নিরস্ত সমস্ত বাসনাদি–থুৎকৃতমোক্ষসুখং যস্য, কেবলয়া ভক্ত্যারাধিতো ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তস্মৈ স্বচরণারবিন্দসেবারূপং মোক্ষং দদতীতি, ন সবাসনস্য জীবস্য কদাচিদপি মুক্তির্ভবতীত্যর্থঃ।

ভক্ত্যারাধিত-গোবিন্দো দদাতি স্বপদান্তিকম্। ন হি সুপ্তো বিমুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মনুস্মৃতিদর্শনাৎ ॥৯॥

ইতি কর্ম্মনুস্মৃতি শব্দবিধ্যধিকরণম্ পঞ্চম্ সম্পূর্ণম্ ॥৫॥

ব্যাঘ্রেতি। ব্যাঘ্রাদি-জীবগণ সুপ্তির পূর্বে যে যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা জাগ্রত হইয়া তাহাই বা সেই সেই শরীরই লাভ করে ইহাই মন্ত্রের অর্থ। অপর বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–সেই জীব এই স্বল্পলোকে বিচরণ রমণ ও দর্শন করিয়া পূণ্য বা পাপ প্রতি ন্যায় প্রতিযোনি পূর্ববৎ প্রবুদ্ধ হইয়া প্রাপ্ত করে। ছান্দোগ্য বর্ণিত আছে–যথা হিরণ্যনিধি নিহিতস্থানে তাহার উপরে সঞ্চারণ কারী স্থান বিষয়ে অজ্ঞ তাহা জানে না, সেই প্রকার এই প্রজাগণ অহরহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোক জানে না।

অনন্তর সূত্রস্থ বিধিশব্দের ব্যাক্যা করিতেছেন–বিধিশ্চেতি। আত্মার লোককে উপাসনা করিবে, অর্থাৎ আত্মা শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার লোককেই উপাসনা করিবে, পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের যে গোলোক বৃন্দাবনাদি লোক নিত্য নিবাস স্থান তৎ প্রাপ্তির নিমিত্তই সেই পরম কৃপালু মৌলিকেই উপাসনা করিবে, ইহা বৃহদারণ্যকলদৃষ্ট মোক্ষ বিষয়, এইস্থলে প্রসুপ্তজীবের মুক্ততা স্বীকার করিলে সেই উপাসনা বিধি অনর্থক হইবে। অর্থাৎ যদি শয়নের পর অন্য জীব উত্থিত হয়, সুষুপ্তিকালে মুক্ত হইয়া জীব পুনঃ শরীর লাভ করে, তবে মোক্ষের অনিত্যতাপত্তি দোষ হয়, কৃতপ্রকাশ অকৃতাভাগামদোষ প্রসঙ্গ ও আপত্তি হয়। অতএব যে শয়ন করে সেই জীবই উত্থিত হয় অন্য নহে, ইহাই সূত্রার্থ। এই অধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন–অয়মিতি। এই সূত্রের ভাবার্থ এইযে যেমন লবন জল পরিপূর্ণ মুখ আচ্ছাদিত কুম্ভকে গঙ্গা জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ উত্থাপন করে, সেই প্রকার বাসানা আবৃত জীব শয়ন বিরত সমস্ত করণ বা ইন্দ্রিয় বিশ্রামস্থান ব্রহ্ম সংপ্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় ভোগের নিমিত্ত উত্থিত হয়। কিন্তু বাসনা বিহিনের ন্যায় ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করে না, তাহা কর্মাদি হইতেই অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ যে সাধক নিরন্তর সমস্ত বাসনাদি মোক্ষ সুখ পর্য্যন্ত যুৎকার করিয়াছে এবং কেবল ভক্তির দ্বারা

৬॥ মুগ্ধাধিকরণম্।

প্রসঙ্গাদিদং চিন্ত্যতে । মূর্চ্ছায়াং ব্রহ্মণি সম্প্রাপ্তিঃ ? অর্দ্ধপ্রাপ্তির্বা ? জীবস্যেতি বিশয়ে–তস্যাঃ সুষুপ্তি বিষয়ত্বাৎ তদ্বৎ সম্প্রাপ্তিরেবেতি প্রাপ্তে–

৬॥ "মুগ্ধাধিকরণম্"–

ভক্তবাৎসল্য–সৌন্দর্য্য–মাধুর্য্য–স্মরণাত্তব ।
মূর্চ্ছাপন্নঃ কদা ব্রজে পতিষ্যামি হে মাধব ! ॥

এবং ইতঃ প্রাক্ অধিকরণপঞ্চকেন জীবস্য জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তি-অবস্থাত্রয়ং নিরূপিতম্ । তস্য শ্রীগোবিন্দদেবাধীনবৃত্তিত্বাৎ স এব কর্ত্তা ইতি, অথ জীবস্য অবস্থাত্রয়াদন্যং মূর্চ্ছাবস্থং লোকে শাস্ত্রে চ শ্রুয়তে, তচ্চ কিমবস্থাত্রয়ান্তর্গতং ? অথবা স্বতন্ত্রাবস্থাবিশেষমিতি চিকিৎসায়াং মুগ্ধাধিকরণারম্ভঃ" ইতি। অধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ মুগ্ধাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহ ঃ–তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে–"যত এবং ত্রয়োঽবস্থা মোহস্তু পরিশেষতঃ । অর্দ্ধপ্রাপ্তিরিতিজ্ঞেয়ো দুঃখমাত্রপ্রতিস্মৃতেঃ ॥ ইতি । কিঞ্চ শ্রীকূর্ম্মপুরাণে–মূচ্ছা প্রবোধনং চৈব যত এব প্রবর্ত্ততে । স ঈশঃ পরমো জ্ঞেয়ঃ পরমানন্দলক্ষণঃ ॥ ইতি । ইতি বিষয়বাক্যম্ । (মা০ ভা০–৩/২/৭/১০)

শ্রীগোবিন্দদেবকে আরাধনা করে তাহাকে তিনি স্বচরণারবৃন্দ সেবারূপ মোক্ষ প্রদান করেন, সুতরাং বাসনাযুক্ত জীবের কোন কালেও মুক্তি হয় না ইহাই অর্থ । ভক্তিযোগদ্বারা আরাধিত শ্রীগোবিন্দদেব নিজ পদারবিন্দ সেবা প্রদান করেন, কিন্তু প্রসুক্ত জীব কদাপি বিমুক্ত হইবে না, কারণ কর্ম্ম অনুস্মৃতি প্রভৃতি তাহাদের দেখা যায় ॥৯॥

এই প্রকার কর্ম্মাঅনুস্মৃতি শব্দ বিদ্যাধিকরণ পঞ্চম সম্পূর্ণ ॥৫॥

৬॥ "মুগ্ধাধিকরণ"

অনন্তর মুগ্ধাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । হে মাধব ! ভক্তবাৎসল্য সৌন্দর্য্য ও আপনার মাধুর্য্যস্মরণহেতু ব্রজভূমে কবে মূর্চ্ছা যুক্ত হইয়া পতিত হইবে । এই প্রকার ইহার পূর্ব্বে পাঁচটি অধিকরণের দ্বারা জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় নিরূপণ করিয়াছেন । সেই অবস্থাত্রয়ের শ্রীগোবিন্দদেবের অধীন বৃত্তি হওয়ার নিমিত্ত তিনিই কর্ত্তা । অনন্তর জীবের যে অবস্থাত্রয় হইতে অন্য মূর্চ্ছাবস্থা লোকে ও শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায় তাহা কি এই অবস্থাত্রয়ের অন্তর্গত ? অথবা স্বতন্ত্র অবস্থা বিশেষ এই প্রকার বিচিকিৎসায় মুগ্ধাধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয়ঃ–অনন্তর মুগ্ধাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এইপ্রকার–শ্রীবারাহপুরাণে বর্ণিত আছে–যেহেতু এইপ্রকার তিনটি অবস্থা, পরিশেষ হইতে মোহ বা মূর্চ্ছা একটি অবস্থাবিশেষ, তাহাতে অর্দ্ধ

॥ওঁ॥ মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্প্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/৬/১০॥

মুগ্ধে মূর্চ্ছিতে সতি পুরুষে তস্য ব্রহ্মণ্যর্দ্ধপ্রাপ্তির্ভবতি । কুতঃ ? পরিশেষাৎ । দুঃখানুসন্ধানান্ন সুপ্তিবত্তৎ সম্প্রাপ্তিঃ । বিষয়াদর্শনাজ্জাগরাদিবন্নাপ্রাপ্তিঃ । কিন্তু পরিশেষ্যাদর্দ্ধপ্রাপ্তিরেবেত্যর্থঃ ।

"হৃদয়স্থাৎ পরাজ্জীবো দূরস্থো জাগ্রদেষ্যতি ।
সমীপস্থস্তথা স্বপ্নং স্বপিত্যস্মিন্ লয়ং ব্রজন্ ॥
অতএবং ত্রয়োঽবস্থা মোহস্তু পরিশেষতঃ ।
অর্দ্ধপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ো দুঃখমাত্রং প্রতিস্মৃতেঃ ॥

সংশয়ঃ—অথ মুগ্ধাধিকরণস্য বিষয়বাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—মূর্চ্ছায়ামিতি । তথাচ—জীবস্য সুষুপ্তিদশায়াং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরুক্তা, কিঞ্চ সুষুপ্তিদশাপি শ্রীগোবিন্দদেবসৃষ্টা, তস্মাৎ "প্রসঙ্গাদিদং চিন্ত্যতে" ইত্যুক্তম্ । অথ মূর্চ্ছা কস্য সৃষ্টিঃ ? অপিচ মূর্চ্ছাবস্থায়াং ব্রহ্মণি সম্পূর্ণসংপ্রাপ্তিঃ ? সুষুপ্তিবৎ পূর্ণপ্রাপ্তিরথবা অর্দ্ধপ্রাপ্তিঃ ? কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ" ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবন্তি—"তস্যা" ইতি । তস্যাঃ মূর্চ্ছায়াঃ সুপ্তিবিশেষত্বাৎ তদ্বৎ-সুষুপ্তিবৎ পূর্ণ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতার্থঃ । তথাচ—যথা সুপ্তদশায়াং জীবস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ভবতি, তথা মূর্চ্ছায়ামপি ভবতীতি ভাবঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

প্রাপ্তি হয় জানিবে, কারণ তাহাতে দুঃখ মাত্র প্রতিস্মৃতি থাকে । অপর শ্রীকূর্ম্মে বর্ণিত আছে—যাহা হইতে মূর্চ্ছা ও প্রবোধ প্রবর্ত্তিত হয় সেই পরমানন্দ লক্ষণ পরমেশ্বর হয় জানিবে । ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় ঃ—অনন্তর মুগ্ধাধিকরণের বিষয়বাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—মূর্চ্ছেতি । প্রসঙ্গতঃ ইহা বিচার করিতেছেন, মূর্চ্ছাদশায় জীবের ব্রহ্মে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ? অথবা অর্দ্ধ প্রাপ্তি ? অর্থাৎ জীবের সুষুপ্তি দশায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, অপর তাহাও শ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্টি, অতবএ প্রসঙ্গত ইহাই বিচার করিতেছেন, বলিয়াছেন । অথ মূর্চ্ছা কাহার সৃষ্টি ? অপর মূর্চ্ছাবস্থায় ব্রহ্মে সম্পূর্ণ সংপ্রাপ্তি হয় ? সুষুপ্তিবৎ পুর্ণপ্রাপ্তি, অথবা অর্দ্ধপ্রাপ্তি কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি হয় ইহাই অর্থ, এই প্রকার সন্দেহবাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন—তস্য ইতি । তাহার সুপ্তি বিষয় হওয়াহেতু তাহার সমান সম্প্রাপ্তিই হইবে । অর্থাৎ সেই মূর্চ্ছাদশার সুষুপ্তি বিশেষ হওয়ার নিমিত্ত সুষুপ্তিবৎ পূর্ণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে ইহাই অর্থ । যেমন সুষুপ্ত দশায় জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় সেইরূপ মূর্চ্ছদশাতেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ইহাই ভাবার্থ, এই প্রকারপূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—মুগ্ধ ইতি । মুগ্ধে অর্দ্ধসংপ্রাপ্তি পরিবেশহেতু । অর্থাৎ মুগ্ধে মূর্চ্ছিতবস্থায় জীবের ব্রহ্মে

ইতি হি স্মৃতিঃ (বারাহ পু০) দূরস্থোঽক্ষিস্থঃ, সমীপস্থঃ কণ্ঠস্থঃ । ননু দেহস্থস্য জীবস্য তিস্রোঽবস্থা শ্রূয়ন্তে । জাগরঃ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি । নাতোঽন্যা কাচিদীক্ষ্যতে । তস্মান্মূর্চ্ছা নাম পৃথগবস্থা নাস্তীতি তিসৃণামন্যতমৈব সেতি চেন্ন, অন্যত্বাৎ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত-সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"মুগ্ধে" ইতি । মুগ্ধে-মূৰ্চ্ছিতাবস্থায়াং জীবস্য ব্রহ্মণ্যর্দ্ধসংপ্রাপ্তি-ভবতি, ন সুপ্তিবৎ সম্পূর্ণপ্রাপ্তিরিতি । এবং কুতঃ ? তত্রাহ—পরিশেষাৎ, জাগ্রৎ সুপ্ত্যোর্বিলক্ষণত্বাৎ, মূৰ্চ্ছায়ামৰ্দ্ধ প্রাপ্তিরিতি । সূত্রমিদং সর্বেষু ভাষ্যেষু—"মুগ্ধেঽৰ্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ" ইত্যেবং দৃশ্যতে ।

মূৰ্চ্ছা চ মোহঃ ; স চ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যেতৎ ত্রয়াবস্থাতিরিক্তো বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্যাবস্থা—বিশেষঃ" ইতি । "মুগ্ধে" ইতি ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । অথ শ্রীবরাহপুরাণবাক্যেন মূৰ্চ্ছায়ামৰ্দ্ধপ্রাতিরিতি প্রতিপাদ্যন্তে—হৃদয়স্থাৎ ইতি । জীবো যদা হৃদয়স্থাৎ পরাৎ পরেশাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ দূরস্থো ভবতি তদা জাগ্রদেষ্যতি, জাগরিতো ভবতি ; যদা তস্য সমীপস্থো ভবতি, তথা তস্মিন্ সময়ে স্বপ্নং পশ্যতি, তদা স্বাপ্নিক রথারোহনাদি সুখমনুভবতি ; কিঞ্চ যদা অস্মিন্ লয়ং ব্রজন্ স্বপিতি, যদা পরব্রহ্মণিলীনো ভবতি তদা সুষুপ্তিসুখমনুভবতি ; অতোঽস্মাৎ হেতো এবং জীবস্য ত্রয়োঽবস্থা ভবতি ; পরিশেষতঃ মোহস্তু অৰ্দ্ধপ্রাপ্তিরিতি, মোহাবস্থায়াং ব্রহ্মণি অৰ্দ্ধপ্রাপ্তিরিতিজ্ঞেয়ঃ ।

ননু মোহদশায়াং কথং অৰ্দ্ধপ্রাতিরিতি ? তত্রাহ—দুঃখমাত্রং প্রতিস্মৃতেঃ । মোহদশায়াং দুঃখমাত্রস্মরণাৎ

অৰ্দ্ধসংপ্রাপ্তি হয়, সুষুপ্তিবৎ পুর্ণপ্রাপ্তি হয় না, ইহা কেন ? তাহা বলিতেছেন পরিশেষহেতু জাগ্রৎ স্বপ্নের বিলক্ষণ হেতু মূৰ্চ্ছায় অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয় । এই সূত্রটি অন্য সকল ভাষ্যে মুগ্ধেঽৰ্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ এই প্রকার দেখা যায় । মূৰ্চ্ছা মোহ তাহা জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতিরিক্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য অবস্থা বিশেষ । মুগ্ধে মূৰ্চ্ছিত হইলে পরে পুরুষের ব্রহ্মে অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয়, কেন ? পরিশেষহেতু, সেইকালে দুঃখানুন্ধানহেতু সুষুপ্তিবৎ পুর্ণ প্রাপ্তি হয় না, বিষয়ের অদর্শনহেতু জাগ্রতের সমান অপ্রাপ্তিও হয় না, কিন্তু পারিশেষ্যাৎ অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয় ইহাই অর্থ । অনন্তর শ্রীবারাহপুরাণ বাক্যের দ্বারা মূৰ্চ্ছাকালে অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন হৃদেতি । জীব হৃদয়স্থপরেশ হইতে দূরস্থ হইলে জাগ্রৎ হয়, অতএব এই তিনটি অবস্থা, পরিশেষ মোহাবস্থা তাহাতে অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয়, কি দুঃখমাত্র স্মৃতিহেতু । অর্থাৎ জীব যে কালে হৃদয়স্থ পর পরেশ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে দূরস্থ হয় সেইকালে জাগরিত হয়, যে সময় শ্রীগোবিন্দদেবের সমীপস্থ হয় সেই কালে স্বপ্ন দর্শন করে, অর্থাৎ স্বাপ্নিক রথারোহণাদিসুখ অনুভব করে, কিন্তু যেকালে সেই শ্রীগোবিন্দদেবে বিলীন হইয়া যায় তখন শয়ন করে, যেসময় পরব্রহ্মে লীন হয় সেই সময় সুষুপ্তি সুখ অনুভব করে, এইহেতু জীবের তিনটি অবস্থা হয় । পরিশেষতঃ মোহ অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি, মোহাবস্থায় ব্রহ্মে অৰ্দ্ধেক বিলীন হয় জানিতে হইবে । যদি বলেন মোহদশায় অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয় কেন ? তাহা বলিতেছেন—দুঃখেতি । মোহদশায় দুঃখমাত্র স্মরণহেতু পূর্ণপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু অৰ্দ্ধপ্রাপ্তি হয় ইহাই অর্থ ইহা স্মৃতিবাক্য । দূরস্থ শব্দের অর্থ অক্ষিস্থ, সমীপস্থ শব্দের অর্থ কণ্ঠস্থ, অর্থা যেকালে

তথাহি–ন তাবজ্জাগরো মূৰ্চ্ছা, ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াবীক্ষণাৎ। নাপি স্বপ্নঃ, নিসংজ্ঞত্বাৎ। ন চ সুপ্তি র্মুখ প্রসাদ নিষ্কম্পত্বাদ্যভাবাৎ। তস্মাদবস্থান্তরমেব পরিশেষাদবসীয়তে। সা চেয়ং লোকে বৈদ্যকে চ প্রসিদ্ধেতি। তথা চ জাগরস্বপ্নাদি নিখিল কর্ত্তৃত্বরূপো যস্য মহিমা স হরিরেব সেব্যেতি প্রকরণাভিপ্রায়ঃ ॥১০॥

ন পূর্ণপ্রাপ্তিঃ কিন্তু অর্দ্ধপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অথ মূৰ্চ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রাবস্থা স্বীকারে শঙ্কামারচয়ন্তি–"ননু" ইতি। অত্র প্রশ্নোত্তরং সুগমম্। ন চ সুপ্তমূৰ্চ্ছয়োর্ন অবস্থান্তরমিতি বাচ্যম্, পৃথক্ প্রতিপাদনাৎ। তথাচ–সুপ্তোহি প্রসন্নবদনো নিষ্কম্পো মুদ্রিতনেত্রঃ চলৎপ্রাণশ্চ দৃশ্যতে ; মুগ্ধস্তু ভয়ঙ্করবদনঃ কম্পমানো নিশ্চল-উন্মীলিতনেত্রো নিশ্চলপ্রাণশ্চ দৃশ্যতে, তস্মাদুভয়োর্মহদন্তরম্। ইয়ং মূৰ্চ্ছা লৌকিকব্যবহারে, বৈদ্যকশাস্ত্রে চ অবস্থা–ত্রয়াৎ পৃথক্ত্বেন প্রসিদ্ধা।

তথাহি শব্দকল্পদ্রুমে ভাবপ্রকাশঃ–১০৫৬ পৃঃ অথ মূৰ্চ্ছাধিকারঃ–ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনম্। বেগাঘাতাদভিঘাতাদ্ হীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ ॥ করণায়তনেষূগ্রা বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ। নিবিশান্তে যদা দোষাস্তদা মূৰ্চ্ছন্তি মানবাঃ ॥ অথ সামান্যলক্ষণমাহ–সংজ্ঞা বহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ। তমোহভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ ॥ সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ। মোহো মূৰ্চ্ছেতি তাং প্রাহুঃ ষড়্ বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ অথ পূর্বরূপমাহ–হৃৎপীড়া জৃম্ভনং গ্লানিঃ সংজ্ঞাদৌর্বল্যমেব চ।

শ্রীগোবিন্দদেব নয়নে বিদ্যমান থাকেন তখন জীব জাগর সুখ অনুভব করে, যেকালে কণ্ঠদেশে অবস্থান করেন সেকালে স্বপ্ন দর্শন করে, যেকালে পুরীততি দেশে বিরাজমান হয়েন সে সময় নিদ্রা সুখ অনুভব করে ইহাই সারার্থ।

শঙ্কা :–অথ মূৰ্চ্ছার স্বতন্ত্র অবস্থা স্বীকারে শঙ্কা রচনা করিতেছেন–যদি বলেন দেহস্থজীবের তিনটি অবস্থা শ্রবণ করা যায়, জাগর স্বপ্নসুষুপ্তি, ইহা হইতে কোন অন্য অবস্থা দেখা যায় না, অতএব জীবের মূৰ্চ্ছানামে কোন পৃথক অবস্থা নাই, সুতরাং এই অবস্থাত্রয়েরই অন্যতম মূৰ্চ্ছা।

সমাধান :–এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ তাহা অন্য হেতু, তথাহি–জাগর অবস্থা মূৰ্চ্ছা নহে, কারণ সেই সময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষ ঈক্ষণ বা পর্য্যালোচনা করে না, স্বপ্নও নহে, সেই কালে সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না, সুষুপ্তিও নহে কারণ মুখপ্রসাদ নিষ্কাম প্রভৃতির অভাবহেতু, সুতরাং ঐ অবস্থা তিনটির অন্তর্গত না হওয়ায় পরিশেষে অন্য মূৰ্চ্ছা অবস্থা অবশেষ থাকে। পুনঃ এই মূৰ্চ্ছাদশা লোকে ও বৈদ্যক শাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধই আছে। অর্থাৎ সুষুপ্তিও মূৰ্চ্ছার ভিন্ন নহে, ইহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহার পৃথক প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যেমন সুপ্তমানব প্রসন্নবদন কম্পরহিত মুদ্রিতনেত্র এবং চলৎ প্রাণ দেখা যায়, মুগ্ধ কিন্তু ভয়ঙ্কর বদন কম্পমান নিশ্চল ও উন্মীলিত নয়ন নিশ্চল প্রাণ দেখা যায়, অতএব উভয়ে মহান অন্তর বিদ্যমান আছে। এই মূৰ্চ্ছালৌকিক ব্যবহারে এবং বৈদ্যকশাস্ত্রে

৭॥ উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ।

সর্বাসাং পূর্বরূপাণি যথাস্বং তাং বিভাবয়েৎ ॥ অত্র বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং ভাবপ্রকাশস্য মূর্চ্ছভ্রমতন্দ্রাতিনিদ্রাসন্ন্যাসাধিকারং দ্রষ্টব্যম্ ।

সঙ্গতি ঃ—অথ মুগ্ধধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ—"তথাচ" ইতি । প্রকটার্থম্ । তস্মাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নসুষপ্তিমূর্চ্ছাদিদশানাং সর্বসৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব এব কর্ত্তা ইতি ॥ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি—মূর্চ্ছানাঞ্চ প্রকর্ত্তরি । সর্বেশে শ্যামসুন্দরে প্রীতিংকরোমি সর্বদা ॥১০॥

ইতি মুগ্ধাধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্ ॥৬॥

৭॥ "উভয়লিঙ্গাধিকরণম্"

গোবিন্দস্য পৃথিব্যাস্তু হ্যবতারা বসন্তি যে । একত্বং হি সদা তেষাং ব্রবীতি বাদরায়ণঃ ॥

অথ মহদাদ্যারভ্য—মোহন্তং নিখিলকর্ত্তৃত্বাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্বেষাং মানবানাং ভজনীয়, ইতি ; ন যুক্তিযুক্তং, কুতঃ ? ঈশ্বরবহুত্বাৎ, বহুবিষয়া ভক্তিরেকেন মানবেন কর্ত্তুমশক্যত্বাদিদিতি, এবং শঙ্কয়াং "উভয়লিঙ্গাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অবস্থাত্রয় হইতে পৃথক ভাবে প্রসিদ্ধ আছে । এইবিষয়ে শব্দকল্পদ্রুমে ভাব প্রকাশ-মূর্চ্ছাধিকার ক্ষীণ বহুদোষযুক্ত বিরুদ্ধ আহার সেবনকারী হীনবলের বেগ আঘাত ও অভিঘাতাদি হইতে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে উগ্রদোষ প্রবেশ করে সেইকালে মানব মূর্চ্ছিত হয়, মূর্চ্ছার সামান্যলক্ষণ এইরূপে—সংজ্ঞাবহনকারী নাড়ীগণের মধ্যে বায়ু প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সহসা সুখদুঃখবিনাশকারী তমোভাব প্রাপ্ত হয়, দুঃখসুখ বিনাশহেতু মানব কাষ্ঠের ন্যায় পতিত হয়, তাহাকে মোহ বা মূর্চ্ছা বলে, তাহা ছয় প্রকার প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার পুর্বরূপ—হৃদয়ে পীড়া জৃম্ভন গ্লানি সংজ্ঞার দুর্লভতা ছয় প্রকারের পূর্বলক্ষণ, যথাক্রমে বিভাগ করিতে হইব । মূর্চ্ছাবিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে ভাবপ্রকাশের মূর্চ্ছাভ্রম তন্দ্রাতিনিদ্রা সন্ন্যাসধিকরণ দ্রষ্টব্য ।

সঙ্গতি ঃ—অনন্তর মুগ্ধাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তথাচেতি । জাগর স্বপ্নাদি নিখিল কর্ত্তৃত্বরূপ যাঁহার মহিমা সেই শ্রীহরিরই একমাত্র সেব্য ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রায় । অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তি মুর্চ্ছাদি দশাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্বসৃষ্টিকারী শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন, জীব নহে, জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত মূর্চ্ছাদির সৃষ্টিকর্ত্তা সর্বেশ্বর শ্রীশ্যামসুন্দরে আমি সর্বদা প্রীতি করি ॥১০॥

এই প্রকার মুগ্ধাধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত ॥৬॥

৭॥ "উভয়লিঙ্গাধিকরণ"

অনন্তর উভয়লিঙ্গাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । পৃথিবীর মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেবের যে অবতার সকল আছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাঁহাদের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন । অথ মহত্তত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মোহ পর্য্যন্ত নিখিল কর্ত্তৃত্বহেতু শ্রীগোবিন্দদেবেই সকল মানবগণের একমাত্র ভজনীয়, ইহাই

এবং নিখিল নিয়ামক তয়া ভগবতো মহিমা দর্শিতঃ। ইদানীং বহুধাবভাতোঽপ্যৈক্যং স্বস্মিন্ন ত্যজতীতি অবিচিন্ত্য স্বরূপতা তস্য দর্শ্যতে। যদ্যপি "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" (ব্র০ সূ০ ২/৩/১৮/৪৪) ইত্যাদিনোক্তমেতত্তথাপি যুগপদ্ বহুভাবেন ভেদপ্রতীতৌ ন সমাহিতমতোঽত্রাচিন্ত্যত্বেন তৎসমর্থনম্। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো০ তা০ পূ০-২৩) ইত্যাদি শ্রুতম্।

অথ প্রাকৃতবিষয়েষু দোষদর্শনাৎ বৈরাগ্যজননায় জীবস্যাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ। ইদানীং পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য আবির্ভাবানামৈক্যং নিরূপয়ন্তি। অত্র-উভয়লিঙ্গাধিকরণস্য বিষয়মবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি—এবমিতি। অথাধিকরণস্য বর্ণ্যবিষয়মাহুঃ—ইদানীমিতি। ননু—পিষ্টপেষণমেতৎ পূর্বং "মৎস্যাধিকরণে"—"প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ"—(২/৩/১৯/৪৫) ইত্যত্রপ্রতিপাদিতম্ তৎ কথমত্র পুনঃ প্রতিপাদ্যন্তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—যদ্যপীতি।

তথাচ—মৎস্যাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীমৎস্যাদ্যবতারৈঃ সহ ঐক্যং প্রতিপাদিতম্। অত্র তু শ্রীকৃষ্ণস্য বহুভাবেনাবির্ভাবস্য একত্বং প্রতিপাদ্যন্তে" ইতি নাত্র পিষ্টপেষমিতি।

বিষয় :—অথোভয়লিঙ্গাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"একোঽপি" ইতি। যঃ একোঽপি সন্ বহুধা বহুধা অবভাতি; য ইতি শ্রীগোবিন্দদেবঃ, কৃষ্ণস্তৈভা" ইত্যুপক্রমবাক্যত্বাচ্চ। অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ স্বপ্নাদিসর্বাবস্থাসৃষ্টিকর্ত্তা স শ্রীগোবিন্দদেবঃ একঃ অপি সন্ একোঽপি ভূত্বা বহুধা স্বস্বরূপেনৈবাবস্থানং কৃত্বা তদ্রূপেণৈব অনেকধা অবভাতি শোভতে। এবম্ভূতাবির্ভাবস্য প্রকাশত্বেন অভিধীয়তে।

যুক্তি সঙ্গত নহে, কেন? যেহেতু ঈশ্বর অনেক, বহু ঈশ্বরবিষয়াভক্তি একটি মানবকর্ত্তৃক করিতে অসম্ভবহেতু, এই প্রকার আশঙ্কা হইলে উভয়লিঙ্গাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। অথ প্রাকৃত বিষয়ের মধ্যে দোষ দর্শনহেতু বৈরাগ্য উৎপত্তির নিমিত্ত জীবের অবস্থাবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন, ইদানীং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের তৃপ্তি তৃষ্ণা জন্মাইবার নিমিত্ত শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাব সকলের একত্ব নিরূপণ করিতেছেন। এইস্থলে উভয়লিঙ্গাধিকরণের বিষয় বাক্য অবতরণের নিমিত্ত পীঠিকারচনা করিতেছেন—এবমিতি। এইপ্রকার নিখিল নিয়ামকহেতু ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা প্রদর্শিত হইল, ইদানীং বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও নিজে একতা পরিত্যাগ করেন না, এই প্রকার অবিচিন্ত্য স্বরূপতা তাঁহার প্রদর্শিত করিতেছেন। যদিবলেন—ইহা পিষ্টপোষণ মাত্র, কারণ পূর্বের্ব মৎস্যাধিকরণে "প্রকাশদিবন্নৈবংপরঃ" এইসূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন তবে কিপ্রকারে এইস্থানে পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—যদ্যপীতি। যদিও পূর্বের্ব-প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ইত্যাদির দ্বারা কথিত হইয়াছে তথাপি যুগপৎ বহুভাবে ভেদ প্রতীত বিষয়ে তথায় সমাধান করা হয় নাই, সুতরাং অচিন্ত্য মহিমার দ্বারা তাহা সমর্থন করিতেছেন, অর্থাৎ মৎস্যাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবের

তত্র সংশয়ঃ, নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতানি ভগবতো বহূনি রূপাণি মিথো ভিন্নানি? ন বেতি । স্থান ভেদেন স্থানিনোঽপি ভেদাদ্ ভিন্নানি তানি । নহি মিথো বিলক্ষণ স্থান সংস্থান গুণাদীনি বস্তূন্যভেদং লব্ধুমর্হন্তি । "একোঽপি সন্" (গো০ তা০ পূ০-২৩) ইতি তু সামান্যাভিপ্রায়ং ভাবি ।

তথাহি–শ্রীলঘুভাগবতে–১/২১, অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা । সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ তথাহি–শ্রীভাগবতে–১০/৩৩/১৯, কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ । ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ কিঞ্চ তত্রৈব–১০/৬৯/২, চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ । গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ইত্যাদিষু একত্বেঽপি বহুত্বং প্রতীয়তে । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :–অত্র বিষয়বাক্যে সন্দেহমবতারয়ন্তি–"তত্র সংশয়ঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–নানা দেশেষু নানা মন্দিরেষু স্থিতানি শ্রীগোবিন্দদেবস্য–শ্রীশ্যামসুন্দর-দামোদর-রাধারমণ-মদনমোহনাদীনি রূপাণি পরস্পরং ভিন্নানি ন বা ইতি সংশয়বীজম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–স্থান ভেদেন ইতি । পূর্বপক্ষন্তু প্রকটার্থম্। ননু–তথাত্বে "একোঽপিসন্" ইতি শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদ্‌বাক্যস্য কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ–"ততশ্চ" ইতি । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

শ্রীমৎস্যাদি অবতারের সহিত একতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইস্থলে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বহুরূপে আবির্ভাব সকলের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, সুতারং ইহা পিষ্টপেষণ মাত্র নহে ।

বিষয় :–অনন্তর উভয়লিঙ্গাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–একোঽপিতি । যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন, ইত্যাদি শ্রবণ করা যায় । অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপালদেব, কারণ এই বাক্যটি শ্রীগোপাল উপনিষদের, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই বশী সর্বগওঈড্য" এইটি উপক্রম বাক্য, যে অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান স্বপ্নাদি সর্ব্বাবস্থা সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব এক স্বরূপ হইয়াও বহুধা স্বস্বরূপেই অবস্থান করিয়া সেই রূপের দ্বারাই অনেকরূপে অবভাতি সুশোভিত হয়েন । এই প্রকার আবির্ভাব প্রকাশ নামে কীর্ত্তিত হয় । শ্রীল লঘুভাগবতে বর্ণিত আছে–এককালে একটি রূপের অনেক স্থানে যদি প্রকট হয়, এবং সেই স্বরূপ সকল সর্বথামূল স্বরূপের সমান তাহাকে প্রকাশ বলে । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–রাসনৃত্যকালে শ্রীভগবান যতগুলি গোপীছিলেন ততরূপ প্রকাশ করত আত্মারাম হইলেও লীলার দ্বারা তাহাতদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন । পুনঃ শ্রীনারদ কহিলেন–কি আশ্চর্য্য ! একাকী কৃষ্ণ একবপুর দ্বারাই এক কালে পৃথক পৃথক ষোড়শ সহস্রগৃহে স্ত্রীগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ইত্যাদি বাক্যে এক হইলেও অনেক প্রতীতি হইতেছে, ইহা বিষয় বাক্য নিরূপণকরা হইল ।

ততশ্চ বস্তুতো ভিন্নেষু বহুষ্বনেকেশ্বরতাপত্তিস্তস্যাং চ সত্যাং বহুবিষয়া ভক্তিরেকস্যাসম্ভাবিনীত্যেবং প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥ওঁ॥ ৩/২/৭/১১॥

পরস্য ভগবতঃ স্বরূপং স্থানতোঽপি নোভয়লিঙ্গমুভয়লক্ষণম্ । স্থানভেদেঽপি স্থানি বিশেষ্যং ন ভিদ্যত ইত্যর্থঃ । হি যস্মাদেকমেব স্বরূপমচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপৎ

---

*সিদ্ধান্ত ঃ–*ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ--"ন" ইতি । পরস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপংস্থানতোঽপি নানাদেশেষু নানামন্দিরেষু শ্রীশ্যামসুন্দর-দামোদর-রাধারমণাদীনি রূপাণিনোভয়লিঙ্গম্, ন বিশেষ্যং ভিদ্যতে ; সর্বত্র হি, একমেব শ্রীভগবৎস্বরূপং স্বাচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপৎ সর্বত্র সমমেবাবভাতি, তস্মাৎ সর্বদা সর্বত্র সমরূপেণ প্রকাশতে ইতি । ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম্ ।

তথাচ–নানাদেশেষু নানামন্দিরেষু এক এব শ্রীরাধালঙ্কৃতবামভাগঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রকাশতে, তথাপি ন তস্য ভেদঃ, কিঞ্চ যত্রার্ভিবতি তদেব সংব্যোমশব্দবাচ্যমিতি, তথাহি মুণ্ডকে–২/২/৭, যঃ সবর্বজ্ঞঃ সবর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি । দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ তথাচ–বিবিধভাববন্তো ভক্তাশ্চ শ্রীভগবত আবির্ভাবস্থানম্, স্বস্বভাবানুসারিস্বরূপং ভক্তসবিধে আবির্ভবতীত্যর্থঃ ।

---

*সংশয় ঃ–*এই বিষয়বাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন–তত্রেতি । নানবিধ স্থানে সকলে অবস্থিত শ্রীভগবানের বহুরূপসকল পরস্পরভিন্ন ? অথবা নহে ? অর্থাৎ নানাপ্রদেশে নানামন্দিরে অবস্থানকারী শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীদামোদর শ্রীরাধারমণ শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ সকল পরস্পর ভিন্ন ? অথবা ভিন্ন নহে ? ইহাই সন্দেহের বীজ বা সন্দেহবাক্য ।

*পূর্বপক্ষ ঃ–*এই প্রকার সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন স্থানেতি । স্থানভেদ হেতু স্থানিরও ভেদ হয়, সুতরাং বিগ্রহ সকল ভিন্ন হয়, কারণ পরস্পর বিলক্ষণ স্থান সংস্থানগুণ প্রভৃতি বস্তুতে অভেদ লাভ করিতে পারিবেন, যদি বলেন তাহা স্বীকার করিলে "একহইয়াও" এই শ্রীগোপতাপনী উপনিষদবাক্যের কি গতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–একোঽপি । এক হইয়াও এই বাক্যটি সামান্য স্বরূপাভিপ্রয়ে বুঝিতে হইবে । অনন্তর পূবর্বপক্ষের সারার্থ বলিতেছেন–ততশ্চেতি । সার কথা এইযে–উপাস্য স্বরূপ বাস্তবিক ভিন্ন হইলে অনেক ঈশ্বরতাপত্তি দোষ হয়, যদি তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে একজন সাধকের পক্ষে বহু বিষয়া ভক্তি অসম্ভাবিনী হয়, সুতরাং অনিশ্চয়তাপত্তি দোষ হউক, ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সর্বত্রাবভাতি । "একোঽপি সন্" ইতি শ্রুতেঃ । স্থানানি ভগবদাবির্ভাবাস্পদানি, তদ্ বিবিধলীলাশ্রয় ভূতানি "সংব্যোম" (মু০ ২/২/৭) শব্দিতানি । বিবিধভাববন্তো ভক্তাশ্চ, তেষু সর্বেষু একমেব স্বরূপং বিভাতি ॥১১॥

তথাহিঃ–শ্রীদশমে–৪৩/১৭, মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাংস্বজনোঽসতাংক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ । মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বংপরং যোগিনাং বৃষ্ণিনাং পরদেবতেতিবিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ । ইতি ।

কিঞ্চ শ্রীললিতমাধবে–উদ্ধবঃ–৪/৯/ (খ) দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যেবিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্য্যাঃ সখায়ো গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুঞ্চাশ্রুমম্বা । রোমাঞ্চংসাংযুগীনাঃ কমপি নব চমৎকারমন্তঃ সুরেন্দ্রা লাস্যংদাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্ ॥ তস্মাৎ স্থানেষু ভক্তেষু চ বহুধাবির্ভবন্তোঽপি ন শ্রীবিগ্রহভেদমিত্যর্থঃ ॥১১॥

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–নেতি। পরেশের স্থান হইতেও উভয় লিঙ্গ হয় না, যেহেতু সববর্ত্র সমান । অর্থাৎ পরেশ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ স্থানতঃ নানাদেশে নানামন্দিরে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীদামোদর শ্রীরাধারমণ শ্রীমদনমোহনাদি–রূপসকল উভয়লিঙ্গ নহে, বিশেষ্য বিশেষণ ভেদ হয় না ইহাই অর্থ । সর্বত্রই একটি মাত্র শ্রীভগবৎস্বরূপ নিজ অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সর্বত্র সমান ভাবে প্রতিভাহ হয়েন, অতএব সর্বদা সর্বত্র সমানরূপে প্রকাশিত হয়েন । পরের শ্রীভগবানের স্বরূপ স্থান ভেদ হইতেও উভয়লিঙ্গ উভয় লক্ষণ নহে, স্থান ভেদ হইলেও স্থানী বিশেষ্য ভেদ হয় না ইহাই অর্থ । হি যেহেতু এইপ্রকার স্বরূপ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা যুগপৎ সর্বত্রই অবভাত হয় । কারণ তিনি এক হইয়াও ইত্যাদি শ্রুতিহেতু । স্থান-শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অধার ও তাঁহার বিবিধলীলার আশ্রয়স্বরূপ সংব্যোমশব্দবাচ্য, এবং বিবিধভাবযুক্ত ভক্তগণ । এইসকল স্থানে ও ভক্তে একটি মাত্রস্বরূপ সুশোভিত হয়েন । অর্থাৎ নানাদেশে নানা মন্দিরাদিতে একামাত্র শ্রীরাধালঙ্কৃতবামভাগ শ্রীগোবিন্দদেব প্রকাশিত হয়েন, তথাপি তাহার কোন প্রকার ভেদ নাই অপর শ্রীভগবানের দুইটি আবির্ভাবস্থান, একস্থানে আবির্ভূত হয়েন তাহা সংব্যোম শব্দবাচ্য হয়, মুণ্ডকে বর্ণিত আছে–যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, পৃথিবীতে যাঁহার মহিমা বিদ্যমান আছে, তিনি আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে সংব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আছেন । দ্বিতীয়-বিবিধভাবযুক্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানের আবির্ভাবস্থান, নিজ নিজ ভাবানুসারি ভগবৎস্বরূপ ভক্তসবিধে আবির্ভাব করেন ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে বিবিধভাযুক্ত ভক্তগণে তিনি যে ভাবে আবির্ভূত হইলেন–মল্লগণের হৃদয়ে বজ্র, মানবগণের নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের হৃদয়ে মূর্ত্তিমান কামদেব, গোপগণের স্বজন, অসৎ রাজাগণের নিকটে শাসনকর্ত্তা, পিতার হৃদয়ে শিশু, ভোজরাজ কংসের মৃত্যু, অবিদ্বানগণের বিরাট, যোগীগণের হৃদয়ে পরংতত্ত্ব, বৃষ্ণিগণের পরদেবতারূপে আবিভূত

॥ওঁ॥ ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/৭/১২॥

বহুধাবভাতস্যাপি তাত্ত্বিকত্বেন ভেদাভেদ প্রাপ্তেঃ পূর্বোক্তং ন যুক্তমিতি চেন্ন,

অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য "একোঽপি বহুধাবির্ভাবং ন যুক্তিসঙ্গতম্" ইত্যাক্ষিপ্য সমাধাতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ন" ইতি । ননু–নানা বৈকুন্ঠে নানাভাববৎসু ভক্তেষু আবির্ভবন্তং শ্রীভগবন্তং একরূপত্বেন গ্রহীতুং ন শক্যতে, কুতঃ ? ভেদাৎ ইতি ।

তথাচ–"একানেক স্বরূপায়" (বি০পু০–১/১/৩) ইতি স্মরণাৎ, একত্বেন অভেদং ; অনেকত্বেন ভেদম্, তস্মাৎ ভেদাভেদ প্রাপ্তেঃ ন সর্বেষাং স্বরূপানামেকত্বমিতি । ইতি চেৎ ন ; এবং শঙ্কাং কর্ত্তুং নোচিতমিতি ; কথং নোচিতমিত্যপেক্ষায়ামাহ–প্রত্যেকমিতি । প্রত্যেকং শ্রীভগবৎস্বরূপং ভিন্নমিতি অতদ্‌বচনাৎ ভেদ প্রতিপাদকবচনাভাবাৎ, শ্রুতিষু তন্নলভ্যতে ।"বহুধা" ইতি প্রকটার্থম্ ।

অথ বৃহদারণ্যকবাক্যপ্রমাণেন সর্বেষাং শ্রীভগবদ্‌রূপাণাং একত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"ইন্দ্রঃ" ইতি । ইন্দ্রঃ–পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, মায়াভিঃ স্বরূপশক্তিভিঃ ; তথাহি–শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–৬/৭/৬১ "বিষ্ণুশক্তিঃ

হইলেন । অপর শ্রীললিতবাধবে বর্ণিত আছে–শ্রীউদ্ধব কহিলেন–রঙ্গশালায় শ্রীমুকুন্দকে দর্শন করিয়া দৈত্যাচার্য্যগণ মুখবৃকৃতি করিলেন, মল্লবর্য্যগণের বদন অরুণ বর্ণ হইল, সখাগণের গণ্ডদেশ উন্নত, খলগণের প্রলয় ঋষিগণ ধ্যানযুক্ত মাতৃবৃন্দ অশ্রুমোচন যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ, সুরেন্দ্র অন্তঃকরণে কোন এক নবচমৎকার, দাসগণ নৃত্য, কৃষ্ণলোচনা যুবতীবৃন্দ কটাক্ষ বিস্তার করিলেন । অতএব নানাস্থানেও নানাবিধ ভক্তে বহু প্রকারে আবির্ভাব হইলেও শ্রীবিগ্রহভেদযুক্ত হয় না ইহাই অর্থ ॥১১॥

অনন্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের এক হইয়াও বহুধা আবির্ভাব যুক্তি সঙ্গত নহে, এই অক্ষেপ করিয়া সমাধান করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ন সূত্র করিতেছেন–নেতি । ভেদ হেতু নহে, ইহা বলিতে পারেন না, প্রত্যেক অতদ্বচন হেতু । অর্থাৎ নানা বৈকুন্ঠে নানা ভাবযুক্ত ভক্তে আবির্ভাবকারি শ্রীভগবানকে একরূপে গ্রহণ করা যাইবে না, কেন ? ভেদ হেতু, তথাচ এক ও অনেক স্বরূপ যুক্ত আপনাকে নমস্কার, এইস্মৃতি বাক্যহেতু একত্বরূপে অভেদ অনেকত্বরূপে ভেদ, অতএব ভেদাভেদ প্রাপ্তিহেতু সকল স্বরূপের একত্ব হইতে পারে না, ইতি চেৎ ন, ইহা বলিতে পারেন না, এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, কেন উচিৎ নহে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–প্রত্যেকমিতি । প্রত্যেক শ্রীভগবত স্বরূপ ভিন্ন ইহা অতদ্বচন হেতু ভেদ প্রতিপাদক বচনের অভাবহেতু, অর্থাৎ শ্রুতিতে তাহা উপলব্ধ হয় না । বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও তাত্ত্বিকত্বরূপে ভেদাভেদ প্রাপ্তিহেতু পূর্বোক্ত অভেদ বচন যুক্তি সঙ্গত নহে, ইতি চেন্ন, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কেন ? প্রতীত্যাদেঃ ।

অনন্তর বৃহদারণ্যক বাক্য প্রমাণের দ্বারা সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপবৃন্দের একত্বপ্রতিপাদন করিতেছেন–ইন্দ্রেতি । ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপ হয়েন, তাঁহার অনেক রূপ হওয়া যুক্তি সঙ্গত, এবং দশও সহস্র এবং বহুরূপ আছে, তাহা ব্রহ্ম অপূর্ব আপর অনন্ত অবাহ্য এই আত্মা ব্রহ্ম সর্ববানুভূতি ইহাই অনুশাসন।

কুতঃ ? প্রতীত্যাদেঃ । "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হাস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরযোঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি চ বহূনি চানন্তানি চ তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূতিরিত্যনুশাসনম্" (বৃ০ ২/৫/১৯) ইতি বৃহদারণ্যকে সর্বেষাং রূপাণামৈক্যোক্তেরিত্যর্থঃ ॥১২॥

পরাপ্রোক্তাঃ" ইতি । সা চ-"হলাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ" (বি০পু০–১/১২/৬৮) ইত্যেবং ত্রিবৃত্তিকয়া স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুক্ত ইতি ।

তথাহি–শ্রুতিঃ–(শ্রীভগ০ সন্দর্ভঃ–২২/২১ পৃঃ) অতো মায়াময়ংবিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্" ইতি । অথ শব্দমহোদধৌ–(শ্রীভগ০ সন্দর্ভঃ–২২)–"গুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ । মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিঃ" তস্মাৎ মায়াভিঃ–স্বরূপশক্তিভিঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ পুরুরূপ ঈয়তে, বহুরূপেণাবভাসতে । যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ" ইতি । হি–যতোঽসৌ শ্রীগোবিন্দদেবঃ অচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমান্ তস্মাৎ অস্য একস্য এব ইন্দ্রস্য শতাদশ হরয়ঃ, সহস্রং শ্রীবিষ্ণুরূপাঃ প্রকাশাঃ যুজ্যন্তে । ননু–ইন্দ্রোঽত্র দেবরাজঃ, হরয়শ্চ তস্য রথবাহকা ঘোটকা ন তু বিষ্ণবঃ ।

তথাহি শ্রীমহাভারতে–বনপর্ববণি–৪২/৭, দশবাজিসহস্রাণি হরীণাং বাতরংহসাম্ । বহন্তি যং নেত্রমুষং দিব্যংমায়াময়ংরথম্ ॥ ইতি । ইতি ন শঙ্কিতব্যম্ । শঙ্কানিবারয়িতুমাহ–অয়মিতি । অয়মিন্দ্রঃ শ্রীগোবিন্দদেবো বৈ প্রসিদ্ধৌ, নিশ্চয়ে বা, এক এব অনেক হরয়ো বিষ্ণবঃ সঙ্কল্পমাত্রাদেবাবির্ভবন্তি, অথ

এই প্রকার বৃহদারণ্যকে সকল শ্রীভাগবৎ স্বরূপের একত্ব কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। অর্থাৎ ইন্দ্র-পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব মায়ার দ্বারা স্বরূপশক্তির দ্বারা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে-শ্রীবিষ্ণুর পরাশক্তি আছে, তাহা আহলাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ নামে ত্রিবিধা, এইপ্রকার ত্রিবৃত্তিকাস্বরূপভূতা নিত্য শক্তি মায়াখ্যার দ্বারা যুক্ত । শ্রুতি বলিয়াছেন–অতএব সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া থাকেন, অপর শব্দতত্ত্বার্থবেদিগণ মায়া শব্দের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা জ্ঞান তথা বিষ্ণুশক্তি অভিহিত করেন । সুতরাং মায়া স্বরূপশক্তির দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেব পুরুরূপ বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন । যুক্ত হাস্য হরয়ঃ–যেহেতু এই শ্রীগোবিন্দদেব অচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমান, অতএব এই একমাত্র ইন্দ্রের দশশত হরি, সহস্র শ্রীবিষ্ণুরূপ প্রকাশ যুক্তি যুক্ত ।

যদি বলেন ইন্দ্র দেবরাজ, হরি তাঁহার রথ বাহক ঘোটকগণ, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুবৃন্দ নহে । এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–যে ইন্দ্রের দিব্য মায়াময় রথ যাহা নয়ন মনোহর তাহাকে বায়ু গতিযুক্ত দশসহস্র হরি (ঘোড়া) বহন করে, সুতরাং ইন্দ্র দেবরাজ । এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, শঙ্কানিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন অয়মিতি । এই ইন্দ্র শ্রীগোবিন্দদেব, বৈ শব্দ প্রসিদ্ধে নিশ্চয়ে বা এক হইয়াও অনেক হরি বিষ্ণু সংকল্প মাত্রই আবির্ভাব হয়েন, অথ তাহাই বিস্তার করিতেছেন–অয়মিতি । এই ইন্দ্র শ্রীগোবিন্দদেব দশ মীনাদিদশাবতাররূপে আবির্ভূত হয়েন । এই শ্রীভগবান বহু সহস্ররূপ হয়েন,

॥ওঁ॥ অপি চৈবমেকে ॥ওঁ॥ ৩/২/৭/১৩॥

অপিচেতি কিঞ্চেত্যর্থঃ । "অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ" (মাণ্ডুক্য কা০ ১/২৯) ইত্যেকে শাখিন এবমভেদেনানন্তরূপত্বেন চৈনং পঠন্তি । অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ । অনন্তমাত্রোঽ

তদেব বিস্তারয়তি–অয়মিতি । অয়ং ইন্দ্রঃ শ্রীগোবিন্দদেবো দশ, মীনাদিদশাবতাররূপেণাবির্ভবতি অয়মেব শ্রীভগবান্–বহূনি সহস্রাণিরূপাণিভবতি, এতচ্চ ব্রহ্মমোহনলীলায়ায়াম্ দৃশ্যতে ;

শ্রীমদ্ভাগবতে–১০/১৩/৪৬-তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ । ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ চতুর্ভূজাঃ শঙ্খ-চক্রগদা রাজীব পাণয়ঃ । কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥ ইতি । কিঞ্চ দ্বারবত্যাং প্রতিমন্দিরমৈক্যরূপেণাবস্থানাৎ তথা সিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

অথ শ্রীভগবৎস্বরূপাণাং সংখ্যা পরিচ্ছেদংপ্রাপ্তং নিবারয়তি–অনন্তানীতি । সংখ্যাতীতানি শ্রীভগবৎস্বরূপাণি চেত্যর্থঃ । ননু তথাত্বে তেষাং ভেদমবশ্যমিত্যাশঙ্কানিবারয়তি–"তদেতদ্ব্রহ্ম" ইতি । তদেতৎ সবর্বরূপমেকমেব ব্রহ্মেত্যর্থঃ, ন তু কিঞ্চিদ্ভেদমিতি । শেষং স্পষ্টম্। সর্বানুভূতিরিতি–নখর-চিকুরাদিরূপং সর্বং চিন্ময়ং জ্ঞানোপাদানকমিতি । তথাহি শ্রীদশমে–১৩/৫৪, "সত্য জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইতি । তস্মাৎ সর্বেষাং শ্রীভগবৎস্বরূপাণামৈক্যমিত্যর্থঃ ॥১২॥

অথ এতদেবার্থং দ্রঢ়য়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অপি চ" ইতি । অপিচ–কিঞ্চ এবং স্বয়ংরূপেণ একং অবতাররূপেণ চ অনেকমিতি একে বেদশাখৈকাধ্যায়িণঃ "বদন্তি" ইতি । শ্রীভগবত

তাহা ব্রহ্মমোহন লীলায় দেখা যায়, শ্রীভগবতে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মা দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ সকল বৎসপালগণ ঘনশ্যাম পীতবসন শঙ্খচক্র গদা রাজীব ধারণ কারী কিরীটি কুণ্ডল হার ও বনমালা ধারণকারী দেখিলেন । অপর দ্বারকায় প্রতি মন্দিরে বহু হইলেও একরূপে অবস্থানহেতু তাহা সিদ্ধি হয় ইহাই অর্থ । অনন্তর শ্রীভগবৎ স্বরূপের সংখ্যা পরিচ্ছেদাদি প্রাপ্তি নিবারণ করিতেছেন–অনন্তানীতি । সংখ্যাতীত শ্রীভগবানের স্বরূপ হয় । যদি বলেন তাহা স্বীকার করিলে শ্রীভগবৎ স্বরূপের ভেদ অবশ্যই হইবে ? এই আশঙ্কা নিবারণ করিতেছেন তদেতদিতি। তাহা সকলরূপ একটিই ব্রহ্ম হয় কিন্তু কোন প্রকার ভেদ নাই । সর্বানভূতি নখরা চিকুরাদিরূপ সকল চিন্ময়, জ্ঞানোপাদানক হয় । এই শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবৎস্বরূপ সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ মাত্রও এক রসমূর্ত্তি হয়েন । অতএব সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপের একত্ব সিদ্ধ হইল ইহাই অর্থ ॥১২॥

অনন্তর এই অর্থই দৃঢ় করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–অপীতি । একদল ঋষি এইপ্রকার বলেন । অর্থাৎ আরও এইপ্রকার স্বয়ংরূপে এক অবতার রূপে অনেক ইহা একটি বেদের শাখাধ্যায়িগণ বলেন । অপি শব্দের অর্থ আরও । শ্রীভগবানের একত্ব ও বহুত্ব মাণ্ডুক্যশ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন অমাত্রেতি । তিনি অমাত্র ও অনন্ত মাত্র, ইহা বেদের এক শাখাধ্যায়ী

সংখ্যেয়স্বাংশঃ । "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ । ঐশ্বর্য্যাদ্‌রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্ বহুধেয়তে ॥ ইতি স্মৃতেশ্চ (মাৎস্যে) ।

অয়ংভাবঃ—যথৈক এব বৈদূর্য্যমণির্দ্রষ্টৃভেদাদ্‌রূপভেদান্‌দধানোঽপি, যথা বাভিনেতা নটঃ স্বস্থিতান্ ভাবান্ প্রকটয়ন্ বহুধাবভাতোঽপ্যৈকং স্বস্মিন্ন বিমুঞ্চতি, এবং ধ্যাতৃভাবভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চানেক তয়া প্রীততোঽপি হরিঃ স্বরূপৈক্যং স্বস্মিন্ন মুঞ্চতি ।

একত্বংবহুত্বঞ্চ মাণ্ডুক্যশ্রুতিবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—"অমাত্রঃ" ইতি । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ববিধমাত্রাশূন্যঃ, স্বাংশাদিভেদশূন্য ইত্যর্থঃ । অপিচ—অনন্তমাত্রঃ, অপরিমেয়লীলাবতারাদীনাং প্রকাশকঃ । তথাহি শ্রীদশমে—১৪/১৮, অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কি মন ন তে মায়াত্বমাদর্শিতিমেকোহসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্ বৎসাঃ সমস্তা অপি । তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতাস্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥

অথ শ্রুতেরর্থং স্বমেবাহঃ—"অমাত্রঃ" ইতি । ভেদশূন্য ইতি—ত্রিবিধো হি ভেদঃ, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতশ্চ, তথাহি—আম্রঃ পণসো ন, ইতি স্বজাতীয়ভেদঃ । আম্রঃ পাষাণো ন, ইতি স্বগতভেদঃ। আম্রপুষ্পানি আম্রোনেতি স্বগতদেভঃ । তস্মাৎ সর্ব্ববিধভেদশূন্যং শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহমিত্যর্থঃ ।

ননু—একস্য এব শ্রীকৃষ্ণস্য বহুত্বং কথং সিদ্ধেৎ ? বহুত্বেঽপি তস্য কথং ভেদাভাবঃ ? ইতি

ঋষিবৃন্দ অভেদরূপে অনন্তরূপে পাঠ করেন । অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বপ্রকার মাত্র শূন্য, স্বাংশাদিভেদ রহিত ইহাই অর্থ ।

আরও অনন্তমাত্র অপরিমেয় লীলাবতারাদির প্রকাশক । এই বিষয়ে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মা কহিলেন হে শ্রীব্রজরাজকুমার ! আমি অধুনাই কি না আপনার মায়া দর্শন করিলাম, আপনি প্রথমে এক ছিলেন অনন্তর ব্রহ্ম বালক সখাগণ অপর সকল গোবৎসবৃন্দ, পরে তাবৎ বৎসপাল সকলে আমাকর্ত্তৃক উপাসিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল দর্শন করিলাম পরে আপনি একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপে অবশেষ আছেন । অথ শ্রুতির অর্থ স্বয়ং করিতেছেন অমাত্রেতি । অমাত্র স্বাংশভেদশূন্য, ভেদশূন্য—ভেদ তিনপ্রকার স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত, যেমন আম্র পণস নহে ইহা সজাতীয়ভেদ ; আম্র পণস নহে ইহা বিজাতীয়ভেদ, আম্রকুসুম আম্র নহে ইহা স্বাগত ভেদ, সুতরাং সর্ববিধভেদশূন্য শ্রীভগবানের বিগ্রহ ইহাই অর্থ । যদি বলেন—শ্রীকৃষ্ণের বহুত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? অনেক হইলে কি তাঁহার ভেদাভাব হয় ? এই আশঙ্কায় শ্রীমৎস্যপুরাণবাক্য উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—একেতি । শ্রীবিষ্ণু একমাত্র সর্ব্বত্র আছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ঐশ্বর্য্যহেতু একরূপ সূর্য্যের ন্যায় বহু প্রকার হয় । অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, এইবিষয়ে কোন প্রকার সামান্য ও সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে । যদি বলেন—একমাত্র বিষ্ণু সর্বত্র আছেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? তাহা বলিতেছেন—ঐশ্বর্য্যেতি । অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যযোগ হেতু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে

"মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ (শ্রীল০ ভা০ ১/৮৬) মণিরত্র বৈদূর্য্যঃ। "যত্তদ্ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ। বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সম্পশ্যতোর্দ্দিব্যগতি র্যথা নটঃ॥ (ভা০ ৮/১৮/১২) ইতি স্মৃতিভ্যঃ। নটোঽভিনেতা। তথাচৈকস্যৈব সতোঽবিচিন্ত্যশক্তে

শঙ্কায়াং শ্রীমৎস্যপুরাণবাক্যমুদাহরন্তি—"এক" ইতি। এক এব পরঃ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপক—শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্বত্র বিদ্যতে, অপি ন সংশয়ঃ, বিষয়েঽস্মিন্ কিঞ্চিদপি সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ।

ননু—এক এব বিষ্ণুঃ সর্বত্র 'কথং সম্ভাব্যতে ? তত্রাহ—ঐশ্বর্য্যাদিতি। অচিন্তনীয়ৈশ্বর্য্যযোগাৎ একঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তরূপং সূর্য্যবদ্ বহুধা ঈয়তে, সূর্য্যো যথা বহষু স্বচ্ছস্থানেষু একোঽপি বহবঃ প্রতীয়তে ; তথা শ্রীগোবিন্দোদেবোঽপি উপাসনা ভেদাৎ, উপাসকভেদাচ্চ শ্রীরাম-নৃসিংহাদিরূপেণ বহবঃ প্রতীয়তে" ইত্যর্থঃ।

অথ সূত্রস্যাস্য সারর্থমাহুঃ—"অয়ং ভাবঃ" ইতি। "যথা এক এব" ইত্যাদি সুগমম্। এতদেব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবাক্যেন সমর্থয়ন্তি—মণি—রিতি। মণিরত্র বৈদূর্যাম্, তচ্চ—সিতঞ্চ ধূম্রসঙ্কাশমীষৎ কৃষ্ণমিতং ভবেৎ। বৈদূর্যাং নামতদ্রত্নং রত্নবিদ্ভিরুদাহৃতম্॥ ইতি। মণিরয়ং যথা বিভাগেন—যথাক্রমেণ নীলপীতাদিভির্বর্ণৈর্যুতো ভবেৎ, তথা অচ্যুতঃ স্বাত্মদানেনাপি অপ্রচ্যুতস্বভাবঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, ধ্যানভেদাৎ,

---

দেখা যায়, অর্থাৎ সূর্য্য যেপ্রকার বহু স্বচ্ছস্থানে এক হইয়াও অনেক প্রতীত হয়, সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবও উপাসনা ভেদবশতঃ ও উপাসক ভেদহেতু শ্রীরামনিসৃহাদিরূপে অনেক প্রতীতি হয়েন। ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য আছে।

অনন্তর এই সূত্রের সারার্থ বলিতেছেন—অয়মিতি এই স্থলের ভাবার্থ এইযে—যেমন একটি মাত্র বৈদূর্য্যমণি দর্শক ভেদরূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াও এক থাকে, অথবা যেমন অভিনেতা নট নিজস্থিত ভাব সকল প্রকট করত বহু প্রকারে প্রতিভাত হইলেও নিজেদের একত্ব পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকার ধ্যানকর্ত্তা ভেদহেতু এবং কার্য্য ভেদহেতু অনেক রূপে প্রতীতি হইলেও শ্রীহরি নিজে স্বরূপের একতা কখনও পরিত্যাগ করেন না। এই সিদ্ধান্তই শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বাক্যের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—মণিরিতি। যে প্রকার মণি বিভাগের দ্বারা নীল পীতাদি বর্ণ হয়, শ্রীঅচ্যুতও সেই প্রকার ধ্যান ভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ এই মণিটি বৈদূর্য্য, তাহা-শ্বেত ধূম্র ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত হইবে রত্নবিদ্গণ তাহাকে বৈদূর্য্য নামক রত্ন বলেন। এই বৈদূর্য্য মণি যেপ্রকার যথাক্রমে নীলপীতাদি বর্ণ যুক্ত হয়, সেই প্রকার অচ্যুত স্বাত্মদানের দ্বারাও অপ্রচ্যুত স্বভাব শ্রীগোবিন্দদেব ধ্যান ভেদ নানাবিধ ভাববিশিষ্ট নিজভক্তগণের নিজ ইষ্টদেবতারূপে ধ্যানের ভেদহেতু রূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীরাম নৃসিংহাদিরূপ আবির্ভাব করান।

অনন্ত তাহা শ্রীভাগবত বাক্যের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—যত্তদিতি। অব্যক্ত চিৎস্বরূপ শ্রীহরি যে বপু

র্বিরুদ্ধগুণাশ্রয়স্য যুগপাদ্বহুধাবভাসোঽপি তস্মিন্ বিরুদ্ধধীবিষয়ো গুণ এবেতি । তস্মিন্নেকস্মিন্নে-বাচিন্ত্যশক্তিকে সর্বেশ্বরে ভক্তিরুপপন্নেতি ॥১৩॥

নানাবিধভাববিশিষ্টস্বভক্তানাং স্বেষ্টদেবতাত্বেন ধ্যানভেদাৎ রূপভেদমবাপ্নোতি, শ্রীরম-নৃসিহাদিরূপ মাবির্ভাবয়তি । ইতি ।

অথ এতদেব শ্রীভাগবতবাক্যেন দ্রঢ়য়ন্তি–"যত্তদিতি । অব্যক্ত–চিদ্ হরিঃ যদ্‌বপুঃ বিভূষণ অয়ুধৈঃ ভাতিতদ্ ব্যক্তং অধারয়াৎ, সঃ সম্পশ্যতোঃ তেন এব বামনঃ বটুঃ বভূব, যথা বিদ্যাগতিঃ নটঃ ইত্যন্বয়ঃ। ব্যাখ্যাচ–অব্যক্তচিৎ-প্রত্যক্‌স্বরূপং তৎ প্রসিদ্ধং যদ্ বপুর্বিভাতি নিত্যধাম্নি শোভতে, বিভুষণায়ুধৈঃ শ্রীবৎস–কৌস্তুভ–হার–কেয়ূর–অঙ্গদ–কঙ্কণ–নূপুরাদীনি ভূষণানি ;

তথা–গদা-চক্র-শার্ঙ্গাদয় অয়ুধাঃ, তৈঃ সুশোভিতং যদ্দিব্যবিগ্রহং ব্যক্তং প্রকটং যথা স্যাৎ তথা অধারয়ৎ প্রকাশিতবানিতি । এবং দিব্যমঙ্গলবিগ্রহং অদিতিকশ্যপৌ দর্শয়ামাস, তেনৈব বপুষা ন তু বপুরন্তরেণ বেশান্তরেণ বা, স হরির্বামনো বটুর্বভূব । দিব্যগতিরিতি–অলৌকিকঃ স্বর্গী নটো যথা ইতি। তথাচ–পিত্রোরদিতিকশ্যপয়োঃ সংপশ্যতোঃ সতোঃ সঙ্কল্পমাত্রেনৈব তদেব তথাভিব্যক্তিরিতি । অনেন তস্য অদ্ভুতো রসো ব্যঞ্জিতমিতি ।

সঙ্গতি :–অথোভয়লিঙ্গাধিকণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহ তথাচেতি ; স্পষ্টম্ । মণিরিব স্বয়ং কৃষ্ণো দাসানাং ধ্যানভেদতঃ । নানারূপমবাপ্নোতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥১৩॥

ইতি উভয়লিঙ্গাধিকরণং সপ্তমং সম্পূর্ণম্ ॥৭॥

দিব্য বিভূষণ আয়ুধের দ্বারা শোভিত হয়েন তাহা ব্যক্ত করিলেন, তিনি দেখিতে দেখিতে সেই রূপেই বামন বটু হইলেন, যেমন দিব্য গতি নট । ইত্যাদি স্মৃতি হইতে জানা যায় । অর্থাৎ অব্যক্ত চিৎ প্রত্যক্‌স্বরূপ সেই প্রসিদ্ধ যে বিগ্রহ নিত্য ধামে শোভিত হয়, বিভূষণায়ুধ শ্রীবৎস কৌস্তুভ হার কেয়ূর অঙ্গদ কঙ্কণ নূপুরাদি ভূষণ, তথা গদা চক্র শার্ঙ্গাদি আয়ুধ দ্বারা সুশোভিত যে দিব্য বিগ্রহ প্রকট যেমন হয় তেমন ধারণ করিলেন প্রকাশ করিলেন । এই দিব্য মঙ্গল বিগ্রহ অদিতি কশ্যপকে দর্শন করাইয়াছিলেন, সেই বিগ্রহের দ্বারা, কিন্তু অন্য বিগ্রহে বা অন্য বেশে নহে, সেই শ্রীহরি বামন বাটু হইলেন । দিব্যগতি অলৌকিক স্বর্গবাসী নট যেমন, অর্থাৎ অদিতি এবং কশ্যপের দেখিতে দেখিতে সঙ্কল্পমাত্রেই সেই প্রকার অভিব্যক্ত হইলেন, ইহা দ্বারা শ্রীবামন দেবের অদ্ভুতরস বাঞ্জিত হইল ।

সঙ্গতি :–অনন্তর উভয়লিঙ্গাধিকরণের সঙ্গতি বলিতেছেন–তথেতি । তথাচ একমাত্র সৎ শ্রীভগবান অচিন্তশক্তি যুক্তের যিনি বিরুদ্ধ গুণাশ্রয় তাঁহার যুগপৎ বহুপ্রকারে প্রতিভাত হইলেও তাঁহাতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি বিষয় গুণই হয় দোষ নহে, অতএব একমাত্র অবিচিন্ত্যশক্তি যুক্ত সবের্বশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তি করা যুক্তি সঙ্গত হয় । শ্রীকৃষ্ণ মণির ন্যায় দাসগণের ধ্যান ভেদহেতু ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব নানা প্রকার রূপভেদ প্রাপ্ত হয়েন ॥১৩॥

এইপ্রকার উভয়লিঙ্গাধিকরণ সপ্তম সম্পূর্ণ ॥৭॥

৮॥ অরূপবদধিকরণম্ ।

অথাত্মবিগ্রহত্বং ভগবতঃ প্রতিপাদ্যতে । বিগ্রহস্যাত্মনোভেদে সতি অত্মোপসর্জনে তস্মিন্ ভক্তিরপ্যুপ সর্জনীভাবমাসীদিতি চেৎ ? ন চৈবমস্তি । তত্রৈব তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ ।

তথাহি "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে" (গো০ তা০ পূ০-১) "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" (গো০ তা০ পূ০-৪৬) ইত্যাদিকমথর্ববশিরাসি শ্রুয়তে।

৮॥ "অরূপবদধিকরণম্"

দেহ দেহী বিভেদস্তু গোবিন্দে ন কদাপি হি ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বাদাত্মমূর্ত্তিরয়ং সদা ॥

অথ উভয়লিঙ্গাধিকরণে একস্যাপি শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বভক্তভাবানুসারং বহুধাবভাতং নিরূপিতম্ । তচ্চ তদচিন্ত্যশক্তিবলেন সম্ভবেৎ, কিন্তু আত্মবিগ্রহত্বং তস্য কথং সম্ভবেৎ, যুক্ত্যনুভববলেন চ তত্ত্বস্য তস্মিন্ বিগ্রহে বাধাদিত্যাক্ষেপ নিবারণায় "অরূপবদধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

ননু "যয়াহরদ্ ভুবো ভারং তাং তনুংবিজহাবজঃ"–(১১৫/৩৪) ইত্যুক্তেঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তনুত্যাগ শ্রবণাৎ, কথং তস্মিন্ ভক্তিঃ সিদ্ধ্যেৎ ? ইত্যত্রাহঃ–অথাত্মবিগ্রহত্বমিতি । অথ স্বয়ংভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য

৮॥ "অরূপবদধিকরণ"

অনন্তর অরূপবদধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীগোবিন্দদেবে দেহদেহী বিভেদ কদাপি নাই, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হেতু সবর্বদাই আত্মমূর্ত্তি হয়েন । অথ উভয় লিঙ্গাধিকরণে একমাত্র শ্রীগোবিন্দদেবের নিজ ভক্তগণের ভাবানুসারে বহু প্রকারে প্রতিভাত হয়েন তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে সম্ভব হয়, কিন্তু আত্মবিগ্রহতা তাঁহার কি প্রকারে সম্ভব হয় ? যুক্তি ও অনুভব বলের দ্বারা তাহা শ্রীবিগ্রহে বাধহেতু, এই আক্ষেপ নিবারণের নিমিত্ত অরূপবদধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন– এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

যদি বলেন–যে তনুদ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন আজ শ্রীকৃষ্ণ সেই তনু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই বাক্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের ও দেহত্যাগ শ্রবণ করাহেতু তাঁহাতে কি প্রকারে ভক্তি সিদ্ধি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–অথেতি । অনন্তর শ্রীভগবানের আত্ম বিগ্রহতা প্রতিপাদন করিতেছেন । অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের আত্মবিগ্রহতা, আত্মাই বিগ্রহ যাঁহার সেইপ্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন কিন্তু আত্মার বিগ্রহত্ব নহে । যদি বলেন আত্মার বিগ্রহ স্বীকারে কি ক্ষতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–বিগ্রস্যোতি । বিগ্রহের এবং আত্মার ভেদ হইলে পরে আত্মা উপসর্জন গৌণ হইলে তাঁহাতে ভক্তি ও উপসর্জনী ভাব হইবে ? যদি এইপ্রকার বলেন, কিন্তু তাহা

তত্র ব্রহ্ম বিগ্রহবৎ ? নবেতি সংশয়ে–"সচ্চিদানন্দো রূপং যস্য" ইতি বহুব্রীহ্যাশ্রয়ণাদ্ বিষ্ণো মূর্ত্তিরিত্যাদি ব্যপদেশাচ্চ বিগ্রহবত্তদিতি প্রাপ্তে–

আত্মবিগ্রহত্বং, আত্মা এব বিগ্রহো যস্য তথাত্বং প্রতিপাদ্যতে ; ন তু আত্মনো বিগ্রহত্বমিতি ।

ননু–তথাত্বে কা ক্ষতিরিত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"বিগ্রহস্য" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–যদি শ্রীগোবিন্দদেবস্য তস্য বিগ্রহাদাত্মা ভিন্নঃ স্যাত্তদা তস্য গৌণত্বাপাতাৎ তদ্‌ভক্তিরপি গৌণীভবেৎ, তথাত্বে অমুখ্যারাধনেন জীবানাং মুক্তি র্ন স্যাৎ, কিঞ্চ অপ্রধানে ভক্তেরসিদ্ধত্বাৎ তস্য আরাধ্যত্বমপি ন সিদ্ধ্যেৎ, তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাধান্যাৎ তত্রৈব ভক্তেরপি প্রাধান্যেনানুভূয়তে । অতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিগ্রহাদাত্মনো ভেদো নাস্তীত্যর্থঃ ।

বিষয় ঃ–অথারূপষদধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–তথাহীতি । সৎ–কালদেশাপরিচ্ছিন্নম্, তথাহি শ্রীদশমে–২/২৬, "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যম্" ইতি ত্রৈকালিকসত্যত্ব প্রতিপাদনাৎ । চিৎ–স্বপ্রকাশস্বরূপম্ । আনন্দ ঃ–অতুল্যাতিশয়সুখম্ । রূপং–বক্ষ্যমাণ প্রশ্নোত্তরাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাকারং স্বরূপং যস্য তস্মৈ "নমঃ" ইতি । অথ তস্য শক্ত্যাধিক্যেন বিশিনষ্টি–"অক্লিষ্ট" ইতি । অনায়াসেন

নহে, তথায় তাঁহার প্রাধান্যেই অনুভব হেতু । অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহ আত্মা হইতে ভিন্ন হয় তবে তাঁহার গৌণতা আপাত হেতু তাঁহার ভক্তিও গৌণী হইবে, তাহা স্বীকার করিলে অমুখ্যের আরাধনহেতু জীবগণের মুক্তি হইবে না । অপর অপ্রধানে ভক্তির অসিদ্ধহেতু শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধ্যত্বও সিদ্ধ হইবে না, অতএব শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাধান্য হেতু তথায় ভক্তিরও প্রাধান্যেই অনুভব হয়, অতঃ শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহ হইতে আত্মার ভেদ নাই ।

বিষয় ঃ–অনন্তর অরূপবদধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–তথাহীতি । ক্লেশরহিত সর্বকর্ত্তা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি । অর্থাৎ সৎ কাল দেশাদির অপচ্ছিন্ন, এই বিষয়ে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–আপনি সত্যব্রত, পরসত্য ও ত্রিসত্য, ইত্যাদি ত্রৈকালিক সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, চিৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ, আনন্দ অতুল্যাতিশয় সুখ, রূপ-বক্ষ্যমান প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাকার স্বরূপ যাঁহার তাঁহাকে নমস্কার করি । অনন্তর তাঁহার শক্ত্যাধিক্যহেতু বিশেষিত করিতেছেন–অক্লিষ্টেতি। অনায়াশেই সর্বকর্ত্তৃত্বহেতু, সকল হইতে অচিন্ত্যশক্তি পূর্ণ হওয়া হেতু ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যিনি স্বয়ং যাঁহার ঐশ্বর্য্য অসাম্যাতিশয় যিনি ত্র্যধীশ স্বারাজ্যলক্ষ্মী যাঁহার সেবা করে যিনি আপ্ত সমস্ত কাম, বলি-পূজা আহরণ কারি চিরলোকপালগণের কোটি কোটি কিরীট দ্বারা যাঁহার পাদপীঠস্তুত হয় । অপর সেই এক শ্রীগোবিন্দদেব সচ্চিচানন্দ বিগ্রহ হয়েন' ইত্যাদি অথর্বর্বশিরঃ শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে শ্রবণ করা যায় । অর্থাৎ সেই প্রসিদ্ধ শ্বেতর সর্ববনিয়ামক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র রাজোপাস্য এক কেবল শ্রীগোবিন্দদেবাখ্য সচ্চিদানন্দলক্ষণ যে পরংব্রহ্ম সেইরূপ বিগ্রহ যাঁহার সেই, পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–আপনারা নরলোকে সর্ববশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, কারণ লোক পবিত্রকারী মুনিগণ আপনাদের গৃহে আগমন করনে যেহেতু যাঁদের গৃহে সাক্ষাৎ

॥ওঁ॥ অরূপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/৮/১৪॥

রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে, বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ ।

সর্বকর্ত্তৃত্বাৎ, সর্বতোঽপ্যচিন্ত্যশক্তিপূর্ণত্বাদিত্যর্থঃ । (শ্রীসরস্বতীপাদাঃ) তথাহি–শ্রীভাগবতে–৩/২/২১, স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বরাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ । বলিংহরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ ॥

অপিতু–তমেকমিতি । তং প্রসিদ্ধং স্বেতরসর্বনিয়ামকং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রোপাস্যং, একং–কেবলং শ্রীগোবিন্দাদেবাখ্যং সচ্চিদানন্দলক্ষণং যৎপরংব্রহ্ম তদ্‌রূপ এব বিগ্রহো যস্য তমিত্যর্থঃ । পরব্রহ্মৈব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপমিতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–৭/১৫/৭৫, য়ূয়ংনৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিয়ন্তি । যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ অপিচ-শ্রীদশমে–১৪/৩২, “যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ইতি । “অথর্বশিরসি” ইতি–শ্রীগোপালতাপুন্যপনিষদি । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :–অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মথাপয়ন্তি-তত্রেতি । স্পষ্টম্ । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংসয়েজাতে পুর্বপক্ষয়ন্তি-সচ্চিদানন্দঃ” ইতি । বহুব্রহীরিতি–তথাহি শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে–৬/১০২,–“অনেকমন্যপদার্থে পীতাম্বরঃ” (বহুব্রীহিরিতিপ্রাঞ্চঃ) তস্মাৎ–সচ্চিদানন্দরূপং যস্য স সচ্চিদানন্দরূপং তস্মৈ সচ্চিদানন্দরূপায় নম ইত্যর্থঃ । তথাচ লৌকিকব্যপদেশেনাপি তথৈব প্রতীয়তে, যথা বিষ্ণোঃ “মূর্ত্তিঃ” ইতি । বিষ্ণুসম্বন্ধীয়ঃ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ, তস্মাৎ ষষ্ঠ্যা ভেদ এব ইতি । ইতি পুর্বপক্ষবাক্যম্ ।

গূঢ় পরংব্রহ্ম মনুষ্য বিগ্রহ নিবাস করেন । অপর শ্রীদশমে-যাঁহাদের মিত্র পরমানন্দপূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন হয়েন । অথর্ববশিরঃ শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ । এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় :–এই বিষয় বাক্য সংশয় উত্থাপন করিতেছেন–তত্রেতি । তত্র শ্রীগোপাল তাপনী বাক্যে যে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে তাহা বিগ্রহ বান ? অথবা নহে ? এইপ্রকার সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :–এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পূর্বপক্ষ করিতেছেন–সচ্চিদানন্দেতি । সচ্চিদানন্দরূপ যাঁহার এই প্রকার বহুব্রীহি আশ্রয়হেতু এবং বিষ্ণুর মূর্ত্তি এই প্রকার ব্যাপদেশহেতু বিগ্রহ যুক্তই ব্রহ্ম । অর্থাৎ বহুব্রীহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে-অনেক অন্য পদার্থে পীতাম্বর সমাস হয়, প্রাচীনগণ বহুব্রহী বলেন । অতএব সচ্চিদানন্দরূপ যাঁহার সেই সচ্চিদানন্দরূপ সেই সচ্চিদানন্দরূপকে নমস্কার করি ইহাই অর্থ । এবং লৌকিক ব্যাপদেশেও সেইরূপ প্রতীতি হয়, যেমন বিষ্ণুর মূর্ত্তি, বিষ্ণু সম্বন্ধীয় মূর্ত্তি ইহাই অর্থ । সুতরাং ষষ্ঠীর দ্বারা ভেদই বুঝায়, ইহা পূর্বপক্ষ বাক্য ।

যুক্তিনিরাসার্থং 'এব' শব্দ । কুতঃ ? তদিতি । তস্য রূপস্যৈব প্রধানত্বাদাত্মত্বাৎ । বিভুত্ব জ্ঞাতৃত্ব প্রত্যক্ত্বাদিধর্ম্ম ধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৪॥

সিদ্ধান্ত :– ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অরূপ" ইতি । পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ রূপবিশিষ্টঃ ইতি ন ভবতি, কিন্তু অরূপবদেব প্রাকৃতরূপরহিত এব, তস্মাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি । কুতঃ ? তৎ প্রধানত্বাৎ ; শ্রুতিষু তৎ তস্য রূপস্য এব প্রধানত্বেন প্রতিপাদনাৎ । রূপমিতি–প্রকটার্থম্ ।

ননু–তথাত্বে বহুব্রীহিসমাসস্য কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ–যুক্তিরিতি । বিষ্ণোর্মূর্ত্তিরিত্যত্র সম্বন্ধষষ্ঠ্যা ভেদঃ স্ফুরতীতি যা যুক্তিঃ সা তু "সূত্রস্থ" "এব" কারেনৈব নিরস্তং বেদিতব্যমিত্যর্থঃ । ননু–বিগ্রহস্যাত্মত্বং কথং সিদ্ধেৎ ? তত্রহু :–তদিতি । অতিরোহিতার্থম্ । তথাহি শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম্–১/১৬, ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদ ভানং বিশেষতঃ । যস্মাৎ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিধীর্বিদুষামপি ॥ তথাচ–কালস্য কালাশ্রয়ত্বম্ ; সত্ত্বায়াশ্চ সত্ত্বাশ্রয়ত্বং ভেদাভাবেঽপি প্রতীয়তে তথাত্রাপীত্যর্থঃ । তস্মাদপ্রাকৃতালৌকিক দিব্যসর্ব্বপ্রকাশক পরম কমনীয়কর-চরণাদ্যবয়বশিষ্টপরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ইতি ভাষার্থঃ । তথাহি–শ্বেতাশ্বতরে–৩/১৯, অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ । স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ইতি ॥১৪॥

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–অরূপেতি । তিনি অরূপবৎ হয়েন, কারণ তাহা প্রধান হেতু । অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব রূপবিশিষ্ট হয়েন না, কিন্তু অরূপবৎ প্রাকৃতরূপ রহিত হয়েন, অতএব তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, কেন ? তাহা প্রধান হেতু শ্রুতি সকলে তাঁহার রূপেরই প্রধানতারূপে প্রতিপাদনহেতু ইহাই সূত্রার্থ । রূপ বিগ্রহ তদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম হয় না সুতরাং অরূপবৎ বলা হয়, কিন্তু তাহা বিগ্রহ হয়েন । যদি বলেন তাহা হইলে বহুব্রীহি সমাসের কি গতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–যুক্তি রিতি । যক্তি নিরাসের নিমিত্ত সূত্রে "এব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । অর্থাৎ বিষ্ণুর মূর্ত্তি এইস্থলে সম্বন্ধ ষষ্ঠীর দ্বারা ভেদ স্ফুরণ হইতেছে, এই যে যুক্তি তাহা কিন্তু সূত্রস্থ এব কারের দ্বারা নিরস্ত জানিতে হইবে ইহাই অর্থ । কেন ? বিগ্রহের আত্মতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–তদিতি । তাঁহার রূপেরই প্রধানতা যেহেতু তাহা আত্মা, বিভুত্ব জ্ঞাতৃত্ব প্রত্যক্ত্বাদি ধর্ম্ম ধর্ম্মী হওয়া হেতু । অর্থাৎ এই বিষয়ে শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে–ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন নহে, বিশেষ হইতে ভেদ ভান হয় মাত্র, যেমন কাল সর্বদা আছে এই প্রকার বুদ্ধি বিদ্বানগণের ও হয়, তথাচ কালের কালাশ্রয়তা, সত্ত্বার সত্ত্বাশ্রয়তা ভেদের অভাবেও ভেদ প্রতীতি হয় সেই প্রকার এই স্থানেও জানিবে ইহাই অর্থ । এতএব অপ্রাকৃত অলৌকিক দিব্য সর্ব্বপ্রকাশক পরম কমনীয় কর রচনাদি অবয়ব বিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই ভাষ্যার্থ । এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে–তাঁহার পানি নাই কিন্তু গ্রহণ কর্ত্তা, চরণনাই কিন্তু বেগশালী, অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণ রহিত হইয়াও শ্রবণ করেন, তিনি জানিবার সকল বস্তু জানেন, কিন্তু তাঁহাকে

ননু চিন্ত্যমানেন জ্ঞানানন্দেন পরমাত্মবস্তুনা জড় দুঃখরূপত্বেন তদ্বিরুদ্ধা প্রকৃতি নির্বর্ত্তেত এব, তাদৃশী ব্রহ্মণি বিগ্রহবত্ত্বং সূত্রকৃতা কথমভ্যুপেয়ত ইতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্ ॥ওঁ॥ ৩/২/৮/১৫॥

তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/২৮/২১, "সঞ্চিন্তয়েদ্ ভগবতশ্চরণারবিন্দম্" ইত্যনেন শ্রীভগবদ্ধ্যানমুক্তম্। অত্র তচ্চিন্তনে সন্দেহমবতারয়ন্তি–"ননু" ইতি। স্পষ্টম্। তথাচ–অজ্ঞানবিরোধিনা জ্ঞানানন্দেন স্বরূপেন পরব্রহ্মাণা চিন্ত্যামানেন তদ্‌বিরুদ্ধা জড়দুঃখাত্মিকা অবিদ্যা স্বয়মেব নিবর্ত্ততে ; তাদৃশি ব্রহ্মণি বিগ্রহত্বং ন যুক্তিসঙ্গতমিত্যর্থঃ।

তথাত্বে জ্ঞানানন্দরূপস্য ব্রহ্মণঃ কথং বিগ্রহমঙ্গীকৃতং ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন ?–ইত্যেবমাক্ষেপে সমুৎপন্নে সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–প্রকাশবদিতি। প্রকাশমাত্রস্য সূর্য্যস্য যথা ধ্যানার্চ্চনাদির্ভবতি, তথা স্বপ্রকাশস্বরূপস্য জ্ঞানানন্দময়স্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ধ্যানার্চ্চনাদিকমপি ভবতি। তস্মাৎ সূর্য্যস্য ধ্যানাদিকং যথা ন ব্যর্থম্ ; এবং শ্রীগোবিন্দদেবস্যাপি ধ্যানাদিকং ন ব্যর্থমিতি শ্রীসূত্রকারস্যাভিপ্রায়ঃ। অথ সূত্রস্থ "চ" কারস্যার্থমাহুঃ–শঙ্কা ইতি। অচিন্ত্যালৌকিকবস্তুনি পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে শঙ্কা ন

জানিবার কেহ নাই, বেদ সকলে তাঁহাকে মহান ও আদি পুরুষ বলিয়া বর্ণন করেন ॥১৪॥

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তন করিবে, এই প্রকার শ্রীভগবানের ধ্যান কথিত হইয়াছে, কিন্তু চিন্তাবিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন–নন্বিতি। পরমাত্মা বস্তু জ্ঞানানন্দময় তাঁহার চিন্তার দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ জড়দুঃখ স্বরূপে প্রকৃতি নিবৃত্তি হয়, এই প্রকার ব্রহ্মে বিগ্রহ সূত্রকার কি প্রকারে স্বীকার করিলেন ? অর্থাৎ অজ্ঞানের বিরোধ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের চিন্তার দ্বারা জ্ঞানের বিরুদ্ধাজড়দুঃখাত্মিকা অবিদ্যা স্বয়ং নিবর্ত্তিত হয়, তাদৃশ ব্রহ্মে বিগ্রত্ব যুক্তি সঙ্গত নহে ইহাই অর্থ, এই অবস্থায় জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের বিগ্রহ কি প্রকারে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ অঙ্গীকার করিয়াছেন ? এই প্রকার আক্ষেপ সমুৎপন্ন হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন–প্রকাশেতি। প্রকাশের সমান ব্যর্থ নহে। প্রকাশ মাত্র স্বরূপ সূর্য্যের যেমন ধ্যান অর্চ্চনাদি হয়, সেই প্রকার স্বপ্রকাশ স্বরূপ জ্ঞানানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের ধ্যানও অর্চ্চনাদি হয়, অতএব সূর্য্যের ধ্যানাদি যেমন ব্যর্থ নহে, সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবেরও ধ্যানার্চ্চনাদি ব্যর্থ নহে ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রয়। অনন্তর সূত্রস্থ চকারের অর্থ করিতেছেন–শঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত চ শব্দ, অর্থাৎ অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে শঙ্কা করা উচিত নহে। অথ প্রকাশবৎ শব্দের অর্থ বলিতেছেন–সপ্তম্যন্তেতি। সপ্তম্যান্ত বিভক্তির উত্তরে ইব অর্থে বতি হইয়াছে, শ্রীহরিনামামৃতে বর্ণিত আছে–তত্র ও তস্য ইহাদের অর্থে বতি হয়, তাহাই বিস্তার করিতেছেন–প্রকাশেতি। একামাত্র প্রকাশ স্বরূপ হইলেও সুর্য্যে বিগ্রহবত্ব যে প্রকার ধ্যানের নিমিত্ত হওয়ার জন্য ব্যর্থ নহে, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ একরস পরব্রহ্মেতে তাহা মানিতে হইবে, তাহার হেতু বশতঃ, ইতরথা ধ্যানের উপপত্তি হইবে না, অর্থাৎ প্রকাশরূপ সূর্য্যের ধ্যান

শঙ্কানিরাসায় চ শব্দঃ। সপ্তম্যন্তাদিবার্থে বতি। প্রকাশৈকরূপেঽপি রবৌ বিগ্রহবত্ত্বস্য যথা ধ্যানহেতুত্বাদবৈয়র্থ্যম্, তথা জ্ঞানানন্দৈকরসেঽপি ব্রহ্মণি তস্য তন্মন্তব্যম্। কুতঃ? তদ্ধেতুত্বাদেব। ইতরথা ধ্যানানুপপত্তিঃ। "ধ্যায়তি কান্তং বিরহিণী" ইত্যাদৌ বিগ্রহবিষয়ং তদ্ দৃষ্টম্ ॥১৫॥

কার্য্যা। অথ "প্রকাশবৎ" ইত্যস্যার্থমাহুঃ–"সপ্তম্যান্ত" ইতি। তথাহি শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে–৭/৮২৯, "তত্রেব তস্যেব বা" ইতি।

তদেব বিস্তারয়ন্তি–"প্রকাশঃ" ইতি। স্পষ্টম্। অথ প্রকাশরূপস্য সূর্য্যস্য ধ্যানম্–(শ০ ক০ দ্রু০-১৭৭৬) রক্তজযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্। মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তিং বিলাসন্ত্রিনেত্রম্ ॥ শ্রীভাগবতে চ–৫/২০/৫, প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্তস্য ব্রহ্মণঃ। অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহীতি ॥

তথাচ–প্রকাশমাত্রস্বরূপে সূর্য্যে ধ্যানহেতুত্বাদ্ তদ্‌বিগ্রহস্য ন বৈয়র্থ্যম্। এবং পরমজ্যোতিষি পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে বিগ্রহত্বস্য সর্ব্বথা ন বৈয়র্থ্যমিতি ভাবঃ। তথাচাত্র শ্রুতি। মুণ্ডকে-৩/১/৩, "যদা পশ্যঃ পশ্যতেরুক্মবর্ণম্" ইতি। তৈত্তিরীয়কে–৩/১০/৭ "সুবর্ণ জ্যোতীঃ" ছান্দোগ্যে–৮/১৩/১, "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" শ্বেতাশ্বতরে–৬/১৪, "তমেব ভান্তমনুভাতিসর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তত্রৈব–৩/৮, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" বৃহদারণ্যকে চ–৪/৪/১৬, "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" তস্মাদিত্যাদিশ্রুতিবাক্যানাং ন বৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ। ইতরথা শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানানন্দবিগ্রস্য বিগ্রহত্বাস্বীকারে ধ্যানানুপপত্তিঃ। সবিগ্রস্য এব ধ্যানবিষয়ত্বাৎ, অত্র লৌকিকপ্রয়োগেনাপি সবিগ্রহস্যৈব ধ্যানবিষত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–ধ্যায়তীতি। দূরদেশগতংকান্তং কদা সমাগমিষ্যতি। এবং বিরহিণীধ্যায়ন্নাকাশমবলোক্যতে ॥ তস্মাৎ বিগ্রহবিষয়মেব ধ্যানং দৃষ্টম্। অতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ তত্র ভক্তিরেব মুখ্যা ইতি ॥১৫॥

এই প্রকার–যাহার একটি হস্তে রক্ত কমল, অপর হাতে অভয় দান করিতেছেন, যিনি কেয়ূর হার অঙ্গদ ও কুণ্ডল যুক্ত, যাঁহার মস্তকে মাণিক্য শোভিত, যিনি ত্রিনেত্র, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় অঙ্গকান্তি দিননাথ সূর্য্যদেবকে স্তব করি। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যিনি পুরাতন পুরুষ সত্যঋত অমৃত ও মৃত্যু সেই পরব্রহ্ম বিষ্ণুর যিনি রূপ সেই আত্মস্বরূপ সূর্য্যকে স্তুতি করি। সুতরাং প্রকাশ মাত্র সূর্য্যে ধ্যানহেতু তাঁহার বিগ্রহের ব্যর্থতা হয় না, এই প্রকার পরমজ্যোতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বিগ্রহত্বের সর্ব্বথা ব্যর্থ নহে ইহাই ভাবার্থ। এই বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতি–যে কালে সাধক জীব স্বর্ণবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে দর্শন করে। তৈত্তিরীয়কে আছে–তিনি সুবর্ণ জ্যোতি স্বরূপ। ছান্দোগ্যেবর্ণনা করিয়াছেন–শ্যাম ও শবলের শরণাগত হই। শ্বেতাশ্বতরে আছে–প্রকাশময় শ্রীভগবান আছেন সুতরাং তাঁহার প্রকাশেই সকল প্রতিভাত হইতেছে। পুনঃ তিনি মায়ার পরপারে আদিত্য স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–দেবতাগণ সেই পরম জ্যোতিকে উপাসনা করেন, অতএব ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগণের ব্যর্থতা হইবে

ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে, যত্তত্র প্রমাণমস্তীত্যাহ–

॥ওঁ॥ আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ওঁ॥ ৩/২/৮/১৬॥

অবধৃতো মাত্র শব্দঃ । তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ । তত্রৈব শ্রুয়তে–"সৎ পুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্ ।

দ্বিভুজংমৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ (গো০ তা০ পূ০-১০) ইতি অত্র পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্ম্মা সবিগ্রহ এব ঈশ্বর ইতি বিস্ফুটম্ "দেহদেহিভেদা চৈব নেশ্বরে

অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানানন্দবিগ্রহত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি–নচেতি । ব্রহ্মণো যদ্ কৃষ্ণ-রামাদি বিগ্রহং তদসদেব, তৎকথং তেষাং প্রকাশঃ ? ধ্যানার্থমেব । তথাহি শ্রীরামতাপন্যাম্–পূর্ব-৭, চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশারীরিণঃ । উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ ইতি । তস্মাদ্ ব্রহ্মণোরূপং কাল্পনিকম্, ইতি । ইত্যেবং যৎ শঙ্কানিদানং তদমূলকমিতি, কিঞ্চ তত্র-তস্মিন্ বিষয়ে প্রমাণমস্তীতি, তৎ প্রমাণদর্শয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"আহ চ" ইতি ।

শ্রুতিঃ তন্মাত্রং বিগ্রহমেব শ্রীভগবন্তং ইতি আহ, কথয়তি, তস্মাদ্ ভগবদ্‌বিগ্রহং প্রমাণসিদ্ধমেব, ন তু কাল্পনিকমিত্যর্থঃ । অথ সূত্রস্থ "মাত্র" শব্দাস্যার্থমাহঃ–"অবধৃতো" ইতি । তথাহি অমরে–৩/৩/১৭৮, "মাত্রং কাৎর্স্ন্যেবধারনে" ইতি । শিষ্টংস্পষ্টম্ । অথ শ্রীগোপালতাপনীবাক্যেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিগ্রহাদভিন্নত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"সদিতি" সৎপুণ্ডরীকং–উৎকৃষ্টং আরক্তং কমলং, তাদৃশং সোভাতিশয়ং শুদ্ধসত্ত্বময়ং নয়নম্, মেঘাভম্–মেঘ ঈষদেব ভাতি, যস্মাৎ মেঘাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণে শ্যামতায়া অতিচমৎকারাৎ মেঘাভম্ ।

তথাচ শ্রীগোপালস্তবরাজে–১, "নবীন-নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্" ইতি । কিঞ্চ

না ইহাই অর্থ । ইতরথা অন্যথা জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহত্বের অস্বীকারে তাহার ধ্যানের উপপত্তি হইবে না কারণ, বিগ্রহযুক্ত বস্তুরই ধ্যান করা যায় বিগ্রহ হীনের নহে । লৌকিক প্রয়োগের দ্বারাও সবিগ্রহের ধ্যান বিষয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন–ধ্যায়তীতি । বিরহীনি রমনী নিজ কান্তকে ধ্যান করিতেছে, ইত্যাদি স্থলে ধ্যানকে বিগ্রহ বিষয়ই দেখা যায় । অর্থাৎ দূরদেশগত প্রাণকান্ত কবে আসিবে, বিরহীনি নায়িকা এইপ্রকার ধ্যান করিয়া আকাশ অবলোকন করিতেছে । অতএব বিগ্রহবিষয়েই ধ্যান দেখা যায় । সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হওয়াহেতু তাঁহাতে ভক্তিই মুখ্য গৌণ নহে ॥১৫॥

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানানন্দবিগ্রহ বিষয়ে শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন–নচেতি । যদি বলেন–ব্রহ্মের বিগ্রহ নাই, না থাকিলেও অসৎ বস্তুর ন্যায় ধ্যানের নিমিত্ত কল্পনা করা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে কৃষ্ণ রামাদি বিগ্রহ তায়া অসৎ, সুতরাং তাহাদের প্রকাশ কি প্রকারে হয় ? শ্রীরাম তাপনীতে বর্ণিত আছে–চিন্ময় অদ্বিতীয় নিষ্কল অশরীর ব্রহ্মের উপাসকগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত রূপ কল্পনা

বিদ্যতে ক্বচিৎ" (পাদ্মে) ইতি স্মৃতিশ্চ তথাহ । অত্র দেহাদ্ ভিন্না দেহীত্যেবভিদা ঈশ্বরবস্তুনি নাস্তি । কিন্তু দেহ এব দেহীতি লক্ষম্ ॥১৬॥

ভাষাপরিচ্ছেদে–১, "নূতনজলধররুচয়ে" ইতি । নূতনত্বং-উৎসৃষ্টতোয়কভিন্নত্বে সতি পতনোন্মুখতো-য়কত্বমিতি । তাদৃশং শ্রীঅঙ্গসৌন্দর্য্যমিতি ভাবঃ । বৈদ্যুতাম্বরম্–বিদ্যুদুদ্‌ভবমিবাম্বরং যস্য তম্ । অনেন শ্রীবিগ্রস্য পরমশোভাময়ত্বং ধ্বনিতম্ । দ্বিভুজম্–ভুজদ্বয়সুশোভিতম্ । মৌনমুদ্রাঢ্যম্–মৌনরূপামুদ্রা তয়া পরিশোভিতম্ । তথাচ–রসবিশেষেণ বেণুবাদনেন রসাবিষ্টত্বাৎ-মৌনমিত্যর্থঃ । বনমালিনম্–বনমালয়ালঙ্কৃতম্। তথাহি তৎ স্বরূপম্–(শ০ ক০ দ্রু০-১২৪৯ পৃঃ) আজানুলম্বিনী মালা সর্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা । মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যো বনমালেতি কীর্ত্তিতা ॥ ইতি ।

এবমীশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং চিন্তয়ন্ সংসৃতের্ম্মুক্তোভবতি । এবমেবাহ শ্রীব্রহ্মা–১০/১৪/১, নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় । "বন্যস্রজে" ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ । ইদমত্র তত্ত্বম–শ্রীভাগবতে–৪/৭/৩২, ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্ । সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈরুদায়ুধৈ র্ভজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ এবং তত্রৈব–২/২/৮,–কেচিৎস্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষংবসন্তম্ । চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ তেষু দ্বিভুজস্যাতিচারুত্বাৎ

করা হয়, অতএব ব্রহ্মের যে রূপ আছে কাল্পনিক মাত্র । এই প্রকার যে শঙ্কা নিদান তাহা নিতান্ত অমূলক, অপর ব্রহ্মে বিগ্রহ বিষয়ে প্রমান আছে, সেই প্রমান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–আহেতি । শ্রুতি তন্মাত্র বর্ণন করিয়াছেন–অর্থাৎ শ্রুতি তন্মাত্র বিগ্রহই শ্রীভগবান এই প্রকার বলিতেছেন, অতএব শ্রীভগবানের বিগ্রহ শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ হয়, কিন্তু কাল্পনিক নহে ইহাই অর্থ । অনন্তর সূত্রস্থ মাত্র শব্দের অর্থ বলিতেছেন–অবধৃতি, মাত্র শব্দটি অবধৃতির নিমিত্ত জানিবে, এই বিষয়ে অমরকোশে আছে–মাত্র শব্দে কার্ৎস্ন্যেও অবধারণ অর্থ বুঝায় ।

সেই প্রসিদ্ধ পরমাত্মা বিগ্রহই হয়েন, কারণ তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন, অতঃ তাহা প্রমেয় তত্ত্ব হয় ইহাই অর্থ । তথায় শ্রীগোপালতাপনী বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহ হইতে অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতেছেন–সদিতি । যাঁহার সৎ পুণ্ডরীকের সমান নয়ন, মেঘবর্ণ, বিদ্যুতের সমান অম্বর, যিনি দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বনমালাধারী ও ঈশ্বর, এইস্থলে সৎপুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি ধর্ম্মসকল বিগ্রহযুক্ত ঈশ্বরেই বিদ্যমান আছে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে, অর্থাৎ পুণ্ডরীক উৎকৃষ্ট আরক্ত কমল তাদৃশ শোভাতিশয় শুদ্ধসত্ত্বময় নয়ন, মেঘাভ–মেঘ সামান্য শোভাযুক্ত, যেহেতু মেঘ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে শ্যামলতার অতিশয় চমৎকার বশতঃ মেঘাভ, এই বিষয়ে শ্রীগোপাল স্তবরাজে বর্ণিত আছে–যিনি নবীন নীরদের সমান শ্যামবর্ণ, নীল ইন্দীবরের ন্যায় লোচন । ভাষাপরিচ্ছেদে আছে–নূতন জলধরের সমান রুচিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি । নূতনতা অর্থাৎ যে মেঘ এখনও জল উৎসর্জন করে না কিন্তু জল পতনের উন্মুখ হইয়াছে তাদৃশ নবীন জলধর সমান শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য ইহাই ভাবার্থ । বৈদ্যুতাম্বর-বিদ্যুৎ হইতে যে পীতিমা শোভ

পারম্যম্ । ন তু তেষাং তস্মাদ্ভিন্নত্বম্ । তথাহি আনন্দসংহিতায়াম্–স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মং চৈব চতুর্ভুজম্ । পরন্তুদ্বিভুজংপ্রোক্তং তস্মাদেতত্রয়ং যজেৎ ॥ ইতি ।

তত্রাপি স্বয়ংভগবতি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে নিখিল গুণপ্রাকট্যাচ্চাতিশয়িতং শ্রীকৃষ্ণমিতি । অত্র কেচিদ্বৈষ্ণবা বদন্তি–পরমেব্যোম্নি নিত্যোদিতং চতুর্ভুজরূপং পরম্ ; দ্বিভুজাদিকন্তু শান্তোদিতমপরমিতি । "তদ্ধি বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড়্গুণ্য বপুঃ, সূক্ষ্মব্যূহ-বিভবভেদভিন্নং যথাধিকারংভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্বেণ কর্মণা অভ্যর্চ্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে ; বিভবার্চ্চনাদ্ ব্যূহংপ্রাপ্য ব্যূহার্চ্চনাৎ পরংব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যতে । বিভবো হি নাম রাম-কৃষ্ণাদি প্রাদুর্ভাবগণঃ । ব্যূহো বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্ব্যূহঃ । সূক্ষ্মন্তু কেবলষাড়্গুণ্যবিগ্রহং বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্ম" ইতি । (শ্রীভাষ্যং–২/২/৪১)

তৎ কিল তদ্রূপশ্রদ্ধাজাড্যাদেব । তথাত্বে সতি "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্" (বৃ০-৫/১/১), ইতি শ্রুতিবাক্যম্ । "সর্বে-নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চদেহাস্তস্যপরাত্মনঃ" ইত্যাদিস্মৃতিবাক্যঞ্চ ব্যাকুপ্যেত । "পরন্তু দ্বিভুজম্" ইতি কন্ঠোক্তিবিরোধশ্চ । কিঞ্চ শ্রীভগবদ্বিগ্রহানাং শান্তোদিতত্বে মায়িসিদ্ধান্তস্পর্শশ্চস্যাদিতি। তস্মাদ্ বিগ্রহ এব শ্রীগোবিন্দদেব ইতি ॥১৬॥

বহির্ভূত হয় তাদৃশ শোভাতিশায়ী অম্বর, এতদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পরম শোভাময়ত্ব ধ্বনিত হইল ।

দ্বিভুজ ভুজদ্বয় সুশোভিত, মৌনমুদ্রাঢ্য মৌনরূপ মুদ্রা তাহার দ্বারা পরিশোভিত অর্থাৎ বেণুবাদন রূপ রস বিশেষের দ্বারা রসাবিষ্টহেতু তিনি মৌন, বনমালী বনমালার দ্বারা অলঙ্কৃত, বনমালা এই প্রকার– আজানুলম্বিনী যে মালা যাহা সকল প্রকার ঋতুজাত কুসুমের দ্বারা সমুজ্জ্বলা মধ্যস্থলে স্থূল কদম্ব কুসুম যুক্তাকে বনামালা বলিয়া কবিগণ কীর্ত্তন করেন। এই প্রকার পরম সৌন্দর্য্যময় বিগ্রহ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া সাধক সংসার হইতে মুক্ত হয় । শ্রীব্রহ্মা ও তাহা বলিয়াছেন–হে ঈড্য ! অভ্রবপু তড়িদম্বরধারী গুঞ্জা কুণ্ডল কেকী পুচ্ছাদির দ্বারা শোভিত বদন বনমালী আপনাকে নমস্কার করি । শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে–ঈশ্বরে দেহ ও দেহী ইত্যাদি কোন প্রকারে ভেদ নাই, ইহা স্মৃতি শাস্ত্রও বর্ণনা করিয়াছেন । এইস্থলে দেহ হইতে দেহী ভিন্ন এই প্রকার ঈশ্বর বস্তুতে নাই, কিন্তু দেহই দেহী হয় ইহাই সিদ্ধ হইল । এই প্রকরণের সারতত্ত্ব এই প্রকার–শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে অচ্যুত ! দেবতাগণের শত্রু অসুরগণকে উৎক্ষিপ্তকারী অস্ত্র সকলের দ্বারা সুশোভিত আটটি ভুজদণ্ড কর্তৃক বিদ্যোতিত মন ও নয়নের আনন্দকর বিশ্বভাবন এই বপু । পুনঃ কেহ নিজদেহের হৃদয়াবকাশে প্রাদেশ মাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন, যিনি শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া নিবাস করেন । দ্বিভুজ বিগ্রহ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে । এই প্রকার চতুর্ভুজ অষ্টভুজ দ্বাদশভুজাদি বিশিষ্টরূপ শাস্ত্রে আছে, তন্মধ্যে দ্বিভুজের অতিশয় চারুতাহেতু পারম্য। কিন্তু সেই বিগ্রহ সকলের তাঁহা হইতে ভিন্নতা নাই । এই বিষয়ে আনন্দসংহিতায় বর্ণিত আছে–অষ্টভুজ মূর্ত্তি স্থূল কথিত হয়, সূক্ষ্মমূর্ত্তি চতুর্ভুজ, পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপ দ্বিভুজ কথিত হয়, অতঃ এই তিন বিগ্রহই যজনা করিবে । তথাপি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে নিখিলগুণবৃন্দ প্রাকট্যহেতু শ্রীকৃষ্ণরূপই সর্ব্বাতিশায়ী হয় ।

॥ওঁ॥ দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ওঁ॥ ৩/২/৮/১৭॥

"সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথংত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ" (গো০ তা০ উ০-৩১) ইতি তত্রৈবোত্তরত্র পঠিতা শ্রুতিঃ পরমাত্মানমেব বিগ্রহংদর্শয়তি ।

অথ শ্রীভগবতো বিগ্রহাদনতিরিক্তত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–দর্শয়তীতি। শ্রুতিঃ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রস্য পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি চ, অথ স্মৃতিরপি তথৈব স্মর্য্যতে' ইতি । অথ শ্রুতিবাক্যেন শ্রীগোবিন্দদেব এব বিগ্রহঃ, ইতি প্রতিপাদয়িতুং শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিবাকামবতারয়ন্তি–সাক্ষাদিতি । সা হোবাচ গান্ধর্বী–সাক্ষাৎ প্রকৃতিপারোহয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি "বৈ" । ইতি, স্পষ্টম্ ইতি ।

প্রশ্নস্য-উত্তরম্-তত্রৈব-উ০, ৫৪, ৫৫, ৫৮, "সোঽয়ং পরব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ" "গোপাল এব পরং সত্যমবাধিতম্" "স এবাব্যক্তো নিত্যোঽনন্তো "গোপালঃ" ইতি । অত্র টীকাচ–শ্রীসরস্বতীপাদানাম্–ননু কিং তৎ পরংব্রহ্মনাম ? নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ কৃষ্ণাদন্যৎ ? নেত্যাহ–পরংব্রহ্মশব্দাভিধেয়ো যঃ কৃষ্ণস্তদাত্মক স্তদনন্য এব" ইতি ।

এইস্থলে কোন বৈষ্ণব বলেন–পরব্যোমে নিত্যোদিত চতুর্ভুজ রূপেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দ্বিভুজাদি সকল শান্তোদিত অপর গৌণ হয়, সেই শ্রীবাসুদেবাখ্য পরংব্রহ্ম সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ পরিপূর্ণ বিগ্রহ, সূক্ষ্মব্যূহ বিভব ভেদভিন্ন যেপ্রকারের অধিকারের ভক্ত তাহা কর্ত্তৃক জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়েন । বিভব অর্চ্চনার দ্বারা ব্যূহ প্রাপ্ত হয়, ব্যূহা অর্চ্চন হইতে পরংব্রহ্ম শ্রীবাসুদেব সূক্ষ্মকে লাভ করেন । বিভব রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রাদুর্ভাব অবতারবৃন্দ ব্যূহ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ । সূক্ষ্ম কিন্তু কেবল ষাড়্‌গুণ্য বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম ইতি। এই প্রকার বিশ্বাস চতুর্ভুজরূপ শ্রদ্ধাজড়তাবাদিগণেরই জানিতে হইবে । তাহা স্বীকার করিলে পরে বৃহদারণ্যকের পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং এই শ্রুতিবাক্য, সেই পরমাত্মার দেহ সকল নিত্য ও শাশ্বত হয়, এই স্মৃতি বাক্যও কোপ করিবে । অপর দ্বিভুজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এই কণ্ঠোক্তি বিরোধ হইবে । অপর শ্রীভগবদ্বিগ্রহগণের শান্তোদিতত্ব, সমাপ্ত এবং উদিত হওয়া স্বীকার করিলে মায়ি সিদ্ধান্ত স্পর্শ হইবে, সুতরাং বিগ্রহই শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই অর্থ ॥১৬॥

অনন্তর শ্রীভগবানের বিগ্রহ হইতে অনিতিরিক্ততা করিবার নিমিত্ত ও ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–দর্শেতি । শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ের অনতিরেকী বলিয়াছেন । অর্থাৎ শ্রুতি শ্রীভগবানের বিগ্রহের পরমাত্মতা দর্শন করাইয়াছেন, অথ স্মৃতি ও তাহাই সমর্থন করেন । অথ শ্রুতি বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবই বিগ্রহ তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিবাক্যের অবতারণা করিতেছেন–-–সাক্ষাদিতি। প্রকৃতির পর সাক্ষাৎ এই আত্মা গোপাল পৃথিবীতে কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন? এই প্রকার তথায় উত্তররূপে পঠিতা শ্রুতি পরমাত্মাই বিগ্রহ হয়েন তাহা প্রদর্শিত করিয়াছেন । অর্থাৎ

“গোপালঃ” শব্দঃ খলু পরমকমনীয় পাদমুখাদি সন্নিবেশিন্যভ্রশ্যামে সর্বেশে বস্তুনি মুখ্যঃ ।

পূর্বত্র–“গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং তদিহ শ্লোকা ভবন্তি–সৎ পুণ্ডরীকনয়নম্” (গো০ তা০ পূ০-১০) ইত্যাদি শ্রবণাৎ ।

স্মর্য্যতে চাত্রৈব বিগ্রহ ইতি । “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ” (ব্রহ্মসং-

---

তথ গোপালশব্দস্যার্থমাহুঃ–“গোপালশব্দঃ” ইতি । তথাহি শ্রীগোপালস্তবরাজে–১ নবীব নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্ । বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণ গোপালরূপিণম্ ॥ অথ পূবর্বত্র “ইতি” শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদি পূর্ববিভাগে “ইত্যর্থঃ” । গোপবেশমিতি–শ্রীদশমে–২১/৫, বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্ । রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥ অভ্রাভং–নবীন নীরদশ্যামসৌন্দর্য্যযুক্তম্ । তরুণং–কিশোরম, তথাহি–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–২/১/৩৩০, “ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে” অত্ররূপম্–মরকতগিরের্গণ্ডগ্রাব-প্রভাহর-বক্ষসং শতমখমণি-স্তম্ভারম্ভ-প্রমাথি-ভুজদ্বয়ম্ ।

তনু তরণিজা-বীচিচ্ছায়া বিড়ম্বি বলিত্রয়ং মদন কদলী সাধিষ্ঠোরুং স্মরাম্যসুরান্তকম্ ॥ তন্মাধুর্য্যম্–দশার্দ্ধশরমাধুরী দমন দক্ষয়াঙ্গশ্রিয়া বিধূনিত বধূধৃতিং বরকলা বিলাসাস্পদম্ । দৃগঞ্চলচমৎকৃতিক্ষপিতখঞ্জরীট দ্যুতিং স্ফুরত্তরুণিমোদ্‌গমংতরুণি ! পশ্য পীতাম্বরম্ । কল্পদ্রুমাশ্রিতম্–কল্পদ্রুমাধো যোগপীঠস্থমিতি ।

শ্রীগান্ধর্ব্বী জিজ্ঞাসা করিলেন–সাক্ষাদিতি । শ্রীসরস্বতীপাদের টীকা–যদি বলেন কি তাহা ? যাহার নাম ব্রহ্ম হয় ? নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কেহ ? অন্য কেহ নহে তাহা বলিতেছেন–পরব্রহ্ম শব্দাভিধেয় যে শ্রীকৃষ্ণ তদাত্মক তাহা হইতে অনন্যই হয়েন । এই প্রশ্নের উত্তর তথায়–সেই আমি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণাত্মক নিত্যানন্দ একরূপ, শ্রীগোপালই অবাধিত পরম সত্য হয়, সেই শ্রীগোপালই অব্যক্ত নিত্য ও অনন্ত হয়েন ।

অনন্তর গোপাল শব্দের অর্থ বলিতেছেন–গোপালেতি। গোপাল শব্দ পরম কমনীয় চরণ মুখাদি সন্নিবেশিত নবঘন শ্যাম সর্বেশ্বর বস্তুতেই মুখ্য প্রয়োগ হয়, এই বিষয়ে শ্রীগোপাল স্তবরাজে বর্ণিত আছে–যিনি নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ নীলইন্দীবরের সদৃশ লোচন যুগল, সেই শ্রীযশোদানন্দন গোপাল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি । পূবর্বত্র শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের পূর্ববিভাগে বর্ণিত আছে–তিনি গোপবেশ অভ্রমেঘ সদৃশ তরুণ কল্পদ্রুমাশ্রিত, এই বিষয় শ্লোক হয়–সৎ পুণ্ডরীক নয়ন ইত্যাদি শ্রবণ করা যায় । অর্থাৎ গোপবেশ সম্বন্ধে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–যাহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ কর্ণযুগলে কর্ণিকার পুষ্প স্বর্ণবর্ণ বসন পরিধেয় বৈজয়ন্তীমাল বেণুর রন্ধ্রসকল অধর সুধার দ্বারা পরিপূর্ণ করিতেছেন সেই গোপবৃন্দ কর্ত্তৃক গীত কীর্ত্তি নটবর বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর পরমরমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ

৫/১) ইত্যাদিভিঃ । অথো শব্দঃ কার্ৎস্ন্যে । সূত্রাভ্যাং ব্যতিহারো দর্শিতঃ । বিগ্রহ এবাত্মা আত্মৈব বিগ্রহ ইতি । তথাচ শ্রুত্যাদিগম্যেঽবিচিন্ত্যার্থে তর্কানবতারাদাত্মবিগ্রহত্বং সিদ্ধম্ । তেন পরা এব তত্র ভক্তিঃ স্যাদিতি ।

বিজ্ঞানানন্দস্যাত্মনো মূর্ত্তত্বমলৌকিক বস্তুত্বাৎ শ্রুতিমাত্রাৎ প্রতিপত্তব্যম্ । তন্মূর্ত্তত্ব

"গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুম তলাশ্রিতম্" (পৃ-১১) সদিতি ব্যাখ্যাতম্ । শ্রীকৃষ্ণোপনিষদি চ-১২, "কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্" ইতি । অথ সূত্রস্থ "স্মর্য্যতে" ইতি শব্দস্য ব্যাখ্যানমাহঃ–"আত্মৈব বিগ্রহঃ" ইতি ।

অথ শ্রীব্রহ্মসংহিতাবাক্যেন শ্রীগোবিন্দদেবস্যাত্ম বিগ্রহত্বং সাধয়ন্তি–"ঈশ্বরঃ" ইতি । অথ শ্রীমদ্‌ভাগবতে যদুক্তম–১/৩/২৮, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি তদেব তাবৎ প্রথমমাহ–"ঈশ্বরঃ" ইতি । অত্র কৃষ্ণ ইত্যেব বিশেস্যং তন্নাম এব । "কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়" ইত্যাদি সামোপনিষদি চ । তদুক্তং পদ্মপুরাণে প্রভাসখণ্ডে–"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যা মে পরন্তপ" ইতি। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্ত্রোত্রে–"সহস্রনাম্নাংপুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্ । একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ তদেবং রূঢ়িবলেন প্রাধান্যাত্তত্রৈব "ঈশ্বর" ইত্যাদিনি বিশেষণানি।

যস্মাদেবং কৃষ্ণশব্দবাচ্যস্তস্মাদীশ্বরঃ সর্ববশয়িতা, তথাচ তৃতীয়ে–৩/২/২১, স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ

করিতেছেন । অভ্রাভ নবীন নীরদ সমান শ্যামসৌন্দর্য্যযুক্ত, তরুণ কিশোর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে । এই কিশোর অবস্থাই প্রাজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন বলিয়া কীর্ত্তন করেন. এই অবস্থার রূপ- যাঁহার বক্ষ মরকত পর্ব্বতের গণ্ডশিলার প্রভাহারী, ইন্দ্রনীলমণির স্তম্ভারম্ভের গর্ব্ব মন্থনকারী ভুজদ্বয়, কটিদেশ সূর্য্যতনয়া যমুনা তরঙ্গের শোভাকে বিড়ম্বনাকারী বলিত্রয়যুক্ত উরুদ্বয় মদন কদলী স্তম্ভ হইতেও সুন্দর সেই অসুরান্তক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি ।

এই রূপের মাধুর্য্য–হে তরুণি ! পীতাম্বরকে অবলোকন কর, যিনি দশার্দ্ধশর কামের পঞ্চবানের মাধুরী দমনে পরম দক্ষ অঙ্গ সৌন্দর্য্যের দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলা বিলাসের আশ্রয় ব্রজবধূগণের ধৈর্য্য বিধুনিত করে, দৃগঞ্চলের চঞ্চলতা এমন চমৎকার যে খঞ্জন পক্ষীর শোভাও তিরস্কার করিতেছে, হে সখি ! শ্যামসুন্দরের তারুণ্যের প্রারম্ভে এই প্রকার সৌন্দর্য্য হইয়াছে । কল্পদ্রুম আশ্রিত কল্পদ্রুমের অধোদেশে যোগপীঠে অবস্থানকারী, যিনি গোপ গোপী ও গাভীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া কল্পদ্রুম তলে বিলাস করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণোপনিষদে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত ব্রহ্মই হয়েন । অনন্তর সূত্রস্থ "স্মর্য্যতে" এই শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন–আত্মেতি । স্মৃতি শাস্ত্রেও আত্মাই বিগ্রহ হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা ব্রহ্মসংহিতা বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের আত্মবিগ্রতা সিদ্ধ করিতেছেন–ঈশ্বরেতি। শ্রীকৃষ্ণ পরমঈশ্বর ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। অর্থাৎ শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে এই সকল অবতারবৃন্দ পুরুষের অংশ ও কলা হয়েন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, এইস্থলে তাহাই প্রথমে বলিতেছেন ঈশ্বরেতি। কৃষ্ণ এই বিশেষ্য নাম, সামোপনিষদে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব দেবকীনন্দনকে প্রণাম

খলু ভক্তিভাবিতেন হৃদা গ্রাহ্যং, গান্ধর্ব বাসিতেন শ্রোত্রেন রাগমূর্ত্তিত্বমিব । অন্যথা "বিজ্ঞানাঘনানন্দঘন" (গো০ তা০ উ০-৯৯) ইতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ । তদেবং প্রত্যক্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈব । তস্মিন্নন্যথা বিভানন্ত মায়য়ৈব ভবতি ।

স্বরাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ । বলিংহরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কীরীটকোট্যেড়ীতপাদপীঠঃ ॥ যস্মাদেবং তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎপরমঃ । পরা সর্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপাঃ শক্তয়ো যস্মিন্ সঃ ।

ননু স্বমতে যোগবৃত্তৌ চ সর্বাকর্ষকপরমবৃহত্তমানন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধানাৎ অবিগ্রহ এব স ইত্যবগম্যতে, আনন্দস্য বিগ্রহানবগমাৎ । সত্যং, কিন্ত্বয়ং পরমোঽপূর্বঃ পূবর্বসিদ্ধানন্দবিগ্রহ ইতি । সচ্চিদানন্দবিগ্রহো লক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ এবেত্যর্থঃ । তদেবং তস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেসিদ্ধে, বিগ্রহ এবাত্মা তথা আত্মৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্ । (ইতি শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদাঃ) অথ সুত্রস্থ "অথ" শব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ- কার্ৎস্ন্যং সমগ্রম্, সর্বমেব শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহং সচ্চিদানন্দমেব ।

সূত্রাভ্যামিতি-"আহ চ তন্মাত্রম্, দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে" ইতি সূত্রাভ্যামিত্যর্থঃ । ব্যতিরেকপ্রকারং প্রকটার্থম্ । অথ শ্রীভগবতো দেহ-দেহী ভেদে সতি শ্রুতিবাক্যব্যাকোপো ভবেদিত্যাহুঃ-

---

করি, ইত্যাদি । এই বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে প্রভাষ খণ্ডে বর্ণিত আছে-হে পরন্তপ ! আমার নাম সকলের মধ্যে কৃষ্ণ নামই মুখতম, শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রে-পরম পুণ্যপ্রদ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম একবার মাত্র আবৃত্তি করিলে সেই ফল প্রদান করে, সুতারং রূঢ়িবৃত্তি বলে প্রাধান্যহেতু তাঁহাতেই ঈশ্বর প্রভৃতি বিশেষণ সকল যোজ্য, যেহেতু এই প্রকার কৃষ্ণশব্দবাচ্য সেইহেতু ঈশ্বর সবর্ববশয়িতা, শ্রীতৃতীয়ে বর্ণিত আছে- যিনি স্বয়ং যাঁহার ঐশ্বর্য্য অসাম্যাতিশয়, যিনি ত্র্যধীশ, স্বরাজ্যলক্ষ্মী যাঁহার সেবা করেন, যিনি সংপ্রাপ্ত সমস্ত কাম, পূজা আহরনকারি চির লোকপালগণের মস্তকস্থ কোটি কোটি কিরীট দ্বারা যাঁহার পাদপীঠ স্তুত হয় ।

যেহেতু এই প্রকার ঈশ্বর সুতরাং পরম, পরাসবের্বাৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপা শক্তিগণ যাহাতে তিনি, যদি বলেন-স্বমতে যৌগিকবৃত্তিতে সর্বাকর্ষক পরম বৃহত্তমআনন্দই কৃষ্ণ হয়, এই কথনহেতু সেই বস্তু বিগ্রহ রহিত হয় ইহাই অবগত হওয়া যায়, কারণ আনন্দের বিগ্রহ হয় না ? সত্যই আনন্দের বিগ্রহ হয় না, কিন্তু এই পরম অপূর্ব পূর্বসিদ্ধ আনন্দ বিগ্রহ হয়েন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ লক্ষণ যে বিগ্রহ সেই রূপ হয়েন ইহাই অর্থ । এই প্রকার তাহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রতা সিদ্ধ হইলে পরে বিগ্রই আত্মা এবং আত্মাই বিগ্রহ ইহা সিদ্ধ হইল । এই ব্যাখ্যা শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদের । অনন্তর সূত্রস্থ অথ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন-অথেতি । অথ শব্দের অর্থ কার্ৎস্ন্য সমগ্র, সকল শ্রীভগদ্বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ হয়েন । পূর্ব কথিত দুইটি সূত্রের দ্বারা ব্যতিহার প্রদর্শিত হইল, অর্থাৎ আহ চ তন্মাত্রম্ দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে" এই সূত্রদ্বয়ের দ্বারা । ব্যতিহার প্রকার এইরূপ বিগ্রহ হয় আত্মা আত্মাই বিগ্রহ, তথাচ শ্রুতিমাত্র

"এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে । ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতোগুরুঃ॥ মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ! সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব ত্বং

"অন্যথা" ইতি । বিজ্ঞানমিতি–বিজ্ঞানং তদ্রূপগুণাদিভিবিশিষ্টং যজ্‌জ্ঞানং স্বপ্রকাশং যদ্‌বস্তু তদেব ঘনো বিগ্রহো যস্য সঃ তাদৃশবিগ্রহস্বরূপঃ তথা চ দুঃখপ্রতিযোগিত্বাৎ বিজ্ঞানন্দস্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তত্বাভাবে শ্রুতের্মুখ্যার্থো বাধিতঃ স্যাৎ ।

তথাহি ভগবান্‌পাণিনিঃ–"মূর্ত্তৌ ঘনঃ" ইতি ; মূর্ত্তৌ কাঠিন্যেঽর্থে অভিধেয়ে হন্তেরপ্ প্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশো ভাবে স্যাদিতি সূত্রার্থঃ । যথা দধিঘনঃ, "সৈন্ধবঘনঃ" ইতি । ননু ভাবে প্রত্যয়াদেশয়োরবিধানাৎ "মূর্ত্তং দধি" ইত্যাদি কথং প্রতীমঃ ? ইতি চেৎ, সত্যম্ তথাপি ধর্ম্মশব্দেন ধর্ম্মীলক্ষ্যতে, তস্মাৎ প্রকৃতে সান্দ্রত্ববিশিষ্ট-বিজ্ঞানানন্দত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যাগতম্ ।

অথ সারর্থমাহঃ–তদেবমিতি । স্পষ্টম্ । ননু "মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকচেঽস্ত কৃষ্ণ আত্মা" (ভা০–১/৯/৩৪) ইত্যাদি ; তথা শ্রীএকাদশে–৩০/৩৩, মুসলাবশেষায়ঃ খণ্ড কৃতেষুর্লুব্ধকো জরা । মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিধ্যাব মৃগশঙ্কয়া" ॥ ইতি । অপি চ শ্রীদশমে–৭৭/১৫, শাল্বঃ শৌরেস্ত

প্রমাণগম্য অবিচিন্ত্য অর্থে তর্কের অনবতারহেতু আত্মবিগ্রতা সিদ্ধ হয়, সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে পরাভক্তিই হইবে, গৌণী নহে । বিজ্ঞানানন্দ আত্মার মূর্ত্তিত্ব অলৌকিক বস্তুহেতু, এবং শ্রুতি শাস্ত্রমাত্র প্রমাণহেতু পতিপত্তি স্বীকার করা কর্ত্তব্য । বিজ্ঞানানন্দের মূর্ত্তি ভক্তিভাব বিভাবিত হৃদয়ে গ্রহণ করা হয়, যেমন গান্ধর্বরাগবাসিত শ্রবণে রাগ যে প্রকার মূর্ত্তিমান হয় । অনন্তর শ্রীভগবানের দেহদেহী ভেদ স্বীকার করিলে পরে শ্রুতিবাক্য ব্যাকোপ হইবে তাহা বলিতেছেন–অন্যথেতি । অন্যথা বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন ইত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপ হইবে ।

অর্থাৎ বিজ্ঞান সেই সেই রূপগুণাদি বিশিষ্ট যে জ্ঞান স্বপ্রকাশ যে বস্তু তাহাই ঘন বিগ্রহ যাঁহার তিনি, তাদৃশ বিগ্রহস্বরূপ অর্থাৎ দুঃখ প্রতিযোগিহেতু আনন্দঘনই ঘন বিগ্রহ যাঁহার তিনি শ্রীকৃষ্ণ, অতএব বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মের মূর্ত্তি অস্বীকার করিলে শ্রুতি মুখ্যার্থ বধিত হইবে । এই বিষয়ে ভগবান পাণিনি বলিয়াছেন–মূর্ত্তি অর্থে ঘন প্রত্যয় হয়, মূর্ত্তিকাঠিন্য অর্থে অভিধেয়ে হন ধাতুর অপ্ প্রত্যয় ও ঘন আদেশ ভাব বাচ্যে হয় ইহাই সূত্রার্থ । যেমন দধি ঘন, সৈন্ধবঘন । যদি বলেন ভাববাচ্য ও প্রত্যয়ের কথনহেতু মূর্ত্ত দধি ইত্যাদি কি প্রকারে প্রত্যয় হইবে, এই কথা সত্য, তথাপি ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা ধর্ম্মীকে লক্ষ্যকরা হয়, অতএব প্রকৃতস্থলে সান্দ্রত্ববিশিষ্ট বিজ্ঞানানন্দত্বহেতু মূর্ত্তি ত্যাগ না করিয়াই তিনি আনন্দময় । এই প্রকরনের সারার্থ বলিতেছেন তদেবমিতি । এই প্রকার প্রত্যকত্বাদি ধর্ম্মসকল শ্রীবিগ্রহেরেই হয় ।

শঙ্কা ঃ–যদি বলেন আমার শরের দ্বারা বিভেদ হইয়াছে ত্বক্ কবচশোভিত যাঁহাই সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার আত্মা হউক ইত্যাদি শ্রীভীষ্ম, শ্রীএকাদশে–জরাব্যাধ যে মুষলের অবশেষ লোহ খণ্ডের দ্বারা শর করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা মৃগে আকার শ্রীকৃষ্ণের চরণ মৃগ আশঙ্কায় বিদ্ধ করিলেন । অপর শ্রীদশমে–

জ্ঞাতুমর্হসি ॥ (ম০ ভা০ মোক্ষধর্ম্মে০ ৩৩৯/৪৪-৪৫) ইতি স্মৃতেঃ । নশ্যেয়ং অদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥১৭॥

দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গং শার্ঙ্গধন্বনঃ । বিভেদন্যপতদ্ধস্তাৎ শার্ঙ্গমাসীত্তদদ্‌ভুতম্ ॥ ইত্যাদেঃ–কিং সমাধানম্ ? তত্রাহঃ–"তস্মিন্" ইতি । তস্মিন্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরব্রহ্মণি ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে অন্যথা বিভানং উক্তপ্রতীতিমায়য়া এব ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ ।

তদেবং শ্রীমহাভারতবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি–এতদিতি । "রূপবাণিতি দৃশ্যতে, এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ম্, ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়ং, ঈশঃ অহং জগতঃ গুরুঃ (চ) ইত্যন্বয়ঃ । ব্যাখ্যা চ–যথা অন্যো রূপবান্ দৃশ্যতে, তথায়ং শ্রীভগবানপি দৃশ্যতে, রূপী "দ্রব্যত্বাৎ" ইতি ত্বয়া নারদেন ন বিজ্ঞেয়ং, কিন্তু সচ্চিনন্দস্বরূপত্বাৎ স্বস্বরূপশক্ত্যা ভক্ত্যা ভক্তেষু আবির্ভবামি । তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং–৫/৩৮, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণ স্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ তথাচ–মম বিগ্রস্য দর্শনেঽদর্শনে চ মদিচ্ছা-এব হেতুঃ' ইতি প্রতিপাদয়তি–"ইচ্ছন্" ইতি । মদ্‌ভক্তান্ মৎস্বরূপং দর্শয়িতুমিচ্ছন্ স্বেচ্ছয়ৈব দর্শয়ামি, প্রদর্শ্য চ মুহূর্ত্তাৎ মুহূর্ত্তমূর্দ্ধাৎ নশ্যেয়ং, অদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ। নশ্–"অদর্শনে" ইতি ধাতুপাঠাৎ । (হ০ না০ ব্যা০–৩/৩৬৭) অত্র এবং সকৃদ্দর্শনদানন্তু স্বভক্তানামুৎকণ্ঠাবৰ্দ্ধনার্থমেব,

---

শার্ঙ্গধারী শৌরির শার্ঙ্গের সহিত বামবাহু শাল্বশরের দ্বারা ভেদ করিলে কৃষ্ণের হস্ত হইতে সার্ঙ্গধনুঃ পতিত হইয়াছিল, তাহা অদ্ভুত, ইত্যাদি বাক্যের সমাধান কি ?

সমাধান–তাঁহাতে অন্য প্রকার বিভান মায়ার দ্বারাই হয়, অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে অন্যথা পূর্ব প্রকার প্রতীতি মায়ার দ্বারাই হয়, পরমার্থতঃ নহে । তাহাই শ্রীমহাভারত বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন–এতদিতি । রূপবান বস্তু যেমন দেখায় সেই প্রকার মনে করিও না, আমি ইচ্ছা করিয়া মূহর্ত্তেই বিনাশ হই, কারণ আমি ঈশ্বর এবং জগতের গুরু, হে নারদ! ইহাই আমার মায়া কারণ আমাকে দেখিতেছে, সর্ব্বভূত গুণযুক্ত তুমি আমাকে জানিতে পারিবে না, ইহাই স্মৃতি বাক্য, নশ্যেয় শব্দের অর্থ অদৃশ্যহই ইহাই অর্থ । অর্থাৎ শ্রীভগবান দেবর্ষিনারদকে কহিলেন– যেমন অন্যরূপবান পদার্থ দেখা যায় সেই প্রকার এই শ্রীভগবানও দেখা যায় এইরূপ হে নারদ ! তুমি মনে করিও না, কিন্তু সচ্চিদানন্দ স্বরূপহেতু স্বরূপ শক্তি ভক্তির দ্বারাই ভক্ত মধ্যে আবির্ভাব হয়, এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করিয়াছেন–প্রেমাঞ্জন সংযুক্ত বিলোচনের দ্বারা সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণস্বরূপ যুক্ত শ্রীশ্যামসুন্দরকে সর্বদা হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি । অপর আমার বিগ্রহের দর্শনে এবং অদর্শনে আমার ইচ্ছাই কারণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–ইচ্ছনিতি । আমার ভক্তগণকে আমার স্বরূপ দর্শন করাইতে ইচ্ছা করিয়া নিজ ইচ্ছায় দর্শন করাই, প্রদর্শন করাইয়া মূহর্ত্ত উর্দ্ধেই অদৃশ্য হইয়া যাই ইহাই অর্থ । নশ্ ধাতুর অর্থ অদর্শন । এই প্রকার একবার মাত্র দর্শন প্রদান কেবল মাত্র নিজ ভক্তগণের সমুৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্তই হয়, শ্রীভাগবতে

তথাহি শ্রীভাগবতে–১/৬/১৯,–রূপং ভগবতো যত্তৎ মনঃকান্তং শুচাপহম্। অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনা ইব ॥ দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি। বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ এতদনন্তরং আকাশবাণী–২৩, "সকৃদ্ যদ্ দর্শিতং রূপমেতৎ কামায়তেঽনঘ। মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥ তস্মাৎ শ্রীভগবৎকৃপায়ৈব তদ্দর্শনং সম্ভবেৎ নান্যথা" ইতি।

ননু এবং কার্য্যে তব কঃ সামর্থ্যোঽস্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ–ঈশোঽহমিতি। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থোঽস্মি, যতো জগতাং গুরুরহমেব, গুরুঃ–সর্বশ্রেষ্ঠঃ, পরমপূজ্য ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে নারদ! এষা ময়া মায়াসৃষ্টা–যৎ মাং এবং পশ্যসি, সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসীত্যর্থঃ।

ননু–তথাপি পরমভাগবতোত্তমানাং শ্রীভীষ্মাদীনাং কথং তাদৃশী মতিরভূৎ? তদানীং তেষাং অসুরৈরাবেশাৎ, তথাহি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি–২৫২/১৯, ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীংশ্চ প্রবেক্ষ্যন্ত্যপরেঽসুরাঃ। যৈরাবিষ্টা ঘৃণাং ত্যক্ত্বা যোৎস্যন্তে তব বৈরিভিঃ ॥ কিঞ্চ তত্রৈব–২৫২/৩৬, ভীষ্মদ্রোণকৃপাদ্যাশ্চ দানবাক্রান্তচেতসঃ। ন তথা পাণ্ডুপুত্রাণাং স্নেহবন্তো বিশাম্পতে! ॥ তস্মাৎ তেষাং তথা কথনং যুক্তমেব। শ্রীদশমে–একাদশাদিবাক্যানাং সমাধানন্তু–তত্রৈব শ্রীদশমে–৭৭/৩০-৩১ এবং বদন্তি, রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ। যৎ স্ববচো বিরুদ্ধ্যেত নুনং তে ন স্মরন্ত্যুত ॥ ক্ব শোকমোহো স্নেহো বা ভয়ং

বর্ণিত আছে–শ্রীনারদ কহিলেন হে ব্যাস! শ্রীভগবানের মনোহর ও শোকহারী রূপ সহসা দর্শন করিয়া বৈক্লব্যহেতু দুর্ম্মনা হইয়া উত্থিত হইলাম, পুনরায় হৃদয়ে মনঃ প্রণিহিত করিয়া আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করত অবিতৃপ্ত আতুরের ন্যায় ঈক্ষণ করিলেও দেখিতে পাইলাম না। এতদনন্তর আকাশবাণী বলিলেন–হে অনঘ! একবার মাত্র আমার রূপ যে তোমার কামনার নিমিত্ত দর্শন করাইলাম তাহার কারণ মৎবিষয়ে কামনা করিয়া সাধু শনৈঃ শনৈঃ হৃদয়ের কামনা সকল পরিত্যাগ করে। অতএব শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই তাঁহারা দর্শন সম্ভব হয় অন্যথা নহে। যদি এলেন এই কার্য্যে আপনার কি সামর্থ্য আছে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–ঈশেতি। আমি ঈশ্বর করিতে না করিতে অন্যথা করিতে সর্ব সমর্থ হই, যেহেতু জগতের গুরু আমিই, গুরু সর্বশ্রেষ্ঠ পরম পূজ্য ইহাই অর্থ। অপর হে নারদ! আমি এই মায়াসৃষ্টি করিয়াছি যে মায়া বা কৃপার দ্বারা আমাকে সর্বভূত গুণযুক্ত অবলোকন করিতেছ। যদি বলেন–তথাপি পরম ভাগবত্তোত্তম শ্রীভীষ্মাদি ভক্তে সেই প্রকার মতি কিরূপে হইয়াছিল? উত্তর–সেই সময় তাহারা অসুর কর্তৃক আবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–অসুরগণ ভীষ্মদ্রোণ কৃপাচার্য্য প্রভৃতির ভিতরে প্রবেশ করিবে, ঐ অসুরবৃন্দ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তাহারা দয়া পরিত্যাগ করত আমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। অপর হে রাজন্! ভীষ্মদ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য সকল দানবগণ কর্তৃক সমাক্রান্ত হৃদয় হইয়া পূবের্বর ন্যায় পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি স্নেহ যুক্ত থাকিবেন না। অতএব তাহাদের সেই প্রকার কথন যুক্তিসঙ্গত হয়। এবং শ্রীদশম একাদশাদি বাক্য সকলের সমাধান শ্রীদশমেই হে রাজর্ষে! শাল্বযুদ্ধ বিষয়ে কোন কোন ঋষিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা নিজবাক্যের বিরোধ হওয়া বুঝিতে পারে না, কোথায় শোক মোহাদি অজ্ঞান সম্ভব স্নেহ ভয়াদি দোষ, এবং অখণ্ডিত বিজ্ঞান ও অখণ্ডিত জ্ঞান ঐশ্বর্য্যই বা কোথায়? শ্রীক্রমসন্দর্ভে–শ্রীবিষ্ণু

৯॥ উপমাধিকরণম্ ।

অথ ভজদ্ভ্যো ভজনীয়স্য ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ইতরথা স্বাভেদাবভাসে স্বস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধেরনুদয়াৎ ভক্তির্নোপজায়তে ।

বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ । কৃচাখণ্ডিতবিজ্ঞান-জ্ঞানৈশ্বর্য্যত্ত্বখণ্ডিতঃ ॥ ইতি । তথা শ্রীক্রমসন্দর্ভে—স্কান্দে—(ভাঃ-১/৯/৩৪) অসঙ্গশ্চাব্যয়েঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ । বিদ্ধোঽসৃগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে ॥ অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেষ সুরেষ্বপি । মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চন ॥ ইতি । তস্মাৎ বিগ্রহাদনন্যং শ্রীগোবিন্দদেবমিতি ॥১৭॥

গোবিন্দং প্রনমাম্যহং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
দেহ-দেহীবিভেদাদি-রহিতং ভক্তবৎসলম্ ॥
ইতি অরূপবদধিকরণং অষ্টমং সম্পূর্ণম্ ॥৮॥

৯॥ "উপমাধিকরণম্"

রাধিকারমণঃ সেব্যো জীবঃ সেবক এব হি ।
অত এবেতি সূত্রেণ কথ্যতে বাদরায়ণঃ ॥

পূর্বস্মিন্ অপরূপদধিকরণে সচ্চিদানন্দপরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তিঃ কার্য্যা, স চ শ্রীভগবান্ বিগ্রহাদনন্যঃ, দেহ দেহী ভেদাদিরহিতং ইতি প্রতিপাদিতম্ । অত্র ভবতি শঙ্কা—ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তির্নসম্ভবেৎ, কুতঃ ? জীবব্রহ্মণোরনন্যত্বাৎ, ভক্তিঃ খলু আরাধনা, সা চ স্বস্মাদুৎকৃষ্টেঽন্যস্মিন্ দৃষ্টা, ন তু স্বস্মিন্ । ইতি শঙ্কা সমাধানার্থং উপামধিকরণারম্ভঃ, ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ । অথ উপমাধিকরণস্যাবতরণিকা-মবতারয়ন্তি—"অথ ভজদ্ভ্যঃ" ইতি, প্রকটার্থম্ ।

অসঙ্গ অব্যয় অভেদ্য অনিগ্রাহ্য অশোষ্য হয়েন তথাপি বিদ্ধ এই প্রকার দেখা যায়, সেই দেব এইভাবে অসুরগণকে মোহিত হইয়া দেবগণের মধ্যে ক্রীড়া করেন, মধ্য দৃষ্টির দ্বারা মানুষগণকে মোহিত করেন মুক্তগণ মোহিত করেন না। অতএব শ্রীবিগ্রহ হইতে অনন্য শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই অর্থ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রণাম করি, যিনি দেহদেহী বিভেদাদি রহিত ও ভক্ত বৎসল হয়েন ॥১৭॥

এই প্রকার অরূপবদধিকরণ অষ্টম সম্পূর্ণ ॥৮॥

৯॥ "উপমাধিকরণ"

অনন্তর উপমাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীরাধিকারমণ সেব্য এবং জীব তাহার সেবক ইহা অতএব এই সূত্রের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন । পূবের্ব অরূপবদাধিকরণে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তি করিতে হইবে, সেই শ্রীভগবান বিগ্রহ হইতে অনন্য দেহদেহী ভেদাদি রহিত তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

যদ্যপি জীবাদনন্যত্বং পরমাত্মা বহুকৃত্ত্বঃ প্রতিপাদিতং তথাপি প্রতিবিম্বশাস্ত্রবিভ্রান্তঃ কশ্চিত্তদভেদমাচক্ষীত, তৎ পরিহারায় বিধান্তরমেতৎ ।

"বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্য সদৃশা জলে । এবমেবাত্মকা লোকে পরাত্ম সদৃশা মতাঃ ॥ ইতি শ্রূয়তে ।

বিষয় ঃ—অথ উপমাধিকরণস্য বিষয়বাক্য মবতারয়ন্তি—"বহবঃ" ইতি । যদ্ বৎ সূর্য্যস্য সদৃশাঃ বহবঃ সূর্য্যকাঃ জলে, (দৃশ্যন্তে) এবং লোকে পরামত্মসদৃশাঃ আত্মকাঃ মতাঃ, ইত্যন্বয়ঃ । তথাচ—জলে সূর্য্যস্য প্রতিবিম্বা বহবো দৃশ্যন্তে, এবং ব্রহ্মণোঽপি বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বা জীবাঃ । সূর্য্যস্য প্রতিকৃতয়ঃ সূর্য্যকাঃ, তস্য প্রতিবিম্বা ইত্যর্থঃ । তথাহি ভগবান্ শ্রীপাণিনিঃ—৫/৩/৯৬, "ইবে প্রতিকৃতৌ" "কন্ স্যাৎ" ইতি। এবমাত্মনঃ প্রতিকৃতয়ঃ আত্মকাঃ' ইত্যর্থঃ । এবং যাজ্ঞবল্ক্য-প্রায়শ্চিত্তে—৩/144, আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ । তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেম্বিবাংশুমান্ ॥ এবমমৃতবিন্দূপনিষদি চ—১২, এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ ॥ ইত্যাদি । কঠোপনিষদি চ—২/২/৯ অগ্নির্যথৈকং ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব । একস্তথা

এইস্থলে আশঙ্কা হইতেছে—ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তি করা সম্ভব নহে, কেন ? জীব ও ব্রহ্মের অনন্য হওয়া হেতু, ভক্তি আরাধনা হয়, তাহা নিজ হইতে উৎকৃষ্ট অন্য ব্যক্তিকে করে তাহা দেখা যায়, কিন্তু নিজে নহে । এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত উপমাধিকরণ আরম্ভ, এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি । অতঃপর উপমাধিকরণের অবতরণিকার অবতারণা করিতেছেন—অথেতি । ভজনকারী ভক্তগণ হইতে জননীর শ্রীগোবিন্দদেবের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন তাহা না হইলে নিজ হইতে অভেদ অবভাস মাত্র হইলে নিজের প্রতি আরাধ্যত্ব বুদ্ধির অনুদয় বশতঃ ভক্তি জাত হইবে না । যদাপি উপাসক জীব হইতে উপাস্য শ্রীভগবান ভিন্ন বহুবার প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তথাপি প্রতিবিম্ব শাস্ত্র বিভ্রান্ত কোন ব্যক্তি অভেদ করিয়া থাকেন, তাহা পরিহারের নিমিত্ত অন্য প্রকার বিচার আরম্ভ করিতেছেন ।

বিষয় ঃ—অনন্তর উপমাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—বহবেতি । যে প্রকার সূর্য্যের সদৃশ বহু সূর্য্য জলে দেখা যায়, এই প্রকার লোকে পরমাত্মার সমান বহু পরমাত্মা দেখা যায় জানিতে হইবে, ইত্যাদি শ্রবণ করা যায় । অর্থাৎ জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বহু দেখা যায়, এই প্রকার ব্রহ্মেরও প্রতিবিম্ব জীব হয়, সূর্য্যের প্রতিকৃতি সূর্য্যক, তাহার প্রতিবিম্ব ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে ভগবান শ্রীপানিনি বলিয়াছেন—ইব ও প্রতিকৃতি অর্থে কন্ প্রত্যয় হইবে, আত্মার প্রতিকৃতি আত্মক, অনেক আত্মকা । যাজ্ঞবল্ক্য প্রাশ্চিত্তে বর্ণিত আছে—যেমন এক আকাশ ঘটাদি পদার্থে ঘটাকাশাদিরূপে পৃথক হয়, যেমন অংশুমান সূর্য্য অনেক জলধারে প্রতিতি হয়, সেই প্রকার এক আত্মাও প্রতিবিম্বাদিরূপে বহু প্রতীতি হয় । অমৃতবিন্দু উপনিষদে আছে—একমাত্র ভূতাত্মা এক ও অনেক রূপে ভূতে ভূতে অবস্থান

ইহ ভবতি সংশয়ঃ– আনন্দচিন্মূর্ত্তিঃ পরমাত্মা পূর্বং নিরূপিতঃ। স এব কিং কয়াচিদবস্থয়া জীবঃ ? কিংবা জীবাদন্যোসাবিতি ? কিংপ্রাপ্তম্? স এব জীবেতি । অস্যৈবাবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতস্য জীবরূপত্বাৎ । প্রতিবিম্বো হি বিম্বান্নার্থান্তরম-ন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তথা নিশ্চয়াৎ ।

অত উক্তং "দর্পণাভি হতাদৃষ্টিঃ পরাবৃত্য স্বমাননম্ । ব্যাপ্নুবত্যাভিমুখ্যেন ব্যতস্তং দর্শয়েন্মুখম্" ইতি । তস্মাৎ পরমাত্মৈবাবিদ্যাযোগাজ্জীবেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে–

সর্বভূতান্তরাত্মরূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয়ঃ, আনন্দচিন্মূর্ত্তিরিতি । প্রকটার্থম্ । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং দ্বিকোটিকে সংশয়ে জাতে, কিং প্রাপ্তম্ ? কিং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব প্রতিবিম্বত্বাদিধর্ম্মাপন্নো জীবোহভূৎ ? অথবা তস্মাদন্যঃ তস্য "সেবকত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্তদংশভূতঃ" ইতি সন্দেহে–পূর্বপক্ষমুখাপয়ন্তি–স এব জীব ইতি । স্পষ্টম্ ।

অন্বয়েতি–সতি বিম্বে প্রতিবিম্বঃ স্যাৎ, অসতি বিম্বে প্রতিবিম্বো ন স্যাদিত্যর্থঃ । অথ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো বিম্বভাবশ্চ কারিকয়া প্রতিপাদয়ন্তি–অত উক্তমিতি । দর্পণাভিহতা দৃষ্টিঃ পরাবৃত্য স্বং আননং ব্যাপ্নুবতি, আভিমুখ্যেন মুখং ব্যতস্তং দর্শয়েৎ" ইত্যন্বয়ঃ । মানবস্য দর্পণে নিপতিতা দৃষ্টিঃ দর্পণেনাভিহতা প্রত্যাখ্যাতা পরাবৃত্য প্রত্যাবর্ত্তনং কৃত্বা স্বং স্বস্য আননং ব্যাপ্নুবতি, তস্মাৎ আভিমুখ্যেন মুখ্যরূপেণ স্বমাননমেব ব্যতস্তং বিপরীতং দর্শয়েৎ, এবং নির্গুণং নির্ধর্ম্মকং ব্রহ্ম অন্তঃকরণাদৌ প্রতিবিম্বিতং সৎ সগুণং সধর্ম্মকমিব দর্শয়েৎ, তচ্চ উপাধিগুণমেব, ন তু আত্মন ইতি । অথ পূর্বপক্ষমুপনয়ন্তি–তস্মাদিতি।

করে, যেমন জলে অনেক চন্দ্র দেখা যায় । অগ্নি যে প্রকার এক হইয়াও ভুবনে কাষ্ঠাদিতে প্রবেশ করিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ বহু রূপ হয়, সেই প্রকার এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিবিম্বাদিরূপে অন্তরে বাহিরে অবস্থান করেন । ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ–এই বিষয় বাক্য সংশয় হইতেছে–আনন্দেতি । পূর্ব্বে আনন্দ চিন্মূর্ত্তি পরমাত্মা নিরূপণ করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাই কি কোন অবস্থা কর্ত্তৃক জীব হয় ? অথবা তিনি জীব হইতে অন্য ? ইহাই সন্দেহ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এই প্রকার দ্বিকোটিক সন্দেহ জাত হইলে কি সিদ্ধান্ত হইল পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই কি প্রতিবিম্বতাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন ? অথবা তাঁহা হইতে অন্য তাঁহার সেবকত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাঁহার অংশ স্বরূপ ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিতেছেন–স ইতি । সেই পরমাত্মাই জীব হয় । এই পরমাত্মাই অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হয়েন, প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অর্থান্তর পৃথক নহে । কারণ অন্বয় ও ব্যতিরেক সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা সেই প্রকারই নিশ্চয় করা

॥ওঁ॥ অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/৯/১৮॥

যস্মাৎ পরমাত্মনোঽন্যো জীবোঽতএব সূর্য্যকাদিবদিতি তস্যোপমা শ্রূয়তে। নহ্যভেদে বিম্ব প্রতিবিম্ব স্বভাবঃ। তথা সতি বহ্নিচ্ছায়য়া দাহঃ, খড়্গাভাসেন চ্ছেদশ্চ স্যাৎ। ন চ তস্মিন্ সাদৃশ্যং তস্য, ভেদ তন্ত্রত্বাৎ। 'চ' কারোঽন্যান্ ভেদহেতূন্ সমুচ্চিনোতি। তস্মাজ্জীববিলক্ষণঃ পরমাত্মেতি ॥১৮॥

ননু মাস্তু তয়োপময়া জীব পারয়োর্ভেদঃ। কিন্তু চিদাভাসত্বং জীবস্য ততঃ প্রাপ্তম্। যথা অম্বুনি সূর্য্যস্যাভাসঃ সূর্য্যকোচ্যতে, তথা অবিদ্যায়াং পরস্যাভাসো জীবেতি।

ইতি পূর্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্ত :—এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে "প্রতিবিধত্তে" পূর্বপক্ষং নিরস্যতি ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণঃ— "অতএব" ইতি। অতঃ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ তৎসেবকো জীবো ভিন্ন এব, অস্মাৎ হেতোঃ শ্রুতিষু সূর্য্যকাদিবৎ পরব্রহ্মণ উপমা শ্রূয়তে, ন তু তস্য বিম্ব প্রতিবিম্বভাবঃ সিদ্ধ্যর্থমিতি।

হইয়াছে। অন্বয় অর্থাৎ—বিম্ব থাকিলেই প্রতিবিম্ব হইবে, বিম্ব না থাকিলে প্রতিবিম্ব থাকিবে না এই প্রকার। অনন্তর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ও বিম্ব ভাব কারিকার দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—অত ইতি। অতএব কথিত আছে—দর্পণাভিহতা দৃষ্টি পরাবর্ত্তন করিয়া নিজ আনন ব্যাপ্ত হয়, আভিমুখ্যে মুখ বিপরীত দেখা যায়। অর্থাৎ মানবের দর্পনে নিপতিত দৃষ্টি দর্পণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত পরাবর্ত্তন করিয়া নিজের মুখ ব্যাপ্ত করে, অতএব আভিমুখ্যে মুখ্যরূপে নিজের মুখই বিপরীত ভাব দেখা যায়, এই প্রকার নির্গুণ নিধর্ম্মক ব্রহ্ম অন্তঃকরণাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সগুণ সধর্ম্মকের সমান দেখা যায়, তাহা উপাধি গুণ হয়, আত্মার নহে। অনন্তর পূবর্বপক্ষের উপণয় করিতেছেন—তস্মাদিতি। অতএব পরমাত্মাই অবিদ্যাযোগহেতু জীব হইয়াছেন এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রতিবিধান ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পূবর্বপক্ষ নিরসন করিতেছেন—অত ইতি। অতএব সূর্য্যকাদিবৎ উপমা শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ অতঃপর ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে তাঁহার সেবক জীব ভিন্নই হয়, এই হেতু শ্রুতি শাস্ত্রে সূর্য্যকাদিবৎ পরব্রহ্মের উপমা শ্রবণ করা যায়, কিন্তু তাঁহার বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব সিদ্ধির নিমিত্ত। যেহেতু পরমাত্মা হইতে জীব অন্য হয়, সুতরাং সূর্য্যকাদিবৎ তাঁহার উপমা শ্রুত হয়। অভেদ বস্তুতে বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হয় না, তাহা হইলে বহ্নি ছায়ার দ্বারা দাহ, খড়্গের আভাসের দ্বারা ছেদন কার্য্যও হইবে। যদি বলেন—সাদৃশ্যই তাহার অভেদ সিদ্ধ করে, তাহাও নহে, কারণ সাদৃশ্য ভেদ পরতন্ত্র, ভেদস্থলেই সাদৃশ্য হয়, অভেদে নহে। সূত্রে যে 'চ' কার আছে তাহা অন্য অনেক ভেদ হেতু সংগ্রহ করিতেছেন। অতএব জীব হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মা হয়েন ॥১৮॥

এতন্নিরস্যতি–

॥ওঁ॥ অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ওঁ॥ ৩/২/৯/১৯॥

তুরবধারণে। ষষ্ঠ্যন্তাদ্ সপ্তম্যন্তাদ্ বা বতিঃ। অম্বুবদ্ বিম্ব বিপ্রকৃষ্টস্যোপাধেরগ্রহণান্ন

ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ॥১৮॥

অথ "আভাসবাদোনিরাকর্ত্তুমিদমুত্থাপয়ন্তি–ননু" ইতি। তয়া' সূর্য্য-বহ্নি-খড়্গাদ্যুপময়া তয়োঃ পরব্রহ্ম–শ্রীগোবিন্দদেব–জীবয়োর্ভেদোমাস্তু, তথাত্বে নাস্মাকং কামপি বিপ্রতিপত্তিম্। ননু তথাত্বে কো জীবঃ? ইত্যতঃ–আহুঃ–কিন্তু চিদভাসত্বং জীবস্য উপমাত এব প্রাপ্তম্। চিদাভাস প্রকারং প্রপঞ্চয়ন্তি– "যথা" ইতি। স্পষ্টম্। তস্মাৎ পরব্রহ্মণ আভাস এব জীব ইত্যর্থঃ।

অথ জীবস্য চিদাভাসত্বং নিরস্যতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–অম্বুবদিতি। অম্বুবৎ–সলিলসদৃশঃ, সলিলে যথা সূর্য্যপ্রতিবিম্বাদের্গ্রহণং ভবতি, তথা অবিদ্যাদৌ পরব্রহ্মপ্রতিবিম্বাদেঃ, "অগ্রহণাৎ" গ্রহণাভাবাৎ, ন তথাত্বং–জীবস্য পরব্রহ্মণ আভাসত্বমিতার্থঃ। তথাচ–স্বচ্ছজল প্রদেশাৎ সূর্য্যাদিজ্যোতিষ্কপদার্থানাং দূরবর্ত্তিত্বাৎ জলাদৌ-তেষাং প্রতিবিম্বং সম্ভবেৎ, কিঞ্চ সূর্য্যাদীনাং সবর্বব্যাপকত্বাভাবাৎ। কিন্তু–পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ন প্রতিবিম্বং সম্ভবেৎ, তস্য সর্বব্যাপকত্বাদিত্যর্থঃ। অম্বুবদিতি–অতিরোহিতার্থম্। অর্থাৎ অম্বুবদিতিবাক্যেন উপমান-উপমেযভাবঃ প্রকাশ্যতে, উপমেয়কোটিব্রহ্ম জীব লক্ষনস্য, চ উপমান

অনন্তর আভাস বাদ নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি। সেই উপমার দ্বারা জীব ও পরমাত্মার ভেদ না হউক, অর্থাৎ সেই বহ্নি সূর্য্য খড়্গাদির উপমার দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এবং জীবের ভেদ না হউক, তাহাতে আমাদের কোন বিপ্রতিপত্তি নাই। যদি বলেন তবে জীব কে? তদুত্তরে বলিতেছেন–কিন্ত্বিতি। কিন্তু জীব যে চিদাভাস শাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায়। অর্থাৎ চিদাভাসতা উপমার দ্বারাই জীবের সিদ্ধ হয়, চিদাভাস প্রকার বিস্তার করিতেছেন–যথেতি। যে প্রকার জলে সূর্য্যের আভাসকে সূর্য্যক বলা হয়, সেই প্রকার অবিদ্যায় পরেশের আভাসকে জীব বলা হয়। অতএব পরব্রহ্মের আভাসই জীব হয় ইহাই অর্থ। অনন্তর জীবের চিদাভাসতা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন–অম্বুবদিতি। অম্বুবৎ অগ্রহণহেতু তথাত্ব হয় না, অর্থাৎ অম্বুবৎ সলিল সদৃশ জলে যে প্রকার সূর্য্য প্রতিবিম্বাদির গ্রহণ করা হয়, সেই প্রকার অবিদ্যাতে পরব্রহ্ম প্রতিবিম্বাদির অগ্রহণ গ্রহণের অভাবহেতু সেই প্রকার জীব পরব্রহ্মের আভাস নহে ইহাই অর্থ, অর্থাৎ জল প্রদেশ স্বচ্ছ হওয়াহেতু জ্যোতিষ্ক পদার্থগণের দূরে অবস্থানহেতু জলাদিতে তাহাদের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়, অপর সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কবৃন্দ সবর্বব্যাপক নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না, কারণ তিনি সবর্বব্যাপক এইহেতু এই অর্থ। সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা অবধারণার নিমিত্ত, ষষ্ঠী বিভক্তির অথবা সপ্তমী বিভক্তির পরে বতি প্রত্যয় হইয়াছে। জলের সমান অথবা জলে বিম্ব দূরবর্ত্তী উপাধির অগ্রহণহেতু সেই প্রকার নহে, পরমাত্মার বিভুত্বহেতু তাঁহার নিকটে বিদূর পদার্থের অপ্রসিদ্ধহেতু

তথাত্বম্ । পরমাত্মনো বিভুত্বেন তদ্বিদূরপদার্থাপ্রসিদ্ধেরুপমেয় কোটেরুপমানকোটিতুল্যত্বং নেত্যর্থঃ। বিম্ববিদূরেজলাদ্যুপাধৌ পরিচ্ছিন্নস্য সূর্য্যাদেরাভাসো গৃহ্যতে, নৈবং পরমাত্মনস্তস্যাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ । অতো ন তথাত্বমিতি বা, পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো

কোটিতুল্যত্বং, সূর্য্য তৎ প্রতিবিম্বসমত্বং ন ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ "দৃষ্টান্তবৈষম্য" নামকং দোষমিদমিতি।

অথ সূত্রস্য ব্যাখ্যান্তরমাহ ঃ–"বিম্ববিদুরে" ইতি । স্পষ্টম্ । অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রতিবিম্বাভাবত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–অলোহিতমিতি । পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেব ঃ–"অলোহিতম্" লোহিতং রক্তবর্ণং, তদ্‌রহিতম্, অস্নেহং-দ্রবভাবরহিতম্, অচ্ছায়ম্–প্রতিবিম্বশূন্যম্ । ছায়াত্র–প্রতিবিম্বম্, তথাহি অমরকোশে–"ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপঃ" ইতি ।

ননু তথাত্বে কোঽসৌ জীবঃ ? তত্রাহু ঃ–কিঞ্চেতি, শ্রীগোবিন্দবৎ চেতনঃ পৃথক্‌সত্ত্বাবান্–ইতি । অথ জীবস্য পৃথক্‌ত্বে চেতনত্বেচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌বাক্যং প্রমাণমাহ ঃ–"নিত্যঃ" ইতি । নিত্যঃ–পরমেশ্বর–শ্রীগোবিন্দদেবঃ, নিত্যানাং-বহুনাং জীবানাং চৈতন্যসম্পাদকঃ, তথা চেতনঃ–সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, চেতনানাং–বহূনাং চেতনজীবানা চৈতন্যত্বে হেতুরিতি । তস্মাৎ নিত্যশ্চেতনশ্চজীবো, ন তু প্রতিবিম্বঃ ।

এবং সর্বব্যাপকস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রতিবিম্বাসম্ভ নিরূপণেন আকাশ প্রতিবিম্বমপি প্রত্যাখ্যাতম্। তদেবোট্টঙ্কয়ন্তি–ইত্থঞ্চেতি । ননু যথা আকাশস্য প্রতিবিম্বং জলাদৌ দৃশ্যতে, তথৈব ব্রহ্মণোঽপি প্রতিবিম্বং

উপমেয় কোটি এবং উপমান কোটির তুল্যতা নহে ইহাই অর্থ । অর্থাৎ অম্বুবৎ এই বাক্যে উপমান উপমেয় ভাব প্রকাশিত হইতেছে, উপমেয় কোটি ব্রহ্মবিলক্ষণের উপমান কোটিতুল্যতা সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রতিবিম্বের সমান নহে ইহাই অর্থ । সুতরাং এইস্থলে দৃষ্টান্ত বৈষম্যনামে দোস হয় ।

অনন্তর এইসূত্রের অন্য ব্যাখ্যা বলিতেছেন–বিম্বেতি । বিম্বরূপ সূর্য্যের অতিশয় দূরে জলাদি উপাধিপদার্থে পরিচ্ছিন্নরূপ সূর্য্যাদির আভাস গৃহীত হয়, কিন্তু পরমাত্মার তাদৃশ হয় না, কারণ তিনি অপরিচ্ছিন্নবস্তু, সুতরাং তথাত্ব নহে, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব জীব নহে । অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিবিম্বের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন–অলোহিতমিতি । তিনি অলোহিত অস্নেহ অচ্ছায়, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব অলোহিত লোহিত রক্তবর্ণ তাহা শূন্য অস্নেহ দ্রবভাব রহিত, অচ্ছায় প্রতিবিম্ব শূন্য ছায়া যে প্রতিবিম্ব তাহা অমরকোশে আছে–ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তি প্রতিবিম্ব অনাতপ এইগুলি পর্য্যায় বাচী শব্দ । যদি বলেন–তবে সেই জীব কে ? তদুত্তরে বলিতেছেন কিঞ্চিতি। কিন্তু তাঁহার সমান চেতন জীব, শ্রীগোবিন্দদেবের সমান চেতন ও পৃথক সত্ত্বাযুক্ত ।

অথ জীবের পৃথকত্ব ও চেতনত্বে শ্বেতাতরোপনিষদ্বাক্য প্রমাণ বলিতেছেন–নিত্যেতি । তিনি নিত্যগণের নিত্য এবং চেতন গণের চেতন ।

এই প্রকার শ্রুতি আছে, অর্থাৎ নিত্য পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব বহু চৈতন্য সম্পাদক, এবং চেতন

ন ভবতি। "অলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্" (বৃ০-৩/৮/৮) ইতি শ্রুতেঃ। ইত্থঞ্চাকাশদৃষ্টান্তোঽপি নিরস্তঃ। তদ্‌গত পরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশস্যৈব তত্তয়া প্রতীতিরবৈদুষী। ইতরথা দিগাদেরপি তদাপত্তিঃ। ন চাত্র শব্দোঽপি দৃষ্টান্তো বৈধর্ম্ম্যাৎ। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেত্যর্থঃ॥১৯॥

ভবতু ; ইতিচেৎ তত্রাহ ঃ-"তদ্‌গতঃ" ইতি। স্পষ্টম্। তথাচ-আকাশবর্ত্তিনঃ সূর্য্যাদিজ্যোতিরংশস্য এব জলাদৌ প্রতিবিম্বং দৃশ্যতে, ন তু রূপরহিতস্যাকাশস্য, তৎ প্রতিবিম্বতয়া প্রতীতির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ। আকাশস্য প্রতিবিম্বত্বে দোষান্তরমাহঃ-"ইতরথা" ইতি। ইতরথা দিক্‌কালাদেরপি প্রপিবিম্বত্বাপত্তিঃ।

ননু মাভূৎ আকাশদৃষ্টান্তেন পরব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বত্বম্, শব্দদৃষ্টান্তেন তস্য তথাত্বং স্যাৎ, যথা নিরূপস্য ধ্বনেঃ প্রতিধ্বনিঃ, তথা রূপরহিতস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্বীকার্য্য ইতি চেৎ ; তত্রাহ ঃ-"নচেতি" ধ্বনি-প্রতিধ্বনিঃ স্বীকারেঽপি নাভীষ্টসিদ্ধঃ, কুতঃ ? বৈধর্ম্ম্যাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তত্র প্রতিধ্বনি মুদাহরণ প্রদানেন বিষমদৃষ্টান্তেন ভাব্যমিত্যর্থঃ।

তস্মাৎ বিষ্ণোঃ-সর্বব্যাপকস্য সর্বারাধ্যস্য স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য জীবো ন প্রতিবিম্বঃ, কিন্তু তদ্‌বচ্চেতনো নিত্যশ্চ, তন্নিয়ম্যশ্চ ইতি। তথাহি শ্রীপ্রেমেয়রত্নাবল্যাম্-৪/৮, প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদ পক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ। বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্‌ভির্নিরাকৃতৌ ॥ ইতি। তস্মাদ্ ব্যর্থৈব

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব বহু চেতন জীবগণের চৈতন্যের পরম কারণ, সুতরাং নিত্যচেতন জীব কিন্তু প্রতিবিম্ব নহে এই প্রকার সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিবিম্বতার অসম্ভব নিরূপণের দ্বারা আকাশ প্রতিবিম্ব ও প্রত্যাখ্যাত হইল, তাহাই উট্টঙ্কিত করিতেছেন-ইত্থঞ্চেতি।এই প্রকার আকাশ দৃষ্টান্ত ও নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে। যদি বলেন-যে প্রকাশ আকাশের প্রতিবিম্ব জলাধিতে দেখা যায়, সেই প্রকার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন-তদিতি। আকাশগত পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদি জ্যোতির অংশেরই প্রতিবিম্বরূপে প্রতীতি হয়, আকাশের প্রতিবিম্ব দর্শন কিন্তু অবৈদুষী, অর্থাৎ আকাশবর্ত্তী সূর্য্যজ্যোতির অংশেরই জলাধিতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু রূপরহিত আকাশের দেখা যায় না, আকাশের প্রতিবিম্বরূপে প্রতীতি ভ্রম মাত্র ইহাই অর্থ। আকাশের প্রতিবিম্বতা স্বীকারে দোষান্তর বলিতেছেন-ইতরথেতি। ইতরথা দিগাদিরও তাহা আপত্তি হয়, অর্থাৎ আকাশের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলে দিক কাল প্রভৃতিরও প্রতিবিম্বত্বাপত্তি তাহাদেরও প্রতিবিম্ব হউক।

শঙ্কা ঃ-যদি বলেন-আকাশ দৃষ্টান্তের দ্বারা পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বত্ব না হউক ? কিন্তু শব্দ দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইবে, যেমন রূপরহিত ধ্বনির প্রতিধ্বনি, সেই প্রকার রূপরহিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হইবে।

সমাধান ঃ-ইহা বলিতে পারেন না, নচেতি। এইস্থলে শব্দও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, বৈধর্ম্ম্যহেতু অর্থাৎ ধ্বনি প্রতিধ্বনি স্বীকারেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না, কেন ? বৈধর্ম্ম্যহেতু। অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতি বিম্ব সমাধান করিবার নিমিত্ত প্রতিধ্বনি উদাহরণের প্রদানহেতু

অথ শাস্ত্রং সঙ্গময়তি–

॥ওঁ॥বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয় সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ওঁ॥৩/২/৯/২০॥

প্রতিবিম্বশাস্ত্রেণ মুখ্যাবৃত্ত্যা নায়ংদৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে, কিন্তু গুণবৃত্ত্যৈব বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্। সাধর্ম্মাংশমাশ্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ ।

কুতঃ ? অন্তর্ভাবাৎ। এতস্মিন্নেবাংশে শাস্ত্রতাৎপর্য্যপরিসমাপ্তেরিত্যর্থঃ । এবং স ত্ব্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ । উপমানোপমেয়য়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ ।

অয়ংভাব ঃ–পূর্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্য মুখ্যস্য নিরাসাৎ কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যমাদায় প্রকৃতে তদ্‌ভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে । তচ্চেত্থং বোধ্যম্–সূর্য্যোহি বৃদ্ধি ভাক্

আভাসাদেঃ কল্পনমিতি ॥১৯॥

ননু যদি ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বং ন ভবেৎ, তর্হি প্রতিবিম্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রস্য কা গতিঃ ? তথাহি–বহবঃ সূর্য্যকা যদ্ বৎ সূর্য্যস্য সদৃশা জলে । এবমেবাত্মকা লোকে পরাত্মসদৃশা মতাঃ ॥ কিঞ্চ–যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপোভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্ । উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোহয়মাত্মা ॥ এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ ॥ ইতি ।

ইতি চেৎ ? তত্রাহুঃ–অথেতি । অথ প্রতিবিম্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রং সঙ্গময়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ– "বৃদ্ধিঃ" ইতি । প্রতিবিম্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রেণ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নায়ং দৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে, কিন্তু গৌণ্যা এব ;

বিষম দৃষ্টান্ত হইল । সুতরাং বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বারাধ্য স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেবের জীব প্রতিবিম্ব নহে, কিন্তু তাঁহার সমান চেতন নিত্য এবং নিয়ম্য । শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে–অপর বাদিগণ যে প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ যে স্বীকার করিয়াছেন–তাহা ব্রহ্ম বিভু ও অবিষয় হওয়া হেতু বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে । অতএব আভাসাদির কল্পনা করা জল তাড়নের ন্যায় বৃথা প্রয়াস মাত্র ইহাই ভাষ্যার্থ ॥১৯॥

শঙ্কা ঃ–যদি বলেন–ব্রহ্মের যদি প্রতিবিম্ব না হয়, তবে প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের কি গতি হইবে ? যেমন–সূর্য্যের সমান বহু সূর্য্য দেখা যায়, সেই প্রকার লোকে পরমাত্মা সদৃশ বহু আত্মকা মানিতে হইবে । যে প্রকার এই জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান এক হইয়াও জলের মধ্যে অনেক হয়, সেই প্রকার এই অজ আত্মা দেব ক্ষেত্র সকলে উপধির দ্বারা ভেদ করে। একমাত্র ভূতাত্মা জলচন্দ্রের সমান প্রতিভূতে সমান অবস্থান করিয়া এক এবং অনেক দেখা যায় ।

সমাধান ঃ–তদুত্তরে বলিতেছেন–অথেতি । অথ প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র ভগবান শ্রীবাদরায়ণ

জলাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ, স্বতন্ত্রশ্চ, তৎ প্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকান্তদ্‌হ্রাসভাজো জলাদ্যুপাধিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্তি ।

এবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ, তদংশকাজীবাস্ত্বণবঃ প্রকৃতিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চেতি । তস্মাদিয়মুপমা তদ্ভিন্নত্ব তদধীনত্ব তৎসাদৃশ্যৈরেব ধর্ম্মৈঃ সিদ্ধা । নতূপাধিপ্রতিফলিতরূপাভাসত্বেন ধর্ম্মেণেতি । অত এব নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীব ইত্যাহ পৈঙ্গী শ্রুতিঃ–সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে । জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেঃ ॥ ইতি ॥২০॥

সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ ;

তথাহি–জলে প্রতিবিম্বিতসূর্য্যস্য বৃদ্ধি-হ্রাসৌ দৃশ্যেতে, ন তু আকাশবস্থিতস্য প্রকৃতসূর্য্যস্য, তস্মাৎ তস্য বৃদ্ধি-হ্রাসৌ ভাক্তম্, গৌণমেব, ন তু মুখ্যম্ । এবং কুতঃ ? অন্তর্ভাবাৎ, প্রতিবিম্বিতসূর্য্যস্য বৃদ্ধিহ্রাসাংশেনৈব প্রতিবিম্বপ্রতিপাদকশস্ত্রস্য তাৎপর্য্যাবধারণাদিত্যর্থঃ । তস্মাৎ এবং সতি উভয়সামঞ্জস্যাৎ ; বৃদ্ধিহ্রাসাদিকৃতেন সাধর্ম্ম্যেণ প্রতিবিম্বনির্ণায়কশাস্ত্রতাৎপর্য্যসমাপনে সতি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ । "প্রতিবিম্বশাস্ত্রেণ" ইতি–অতিরোহিতার্থম্ ।

অথ সূত্রস্যাস্য সারর্থমবতারয়ন্তি–"অয়ংভাব" ইতি । স্পষ্টম্ । অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীব ইতি পৈঙ্গীশ্রুতিবাক্যপ্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি–সোপাধিরিতি । সোপাধিঃ অনুপাধিঃ চ দ্বিধা প্রতিবিম্বঃ ইষ্যতে, জীবঃ ঈশস্য অনুপাধিঃ (প্রতিবিম্বঃ) যথারবেঃ ইন্দ্রচাপঃ" ইত্যন্বয়ঃ । স্পষ্টার্থম্ ।

কিঞ্চ বরাহে–দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ । প্রতিবিম্বাংশকশ্চার্থ স্বরূপাংশক এব চ॥ প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ । প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চ ॥ ইতি ।

সঙ্গতি দেখা হইতেছেন–বৃদ্ধিতি । বৃদ্ধি এবং হ্রাস ভাক্ত গৌণ অন্তর্ভাব হেতু এই প্রকার উভয় সামাঞ্জস্য হয় । অর্থাৎ প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র কর্ত্তৃক মুখ্য বৃত্তির দ্বারা এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে না, কিন্তু গৌণরূপে হয়, সাধর্ম্ম্যাংশ আশ্রয় করিয়া ইহা উপলক্ষণ মাত্র, তথাহি জলে প্রতিবিম্ব সূর্য্যের বৃদ্ধি এবং হ্রাস দেখা যায় কিন্তু আকাশস্থিত প্রকৃত সূর্য্যের তাহা দেখা যায় না, অতএব তাহার বৃদ্ধি হ্রাস ভাক্ত গৌণ হয় কিন্তু মুখ্য নহে । ইহা কি প্রকারে হয় ? অন্তর্ভাবহেতু প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের বৃদ্ধি হ্রাস অংসের দ্বারাই প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারণহেতু ইহাই অর্থ । অতএব এই প্রকার উভয় সামাঞ্জস্য হয়, বৃদ্ধি হ্রাসাদিকৃত সাধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রতিবিম্ব নিয়ামক শাস্ত্র তাৎপর্য্য সমাপন করিলে পরে দৃষ্টান্ত দার্ষ্টন্তিকের সঙ্গতি হয় ইহাই অর্থ । প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের দ্বারা মুখ্যবৃত্তিরূপে এই দৃষ্টান্ত নহে, কিন্তু গৌণবৃত্তির দ্বারাই বৃদ্ধি হ্রাস হয়, সাধর্ম্ম্যের অংশকে আশ্রয় করিয়া উপলক্ষণ হয় । কেন ? অন্তর্ভাবহেতু, এই অংশেই শাস্ত্রে তাৎপর্য্য পরিসমাপ্তি হওয়া হেতু এই অর্থ । এই প্রকার পরে উভয় সামঞ্জস

॥ওঁ॥ দর্শনাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/২/৯/২১॥

"সিংহো দেবদত্তঃ" ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগা বিবক্ষিত সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য লোকে প্রবৃত্তা দৃশ্যন্তে। তস্মাচ্চ গৌণ্যেব বৃত্ত্যা শাস্ত্রসঙ্গতিরিতি ভাবঃ ॥২১॥

স্বরূপাংশকো মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ ॥২০॥

ননু–ভবদুক্তসাধর্ম্ম্যংকুত্রাপি ন দৃশ্যতে, ইতি শঙ্কানিরসায় সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ– "দর্শনাৎ চ" ইতি। লৌকিকপ্রয়োগদর্শনাৎ তাদৃশং সাধর্ম্ম্যমবলম্ব্য প্রতিবিম্বস্ত্রস্য সঙ্গতেরিতি। অথ লৌকিকপ্রয়োগং দর্শয়ন্তি–"সিংহো দেবদত্তঃ" "গৌর্বাহিকঃ" ইত্যাদয়ঃ স্পষ্টম্। নিগময়ন্তি–তস্মাদিতি ॥২১॥

উপমান ও উপমেয়ের সঙ্গতি হইবে। অনন্তর এই সূত্রের সারার্থের অবতারণা করিতেছেন–অয়মিতি। এই স্থলের ভাবার্থ এইযে–পূবের্ব সূত্রে বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবে মুখ্যতা নিরাস হেতু যথা কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যই গ্রহণ করিয়াই প্রকৃতস্থলে বিম্ব প্রতিবিম্বভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা এই প্রকার জানিতে হইবে–সূর্য্য বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া জলাধি ধর্ম্মের দ্বারা সংস্পর্শ রহিত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রতিবিম্ব সূর্য্যকা সকল সূর্য্যের হ্রাস ভাগী, জলাদি উপাধির যে ধর্ম্ম তাহা সংযুক্ত এবং পরতন্ত্র হয়, প্রকার এই পরমাত্মা বিভূ প্রকৃতি ধর্ম্মের দ্বারা অসংযুক্ত ও স্বতন্ত্র, তাঁহার অংশকা জীব সকল অণু প্রকৃতি ধর্ম্ম সংযুক্ত পরতন্ত্র হয়। এতএব এই উপমা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, তাঁহার অধীন, তাঁহার সদৃশ ধর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু উপাধিপ্রতিফলিতরূপ আভাসত্ব ধর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ নহে। অতএব নিরুপাধি প্রতিবিম্ব জীব, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের নিরুপাধি প্রতিবিম্ব জীব ইহা পৈঙ্গীশ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–সোপাধিরিতি। সোপাধি এবং নিরুপাধি দুই প্রকার প্রতিবিম্ব হয়, জীব ঈশ্বরের অনুপাধি প্রতিবিম্ব হয়, যে প্রকার সূর্য্যের ইন্দ্রচাপ নিরুপাধি প্রতিবিম্ব হয়। এই বিষয়ে শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে–সর্ব্বব্যাপক পরেমেশ্বর শ্রীহরির দুই প্রকার অংশ হয়, প্রতিবিম্বাংশক ও স্বরূপাংশক, তন্মধ্যে প্রতিবিম্বাংক জীবগণ, অপর স্বরূপাংশক মৎস্যাদি আবির্ভাব সকল, প্রতিবিম্ব সকল শ্রীহরির সহিত সামান্য সাম্য হয়, ইতরস্বরূপাংসগণ তাঁহার স্বরূপ হয়। স্বরূপাংশ শ্রীমৎস্য কূর্ম্মাদি ॥২০॥

যদি বলেন–আপনাদের কথিত সাধর্ম্ম্য কোথাও দেখা যায় না ? এই আশঙ্কা নিরাশের নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–দর্শনাচ্চেতি। লৌকিক প্রয়োগ দর্শনহেতু তাদৃশ সাধর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের সঙ্গতি হয়। অনন্তর লৌকিক প্রয়োগ দেখাইতেছেন–সিংহেতি। সিংহ দেবদত্ত, অর্থাৎ এই দেবদত্ত নামে মানবটি সিংহ হয়, ইত্যাদি প্রয়োগ বিবক্ষিত সাধর্ম্ম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই লোকে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব গৌণবৃত্তির দ্বারাই শাস্ত্র সঙ্গতি হয় ইহাই ভাবার্থ। এবং গৌর্বাহিক, গৌ সদৃশ বহন কারী ॥২১॥

ননু নৈতদুপপদ্যতে পরমাত্মাবচ্চেতনো জীবেতি, কিন্তু তদাভাস এব সঃ। বৃহদারণ্যকে (২/৩/১) "দ্বে বাব" ইত্যাদিনা তদন্যবস্তুমাত্র প্রতিষেধাৎ। তথাহি "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" (বৃ০ ২/৩/১) ইত্যুপক্রম্য দ্বৈরাশ্যেন বিভক্তানি পঞ্চভূতানি ব্রহ্মণোরূপত্বেন পরামৃশ্য "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারাজনং বাসো, যথা পাণ্ডুবাবিকং যথেন্দ্র গোপো যথাগ্ন্যার্চ্চি র্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্ বিদ্যুতৈব হ বাংস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ" (বৃ০ ২/৩/৬) ইত্যনেন পুরুষশব্দোদিতস্য তস্য মহারাজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা ইদমাম্নায়তে "অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি, অথ নাম ধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং

বাসংপীতাম্বরং যস্য পুণ্ডরীকং সুলোচনম্। সত্যস্য সত্যরূপং যং তং গোবিন্দং ভজাম্যহম্ ॥ অথ জীবস্য চেতনত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি—"ননু" ইত্যাদিনা—যদুক্তং "তদ্বচ্চেতন এব স" (১৯) ইতি তন্নোপপদ্যতে, কিন্তু তদাভাস এব সঃ, ইতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৎ প্রতিপাদয়তি—"দ্বেবাব" ইতি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্।

তথাহি—দ্বে বাব, বাব-প্রসিদ্ধার্থে ; পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দ্বে এব রূপে ভবতঃ, মূর্ত্তামূর্ত্তে, মূর্ত্তং অমূর্ত্তঞ্চ ইতি। তথাচ—তেজোহবন্নাত্মকং ভূতত্রয়ং স্থূলাবয়বং চাক্ষুষং মূর্ত্তংরূপম্। বিয়দ্বায়ুরূপং ভূতদ্বয়ং সূক্ষ্মাবয়বং অচাক্ষুষমমূর্ত্তম্।

যাঁহার বসন পীতাম্বর পুণ্ডরীক সদৃশ সুন্দরলোচন, যিনি সত্যের ও সত্যস্বরূপ সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করি। অনন্তর জীবের চেতন বিষয়ে শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—নন্বিতি। পরমাত্মার সমান চেতন জীব হয় ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে ? কিন্তু পরমাত্মার আভাস জীব হয়, অর্থাৎ আপনারা (সিদ্ধান্তী) বলিয়াছেন জীব ব্রহ্মের সমান চেতন তাহা উপপন্ন হয় না, কিন্তু জীব ব্রহ্মের আভাস হয়, তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রতিপাদন করিতেছেন—দ্বে ইতি। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মের দুইটি প্রসিদ্ধ রূপ আছে—ইত্যাদির দ্বারা তাঁহা হইতে অন্য বস্তু মাত্রের প্রতিষেধহেতু, তাহা—ব্রহ্মের দুইটি প্রসিদ্ধরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই প্রকার উপক্রম করিয়া দুইটি রাশিতে বিভক্ত পঞ্চভুতকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া—সেই পুরুষের রূপ যেমন মাহারাজন বাস, যেমন পান্ডুবিক যেমন ইন্দ্র গোপ যেমন অগ্নির অর্চ্চিঃ, যেমন পুণ্ডরীক যথা সকৃৎ বিদ্যুৎ এই প্রকার যিনি জানেন তাঁহার শ্রী হয়। ইত্যাদির দ্বারা পুনঃ সেই পুরুষনামক ব্রহ্মের মাহারাজনাদিরূপ প্রদর্শিত করিয়া এই প্রকার বলিতেছেন, অর্থাৎ বাব প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের দুইটি প্রসিদ্ধ রূপ আছে মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, তন্মধ্যে তেজ জল এবং অন্নাত্মক ভূতত্রয় যাহার অবয়ব স্থূল চাক্ষুষ তাহা মূর্ত্তরূপ, আকাশ ও বায়ুরূপ ভূতদ্বয় সূক্ষ্মাবয়ব অচাক্ষুষ এবং অমূর্ত্ত, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকে বর্ণনা করিয়াছেন—যাঁহার পৃথিবী শরীর ইত্যাদি অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে আছে। এই প্রকার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের দুইটি রূপ নিরূপণ করিয়া তাঁহার দিব্য

তেষা মেব সত্যম্" (বৃ০ ২/৩/৬) ইতি ।

অস্যার্থঃ---অথ সপ্রপঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরং যস্মাত্তৎ পরিজ্ঞানাৎ নিরতিশয়ং নাস্ত্যতঃ "নেতি নেতি" (বৃ০ ২/৩/৬) ইত্যাদেশঃ । "নেতি নেতি" ইত্যুপদেশ্যমানং ব্রহ্মৈব বোধ্যমিত্যর্থঃ । তত্র বাসনারাশি ভূতরাশ্যোর্জড়চেতনয়োর্বা তদন্যয়োঃ প্রতিষেধায় বীপ্সা । আদেশার্থমেবাহ-নহীতি । এতস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যন্ন হ্যস্তীতি নেতীত্যুচতে । ননু প্রপঞ্চবদ্ ব্রহ্মাপি ন স্যাৎ ? নেত্যাহ। অন্যদ্ দৃশ্যাৎ প্রপঞ্চাদ্বিলক্ষণং পরং সর্বভ্রমাবধিভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মস্বরূপমস্তীতি ।

তথাচ নেতীতি ব্রহ্মান্যবস্তুমাত্র নিষেধাৎ, তস্মাদ্ ভিন্ন স্তুদ্ধচেতনশ্চ জীব ইতি নোপযুক্তা ভণিতিঃ । অপিতু ব্রহ্মৈবাবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতং জীবরূপমিতি যুজ্যতে ।

তথাহি বৃহদারণ্যকে-৩/৭/৪, "যস্য পৃথিবীশরীরম্" অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ । এবং মূর্ত্তামূর্ত্তরূপত্বেন পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপদ্বয়ং নিরূপ্য তস্য দিব্যাপ্রকৃতরূপমাহ-"যথা ইতি । "হ" প্রসিদ্ধৌ, তস্য প্রসিদ্ধস্য এতস্য অপ্রাকৃতদিব্যরূপস্য পুরুষস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপং, "নবীন নীরদশ্যামম্" ইতি স্তবরাজোক্তেঃ, তস্মাৎ মহেন্দ্রনীলমণি প্রতিমরূপমিত্যর্থঃ । অথ তস্য বাসং বর্ণয়তি-যথা-ইতি । মহা রজনী দিব্যা হরিদ্রা, তয়া রক্তং রঞ্জিতং-মাহারাজনং, তথা বাসং-পাণ্ড্বাবিকং, পাণ্ডুং হরিতম্, আবিকং-ঊর্ণাভবং, যথা বা অগ্নেরর্চ্চিঃ ; অগ্নিজ্বালাবদুজ্জ্বলম্, এতানি শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিশেষণানি ; এবং বিকল্পবর্ণনেন তস্য পীতাম্বরস্যাপি সৌন্দর্য্যাতিশয়াৎ বর্ণনসামর্থ্যাভাবংধ্বনিতম্ ।

অপ্রাকৃতরূপের বিষয়ে বলিতেছেন-যথেতি । হ প্রসিদ্ধ অর্থে সেই প্রসিদ্ধ এই অপ্রাকৃত দিব্যরূপ যুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবের রূপ "নবীন নীরদশ্যাম" স্তবরাজে বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি মহেন্দ্র নীলমণি বদুজ্জ্বলবর্ণ ইহাই অর্থ । তাঁহার বসন বর্ণনা করিতেছেন-যথেতি । মাহারজনী দিব্য হরিদ্রা, তাহার দ্বারা রক্ত রঞ্জিত যাহা তাহা মাহারাজন, সেই প্রকার বসন, অথবা পাণ্ড্বাবিক, পাণ্ডু হরিত আবিক ঊর্ণাজাত তাদৃশবস্ত্র, অথবা ইন্দ্রগোপ, অতি অরুণ বর্ণ কীটবিশেষ, কিম্বা অগ্নির অর্চ্চি বহ্নিরজ্বালা সদৃশ উজ্জ্বল এই সকল শ্রীগোবিন্দদেবের পীতাম্বর বস্ত্রের বিশেষণ, এই প্রকার বিকল্প বর্ণনের দ্বারা তাঁহার পীতাম্বরের ও সৌন্দর্য্যাতিশয় বর্ণনহেতু তাহা বর্ণনের অসামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন তাহাই ধ্বনিত হইল । অথ শ্রীগোবিন্দদেবের নয়ন সুষমা বর্ণন করিতেছেন-যথেতি । পুণ্ডরীক ঈষদারক্তিম প্রান্তভাগ লোচন । অনন্তর তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন-সকৃদিতি । সকৃৎ এককালে সমুদিত সৌদামিনী সদৃশরূপ যাঁহার রূপ, অর্থাৎ পরমশোভা সম্পন্ন হয় । এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত আছে-সুবর্ণ জ্যোতির সমান তাহার স্বরূপ । অনন্তর এই ব্রহ্মের উপাসকের ফলপ্রাপ্তি বলিতেছেন-অস্যেতি । এই সাধকের শ্রীসম্পৎ হয়, অথবা শ্রীগোবিন্দদেব প্রীতিকারিণী ভক্তি হয়, যে এই প্রকার জানে, অর্থাৎ যে সাধক এই

যত্তু জীবপরৌ দ্বাবাত্মানৌ ভবতঃ, তয়োর্ভেদে কারণমণুত্ববিভুত্বাদিধর্মজাতমিত্যুক্তং তৎ কিল ঘটাকাশ মহাকাশগতমল্পত্ববিভুত্বাদিকমিব তয়োর্ভেদায় নালং, কল্পিতত্বাদিতি চেত্তত্রাহ---

॥ওঁ॥ প্রকৃতৈতাবত্ত্বংহি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ওঁ॥ ৩/২/৯/২২॥

নহ্যেষা শ্রুতির্নির্বিশেষমেকমেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়ন্তী, তদন্যদ্বস্তুমাত্রং প্রতিষেধতি। কিং তর্হি ? রূপবিশিষ্টং তদ্ব্রুবন্তী প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি । "দ্বে বাব" ইত্যাদিনা । যানি রূপাণি মূর্ত্তাদীনি প্রকৃতানি তৈর্যৎ ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিয়ত্তা তৎ প্রত্যাখ্যাতি ন তু প্রকৃতানি রূপাণীতি । ততঃ প্রতিষেধানন্তরং ভূয়ঃ প্রচুরং তস্য সত্যনামাদিকং রূপং ব্রবীতি চ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য নয়নসুষমা বর্ণয়তি-"যথা" ইতি । ঈষদারক্ত প্রান্তভাগ লোচনম্, অথ রূপমাহ-সকৃদিতি । সকৃদেকদৈব উদিতা সোদামিনী ইব রূপং যস্য, পরমশোভাসম্পন্ন ইতি । তথাহি-তৈত্তিরীয়োপনিষদি-৩/১০/৭, "সুবর্ণ জ্যোতীঃ ইতি ।

অথ অস্যোপাসকস্য ফলপ্রাপ্তির্বদতি-অস্যেতি । অস্য সাধকস্য শ্রীঃ-সম্পৎ ভবতি, যদ্বা শ্রীঃ-শ্রীগোবিন্দপ্রীতিকারিণী ভক্তির্ভবতি, য এবং বেদ, যঃ সাধকঃ, এবং দিব্যাপীতাম্বরসুশোভিতং, কমলদললোচনং করুণাময়ং শ্রীগোবিন্দদেবং বেদ জানাতি, স্বারাধ্যদেবত্বেনোপাস্যতে তস্যৈব তচ্চরণারবিন্দ ভক্তিলাভো ভবতীতি ভাবঃ ।

প্রকার দিব্য পীতাম্বর সুশোভিত কমলদল লোচন, করুণাময় শ্রীগোবিন্দদেবকে জানে নিজ আরাধ্যরূপে উপাসনা করে তাহার শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে ভক্তি লাভ হয় ইহাই অর্থ।

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের বর্ণন করিয়া তাহার আনন্ত্য প্রতিপদন করিতেছেন-অথাত ইতি । অথ অনন্তর আদেশ করিতেছেন-ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা হইতে নহে, ইহা হইতে পর নাই, অনন্তর তাহার নাম তিনি সত্যের ও সত্য, প্রাণগণই সত্য তাহাদেরও সত্য হয়েন ।

শঙ্কা :-ইহাই কি শ্রীগোবিন্দদেবের রূপ ? যাহাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত বলিয়া, অথবা মহারাজন ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-নেতি । সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের যে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ আছে তাহাই সকল, ইহা নহে ইহা নহে, কিন্তু ইহা হইতেও তাঁহার সত্যনামাদি ইন্দ্রিয়াতীত দিব্যরূপ আছে, অথবা তাঁহার মহারাজন প্রভৃতিরূপই সকল, ইহা নহে, ইহা নহে কিন্তু তাহা হইতেও অনির্বর্বচনীয় অনন্ত অপরিসীমরূপ আছে, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-সহস্র বদন

ততশ্চায়মেবাদেশ বাক্যর্থঃ । অথ মূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরং যস্মাদপরিমিতরূপং ব্রহ্মাতো "নেতি নেতি" ইত্যাদেশঃ । ইতি শব্দস্য সমাপ্ত্যর্থকত্বাৎ । "ইতি" ন পূর্বোক্তমূর্ত্তাদিলক্ষণমিয়ত্তাবদেব ব্রহ্মণো রূপং নেত্যর্থঃ । কিন্তু নেতি স সত্যনামাদিকমনীয়দ্রূপমস্তীতি। এবমর্থং শ্রুতিরেব ব্যাচষ্টে "ন হ্যেতস্মাৎ" (বৃ০-২/৩/৬) ইত্যাদিনা ।

অস্যার্থ ঃ---এতস্মান্মূর্ত্তাদিলক্ষণাদ্রূপাৎ পরমন্যৎ সত্যনামাদিরূপমিতীয়দেব ন বাচ্যম্ । কিং তর্হি নেতি, তেন রূপান্তরাণামুপলক্ষণাদনিয়দেব তদ্বাচ্যমিত্যর্থঃ তদেব

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপং নির্বর্ণ্য তস্যানন্ত্যং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ-"অথাতঃ" ইতি । ননু কিং ইদমেব শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপং যন্মূর্ত্তা মূর্ত্তমিতি, কিম্বা-মাহারাজনমিত্যাদি ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ-"নেতি নেতি" ইতি ।

তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎ মূর্ত্তামূর্ত্তরূপং তদেব সর্বমিতি ন ইতি ন, কিন্তু ইতোঽপি তস্য সত্যনামাদিকং ইন্দ্রিয়াতীতং দিব্যং রূপমস্তি, যদ্বা-তস্য মাহারাজনাদিকং রূপমিতি ন ইতি ন, কিন্তু ততোঽপি অনীবর্বচনীয়ানন্তা পরিসীমরূপমস্তি ; তথাহি শ্রীভাগবতে-২/৭/৪১, গায়ন্ গুণান্ দশশতানন্দ আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পরম্" শ্রীদশমে চ-৮৭/৪১, দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া, ত্বমপি" ইতি। অথ পীতাম্বরপরিশোভিতাৎ কমলদললোচনাৎ ভক্তবাৎসল্যাদিদিব্যগুণগণমহার্ণবাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ কিমপি বস্ত্বন্তরং নাস্তীতি প্রতিপাদয়তি শ্রুতি ঃ-"ন হ্যেতস্মাদিতি"

এতস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ পরং শ্রেষ্ঠং, সমং বা পদার্থং নাস্তীতি । তথাহি-শ্রীগীতাসু-১১/৪৩,

---

আদিদেব শ্রীশেষ শ্রীগোবিন্দদেবের গুণবৃন্দ গান করিয়া অবস্থান করিতেছেন তথাপি তাঁহার পার পায়েন না । পুনঃ শ্রীদশমে-আপনি অনন্ত সুতরাং দ্যুপতিগণ ব্রহ্মাদিও আপনার অন্ত পান না, এমন কি আপনি নিজেও পার পান না । অথ পীতাম্বর পরিশোভিত কমলদল লোচন ভক্তবাৎসল্যাদি দিব্য গুণগণ মহার্ণব শ্রীগোবিন্দদেব হইতে কোন অন্যবস্তু নাই শ্রুতি জননী ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন-নেতি । এই শ্রীগোবিন্দদেব হইতে পরংশ্রেষ্ঠ অথবা সমান পদার্থ নাই, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-হে অপ্রতিম প্রভাব ! লোকত্রয়েও আপনার সমান নাই, সুতরাং অধিক কোথা হইতে হইবে ? কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে-তাঁহার সমান এবং অধিক দেখা যায় না । অনন্তর তাঁহার নাম বলিতেছেন-অথেতি । সত্যের ও সত্য প্রমাণ সকলই সত্য, এই স্থলে প্রমাণশব্দ বাচ্য জীবগণের সত্যতা, এতদ্দ্বারা জীবগণের কল্পনা করা নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে । অতএব সত্যশব্দিত সেই জীবগণেরও সত্য, শ্রীগোবিন্দদেবের সত্যত্বে অন্য সকলের সত্যতা সুতরাং তিনিই পরম সত্য । এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন-এবং সত্য শ্রীকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছেন সুতরাং তিনিই সত্য হইতেওসত্য অতএব তাঁহার নাম সত্য, শ্রীদশমে বর্ণিত আছে-দেবগণ কহিলেন হে প্রভো ! আপনি

দিক্ প্রদর্শনার্থমাহ "অথ নামধেয়মিতি" "সত্যস্য সত্যমিতি" (বৃ০ ২/৩/৬) যন্নাম তচ্চ ব্রহ্মণোরূপং ব্রবীতি । তস্য নিরুক্তিঃ "প্রাণা বৈ সত্যং" ইতি, প্রাণাঃ প্রাণিনঃ । রূপাণ্যত্র বিশেষাঃ । ইহহি প্রাকৃতাপ্রকৃতানন্তবিশেষণ বৈশিষ্ট্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তু তদন্যৎ বস্তুমাত্রং প্রতিষিধ্যতে । তত্র মূর্ত্তামূর্ত্তানিরূপাণি প্রাকৃতানি । মাহারাজনাদিনীত্বপ্রাকৃতানীতিবোধ্যম্ । প্রাণশব্দিতানাং জীবানাং সত্যশব্দবাচ্যত্বম্ ।

খাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবাত্মক পরিণামাভাবাত্তেভ্যোপি ব্রহ্মণোঽপি সত্যত্বম্ । তদ্বৎ জ্ঞান সঙ্কোচবিকাশাত্মকস্য পরিণামস্য তস্মিন্নভাবাৎ । তস্মান্নিত্যচৈতন্যাত্মকো

ন তৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃকুতোঽন্যঃ লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব !" কঠোপনিষদ চ–৬/৮, "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইতি । অথ তস্য নাম কথয়তি–"অথেতি" সত্যস্য সত্যম্–প্রাণা এব সত্যং, অত্র প্রাণশব্দিতানাং জীবানাং সত্যত্বং, এতেন জীবানাং কল্পনান্তরং নিরস্তং বেদিতব্যম্ । তস্মাৎ সত্যশব্দিতানাং তেষাং জীবানামপি সত্যম্ তস্য সত্যত্বে অন্যেষাং সর্বেবষাং সত্যত্বমিতি, স এব পরমসত্য ইতি ।

তথাহি শ্রীমহাভারতে–উদ্যোগপর্বণি–৭০/১২, সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ । সত্যাৎ সত্যং তু গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোঽপি নামতঃ ॥ শ্রীদশমে চ–২/২৬, সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিংনিহিতঞ্চ সত্যে । সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকংত্বাংশরণং প্রপন্নাঃ ॥ এবং সিদ্ধান্তগতোঽর্থো ব্যাখ্যাতঃ ।

সত্যব্রত পরংসত্য ত্রিসত্য সত্যের মূল কারণ এবং সত্যে নিহিত আছেন, আপনি সত্যের ও সত্য ঋত ও সত্যের নেত্র প্রাপক সুতরাং আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম । এই শ্রুতিবাক্যের সিদ্ধান্তগত ব্যাখ্যা করা হইল ।

এই বাক্যের পূর্বপক্ষের কৃত অর্থ শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং বিস্তার করিতেছেন–অস্যার্থেতি। এই শ্রুতির অর্থ এই প্রকার–অথ প্রপঞ্চের সহিত মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তাদিরূপ নিরূপণের পর যেহেতু সেই পরিজ্ঞান হেতু নিরতিশয়সুখ বা বিজ্ঞান হয় না, অতএব নেতি নেতি এই প্রকার আদেশ করিয়াছেন । নেতি নেতি এই উপদিশ্যমান উপদেশের বিষয়ীভূত বস্তু ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে ইহাই অর্থ । তন্মধ্যে বাসনারশিও ভূতরাশি, অথবা জড়রাশিও চেতনরাশির প্রতিবোধের নিমিত্ত নেতি নেতি বীপ্সা পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন । আদেশের সারার্থ বলিতেছেন–নহীতি । এই ব্রহ্ম হইতে অন্য কিছুই নাই এই প্রকার নহে তাহা বলিতেছেন । যদি বলেন–প্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মও থাকিবে না ? তাহা নহে, অন্য দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ পরংসর্বর্বশ্রেষ্ঠ ভূমের অবধিভূত সন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আছেন । সারর্থ এই যে নেতি নেতি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম হইতে অন্য বস্তু মাত্রের নিষেধহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম বৎ চেতন জীব আছে ইহা সিদ্ধান্ত করা উপযুক্ত নহে, কিন্তু ব্রহ্মই অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ ধারণ করে ইহাই যুক্তি

জীবঃ, তদ্বিলক্ষণোঽনন্তকল্যাণ গুণগণালঙ্কৃতঃ পরমাত্মা, ইত্যুপপন্না তস্মিন্ ভক্তিরিতি। ইহ রূপমাত্র নিষধে শ্রুত্যভিমতে সতি মাহারাজনাদিসদৃশং রূপমলোকসিদ্ধং স্বয়মুদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্যা উন্মত্তপ্রলপিতাপত্তিঃ। সূত্রকারোঽপি "এতাবত্তম্" ইতি প্রযুঞ্জানোঽসমীক্ষ্য কারিতায়ৈ কল্প্যতে। এতদ্রূপং প্রতিষেধতীত্যেব সূত্রয়েৎ। তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধীয়ঃ ॥২২॥

অথ পূর্বপক্ষার্থস্তু শ্রীমদ্‌ভাষ্যকৃদ্‌ভিরেব স্বয়ং বিবৃতোঽস্তি–"অস্যার্থঃ" ইতি ; প্রকটার্থম্। ননু–মিথো বিরুদ্ধৈঃ অণুত্ববিভুত্বাদ্যৈঃ ধর্মৈঃ জীবেশয়োঃ ভেদোঽভিহিতঃ, তৎ কথমেবমুচ্যতে ? তত্রাহঃ–"যত্তু" ইতি। তস্মাদণুত্ববিভুত্বাদয়ো ধর্মা ভেদায় নালং–ভেদং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থমিত্যর্থঃ। ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–"প্রকৃত-এতাবত্তং" ইতি। প্রকৃতে–পরব্রহ্মণি ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে, রূপস্য এতাবত্ত্বং–এতদেব তস্য রূপং ইতি ইয়ত্তানিরূপণং হি, নিশ্চিতমেব প্রতিষেধতি ;

তথাচ–পরব্রহ্মণঃ সর্বকারণভূতস্য অচিন্ত্যানন্তাপরিমীত সৌন্দর্য্যময়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য মূর্ত্তামূর্ত্তমেবরূপমিতি প্রতিষেধতি শ্রুতিঃ। অথ প্রতিষেধে কারণমাহ–"ততঃ" ইতি। ততো মূর্ত্তামূর্ত্তাৎ

সঙ্গত। যদি বলেন–পরস্পর বিরুদ্ধ অণুত্ব ভিভুত্ত্বাদি ধর্ম সমূহের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কথিত হইয়াছে, সুতরাং কি নিমিত্ত এই প্রকার বলিতেছেন তদুত্তরে বলিতেছেন–যত্ত্বিতি। যাঁহারা জীব ও পর দুইটি আত্মা হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অণুত্ব বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্ম সমূহই উভয়ের ভেদ বিষয়ে কারন এই প্রকার বলেন, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় অল্পত্ব বিভুত্বাদি বুঝিতে হইবে, সুতরাং তাহা জীব এবং ব্রহ্মের ভেদের নিমিত্ত পর্য্যন্ত নহে, কারণ তাহা কল্পিত হয় অতএব অণুত্ব বিভুত্বাদি ধর্ম্মসকল ভেদ প্রতিপাদনে সমর্থ নহে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন–প্রকৃত ইতি। প্রকৃতবিষয়ে এতাবত্তা নিষেধ করিয়া পুনঃ তাহা হইতে অধিক বলিতেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়ে রূপের এতাবত্ত্বা এই পর্য্যন্তই তাররূপ এই প্রকার রূপেন হইয়াও নিরূপণ নিশ্চিতরূপে প্রতিষেধ করিতেছেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম সর্ব্বকারণ স্বরূপ অচিন্ত্য অনন্ত অপরিমিত সৌন্দর্য্যময় শ্রীগোবিন্দদেবের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত রূপই আছে তাহা শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন। প্রতিসেধের কারণ বলিতেছেন–ততইতি। ততঃ মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রাকৃত রূপ হইতে ভূয়ঃ অপ্রাকৃত প্রচুর সত্যনামাদিরূপ আছে শ্রুতি তাহা বলিতেছেন এই শ্রুতি কেবল নির্বিবশেষ একামাত্র ব্রহ্ম ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন, ব্রহ্ম হইতে অন্য বস্তুমাত্রকে প্রতিষেধ করিতেছেন, তাহা নহে। তাহা কি ? রূপবিশিষ্ট ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া প্রকৃত বিষয়ে এতাবত্তা প্রতিষেধ করিতেছেন। "দ্বেবাব" ইত্যাদির দ্বারা। ব্রহ্মের যে মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রভৃতি রূপ সকল বলিয়াছেন তাহার দ্বারা ব্রহ্মের এতাবত্ত্বা ইয়ত্তা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন,

প্রাকৃতরূপাৎ ভূয়ঃ–অপ্রাকৃতং প্রচুরং সত্যনামাদিকং রূপমস্তীতি ব্রবীতি চ। ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্। ননু–"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে" (মু০-৩/১/৮) "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" (বৃ০-৩/৯/২৬) "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" (মু০-১/১/৬) ইতি সর্বনিষেধাবধৌ ব্রহ্মণি কথং রূপকল্পনা ? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ–"পুনর্নিষেধকারিণ্যাঃ" ইতি। তথাচ–শ্রুতে রূপপ্রতিপাদনমেব ব্যর্থমিতি। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদর্শনং বরম্" ইতি ন্যায়াৎ, কিঞ্চ সূত্রকারস্যাপি উন্মত্তপ্রলাপাপত্তিঃ স্যাৎ, "এতাবত্তমিতি" রূপস্য ইয়ত্তা প্রতিষিধ্য পুন "ভূয়ঃ" রূপপ্রতিপাদনাৎ। ন চ কশ্চিদ্‌বৈদিকম্মন্যঃ সর্ববৈদিকগুরৌ ভগবতি শ্রীবাদরায়ণ অসমীক্ষ্যকারিতাং সম্ভাবয়িতুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ।

সঙ্গতি ঃ–অথ উপমাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহ ঃ–তস্মাদিতি। তস্মাদ্ ভজদ্‌ভ্যো ভক্তেভ্যঃ, ভজনীয়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভেদমেব সাধীয়ঃ। আরাধ্যমেব সর্বেষাং ভগবচ্ছ্যামসুন্দরম্।
স্বস্বাম্যাদিবিভাগদ্ধি জীবঃ সেবক এব হি ॥২২॥

ইতি উপমাধিকরণং নবমং সম্পূর্ণম্ ॥৯॥

কিন্তু প্রকৃতরূপ সকল প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ততঃ প্রতিষেধানন্তর ভূয়ঃ প্রচুর সেই ব্রহ্মের সত্য নামাদিরূপ বলিয়াছেন, সুতরাং ইহাই আদেশ বাক্যের অর্থ। অথ মূর্ত্তাদি নিরূপণের অনন্তর যেহেতু অপরিমিতরূপব্রহ্ম হয়েন অতএব নেতি নেতি এই আদেশ হয়, ইতি শব্দের অর্থ সমাপ্ত। ইতি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত মূর্ত্তাদি লক্ষণ হওয়ার সমান ব্রহ্মের রূপ নহে ইহাই অর্থ। কিন্তু নেতি তাঁহার সত্যনামাদি ইয়ত্তা রহিত অনিয়ত রূপ আছে, তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন–এই ব্রহ্ম হইতে ইত্যাদির দ্বারা। এই শ্রুতির অর্থ–এই মূর্ত্তাদি লক্ষণ রূপ হইতে পর অন্য সত্যনামাদি রূপ ইতি এই পর্য্যন্তই হয় তাহা বলা যায় না, তাহা কি প্রকার ? নেতি, তাহার দ্বারা রূপান্তরের উপলক্ষণ হেতু অনিয়ৎরূপই হয় তাহাই বলিতেছেন ইহাই অর্থ। তাহাই দিক দর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন–অথ নামধেয় তিনি সত্যের সত্য, যে নাম তাহা ব্রহ্মরূপ বলিতেছেন তাহার নিরুক্তি–প্রাণই সত্য, প্রাণ অর্থাৎ প্রাণী সকল, এই স্থলে রূপসকলই বিশেষ, এইস্থলে প্রাকৃত অপ্রাকৃত অনন্ত বিশেষণ বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে অন্য বস্তু মাত্র প্রতিষেধ করেন নাই। তন্মধ্যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপ সকল প্রাকৃত, মহারাজনাদি কিন্তু অপ্রাকৃত রূপ বুঝিতে হইবে। প্রাণ শব্দিত জীবগণের সত্য শব্দবাচ্যতা বুঝিতে হইবে, আকাশাদিবৎ স্বরূপান্যথা ভাবাত্মক পরিণামের অভাব হেতু আকাশাদি হইতে ব্রহ্মের ও সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন সেই প্রকার জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশাত্মক পরিণামের অভাব বিদ্যমান হেতু, অর্থাৎ জীবের জ্ঞান সঙ্কোচ এবং বিকাশ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সেই প্রকার নাই। অতএব নিত্য চৈতন্যাত্মক জীব, জীব হইতে বিলক্ষণ অনন্ত কল্যাণগুণগণালঙ্কৃত পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব ইহা প্রতিপাদিত হইল, সুতরাং সেই শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তি করিতে হইবে ইহাই উপপন্ন হইল। এইস্থলে ব্রহ্মের রূপ মাত্র নিষেধ বিষয়ে শ্রুতির অভিমত হইলে পরে মহারাজনাদি অলোকসিদ্ধরূপ স্বয়ং উপদেশ করিয়া, পুনঃ রূপাদি নিষেধকারিণী শ্রুতির বাক্য উন্মত্ত প্রলাপের সমান হইবে। এই প্রকার সূত্রকার বাদরায়ণের ও "এতাবত্তম্" এই পর্য্যন্তই

১০॥ অব্যক্তাধিকরণম্‌ ।

১০॥ "অব্যক্তাধিকরণম্‌"

ননু–ভবতু শ্রীগোবিন্দদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরঃ, সর্বারাধ্যশ্চ তথাপি তস্মিন্‌ ভক্তির্নোদ্ভবেৎ, কুতঃ ? সর্বসৌলভ্যাৎ, সুলভে বস্তুনি তথা প্রীতির্ন ভবেৎ, যথা দুর্ল্লভে, তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরমদুল্লর্ভত্বং প্রতিপাদয়িতুং অব্যক্তাধিকবণারম্ভঃ ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

এই প্রকার প্রয়োগ করিয়া অসমীক্ষ্যকারিতাই কল্পনা করা হইবে । তিনি এতাবত্তম্‌ না বলিয়া এতদ্রূপং এইরূপ প্রতিষেধ করিতেছেন, এই প্রকার সূত্র করিতেন । অর্থাৎ যদি বলেন–যাহাকে চক্ষুরদ্বারা গ্রহণ করা যায় না তিনি অগৃহ্য তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, যে ব্রহ্ম তাহা অদ্রেশ্য অগৃহ্য ইত্যাদি সকল প্রকার নিষেধাবধি ব্রহ্মে কি প্রকারে রূপ কল্পনা করা সম্ভব হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–নিষেধকারিণী ইত্যাদি তাহা হইলে শ্রুতির রূপ প্রতিপাদন করাই ব্যর্থ হইবে । জল দ্বারা পঙ্ককে প্রক্ষালন করার অপেক্ষায় দূর হইতে স্পর্শ না করাই ভাল, অর্থাৎ রূপ নিরূপণ করিয়া তাহা পুনঃ প্রতিষেধ করা বৃথা প্রয়োজন এই ন্যায় । অপর সূত্রকারের ও উন্মত্ত প্রলাপপত্তি দোষ হইবে, এতাবত্ত এই পর্য্যন্ত রূপের ইয়ত্তা প্রতিষেধ করিয়া "পুনঃ ভূয়ঃ" প্রচুর রূপ প্রতিপাদন করা হেতু । কোন বৈদিকম্মন্য সর্ববৈদিকগুরু ভগবান শ্রীবাদরায়ণে এই প্রকার অসমীক্ষ্যকারিতা দোষের সম্ভাবনাও করিতে সমর্থ হইবে না ইহাই ভাবার্থ ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর উপমাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তস্মাদিতি । অতএব শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন তাহাই সাধীয় যুক্তি সঙ্গত । অর্থাৎ ভজদ্ভ্য–ভক্তগণ হইতে ভজনীয় শ্রীগোবিন্দদেবের ভেদই যুক্তি সঙ্গত । ভগাবান শ্রীশ্যামসুন্দর সকলের আরাধ্য, তাহা স্বস্বামী প্রভৃতি বিভাগহেতু জীব তাহার নিশ্চিতরূপে সেবক হয় ॥২২॥

এই প্রকার উপমাধিকরণ নবমসম্পূর্ণ ॥৯॥

১০॥ "অব্যক্তাধিকরণ"

অনন্তর অব্যক্তাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন–যদি বলেন শ্রীগোবিন্দদেব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর, সর্ব্বারাধ্য হউক, তথাপি তাঁহাতে ভক্তির উদ্ভব হইবে না, কেন ? সকলের সুলভ হেতু, সুলভ বস্তুতে সেই প্রকার প্রীতি হয় না, যে প্রকার দুর্ল্লভ বস্তুতে হয় । এতএব শ্রীগোবিন্দদেবের পরম দুর্ল্লভত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অব্যক্তাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি । অনন্তর প্রত্যগ্‌রূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন । অর্থাৎ সর্ব্বারাধ্য শ্রীগোবিন্দদেবের প্রত্যগ্‌রূপতা প্রত্যগাত্মাতা প্রতিপাদন করিতেছেন । অন্যথা ঘটাদির সমান সকলের সুলভ হইলে তাহাতে ভক্তি হইবে না, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব যদি পরমদুর্ল্লভ না হয়েন তাহা হইলে তাহাতে ভক্তিও হইবে না, রত্নসানু সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের ভক্তি নাই, কিন্তু চিন্তামণিতে তাঁহাদের নিরতিশয় ভক্তি

অথ প্রত্যগ্রূপত্বং প্রতিপাদ্যতে । অন্যথা ঘটাদিবৎ সর্বসৌলভ্যে ভক্তিস্তস্মিন্ন স্যাৎ । তথাহি "সচ্চিদানন্দরূপায়" (গো০ তা০ পূ০-১) ইত্যাদি শ্রুয়তে । তত্র বিগ্রহাত্মকং পরংব্রহ্ম গ্রাহ্যম্ ? প্রত্যগ্ বা ? ইতি সংশয়ে--সুরাসুরমনুষ্য প্রত্যক্ষত্বাদ্বিগ্রহাত্মকং গ্রাহ্যমিতি প্রাপ্তে--

অথসর্বারাধ্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রত্যগ্রূপত্বং প্রত্যগাত্মত্বং প্রতিপাদ্যতে । অন্যথা যদি শ্রীগোবিন্দদেবঃ পরমদুর্ল্লভো ন স্যাৎ তদা তস্মিন্ ভক্তিরপি ন স্যাৎ, ন খলু রত্নসানৌ দেবানাং ভক্তিরস্তি, কিন্তু চিন্তামণৌ তেষাং নিরতিশয়ং ভক্তিরস্তি, এবং মানবানামপি ইন্দ্রাদিদেবেষু ভক্তির্মাভূৎ, কিন্তু সর্বদেবদেবেশ্বরে শ্রীগোবিন্দদেবে নিরতিশয়ং ভক্তির্যুক্তা ইতি । তস্মাৎ ঘটাদিবৎ সর্ব্বসৌলভ্যং ন স্যাদিত্যর্থঃ ।

বিষয়ঃ—অথ অব্যক্তাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমাহ ঃ—তথাহীতি । সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে । নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥ ইতি । তথাচ সচ্চিদানন্দরূপায় শ্রীকৃষ্ণায় নম ইত্যর্থঃ । অপিচ—শ্রীগোপাল তাপন্যাম্—পূ০-১০, "গোপবেশমভ্রাভম্" সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনসূদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫/১, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইত্যাদি । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুত্থাপয়ন্তি—"তত্র" ইতি । তত্র ইতি বিষয়বাক্যে বিগ্রহাত্মকং—করচরণদিপরমশোভাশলিবিগ্রহাত্মকং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং গ্রাহ্যং, উপাস্যত্বেন গ্রহণীয়ম্ ? অথবা

আছে । এইরূপ মানবগণেরও ইন্দ্রাদিদেবগণে ভক্তি না হউক, কিন্তু সবর্বদেবদেবেশ্বরে শ্রীগোবিন্দদেব নিরতিশয় ভক্তি যুক্তি যুক্ত হয়, সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবে ঘটাদির ন্যায় সবর্ব সুলভ নহে ।

বিষয় ঃ—অতঃপর অব্যক্তাধিকরনের বিষয় বাক্য বলিতেছেন—তথাহীতি । সচ্চিদানন্দরূপকে নমস্কার ইত্যাদি শ্রবণ করা যায় । শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন সচ্চিদানন্দরূপ অক্লেশেকর্ম্মকারী বেদান্ত বেদ্য গুরুবুদ্ধির সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার । অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ইহাই অর্থ । আরও শ্রীগোপালতাপনী—নবমেঘ সদৃশ বর্ণ, গোপোবেশ যাঁহার সুন্দর পুণ্ডরীকের সমান নয়ন মেঘবর্ণ, বিদ্যুৎবর্ণ বসন, যিনি দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালাধারী ও ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর পরম সবর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ইত্যাদি বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ—এই বিষয় বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন তত্রেতি । তাহাতে বিগ্রহাত্মক পরংব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা প্রত্যগ্রূপে ? অর্থাৎ এই বিষয়বাক্যে বিগ্রহাত্মক—করচরণাদি পরমশোভাশালি বিগ্রহাত্মক পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা প্রত্যগ্রূপে—বিগ্রহাদিরহিত সবর্বব্যাপকত্বাদি ধর্ম্ম যুক্ত রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ? এই প্রকার সংশয়

॥ওঁ॥ তদব্যক্তমাহ হি ॥ওঁ॥ ৩/২/১০/২৩॥

তদ্ব্রহ্ম স্বতো ব্যক্তং প্রত্যগেব, হি যস্মাৎ "ন সন্দৃশো তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা

প্রত্যগ্‌রূপত্বেন, বিগ্রহাদিরহিতং সর্বব্যাপকত্বেন ধর্মেণ গ্রহণীয়ম্ ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–"সুরাসর" ইতি । তথাচ–সর্বেষাং সর্বেন্দ্রিয়ৈর্গ্রাহ্যত্বাৎ বিগ্রহবিশিষ্ট এব, প্রকটাবসরে সর্বেষাং প্রত্যক্ষো ভবতি ; অতঃ প্রত্যক্তং ন সর্বগোচরমপিতু কশ্চিদেব তং প্রাপ্নোতি ।

তথাহি মুণ্ডকোপনিষদি–৩/১/৮, ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা । জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্ততং পশ্যতে নিষ্কলংধ্যায়মানঃ ॥ তস্মাৎবিগ্রহাত্মকমেব গ্রাহ্যম্ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তেসিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :–"তদিতি" । তৎপরব্রহ্মস্বরূপং স্বতঃ অব্যক্তমেব প্রত্যগেব, হি যস্মাৎ শ্রুতিস্তথাহ, ইতি । শ্রুতিঃ পরব্রহ্মপ্রতক্‌স্বরূপমেব প্রতিপাদয়তি, ন তু বিগ্রহবিশিষ্টমেব, ইত্যর্থঃ । "তদ্ ব্রহ্ম" ইতি প্রকটার্থম্ । অত্র শ্রুতিবাক্যমাহঃ–"ন সদৃশে" ইতি । অস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপং সন্দৃশে প্রাকৃতচক্ষুষা ন তিষ্ঠতি ন গৃহ্যতে, দৃশেঃ প্রত্যক্ষত্বং ন

বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :–এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–সুরেতি । সুর অসুর মনুষ্যগণের প্রত্যক্ষ হওয়া হেতু বিগ্রহাত্মকই গ্রাহ্য, অর্থাৎ সকলের সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য হওয়া হেতু বিগ্রহবিশিষ্ট হয়েন, প্রকটাবসরে সকলের প্রত্যক্ষ হয়, অতএব প্রত্যক্ত্ব সকলের গোচর হয় না, কিন্তু কোন ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় । এই বিষয়ে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে–তাঁহাকে কেহ চক্ষুঃ কিম্বা বাক্যের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না, অন্য দেবতাকর্ত্তৃক, অথবা তপস্যা বা কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, কেহ কোন ব্যক্তি জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তৎপশ্চাৎ ধ্যান করিয়া সেই নিষ্কলকে দর্শন করে । অতএব বিগ্রহাত্মকই গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–তদিতি । তাঁহাকে অব্যক্ত বলিয়াছেন, অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ স্বতঃ অব্যক্ত প্রত্যকরূপই হয়েন, যেহেতু তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন, শ্রুতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রত্যগ্‌স্বরূপই প্রতিপাদন করেন, কিন্তু বিগ্রহ বিশিষ্ট নহে, ইহাই অর্থ । সেই ব্রহ্ম স্বতঃ স্বভাবতঃ ব্যক্ত হইলও তিনি প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্বব্যাপক, এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য বলিতেছেন–নেতি । এই ব্রহ্মের রূপ দৃষ্টির বিষয় নহে, তাঁহাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের রূপ সন্দৃশে প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা ন তিষ্ঠতি গ্রহণ করা যায় না, দৃষ্টির প্রত্যক্ষত্ব হয় না ইহাই অর্থ ।

অথবা তাঁহার সমান দিব্য অপ্রাকৃত রূপ কাহারও নাই, আরও এইরূপ কেহ প্রাকৃত নেত্র দ্বারা

পশ্যতি কশ্চনৈনম্" (কঠ০ ২/৩/৯) ইতি কঠশ্রুতিস্তথাহ । "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" (বৃ০ ৩/৯/২৬) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ । " অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্" (গী০-৮/২১) ইতি স্মৃতিশ্চ ॥২৩॥

ভবতীর্থঃ । যদ্বা–তৎসদৃশং দিব্যমপ্রাকৃতংরূপং ন তিষ্ঠতি, কিঞ্চ-এনং রূপং কশ্চন চক্ষুষা ন পশ্যতি, তথাচ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দিব্যমপ্রাকৃতং চিন্ময়ং মঙ্গলবিগ্রহং ভক্তিবিহীন চক্ষুষা কোঽপি ন পশ্যতি, অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তিভাববিভাবিতচক্ষুষাগ্রাহ্যত্বং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৫/৩৮, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি । যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ অথ বৃহদারণ্যকশ্রুতিবাক্যেণ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রত্যক্ত্বং সাধয়ন্তি–"অগৃহ্যঃ" ইতি । অগৃহ্যঃ–ভক্তিবিহীন প্রাকৃতচক্ষুষা, মনসা বা ন হি গৃহ্যতে, শ্রীভাগবতঃ সর্ব বিশ্বপ্রাকৃতসম্বন্ধবিরহাৎ, প্রাকৃতমনাদিনা তস্য গ্রহণাভাবত্বমিত্যর্থঃ । অপিচ তত্রৈব–৪/৪/২২, আত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইতি । এবং শ্রুতি প্রমানমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহ ঃ–"অব্যক্তঃ" ইতি । পুর্বম্–"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ" (গী০–৮/১৮) ইতি । যদুক্তং তদেব স্পষ্টয়তি–যো ভাবো ময়া ইহ অব্যক্ত ইতি । "অক্ষর" ইতি । চোচ্যতে, তমব্যক্তং বেদান্তাঃ পরমাং গতিমাহুঃ ।

তথাহি কঠোপনিষদি–১/৩/১১, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" । তথাহি শ্রীভাগবতে–৪/১১/৩০, ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ । ভক্তিং বিধায় পরমাং শয়নকৈরবিদ্য–গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্রারূঢ়াম্ ॥ তস্মাৎ প্রত্যগেব পরব্রহ্ম গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

ইতি অব্যক্তাধিকরণং দশমং সম্পূর্ণম্ ॥১০॥

দেখিতে পায় না, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের দিব্য অপ্রাকৃত চিন্ময় মঙ্গল বিগ্রহ ভক্তিবিহীন নেত্রের দ্বারা কেহ দেখিতে পায় না, এই প্রকার কঠশ্রুতি বলিয়াছেন । অথ শ্রীগোবিন্দদেবের ভাব বিভাবিত চক্ষুর্দ্বারা গ্রাহ্যত্ব শ্রীব্রহ্ম সংহিতা বর্ণনা করিয়াছেন–অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ যুক্ত যে শ্রীশ্যামসুন্দরকে প্রেমাঙ্গনে অঞ্জিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা সাধুগণ সর্বদা হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি । অনন্তর বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের প্রত্যক্ত্ব সাধন করিতেছেন–অগৃহ্যেতি । অগৃহ গ্রাহ্য হয় না, অর্থাৎ অগৃহ্য ভক্তিবিহীন প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা, কিম্বা প্রাকৃত মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না কারণ শ্রীভগবানের সব্বর্বপ্রকার প্রাকৃত সম্বন্ধ বিরহহেতু প্রাকৃত মনাদির দ্বারা তাঁহার গ্রহণ হয় না ইহাই অর্থ । পুনঃ আত্মা অগৃহ্য তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না । এই প্রকার অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ।

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন–অব্যক্তেতি । যাহাকে অব্যক্ত ও অক্ষর বলা হইয়াছে তাহাকে পরাগতি বলে, অর্থাৎ পুবের্ব যাহা অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত হইয়াছে, বলিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিতেছেন–যে ভাবকে আমি এইস্থলে অব্যক্ত এবং অক্ষর বলিয়া বর্ণন করিয়াছি সেই

১১॥ সংরাধনাধিকরণম্ ।

অথ প্রতীচোঽপি তস্য জ্ঞানভক্তিলভ্যত্বং দর্শয়তি । সর্বথা দৌর্লভ্যে নৈরাশ্যেন ভক্তেরনুদয়ঃ । তথাহি শ্রুয়তে কৈবল্যোপনিষদি (২) "শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগদবৈতি"

১১॥ "সংরাধনাধিকরণম্"

সর্বব্যাপক-গোবিন্দ-পরব্রহ্ম-নরাকৃতিঃ ।
সর্বদা ভক্তিসংপ্রাপ্যো ভগবান্ ভক্ত ভক্তিমান্ ॥

পূর্বস্মিন্ "অব্যক্তাধিকরণে" পরংব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রত্যক্স্বরূপত্বং প্রতিপাদিতম্ । এবং তস্য তথাত্বেঽপি ভক্তিলভ্যত্বং প্রতিপাদয়িতুং সংরাধানাধিকরণারম্ভঃ, ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

ননু–গুণবদ্‌বস্তুনি দৃষ্টে শ্রুতে চ স্পৃহা সমুদিয়াৎ ; ব্রহ্মণস্তু প্রত্যক্ত্বেন অদৃষ্টাশ্রুতত্বাৎ ন তত্র স্পৃহায়াঃ সমুদয়ঃ, ইতি চেৎ ? তৎ প্রতিপাদয়ন্তি–"অথেতি" । অথ প্রতিচোঽপীতি প্রকটার্থম্ ।

বিষয় ঃ– অথ সংরাধনাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–তথাহীতি । শ্রদ্ধা ইতি–দৃঢ়বিশ্বাসঃ,–"শ্রীগোবিন্দদেবো

অব্যক্তকে বেদান্ত পরমাগতি বলেন, এইবিষয়ে কঠোপনিষদ বর্ণিত আছে–পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নহে, তিনি কাষ্ঠা দিক্, তিনিই পরাগতি ।

তিনি যে প্রত্যগাত্মা তাহা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবান কহিলেন–তুমি সেই সময় সম্প্রাপ্ত সমস্ত শক্তি আনন্দমাত্র প্রত্যগাত্মা ভগবান অনন্তে পরা ভক্তি করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আমি আমার এই প্রবলা অবিদ্যা গ্রন্থিকে ভেদ করিবে । ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণ ও আছে, সুতরাং প্রত্যক্স্বরূপই পরব্রহ্ম গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই অর্থ ॥২৩॥

এই প্রকার অব্যক্তাধিকরণ দশম সমাপ্ত ॥১০॥

১১॥ "সংরাধনাধিকরণ"

অনন্তর সংরাধনাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন–পূর্বে অব্যক্তাধিকরণে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের প্রত্যক্স্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই তাঁহার প্রত্যক্‌রূপতা হইলেও ভক্তিলভ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সংরাধনাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি । যদি বলেন–গুণবান বস্তুকে দর্শন ও শ্রবণ করিলে স্পৃহার উদয় হয়, ব্রহ্ম প্রত্যক্ বস্তু হওয়া হেতু অদৃষ্ট অশ্রুত পদার্থ বিধায় তাহাতে স্পৃহার উদয় হইবে না ? তদুত্তরে স্পৃহা প্রতিপাদন করিতেছেন–অথেতি । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব প্রত্যক্স্বরূপ হইলেও তিনি জ্ঞান ভক্তির দ্বারা লভ্য তাহা দেখাইতেছেন, সর্বথা দুর্লভ হইলে নৈরাশ্য বশতঃ ভক্তির উদয় হইবে না।

বিষয় ঃ– অতঃপর সংরাধনাধিকরণের বিষয় বাক্য অবতারণা করিতেছেন–তথাহীতি ।

ইতি । অত্র শ্রদ্ধালু র্ভক্তিমান্ হরিং ধ্যায়ন্ প্রাপ্নোতীতি প্রতীয়তে ।

তত্র সংশয়ঃ—মানসেন প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যো হরিঃ ? উত চাক্ষুষাদিনা বেতি বীক্ষায়াম্—"মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" (কঠ০ ২/১/১১) "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃ০ ৪/৪/১৯)

মাং অবশ্যমেবকৃপয়িস্যতি ইতি নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ । "ভক্তিঃ" ইতি—সেবনং, শ্রীনামশ্রবণাদ্যাঃ । তথাহি শ্রীভাগবতে—৩/২৯/১২-১৪—অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে । সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক "উদাহৃতঃ" । ইতি । শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—(ভ০ র০ সি০—১/১/১২) সর্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ । হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ধ্যামম্—অবিচ্ছিন্নমধুধারাবৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য লীলাদিকং চিন্তনম্ । অবৈতি—সাক্ষাৎকরোতি, তৎ সেবানন্দং প্রাপ্নোতীতি । তস্মাৎ ভক্তিযোগাদিনা শুদ্ধান্তঃকরণানাং ভক্তিভাববাসিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সাক্ষাৎকারো ভবতীত্যর্থঃ । অন্যথা সবর্বথা দৌর্ল্লভ্যে তত্র ভক্তেরভাবঃ স্যাৎ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ—তত্র বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয় ঃ—"ইহ" ইতি । স্পষ্টম্ । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ—ইতি বীক্ষায়াং পূর্বপক্ষমুত্থাপয়ন্তি—"মনসৈবেদমিতি । প্রকটার্থম্ । তথাহি—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে—২/২/৮৮, পরমাত্মা বাসুদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেষ ন চান্যতঃ ॥ কদাচিৎ ভক্তবাৎসল্যাদ্‌যাতি চেদ্দৃশ্যতাং দৃশোঃ । জ্ঞানদৃষ্ট্যৈবতজ্জাতমভিমানঃ পরং দৃশোঃ॥

কৈবল্যোপনিষদে শ্রবণ করা যায়—শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগের দ্বারা পাওয়া যায়, এইস্থলে শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিমান সাধক শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রতীতি হয় । অর্থাৎ শ্রদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দদেব আমাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি । ভক্তি সেবন, শ্রীনাম শ্রবণাদি । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীপুরুষোত্তমে অহৈতুকী অব্যবহিত যে ভক্তি, সেই ভক্তি যাহাদের আছে তাহারা সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য ও একত্ব প্রদান করিলেও আমাদের সেবা বিনা গ্রহণ করে না তাহাকে আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয় ।

"শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—সকল প্রকার উপাধি বিনির্ম্মুক্ত শ্রীকৃষ্ণপরত্বহেতু নির্ম্মল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহৃষীকেশের সেবাকে ভক্তি বলে, তাদৃশী ভক্তিযুক্ত । ধ্যান অবিচ্ছিন্ন মধুধারাবৎ শ্রীগোবিন্দদেবের লীলাদি চিন্তন । অবৈতি সাক্ষাৎকার করে, তাঁহার সেবানন্দ লাভ করে । অতএব ভক্তি যোগাদির দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ যুক্ত ভক্তগণের ভক্তিভাব বাসিত ইন্দ্রেয়ের দ্বারা সাক্ষাৎ কার হয় ইহাই অর্থ । অন্যথা সবর্বথা দুর্ল্লভ হইলে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তির অভাব হইবে । ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় ঃ—এই বিষয়বাক্য সংশয় হইতেছে—ইহেতি । এইস্থলে শ্রীহরি মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য ? অথবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেব গ্রাহ্য হয়েন ? এই প্রকার সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই বীক্ষায় পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—মনসৈবেতি । মনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া

ইতি সাবধারণাৎ বৃহদারণ্যকবাক্যাৎ মানসেনৈব তেন গ্রাহ্যেতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ওঁ॥ ৩/২/১১/২৪॥

অপিরত্র গর্হায়াম্, গর্হিতোঽয়ং পূর্বপক্ষঃ। সংরাধনে সম্যক্ ভক্তৌ সত্যাং

৯২। শ্রীভাগবতে–১/৬/৩৪, প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ তস্মাৎ মানসেনৈব প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যো ভগবান্ "শ্রীগোবিন্দদেবঃ" ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–"অপীতি" অপিরত্র গর্হায়াম্; গর্হিতোঽয়ং পুর্ব্বপক্ষঃ; সংরাধনে–ভক্তিযোগেন সম্যগারাধনে সতি চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যো ভবতি ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ; এবং কুতঃ ? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্, শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণাভ্যামিত্যর্থঃ। অপিরত্র গর্হায়ামিতি–তথাহি অমরে–৩/৩/২৪৯, গর্হা সমুচ্চয় প্রশ্ন শঙ্কা সম্ভাবনাস্বপি" ইতি।

শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিতি, তত্রাদৌ শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ–"পরাঞ্চিখানি" ইতি। স্বয়ম্ভুঃ–স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ জীবানাং খানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি, পরাঞ্চি-পরাগঞ্চন্তি গচ্ছন্তি ইতি পরাঞ্চি বিষয়াভিমুখানি

যায়। মনের দ্বারাই দর্শন করিতে হইবে, এই বৃহদারণ্যকবাক্য সাধারণা শ্রুতিহেতু মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই শ্রীহরি গ্রাহ্য। এই বিষয়ে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীবাসুদেব নিতান্ত শোধিতচিত্তে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, অন্যথা নহে। যদি তিনি কদাচিৎ ভক্তবাৎসল্য বশতঃ লোচন পথের পথিক হয়েন তাহা কিন্তু জ্ঞান দৃষ্টির দ্বারাই হইয়া থাকে, পরন্তু নয়নে দর্শনের সমান অভিমান হয় মাত্র। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীনারদ কহিলেন তীর্থপাদ প্রিয়শ্রবা শ্রীকৃষ্ণের নিজ যশ সমূহ গানকারী আমার আহূতের ন্যাই শীঘ্রই হৃদয়ে দর্শন হয়। অতএব শ্রীগোবিন্দদেব মানষ প্রত্যক্ষের দ্বারাই গ্রাহ্য হয়েন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–অপীতি। তিনি সংরাধনে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়েন, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হেতু। অর্থাৎ সূত্রে যে অপি শব্দ আছে তাহার অর্থ গর্হা নিন্দা, এই প্রকার পূর্বপক্ষ করা গর্হিত বা নিন্দনীয়, সংরাধনে ভক্তিযোগের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আরাধনা করিলে পরে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব গ্রাহ্য হয়েন, ইহা কি প্রকারে হয় ? প্রত্যক্ষ অনুমান, শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রমাণের দ্বারাই হয় ইহাই অর্থ। অপি শব্দ গর্হা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই পূর্ব্বপক্ষ অতীব গর্হিত। সংরাধনে সম্যক ভক্তি হইলে পরে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা এই শ্রীগোবিন্দদেব গ্রহণ যোগ্য হয়েন। কেন ? শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ হইতে ইহাই অর্থ। অপি শব্দের গর্হা অর্থ অমরকোষে বর্ণিত আছে–গর্হা সমুচ্চয় প্রশ্ন শঙ্কা সম্ভাবনা অর্থে অপিশব্দ প্রয়োগ হয়। শ্রুতি স্মৃতি হইতে–তন্মধ্যে প্রথমে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন–পরেতি। স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়াভিমুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃ বিষয়াশক্ত জীব

চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি । কুতঃ ? শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ ।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" (কঠ০ ২/১/১) ইতি কাঠকে ।

ব্যতৃণৎ, বিহিংসিতবান্ বিষয়প্রাবণ্যেন সৃষ্টিরেব তেষাং হিংসা ইত্যর্থঃ ।

ননু–পরমকৃপালুমৌলিনা কথমেবং সৃজ্যতে ? তত্রাহ–তস্মাদিতি । তস্মাৎ জীবানাং ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখত্বাদেব পরাঙ্–বিষয়াসক্তো জীবঃ অন্তরাত্মন্ ন পশ্যতি । "অন্তরাত্মানম্" ইত্যত্র "অন্তরাত্মন" ইতি ছান্দসঃ । "সুপাং সুলুক্" ইত্যনেন অমোলুক্ ।

ননু–জীবানাং বহির্মুখসৃষ্টিত্বে, "তেষামনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" ইতি চেত্তত্রাহ–কশ্চিদিতি । ধিয়মীরয়তি রাতি বা ধীরঃ, তথাচ–শ্রীভগবদ্ভক্তপ্রসঙ্গলব্ধয়া হরিভক্তিরূপয়া ধিয়া বিশিষ্টঃ । কশ্চিৎ ধীরঃ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ । তথাচ–সৎপ্রসঙ্গলব্ধ–বিশুদ্ধহৃদয়–সংযতেন্দ্রিয়–অমৃতত্বমিচ্ছু–সাধকঃ প্রত্যগাত্মানং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যতি চাক্ষষ প্রত্যক্ষং করোতীত্যর্থঃ ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–৪/৯/২-৩ "বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ" ইত্যারভ্য–তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃক্ষিতা ববন্দতাঙ্গংবিনময্য দণ্ডবৎ । দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেনভুজৈরিবাশ্লিষন্ ॥ মানসপ্রত্যক্ষে এবং ন সিদ্ধেৎ ।

অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না, কোন ব্যক্তি অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত চক্ষু হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করে, ইহা কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে ।

অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব জীবগণের খানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পরাঞ্চিপরাগ্ গমন কারী, বিষয়াভিমুখী করিয়া বিশেষরূপে হিংসা করিয়াছিলেন, বিষয় প্রবণতারূপে সৃষ্টি করাই তাহাদের হিংসা করা ইহাই অর্থ । যদি বলেন–পরম কৃপালুমৌলি শ্রীগোবিন্দদেব এই প্রকার সৃষ্টি করেন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব জীবগণের ইন্দ্রিয় সকলরে বিষয়াভিমুখতা হওয়া হেতু পরাঙ্ বিষয়াসক্তজীব অন্তরাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিতে পায় না । অন্তরাত্মানম্ এই শব্দের স্থলে অন্তরাত্মন্ ইহা বৈদিক প্রয়োগ । যদি বলেন–জীবগণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিলে তাহাদের অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হইবে ? যদি এই প্রকার বলেন তাহার উত্তরে বলিতেছেন–কশ্চিদিতি । যিনি বুদ্ধিকে গমন করান অথবা পালন করেন তিনি ধীর, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত প্রসঙ্গে লব্ধ হরিভক্তিরূপা বুদ্ধি বিশিষ্ট কোন ধীর আবৃত চক্ষু অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন । অর্থাৎ সৎপ্রসঙ্গ লব্ধ বিশুদ্ধ হৃদয় সংযতেন্দ্রিয় অমৃতত্বইচ্ছু সাধক প্রত্যগাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ইহাই অর্থ ।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ভক্ত ধ্রুব হৃদয়ে যিনি অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহাকে

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মু০ ৩/১/৮) ইতি মুণ্ডকে চ বিদ্বদ্ভক্তদৃশ্যত্বশ্রবণাৎ। "নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেম্ববিধোঽর্জুন!

অথ মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যপ্রমাণেন শ্রীভগবতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষত্বং সাধয়ন্তি—"জ্ঞান" ইতি। জ্ঞানমত্র—শ্রীভগবদ্‌বিষয়কশাস্ত্রজ্ঞানম্। এবং শাস্ত্রজ্ঞানবৈশদ্যেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ সর্ববিধকামনাবিবর্জ্জিতভক্তিবিশুদ্ধহৃদয় ভক্তঃ তং নিষ্কলং পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবং স্তুতস্তু ধ্যায়মানশ্চ পশ্যতি, প্রত্যক্ষং করোতি, ইতি বিদ্বদ্‌ভক্তা দৃশ্যত্ব শ্রবণাদিত্যর্থঃ। এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহ :—নাহমিতি। মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, এবং বিধ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুংশক্যঃ, ইত্যন্বয়ঃ।

অথ সহস্রশিরস্কংবিশ্বরূপং দৃষ্টা পার্থঃ শ্রীকৃষ্ণং স্তুত্বা পূর্বরূপদর্শনার্থং প্রার্থয়ামাস। তদা শ্রীগোবিন্দদেবঃ সহস্রশিরসঃ বিশ্বরূপপস্য মহিমানমুক্ত্বা স্বসখমর্জ্জুনং শান্তয়ামাস, অর্জ্জুনোঽপি—"দৃষ্ট্বেদং মানুষংরূপম্" ইত্যুক্ত্বা ভয়ং তত্যাজ, অথ ইদং মানুষংরূপমধকৃত্য শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দশমিদংরূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ (৫২) ময়া প্রদর্শিতং "ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈ র্ন দানৈঃ" (১১/৪৮) শ্লাঘিতঞ্চ সহস্রশিরস্কং মমবিরাটরূপং শ্রদ্ধধানো মৎপ্রিয়সখোঽর্জ্জুনো মনুষ্যভাবভাবিতে পরব্রহ্মণি ময়ি শ্রীকৃষ্ণে কদাচিৎ বিশ্লথভাবো মাভূদিতি ভাবেন স্বস্য-স্বরূপস্য পরমপুরুষার্থতামুপদিশতি—সুদুর্দ্দশমিতি। সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং দুর্দ্দর্শমেব। ইদন্তু নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণরূপং সুদুর্দ্দশমিত্যর্থঃ। অথ শ্রীকৃষ্ণরূপস্য সুদুর্ল্লভতামাহ—নাহমিতি। তথাচ—এবং বিধোনরাকৃতিপরব্রহ্ম-

---

বক্ষিঃস্থিত দর্শন করিলেন, তাঁহাকে দর্শন করত সাতিশয় বিস্মিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া বন্দনা করিলেন, দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া নয়নদ্বয়ে অবলোকন করিয়া পান করিবার ন্যায় সেই বালক বদনে চুম্বন ও বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, মানস প্রত্যক্ষে এই প্রকার প্রণামাদি সিদ্ধ হয় না। অথ মুণ্ডক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা প্রতিপাদন করিতেছেন—জ্ঞানেতি। জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব সাধক স্তব ও ধ্যান করিলে সেই নিষ্কলঙ্কে দর্শন করে ইত্যাদি মুণ্ডকে বিদ্বৎ ভক্তগণের দৃশ্যত্ব শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ এই জ্ঞান শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্র জ্ঞান, এই প্রকার শাস্ত্র জ্ঞান বিশদতা দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব, সর্ব্বপ্রকার কামনা বিবর্জিত ভক্তি বিশুদ্ধ হৃদয় ভক্ত সেই নিষ্কল পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তুত এবং ধ্যান করিয়া দর্শন করেন—প্রত্যক্ষ করেন, এই প্রকার তাঁহার বিদ্বদ্ভক্ত দৃশ্যত্ব শ্রবণ করা যায় ইহাই অর্থ।

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বর্নন করিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন, নাহমিতি। হে পার্থ! তুমি আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, এই প্রকার আমাকে বেদাধ্যয়ন তপস্যা দান ও ইজ্যা প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হইবে না, হে অর্জুন! অনন্যাভক্তির দ্বারা কিন্তু আমাকে এই প্রকার যথার্থ রূপে জানিতে দর্শন করিতে আলিঙ্গন করিতে হে পরন্তপ! সমার্থ হয়। অথ সহস্র মস্তকযুক্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া পার্থ

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ !" (গী০ ১১/৫৩-৫৪) ইতি স্মরণাৎ । তস্মাৎ সম্যক্ ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ শ্রীহরিরিতি সিদ্ধম্ । চক্ষুরাদীনি তু তয়া ভাবিতানি । অতস্তৈঃ স বেদ্যঃ । এবং সতি "এব" কারোঽয়োগব্যবচ্ছেদী ভবেৎ ॥২৪॥

তোত্রবেত্রধারিদ্বিভুজত্বাদিলক্ষণ তৎসখদেবকীসূনুরহং শ্রীকৃষ্ণঃ, বেদাদিভির্দ্রষ্টুং ন শক্যঃ । তত্র বেদৈরধ্যয়নাদিবিষয়ৈঃ, তপোদানযজ্ঞৈশ্চ ভক্তিরহিতৈরনাসঙ্গৈরিত্যর্থঃ ।

ননু তর্হি কেন দৃষ্টঃ স্যাঃ ? ইত্যপেক্ষায়াম্ স্বাভিমতপ্রকাশয়ন্নাহ–ভক্ত্যা' ইতি । এবম্বিধো দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণোঽহং অনন্যয়া মদেকান্তয়া ভক্ত্যা জ্ঞাতুং-মানসপ্রত্যক্ষং কর্ত্তুং, দ্রষ্টুং-চাক্ষুষপ্রত্যক্ষং কর্ত্তুং, প্রবেষ্টুং আশ্লেষ্টুঞ্চ শক্যঃ, অত্র তত্ত্বেন ইতি ত্রিষু যোজ্যম্, তত্ত্বেনজ্ঞাতুমিত্যাদি । অতএব–উপসংহারেঽপি–১৮/৫৫, ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ । ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

কিঞ্চ শ্রীভাগবতে–১১/১৪/২১, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাম্ । ন চ "ইদং" "নাহং" ইত্যাদিপদদ্বয়ং বিশ্বরূপপরমিতিবাচাম্ পূর্বাপরসঙ্গতিবিরহাৎ, দ্বিরুক্ত্যাপত্তেশ্চ । তথাচ–বিশ্বরূপদর্শনারম্ভে–১১/৮, "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইত্যুক্ত্বা অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভূতদর্শনম্" ইতি । বিরাড়্রূপং প্রদর্শ্য তদ্দর্শন মহিমানমাহ–১১/৪৭, ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং"

শ্রীকৃষ্ণকে স্তবকরত পূর্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কালে শ্রীগোবিন্দদেব সহস্রমস্তক বিশ্বরূপের মহিমা বর্ণন করিয়া নিজ সখা অর্জুনকে শান্তনা প্রদান করিয়াছিলেন। অর্জুনও এই মানুষরূপে দেখিয়া, ইহা বলিয়া ভয় ত্যাগ করিয়াছিলেন । অনন্তর এই মানুষরূপকে অধিকার করিয়া শ্রীভগবান বলিলেন–যেরূপ আমার দেখিতেছ এইরূপ সুদুর্দ্দশ হয়, দেবগণও এইরূপের দর্শনের নিত্যই আকাঙ্ক্ষা করে, আমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত বেদাধ্যয়ন দান প্রভৃতির দ্বারা অপ্রাপ্য ইত্যাদির দ্বারা প্রশংমিত সহস্রশিরস্ক আমার বিরাট রূপকে শ্রদ্ধা করিয়া আমার প্রিয় সখা অর্জুন মনুষ্য ভাব ভাবিত পরব্রহ্ম আমি শ্রীকৃষ্ণে কদাচিৎ বিশ্লথভাব না হউক এই ভাবিয়া নিজ স্বরূপের পরম পুরুষার্থতা উপদেশ করিতেছেন–সুদুর্দ্দশমিতি । সহস্র মস্তকযুক্ত আমার রূপ দুর্দ্দর্শই হয়, কিন্তু এই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণরূপ সুদুর্দ্দর্শ হয় ইহাই অর্থ ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণরূপের সুদুর্ল্লভতা বলিতেছেন–নাহমিতি। অর্থাৎ এই প্রকার নরাকৃতি পরংব্রহ্ম তোত্রবেত্রধারী দ্বিভুজত্বাদি লক্ষণ যুক্ত তোমার সখা দেবকী নন্দন আমি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদাদির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হইবে না । এইস্থলে বেদাধ্যয়নাদি বিষয় তপস্যা দান যজ্ঞাদি ভক্তি রহিত অনাসঙ্গ সাধনের দ্বারা বুঝিতে হইবে । যদি বলেন–তুমি কিসের দ্বারা দৃষ্ট হইবে ? এই অপেক্ষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন–ভক্ত্যেতি । এই প্রকার দেবকীনন্দ শ্রীকৃষ্ণ আমি আমাকে অনন্যা

ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ–র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ । এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥ ইত্যেবং তন্মহিমানমুক্ত্বা "স্বকংরূপংদর্শয়ামাসভূয়ঃ" –(১১/৫০) তদা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বকংরূপংদৃষ্ট্বা শ্রীঅর্জুন উবাচ–দৃষ্ট্বেদং মানুষংরূপং তবশ্রৌম্যংজনার্দ্দন ! ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিংগতঃ ॥ (৫১) এবং মানুষংরূপং দর্শয়িত্বা শ্রীভগবানুবাচ–(৫২) সুদুর্দ্দর্শমিদংরূপং দৃষ্টবানসি যন্মম । দেবা অপ্যস্যরূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ "নাহং বেদৈর্ন তপসা" ইত্যাদি । বাক্যমিদং বিশ্বরূপপরত্বে দ্বিরুক্তাপত্তিঃ, ন হি বিরাড়্‌রূপং মানুষংরূপম্, ন চ বিশ্বরূপং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বকংরূপং, তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব অনন্যয়া ভক্ত্যাগ্রাহ্যঃ । ননু তথাত্বে অর্জ্জুনায় দিব্যদৃষ্টিদানস্য কোঽভিপ্রায়ঃ ? অয়মত্রাশয় ঃ–

অনেন মন্মাধুর্য্যৈকান্তেন স্ব চক্ষুষা যুগপদ্‌বিভাতসহস্র সূর্য্যসঙ্কাশং সহস্রশিরস্কংবিশ্বরূপং মাং দ্রষ্টুং ন শক্নোষি, তস্মাৎ তুভ্যং দিব্যং চক্ষুর্দদামি, যথাহমাত্মানং অতিপ্রভাবাক্রান্তং ব্যঞ্জয়ামি, তথা এব চক্ষুরপীতি ভাবঃ । তেন দিব্যেন চক্ষুষা মম ঐশ্বরং যোগং পশ্য । অত্র শ্রীঅর্জ্জুনায় দিব্যং চক্ষুরেব দত্তং, ন তু দিব্যংমনোঽপীতি বোধ্যম্ । তাদৃশে মনশি দত্তে, তস্য বিশ্বরূপেরুচি প্রসঙ্গাৎ ।

তস্মাদতি প্রভাবেণ সংক্রান্তে সহস্রশির্ষরূপে তেন সংক্রান্তা এব দৃষ্টির্গ্রাহিনী যুক্তা, নতু অতিসৌন্দর্য্যলাবণ্যনিধি-নরাকৃতি কৃষ্ণরূপানুভাবিনী দৃষ্টিস্তত্রগ্রাহিণী, ইতি ভাবেন শ্রীকৃষ্ণরূপে সহস্রশির্ষত্ববৎ অর্জ্জুনচক্ষুষি তাদৃগ্‌রূপগ্রাহি তেজস্ত্বমেব সংক্রান্তমিতি মন্তব্যম্ । তথাচ–বিশ্বরূপাদেঃ শ্রীকৃষ্ণাধীনত্বাৎ

মদেকান্ত ভক্তির দ্বারা জ্ঞাতুংমানস প্রত্যক্ষ করিতে, দ্রষ্টুং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে, প্রবেষ্টুং আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে, এইস্থলে "তত্ত্বেন" এই শব্দটি তিন স্থানেই যোজনা করিতে হইবে, তত্ত্বতঃ জানিতে ইত্যাদি হইবে । অতএব উপসংহারেও বলিয়াছেন ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ যে প্রকার যেমন হই তাহা জানে তদন্তর আমাকে সম্যক প্রকারে জানিয়া আমার নিকটে গমন করে ।

অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সজ্জনগণের প্রিয় আমি আত্মা একমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তির দ্বারা গ্রহণ যোগ্য হই । পুনঃ "ইদং নাহম্" ইত্যাদি পাদ্য দুইটি বিশ্বরূপ পর বলিতে পারিবেন না, কারণ তাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির অভাব দেখা যায়, অপর বিরুক্তি দোষ হয় । এই প্রকার বিশ্বরূপ দর্শনের প্রারম্ভে–হে অর্জুন ! আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর, এই প্রকার বলিয়া অনেক বদন অনেক নয়ন বহু অদ্ভুত দর্শন এইভাবে বিরাটরূপ প্রদর্শন করাইয়া তাহার দর্শন মহিমা বলিতেছেন–হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হইলে এই বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, হে কুরু প্রবীর ! এইরূপ বেদাধ্যয়ন দান ক্রিয়া উগ্রতপস্যা প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য লোকে কেহ তুমি ভিন্ন অন্য দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । এই প্রকার তাহার মহিমা বলিয়া নিজের রূপ পুনঃ দর্শন কারাইলেন, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপ দর্শন করিয়া শ্রীঅর্জুন বলিলেন–হে জনাদিন ! আপনার পরম সৌম্য মানবরূপ দর্শন করিয়া এখন আমি সংবৃত্ত স্বস্থ হৃদয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছি ।

এই প্রকার মনুষ্যরূপ দেখাইয়া শ্রীভগবান কহিলেন–যেরূপ আমার দেখিতেছ এইরূপ সুদুর্দ্দর্শ হয়,

তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাবঃ। অতঃ স পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ তৈঃ ভক্তিভাববিভাবিত চক্ষুরাদিকরণৈবেৰ্বদ্যঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে—২/৯১৭,

তদ্দর্শনাহলাদপরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ। ননামপাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্ যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ননু তথাত্বে "মনসৈব" ইত্যস্য কা গতিঃ ? তত্রাহ ঃ—এবং সতীতি। "অযোগব্যবচ্ছেদী" ইতি—তং শ্রীভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি ইতি ন প্রাপ্নোত্যেব, মনসা এব প্রাপ্যতে, কিঞ্চ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ানি যদা ভক্তিভাববিভাবিতানি ভবন্তি তদা চক্ষুরাদিবহিরিন্দ্রিয়ৈরপি সাধকঃ তং শ্রীশ্যামসুন্দরং পশ্যতীতি "এব" কারস্যার্থঃ। তস্মাৎ প্রত্যঙ্ঙ্পি শ্রীগোবিন্দদেবো ভক্তিলভ্যঃ, ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥২৪॥

দেবগণও এই রূপের দর্শনের নিত্যই কামনা করে। এই বাক্য বিশ্বরূপ প্রসংশা বাচক হইলে দ্বিরুক্তি হয়, অপর এই বিরাট্ রূপ মানুষরূপ নহে, এই বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ নহে অতএব শ্রীকৃষ্ণই অনন্য ভক্তির দ্বারাই গ্রহনীয়।

শঙ্কা ঃ—যদি শ্রীকৃষ্ণের মানুষরূপই নিজস্বরূপ তাহা হইলে শ্রীঅর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদানের অভিপ্রায় কি ?

সমাধান ঃ—এই স্থলের অভিপ্রায় এই—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন এই একান্ত ভাবে মাধুর্য্যানুভবকারী নিজ নয়নের দ্বারা যুগপৎ প্রকাশিত সহস্র সূর্য্য সদৃশ সহস্র মস্তকাদিযুক্ত বিশ্বরূপ আমাকে দর্শন করিতে তুমি পারিবে না, অতএব তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, যে প্রকার আমি নিজেকে অতিপ্রভাবাপন্ন প্রকাশ করিব, তোমার নয়নও সেই প্রকার হউক ইহাই ভাবার্থ। সেই দিব্যচক্ষুর দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরীক যোগ দর্শন কর, এইস্থলে শ্রীঅর্জুনকে দিব্যচক্ষু মাত্রই প্রদান করিয়াছেন কিন্তু দিব্য মন প্রদান করেন নাই, সেই প্রকার মন প্রদান করিলে শ্রীঅর্জুনের বিশ্বরূপে রুচি হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। অতএব অতি প্রভাবের দ্বারা সংক্রান্ত সহস্রশির্ষা রূপ হইলে পরে সেই প্রকার প্রভাব সংক্রান্তা দৃষ্টি গ্রহণ করা যুক্তি যুক্তই হইয়াছে। কিন্তু অতি সৌন্দর্য্য লাবণ্যনিধি নরাকৃতি কৃষ্ণানুভাবিনী দৃষ্টি বিশ্বরূপের গ্রাহিণী নহে এই প্রকার চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহস্রশির্ষা হইলে সহস্রশির্ষাবৎ অর্জুনের চক্ষু দুইটি তাদৃশ রূপগ্রাহী তেজস্বরূপেই সংক্রান্ত করিয়াছিলেন ইহা মানিতে হইবে।

অতএব বিশ্বরূপাদি সকল শ্রীকৃষ্ণের অধীন হওয়া হেতু তাঁহারই শ্রেষ্টতা ইহাই ভাবার্থ। সুতরাং সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তিভাব বিভাবিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বেদ্য জানা যায়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—যাঁহাকে পারমহংস্য পথের দ্বারা লাভ করা যায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা আহলাদে পরিপ্লুতান্তঃকরণ হর্ষ পূর্ণ শরীর প্রেমভরে অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া শ্রীভগবানের পদাম্বজে নমস্কার করিলেন। শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য। অতএব সম্যক ভক্তির দ্বারাই শ্রীহরি গ্রাহ্য হয়েন ইহা সিদ্ধ হইল। চক্ষুরাদি ইন্দিয় সকল ভক্তি ভাবিত হইলেন তাহার দ্বারা তিনি অনুভূত হয়েন, সুতরাং তাদৃশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেববেদ্য। যদি বলেন—তাহা হইলে মনসৈব এই বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—এবমিতি। এই প্রকার হইলে পরে "এব" কার অযোগ ব্যবচ্ছেদী হইবে। অর্থাৎ সেই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না এমন নহে কিন্তু পাওয়া যায়, মনের

॥ওঁ॥ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১১/২৫॥

"নেত্যনুবর্ত্ততে" (৩/২/৯/১৯) প্রকাশো বহ্নিঃ স যথা সূক্ষ্মরূপেণাব্যক্তঃ, স্থূলরূপেণ তু দৃশ্যতে, এবমীশ্বর ইতি চেন্ন। কুতঃ ? অগ্নিবৎ সৌক্ষ্ম্য স্থৌল্যবিশেষাভাবাৎ। "অস্থূলমণণ্বহ্রস্বম্" (বৃ০ ৩/৮/৮) ইতি শ্রুতেঃ। "স্থূলসূক্ষ্মবিশেষোঽত্র ন কশ্চিৎ পরমেশ্বরে। সর্বত্রৈব প্রকাশোঽসৌ সর্বরূপেষ্বজো যতঃ" (গারুড়ে) ইতি স্মৃতেশ্চ ॥২৫॥

অথ শ্রীভগবদাবির্ভাবে শঙ্কামুত্থাপ্য সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণঃ–"প্রকাশবৎ" ইতি। ননু–প্রকাশঃ–বহ্নির্যথা সূক্ষ্মরূপেণাদৃশ্যঃ স্থূলরূপেন দৃশ্যো ভবতি, তথা শ্রীহরিরপি সূক্ষ্মরূপেণ মানসপ্রত্যক্ষঃ, স্থূলরূপেন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষো ভবতীতি চেন্ন–অবৈশেষ্যাৎ, পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য তথা বিশেষাভাবাদিতি। "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্ত্বম্" (৩/২/৯/২২) ইতি সূত্রাৎ মণ্ডুকপ্লুতিন্যায়েন "ন" কারোঽনুবর্ত্ততে।

প্রকাশবদিতি চেন্ন ইতি। ভাষ্যন্তু স্পষ্টমেব। অথ শ্রীভগবতঃ প্রকাশবৎবিশেষাভাবত্বং বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যেন প্রমাণয়তি–"অস্থূলম্" ইতি। গার্গী পিচ্ছতি–কিং তদক্ষরং যদ্ ব্রহ্মাবিদো ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি ? উত্তরয়তি যাজ্ঞবল্ক্যঃ–অস্থূলম্, মহদাদিসংঘাতরহিতম্, অস্তুতর্হি অণুঃ ? তদপি ন কিন্তু–অনণুঃ, অণুপরিমাণাভাববান্। হ্রস্বাদিরহিতঃ।

দ্বারা পাওয়া যায় অপর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যে কালে ভক্তিভাব বিভাবিত হয় সেই কালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারাও সাধক সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করেন, ইহাই এব কারের অর্থ। অযোগব্যবচ্ছেদী অন্যের যোগকে ব্যবচ্ছেদ করে না। অতএব প্রত্যাঙ্সবর্বব্যাপক হইলেও শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তি লভ্য হয়েন ইহাই ভাষ্যার্থ ॥২৪॥

অনন্তর শ্রীভগবদাবির্ভাব বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–প্রকাশেতি। প্রকাশের ন্যায় বিশেষের অভাব হেতু। অর্থাৎ যদি বলেন–প্রকাশ বহ্নি যেমন সূক্ষ্মরূপে অদৃশ্য, স্থূলরূপে দৃশ্য হয় সেইরূপ শ্রীহরিও সূক্ষ্মরূপে মানস প্রত্যক্ষ হয়েন, এবং স্থূলরূপে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়েন। এই প্রকার বলিতে পারেন না, কেন ? অবৈশেষ্যাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দবেদের সেই প্রকার বিশেষের অভাব হেতু। পূর্ব্বসূত্র হইত "ন" কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, অম্বুবৎ এই সূত্র হইইতে মণ্ডুকপ্লুতিন্যায়ে ন কারেরর অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। "প্রকাশবাদিতিচেন্ন" ইতি। প্রকাশ বহ্নি সে যে প্রকার সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত, স্থূলরূপে কিন্তু দেখা যায়, এই প্রকার ঈশ্বরও হয়েন, এই প্রকার বলিবেন না কেন ? শ্রীগোবিন্দদেবের অগ্নির সমান সৌক্ষ্ম্য স্থৌল্যবিশেষের অভাবহেতু।

অনন্তর শ্রীভগবানের প্রকাশবৎ বিশেষাভাবত্ব বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন–অস্থূলমিতি। তিনি অস্থূল অনণু অহ্রস্ব, অর্থাৎ গার্গী প্রশ্ন করিলেন–সেই অক্ষর কি ? যাহা ব্রহ্মবিৎ

ননু সম্যগ্‌ভক্ত্যা সাক্ষাৎকৃতিরনুপপন্না । তদ্বৎস্বপি তদদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ--

॥ওঁ॥ প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১১/২৬॥

শঙ্কাচ্ছেদায় "চ" শব্দ । তদ্ধ্যাননির্ম্মিতে কর্ম্মণি অর্চ্চনাদিকেঽভ্যাসাত্তৎ প্রকাশো

তথাচ–প্রাকৃতস্থূলসূক্ষ্মাদি অবয়ববিশেষাভাববান্, দিব্যাপ্রাকৃতশ্চিন্ময়বিগ্রহঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শ্রীভক্তিভাববিভাবিতচক্ষুষা গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৩৩, অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ–মাদ্যং পুরাণ পুরুষং নবযৌবনঞ্চ । বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্ম ভক্তৌ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতি প্রমাণমাহঃ–স্থূলমিতি । অত্রপরমেশ্বরে শ্রীগোবিন্দদেব কশ্চিৎ স্থূল সূক্ষ্মবিশেষো ন বিদ্যতে, যতঃ অসৌ অজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকাশ এব । তথাচ–স্থূল সূক্ষ্মাদিবিশেষবিরহ সর্বত্র সম প্রকাশস্বরূপ এব শ্রীগোবিন্দদেবঃ ॥২৫॥

অথ ভক্ত্যা শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–ননু ইতি । তথাচ–সম্যগ্ ভক্তিবিশিষ্টেষু অপি জনেষু শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারাভাব বীক্ষণাদিতি । এতচ্চাগ্রে ব্যক্তী ভাবি–(৩/৩/২৫/৫৩) অথ শ্রীভগবতঃ সম্যগ্ ভক্ত্যা সাক্ষাৎকৃতির্ভবতি ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–প্রকাশশ্চেতি ।

ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন ? মহর্ষিযাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন–তাহা অস্থূল মহদাদি সংঘাত রহিত, তাহা অণু হউক ? তাহাও নহে কিন্তু অনণু অণুপরিমাণের অভাব যুক্ত, অহ্রস্ব হ্রস্বাদিরহিত, অর্থাৎ প্রাকৃত স্থূল সূক্ষ্মাদি অবয়ব বিশেষ অভাববান দিব্যাপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীভক্তিভাব বিভাবিত চক্ষুর্দ্বারা গ্রাহ্য হইাই অর্থ ।

এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে–যিনি অদ্বৈত অচ্যুত অনাদি আদ্য পুরাণ পুরুষ যাঁহার অনন্ত রূপ ও নবীন যৌবন, যিনি বেদোক্ত কর্ম্মমার্গে দুর্ল্লভ, কিন্ত আত্ম ভক্তিতে অদুর্ল্লভ সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করি । এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন–স্থূলমিতি । এই শ্রীপরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবে কোন প্রকার স্থূল সূক্ষ্মবিশেষ বিদ্যমান নাই, যেহেতু তিনি অজ শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকাশ স্বরূপ হয়েন, এই প্রকার স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত আছে । অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মাদি বিশেষ রহিত সর্ব্বত্র সমান প্রকাশ স্বরূপ এই শ্রীগোবিন্দদেব ॥২৫॥

অনন্তর ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার বিষয়ে শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি । যদি বলেন সম্যক্ ভক্তি ভক্তিমান গণেরও শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার উপপন্ন হয় না, কারণ ভক্তি মানবগণেরও শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎ কার দেখা যায় না । অর্থাৎ সম্যকভক্তি বিশিষ্ট মানবেও শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের অভাব দেখা যায়, অগ্রে তাহা স্পষ্ট করা হইবে । এই প্রকার আশঙ্কা করিলে শ্রীভগবানের সম্যক্ ভক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ কৃতি হয় ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–প্রকাশেতি। কর্ম্মের অভ্যাসহেতু প্রকাশ হয়েন । অর্থাৎ সাধকের কর্ম্মে মানসিকেও অর্চ্চনাদিতে অভ্যাসহেতু তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ হয় ইহাই অর্থ । সূত্রস্থ চকারের অর্থ শঙ্কাচ্ছেদন করা । শ্রীভগবানের

ভবেদেব । "ধ্যান নির্ম্মানাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ" (ব্রহ্মউ০-১৮/শ্বে০ ১/১৪) ইতি ব্রহ্মোপনিষদাদিষু তথা দর্শনাৎ । অভ্যাসেন স্নেহতামাপদ্যতে, ততো দর্শনম্ । যত্তু "ন তমারাধয়িত্বাপি কশ্চিদ্ব্যক্তি করিষ্যতি । নিত্যাব্যক্তো যতো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ (ব্র০ বৈ০ পু০) ইত্যত্র তু স্নেহবিহীনমারাধনং বোধ্যম্ ॥২৬॥

সাধকস্য কর্ম্মণি মানসিকেঽর্চ্চনাদৌ অভ্যাসাৎ, তস্য হৃদি শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশো" ভবতীত্যর্থঃ । সূত্রস্থ "চ" কারস্যার্থমাহ ঃ–শঙ্কা ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–শ্রীভগবদ্ধ্যানভক্তিবিশেষাভ্যাসাৎ, শ্রবণ কীর্ত্তনাদ্যভ্যাসাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশো ভবেদেব । অথ শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যভ্যাসে বিশুদ্ধচিত্তে তস্য প্রকাশে প্রমাণমাহ ঃ–ধ্যানেতি ।

শ্রীগোবিন্দদেবস্য ধ্যানস্য যন্নির্ম্মথনং শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণাদীনামভ্যাসং তস্মাদভ্যাসাৎ পুনঃ পুনরনুশীলনাৎ, দেবং গোপলীলং শ্রীগোবিন্দদেবং ভক্তো নিগূঢ়বৎ পশ্যেৎ, নিগূঢ়বদিতি–স ভক্ত এব পশ্যতি, ন তু তদভ্যাসরহিতঃ কোঽপি অন্য ইতি । অথ ধ্যানাভ্যাসাত্তৎ প্রাপ্তি ঃ–তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/১৮২, মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং সদা ।
পরে বাঙ্‌মনসাইগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥ টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাম্–মানসেন ইত্যত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তকথা চ যথা–প্রতিষ্ঠানপুরে কশ্চিদ্‌বিপ্র আসীৎ, স চ দরিদ্রোঽপি কর্ম্মাধীনমাত্মানং মন্যমানঃ

ধ্যান নির্ম্মিত কর্ম্মে অর্চ্চনাদিতে অভ্যাসহেতু তাঁহার প্রকাশ হইবেই । অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধ্যান ভক্তি বিশেষের অভ্যাসহেতু শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অভ্যাস বশতঃ শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ অবশ্যই হইবে ।

অনন্তর শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অভ্যাসে বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ বিষয়ে প্রমান বলিতেছেন–ধ্যানেতি । ধ্যানানির্ম্মথনের আভাসহেতু দেবকে নিগূঢ়বৎ দর্শন করে ইত্যাদি ব্রহ্মোপনিষৎ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দেখা যায় । অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের ধ্যানের যে নির্ম্মথন শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদির অভ্যাস সেই অভ্যাস বারম্বার অনুশীলন হেতু দেব গোপলীল শ্রীগোবিন্দদেবকে ভক্ত নিগূঢ়বৎ দর্শন করে, অর্থাৎ সেই ভক্তই দর্শন করে কিন্তু ধ্যানাদি অভ্যাস রহিত কেহ দর্শন করে না ।

ধ্যানের অভ্যাসহেতু শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে–অপর কেহ মানসোপচারের দ্বারা শ্রীহরিকে সর্বদা পরিচার্য্যা করিয়া বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদের টীকা এই প্রকার–মানসের দ্বারা এইস্থলে শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একট কথা আছে–প্রতিষ্ঠানপুরে কোন একজন ব্রাহ্মণছিলেন তিনি অতিশয় দরিদ্র হইলেও নিজেকে কর্ম্মাধীন মনে করিয়া শান্ত ছিলেন, সেই সরল বুদ্ধি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিলেন, সেই ধর্ম্ম সকল মনের দ্বারা আচরণ করিলেও সিদ্ধ হয় এই প্রকার শ্রবণ করত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই প্রকার আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, অনন্তর গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাপন করত শান্তমতি হইয়া একান্ত স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া, প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম পূর্ববর্ক স্থীর হইয়া মনের দ্বারাই

শান্ত এবাসীৎ, স তু সরল বুদ্ধিঃ কদাচিদ্‌বিপ্রেন্দ্রাণাং সদসি বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ শুশ্রাব । তে চ ধর্ম্মা মনসাপি সিদ্ধ্যন্তীতি শ্রুত্বা দরিদ্রঃ স্বয়ং তথৈবাচরিতুমারব্ধবান্ ।

ততশ্চ গোদাবরী স্নানপূর্ব্বকং নিত্যকর্ম্মসামাপ্য শান্তমতির্ভূত্বা বিবিক্তাসনঃ প্রাণায়ামাদিকর্ম্মপূর্ব্বকং স্থিবীভূয় মনসৈবাভিমতাং শ্রীহরিমূর্ত্তিং স্থাপয়িত্বা স্বয়ং দুকূলাদিকং পরিধায় তাং প্রণম্য দৃঢ়ং পরিকরঃ বদ্ধা তৎসদনং সর্ম্মার্জ্য, রাজত–সৌবর্ণঘটেঃ সবের্বষাং গঙ্গাদিতীর্থানাং জলমাহৃত্য তথা নানাপরিচর্য্যাদ্রব্যাণ্যুপানীয় তদীয়ং স্নপনাদিকমারাত্রিকান্তং মহারাজোপচারং সমাপ্য চ দিনং সুখাতিশয়মাপ্নুবন্নাসীৎ ।

তদেবং বহুষু কালেষু গতেষু কদাচিৎ মনসৈব সঘৃতং পরমান্নং নির্ম্মায় সৈবর্ণপাত্রেণ তদ্‌ভোজনার্থমুখাপ্যস্থিতঃ, তপ্ততয়া স্ফুরিতে তস্মিন্ প্রবিষ্টমুঙ্গলদ্বয়ং দগ্ধং প্রতীয়ন "হন্ত তদিদংদুষ্টংজাতম্" ইতি দুঃখেন তদ্বিত্বা সমাধিভঙ্গেঽপি জাতে দগ্ধাঙ্গুষ্ঠতয়া বহিরপি পীড়িতো বভূব । তদবধারয় বৈকুণ্ঠে সুমপবিষ্টেন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেন হসতা শ্রীপ্রভৃতিভিস্তৎ কারণং পৃষ্টেন চ স তা তং স্বনিকটং বিমানেন আনয়ামাসে । তথাবিধতয়া দর্শয়ামাসে স্বনিকটে যোগ্যতয়া স্থাপয়ামাসে চ ইতি । ইতি ।

ননু–অভ্যাসেন কিং সেৎস্যতি ? ইত্যপেক্ষয়া মাহঃ–অভ্যাসেন স্নেহতামাপদ্যতে ; ততঃ শ্রীভগবদ্দর্শনং ভবতি । তথাচ–সপরিকরয়া সাধন ভক্ত্যা ন শ্রীগোবিন্দদেবস্য দর্শনং কিন্ত ভক্তস্য যোগ্যতা প্রতিপাদনমেব, কিন্ত স্নেহরূপয়া প্রেমভক্ত্যা তস্য দর্শনমিতি ।

ননু–শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণবাক্যেণ তস্যারাধনেনাপি দর্শনাভাবং নিরূপ্যতে ? তদাহ :–"যত্তু" ইতি । কশ্চিৎ সাধকঃ তং পরমেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং আরধয়িত্বাপি ন ব্যক্তী-প্রত্যক্ষী করিষ্যতি ; এবং কুতঃ?

নিজের মনোভিলষিত শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, স্বয়ং ক্ষৌন বসন পরিধান করত শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া দৃঢ় পরিকর বদ্ধ করত শ্রীমন্দির মার্জ্জনা পূর্ব্বক রৌপ্য ও সুবর্ণ ঘটে গঙ্গাদি সকল তীর্থের জল আহরণ করিয়া সেই প্রকার নানারূপ পরিচর্য্যার দ্রব্য আনয়ন করিয়া তাঁহার স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া আরাত্রিক পর্য্যন্ত মহারাজোপচরের পূজা সমাপন করিয়া প্রতিদিন সাতিশয় সুখ লাভ করিয়াছিলেন । এইভাবে বহুকাল গত হইলে কোন একদিন মনের দ্বারাই সঘৃত পরমান্ন নির্মাণ করিয়া সুবর্ণ পাত্রের দ্বারা শ্রীহরির ভোজনের নিমিত্ত উঠাইয়া রাখিলেন, সেই পরমান্ন তপ্ত আছে কি ? এই প্রকার মনে হইলে তাহাতে প্রবিষ্ট দুইটি অঙ্গুলি দগ্ধ প্রতীতি হইলে "হায়" ! হায় !! এই পরমান্ন প্রভুর ভোগের অযোগ্য হইল, এই প্রকার অতি দুঃখে তাহা পরিত্যাগ করিলে সমাধি ভঙ্গ হইলে পরে দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠহেতু বহিঃ অঙ্গুষ্ঠেও পীড়া যুক্ত হইলেন । তাহা অবধারণ করত বৈকুণ্ঠে সমুপাবিষ্ট শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ হাসিয়া উঠিলেন, শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্রাহ্মণকে বিমানের দ্বারা আনয়ন করিলেন, সেই অঙ্গুলি দগ্ধরূপে দর্শন করাইলেন, তাহার সেবা যোগ্যতা হেতু নিজের নিকটে স্থাপন করিলেন । যদি বলেন–অভ্যাসের দ্বারা কি সিদ্ধ হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–অভ্যাসে নেতি । অভ্যাসের দ্বারা স্নেহতা প্রাপ্ত হয় তাহার পর শ্রীভগবানের দর্শন হয়, অর্থাৎ সপরিকর সাধন ভক্তির দ্বারা

ননু প্রত্যঙ্‌ঙীশ্বরস্তস্য পুনরভিব্যক্তিরিতীদমভিধানং বিরুদ্ধম্ । সাক্ষাৎকার সাধনোক্তি বৈয়র্থ্যাৎ প্রত্যক্ত্বপ্রহানাচ্চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥ওঁ॥ ৩/২/১১/২৭॥

অতঃ প্রত্যক্ত্বে ধ্যাতৃগোচরত্বে চ প্রমাণলাভাদনন্তেনাপরিচ্ছিন্নেন প্রতীচাপি ভগবতা

তত্রাহ–যতঃ ইতি, যতঃ পরমাত্মা দেবঃ সনাতনঃ নিত্যাব্যক্তঃ, তস্মাত্তস্য কেনাপি সাধনেন ব্যক্তাভাব ইতি বাক্যার্থঃ । অত্র সমাধানমাহুঃ–"ইত্যত্র" ইতি । ইদমারাধনন্তু স্নেহবিহীনং বোধ্যম্, স্নেহবিহীনং আসক্তিবিহীনং, সম্বন্ধরহিতং বা, শ্রীভগবৎসম্বন্ধবিহীনমারাধনং স্বর্গাদ্যর্থমিতি বোধ্যম্ । তস্মাৎ সম্বন্ধযুক্তয়া–অর্চ্চনাদিকয়া আরাধনেন অবশ্যমেব শ্রীশ্যামসুন্দরো দর্শনং প্রদদাতীতি সূত্রভাষ্যকারয়োরভিমতম্ ॥২৬॥

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রত্যগ্‌রূপত্বে পুনঃ শঙ্কা মবতারয়ন্তি–"ননু" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–যদি ঈশ্বরঃ প্রত্যঙ্ ভবতি, তদা তস্য সাক্ষাৎকার সাধনোক্তি ব্যর্থমেব, তস্য সর্বত্র ব্যাপকত্বাৎ । যদি চ তস্যাভিব্যক্তি র্ভবতি, তদা প্রত্যক্ত্বপ্রহানিঃ, তস্মাদ্‌বিরুদ্ধাভিধানমিদমিতি । অস্যা বিরুদ্ধাভিধানাশঙ্কায়াঃ সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অতঃ" ইতি ।

অতঃ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাদিভক্তিসাধনানুষ্ঠানেন স্বচ্ছহৃদয়ায় স্বভক্তায় দর্শনং দদাতি ইতি হেতোঃ, প্রত্যক্ত্বে––সর্ব্বব্যাপকত্বে, ধ্যাতৃগোচরত্বেন চ প্রমাণলাভাৎ অনন্তেন অপরিচ্ছিন্নেন ভাব্যম্ ; ইদং

শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শন হয় না, কিন্তু ভক্তের যোগ্যতা সম্পাদন করে, অপর স্নেহরূপ প্রেমভক্তির দ্বারা তাঁহার দর্শন হয় ।

যদি বলেন–শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণবাক্যে তাঁহার আরাধনার দ্বারাও দর্শনের অভাব নিরূপণ করিতেছেন–যত্বিতি । কেহ বলেন–কোন সাধক সেই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে আরাধনা করিয়াও ব্যক্তী প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে না, ইহা কি প্রকারে হয় ? তাহা বলিতেছেন–যেহতু পরমাত্মা দেব সনাতন নিত্য অব্যক্ত, অতএব কোন সাধনের দ্বারাও তাঁহার ব্যক্তের অভাব দেখা যায় ইয়াই বাক্যার্থ। এই বাক্যের সমাধান বলিতেছেন–এইস্থলে কিন্তু স্নেহবিহীন আরাধনা বুঝিতে হইবে, স্নেহ বিহীন আসক্তি বিহীন অথবা সম্বন্ধ বিহীন, শ্রীভগবানে সম্বন্ধ বিহীন আরাধনা স্বর্গাদির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। অতএব সম্বন্ধ যুক্ত অর্চ্চনা বা আরাধনার দ্বারা অবশ্যই শ্রীশ্যামসুন্দর দর্শন প্রদান করেন, ইহাই সূত্রকার ও শ্রীভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিমত ॥২৬॥

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের প্রত্যগ্‌রূপত্বে পুনঃ শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন–নন্বিতি । প্রত্যক্ ঈশ্বর পুনরায় তাঁহার অভিব্যক্তি হয় এই প্রকার অভিহিত করা বিরুদ্ধ হয়, সাক্ষাৎকার সাধনোক্তির ব্যর্থতাপত্তি এবং প্রত্যক্‌তা প্রহাণহেতু । অর্থাৎ যদি ঈশ্বর প্রত্যক্ সর্ব্বব্যাপক হয় তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার সাধন সকল বৃথা হইবে, কারণ তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক আছেন । যদিও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয় তবে সর্ব্বব্যাপকতা প্রহানি হয়, সুতরাং এই প্রকার কথন বিরুদ্ধ হইতেছে । এই প্রকার

ভক্তি প্রসন্নেন স্বভক্তেষু স্বস্বরূপমভিব্যজ্যতে নিজাচিন্ত্যকৃপাশক্তিযোগাদিতি স্বীকার্য্যম্ ।

ইদংকুতঃ ? তত্রাহ তথেতি । "বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" (গো০ তা০ উ০-৯৯) ইত্যথর্বশ্রুতিলিঙ্গাদিত্যর্থঃ । কৃপায়ৈব ভজৎসু ব্যক্তিঃ, "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজ শক্তিতঃ । তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতংপ্রভুম্" (নারায়ণাধ্যাত্মে) ইতি স্মৃতেঃ । স্বয়ঞ্চাপ্যেতদভিব্যঞ্জিতম্–

কুতঃ ? তথাহি লিঙ্গম্, স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তিপুতহৃদয়ে আবির্ভাব সিদ্ধমিতি । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ।

প্রতীচাপীতি–অত্র প্রত্যক্ত্বপরেশস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ ভক্তেরপি তদ্বৎ প্রত্যক্ত্বেন ভাব্যম্ ; ততঃ তস্যা ভক্তেঃ কথং মুমুক্ষুজন-করণ গ্রাহ্যত্বমিতি শঙ্ক্যতে চেৎ, উচ্যতে–তাদৃগপি সা শ্রীভগবন্নিষ্ঠাবিশেষমহিম্না তদ্‌ভিন্নতয়াবভাতা সৎপ্রসঙ্গানুগতাতর্ক্য–ভগবদিচ্ছয়া "তপ্তায়ঃপিণ্ডঃ" ন্যায়েন মুমুক্ষুজনকরণান্যাত্মসাৎ কৃত্বা তেষু ভক্তেষু তং শ্রীশ্যামসুন্দরং প্রকাশয়তি, ইতি দ্বিবিধবাক্যবলাৎ শক্যতেঽভিধাতুমিতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/২৫/২৫, সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ । তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ইদং কুতঃ ? তত্রাহ– "তথা" ইতি ।

অথ শ্রুতি প্রমাণেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তিব্যজ্যত্বং প্রমাণয়ন্তি–"বিজ্ঞানঘনঃ" ইতি । বিজ্ঞানঘনঃ ইতি–প্রাক্ ব্যাখ্যাতম্–(৩/২/৮/১৭) সচ্চিদানন্দৈকরসে–শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরাখ্য স্বরূপশক্তি বৃত্তী ভূত-

---

বিরুদ্ধাবিধান শঙ্কার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন–অত ইতি । অতএব অনন্তের দ্বারাই সমাধান হয়, ইহা শ্রুতি সিদ্ধ । অর্থাৎ অতঃ শ্রীনামসংকীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হৃদয় নিজ ভক্তকে দর্শন প্রদান করেন এইহেতু প্রত্যক্ত্বে সর্ব্বব্যাপকত্বেও ধ্যানকারী ভক্তগণের লোচন গোচর হয়েন এই প্রমাণ প্রাপ্ত হেতু তাঁহাকে অনন্ত অপরিচ্ছিন্নরূপেই ভাবিতে হইবে । ইহা কি প্রকারে হয়? তাহা শ্রুতি সিদ্ধ, স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তিপুত হৃদয়ে আবির্ভাব হওয়া সিদ্ধ হয় । অতএব প্রত্যক্ত্বে এবং ধ্যাতৃগোচরত্ববিষয়ে প্রমাণ লাভ হেতু, অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্ব ব্যাপক শ্রীভগবান ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া নিজ ভক্ত সকলে স্বস্বরূপকে অভিব্যক্ত করেন, এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের নিজ অচিন্ত্য কৃপাশক্তি যোগহেতু স্বীকার করিতে হইবে ।

শঙ্কা :–প্রতীচা–এই স্থলে প্রত্যক্ পরেশ শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ শক্তিবৃত্তি হওয়া হেতু ভক্তির ও সেই প্রকার প্রত্যক্ হওয়া উচিত, সুতরাং সেই ভক্তির মুমুক্ষুজনের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা কি প্রকার হয়?

সমাধান :–এই শঙ্কার সমাধান বলিতেছেন–সেই ভক্তি প্রত্যক্‌রূপা হইয়াও শ্রীভগবন্নিষ্ঠা বিশেষ মহিমার দ্বারা শ্রীভগবান ইহাতে ভিন্নরূপে অবভাত হইয়া সৎপ্রসঙ্গানুগত অতর্ক্য শ্রীভগবদিচ্ছা দ্বারা "তপ্তায়ঃ পিণ্ডঃ" ন্যায়ে মুমুক্ষু জনের ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মসাৎ করিয়া সেই ভক্ত হৃদয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরকে

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তেমামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্" (গী০-৭/২৪) ইতি। প্রেম্না গোচরেঽপি প্রত্যক্ত্বং ন হীয়তে, তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। প্রেমবিহীনেষু ত্বাভাসরূপেনৈব ব্যক্তিঃ, "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" (গী-৭/২৫) ইতি তদুক্তেঃ। অতএব পরমানন্দাদিরূপস্য তস্য দারুণত্বাদিনাবভাসঃ। তথাচ প্রেমেতরকরণাগ্রাহ্যত্বমেব প্রত্যক্ত্বম্ ॥২৭॥

হলাদিন্যাদিসারাত্মকে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি—প্রকাশতে, তথাহি শ্রীভাগবতে—১/৭/৪, ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ শ্রীতৃতীয়ে চ –৯/১১, "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎ সরোজ-আস্সে" ইতি।

ননু বিজ্ঞানানন্দস্বরূপস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য জনেষু কথমভিব্যক্তিঃ ? তত্রাহঃ—কৃপয়ৈব ইতি। শ্রীভগবৎকৃপয়া এব তস্য ভজৎসু সাধকেষু ব্যক্তিঃ—প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ভগবান্ নিত্যাব্যক্তঃ অপি নিজশক্তিতঃ ঈক্ষতে ; ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ নিত্যাব্যক্তোঽপি সর্ব্বব্যাপকোঽপি, পরমদুর্ল্লভোঽপি নিজশক্তিতঃ—স্বীয়াবিচিন্ত্যাসাধারণ কারুণ্যাৎ ইক্ষতে, দর্শনং দদাতি। তাং স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপাং ভক্তিং ঋতে বিনা কো জনঃ পরমাত্মানং শ্রীগোবিন্দদেবং প্রভুং সর্বনিয়ামকং অমিতং সর্ববিধোপমারোহিতং দেবং পশ্যেতাম্, ন কোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ তদ্দর্শনে তৎকৃপৈব মূলমিতি। তথাহি শ্রীমহাভারতে—শান্তিপর্বণি নারায়ণীয়ে—৩৩৬/১২,—প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ।

প্রকাশিত করে, সুতরাং অভিব্যক্তি ও ধ্যানানুষ্ঠান এই দুই প্রকার বাক্য বলে এই প্রকার বলিতে সমর্থ হইবেন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান কহিলেন সাধুগণের প্রসঙ্গ হইতে আমার যশঃসংযুক্ত হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা হয়, তাহা শ্রবণ করিলে অপবর্গবর্ত্ম শ্রীকৃষ্ণে শীঘ্রই শ্রদ্ধা রতি ভক্তি ক্রমশঃ হয়। ইহা কি প্রকারে হয় ? তাহা বলিতেছেন—তথেতি। অনন্তর শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তি ব্যজ্যতা প্রমাণিত করিতেছেন—বিজ্ঞানেতি। বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেব সচ্চিদানন্দ একরস ভক্তিযোগে অবস্থান করেন, এই প্রকার অথবর্ব শ্রুতি লিঙ্গহেতু ইহাই অর্থ। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দেতি—শ্রীগোবিন্দদেবের পরাখ্য স্বরূপশক্তিবৃত্তি ভূত আহলাদিন্যাদি সারত্মাকে ভক্তিযোগে প্রকাশিত হয়েন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগের দ্বারা সম্যক্ ধ্যানযুক্ত অমল মনে পূর্ণ পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিলেন ও অপাশ্রয়া মায়াকেও দেখিলেন। পুনঃ শ্রীতৃতীয়ে—আপনি ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃদয় সরোজে অবস্থান করেন। যদি বলেন—বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের মানব মধ্যে কি প্রকারে অভিব্যক্তি হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—কৃপয়ৈবেতি। কৃপার দ্বারাই তিনি ভক্তজনে ব্যক্তি প্রকাশ, শ্রীভগবৎ কৃপার দ্বারাই তাঁহার ভজনকারী সাধকবৃন্দে প্রকাশ হয় ইহাই অর্থ। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে বর্ণিত আছে—ভগবান নিত্য অব্যক্ত হইলেও নিজ শক্তি হইতেই দেখা যায়, অর্থাৎ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব নিত্য অব্যক্ত হইলেও সর্ব্বব্যাপক পরম দুর্ল্লভ

সাক্ষাত্তংদর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽহন্যেন কেনচিৎ ॥ তত্রৈব–নারায়ণীয়ে–৩৩৬/২০, ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্ব্বা বৃহস্পতে ! । যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ইতি । স্বয়মিতি–শ্রীভগবতা পার্থসারথিনা স্বকথিতাসু শ্রীগীতাসু এতৎ প্রকাশিতমিত্যর্থঃ–অব্যক্তমিতি–

অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ং অনুত্তমং পরং ভাবং অজানন্তঃ অব্যক্তং মাং ব্যক্তিং আপন্নং মন্যন্তে ইত্যন্বয়ঃ । অত্র টীকা চ শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তিপাদানাম্–দেবতান্তর ভক্তানামল্পমেধসাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং, বেদাদিসমস্তশাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্ত্বং ন জানন্তি । অথাপি তে দেব পাদাম্বুজদ্বয়–প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি । জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ (ভাঃ ১০/১৪/২৯) ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তম্ ।

অতো মদ্‌ভক্তান্ বিনা মত্তত্ত্বজ্ঞানে সর্বত্র বা অল্পবুদ্ধয় ইত্যাহ–অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেব গৃহে জন্ম প্রাপ্তং নির্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে । মায়িকাকারস্যৈব "দৃশ্যত্বাৎ" ইতি ভাবঃ । যতো মম পরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপ জন্ম কর্ম্মলীলাদিকমজানন্তঃ । ভাবং কীদৃশং ? অব্যয়ং নিত্যম্, অনুত্তমম্-সর্বেৎকৃষ্টম্ । ইতি ।

তথাচ–ভগবদ্‌বহির্ম্মুখাঃ কুবুদ্ধিবিজৃম্ভিতজনা দেবক্যাং বসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা সঞ্জাতমিতররাজপুত্র তুল্যং শ্রীভগবন্তং মনান্তে, "মদ্‌ভক্তিহীনাস্তে মম স্বরূপ-গুণ-জন্ম-লীলাদিলক্ষণভাবং মায়াদিতঃ পরং, নিত্যং সর্ব্বোত্তমং ন স্বীকুর্বন্তি, কিন্তু সাধারণ মানববন্মায়িকমনিত্যঞ্চ গৃহ্যন্তে ইত্যর্থঃ।

ননু–মুমুক্ষুকরণৈর্গৃহ্যমানস্য শ্রীভগতঃ কথং প্রত্যক্ত্বং স্বীকুর্ম্মহে ? অত্রোত্তরমাহুঃ–"প্রেম্না" ইতি ।

হইলেও নিজ শক্তি স্বীয় অবিচিন্ত্য অসাধারণ কারুণ্য বশতঃ দর্শন প্রদান করেন । তাহা বিনা পরমাত্মা প্রভু অমিতকে কে দেখিতে পারে ? সেই স্বরূপশক্তি বৃত্তিরূপা ভক্তি বিনা কোন ব্যক্তি অমিত সর্ব্ব প্রকার উপমারহিত প্রভু সর্ব্বনিয়ামক দেব ক্রীড়াশীল পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিতে পারে ? কেহই পারে না, অতএব তাঁহার দর্শনে তাঁহার কৃপাই মূল কারণ হয় । এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–ভগবান দেব দেব সনাতন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করাইয়াছিলেন যাহা অন্য কেহই দর্শন পায় না । পুনঃ হে বৃহস্পতে ! সেই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি এবং আমরা দর্শন করিতে সমর্থ হইব না, তিনি যাহাকে কৃপা করেন সেই তাঁহাকে দেখিতে পায় । স্বয়ং তাহা অভিব্যঞ্জিত করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান পার্থ সারথি নিজ কথিত শ্রীগীতাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন–অব্যক্তমিতি । বুদ্ধি রহিত মানবগণ আমার অব্যয় অনুত্তম পরং ভাব না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত হইয়াছি মনে করে ।

এই শ্লোকের শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তীপাদের টীকা–অন্য দেবতাগণের ভক্ত অল্পবুদ্ধি মানববৃন্দের কথা দূরে অবস্থান করুক, বেদাদি শকল শাস্ত্র পারদর্শী ও আমার তত্ত্ব জানে না, হে দেব ! এই প্রকার হইলেও আপনার শ্রীপাদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদ লেশের দ্বারা অনুগৃহীত হইলেই আপনার তত্ত্ব জানিতে পারে, অন্য কোনজন চিরকাল অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারে না ইহা ব্রহ্মাও আমার প্রতি বলিয়াছিলেন ।

স্পষ্টম্ । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/৪/১, সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ । ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে । তথাহি শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদাঃ–(ভ০ র০ সি০ টী০–১/৩/১) হলাদিনী নাম্নী মহাশক্তিঃ, তদীয়সারবৃত্তিসমবেত–তৎসারাংশত্বমেবেত্যবগন্তব্যম্ ; তয়োঃ সমবেতয়োঃ, সারত্বঞ্চ তৎনিত্যপ্রিয়–জনাধিষ্ঠানক–তদীয়ানুকূল্যেচ্ছাময়পরমবৃত্তিত্বম্" ইতি । তস্মাৎ সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রেম্না গোচরত্বেঽপি প্রত্যক্ত্বং ন ব্যাহন্যতে । ন হি চক্ষুঃ প্রকাশগ্রাহ্যস্য সূর্য্যস্য প্রকাশাভাবত্বমিস্তি । তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধু।

ননু–শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাকট্যাবসরে বিদুষামবিদুষাং সর্বেষাং মানবানাং তদ্দর্শনং ভবতি ; তৎ কথং তস্য মুমুক্ষুকরণৈকগ্রাহ্যত্বমুক্তম্ ? ইতি চেতত্তত্রাহুঃ–"প্রেমবিহীনেষু" ইতি । তৎ শ্রীমুখবাক্যেন স্পষ্টয়ন্তি–নাহমিতি ।

অহং যোগমায়া সমাবৃতঃ সর্বস্য প্রকাশো ন ভবামীত্যর্থঃ । ব্যাখ্যা চ–শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদানাম্–ননু–ভক্তা ইব অভক্তাশ্চ ত্বাং প্রত্যক্ষীকুর্বন্তি, প্রসাদাদেব ভজৎস্বভিব্যক্তিরিতি কথং ? তত্রাহ–নাহমিতি । ভক্তানামেবাহং নিত্যবিজ্ঞান সুখঘনোঽহনন্তকল্যাণ-গুনকর্মা প্রকাশোঽভিব্যক্তঃ ; ন তু সর্বেষামভক্তানামপি । যদহং যোগমায়য়া----সমাচ্ছন্নপরিসরইত্যর্থঃ । ইতি । অতএব তদ্‌বিমুখেষু অসুরেষু, তথা অসুরভাবাবিষ্টেষু চ তস্য কারুণ্যঘনবিগ্রহস্য পরমানন্দাদিরূপস্য দারুণত্বাদিনাবভাসঃ । তথাহি শ্রীদশমে–৪৩/১৭, মল্লানামশনিঃ–মৃত্যু র্ভোজপতেবির্বরাডবিদুষাম্" ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সংরাধনাধিকরণস্য সঙ্গতি-প্রকারমাহ ঃ–"তথাচ" ইতি । অতঃ তস্য প্রেমকরণৈকগ্রাহ্যত্বং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

সুতরাং আমার ভক্তগণ বিনা আমার তত্ত্বজ্ঞানে অথবা সর্বত্র শাস্ত্রাদিতে অল্পবুদ্ধি যুক্ত তাহা বলিতেছেন–অব্যক্ত প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই আমাকে মায়িকাকারত্বরূপেই ব্যক্তি বসুদেব গৃহে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা বুদ্ধিহীনগণ মনে করে, কারণ মায়িক আকারই দেখা যায় এই প্রকার তাহাদের হৃদয়ের ভাব । যে হেতু আমার পরংভাব মায়াতীত স্বরূপ জন্মকর্ম লীলাদিক না জানিয়া । ভাব কি প্রকার ? অব্যয় নিত্য অনুত্তম সর্বোকৃষ্ট । অর্থাৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখ কুবুদ্ধি বিজৃম্ভিত মানবগণ শ্রীদেবকী গর্ভে বসুদেব হইতে সত্ত্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা জাত, অন্যরাজপুত্রতুল্য শ্রীভগবানকে মনে করে, আমার ভক্তিহীন জন তাহারা আমার স্বরূপগুণ জন্মলীলাদি লক্ষণ ভাব মায়া প্রভৃতি হইতে পর পৃথক নিত্য সর্বোত্তম স্বীকার করে না, কিন্তু সাধারণ মায়িক মানবৎ অনিত্যরূপে গ্রহণ করে ইহাই অর্থ ।

যদি বলেন–মুমুক্ষুগণের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমান শ্রীভগবানের কি প্রকারে প্রত্যক্ত্ব সর্বব্যাপকত্ব স্বীকার করিব ? তাহা উত্তর বলিতেছেন–প্রেম্নেতি । শ্রীভগবান প্রেমের দ্বারা, গোচর প্রকট হইলেও তাঁহার প্রত্যক্ত্বার হানি হয় না, কারণ সেই প্রেম স্বরূপশক্তির বৃত্তি হয় । প্রেম বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–যে ভাব ভক্তি প্রাথমিক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সাতিশয় চিত্তের আদ্রতা সম্পাদন করে এবং প্রগাঢ়মমতা প্রদান করে ও পরমানন্দের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন কতরেন । এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদ বর্ণনা করিয়াছেন–হলাদিনী নামে

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপম্ গোবিন্দমাদিপুরুষংতমহংভজামি ॥ (৩৮) তস্মাৎ সপরিকর শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তিবিশুদ্ধকরণেষু স্বয়মেব স্ফুর্ত্তির্ভবতীতি, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ-১/২/২৩৪, অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ তথাচ-প্রত্যক্ত্বেঽপি ভক্তিলভ্য "শ্রীগোবিন্দদেবঃ" ইত্যধিকরণার্থঃ। ভক্তিভাববিভাবিতকরণৈর্গৃহ্যতে হরিঃ। অভক্তজন-দুর্বোধ্যো যতোঽসৌ ভক্তবৎসলঃ ॥২৭॥

ইতি সংরাধনাধিকরণং একাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১১॥

মহাশক্তি তদীয় সার বৃত্তি সমবেত তৎসারাশংত্বই বুঝিতে হইবে, তাহাদের সমবেতের সারাংশতা তাঁহার নিত্য প্রিয়জনগনে অধিষ্ঠান করে এবং তদীয় আনুকূল্য ইচ্ছাময় পরম শ্রেষ্ঠবৃত্তিরূপা হয়। অতএব সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের প্রেমের দ্বারা ভক্তের নিকটে প্রকাশ হওয়া প্রত্যক্ত্বার হানি হয় না। যেমন চক্ষুর প্রকাশক সূর্য্যের প্রকাশকাভাব বিদ্যমান আছে।

যদি বলেন-শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাট্যকালে বিদ্বান ও অবিদ্বান সকল মানবগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়? তবে কি প্রকারে তাঁহার মুমুক্ষুগণের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হয়, ইহা বলিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন-প্রেমেতি। প্রেমবিহীন জনগনের মধ্যে তাঁহার আভাস রূপেই অভিব্যক্তি হয়। তাহা শ্রীমুখ বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন নাহমিতি। আমি যোগমায়া সমাবৃত সকলের নিকট প্রকাশ হই না, এই অংশের শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদের এই ব্যাখ্যা-যদি বলেন-ভক্তের ন্যায় অভক্তগণও আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার কৃপায় ভক্তগণের মধ্যে আপনার অভিব্যক্তি হয়, ইহা কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন-নাহমিতি।

ভক্তগণের নিকটেই আমি নিত্য বিজ্ঞান সুখঘন অনন্তকল্যানগুণ কর্ম্মযুক্ত প্রকাশ বা অভিব্যক্ত হই, কিন্তু অভক্তগণের নিকটে হই না, যেহেতু আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন পরিসর, আমার পরিসর বা বিস্তার যোগমায়া কর্ত্তৃক সমাবৃত আছে ইহাই অর্থ অতএব পরমানন্দ স্বরূপ সেই গোবিন্দদেবের দারুণত্বাদিরূপে অনুভব হয়, অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ অসুর গণেরমধ্যে এবং অসুরভাববিশিষ্ট মানবগণের মধ্যে কারুণ্য ঘনবিগ্রহ পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের দারুন ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ হয়। এই শ্রীদশমে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণ চানুরাদি মল্লগণের নিকটে ব্রজসদৃশ, ভোজপতি কংসের নিকটে মৃত্যু এবং ভক্তিহীনগণের নিকটে বিরাটরূপে প্রতিভাত হইলেন।

সঙ্গতি ঃ-অনন্তর সংরাধনাধিকরণের সঙ্গতি বলিতেছেন-তথাচেতি। অর্থাৎ প্রেমভিন্ন করণের অগ্রাহ্যই প্রত্যক্, অর্থাৎ সর্বব্যাপক, এই কারণেই শ্রীগোবিন্দদেবের প্রেমকরনৈক গ্রাহ্যতা শ্রীব্রহ্মাসংহিতায় বর্ণন করিয়াছেন-যে অচিন্ত্যগুণ স্বরূপযুক্ত শ্রীশ্যামসুন্দরকে সাধুগণ প্রেমাঞ্জন সংযুক্ত ভক্তি নয়নের দ্বারা হৃদয় মধ্যে সদৈব অবলোকন করেন সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। অতএব সপরিকর শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তি বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকলে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে-অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হয় না, সেবা করিতে

১২॥ অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ।

অথ স্বরূপাদ্‌গুণানামভেদঃ প্রতিপাদ্যতে । ভেদেহি তস্মাত্তেষাংগৌণ্যাৎ ভক্তেরপি তৎ স্যাৎ, নচৈবমস্তি, তেষু তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ ।

১২॥ "অহি-কুণ্ডলাধিকরণম্"

যথা সর্পাদভিন্নংহি কুণ্ডলং চ তথা হরেঃ ।
ভক্তবাৎসল্য-সৌন্দর্য্য-গুণাদি র্ন চ ভিন্নভাক্ ॥

তত্র সংরাধনাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রেমগোচরত্বং প্রতিপাদিতম্, তত্র--আনন্দত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্যত্ব-ভক্তবশ্যত্বাদয়ো গুণাঃ শ্রূয়ন্তে, তে পরব্রহ্মণঃ--শ্রীগোবিন্দদেবাৎ ভিন্নাঃ ? অভিন্নাঃ "বা" ইতি সংশয়ে উভয়াবভাসিত্বং প্রতিপাদয়িতুং "অহিকুণ্ডলাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ । অথেতি স্পষ্টম্ ।

উন্মুখ হইলে সাধকের জিহবাদিতে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন । অতএব প্রত্যক্ সর্ব্বব্যাপক হইলেও শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তি লভ্য হয়েন ইহা অধিকরণার্থ । শ্রীহরিকে ভক্তিভাববিভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তিনি অভক্তজনেরদুর্ব্বোধ্য যেহেতু এই শ্রীশ্যামসুন্দর ভক্তবৎসল হয়েন ॥২৭॥

এই প্রকার সংরাধনাধিকরণ একাদশ সম্পূর্ণ ॥১১॥

১২॥ "অহিকুণ্ডলাধিকরণ"

অনন্তর অহিকুণ্ডলাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । যে প্রকার সর্প হইতে সর্পের কুণ্ডলী ভিন্ন নহে, সেই প্রকার শ্রীহরির ভক্তবাৎসল্য সৌন্দর্য্যাদি গুণবৃন্দ তাহা হইতে পৃথক্ ননে । পূর্ব্বে সংরাধনাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রেমগোচরতা প্রতিপাদন করিয়াছেন--তন্মধ্যে আনন্দত্ব সার্ব্বজ্ঞত্ব ভক্তবশ্যত্বাদি গুণ সকল শ্রবণ করা যায়, সেই গুণবৃন্দ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে ভিন্ন ? অথবা অভিন্ন ? এই সন্দেহে উভয়াবভাসিতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অহিকুণ্ডলাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল ।

অনন্তর শ্রীভগবৎ স্বরূপ হইতে গুণ সকলের অভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, স্বরূপের ও গুণের ভেদ হইলে স্বরূপ হইতে গুণবৃন্দের গৌণতা হেতু ভক্তির ও গৌণতা হইবে । অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তিলভ্যতা নিরূপন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ভক্তিলভ্য হউন, গুণাত্মাক না হউন, কেন ? গুণবৃন্দের তাহা হইতে ভেদ অনুভবহেতু, কারণ ভক্তি কোথায় করিতে হইবে ? আত্মাতে ? অথবা গুণ সকলে ? নাদ্য আত্মাতে ভক্তি হইবে না, যেহেতু গুণসকলকে উদ্দেশ্য করিয়াই ভক্তির প্রতীতি হয় । অর্থাৎ গুণবানেই ভক্তি হয়, আত্মা নির্গুণহেতু ভক্তি করা যুক্তিসঙ্গত নহে, অতএব আত্মাতে ভক্তি করা উচিত নহে । নান্য--গুণে ভক্তি করা সম্ভব নহে, কারণ আত্মা হইতে গুণ সকলের উপসৃষ্ট হইলেতাহাদের গৌণতা হইবে, এতএব গুণ সকলে ভক্তি গৌণই হইবে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের ফল কি ? তাহা বলিতেছেন--নচেতি ।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ০-৩/৯/২৮) "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" (মু০-১/১/৯) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈ০-২/৯/১) ইত্যাদীনি বাক্যানি শ্রুয়ন্তে ।

পূর্বত্র শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তিলভ্যত্বং নিরূপিতম্, তস্মাদ্ ভক্তিলভ্যত্বমস্তু, গুণাত্মকত্বন্তু মাভূৎ ; কুতঃ ? গুণানাং তস্মাদ্ ভেদানুভবাৎ । তথাচ–কুত্র ভক্তিঃ করণীয়া ? আত্মনি ? তদ্গুণেষু বা ? নাদ্যঃ–গুণাণেবোদ্দিশ্য তস্যাঃ প্রতীতেঃ । তথাচ–গুণবতি এব ভক্তির্ভবতি, তস্য নির্গুণত্বাৎ তদযুক্তমেব, তস্মাদাত্মনি ভক্তির্ন করণীয়া । নান্ত্যঃ–আত্মোপসৃষ্টেষু তেষু গুণেষু ভক্তেরনুদয়াৎ ।

তথাচ–আত্মনঃ গুণানাং উপসৃষ্টত্বে, তেষাং গৌণত্বং স্যাৎ, তস্মাৎ তেষু ভক্তির্গৌণী এব ভবেৎ। তথাত্বে কিমায়াতম্ ? তত্রাহ :–ন চ এবমস্তি, শ্রীগোবিন্দদেবাৎ গুণানাং ভিন্নত্বং ; ভক্তেতর্গণত্বঞ্চ নাস্তীত্যর্থঃ । "তেষু" ইতি স্পষ্টম্ । তথাচ–শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিগুণেষু এব ভক্তেঃ প্রধানতয়ানুভবাৎ, যদি শ্রীগোবিন্দদেবে সার্বজ্ঞ্য-সার্বৈশ্বর্য্য-কারুণ্যাদয়ো গুণা ন স্যুঃ তর্হি কোঽপি তং ন ভজেদিতি তদ্গুণানাং প্রাধান্যতয়া ধ্যেয়ত্বস্য স্ফুরণাদিতি ।

বিষয় :–অথ গুণগুণিনোরদ্বৈতেন ভক্তিঃ কার্য্যা ইতি সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়িতুং অহিকুণ্ডলাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–বিজ্ঞানমিতি । বিজ্ঞানং–জ্ঞানঘনবিগ্রহম্ ; আনন্দং–আনন্দময়চিদ্ বিগ্রহং ব্রহ্ম-পর ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং ভজনীয়মিত্যর্থঃ । "যঃ" ইতি । যঃ সর্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্বজ্ঞঃ-সামান্যরূপেণ

এই প্রকার নহে, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে গুণগণের ভিন্নতা, ভক্তির গৌণতা নাই ইহাই অর্থ। গুণ সকলেই ভক্তি প্রধানরূপেই অনুভব হয় । অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণসকলেই ভক্তির প্রধানরূপেই অনুভব হয়, যদি শ্রীগোবিন্দদেবে সারর্বজ্ঞ সার্বৈর্শ্বর্য্য কারুণ্যাদিগুণবৃন্দ না থাকে তাহা হইলে কেহই তাহাকে ভজনা করিবে না, সুতরাং তাঁহার গুণ সকলের প্রধান্যতাহেতু ধ্যেয়ত্বের স্ফুরণ হয় ।

বিষয় :–অথ গুণ ও গুণীর অদ্বৈত ভাবেই ভক্তি করিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অহিকুণ্ডলাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–বিজ্ঞানমিতি । বিজ্ঞান আনন্দময় ব্রহ্ম অর্থাৎ বিজ্ঞান ঘনবিগ্রহ, আনন্দময় চিদ্বিগ্রহ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজন করিতে হইবে ইহাই অর্থ । যিনি সবর্বজ্ঞ ও সবর্ববিৎ, অর্থাৎ যে সবের্বশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব সবর্বজ্ঞ, সামান্যরূপে সকল জানেন, সর্ববিধ–যিনি বিশেষরূপে সকল জানেন, অতএব শ্রীগোবিন্দদেবই সবর্বজ্ঞ ও সবর্ববিৎ । ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দস্বরূপ জানিয়া বিশেষরূপে অবগত হইয়া সাধক কোথাও ভয় করে না । ইত্যাদি বাক্য সকল শ্রবণ করা যায় । অতএব শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত আছে–বিশ্বরূপকে নমস্কার, বিশ্বের স্থিতি ও অন্তেরহেতুকে নমস্কার, বিশ্বেরশ্বরকে বিশ্বকে গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার, বিজ্ঞানরূপকে নমস্কার পরমানন্দরূপকে নমস্কার । অতএব সবর্বজ্ঞ্যাদিগুণগণালঙ্কৃত সবর্বসৌন্দর্য্য সন্নিবেশ দিব্যবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজন করা কর্ত্তব্য ইহাই বিয়যবাক্যার্থ এই প্রকার

তত্র সংশয় ঃ–ভজনীয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দো ? জ্ঞানানন্দিবেতি । দ্বিবিধবাক্যদৃষ্টেরনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে–

সর্বং জানাতীতি । সর্ববিৎ–বিশেষরূপেণসর্বং জানাতীতি সর্ববিৎ । তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ চ । আনন্দমিতি–ব্রহ্মণঃ–পরব্রহ্মণঃ–শ্রীগোবিন্দদেবস্য আনন্দস্বরূপং বিদ্বান্ বিশেষরূপেণ জ্ঞাত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি । তস্মাৎ শ্রীগোপালতাপন্যাম্–পূ০ ৪৭, ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে ॥ ইতি । অতঃ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণগণালঙ্কৃত-সর্বসৌন্দর্য্যসন্নিবেশদিব্যবিগ্রহ-শ্রীগোবিন্দদেবং ভজনীয়মিতি ॥ বিষয়বাক্যার্থঃ" ইতি বিষয় বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–তত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয় ঃ–ভজনীমিতি । ভজনীয়ং ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং জ্ঞানানন্দঃ ? স্বপ্রকাশানন্দাত্মকম্ ? অথবা–জ্ঞানানন্দি ? স্বপ্রকাশানন্দধর্ম্মকমিতি । ইতি সংশয় বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–অথ পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–"দ্বিবিধঃ" ইতি । প্রকটার্থম্ । দ্বিবিধ-ইতি-গুণপ্রতিপাদকপরম্; নির্গুণঞ্চ । তথাহি–"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বৃ০ ৩/৯/২৮, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" মু০ ১/১/৯, "অনন্তকল্যাগগুণাত্মকোঽসৌ" "নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রঃ" শ্রীভাগবতে চ–১/১৬/২৯, এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ । শ্রীএকাদশে চ–১১/১৩/৪০, মাং ভজন্তিগুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্ ॥ ইতি । ইতি সগুণ প্রতিপাদকানি বাক্যানি । তথাচ বৃহদারণ্যকে–৪/৫/১৫, যত্র হি

বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ–সেই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–ভজনীয়ামিতি । ভজনীয় ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ? জ্ঞানানন্দী স্বরূপ হয়েন ? অর্থাৎ ভজনীয় ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদে জ্ঞানানন্দ স্বপ্রকাশানন্দাত্মক ? অথবা জ্ঞানানন্দী স্বপ্রকাশানন্দ ধর্ম্মক হয়েন ? এই প্রকার সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ–অনন্তর পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন–দ্বিবিধেতি । দ্বিবিধ বাক্য দর্শন হেতু নির্ণয়ের অভাব হইবে । অর্থাৎ দুই প্রকার ব্যক্য দেখা যায় প্রথম গুণপ্রতিপাদক পর, দ্বিতীয় নির্গুণ প্রতিপাদক । যেমন বিজ্ঞান স্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম । যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ । এই শ্রীগোবিন্দদেব অনন্তকল্যাণগুণাত্মক । তিনি সর্বদোষ রহিত গুণপূর্ণ বিগ্রহ এবং আত্মতন্ত্র হয়েন । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–পূর্বে কথিত এবং অন্যান্য নিত্য মহগুণ সকল যে গুণ পাত্র শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান আছে। পুনঃ শ্রীএকাদশে আছে–আমি প্রাকৃত গুণ রহিত নিরপেক্ষক দিব্যগুণ সকল আমাকে উপাসনা করে, ইত্যাদি সগুণ প্রতিপাদক বাক্য সকল পুনঃ বৃহদরণ্যকে–যেস্থানে দ্বৈতের ন্যায় দেখা যায়, তথায় ইতর ইতরকে দর্শন করে যে স্থলে সকল আত্মাই হইয়া যায় সেস্থলে কাহাকে দর্শন করিবে ? নিষ্কল কলা অংশাদিরহিত, নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিন্দাদিরহিত, নিরঞ্জন । ছান্দোগ্যে–যেস্থলে অন্য দর্শন করে না, অন্য শ্রবণ করে না, অন্য জানে না সেই ভূমা, ইত্যাদি নির্গুণ প্রতিপাদক বাক্য দেখা যায়, অতএব দুই প্রকার বাক্য বিদ্যমানহেতু নির্ণয়ের অভাব হউক, এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

॥ওঁ॥ উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১২/২৮॥

জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানানন্দো ধর্ম্মত্বেন, মন্তব্যঃ, অহিকুণ্ডলবৎ । কুণ্ডলাত্মনোঽপ্যহের্যথা কুণ্ডলং বিশেষণত্বেন মন্যতে তদ্বৎ ।

কুত এতত্তত্রাহ-উভয়েতি । উক্তশ্রুতিষূভয়াভিধানাদিত্যর্থঃ । 'তু' শব্দেন

দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥ শ্বেতাশ্বতরে চ–৬/১৯, নিষ্কলংনিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৭/২৪/১, যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্‌বিজানাতি স ভূমা" ইত্যাদিনির্গুণপ্রতিপাদকানি বাক্যানি । তস্মাদ্‌দ্বিবিধবাক্যদর্শনাৎ নির্ণয়াভাব ইতি–পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে পাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–উভয়েতি পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বপ্রকাশানন্দাত্মকত্বং স্বপ্রকাশানন্দধর্ম্মকত্বং শ্রুতিষু উভয়ব্যপদেশাৎ–উভয়বিধকথনাৎ যথোক্তপ্রকারমেব মন্তব্যম্, অত্র দৃষ্টান্তমাহ–অহিকুণ্ডলবদিতি । জ্ঞানানন্দেতি স্মষ্টম্ ।

তদ্‌বদিতি–যথাহেঃ সংস্থিতিবিশেষঃ কুণ্ডলং ততো নাতিরিচ্যতে তথা বিগ্রহাদাত্মনঃ সার্বশ্বর্য্য-সার্বজ্ঞ্যাদিকমপি নাতিরিচ্যতে । ননু এবং কুতঃ ? অবিচিন্ত্যত্বাদবিচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি । তথাচ–অবিচিন্ত্যশক্তিসত্ত্বাদ্ তাদৃশস্বরূপবত্ত্বেন তাদৃশগুণবত্ত্বেন চ শ্রীভগবানিত্থং ভক্তেষু ভাতীতি । ননু-দ্বিবিধবাক্যলাভাৎ বিকল্পোঽস্তু, তথাহি মীমাংসাপরিভাষায়াম্–(২/৯৯), এবং "অতিরাত্রে ষোড়শিনং

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–উভয়েতি । শ্রুতি শাস্ত্রে উভয়প্রকার ব্যপদেশহেতু অহিকুণ্ডলবৎ মানিতে হইবে । অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্রকাশানন্দাত্মকতা, স্বপ্রকাশানন্দধর্ম্মতা শ্রুতিশাস্ত্রে উভবিধ কথন হেতু যথোক্ত প্রকারই মানিতে হইবে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–অহিকুণ্ডলবৎ । জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দ ধর্ম্মত্বরূপে স্বীকার করিতে হইবে, অহিকুণ্ডলবৎ, সর্প কুণ্ডলাত্মক হইলেও সেই সর্পের যেমন কুণ্ডলটি বিশেষণ হয় সেই প্রকার ।

ইহা কি প্রকারে হয় ? তাহা বলিতেছেন–উভয়েতি। অর্থাৎ তদ্বৎ–যে প্রকার অহির অবস্থান বিশেষ কুণ্ডল অহি হইতে অন্য কিছু নহে, সেই প্রকার বিগ্রহ স্বরূপ আত্মার সাবৈর্বশ্বর্য্য সাবর্বজ্ঞ্যাদিগুণগণও অন্য কিছুই নহে । যদি বলেন–এই প্রকার কেন হয় ? অবিচিন্ত্য হেতু হয়, অর্থাৎ অবিচিন্ত্য শক্তিময়হেতু তাহা হয়, অবিচিন্ত্য শক্তিময়হেতু তাদৃশ স্বরূপযুক্ত এবং তাদৃশ গুণযুক্ত হইয়া শ্রীভগবান ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হয়েন ।

শঙ্কা ঃ–আমারা বলিব দ্বিবিধ বাক্য লাভহেতু বিকল্প হউক, এই বিষয়ে মীমাংপরিভাষায় বর্ণিত আছে–অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিতেছেন, এই প্রকার ষোড়শীগ্রহণে বিধি দেখা যায় । এবং অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিতেছেন না এই প্রকার নিষেধহেতু গ্রহণের অভাব দেখা যায় । এই প্রকার

শ্রুত্যেকগম্যতা দর্শিতা । অবিচিন্ত্যত্বাদিত্থং ভাতি । ন চ দ্বিবিধবাক্যোপলম্ভাৎ পাক্ষিকং স্বরূপম্, ন বা স্বগতভেদবদিতি॥২৮॥

গৃহ্নাতি” ইতি ষোড়শিগ্রহো বিহিতঃ

তথা “নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্নাতি” ইতি প্রতিষেধাৎ গ্রহণাভাবো বিহিতঃ। তয়োর্গ্রহণাগ্রহণয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োরেকস্মিন্ প্রয়োগেঽনুষ্ঠাতুমশক্যত্বাৎ ক্বচিৎ প্রয়োগে গ্রহণানুষ্ঠানম্, প্রয়োগান্তরে তদভাবানুষ্ঠানমিতি তত্রাপি বিকল্পঃ” ইতি ক্বচিন্নির্গুণং ব্রহ্ম, ক্বচিৎসগুণঞ্চেতি ।

ইত্যত্রাহ :–নচেতি । তথাহি সিদ্ধান্তরত্নে–৪/৫, “নাচোভয়বিধবাক্যাবলোকাদ্‌বিকল্পঃ, কদাচিৎ সগুণং ব্রহ্ম কদাচিত্তু নির্গুণমিতিবাচ্যম্ ; সিদ্ধে বস্তুনি বিকল্পাভাবাৎ। নহি বহ্নিরুষ্ণঃ, কদাচিত্তু শীত ইতি শক্যমভিধাতুম্ । অনুষ্ঠানে তু সাধ্যে স স্যাৎ । “ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণাভ্যামতিরাত্রবৎ, উদিতানুদিতহোমবচ্চ” ইতি ।

তস্মাৎ সিদ্ধেবস্তুনি পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে বিকল্পলেশ শঙ্কাপি নাস্তীত্যর্থঃ । ননু–মাস্ত বিকল্পঃ, স্বগতভেদস্ত অবশ্যস্বীকার্য্যঃ, যথা করচরণাদের্ভেদোঽস্তি, তথা ব্রহ্মণোঽপি “গুণগুণিনোর্ভেদমবশ্যং স্বীকার্য্যমিতি চেৎ তত্রাহ :–ন বা” ইতি । তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সার্বজ্ঞ-সার্বৈশ্বর্য্য-ভক্তবাৎসল্যাদিগুণানাং ভেদাভাবাৎ তস্মিন্ ভক্তিঃ কার্য্যা ইতি ভাষ্যর্থঃ ॥২৮॥

পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রহণ ও অগ্রহণের মধ্যে একটি প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থহেতু কোন সময় প্রয়োগে গ্রহণানুষ্ঠান, এবং প্রয়োগান্তরে তাহার অভাবের অনুষ্ঠান এই প্রকার তথায় বিকল্প দেখা যায়, সেই প্রকার এইস্থলেও বিকল্প হইবে, অর্থাৎ কোন স্থলে নির্গুণ ব্রহ্ম, এবং স্থানবিশেষে সগুণ ব্রহ্ম হইবে।

সমাধান :–উত্তরে বলিতেছেন–নচেতি । দ্বিবিধ বাক্য উপলম্ভহেতু ব্রহ্মের পাক্ষিক স্বরূপ হইবে না । এই বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে–যদি বলেন–উভয় প্রকার বাক্য অবলোকন হেতু বিকল্প হইবে, কোন কালে সগুণব্রহ্ম, কোল কালে বা নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহা বলিতে পারেন না, যেহেতু সিদ্ধবস্তুতে কোন প্রকার বিকল্প হয় না । বহ্নি উষ্ণ হয়, এবং কালে তাহা শীতল ও হয়, এই বলিতে পারিবেন না । অনুষ্ঠান বিষয়ে সাধ্য হইলে বিকল্প হইবে, যেমন অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ এবং অগ্রহণ, উদিত হোম অনুদিত হোমের ন্যায় ।

অতএব সিদ্ধবস্তু শ্রীগোবিন্দদেবে বিকল্পে শেষ শঙ্কাও নাই ইহাই অর্থ । যদি বলেন–বিকল্প না হউক, স্বগত ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেমন মানবদেহে কর চরণাদি ভেদ সেই প্রকার ব্রহ্মেরও গুণ তথা গুণীর ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য । তদুত্তরে বলিতেছেন–নবেতি । করচরণাদি ভেদের ন্যায় স্বগতভেদও অস্বীকার্য্য । এতবএ শ্রীগোবিন্দদেবের সার্বজ্ঞ সার্বৈশ্বর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদিগুণগণের ভেদের অভাবহেতু তাহাতে ভক্তি করিতে হইবে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥২৮॥

॥ওঁ॥ প্রকাশাশ্রয় বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১২/২৯॥

ব্রহ্মণঃ তেজস্ত্বাচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা স্যাৎ । প্রকাশাত্মা রবির্যথা প্রকাশাশ্রয়ো ভবতি, এবং জ্ঞানাত্মা হরির্জ্ঞানাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাবিরোধি, তিমিরবিরোধি চ বস্তু তেজঃ কথ্যতে ॥২৯॥

অথ দৃষ্টান্তান্তরং প্রকাশয়ন্ সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :—"প্রকাশ" ইতি । অথবা প্রকাশাত্মা সূর্য্যো যথা প্রকাশস্যাশ্রয়োঽপি ভবেৎ, এবং বিজ্ঞানাত্মা শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানাদেরাশ্রয়োঽপি ভবতীতি । এবং কুতঃ ? তেজস্ত্বাদিত্যর্থঃ । পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরম প্রকাশরূপত্বাদিতর্থঃ । তথাহি তৈত্তিরীয়োপনিষদি—৩/১০/৭, "সুবর্ণজ্যোতি" । শ্বেতাশ্বতরে—চ—৬/১৪ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদংবিভাতি ।

শ্রীদশমে চ—৫১/৩৫, তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ । হতৌযসো মহাভাগ । মাননীয়োঽসি দেহিনাম্ ॥ তস্মাৎ তস্য পরমতেজস্বরূপত্বাৎ সূর্য্যেণ সহ দৃষ্টান্তসঙ্গতিরিতি । স্যাদেতৎ তথাপি—প্রকৃতে কিমায়াতম্ ? তত্রাহ :—"অবিদ্যা" ইতি । তথাচ—প্রাকততেজস্বরূপঃ সূর্য্যঃ সাধারণান্ধকারং বিনাশয়তি ;

দিব্যাপ্রাকৃতকোটিসূর্য্যপ্রকাশকঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বপ্রভয়া অবিদ্যারূপঘনান্ধাকারং সমূলমুন্মূলয়তি ইতি বাক্যার্থঃ । তথাহি শ্রভাগবতে—১/১/১, "ধাম্না স্বেনসদানিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমমহি" তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধু ॥২৯॥

অনন্তর অন্য দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—প্রকাশেতি। প্রকাশ ও আশ্রয়বৎ বুঝিতে হইবে, যেহেতু তিনি পরমজ্যোতিঃস্বরূপ । অর্থাৎ অথবা প্রকাশাত্মা সূর্য্য যে প্রকার প্রকাশের আশ্রয়ও হয়, সেই প্রকার বিজ্ঞানাত্মা শ্রীভগবান বিজ্ঞানাদির আশ্রয়ও হয়েন, ইহা কি প্রকারে হয় ? তেজস্ত্বহেতু ইহাই অর্থ । পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব পরম প্রকাশ স্বরূপ হয়েন । ব্রহ্ম তেজস্ত্বহেতু চৈতন্যস্বরূপহেতু প্রকাশ ও তাহার আশ্রয়ের সমান বুঝিতে হইবে । প্রকাশাত্মা সূর্য্য যেমন প্রকাশের আশ্রয় হয়, এই প্রকার জ্ঞানাত্মা শ্রীহরি জ্ঞানের আশ্রয় হয়েন ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—তিনি সুবর্ণ জ্যোতি স্বরূপ । শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মের প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়, তাঁহার দীপ্তির দ্বারা সর্ব্বজগৎ প্রদীপ্ত হয় । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—শ্রীমুচকুন্দ কহিলেন—হে মহাভাগ ! আপনার অবিসহ্য তেজের দ্বারা আমার মনোবল বিনষ্ট হইয়াছে, আপনাকে বারম্বার দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না, আপনি সর্ব্বদেহধারীর মাননীয় হয়েন ।

অতএব শ্রীগোবিন্দদেব পরমতেজ স্বরূপ হওয়া হেতু সূর্য্যের সহিত দৃষ্টান্ত প্রদান করা সঙ্গতই হইয়াছে । তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের কি হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—অবিদ্যেতি । অবিদ্যাবিরোধি, এবং তিমির অন্ধকার বিরোধি বস্তুকে তেজ বলা হয় । অর্থাৎ প্রাকৃত

॥ওঁ॥ পূর্ববদ্বা ॥ওঁ॥ ৩/২/১২/৩০॥

যথা "পূর্বঃ কালঃ" ইত্যেক এবাবচ্ছেদ্যোঽবচ্ছেদকশ্চ প্রতীয়তে, তদ্বৎ জ্ঞানানন্দোঽর্থো ধর্ম্মো ধর্ম্মী চ প্রত্যেতব্যঃ ।

"আনন্দেন ত্বভিন্নেন ব্যবহারঃ প্রকাশবৎ । পূর্ববদ্বা যথা কালঃ স্বাবচ্ছেদকতাং ব্রজেৎ" ইতি (ব্রাহ্মে) যথোত্তরং দৃষ্টান্তাঃ সূক্ষ্মাঃ ॥৩০॥

অথান্যদৃষ্টান্তেন ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য–উভয়াবভাসিত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "পূর্ববদ্ বা ইতি । যথা "পূর্বঃ কালঃ" ইত্যুক্তে এক এব কালোঽবচ্ছেদ্যোঽবচ্ছেদশ্চ প্রতীয়তে, তথা সর্বপ্রকাশকস্য পুরাণপুরুষস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্যাপি ধর্ম্মো ধর্ম্মী ইতি প্রত্যেতব্যঃ, তথাচ–একএবাখণ্ডো মহান্ কালঃ, পূর্ব্বঃ, পরঃ, অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যদাদি ব্যবহারযোগ্যো ভবেৎ, কিন্তু তস্মিন্ কালে তদ্‌বদ্বিভাগাভাবঃ, এবং প্রকৃতেঽপি জ্ঞানানন্দত্বেঽপি তস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা তথা "স্বীকর্ত্তব্যঃ" ইতি । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ।

অথ সূত্রদ্বয়ভাষ্যং সপ্রমাণং কর্ত্তুং ব্রহ্মপুরাণবাক্যমুদাহরন্তি–"আনন্দেন" ইতি । আনন্দেন– আনন্দময়বিগ্রহস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎজ্ঞানানন্দসার্ব্বজ্ঞ্য-সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদিধর্ম্ম অস্তি, তেন আনন্দেন ধর্ম্মেণাভিন্নেন ব্যবহারঃ সেব্যো ভবতি, তত্রদৃষ্টান্তমাহ–প্রকাশবদিতি । স্পষ্টম্ । যথোত্তরমিতি–"অহিকুণ্ডলবৎ" "প্রকাশাশ্রয়বৎ" "পূর্ব্ববৎ" ইতি দৃষ্টান্তঃ যথোত্তরং সূক্ষ্মাঃ বোদ্ধব্যাঃ" ইতি । তস্মাৎ স্বরূপাদ্ গুণানামভেদমিতিসিদ্ধম্ ॥৩০॥

তেজ স্বরূপ সূর্য্য সাধারন অন্ধকার বিনাশ করে, কিন্তু দিব্য অপ্রাকৃত কোটিসূর্য্য প্রকাশ শ্রীগোবিন্দদেব নিজ করুণা প্রভার দ্বারা অবিদ্যারূপ ঘন অন্ধকারকে সমূলে উন্মূলন করেন ইহাই বাক্যার্থ, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–জিনি প্রভাবের দ্বারা কুহক মায়ার প্রভাব নিরস্ত করিয়াছেন–সেই পরসত্য পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে ধ্যান করি । অতএব যথোক্তই সাধু বা সুন্দর ॥২৯॥

অথ অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের উভয়াবভাসিতা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন–পূর্বেতি । পূর্বকালের সমান । অর্থাৎ যে প্রকার পূর্ব্বকাল এই বলিলে একটিই কাল অবচ্ছেদ্য অবচ্ছেদকরূপে প্রতীতি হয়, সেই প্রকার সর্ব্বপ্রকাশক পুরাণ পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবেরও ধর্ম্ম ধর্ম্মী ভাব স্বীকার কর্ত্তব্য । অর্থাৎ–একমাত্র অখণ্ড মাহাকাল যেমন পূর্ব্বঃপর অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতৎ প্রভৃতি ব্যবহার যোগ্য হয়, কিন্তু সেই কালে পুবর্ব্বাদি বিভাগের অভাব বিদ্যমান আছে, সেই প্রকার প্রকৃতস্থলেও জ্ঞানানন্দত্বেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি বলে তাহা স্বীকার করিতে হইবে ইহাই সুত্রার্থ । যে প্রকার পূর্ব্বকাল এই একমাত্র কালই অবেচ্ছেদ্য অবেচ্ছেদ্যক ভাবে প্রতিত হয়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ অর্থও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীকে বুঝিতে হইবে ।

॥ওঁ॥ প্রতিষেধাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/২/১২/৩১॥

'চ' অবধারণে। "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" "যথোদকং দুর্গেবৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্

অথ স্বচ্ছন্দোপাত্তবিগ্রহে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তৌ আনন্দময়ে শ্রীগোবিন্দদেবে ধর্ম্ম ধর্ম্মী ইতি ভেদাজ্ঞানং নিষেধয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ-"প্রতিষেধাচ্চ" ইতি। পরব্রহ্মণি ভগবতি শ্রীশ্যামসুন্দরে গুণ-গুণিভেদাজ্ঞানং প্রতিষেধাৎ-নিষেধাদিতি। সূত্রস্থ-"চ" শব্দস্যার্থমাহঃ-অবধারণে ইতি। অথ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ তস্য গুণানাং ভেদদর্শনকারিণো ভয়মভিবদতিশ্রুতি ঃ-"মনসা" ইতি। মনসা এব ইদং আপ্তব্যম্, ইহ নানা কিঞ্চন ন অস্তি, ভক্তিভাববিভাবিত মনসা এব ইদং নরাকৃতিপরংব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবং আপ্তব্যম্, তস্য ভক্ত্যৈকলভ্যত্বাৎ।

ইহ পরমার্থপথি নানা বহুপ্রকার উপাস্য যদ্বাধ্যেয়-জ্ঞেয়াদিরূপ কিঞ্চন ন অস্তি ; কিন্তু পরমার্থরূপমেকমেব পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ইতি। যঃ ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যোঃ মৃত্যুং আপ্নোতি, ইহ ব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব যো মানবঃ, শ্রীভগবদ্‌ভক্তিবিমুখনরাধমঃ নানেব পশ্যতি শ্রীভগবৎস্বরূপস্য গুণগণস্য চ মিথো ভেদমেব জানাতি, স নরাধমঃ মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুমাপ্নোতি, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রবাহং বিন্দতি, ন কদাচিদপি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।

যথোদকমিতি-পর্বতেষু বৃষ্টমুদকং যথা দুর্গে বিধাবতি, এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্‌পশ্যান্ তান্ এব অনু বিধাবতি। তথাচ-পর্বতেষু বৃষ্টংমেঘেন সিক্তং উদকং জলং যথা দুর্গে নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি-নিপতিত, এবং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ধর্ম্মান্ সার্বজ্ঞ্য-সার্বৈশ্বর্য্য-ভক্তিবশ্যত্বাদীন্ দিব্যগুণান্ তস্মাৎ পৃথক্-

---

অনন্তর এই সূত্রদ্বয়কে প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত শ্রীব্রহ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন-আনন্দেনেতি। পরব্রহ্মের আনন্দাদির সহিত অভিন্নরূপেই ব্যবহার করিতে হইবে, যেমন প্রকাশ, পূর্ববৎ যেমন কাল, নিজেই নিজের অবচ্ছেদ্য অবচ্ছেদকতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আনন্দেন-আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবের যে জ্ঞানানন্দ সার্বজ্ঞ্য সার্বৈশ্বর্য্যাদিধর্ম আছে, সেই আনন্দাদি ধর্মের সহিত তাঁহাকে অভিন্নরূপই ব্যবহার সেব্য হয়েন, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-প্রকাশেতি। প্রকাশাদিবৎ। যথেত্তর দৃষ্টান্ত সকল সূক্ষ্ম বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অহিকুণ্ডলবৎ, প্রকাশাশ্রয়বৎ ও পূর্ববৎ এই দৃষ্টান্ত সকল উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বুঝিতে হইতবে। অতএব স্বরূপ হইতে গুণবৃন্দের অভেদ সিদ্ধ হইল॥৩০॥

অনন্তর স্বচ্ছন্দোপাত্ত বিগ্রহ বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেবে ধর্ম্ম ধর্ম্মী এই প্রকার ভেদ জ্ঞান ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিষেধ করিতেছেন-প্রতীতি। প্রতিষেধ হেতু। পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দরে গুণগুণী ভেদ জ্ঞান প্রতিষেধ নিষেধ হেতু। সূত্রস্থ চ শব্দের অর্থ বলিতেছেন-অবধারণে, গুণগুণী কোন প্রকার ভেদ নাই তাহা অবধারণ করিতে হইবে। অথ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে তাঁহার গুণবৃন্দের ভেদ দর্শন কারীর ভয় হয় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন-মনসেতি। মনের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে

পশ্যংস্তানেবানু বিধাবতি" (কঠ০-২/১/১১-১৪) ইতিকঠশ্রুতৌ ।

"নির্দ্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ ।

আনন্দমাত্রকর পাদমুখোদরাদি সর্বত্র চ স্বগতভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা" (নারদ পঞ্চ০) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ । গুণগুণিভেদনিষেধাৎ স্বরূপাৎ গুণা ন ভিদ্যন্তে ।

ভিন্নান্-পশ্যন্ বিজানন্ জনঃ শ্রীগোবিন্দবিমুখোমানবঃ তান্ প্রসিদ্ধান্ জন্ম মৃর্ত্যুন্ অনুবিধাবতি পুনঃ পুনর্বিবর্দ্দতি।

ননু—সজাতীয়ো বিজাতীয়শ্চ ভোদো মাস্তু, কিন্তু স্বগতভেদস্তু অবশ্যমেব স্বীকার্য্যমিতি চেৎ, তত্রাহ :—তন্নিরাকর্ত্তুং শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বচনমুদাহরন্তি নির্দ্দোষেতি । নির্দ্দোষঃ পূর্ণশ্চ গুণো বিগ্রহো যস্য সঃ—নির্দ্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহঃ, আত্মতন্ত্র :—স্বেতরসর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, স্বরাড়িতি । অথ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ—গুনয়োর্জাড্যং ব্যাবর্ত্তয়িতুমাহ—নিশ্চেতনাত্মশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ, শরীরং গুণাশ্চ চেতনমিত্যর্থঃ । অথ কেবলচিন্মাত্রত্বং তস্য নিরশ্যন্নাহ—আনন্দেতি, পরংব্রহ্ম শ্রীভগবতঃ কর-পাদ-মুখোদরাদিঃ আনন্দমাত্রমেব, ন তু তত্র কিমপি ভেদমস্তি, তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ম্—৩২, অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।

আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ননু—আত্মা বিগ্রহো গুণাশ্চেতি ত্রয়াণাং প্রত্যয়াৎ স্বগতভেদো দুর্নিবার ইতি চেৎ—তত্রাহ—সর্বত্রেতি দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ বিভাতোঽপি শ্রীভগবান্ স্বগতভেদশূন্য ইতি ।

হইবে, কারণ এই পথে কোন প্রকার নানাবস্তু নাই, অর্থাৎ ভক্তিভাব বিভাবিত মনের দ্বারাই এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিতে হইবে, কারণ তিনি একমাত্র ভক্তিলভ্য। এই পরমার্থ পথে নানা বহুপ্রকার উপাস্য, অথবা ধ্যেয় ব্রহ্ম জ্ঞেয়ব্রহ্মাদিরূপ কোন ভেদ নাই, কিন্তু পরমার্থ স্বরূপ একমাত্রই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হয়েন । যে মানব নানা প্রকার দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে যে মানব শ্রীভগবানের ভক্তি বিমুখ নরাধম নানা দেখে শ্রীভগবৎ স্বরূপের ও গুণগণের পরস্পর ভেদ মাত্র জানে, সেই নরাধম মৃত্যর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ প্রবাহ লাভ করে, কোন কালেও মুক্ত হয় না ইহাই অর্থ ।

যথোদকমিতি । পর্ব্বত সকলে পতিত বৃষ্টি জল যে প্রকার দূর্গে ধাবিত হয় সেই প্রকার ধর্ম্ম সকলকে পৃথক দেখিয়া তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ পর্ব্বত সকলে বৃষ্ট মেঘ কর্ত্তৃক অভিসিঞ্চিত জল যে প্রকার দূর্গে নিম্ন প্রদেশেই বিধাবিত নিপতিত হয় সেই প্রকার ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের ধর্ম্মবৃন্দ—সার্বজ্ঞ্য—সার্বৈশ্বর্য্য ভক্তিবশ্যত্বাদি দিব্য গুন সকলকে তাঁহা হইতে পৃথক ভিন্নভাবে দেখিয়া বা জানিয়া জন শ্রীগোবিন্দদেব বিমুখ মানব সেই প্রসিদ্ধি জন্ম মৃত্যুকেই অনুধাবন করে, পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয় । এই প্রকার কঠ শ্রুতি বলেন । যদি বলেন—সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ না হউক কিন্তু স্বগত ভেদ

অতএব জ্ঞানাদীনাং ধর্ম্মাণাং ভগবচ্ছব্দবাচ্যতা স্মর্য্যতে "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ" (বি০ পু০-৬/৫/৭৯) ইতি তথাচৈকস্যৈব দ্বেধা ভণিতিরম্বুবীচি বদ্বিশেষাদ্ ভবতি । এবং রসাবস্থস্য তস্য রসানন্দশ্চ স্বোল্লাস বপুরভ্যুপেয়ঃ । নিত্যশ্চৈষঃ কর্ম্মনিত্যত্ব বিনির্ণয়াৎ ।

তস্মাৎ ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে স্বজাতীয়-বিজাতীয় স্বগতাদিভেদত্রয়াণাং গন্ধোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। তথাচ–স্বপ্রকাশসুখাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবো নানা-বিশেষবিশিষ্টোঽপি ভেদত্রয়শূন্য ইত্যর্থঃ । অথ গুণগুণিনোরভেদে প্রমাণান্তরমাহুঃ–অতএব, ইত্যাদি । "স্মর্য্যতে" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ইত্যর্থঃ–জ্ঞানং–সামান্যবিশেষরূপদ্বয়ং সার্বজ্ঞ্যম্ ; শক্তি ঃ–সত্যসঙ্কল্পেনৈব বিচিত্রজগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ; বলং–বিচিত্রজগদ্‌বিধারণ সামর্থ্যম্, ঐশ্বর্য্যম্–অখিল জগন্নিয়ামকত্বম্ ; বীর্য্যং–সর্ববিধবিকাররাহিত্যম্, অথবা–স্বভক্তজনোদ্ধারসামর্থম্। তেজ ঃ–মায়াতিরস্কারীপ্রভাবঃ । এষু সবের্বষু "অশেষতঃ" ইতি পুরাণীয়ঃ, যদ্বা পূর্ণানীত্যর্থঃ । এতানি ষট্ শ্রীভগবচ্ছব্দবাচ্যানি, যত্র এতানি পূর্ণতয়া বিরাজন্তে স শ্রীভগবানিতি । এতেষাং স্বরূপাভিন্নধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। "হেয়ৈঃ" ইতি । অত্র পাপজরাদয়ো হেয়া ধর্ম্মা বোধ্যাঃ । তথাচ–প্রাকৃতগুণৈঃ, তৎকার্য্যৈঃ, কর্ম্মভিঃ, ফলৈশ্চ বিনা অপ্রাকৃতাচিন্ত্যদিব্যধর্ম্মাদীনি ভগবচ্ছব্দবাচ্যানীত্যর্থঃ ।

তথাহি–শ্রীসিদ্ধান্তরত্নধৃতশ্রুতিবাক্যম্–১/১৬, "অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলোশাদ্ ভূত ভূতসর্গঃ" ইতি । অথ অভেদে চ পরব্রহ্মণি গুণগুণিভাবপ্রতীতিং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়ন্তি–"তথাচ" ইতি স্পষ্টম্ । তথাচ–যদা জলং তস্য তরঙ্গং পরস্পরমভিন্নমপি ভেদত্বেন বিশেষসামর্থ্যাৎ গৃহ্যতে, এবমখিলরসামৃতসিন্ধৌ পরং ব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে বিশেষসামর্থ্যাৎ গুণানাং ভেদত্বেনানুভবঃ । এষঃ–

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ? তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বচন উদ্ধৃত করিতেছেন–নির্দ্দোষেতি । নির্দোষ পূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্ম তন্ত্র, নিশ্চেতনাত্মক শরীর এবং গুণ সকল কর্ত্তৃক হীন, যাহার করপাদ মুখ উদরাদি কেবল আনন্দ মাত্র, তিনি সবর্বত্রই স্বগতভেদ বিবর্জিত আত্মা স্বরূপ হয়েন ।

ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে, সুতরাং গুণ ও গুণী ভেদ নিষেধহেতু স্বরূপ হইতে গুণ সকল ভিন্ন হয় না । অর্থাৎ দোষ রহিত ও গুণ পূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার তিনি–নির্দোশ পূর্ণগুণ বিগ্রহ, আত্ম তন্ত্র–স্বেতর সবর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, স্বরাট, অনন্তর শ্রীভগবানের বিগ্রহ ও গুণের জড়তা ব্যাবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন–চেতন রহিত শরীর এবং গুণ যাঁহার নাই কিন্তু শরীর ও গুণ উভয়েই চেতন, অথ কেবল চিন্মাত্রতা তাঁহার নিরাশ করিয়া বলিতেছেন–আনন্দেতি । পরব্রহ্ম শ্রীভগাবানের কর চরণ মুখ উদরাদি সকলই আনন্দ মাত্র হয়, কিন্তু তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই । এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে–যাঁহার অঙ্গসকল, সকল ইন্দ্রিরের কার্য্য করে অর্থাৎ দর্শন করেন, পান করেন, গ্রহণ করেন, শীঘ্র

"বিশেষস্তু ভেদ প্রতিনিধি র্ভেদাভাবেঽপি ভেদ কার্য্যস্য ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাবাদের্ব্যবহারস্য নির্বর্ত্তকঃ" । অন্যথা সত্তা সতী কালঃ সর্বদাস্তি দেশঃ সর্বত্র ইত্যাদ্যবাধিত ব্যবহারানুপপত্তিঃ । ন চ সত্তা সতীত্যাদিবুদ্ধির্ভ্রমঃ "সন্‌ঘটঃ" ইত্যাদিবদবাধাৎ ।

রসানন্দঃ, তথাচ শ্রীভগবত এষরসানন্দো নিত্যঃ, এতচ্চ–"সর্বাভেদাধিকরণে"–(৩/৩/৫/১১) বিস্তরেণ ভাব্যম্ ।

ননু–নির্ভেদেঽপি বস্তুনি যেন বিশেষবলেন গুণগুণিভাবমাপদ্যতে কোঽসৌ ? তত্রাহঃ–"বিশেষস্তু" ইতি । স্পষ্টম্ । ননু–"রাহোঃ শিরঃ" ইতি বদ্ ভ্রান্তিরেব ভেদভাবপ্রতীতিরস্তু, বিশেষহেতুকা সা প্রতীতিরিতি কিমর্থমাগ্রঃ ? ইতি চেত্তত্রাহঃ–"অন্যথা" ইতি । আদিনা–"ভেদোভিন্নঃ" ইত্যাদিগ্রহ–বিশেষহেতুকতয়া স্বীকর্ত্তব্যম্, বস্তুতঃ তদ্‌ভাবপ্রতীতেরস্বীকারে সত্তা "সতী" ইত্যাদি বিদ্বৎ প্রতীতের সিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

তথাচ–নির্ভেদে বস্তুনি গুণগুণিব্যবহারহেতোর্বিবশেষস্যানঙ্গীকারে সতি সত্তাদেবর্ব্যবহারানুপপত্তিঃ, সত্তা-অস্তীত্যত্র–সত্তায়াঃ সত্তাশ্রয়ত্বং বিশেষাদেব ভাসতে ; যথা–ঘটঃ পাটো ন ভবতি ইত্যত্র ঘটভেদঃ পাটে প্রতীতঃ, তস্য পটাত্মকস্যাপি ঘটভেদবান্ পট ইতি, পটাভেদেন সত্তায়াঃ প্রতীতিবির্বশেষবলাদেব,

এবং "কালঃ সবর্বদা অস্তীতি কালস্য কালাধারত্বং, দেশঃ সর্বত্র" ইতি দেশস্য দেশাধারত্বং বিশেষবলাদেব ইত্যর্থঃ । ননু–ব্রহ্মেতরং সর্বং ভ্রমমেব ইতি চেত্তত্রাহঃ–ন চেতি । তথাচ–সত্তায়া ভ্রমত্বে "সন্ ঘটঃ" ইতি প্রতীতিশ্চ ভ্রমমেব ইতি । ন তু তথাস্তি । ন চ শুক্তৌ রজতত্বারোপবৎ আরোপ ইতি বাচ্যম্, সত্তায়াব্যবহারাভাবাবাদিতি, তৎ প্রতিপাদয়ন্তি–ন চেতি । স্পষ্টম্ । "ন চ" ইতি।

তথাচ–ননু সত্তাদীনাং সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি বস্তুস্বভাবাদেব সতী ইত্যাদিব্যবহারঃ স্যাৎ, কিং

গমন করেন, যাঁহার বিগ্রহ আনন্দময় চিন্ময় সৎ এবং উজ্জ্বল সেই আদি আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজানা করি । যদি বলেন–আত্মা বিগ্রহ এবং গুণবৃন্দ এই তিনটি বস্তুর প্রত্যয়হেতু স্বগতভেদ দুর্নিবারই হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–সর্বত্রেতি । দেহ দেহী ভাবে ও গুণ গুণী ভাবে প্রতিভাত হইলে ও শ্রীভগবান স্বগত ভেদ শূন্য, অতএব ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগতাদি ভেদত্রয়ের গন্ধও নাই ইহাই অর্থ ।

অনন্তর গুণ ও গুণীর অভেদ বিষয়ে প্রমাণান্তর বলিতেছেন–অত এবেতি । অতএব জ্ঞানাদি ধর্ম্ম সকলের ভগবৎ শব্দ বাচ্যতা স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে–স্মৃতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ইহাই অর্থ । অশেষতঃ জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ও তেজ ইহারা ভগবৎ শব্দ বাচ্য হয়, কিন্তু হেয় গুণ সকল বিনা । অর্থাৎ জ্ঞান সামান্য এবং বিশেষরূপ জ্ঞানদ্বয় সার্বজ্ঞতা, শক্তি-সত্য সঙ্কল্পের দ্বারা বিচিত্র জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, বল–বিচিত্র জগৎ বিধারণ সামার্থ্য, ঐশ্বর্য্য অখিল জগতের নিয়ামকতা, বীর্য্য–সর্ব প্রকার বিকাররাহিত্য, অথবা স্বভক্তজন উদ্ধার সামর্থ্য, তেজ-মায়া তিরষ্করী প্রভাব, এই সকল স্থানে অশেষতঃ পদটি সংযোগ করিতে হইবে, অথবা পূর্ণজ্ঞান এই প্রকার হইবে । এই ছয়টি শ্রীভগবৎ শব্দ বাচ্য যাহাতে এই ছয়টি পূর্ণরূপে

নচারোপঃ, সিংহো দেবদত্তো নেতি বৎ, সত্তা সতী নেতি কদাপ্যব্যবহারাৎ ।

ন চ সত্তাদ্যন্তরাভাবেহপি স্বভাবাদেব তদ্ব্যবহারঃ । তস্যৈবাত্র তচ্ছব্দেনোক্তেঃ । তৎ সিদ্ধিস্তু অর্থাপত্তেঃ "যথোদকম্" (কঠ০ ২/১/১৪) ইতি বাক্যবলাচ্চ বোধ্যা ।

বিশেষস্বীকারেণ ইতি চেৎ তত্রাহুঃ-"তস্যৈব" ইতি । অত্র তস্যৈব স্বভাবস্য এব তচ্ছব্দেন-বিশেষশব্দেন কথিতত্বাৎ । ভবতাং স স্বভাব এব অস্মাভিবির্বশেষশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ।

ননু-কেন প্রমাণেন বিশেষসিদ্ধিরিত্যপেক্ষয়ামাহুঃ-তদিতি । তৎসিদ্ধির্বিশেষসিদ্ধিঃ ; অর্থাপত্তিপ্রমাণেন বিশেষসিদ্ধিঃ প্রমাণয়ন্তি-যথোদকমিতি । অয়মত্রাশয়ঃ-"এবং ধর্ম্মান্" ইতি ধর্ম্মানুক্ত্বা তদ্‌ভেদদর্শিনং নিন্দতিশ্রুতিঃ । যদি ব্রহ্মণো গুণমেব নাস্তি তদা তদ্‌ভেদদর্শিনং নিন্দনমপি বৃথা এব, তস্মাত্তস্য সাবর্বজ্ঞ্যাদিনিত্যগুণাঃ সন্তি, তে চ তস্মাদভিন্না এব, ইত্যর্থাপত্তিপ্রমাণালব্ধ ইত্যর্থঃ ।

"নহি" ইতি-তথাচ-ভেদপ্রতিনিধিস্বরূপস্য বিশেষস্য অভাবেহপি যত্র বহবো গুণাঃ সন্তি তত্র গুণগুণিভাবো ন হি যুজ্যতে, তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধু । নানবস্থা-ননু বিজ্ঞানানন্দে স্বরূপে বিজ্ঞাতুত্বাদি-গুণভানং "বিশেষাৎ" ইত্যুক্তং, অথ তস্মিন্ বিশেষে বিশেষভানং কস্মাৎ ? বিশেষাৎ, এবং বিশেষান্তরাৎ, ইতি স্বীকারে অনবস্থা ; ইতি । কিন্তু স চ বিশেষঃ স্বনির্বাহকো বস্তুভিন্নশ্চেতি । তথাত্বং' ইতি ; বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্বাহকত্বঞ্চ কেন প্রমাণেনাবগতমিত্যপেক্ষায়ামাহ ঃ-ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধমিতি ।

বিদ্যমান আছে-তিনি শ্রীভগবান । কারণ এই সকল ধর্ম্ম স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে । হেয়ৈরিতি-এই স্থলে পাপ জরা প্রভৃতি হেয় ধর্ম্ম, অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ তাহার কার্য্য কর্ম্ম এবং ফল বিনা অপ্রাকৃতাচিন্ত্য দিব্য ধর্ম্ম সকল ভগবচ্ছব্দবাচ্য হয় ইহাই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তরত্নধৃত শ্রুতিবাক্য-এই শ্রীগোবিন্দদেব অনন্ত কল্যাণ গুণাত্মক ও স্বশক্তি লেশের দ্বারা ভূত স্বর্গ ধারণ করেন।

অনন্তর অভেদ পরব্রহ্মে গুণগুণী ভাব প্রতীতি দৃষ্টান্তের দ্বারা গ্রহণ করাইতেছেন-তথাচেতি। তথাচ একটি মাত্র বস্তুর দুই ভাবে বর্ণনা করা জল ও তরঙ্গের ন্যায় বিশেষ বলেই বুঝিতে হইবে, এই প্রকার রসাবস্থ পরব্রহ্মের রসানন্দময় দিব্য বিগ্রহ স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এই রসানন্দ নিত্য, কারণ শ্রীভগবানের কর্ম্ম সকলের নিত্যত্ব বিনির্ণয় করা হেতু । অর্থাৎ যে প্রকার জল ও তাহার তরঙ্গ পরস্পর অভিন্ন হইতলেও বিশেষ সামার্থহেতু ভেদরূপে গ্রহণ করা হয়, সেই প্রকার অখিল রসামৃত সিন্ধু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বিশেষ সামর্থ্য হেতু গুণবৃন্দের ভেদরূপে অনুভব হয় । এই রসানন্দ, শ্রীভগবানের এই রসানন্দ নিত্য তাহা পরে বিস্তার পূর্বক বলা হইবে । যদি বলেন-নির্ভেদ বস্তুতেও যে বিশেষের সামর্থ্য কর্ত্তৃক গুণগুণী রূপে ভেদ প্রাপ্ত হয় তাহা কে ? তাহা বলিতেছেন-বিশেষস্তিতি । বিশেষ হইল ভেদ প্রতিনিধি, ভেদের অভাব হইলেও সেই স্থানে ভেদকার্য্য ধর্ম্ম ধর্ম্মী ভাবাদি ব্যবহারের নির্বর্ত্তক নির্বাহকারী, যদি বলেন-যেমন রাহুর মস্তক কেবল মাত্র ভ্রম হয়, সেই প্রকার ভেদ ভাব প্রতীতি ভ্রম মাত্র উউক ? তাহা বিশেষ হেতু ভেদ প্রতীতি স্বীকারের নিমিত্ত আগ্রহ কেন ? তদুত্তরে বলিতছেন-অন্যথেতি । অন্যথা সত্তাসতী, কাল সর্বদা আছে দেশ সর্বত্র ইত্যাদি অবাধিত ব্যবহারের উপপত্তি হইবে

ইহ ভগবদ্ গুণানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতিষিদ্ধ্যতে । নহি ভেদ প্রতিনিষেধেস্তস্যাপ্যভাবে গুণগুণিভাবো গুণ বহুত্বে যুজ্যতে । স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্ব্বাহকশ্চেতি নানবস্থা । তথাত্বং তু তস্য ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণসিদ্ধম্ ॥৩১॥

তথাহি—"এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্‌পশ্যন্" (কঠ০-২/১/১৪) ইত্যাদিপ্রমাণেন নির্ভেদে ব্রহ্মণি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবোজ্জৃম্ভকো বিশেষো ধর্ম্মী সিদ্ধ্যতি ; তেনৈব অর্থাপত্তিপ্রমানেন বিশেষস্য বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্ব্বাহকত্বঞ্চ স্বস্য তাদৃশে ব্রহ্মণি তদ্‌ভাবোজ্জৃম্ভকমচিন্ত্যত্বং সিদ্ধ্যতি । যথা—কার্য্যলিঙ্গকেনানুমানেন ঈশ্বরো বিশ্বকর্ত্তৃতয়া সিদ্ধ্যতি ; তৎকর্ত্তৃত্বনিব্বর্বাহকং জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নাদিকঞ্চ তস্য তেনৈব সিদ্ধ্যতি ।

যথা বা—ন্যায়নয়ো—"পৃথিব্যর্ণবাদিরূপং জগদীশ্বরকর্ত্তৃকং জীবাশক্যরচনত্বে সতি কার্য্যত্বাৎ" ইত্যানুমানেন জগতঃ কর্ত্তৃতয়া সিদ্ধ্যন্ ধর্ম্মী ঈশ্বরঃ ; তনৈব স্বকর্ত্তৃত্বনির্ব্বাহকান্ জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নানাদায়ৈব সিদ্ধ্যতি ; তদ্‌বতামেব লোকে কর্ত্তৃত্ববীক্ষণাদিতি ধর্ম্মিগ্রাহকানুমানেন তজ্‌জ্ঞানাদিগৃহীতং তদ্‌বৎ "জগতঃ কার্য্যত্বং তু সাবয়বত্বাৎ" ইতি সর্বমবদাতম্ ।

তথাচ শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাং এতদধিকরণস্য ব্যাখ্যা-উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবদিতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যঃ সর্বজ্ঞঃ" "এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ" "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্" ইত্যাদাবুভয়-ব্যপদেশাৎ, যুজ্যতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমত্ত্বঞ্চ । "তু" শব্দঃ শ্রুতিরেবাত্রপ্রমাণমিতি নির্দ্ধারয়তি, অতঃ স্বস্মিন্নেবাভেদ-ভেদনির্দ্দেশলক্ষণ-উভয়ব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবত্তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি ; যথা—অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদিভির্ভেদঃ ; এবমিহপি ইতি ।

"প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ" ইত্যত্র প্রকাশাশ্রয়বদেব পতিপত্তব্যম্ । যথা প্রকাশঃ সাবিত্রঃ, তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ, অথচ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ ;

না, আদি পদের দ্বারা ভেদ ভিন্ন প্রভৃতি গ্রহণ বিশেষ হেতুরূপে স্বীকার করিতে হইবে, বস্তুতঃ বিশেষ ভাব প্রীতিতি স্বীকার না করিলে সত্তা সতী ইত্যাদি বিদ্বৎ প্রতীতির সিদ্ধ হইবে না ইহাই অর্থ। সারার্থ—নির্ভেদ বস্তুতে গুণগুণী ব্যবহারের নিমিত্ত বিশেষের অঙ্গীকার না করিলে পরে সত্তাদির ব্যবহারের উপপত্তি হইবে না, সত্তা আছে এইস্থলে সত্তার সত্তাশ্রয়তা বিশেষ বলেই প্রতিভাসিত হয়, যেমন ঘট পট নহে, এইস্থলে ঘটের ভেদ পটে প্রতীতি হইতেছে । সেই পটাত্মকেরও ঘট ভেদবান্ পট, এইস্থলে পটের অভেদরূপে সত্তার প্রতীতি বিশেষ বলেই হয় । এই প্রকার কাল সর্বদা আছে, কালের কালাধারতা, দেশ সর্বত্র দেশের দেশাধারতা বিশেষ বলেই গ্রহণ হয় । যদি বলেন—ব্রহ্ম ভিন্ন সকল ভ্রম হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—নচেতি । সত্তা যদি ভ্রম হয় তাহা হইলে সন্ ঘটঃ ঘট আছে ইত্যাদিস্থলে প্রতীতির বাধা হইত, তাহা হয় না, অর্থাৎ সত্তা ভ্রম মাত্র হইলে ঘট আছে এই প্রতীতি ও ভ্রম হইবে, কিন্তু তাহা হয় না । শুক্তিতে রজতের আরোপের ন্যায় আরোপ হয় ইহাও বলিতে পারেন না,যেহেতু সত্তার ব্যবহারের অভাব দেখা যায়, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—নচেতি । সত্তাকে আরোপ ও বলিতে পারিবেন না, দেবদত্তে সিংহত্ব আরোপ করা হয় মাত্র কিন্তু দেবদত্ত সিংহ নহে, সেই সত্তার বিদ্যমানতা

এবমিহাপীতি। "পূর্ব্ববদ্ বা" ইতি ; অথবা "স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" ইত্যত্রোত্তর শব্দবদনন্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশাশ্রয়য়োঃ "পূবের্বা" যঃ প্রকাশস্তদ্বদেব মন্তব্যম্। ততশ্চ তস্য যথা—প্রকাশৈকরূপত্বেঽপি স্বপরপ্রকাশন শক্তিত্বমুপলভ্যতে ; এবং জ্ঞানানন্দ স্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বপরজ্ঞানানন্দহেতুরূপশক্তিত্বম্।

অত্র "স্বয়ং স্বংজানাতি" ইতি স্বার্থা চ স্ফূর্ত্তিরিতি ন প্রকাশবৎ পারার্থ্যমাত্রমিতি বিবেক্তব্যম্ তদেবমুভয়ব্যপদেশাৎ সাধয়িত্বা শ্রুত্যন্তরতশ্চ সাধয়তি—"প্রতিশোধাশ্চ" ইতি। ন চ বক্তব্যং তত্র সর্বজ্ঞত্বাদিবস্ত্বন্তরম্ ; যতো "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি। (সর্বসম্বাদিনী-২০/২১ পৃ০) শ্রীভগবৎ সন্দর্ভানুব্যাখ্যা।

ননু—অশাস্ত্রীয়মিদং বিশেষস্বীকারমিতি চেৎ, তস্য প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি শ্রীভীষ্মস্তবরাজে—৪৭/৫১, অব্যক্তবুদ্ধ্যহঙ্কারমানোবুদ্ধীন্দ্রাণি চ। তন্মাত্রাণি বিশেষশ্চ তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে নমঃ॥ তস্মাৎ স্বরূপাদ্গুণানামভেদ ইতি সিদ্ধম্। কারুণ্যামৃতবারিদো রাধাচিত্তপ্রমোদকঃ। নিকুঞ্জকুঞ্জমামোদী জয়তি শ্যামসুন্দরঃ ॥৩১॥

ইতি অহিকুণ্ডলাধিকরণং দ্বাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১২॥

আরোপ করা হয় মাত্র, এই কথাও বলিতে পারিবেন না, কারণ তাহা কখনও ব্যবহার হয় না। যদি বলেন—সত্তাদির অভাবেও বস্তু স্বভাব হইতেই ভেদাদি ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ সত্তাদি সকলের সত্তাদির অন্তরাভাবেও বস্তু স্বভাব হইতেই বিদ্যমান ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধি হইবে, বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন তস্যৈবেতি। এইস্থলে তাহারই সেই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই ভাবেরই বিশেষ শব্দের দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে, আপনাদের সেই স্বভাবকেই আমরা বিষেশ শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়ায়াছি ইহাই অর্থ।

যদি বলেন—কোন প্রমাণের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধি করিতেছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তদিতি। তৎসিদ্ধি বিশেষ সিদ্ধি, অর্থাপত্তি প্রমানের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধি হয়, তাহা প্রমাণিত করিতেছেন—যথোদকমিতি। যে প্রকার জল এই বাক্য বলেই বুঝিতে হইবে, এই স্থলে শ্রীভগবানের গুন সকল নিরূপণ করিয়া তাহার ভেদ প্রতিষেধ করিতেছে, অর্থাৎ এই স্থলের আশয় এই প্রকার এই প্রকার ধর্ম্ম সকলকে এইরূপে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম সকল নিরূপণ করিয়া তাহার ভেদ দর্শন কারীকে শ্রুতি জননী নিন্দা করিতেছেন, যদি ব্রহ্মের গুণই না থাকে তবে তাহার ভেদদর্শীকে নিন্দা করা বৃথা, অতএব তাঁহার সাবর্বজ্ঞ্যাদিগুণবৃন্দ বিদ্যমান আছে, তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই হয় ইহা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে ইহাই অর্থ। ভেদ প্রতিনিধির স্বরূপ বিশেষের অভাবে যে স্থলে বহু গুণ আছে তথায় গুণগুণী ভাব সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ ভেদ প্রতিনিধি স্বরূপ বিশেষের অভাবেও যে স্থানে অনেক গুণ আছে সেই স্থানে গুণ গুণী ভাব যুক্তি সঙ্গত নহে অতএব যথোক্ত সিদ্ধান্তই সাধু।

সেই বিশেষ বস্তু হইতে অভিন্ন এবং স্বনির্বাহক হয়, সুতরাং অনবস্থা দোষ হয় না। নানবস্থা অর্থাৎ যদি বলেন—বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপে বিজ্ঞাতিত্বাদিগুণের প্রতীতি বিশেষ বলে সিদ্ধ হয়, ইহা বলিয়াছেন, অথ সেই বিশেষে বিশেষের প্রতীতি কাহা হইতে হয় ? যদি বলেন—বিশেষ হইতে এই প্রকার অন্য

বিশেষ হইতে ইত্যাদি স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইবে, কিন্তু সেই বিশেষ স্বনির্বাহকারী ও বস্তু হইতে অভিন্ন হয় সুতরাং কোন দোষ হয় না। তথাত্ব বস্তু হইতে অভিন্নতা এবং স্বনিবর্বাহকত্ব ধর্ম্মি গ্রহক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, অর্থাৎযদি বলেন–বিশেষের বস্তুভিন্নত্ব ও স্বর্নির্বাহকত্ব কোন প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–ধর্ম্মি গ্রাহক প্রমাণের দ্বারা। অর্থাৎ এই প্রকার ব্রহ্ম হইতে ধর্ম্ম সকলকে পৃথক্ দেখিয়া ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা নির্ভেদ ব্রহ্মে ধর্ম্ম ধর্ম্মী ভাবের উজ্জৃম্ভক বিশেষ ধর্ম্মী সিদ্ধ হয়, সেই অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বিশেষের বস্তুভিন্নতা স্বনিবর্বাহকতা নিজের তদৃশ ব্রহ্মে গুণ ভাবের প্রকাশক অচিন্ত্যতা সিদ্ধ হয়। যেমন কার্য্য লিঙ্গক অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বকর্ত্তারূপে সিদ্ধ হয়েন, জগৎ কর্ত্তৃত্ব নির্বাহক ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছা প্রযত্নাদি তাহার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অথবা ন্যায় দর্শনে যে প্রকার পৃথিবী সমুদ্রাদিরূপ জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত, কেন ? জীবের রচনা করিবার সামার্থ্য নাই, এবং কার্য্য হওয়াহেতু এই অনুমানের দ্বারা জগতের কর্ত্তারূপে সিদ্ধ ইহয়া ঈশ্বর ধর্ম্মী হইলে সেই ধর্ম্ম গ্রহকানুমানের দ্বারা স্বকর্ত্তৃত্ব নির্বাহক জ্ঞান ইচ্ছা প্রযত্ন সকল গ্রহণ করিয়াই সিদ্ধ হয়, কারণ ইহলোকে জ্ঞানেচ্ছাদি যুক্ত মানবেরই কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়, এই প্রকার ধর্ম্মী গ্রাহক অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বরের জ্ঞানাদি সিদ্ধ ও গৃহীত হয়, প্রকৃত স্থলেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। জগৎ কার্য্য যেহেতু সাবয়ব বস্তু সুতরাং সকল নির্বিবাদ হইল। অনন্তর এই অধিকরণ অবলম্বন করিয়া শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপারে ব্যাখ্যা–উভয়ব্যপদেশ হেতু অহিকুণ্ডলবৎ জানিতে হইবে। যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ হয়েন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ এই আত্মা পরমানন্দময় ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ জানিয়া ইত্যাদি উভয় প্রকার ব্যপদেশহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানাদিত্ব এবং জ্ঞানাদিমত্ত্ব যুক্তিসঙ্গত হয়। তু শব্দ শ্রুতিই এই বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ইহা নির্দ্ধারণ করিতেছেন, অতএব নিজেতেই অভেদ ও ভেদ নির্দ্দেশ লক্ষণ উভয়প্রকার উপদেশহেতু অহিকুন্তলের ন্যায় হইবে। যেমন অহি বা সর্পরূপে অভেদ কিন্তু কুণ্ডল দেহ পাংশুবর্ণাদিরূপে ভেদ, সেই প্রকার এই স্থলেও বুঝিতে হইবে। অথবা প্রকাশ ও তাহার আশ্রয়ের ন্যায় যেহেতু তিনি তেজস্বী এই স্থলেও প্রকাশাশ্রয়ের সমান স্বীকার করিতে হইবে। যেমন প্রকাশ কিরণাদি তাহার আশ্রয় সূর্য্য এই উভয় অত্যন্ত ভিন্ন নহে, কারণ উভয়েই তেজ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই, কিন্তু ভেদব্যবহার যোগ্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্মস্থলেও বুঝিতে হইবে। অথবা পূর্বের সমান, অথবা স্বাত্মা নিজের স্বরূপ দ্বারা উত্তর এইস্থলে উত্তর শব্দের ন্যায় অনন্তর কথিত প্রকাশও আশ্রয়ের পূর্ব যে প্রকাশ হয় তাহার সমান মানিতে হইবে। সুতরাং যে প্রকার সূর্য্যের প্রকাশ স্বরূপ হইলেও স্ব পর প্রকাশন শক্তি দেখা যায়, এই প্রকার জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেরও স্বরূপ জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তি বিদ্যমান আছে।

এইস্থলে নিজে নিজেকে জানে, এই প্রকার কেবল মাত্র স্বার্থ স্ফূর্ত্তি নহে, কিন্তু প্রকাশবৎ পরের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। সুতরাং উভয়প্রকার ব্যাপদেশহেতু সাধন করিয়া অন্য শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তাহাই সিদ্ধ করিতেছেন–"প্রতিষেধহেতু" ব্রহ্ম হইতে সর্বজ্ঞাত্বাদিগুণ সকল বস্তুন্তর বা ভিন্ন বলিতে পারিবেন না, যেহেতু ব্রহ্মে কোন নানা প্রকার নাই ইহাই শ্রীভগবৎসন্দর্ভানু ব্যাখ্যা। যদি বলেন–এই বিশেষ স্বীকারে কোন শাস্ত্র প্রমান নাই, সুতরাং অশাস্ত্রীয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–বিশেষ শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ

১৩। পরাধিকরণম্ ।

ইদানীং পরানন্দাদিত্বং শ্রীহরের্নিরূপ্যতে । জীবানন্দাদিসাম্যে তত্র ভক্তেরনুদয়ঃ । তথাহি ধর্মবোধকানি বাক্যানি বিষয়ঃ । ব্রাহ্মামানন্দাদি জৈবানন্দাদের্বিলক্ষণম্ ? ন

১৩। "পরাধিকরণম্"

পরানন্দময়ঃ কৃষ্ণঃ কলিন্দতনয়াতীরে ।
নৃত্যর্তি স্বেচ্ছয়া দেবো রাধয়া সহ সর্বদা ॥

ননু–অস্তু স্বাত্মকবিগ্রহগুণকশ্চিদানন্দঃ শ্রীভগবান্ গোবিন্দদেবঃ, তথাপি ন স জীবেন ভজনীয়ঃ, জৈবানন্দাদের্বিলক্ষণাভাবাৎ" ইতি শঙ্কা নিবার্য্য তস্য পরমানন্দত্বপ্রতিপাদনায় পরাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরমানন্দস্বরূপত্বং প্রতিপাদয়িতুং পীঠকমারচয়ন্তি–"ইদানীম্" ইতি । শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপাদ্গুণানামভেদত্বং প্রতিপাদ্য-ইদানীং দিব্যগুণগণৈর্জীবানাং মনোহারক শ্রীহরেঃ পরানন্দাদিত্বং সর্বাধিকানন্দময়ত্বং নিরূপ্যন্তে–ইতি । ননু তন্নিরূপণে কথামাগ্রহঃ ? তত্রাহুঃ–"জীবঃ" ইতি । জীবস্য য আনন্দস্তস্য সাম্যেন তত্র শ্রীভগবতি ভক্তেরনুদয়ঃ, ভক্তিশ্চ পূজ্যতাভাববিশেষঃ, সা চ স্বোৎকৃষ্টে ব্যক্তিবিশেষে এব সম্ভবেৎ, যদি শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বস্মাদুৎকৃষ্টো ন ভবেৎ তদা তস্মিন্ ভক্তিরপি বৃথা । তথাচ জীবানন্দ :–তৈত্তিরীয়োপনিষদি–২/৮/২, "যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ ; আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ, তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ, স একো মানুষ আনন্দ" ইতি । বৃহদারণ্যকোপনিষদি চ–৪/৩/৩৩ "স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষামধিপতিঃ

হয়, শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–অব্যক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ অহঙ্কার মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ তন্মাত্র সকল এবং বিশেষ আপনি হয়েন অতএব আপনি তত্ত্বাত্মক আপনাকে নমস্কার । অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে গুণবৃন্দের কোন প্রকার ভেদ নাই ইহা সিদ্ধ হইল । যিনি কারুণ্যামৃত জলধর শ্রীরাধারচিত্ত প্রমোদকারী নিকুঞ্জ কুঞ্জে আমোদ কারী সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক ॥৩১॥

এই প্রকার অহিকুণ্ডলাধিকরণ দ্বাদশ সম্পূর্ণ ॥১২॥

১৩॥ "পরাধিকরণ"

অনন্তর পরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ কলিন্দ তয়নাতীরে স্বেচ্ছা পূর্বক শ্রীরাধার সহিত সর্বদাই নৃত্য করেন ।

শঙ্কা :–স্বাত্মকবিগ্রহ গুণক চিদানন্দ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব হউক, তথাপি তিনি জীব কর্তৃক ভজন করিবার যোগ্য নহেন, কারণ জীবানন্দ হইতে ভজনানন্দ বিলক্ষণ নহে এই আশঙ্কা নিবারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দদেব পরমানন্দয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পরাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

বেতিহসন্দেহে–লৌকিকানন্দাদিপদ বাচ্যত্বাদবিলক্ষণং তৎ । নহি ঘট পদ বাচ্যং ঘটবিলক্ষণং স্যাদিতি প্রাপ্তে–

সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ” ইতি জীবানন্দঃ । অনেন মনুষ্যানন্দেন তুল্যং যদি ব্রহ্মানন্দঃ স্যাৎ তদা তৎ প্রাপ্তয়ে কো নাম প্রয়াশঃ কুর্য্যাৎ । তস্মাৎ জীবানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দঃ বিলক্ষণো ন বা ইতি নিরূপনীয়ঃ ।

বিষয় ঃ–অথ পরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমাহঃ–“তথাহি” ইতি স্পষ্টম্ । অথ পরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহ ঃ–তথাহি বৃহদারণ্যকে–৩/৯/২৮ “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” মুণ্ডকেঽপি–১/১/৯ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” তৈত্তিরীয়কে চ–২/৯/১ “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” শ্রীনারদপঞ্চরাত্রো চ–নির্দ্দোষপূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মক শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ । আনন্দমাত্র কর পাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–৬/৫/৭৯ “জ্ঞান শক্তি বলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ । ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ শ্রীভাগবতে চ–৩/৯/৩ নাতঃ পরং পরম যদ্‌ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ ॥ শ্রীদশমেঽপি–১৪/৭ গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য । কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈঃ ভূ–পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ইতি । বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ ।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দদেবের পরমানন্দরূপত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পীঠক রচনা করিতেছেন–ইদানীমিতি । ইদানীং শ্রীহরির পরানন্দাদিত্ব নিরূপণ করিতেছেন । জীবানন্দাদির সহিত সাম্য হইলে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তির উদয় হইবে না । অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ হইতে গুণগণের অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়া ইদানীং দিব্যগুণগণের দ্বারা জীবগণের মনোহারক শ্রীহরির পরমানন্দাদিত্ব সর্ব্বাধিকা নন্দময়ত্ব নিরূপণ করিতেছেন ।যদি বলেন–তাহা নিরূপণের নিমিত্ত আগ্রহ কেন ? তাহা বলিতেছেন–জীবেতি । জীবের যে আনন্দ তাহার সহিত সমান হইলে শ্রীভগবানে ভক্তির অমুদয় হইরে, ভক্তি পুজ্যতা ভাব বিশেষ, তাহা নিজ হইতে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বিশেষেই সম্ভব হয়, যদি শ্রীগোবিন্দদেব নিজ হইতে উৎকৃষ্ট না হয়েন তবে তাহাতে ভক্তি করাও বৃথা হয় । তৈত্তিরীয়োপনিষদে জীবানন্দ এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছে–মানব যুবা সুন্দর অধ্যয়নকারী, শিষ্ট দৃঢ় বলবান্ তাহার এই পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার অর্থাদিপূর্ণ হইবে তাহা এক মানুষানন্দ । বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–॥ সে যে মানবগণের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধ হয়, অন্য সকলের অধিপতি সকল মানবোপযোগিভোগসমূহের দ্বারা সম্পন্ন তম তাহাই মানবগণের পরম আনন্দ, ইহাই জীবানন্দ । এই মনুষ্যানন্দের তুল্য যদি ব্রহ্মানন্দ হইবে তবে তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কে বা প্রয়াস করিবে, এতএব এই জীবানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ বিলক্ষণ হয় ? অথবা নহে ? ইহাই নিরূপনীয় ।

॥ওঁ॥ পরমতঃ সেতূন্মান সম্বন্ধ ভেদ ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৩/৩২॥

অতো জৈবানন্দাদের্ব্রহ্মানন্দাদি পরং জাত্যা পরিমাণেন চোৎকৃষ্টম্ । কুতঃ ? সেত্বিত্যাদেঃ। "এষ সেতু বিধৃতি র্য এষ আনন্দঃ পরস্য" (মাধ্ব ভা০-৩/২/১৬/৩২) ইতি সেতুত্বস্য ব্যপদেশাৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈ০ ২/৪/১) ইত্যুন্মানস্য । "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" (বৃ০-৪/৩/২) ইতি সম্বন্ধস্য ।

সংশয় ঃ—অত্র বিষবাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—"ব্রহ্মামানন্দাদি" ইতি । প্রকটার্থম্ । তথাচ—জীবস্য য আনন্দঃ তস্মাৎ ব্রহ্মণো য আনন্দঃ, অনয়োঃ কস্য বৈশিষ্ট্যমস্তি ? জীবানন্দস্য ব্রহ্মানন্দস্য বা? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এবং সন্দেহে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি—"লৌকিকানন্দাদি" ইতি । স্পষ্টম্ । অথ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্তি—ন ইতি । প্রকাটার্থম্ । তথাচ—যথা জাত্যা ঘটানাং ক্ষুদ্র—বৃহদাদিভেদংনাস্তি, যথা বা গো সামান্যে নীলশ্বেতাদিগ্রহণাভাবঃ, এবমানন্দশব্দেন জীবানন্দমারভ্য—সর্বেষামানন্দানাং গ্রহণম্, ন তু তত্র কশ্চিদ্ বিশেষোঽস্তি, তস্মাৎ জীবানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দস্য বিলক্ষণত্বাভাবমিতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

বিষয় ঃ—অনন্তর পরাধিকরণের বিষয় বাক্য বলিতেছেন—তথাহীতি । ব্রহ্মের ধর্ম্মবোধক বাক্য সকল বিষয় বাক্য । অনন্তর পরাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার—বৃহদারণ্যকে ব্রহ্ম বিজ্ঞানপূর্ণ ও আনন্দময় বিগ্রহ । মুণ্ডকে যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ । তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোথাও ভীত হয় না । শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—যিনি সর্ব প্রকার দোষ রহিত পূর্ণগুণ বিগ্রহ ও আত্মতন্ত্র, যিনি নিশ্চেতনাত্মক শরীর ও গুণহীন, যাঁহার করচরণমুখ উদর প্রভৃতি আনন্দ মাত্র, যিনি সর্বত্র স্বগতাদিভেদ বিবর্জিতাত্মা হয়েন । শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বয্য বীর্য্যতেজাদি অশেষ, হেয় গুণাদিভিন্ন ভগবৎ শব্দ বাচ্য হয় । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মা কহিলেন—হে দেব ! আপনা যে আনন্দ মাত্র ভেদ রহিত অখণ্ড তেজময় বিগ্রহ আছে—তাহা হইতে আপনাকে বা গুণ হই তে বিগ্রহকে ভিন্ন মনে করি না । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—সর্বহিতের নিমিত্ত অবতীর্ন আপনি গুণাত্মা আপনার গুণবৃন্দকে বিমাতুং গণনা করিতে কে সমর্থ হইবে ? সুদক্ষ পণ্ডিত কালে পৃথিবীর ধূলিকণা আকাশের তারকা জ্যোতিষ্কের প্রভা গণনা করিতে পারিবেন, তথাপি আপনার গুণের পরিমান করিতে পারিবে না ।

সংশয় ঃ—এই বিষয় বাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন-ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মানন্দাদি জৈবানন্দাদি হইতে বিলক্ষণ ভিন্ন হয় ? অথবা ভিন্ন নহে ? অর্থাৎ—জীবের যে আনন্দ, তাহা ইহতে ব্রহ্মের যে

"অন্যজ্জ্ঞানন্তজীবানামন্যজ্ জ্ঞানং পরস্য চ। নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরংজ্ঞানং বিধীয়তে" ইতি ভেদস্য চ। নহি সেতুত্বাদিকংলৌকিকানন্দাদাবস্তি ॥৩২॥

সিদ্ধান্ত :—ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"পরমত" ইতি। অতঃ—অস্মাৎকারণাৎ জৈবানন্দাদেঃ ব্রহ্মানন্দাদি পরং জাত্যা, গুড়াৎ মবিধব জাত্যা, পরিমাণেন—বিন্দুতঃ সিন্ধুরিব পরিমাণেন চ পরমোৎকৃষ্টম্। কস্মাৎ কারণাৎ ? সেতু-উন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ হেতুভ্যঃ ; এতেভ্যো হেতুভ্যো জীবানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দং পরং অত্যুৎকৃষ্টম্, ইতি।

অতঃ ইতি ভাষ্যাংশং প্রকাশার্থম্। অথ সূত্রস্থ-হেতুন্ দর্শয়ন্তি—"এষঃ" ইতি। এষঃ—পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ সেতুঃ, পারকর্ত্তা, সংসারসাগরাৎ স্বভক্তান্ পারমুত্তারয়তি, তথাহি শ্রীগীতাসু—১২/৭, তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ শ্রীভাগবতে চ—১০/২/৩০, ত্বয্যম্বুমাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নিসমাধিনাঽবেশিতচেতসৈকে। ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্। তস্মাৎ স এব সেতুঃ ; বৃহদারণ্যকে চ—৪/৪/২২ "এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইতি। এবং য এষ আনন্দঃ পরস্য" ইতি পরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য য এষ আনন্দঃ, স্বরূপানন্দঃ, আত্মারামজনাকর্ষিলীলঃ। ইত্যনেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য সেতুত্বং ব্যপদেশাৎ। অথ উন্মানহেতোদৃষ্টান্তমাহঃ—যতঃ" ইতি। যতঃ-যস্মাৎ অনন্তাপরিসীমানন্দস্বরূপাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ বাচঃ—বেদলক্ষণা বাচঃ, নিবর্ত্তন্তে, সম্যক্ত্বেনবিষয়মকৃত্বা নিবর্ত্তন্তে ইতি উন্মানস্য। অনেন তস্যাসাধারণ-

---

আনন্দ এই উভয়ের কাহার বৈশিষ্ট্য ? জীবানন্দের ? অথবা ব্রহ্মানন্দের ? এই সংশয় বাক্য।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সন্দেহে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—লৌকিকেতি। লৌকিকানন্দ আনন্দপদবাচ্য হওয়া হেতু উভয়েই কোন বিলক্ষণতা নাই, ঘট পদ বাচ্য ঘট হইতে বিলক্ষণ নহে, অর্থাৎ যেমন জাতির দ্বারা ঘট সকলের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদ নাই, অথবা যে প্রকার গো সামান্যে নীল শ্বেতাদিরূপে গ্রহণের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এই প্রকার আনন্দ শব্দের দ্বারা জীবানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের আনন্দ গ্রহণ করিতে হইবে। তথায় কোন প্রকার বিশেষ নাই, অতএব জীবানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দের বিলক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—পরেতি। অতএব এই কারণ হেতু জৈবানন্দাদি হইতে ব্রহ্মানন্দাদি পরং শ্রেষ্ঠ, জাতির দ্বারা যেমন গুঢ় হইতে মধুশ্রেষ্ঠ পরিমাণ হেতু যথা বিন্দু হইতে সিন্ধুপরিমাণে পরমোৎকৃষ্ট সেই প্রকার। কি কারণে শ্রেষ্ট ? সেতু উন্মান সম্বন্ধ ভেদব্যপদেশ প্রভৃতি হেতু সকল হইতে, অর্থাৎ এই হেতু সকল হইতে জীবানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ পরং অতি উৎকৃষ্ট হয় ইহাই সুত্রার্থ। অতএব জৈবানন্দাদি হইতে ব্রহ্মানন্দাদি পরং জাতি দ্বারা পরিমাম দ্বারা উৎকৃষ্ট। কেন ? সেতু ইত্যাদি হইতে। অনন্তর সূত্রস্থ হেতু সকল প্রদর্শিত হইতেছে—এষঃ এই ব্রহ্ম সেতু, ধারক, যে এই পরব্রহ্মের আনন্দ এইস্থলে ব্রহ্মের সেতুত্ব কথিত

পরিণামবত্ত্বে প্রমাণম্ ।

অথ সম্বন্ধহেতোর্দৃষ্টান্তমাহঃ–"এতস্য" ইতি । যো ব্রহ্মলোকঃ, সম্রাডিতি, যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তঃ, যা চ পরমাগতিঃ, পরমাসম্পৎ, ইত্যভিহিতম্ ; তৎ বিস্তারয়তি এতস্য প্রসিদ্ধস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বানন্দময় বিগ্রহস্য য আনন্দঃ তস্য মাত্রাং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রমংশং অন্যানি ভূতানি উপজীবন্তি, তথাচ–শ্রীগোবিন্দদেবস্য যো বিলাসানন্দঃ তস্যবিন্দুমাত্রমুপজীব্য জীবা জীবন্তীত্যর্থঃ । ইতি সম্বন্ধস্য ব্যাখ্যানম্ ।

অথ ভেদহেতোদৃষ্টান্তমাহঃ–অন্যদিতি । জীবানাং জ্ঞানং অন্যৎ, কিন্তু পরস্য-সর্বানন্দময়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানঞ্চ অন্যৎ, জীবজ্ঞানাৎ পৃথগিত্যর্থঃ । অথ বেদাদিসৎশাস্ত্রেঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরংজ্ঞানং সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানং বিধীয়তে, কিন্তু জীবজ্ঞানং ন তথা ইতি জীবাৎ ভেদস্য নির্ণয়াৎ । তথাহি-মুণ্ডকে-১/১/৯, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি । নহি–ইতি তস্মাৎ জৈবানন্দাদেবির্বলক্ষণং ব্রহ্মানন্দাদি ইতি অপ্রাকৃত নিত্যানন্দময়ে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে জীবানাং ভক্তিঃ করণীয়া ইতি ॥৩২॥

হইয়াছে, অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সেতু পার কর্ত্তা, সংসার সাগর হইতে নিজ ভক্তগণকে পরপারে উত্তরণ করেন । এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–হে পার্থ ! আমাতে আবেশিতচিত্ত যাহারা মৃত্যু সংসার সাগর হইতে তাহাদের আমি অতি সত্ত্বর উদ্ধার কর্ত্তা হই । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে কমল নয়ন অখিল সত্ত্বাশ্রয় আপনাতে কোন ভক্তগণ সমাধি যোগের দ্বারা আবেশিত হৃদয়ে মহৎজন কৃত আপনার পাদপোতের দ্বারা ভগসাগরকে গোবৎসপদের সমান মনে করিয়া পার হইয়া যান । অতএব তিনিই এইমাত্র সেতু । বৃহদারণ্যকে–এই লোকের বর্ণাশ্রমাদি ধারনের নিমিত্ত তিনি একমাত্র সেতু । এবং যঃ এষঃ–পর শ্রীগোবিন্দদেবের যে এই আনন্দ স্বরূপানন্দ আত্মারাম জনাকর্ষীলীল, ইহার দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সেতুত্ব ব্যপদেশ হইল । অনন্তর উন্মান হেতুর দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–যত ইতি । যাহা হইতে বাক্যসকল নিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ যে অনন্ত অপরিসীম আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে বাচঃ বেদলক্ষণাবাক্যগণ নিবর্ত্তিত হয়, সম্পূর্ণরূপে বিষয় করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় অতদ্দারা উন্মানের । ইহা শ্রীগোবিন্দদেবের অসাধারণ পরিণামবত্ত্বে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল । অতঃপর সম্বন্ধহেতুর দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–এতস্যেতি । এই আনন্দের মাত্রায় অন্য ভূত জীবগণ জীবিত আছে, অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে ব্রহ্মলোক সম্রাট বলিয়াছেন–যাহা পরমাগতি, পরমাসম্পত্তিরূপে অভিহিত হইয়াছে তাহা বিস্তার করিতেছেন–এই প্রসিদ্ধ এব কার নিশ্চয়ে আনন্দ অনন্তাপরিসীমলীল সর্বানন্দময় বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবের যে আনন্দ তাহার মাত্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ তাহার দ্বারা অন্যান্যভূত জীব সকল জীবন ধারণ করে, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের যে বিলাসানন্দ তাহার বিন্দুমাত্র উপজীব্য করিয়া জীবগণ বাঁচিয়া থাকে, ইহাই সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করা হইল । অনন্তর ভেদহেতুর দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–অন্যদিতি । জীবগণের জ্ঞান অন্য, এবং পরেশের জ্ঞান অন্য, কিন্তু পর সর্বানন্দময় শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞান ও পৃথক, জীব জ্ঞান হইতে পৃথক ইহাই অর্থ । অথ বেদাদি সৎ শাস্ত্রের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্যানন্দ অব্যয় পূর্ণ পরং সর্বশ্রেষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীব জ্ঞান সেই প্রকার নহে, সুতরাং জীব হইতে ভেদ নির্ণয়

ননু ঘটপাদবাচ্যং ঘটবিলক্ষণংনেত্যুক্তং তত্রাহ–

॥ওঁ॥ সামান্যাত্তু ॥ওঁ॥ ৩/২/১৩/৩৩॥

তু শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায় । যথৈক এব ঘটশব্দো নানাবিধেষু ঘটেষু ঘটত্বসামান্যমাদায় বর্ত্ততে, তথানন্দাদি শব্দোঽপি আনন্দত্বাদি সামান্যমাদায় লৌকিকালৌকিকেষ্বিতি, নৈতাবতা ব্যক্তিসাদৃশ্যং সর্বথা । অতএব (বি০ পু০-২/১৪/৩০) "পরংজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যা দিভির্বিভুঃ । ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূন্নৈবপার্থিব ! যোক্ষ্যতি" ইতি জীবজ্ঞানাৎ পরং যজ্‌জ্ঞান্ তন্ময়মিত্যুক্তাম্ ॥৩৩॥

অথ বাদিনাং পক্ষমুদ্ধৃত্যা নিরাকুর্বন্তি-ননু ইতি । ঘটপদবাচ্যং ঘটপদার্থাৎ বিলক্ষণং ন কিন্তু ঘটাত্মকমেব, তথা আনন্দপদবাচ্যং আনন্দপদার্থাৎ বিলক্ষনং ন ভবতি, কিন্তু আনন্দাত্মকমেব ; তস্মাৎ জীবানন্দ-ব্রহ্মানন্দায়োরানন্দপদবাচ্যত্বাৎ আনন্দসামান্যমেব ; অত উভয়োরন্তরং নাস্ত্যেব ইতি শঙ্কামূলম্।

অত্র শঙ্কায়াঃ সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়নঃ–"সামান্যাত্তু" ইতি । সূত্রমিদং শ্রীমাধবভাষ্যে নাস্তি। অত্র ঘটানাং সামান্যাৎ এব সর্বেষু ঘটেষু তথা ব্যবহারঃ ; এবং আনন্দশব্দস্যাপি সামান্যাৎ তথা কথনমিতি । তু কিন্তু তথা না সূত্রস্থ "তু" শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়, জীবানন্দ-ব্রহ্মানন্দয়োঃ সমত্বশঙ্কা ন কার্য্যা ইত্যর্থঃ । যথৈকঃ, ইতি শঙ্কাভাগম্ ; অতিরেহিতার্থম্ । উত্তরয়ন্তি–"ন" ইতি, এতাবতা সাদৃশ্যগ্রহণেন

হইল । মুণ্ডকে কথিত আছে–যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ যাঁহার তপস্যা জ্ঞান ময় হয় । সেতুত্বাদি লৌকিকানন্দে আছে তাহা বলিতে পারিবেন না, অতঃ জৈবানন্দ হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ, সুতরাং অপ্রাকৃত নিত্যানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে জীবগণের ভক্তি করা উচিত ॥৩২॥

অনন্তর বাদিগণের পক্ষ উদ্ধৃত করিয়া নিরাকরণ করিতেছেন–নন্বিতি । আমাদের শঙ্কা–ঘট পদ বাচ্য ঘট হইতে বিলক্ষণ নহে, কিন্তু ঘটাত্মকই হয়, সেই প্রকার আনন্দ পদবাচ্য আনন্দ পদার্থ হইতে বিলক্ষণ নহে, কিন্তু আনন্দাত্মকই হয়, এতএব জীবানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের আনন্দ পদ বাচ্য হওয়া হেতু আনন্দ সামান্যই হইবে, অতএব উভয়ের কোন প্রকার অন্তর নাই, ইহাই আশঙ্কার মূল কারণ ।

আপনাদের আশঙ্কার সমাধান ভগবান শ্রীবাদরায়ণ করিতেছেন–সম্যনেতি । সামান্য হইতে কিন্তু। এই সূত্রটি কিন্তু শ্রীমাধবভাষ্যে নাই । এই স্থলে ঘটাদির সামান্যহেতু সকল ঘটেই সেই প্রকার ব্যবহার হয়, এইরূপ আনন্দশব্দেরও সামান্য হেতু, সেই প্রকার–কথন হইয়া থাকে, তু কিন্তু তাহা নহে। সুত্রে যেতু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা ছেদনের নিমিত্ত, জীবানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সমতা শঙ্কা করা উচিত নহে ইহাই অর্থ । যেমন একটি ঘট শব্দ নানা প্রকার ঘট সকলে ঘটত্ব সামান্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার আনন্দাদি শব্দও আনন্দত্বাদি সামান্য গ্রহন করিয়া লৌকিক অলৌকিকাদি আনন্দ সকলে বিদ্যমান আছে এই প্রকার যুক্তির দ্বারা সর্বথা ব্যক্তি সাদৃশ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ এই প্রকার সাদৃশ্য গ্রহণের দ্বারা সবর্বথা ব্যক্তি সাদৃশ্য হইতে পারে না, যেমন ঘটের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিশেষ গ্রহণের দ্বারা তাহাদের

ননু জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্বিলক্ষণং চেৎ ধর্ম্মিভূতং ব্রহ্ম, তর্হি "সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" (ছা০-৩/১৪/১) ইত্যুপদেশঃ কথং সঙ্গচ্ছতে ? তত্রাহ---

---

সর্ব্বথা ব্যক্তিসাদৃশ্যং ন ভবতি, ঘটেষু যথা ক্ষুদ্রবৃহদ্-বিশেষগ্রহণেন তেষাং ভেদো বর্ত্ততে ; এবং জীবানন্দ-ব্রহ্মানন্দয়োর্বিশেষগ্রহণেন মহদন্তরং বর্ত্ততে, কিঞ্চ জীবানন্দস্য পরব্রহ্মাধীনত্বাৎ তন্মাত্রা এব। অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎ জ্ঞানমানন্দং চ তৎ জীবজ্ঞানাৎ শ্রেষ্ঠমিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় প্রমাণেন ন দ্রঢ়য়ন্তি-পরজ্ঞানময়ঃ ইতি। বিভুঃ-শ্রীগোবিন্দদেবঃ পরজ্ঞানময়ঃ নিত্যসর্বোত্তম জ্ঞানানন্দাদিপরিপূর্ণদিব্য চিদ্‌বিগ্রহঃ ; লৌকিকৈঃ অসদ্‌ভিঃ নামজাত্যাদিভিঃ, হে পার্থিব ! রহুগণ ! ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূৎ, নৈব যোক্ষ্যতি চ ইতি, তথাচ-অসদ্‌ভিঃ" ইত্যুক্তে সদ্‌ভিস্ত নামজাত্যাদিভিঃ যোগবানিত্যাদিকমায়াতি । ইত্যনেন প্রমাণেন জীবজ্ঞানাৎ পরং শ্রেষ্ঠং যজ্‌জ্ঞানং তন্ময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥

অথ পরব্রহ্মণো জীববিলক্ষণত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি-"ননু" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ-ব্রহ্মণো জীবজড়াত্মকাৎ ভিন্নত্বে প্রতিসঙ্গতের-ভাবমাহঃ-সর্বমিতি । ইদং পরিদৃশ্যমানং পর্বত-সরিৎসমুদ্রাদি পরিপূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং সর্বং ব্রহ্ম ইতি, খলু নিশ্চয়ে, নিশ্চিতমেব ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ তজ্জলানিতি জ্ঞাত্বা

ভেদ আছে, এই প্রকার জীবানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের বিশেষ গ্রহণের দ্বারা মহৎ অন্তর বিদ্যমান আছে-অপর জীবানন্দের ব্রহ্মানন্দের অধীনতাহেতু তাহার মাত্রা হয় । অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের যে জ্ঞান ও আনন্দ তাহা জীব জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণু পুরাণীয় প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন-পরমিতি। বিভু পরজ্ঞানময় অসৎ নামজাত্যাদির দ্বারা যোগবান ও যুক্ত হইবে না, ইহা বলিয়াছেন-অর্থাৎ বিভু শ্রীগোবিন্দদেব পরজ্ঞানময় নিত্য সবের্বাত্তম জ্ঞানানন্দাদি পরিপূর্ণ দিব্যচিদ্ বিগ্রহ, লৌকিক অসৎ নামজ্যাত্যাদির দ্বারা হে রাজা রহূগণ ! কোন কালেই যুক্তবান যুক্ত ছিলেন না, এবং কোন কালেও যুক্ত হইবেন না অর্থাৎ অসৎ এই কথা বলায় সৎ নাম ও জাতি প্রভৃতির দ্বারা যুক্ত আছেন ইহাই বোধ করা হইতেছে । এই প্রমাণের দ্বারা জীব জ্ঞান হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান তন্ময় শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই অর্থ ॥৩৩॥

অনন্তর পরব্রহ্মের জীব বিলক্ষণত্বে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন-নন্বিতি । জীব জড়াত্মক প্রপঞ্চ হইতে ধর্ম্মিভূত ব্রহ্ম যদি বিলক্ষণ হয় তবে, এই সকল ব্রহ্ম তজ্জলান্ এতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে এই উপদেশ সঙ্গত হইবে কি প্রকারে ? অর্থাৎ জীবজড়াত্মক প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের ভিন্নত্বে শ্রুতি সঙ্গতির অভাব বলিতেছেন-সর্বমিতি । এই পরিদৃশ্যমান পর্বত নদী সাগরাদি পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম, খলু শব্দ নিশ্চয়ে নিশ্চিতই ব্রহ্ম ইহাই অর্থ । অতএব তজ্জলানিতি । জানিয়া শান্ত হইয়া তাঁহাকে উপসানা করিবে, অর্থাৎ এই সকল প্রপঞ্চ সমুহ ব্রহ্ম হইতে জাত হয়, ব্রহ্মেই বিলীন হয়, ব্রহ্মের দ্বারাই জীবিত থাকে সুতরাং তিনি তজ্জলান্ এই প্রকার জানিয়া শান্ত ক্রোধদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বারাধ্য শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করিবে ইহাই অর্থ । এই প্রপঞ্চ সকল ব্রহ্মাত্মক হয় তাহা কি

॥ওঁ॥ বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৩/৩৪॥

সোঽয়মুপদেশো বুদ্ধ্যর্থঃ। সর্বত্র তদীয়ত্বজ্ঞানার্থঃ পাদবৎ। "পাদোঽস্য বিশ্বা

শান্তঃ সন্ উপাসীত, তথাচ–সর্বমিদং প্রপঞ্চজাতং তস্মাৎ-জায়তে, তস্মিন্ লীয়তে তেন অনিতি, তজ্জলানিতি জ্ঞাত্বা শান্তঃ ক্রোধ দ্বেষাদিপরিত্যাগং কৃত্বা স্বারাধ্যং শ্রীগোবিন্দদেবং ভজনীয়মিত্যর্থঃ।

সর্বমিদং ব্রহ্মাত্মকং কথং সঙ্গতির্ভবেৎ, যদি জীবাদেবির্বলক্ষণং ব্রহ্ম স্যাৎ ? তত্র সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :–"বুদ্ধ্যর্থঃ" ইতি। "সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম" ইত্যেবমুপদেশঃ খলু বুদ্ধ্যর্থঃ, সর্বত্র তদীয়ত্ব জ্ঞানার্থঃ, পাদবদিতি। যথা বিশ্বস্য শ্রীভগবৎপাদোপদেশাঃ তদ্‌বদিতি। সোঽয়মিতি–অতিরোহিতার্থম্। পাদোঽস্য–অস্য সর্বারাধ্যস্য পরব্রহ্মণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিশ্বা ভূতানি পাদঃ। চতুষ্পাদ্‌বিভূতিসম্পন্নস্য তস্য সর্বাণিপ্রাকৃতভূতানি ঐশ্বর্য্যাণি পাদমাত্রমেব ইতি, ইত্যনেন যথা প্রাকৃতৈশ্বর্য্যস্য শ্রীভগবৎপাদত্বং, এবং প্রপঞ্চোঽপি তদীয়মিতি নিশ্চিত্য তদীয়োপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

তথাত্বে কিমায়াতম্ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–এবং হি, ইতি। এবং সর্বত্র ভগবদীয়ত্বজ্ঞানেন সাধকস্য মনো দ্বেষনিহীনং ভবতি, তথা দ্বেষনিহীনং মনঃ শ্রীগোবিন্দদেব প্রবণং ভবতি। ননু সর্বত্র তদীয়বুদ্ধৌ জাতে সতি প্রাপঞ্চিকে বস্তুনি অনুরাগঃ স্যাৎ, সর্বত্র তদ্দর্শনাৎ ; ইতি চেৎ, তত্রাহ :–ন চৈবমিতি। তত্র

প্রকারে সঙ্গতি হইবে ? যদি জীব ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ হইবে ?

সমাধান **:**–এই আশঙ্কার সমাধান ভগবান শ্রীবাদরায়ণ করিতেছেন–বুদ্ধ্যেতি। বুদ্ধির নিমিত্ত যেমন পাদ, অর্থাৎ এই সকল ব্রহ্ম এই প্রকার উপদেশ বুদ্ধির অর্থাৎ সর্বত্র তদীয়তা জ্ঞানের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে, যেমন পাদ, যে প্রকার বিশ্বের শ্রীভগবৎ পাদরূপে উপদেশ সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। সেই উপদেশ বুদ্ধির মিমিত্ত, সর্ববত্র তদীয়তা জ্ঞানের নিমিত্ত যেমন পাদ, ইঁহার সমগ্র বিশ্ব পাদবিভূতি, অর্থাৎ এই সর্ব্বারাধ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের বিশ্বভূত সকল একপাদবিভূতি, চতুষ্পাদ বিভূতি, সম্পন্ন তাঁহার সকল প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য এক পাদ মাত্র হয়, এইস্থলে যে প্রকার প্রপঞ্চের শ্রীভগবৎ পাদত্বরূপে উপদেশ করা সম্ভব হয়। এই প্রমাণের দ্বারা যেমন প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যের ভগবৎ পাদতা, সেই প্রকার প্রপঞ্চ ও তদীয় ইহা নিশ্চয় করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনা করা কর্ত্তব্য ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এই প্রকার উপদেশের অভিপ্রায় কি ? সেই অপেক্ষায় বলিতেছেন–এবমিতি। এই প্রকার দ্বেষনিহীন মনঃ তাঁহার প্রবণ হয় অর্থাৎ সর্ববত্র শ্রীভগবানের এই জ্ঞানের দ্বারা সাধকের মনঃ দ্বেষবিহীন হয়, সেই দ্বেষবিহীন মনঃ শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়ে প্রবণ সংযুক্ত হয়। যদি বলেন–সর্ববত্র তদীয় বুদ্ধি জাত হইলে পরে প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অনুরাগ হইবে, কারণ সর্বত্রই শ্রীভগবৎ দর্শনহেতু ? তদুত্তরে বলিতেছেন–নচেতি। এই প্রকার রাগ প্রাপ্তি হইবে না, যেহেতু নিহীনতা বুদ্ধির বাধক হইবে। তথাচ–সাক্ষাৎ ভগবৎ সমুন্ধভিন্ন অন্য বস্তুতে সাধকগণের অনুরাগ জাত হয় না, কিন্তু সর্ববত্র তদীয়ত্ব জ্ঞানের দ্বারা এই সকল আমার আরাধ্যদেবের সেবার উপকরণ বুদ্ধি জাত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা ছিল হইবে হইতেছে তাহা সকল এই পুরুষ, তিনি সকলকে আবৃত করিয়া বিতস্তিরূপে অধিষ্ঠান

ভূতানি" (শুও যজুঃ-৩১/৩, ঋক্-১০/৯০/৩, ছা০-৩/১২/৬) ইত্যত্র যথা বিশ্বস্য ভগবৎপাদত্বোপদেশস্তদ্বৎ। এবং হি দ্বেষনিহীনং মনস্তৎ প্রবণং ভবতি । নচৈবং রাগপ্রাপ্তির্নিহীনত্ববুদ্ধের্বাধকত্বাৎ ॥৩৪॥

১৪॥ স্থানবিশেষাধিকরণম্ ।

অথ ভক্তিবৈচিত্র্যায় ভজনীয়স্য শ্রীহরের্ভানবৈচিত্র্যং নিরূপ্যতে, ইতরথা

প্রাপঞ্চিকে বস্তুনি অনুরাগজননে নিহীনত্ববুদ্ধের্বাধকত্বাদিতি । তথাচ–সাক্ষাদ্‌ভগৎসম্বন্ধাতিরিক্তে বস্তুনি সাধকানামনুরাগো ন জায়তে, কিন্তু সর্বত্র তদীয়ত্বজ্ঞানেন "সর্বমিদং মদারাধ্যদেবস্য সেবোপকরণং" ইতি বুদ্ধির্জায়তে । তথাহি শ্রীভাগবতে–২/৬/১৬, সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ । তেনেদমাবৃতংবিশ্ব বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ তত্রৈব–২/৬/১৯, পাদেষু সর্ব ভূতানি পুংসঃস্থিতিপদো বিদুঃ। অমৃতংক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়িমূর্দ্ধসু ॥ শ্রীঅষ্টমে–১/১০, আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বংযৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ তস্মাৎ স্বস্মাদ্ ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে মহানুৎকর্ষঃ, ইতি স এব ভজনীয়ো জীবানামিতি ।
জীবানন্দাৎ পরংশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মানন্দ ইতি শ্রুতিঃ । সেতূন্মানাদিসম্বন্ধ-ভেদাদেশ্চবিনির্ণয়াৎ ॥৩৪॥

ইতি পরাধিকরণং ত্রয়োদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৩॥

১৪। "স্থান বিশেষাধিকরণম্"

যথাভক্তিস্তথাভক্তে প্রকাশতে হরিঃ স্বয়ম্ ।
শান্তদাস্যাদিভাবেন তারতম্যমতো ভবেৎ ॥

করিতেছেন পুনঃ সেই পুরুষের সকল প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য পাদেই এক অংশমাত্রে অবস্থান করে, ত্রিমূর্দ্ধ প্রকৃতি তাহার মস্তকে অমৃতক্ষেম অভয় বৈকুণ্ঠধামস্থিত আছে । শ্রীঅষ্টমে–এই জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে সকল আত্মা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত সুতরাং ত্যাগের দ্বারাই জীবন ধারণ করিবে, কাহারও ধনের প্রতি আকাঙ্খা করিও না । অতএব নিজ হইতে শ্রীগোবিন্দদেবে মহান্ উৎকর্ষ বিদ্যমান আছে, সুতরাং জীবগণের তিনিই একামাত্র ভজনীয় । সেতু উন্মান সম্বন্ধ ভেদাদির দ্বারা বিনির্ণয় হেতু জীবানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ পরং শ্রেষ্ঠ ইহা শ্রুতি বিনির্ণয় করিয়াছেন ॥৩৪॥

এই প্রকার পরাধিকরণ ত্রয়োদশ সম্পূর্ণ ॥১৩॥

১৪॥ "স্থানবিশেষাধিকরণ"

অনন্তর স্থানবিশেষাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন–যে ভক্তের যে প্রকার ভক্তি সেই ভক্তের নিকটে সেই প্রকার শ্রীহরির স্বয়ং প্রকটিত হয়েন, সুতরাং শান্ত দাস্য প্রভৃতি ভাবের দ্বারা তারতম্য ইহবে । যদি বলেন–সর্বোকৃষ্ট আনন্দময় চিদ্বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব হউক তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, তথাপি তিনি জীবগণ কর্ত্তৃক ভজন করিবার যোগ্য নহেন, কেন ? তিনি সর্বদা একরস, এবং তাঁহাতে

ভক্তিবৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ । ভান বৈচিত্র্যান্তু স্থানানাদিত্বাদনাদিসিদ্ধম্ ।

"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো০ তা০ পূ০-২৩) ইত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য "ন স্থানতোঽপি" (ব্র০ সূ০-৩/২/৩/১১) ইত্যাদি নানাস্থানেষু স্থানীভূতমেকং ব্রহ্ম প্রকাশত ইত্যুক্তম্।

ননু-অস্তু সর্বোৎকৃষ্টানন্দময়শ্চিদ্‌বিগ্রহঃ-শ্রীগোবিন্দদেবঃ, তথাপি ন স জীবৈর্ভজনীয়ঃ, কুতঃ সদৈকরসত্বাৎ, বৈচিত্র্যাভাবাচ্চ, বিচিত্রো হি মানবানাং মনঃ সমাকর্ষতি, ন বিচিত্রাভাবঃ, ইতি শঙ্কাসমাধানার্থং স্থানবিশেষাধিকরণারম্ভঃ, ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভাবানুশারিপ্রকাশত্বং নিরূপয়িতুং পীঠীকামরচয়ন্তি-অথেতি । স্পষ্টম্ । তথাচ-যদি ভজনীয়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশবৈচিত্র্যং ন স্যাৎ, তদা তদ্‌ভক্তেরপি বৈচিত্র্য-ভাবানুভবানুপপত্তিঃ স্যাৎ । ননু ভজনীয়স্য ভানবৈচিত্র্যং কথম্ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ-ভানবৈচিত্র্যমিতি। তস্য অনুভবস্থানানাং অনাদিত্বাৎ তদ্‌ভান বৈচিত্র্যমপি অনাদিসিদ্ধমিতি ।

বিষয় :-অথ স্থানবিশেষাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি-একোঽপি" ইতি যঃ-একোঽপি, শ্রীগোবিন্দদেব একোঽপি শান্তাদিবহুভাবাশ্রিতভক্তানাং সবিধে বহুধা তত্তদ্‌ভাবানুশারিস্বরূপেণ অবভাতি, প্রকাশতে ইতি । শিষ্টংস্ফুটার্থম্ । ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় :-অত্রবিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, অথ তেষু শান্তাদিভক্তেষু তৎ তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎ প্রকাশং তস্য প্রকাশস্য তারতম্যং স্যাৎ ? অথবা তারতম্যং ন স্যাদিতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :-এবং সন্দেহে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি-বস্ত্বৈক্যাৎ" ইতি । ব্রহ্মণঃ, ভজনীয়স্য বা একরূপত্বাৎ,

---

বৈচিত্রের অভাবহেতু, বিচিত্র রস মানবগণের মনকে আকর্ষণ করে, বিচিত্র অভাব বস্তু নহে ? এই আশঙ্কা সমাধান করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষাধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবের ভাবানুসারে প্রকাশতা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন-অথেতি । অনন্তর ভক্তি বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ভজনীয় শ্রীহরি ভানবৈচিত্র্য নিরূপন করিতেছেন । অন্যথা ভক্তি বৈচিত্র্যের উপপত্তি হইবে না, অর্থাৎ যদি ভজনীয় শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ বৈচিত্র্য না হইবে, তবে তাঁহার ভক্তির ও বৈচিত্র্যভাবের অনুভবের অনুপপত্তি হইবে । যদি বলেন-ভজনীয়ের ভান বৈচিত্র্য কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-ভানেতি । ভান বৈচিত্র স্থান সকলের অনাদিতা হেতু অনাদিসিদ্ধ, শ্রীগোবিন্দদেবের অনুভব স্থান সকলের অনাদি হওয়া হেতু তাঁহার ভান বৈচিত্র্যও অনাদি সিদ্ধ হয় ।

বিষয় :-অনন্তর স্থানবিশেষাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন-একোহপীতি । যিনি এক হইয়াও বহুরূপে অবভাত হয়েন, অর্থাৎ যিনি এক শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও শান্তাদি বহুপ্রকার ভাবাশ্রিত ভক্তগণের সবিধে বহুধা তত্তৎ ভাবানুসারীরূপে প্রকাশিত হয়েন । ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য

অথ তেষু তৎ প্রকাশস্য তারতম্যং স্যাৎ ? নবেতি বীক্ষায়াং, বস্ত্বৈক্যাৎ সমানবুদ্ধিবোধ্যত্বাচ্চ নেতি প্রাপ্তে---

॥ওঁ॥ স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৪/৩৫॥

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপং তথাপি তৎ প্রাকট্যস্থানানাং তেষাং ধাম্নাং ভক্তানাঞ্চ

সদেকরসত্বাৎ এক এব সঃ, তত্র কিমপি ভানবৈচিত্র্যং নাস্তি, এবং তস্য সমান শব্দবাচ্যত্বাৎ, তথা সমানবুদ্ধিবোধ্যত্বাচ্চ তস্য ভানবৈচিত্র্যং নাস্তি, তস্য ভানবৈচিত্র্যে সদৈকরূপত্ব সদৈকরসত্বাদের্ভঙ্গাপত্তেঃ, তস্মাৎ ভজনীয়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশবৈচিত্র্যং নাস্তীত্যর্থঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ—স্থান বিশেষাৎ" ইতি । যদ্যপি একমেব ব্রহ্মস্বরূপং ভগবান্ শ্রীগে্বিন্দদেবঃ তথাপি স্থানবিশেষাৎ তৎ প্রাকট্যস্থানানাং ভক্তানাঞ্চা বিশেষাৎ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যকৃতাৎ শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য-কান্তাদিকত্বাৎ চ তারতম্যাৎ তৎ প্রাকট্যমপিতারম্যভাক্ স্যাৎ, প্রকাশাদিবদিতি । ভাষ্যন্ত অতিরেহিতার্থম্ । অত্র সূত্রার্থমেবং স্পষ্টয়ন্তি—"অয়ং ভাবঃ" ইতি ।

যস্মিন্ স্থানে পরব্যোমাদৌ বৈকুণ্ঠাদৌ বা ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পারমৈশ্বর্য্যাবিস্কারঃ—তত্র ভক্তানাং ভক্তিঃ বিধিনা প্রবর্ত্ততে। বিধিভক্তিশ্চ ইত্থম্—তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ-১/২/৬, যত্র রাগানবাপ্তত্বৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে । শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম্–৮/৭, নবধাভক্তিবিধিরুচিপূর্বা দ্বেধাভবেদ্‌যয়া কৃষ্ণঃ । ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্তদীপ্সিতং ধামম্ ॥

আশ্রয় করিয়া "ন স্থানেতোঽপি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নানাস্থনে স্থনীভূত এক ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন তাহা কথিত হইয়াছে ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ—এই বিষয় বাক্য সংশয় হইতেছে—অথেতি । তাহাতে তাহার প্রকাশের তারতম্য হইবে ? অথবা হইবে না ? অর্থাৎ সেই শান্তাদি ভক্তে শ্রীগোবিন্দদেবের যে প্রকাশ সেই প্রকাশের তারতম্য হইবে ? অথভা তারতম্য হইবে না ? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই সন্দেহে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন—বস্ত্বিতি । বস্তুর একতাহেতু সমান শব্দবুদ্ধিবোধ্যতাহেতু তারতম্য হইবে না । পরব্রহ্ম ভজনীয় শ্রীগোবিন্দদেবের একত্ব, একরূত্ব, সবর্বদা একরসতাহেতু তিনি একই হয়েন, তাহাতে কোন প্রকার ভান বৈচিত্র্য নাই, এবং তাহার সমান শব্দবাচ্য তাহেতু তথা সমান বুদ্ধি বোধ্যত্বহেতু তাঁহার ভান বৈচিত্র্য নাই, যদি তাঁহার অনুভব বৈচিত্র্য হয় তাহা হইলে সদা একরূপত্ব সদা একরত্বাদি সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে, অতএব ভজনীয় শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ বৈচিত্র্য নাই ইহাই অর্থ এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—স্থানেতি । স্থানবিশেষহেতু প্রকাদিবৎ, অর্থাৎ যদ্যপি একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব, তথাপি

বিশেষাদৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যকৃতাৎ, শান্তি-দাস্য সখ্যাদিকৃতাচ্চ তারতম্যাৎ, তৎ প্রাকট্যমপি তারতম্য ভাক্ স্যাৎ প্রকাশাদিবৎ । যথা প্রকাশো দ্বৈপঃ স্ফাটিকেষু কৌরুবিন্দেষু চ মন্দিরেষু চাক্‌চিক্যারুণাভ্যাং তারতম্যভাক্, যথা চ এক বিধোঽপি শব্দঃ কম্বুমৃদঙ্গ বংশপ্রভৃতিষু মন্দ্রত্ব মধুরত্বাদিবিশেষভাক্ তদ্বদিত্যর্থঃ ।

অয়ংভাব ঃ---যস্মিন্ স্থানে ভগবতঃ পারমৈশ্বর্য্যাবিস্কারস্তত্র তস্য ভক্তির্বিধিনা

বিধিপূর্বা তু বৈধী, রুচিপূর্বা তু রাগানুগা” ইতি টীকা । তত্রৈব–৮/৯, বিধিনাভ্যর্চ্চ্যাতে দেবশ্চতুর্বাহবাদি-রূপধৃক্ । রুচ্যাত্মকেন তেনাসৌ নৃলিঙ্গঃ পরিপূজ্যতে ॥ তস্মাৎ বিধিভক্ত্যা শ্রীভাগবতঃ পারমৈশ্বর্য্যাবিষ্কারঃ। এবং রুচিভক্ত্যা শ্রীভগবতঃ সত্যপি পারমৈশ্বর্য্যে মাধুর্য্যাবিষ্কারঃ । রুচিরত্ররাগানুগা । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ-১/২/২৭০, বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু । রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥

অথ রসানাং সংখ্যা–এতদ্‌বিষয়মবলম্ব্য প্রারম্ভত এব মতানি ভিদ্যন্তে, শ্রীভরতমুনিমারভ্যাগ্রেঽপি প্রায় আচার্য্যা অষ্টৌ এব রসা স্বীকৃতাঃ । অভিনবগুপ্তপাদাস্ত রসানাং নব সংখ্যা স্বীচক্রুঃ । বিষ্ণুধর্মোত্তরে–(৩/১৫/১৪) অগ্নিপুরাণে চ রসানাং নব সংখ্যা স্বীকৃতা, শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকৈঃ । বীভৎসাদ্‌ভুতশান্তাখ্যৈ রসৈঃ কার্য্যং সমন্বিতম্ ॥ অথ শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তভে–৫/৫, শৃঙ্গারেরতিরুৎসাহো বীরে স্যাচ্ছোক-বিস্ময়ৌ । করুণাদ্‌ভুতয়োর্হস্যো হাস্যে প্রীতির্ভয়ানকে ॥ জুগুপ্সা বীভৎস সংজ্ঞে

স্থানবিশেষ হেতু তাঁহার প্রাকট্য স্থান সকল ও ভক্তগণের বিশেষহেতু ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যকৃত শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য কান্তাদির রূপ ভাবের তারতম্য হেতু তাঁহার প্রাকট্য ও তারতম্য ভাগী হয়, যেমন প্রকাশ । যদ্যপি একমাত্র ব্রহ্ম স্বরূপ তথাপি তাঁহার প্রাকট্যস্থান সকলের, তাঁহার ধাম সকলের এবং ভক্তবৃন্দের বিশেষহেতু ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যকৃত শান্তি দাস্য সখ্যাদিকৃত তারতম্য হেতু শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাকট্য ও তারতম্যযুক্ত হয়, যে প্রকার প্রদীপ প্রকাশ । অনন্তর সূত্রার্থই স্পষ্ট করিতেছেন–অয়মিতি । এই স্থলের ভাবার্থ এইযে–যে স্থানে শ্রীভগবানের পারমৈশ্বর্য্য আবিষ্কার হয় সেই স্থানে তাঁহার ভক্তগণ উপাস্যে বিধিভক্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের তীব্র প্রকাশ হয়, যেপ্রকার স্ফটিক ভবনে প্রদীপ প্রভা, সেস্থানে শ্রীভগবানের পারমৈশ্বর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও মাধুর্য্য আবিষ্কার হয়, সেইস্থানে তাঁহার ভক্তবৃন্দ রুচির ভক্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় । সেই রুচি ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের মধুর প্রকাশ হয়, যে প্রকার কৌরুবৃন্দ নিকেতনে প্রদীপ প্রভা, এই প্রকার ধামের তাঁহার চিন্তকগণেরও ভক্তির দ্বৈবিধ্য দুইটি প্রকার সাধন করিলেন । অর্থাৎ–যে স্থানে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠাদি ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের পারমৈশ্বর্য্য আবিষ্কার সেইস্থানে ভক্তগণের ভক্তি বিধির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, বিধিভক্তি এই প্রকার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বর্ণনা করিয়াছেন–যেস্থানে অনুরাগ প্রাপ্ত না হইয়া শাস্ত্রের শাসনের দ্বারাই ভজনে প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে । শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে–বিধি ও রুচি পূবর্ব

প্রবর্ত্ততে, তয়া তীব্রঃ প্রকাশঃ স্ফাটিক নিকেতদীপবৎ । যত্র সত্যপি পারমৈশ্বর্য্যে মাধুর্য্যাবিষ্কারস্তত্র খলু রুচ্যা প্রবর্ত্ততে, তয়া মধুরঃ প্রকাশ কৌরুবিন্দ নিকেতদীপবদিতি ধাম্নাং তচ্চিন্তকানাং ভক্তেশ্চ দ্বৈবিধ্যং সাধিতম্॥৩৫॥

কোপো রৌদ্রেইষ্ট নাট্যগাঃ । তত্ত্বেহষ্টৌস্থায়িনোহষ্টাসু নাট্যরসেষু ইতি কেচিৎ । কেচিত্তু (কাব্যপ্রকাশে–৪/৩৫), "নিবের্বদস্থায়িভাবোহপি নবমো রসঃ" ইতি শান্তোহপি নাট্যে রসঃ । ভোজস্তু–বৎসলতা প্রেমাভ্যামেকাদশ রসানাচষ্টে ; বাৎসল্যে-মমকারঃ ; প্রেমাণি চিত্তদ্রবশ্চ স্থায়ী ; একাদশৈব দৃশ্যে শ্রাব্যেহপি চ রসিকসংসদঃ প্রেষ্ঠাঃ । কোহসৌ রসঃ ? তৎস্বরূপমাহ-তত্রৈব-৫/১৪, বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্ । স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে–দশ এব রসো দৃশ্যতে–যথা-মল্লানামশনিঃ" ইত্যাদিনা । (১০/৪৩/১৭)

অথ শ্রীমৎপরমাচার্য্যপাদানাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–২/৫/১১৪-১১৯, পঞ্চধাপি রতেরৈক্যান্মুখ্যস্ত্বেক ইহোদিতঃ । সপ্তধাত্র তথা গৌণ ইতি ভক্তিরসোহষ্টধা ॥ তত্রমুখ্যঃ–মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চবৎসলঃ । মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ ॥ অত্রগৌণঃ–হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি । ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে ।

ভক্তিনয় প্রকার হইলেও যাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় তাহা দুই প্রকার সেই ভক্তির দ্বারা স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেব প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণের অভীপ্সিত ধাম প্রদান করেন । যাহা বিধিপূবর্বা তাহা বৈধীভক্তি, এবং যাহা রুচি পূবর্বা তাহা রাগানুগা, বিধিভক্তির দ্বারা চতুবর্বাহরূপধারী দেবকে অর্চ্চনা করা হয়, রুচ্যাত্মক রাগানুগা ভক্তির দ্বারা নৃলিঙ্গ পরিপূজিত হয়েন । অতএব বিধিভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের পারমৈশ্বর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও মাধুর্য্য আবিষ্কার হয় । এইস্থলে রুচি অর্থাৎ রাগানুগা শ্রীভক্তিরসামৃতে বর্ণিত আছে–ব্রজবাসীজনে যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা বিরাজিত আছে তাহার অনুসরণকারিনী যে ভক্তি তাহাকে রাগানুগা বলে ।

অনন্তর রসের সংখ্যা–রসবিষয়ে অবলম্বন করত আদি কাল হইতেই নানা প্রকার মত দেখা যায়, শ্রীভরতমুনি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অগ্রবর্ত্তী কালেও প্রায়শঃ আচার্য্যবৃন্দ অষ্টরস স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য অভিনব গুপ্তপাদ নয়টি রস স্বীকার করিয়াছেন, এবং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও শ্রীঅগ্নিপুরাণে নয়টি রস স্বীকৃত হইয়াছে–শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকবীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত এই সকলে রসের দ্বারা যুক্ত হইয়া নাট্যাদি কার্য্য করিবে । শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভে–শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র এই নাট্য শাস্ত্রগত অষ্টরস । এই অষ্টরসের অষ্ট স্থায়ীভাব কেহ কেহ নাট্যে রসে অঙ্গীকার করেন, কেহ নিবের্বদকে স্থায়ীভাব স্বীকার করিয়া শান্তকে নবম রস হয়, এই প্রকার শান্ত ও নাট্য রস হয় । ভোজ বাৎসল্য ও প্রেমের সহিত একাদশ রস বর্ননা করিয়াছেন । বাৎসল্যে মমকারও প্রেমে চিত্তদ্রব্য স্থায়ী, একাদশটি দৃশ্যে এবং শ্রাব্য কাব্যে রসিক সভাসদগবণ প্রেষ্ঠ। এই রসকি তাহার স্বরূপ বলিতেছেন–বহিঃ ও অন্তঃকরণের ব্যাপারন্তর অবরোধক নিজ কারনাদি সংশ্লেষ চমৎকারকারী সুখ

বস্তুতস্তু পুরাণাদৌ পঞ্চধৈব বিলোক্যতে ॥ শ্বেতশ্চিত্রোঽরুণঃ শোণঃ শ্যামঃ পান্ডর-পিঙ্গলৌ। গৌরোধূম্রস্তথা রক্তঃ কালো নীলঃ ক্রমাদমী ॥

কপিলো মাধবোগেন্দ্রো নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ। বলঃ কূর্ম্মস্তথা কল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ॥ মীন ইত্যেষু কথিতাঃ–ক্রমাদ্ দ্বাদশদেবতাঃ ॥ অথ শান্তভক্তাঃ (৩/১/১১), শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামাস্তদীয়াধব-বদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ ॥ তত্র আলাম্বনাঃ–চতুর্ভুজশ্চ শান্তাশ্চ অস্মিন্নালম্বণামতাঃ ॥ অথ দাসভক্তাঃ–৩/২/১৬, দাসস্তু প্রশ্রিতাস্তথ্য নিদেশ-বশ-বর্ত্তিনঃ। বিশ্বস্তাঃ প্রভূতা-জ্ঞান-বিনম্রিতধিয়শ্চ তে ॥ তত্রালম্বনাঃ–হরিশ্চ তস্য দাসাশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ। আলম্বনোঽস্মিন্ দ্বিভুজঃকৃষ্ণোগোকুলবাসিষু। অন্যত্র দ্বিভুজঃ ক্বাপি কুত্রাপ্যেষ চতুর্ভুজঃ ॥ অথ সখ্যভক্তাঃ–৩/৩/৮ তে-চ-রূপ বেশ গুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ। বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ তত্রালম্বনাঃ–হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ। দ্বিভুজত্বাদি ভাগত্র প্রাগবদালম্বনো হরিঃ ॥

অথ বৎসলভক্তাঃ–৩/৪/৮ অধিকম্মন্যভাবেন শিক্ষাকারিতয়াপি চ। লালকত্বাদিনাপ্যত্র বিভাবা গুরবো মতা ॥ তত্রালম্বনাঃ–কৃষ্ণং তস্য গুরুংশ্চাত্রপ্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ ॥ অথ মধুরভক্তাঃ–৩/৫/৩ "অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াস্তস্য চ সুভ্রুবঃ ॥ ইতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসায়াং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উজ্জ্বলনীলমণি অলঙ্কারকৌস্তুভ–সাহিত্যকৌমুদী-কাব্যকৌস্তুভ-ভক্তিসন্দর্ভ-প্রীতিসন্দর্ভাদয়োগ্রন্থাদ্রষ্টব্যাঃ॥

তস্মাৎ স্থান বিশেষাৎ ভক্তবিশেষাচ্চ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশতারতম্যমিতি সিদ্ধম্। ভগবৎ প্রকাশস্তু দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়ন্তি–কৌরুবিন্দঃ ইতি। যথা স্ফাটিকেষু মন্দিরেষু দীপস্য তীব্রঃ প্রকাশঃ, এবং

প্রদকে রস বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে দশটি রস দেখা যায়, যেমন শ্রীকৃষ্ণ চাণুরাদি মল্লগনের অশনিসমান ইত্যাদির দ্বারা।

অনন্তর শ্রীমৎপরমাচার্য্য প্রভুপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতে–মুখ্যারতি পঞ্চপ্রকার হইলেও রতির একত্ব হেতু মুখ্য একটিই কথিত হইয়াছে, তথা গৌনরতি সাতটি এই উভয় মিলিত হইয়া ভক্তিরস অষ্ট প্রকার হয়। তন্মধ্যে মুখ্য–মুখ্যরস শান্ত প্রীতি প্রেয় বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চধা, ইহাদের পূবর্ব-পূবর্বটি ক্রমশ অনুত্তম। অথ গৌন হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বয়ানক ও বীভৎস এই সাতটি গৌনরস। এই প্রকার ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার তথাপি পুরাণাদি শাস্ত্রে পঞ্চ প্রকারই দেখা যায়। ক্রম পূবর্বক রসমূহের বর্ন–শ্বেত চিত্র অরুণ শোণ শ্যাম পাণ্ডর পিঙ্গল গৌর ধূম্র রক্ত কাল ও নীল। রসের দেবতাগণ–ক্রমশঃ কপিল মাধব উপেন্দ্র নৃসিংহ নন্দনন্দন বলদেব কূর্ম্ম কল্কী রাঘব ভার্গব বরাহ ও মীন। অনন্তর শান্ত ভক্তগণ–শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয় ভক্তবৃন্দের করুণায় যাহার রতিলাভ করিয়াছেন সেই আত্মারাম বৃন্দ এবং ভগবন্মার্গে শ্রদ্ধাশীল তাপসগনই শান্ত ভক্ত। এই শান্ত ভক্তির অবলম্বন চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং শান্ত ভক্তগণ। অথ দাসভক্ত, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অবনত দৃষ্টিতে অবস্থান করিয়া স্বস্বকার্য্যে রুচিশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রভুতা জ্ঞানযুক্ত দাসগণ। এই দাস্যরতিতে শ্রীহরিও তাঁহার দাসগনই অবলম্বন, এই অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসীগণে দ্বিভুজ, অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ কোথাও বা চতুর্ভুজ

॥ওঁ॥ উপপত্তেশ্চ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৪/৩৬॥

এবং সতি "যথা ক্রতুঃ" (ছা০-৩/১৪/১) ইত্যাদি বাক্যমুপপদ্যতে নান্যথা। তথাচৈকস্য ভাবতারতম্যং স্থানতারতম্যাদ্ যুক্তম্ ॥৩৬॥

বিধিভক্ত্যা শ্রীভগবতশ্চতুর্ভুজত্বাদিপারমৈশ্বর্য্য প্রকাশঃ। এবং যথা কৌরুবিন্দমন্দিরেষু প্রদীপস্য মধুরঃ প্রকাশঃ, কৌরুবিন্দঃ পদ্মরাগঃ, হিঙ্গুললিপ্তঃ বা, তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—কুরুবিন্দস্তু মুস্তায়াং কুল্মাষব্রহিভেদয়োঃ। হিঙ্গুলে পদ্মরাগে চ মুকুলে চ সমীরিতঃ ॥ এবং রাগভক্তিনা শ্রীভগবতঃ প্রকাশস্তু দ্বিভুজত্বাদিঃ সত্যেপি পারমৈশ্বর্য্যে পরমমাধুর্য্যপ্রকাশঃ। তস্মাৎ ভক্ত্যা শ্রীভাগবতঃ পূর্ণতানুভবো ভবেদিতি ॥৩৫॥

অথ শ্রীভক্তবৈচিত্র্যেণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভানবৈচিত্র্যং যুক্তিসঙ্গতমিতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"উপপত্তেশ্চ" ইতি। অথ ভক্তানাং ভক্তিবৈচিত্র্যেণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশবৈচিত্র্যং ভবতি, কুতঃ ? উপপত্তেঃ, যুক্তিসঙ্গতত্বাৎ, অন্যথা শ্রুতিবাক্যস্য সামাঞ্জস্যাভাবো ভবতি। এবং সতীতি—শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রকাশবৈচিত্র্যে সতি "যথা ক্রতুঃ" ইতি ছান্দোগ্যবাক্যমপি উপপদ্যতে, সঙ্গতির্ভবতি, নান্যথা।

"অথ ক্রতু ময়ঃ পুরুষঃ, যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" ইতি। পুরুষ সাধকজীবঃ ক্রতুময়ো ভবতি, উপাসনা প্রধানপুরুষ ইতি, উপাস্যস্তু শ্রীগোবিন্দদেবঃ। তথাচ

হয়েন। অনন্তর সখ্যভক্ত—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বেশ গুণাদিতে সমান, যাঁহারা দাস ভক্তের ন্যায় সঙ্কোচ শূন্য এবং সাতিশয় বিশ্বাস যোগ্য তাহারাই বয়স্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। শ্রীহরি ও তাঁহার বয়স্যগণই এই সখ্যরতিতে অবলম্বন, পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিভুতাদিরূপধারী শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন হয়েন। অতঃপর বাৎসল্যভক্ত—নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া শিক্ষা দান ও লালকত্বাদিগুণে পরিলক্ষিত গুরুগণই আলম্বন, এই বৎলরতিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গুরুগণই আলম্বন হয়েন। অনন্তর মধুর ভক্ত—এই মধুর রতিতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার সুন্দর নয়না প্রিয়াগণই আলম্বন। এই বিষয়ে বিশেষ জানিবার ইচ্ছা থাকিলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ, সাহিত্যকৌমুদী, কাব্যকৌস্তুভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতি সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অতএব স্থান বিশেষ ও ভক্তবিশেষে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশের তারতম্য সিদ্ধ হইল। শ্রীভগবানের প্রকাশ দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—কৌরুবিন্দেতি। যে প্রকার স্ফটিক মন্দিরে প্রদীপের প্রকাশ তীব্র হয়, সেই প্রকার বিধিভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের চতুর্ভুজত্বাদিরূপে তীব্র প্রকাশ হয়, কৌরুবিন্দ মন্দিরে প্রদীপের প্রকাশ মধুর হয়, কৌরুবিন্দ পদ্মরাগ, কিম্বা হিঙ্গুললিপ্ত, বিশ্বপ্রকাশে বর্ণিত আছে—কুরুবিন্দ অর্থে মুস্তা কুল্মাষ ও ব্রীহিভেদ, হিঙ্গুল পদ্মরাগ ও মুকুল। এই প্রকার রাগ ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশ দ্বিভুজত্বাদি, তাহাতে পারমৈশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকিলেও পরম মাধুর্য্যময় প্রকাশ হয়। অতএব ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের পূর্ণতা অনুভব হয় ॥৩৫॥

অনন্তর শ্রীভক্তগণের বৈচিত্র্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের অনুভব বৈচিত্র্য যুক্তি সঙ্গত হয় তাহা

১৫॥ অন্যপ্রতিষেধাধিকরণম্ ।

অথ ভগবতঃ সর্বপরত্বমুচ্যতে । ততোঽন্যস্য পরত্বে তত্র ভক্তির্নোদ্ভবেৎ । তথাহি

বিধিরুচিভ্যাং ক্রিয়াভ্যাং সাধকো যথা যেন শান্তাদিভাবেন শ্রীভগবন্তমারাধয়তি, অস্মিন্ লোকে পৃথিব্যামারাধনাবসরে যথক্রতুর্ভবতি, যৎস্বরূপস্যারাধনপরো ভবতি ; ইতঃ প্রেত্য-সাধনেন সিদ্ধিং প্রাপ্য অস্মাৎ স্থানাৎ প্রেত্য-তত্রগত্বা তথা ভবতি, সাধনানুরূপং ভগবৎপার্ষদশরীরং প্রাপ্য তং সেবতে । এবমস্বীকারে অস্য শ্রুতিবাক্যস্যাসঙ্গতির্ভবেৎ ।

সঙ্গতি ঃ—অথাস্যাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহ ঃ—তথাচ-ইতি । একস্য ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য তথা যুক্তিমিতি ।

বৈকুণ্ঠে পারমৈশ্বর্য্যং গোবিন্দস্য প্রকাশো হি ।
মাধুর্য্যামৃতবারিধিঃ স্বয়ং শ্রীব্রজমণ্ডলে ॥৩৬॥
ইতি স্থানবিশেষাধিকরণং চতুর্দশং সম্পূর্ণম্ ॥১৪॥

১৫। "অন্যপ্রতিষেধাধিকরণম্"

পরাৎপরতরং কৃষ্ণঃ তস্মাৎপরতরং ন হি ।
"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইতি শ্রীমুখকীর্ত্তনাৎ ॥

অথ অধিকরণসঙ্গতি ঃ—অস্তু পরমানন্দময়ে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তৈর্ভক্তানাঞ্চ বিবিধভানবৈচিত্রী,

---

প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ন সূত্র করিতেছেন—উপপত্তেরিতি । উপপত্তিও হয়, অর্থাৎ ভক্তগণের ভক্তি বৈচিত্র্যহেতু, শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ বৈচিত্র্য হয়, কেন ? উপপত্তি যুক্তিসঙ্গতহেতু, অন্যথা শ্রুতিবাক্যের সামাঞ্জস্যাভাব হয় । এই প্রকার হইলেই "যথা ক্রতু" ইত্যাদি বাক্য উপপত্তি হয় অন্যথা নহে । অর্থাৎ এবং শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশ বৈচিত্র্য হইলে পরে যথাক্রতু এই ছান্দোগ্য বাক্য ও সঙ্গতি হয়, অন্যথা হয় না । অথ ক্রতুময়পুরুষ যে প্রকার ইহলোকে ক্রতু পুরুষ হয় সেই প্রকার প্রেত্য হয় । অর্থাৎ পুরুষ সাধকজীব ক্রতুময় হয় উপাসনা প্রধান পুরুষ হয়, উপাস্য কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেব। অর্থাৎ বিধি ও রুচি ক্রিয়ার দ্বারা সাধক যেমন যেশান্তাদি ভাবের দ্বারা শ্রীভগবানকে আরাধনা করে, এই লোক পৃথিবীতে আরাধনা কালে যথাক্রতু হয় যে স্বরূপের আরাধক হয়, এই স্থান হইতে প্রেত্য সাধনের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী হইতে প্রেত্য তথায় গমন করত তথায় হয় সাধনানুরূপ ভগবৎ পার্ষদ লাভ করিয়া তাঁহাকে সেবা করে, এই প্রকার স্বীকার না করিলে এই শ্রুতি বাক্যের অঙ্গতি হইবে ।

সঙ্গতি ঃ—অনন্তর স্থানবিশেষাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তথাচেতি । তথাচ একমাত্র শ্রীভগবানের ভাব তারতম্য স্থান তারতম্য হেতু যুক্তই হয় । অর্থাৎ এক ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের অনুভব বৈচিত্র্য যুক্তিসঙ্গতই হয় । শ্রীগোবিন্দদেবের পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয়, তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলে স্বয়ং মাধুর্য্যামৃত মহাপারাবার হয়েন ॥৩৬॥

এই প্রকার স্থানবিশেষাধিকরণ চতুর্দশ সমাপ্ত ॥১৪॥

শ্বেতাশ্বতরৈঃ (৩/৮) "বেদাহমেতম্" ইত্যাদিনা সর্বতো বরিষ্ঠং ব্রহ্মরূপংনিরূপ্য "ততো যদুত্তরতরম্" (শ্বে০-৩/১০) ইত্যাদিনা তস্মাদপি পরং বস্ত্বস্তি ইতি দর্শিতম্।

তথাপি তত্ত্ববিদাংমানবানাং তস্মিন্ ভক্তেরনুদয়োঃ ভবেৎ, কুতঃ ? তস্মাদন্যস্যোৎকৃষ্টা তত্ত্বস্য শাস্ত্রে প্রত্যয়াৎ। সর্বোৎকৃষ্টং হি তত্ত্বং তত্ত্ববিদ্ভির্ভজনীয়ম্, ননু কিং সর্বোৎকৃষ্টং তত্ত্বম্ ? ইতি প্রতিপাদনার্থং "অন্যপ্রতিষেধাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরসঙ্গতিঃ ।

অথাস্যাধিকরণস্য প্রতিপাদ্যবিষয়ং কথয়ন্তি--অথেতি। অথ শ্রীভগবতো ভক্তের্ভক্তানাঞ্চ তারতম্যাৎ তৎ প্রকাশতারতম্যানিরূপণান্তরং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বপরত্বমুচ্যতে, ততঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ অন্যস্য পরত্বে সর্বশ্রেষ্টত্বে তত্র ভক্তির্নোদ্ভবেৎ ।

তস্মাৎ তস্য সর্বপরত্বং প্রতিপাদ্যন্তে ।

বিষয় ঃ—অথ। অন্যপ্রতিসেধাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—তথাহীতি। বেদাহমিতি। বেদাহমেতং পুরুষংমহান্তং মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৩/

১৫॥ *"অন্য প্রতিষেধাধিকরণ"*

অন্য প্রতিশেধাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পর হইতেও পরতরতত্ত্ব তাহা হইতে পরতর ও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর নাই, কারণ নিজমুখে "আমা হইতে পরতর আর কিছু নাই" এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। অথ অধিকরণ সঙ্গতি—পরমানন্দময় শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তির ও ভক্তগণের বিবিধ জ্ঞান বৈচিত্র্য হউক তাহা স্বীকার করিলাম, তথাপি তত্ত্ববিৎ মানবগণের তহাতে ভক্তির উদয় হইবে না, কেন? শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য উৎকৃষ্ট তত্ত্বের শাস্ত্রে প্রত্যয়হেতু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভজন করেন। যদি বলেন—সর্ব্বোৎকৃষ্টতত্ত্ব কি ? তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অন্য প্রতিষেধাধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। অনন্তর এই অধিকরেণর প্রতিপাদ্যবিষয় বলিতেছেন—অথেতি। অতঃপর শ্রীভগবানের সর্ব্বপরত্ত্ব বলিতেছেন তাহা হইতে অন্যের পরত্বে তাঁহাতে ভক্তির উদ্ভব হইবে না, অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভক্তির ও ভক্তগণের তারতম্য হেতু তাঁহার প্রকাশের তারতম্য নিরূপণ করিরা ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অন্যের পরত্ব সর্ব্বশ্রেষ্টত্ব হইলে পরে তাঁহাতে ভক্তির উদ্ভব হইবে না, অতএব তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

বিষয় ঃ—অনন্তর অন্য প্রতিষেধাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—তথাহীতি। শ্বেতাশ্বতরগণ পাঠ করেন—আমি তাহাকে জানি ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপন করিয়া তাহা হইতে ও যাহা উত্তরতর ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্ম হইতেও পরং শ্রেষ্ঠবস্তু আছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি আদিত্যবর্ণ প্রকৃতির পর মহান সেই পুরুষকে আমি জানি, তাঁহাকে জানিয়াই অতি মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়, ইহাভিন্ন অন্য কোন পন্থা নাই। যাহা হইতে কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, অপর নাই, যাহা হইতে অণীয় নাই, কেহ জ্যেষ্ঠ নাই, তিনি বৈকুণ্ঠে স্তব্ধবৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ কর্ত্তৃক

তত্র সংশয়ঃ । উপাস্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পরং বস্তু অস্তি ? নবেতি, শব্দস্বারস্যাদস্তীতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ তথান্য প্রতিষেধাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৫/৩৭॥

তথা ব্রহ্মৈব সর্বস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং, ন ততোঽন্যৎকিঞ্চিৎ । কুতঃ ? অন্যেতি । "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" (শ্বে০-৩/৯) ইতি । তৈরেব তদন্যস্য শ্রেষ্ঠস্য নিরাকরণাৎ ।

---

৮ যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ । বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ ৩/৯ ইত্যাদিনা সর্বতো বরিষ্টং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপং নিরূপ্য, ততঃ-তদনন্তরম্ ততো যদুত্তরতরং যৎ শ্রেষ্ঠতরং তৎ অরূপং রূপরহিতং নির্বিশেষমিত্যর্থঃ, এবমনাময়ঞ্চ-সর্ববিধমায়িকসম্বন্ধরহিতম্, যে সাধকা এতৎ রূপাদিরহিতং ব্রহ্মস্বরূপং বিদুঃ তে অমৃতা ভবন্তি" ইতি বিষয়বাক্যম্

সংশয় ঃ–তত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয় ঃ–উপাস্যাদ্‌ব্রহ্মণঃ পরং বস্তু অস্তি ন বা ? তথাচ-এতাবন্তং কালং মহতাপ্রযত্নেন যৎ পরংব্রহ্ম প্রতিপাদিতং তস্মাৎ শ্রেষ্টতরং বস্তু অস্তি ? অথবা স এব পরতরঃ পদার্থঃ, উপাস্য ইতি । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–অত্র সন্দেহবাক্যে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–শব্দসারস্যাদিতি । শ্বেতাশ্বরোপনিষদি "ততো যদুত্তরতরং" ইতি, ততঃ মহাপুরুষাৎ আদিত্যবর্ণাৎ, যদুত্তরতরং উৎকৃষ্টতরং রূপাদিবিবর্জ্জিতং যৎ স্বরূপং তৎ যে বিদুঃ তে এব অমৃতা ভবন্তি নান্যে ইতি শব্দস্বারস্যাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ

সকল বস্তু পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত আছে । ইত্যাদির দ্বারা সর্ব বরিষ্ঠ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ নিরূপন করিয়া, তদন্তর–তাহা হইতে যাহা উত্তরতর তাহা অরূপ এবং অনাময় স্বরূপ, যাহারা এই বস্তুকে জানে তাহারা অমৃত হয়, অন্য সকলে কেবল দুঃখই প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে যাহা উত্তরতর শ্রেষ্ঠতর তাহা অরূপরূপরহিত নির্বিশেষ ইহাই অর্থ, এবং তাহা অনাময় সর্ববিধমায়িক সম্বন্ধ রহিত, যে সাধকগণ এই রূপাদি রহিত এই ব্রহ্ম স্বরূপ জানে তাহারা অমৃত হয়, ইহাই বিষয় বাক্য নিরূপণ করা হইল ।

সংশয় ঃ–সেই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–উপাস্যেতি । ব্রহ্ম হইতে পর শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ? অথবা নাই ? অর্থাৎ এইকাল পর্য্যন্ত মহা প্রযত্ন করিয়া যে প্রকার ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করা হইল তাহা হইতে কোন শ্রেষ্ঠতর বস্তু আছে ? অথবা তিনিই পরমশ্রেষ্ঠ উপাস্য বস্তু ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এই সন্দেহে বাক্যে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন–শব্দেতি । শব্দ স্বারস্যহেতু আছে ; অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে–তাহা যে উত্তরতর, আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ হইতে যে উৎকৃষ্টতর রূপাদি বিবর্জিত যে স্বরূপ তাহা যাহারা জানে তাহারাই অমৃত হয়, অন্য নহে, এই প্রকার শব্দ স্বারস্য হেতু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে শ্রেষ্ঠতর আছে, ইহাই বোধ হয়, এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

অয়মর্থঃ—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শ্বে০-৩/৮) ইতি মহাপুরুষজ্ঞানমমৃতস্য পন্থাঃ, ততো নান্যোঽস্তীত্যুপদিশ্য তৎ প্রতিপাদনায় "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি" (শ্বে০-৩/৯) ইত্যাদিনা তস্যৈব পরতরত্বং তদন্যস্য তদসম্ভবং চোপপাদ্য—

"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্, । যত্র তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, অথেতরে

শ্রেষ্ঠতরং বস্তু অস্তি ইতি বোধ্যতে ; ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তথা ইতি । তথা—মহাপুরুষাৎ আদিত্যবর্ণাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ তথা উত্তরতরং উৎকৃষ্টং কিঞ্চিদপি বস্তু নাস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ ? তত্রাহ—অন্যেতি । অন্যপ্রতিষেধাৎ । শ্রীগোবিন্দদেবাৎ অন্যশ্রেষ্ঠপ্রতিপাদন প্রতিষেধাদিতি । "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তিকিঞ্চিৎ" ইতি ।

অথ ইতি ভাষ্যস্তু প্রকটার্থম্ । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরমশ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণমাহঃ—যস্মাদিতি । যস্মাৎ-মহাপুরুষাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ অপরং কিঞ্চিদপি বস্তু পরং শ্রেষ্ঠং বস্তু নাস্তি ; তথাহি বৃহদারণ্যকে—৪/৪/২২, "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ" মুণ্ডকে চ—৩/২/৮, "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি । অপিচ—যস্মাৎ মহাপুরুষাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ অনীয়ো ন নাস্তি ; "অণোরণীয়ান্" (কঠ০ ১/২/২০) ইতি। তথা যস্মাৎ কিঞ্চিৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠো নাস্তি ; তথাহি শ্রীগীতাসু-১১/৪৩, "ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ

সিদ্ধান্ত ঃ—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্র অবতারণা করিতেছেন—তথেতি । তথা অন্যের প্রতিষেধ হেতু, তথা আদিত্য বর্ণ মহাপুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে উত্তরতর কোন প্রকার বস্তু নাই ইহাই অর্থ । কেন ? তাহা বলিতেছেন—অন্যেতি । অন্য প্রতিষেধহেতু, শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অন্য শ্রেষ্ঠবস্তু প্রতিপাদন করা নিষেধহেতু, যাহা হইতে পর ও অপর কিছুই নাই। তথা ব্রহ্মই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠবস্তু নাই । তাহা হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, কেন ? অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিষেধহেতু । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের পরমশ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ বলিতেছেন—যস্মাদিতি । যাহা হইতে পর ও অপর বস্তু কিছুই নাই, যাহা হইতে অণীয় ও জ্যায়ান্ বস্তু নাই এই প্রকার শ্বেতাশ্বতরগণই তাহা হইতে শ্রেয়ত্বের নিরাকরণ করিয়াছেন । অর্থাৎ যে মহাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অপর কোন বস্তুই পর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই, বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে—তিনি সকলের বশীকারক সকলের ঈশ্বর সকলের অধিপতি । মুণ্ডকে বর্ণিত আছে—শ্রেষ্ঠ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয় ।

আরও যে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অণীয় অণুতম নাই, তিনি অণু হইতেও অণুতম । তথা যাহা হইতে কোন বস্তু জ্যায় শ্রেষ্ঠ নাই, শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—আপনার সমান নাই পুনঃ অধিক কোথায়, শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মা কহিলেন হে ব্রজরাজনন্দন ! আপনি একাত্মা পুরুষ পুরাণ সত্য স্বয়ং

দুঃখমেবাপিযন্তি" (শ্বে০-৩/১০) ইতি প্রাগুক্তমেব নিগময়ন্তি, ন তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠং বস্ত্বস্তীতি বদন্তি । তথা সতি তেষাং মৃষাভাসিতাপত্তেঃ । এবঞ্চ স্বয়মাহ-"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গী০-৭/৭) ইতি ॥৩৭॥

কুতোঽন্যঃ" শ্রীদশমে-১৪/২৩, একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ । নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পুর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ অথ এতদধিকরণস্য সারার্থমাহুঃ- অয়মর্থঃ" ইতি । বেদহমিতি-অয়ং তদেকান্তভক্ত্যা এতং মহান্তং পুরুষং পরমমহৈশ্বর্য্যাদিযুক্তং পুরীশয়ং সর্বনিয়ামকং শ্রীগোবিন্দদেবং বেদ-জানামি, কীদৃশং তমিত্যপেক্ষায়ামাহ-অদিত্যবর্ণং-পরমোজ্জ্বলচিদ্‌বিগ্রহং; তথাহি শ্রীগীতাসু-১১/১২, দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা । যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ তথা তমসঃ পরস্তাৎ-অপ্রাকৃতচিন্ময়ধাম্নি বিরাজমানত্বাৎ স্বেতরসর্বপ্রধানত্বাৎ সর্বোপাস্যমিত্যর্থঃ। অহং যং সর্বরাধ্যং সর্বোপাস্যং পরমপুরুষং শ্রীগোবিন্দদেবং জানামি ; তমেব বিদ্বান্ ইহ অমৃতঃ ভবতি; অন্য পন্থাঃ অয়নায়-তৎ প্রাপ্তয়ে-অমৃতস্বরূপপরব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে ন বিদ্যতে ; মহাপুরুষজ্ঞানাদন্যোঽমৃতস্য মুক্তেঃ পন্থা নাস্তীত্যর্থঃ ।

অথ "বেদাহং" ইতি মন্ত্রেণ মহাপুরুষ-শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানমেব মোচকত্বমুক্ত্বা "স্থূণানিখনন" ন্যায়েন তদেব প্রতিপাদয়তিশ্রুতিঃ-যস্মাৎ" ইতি । ইত্যাদিনা তস্যৈব শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব সর্বপরতরত্বং,

---

জ্যোতি অনন্ত আদ্য নিত্য অক্ষয় অজস্র সুখস্বরূপ নিরঞ্জন পূর্ণ অদ্বয় সর্বপ্রকার উপাধি হইতে মুক্ত ও অমৃত । অনন্তর এই অধিকরণের সারর্থ বলিতেছেন-অয়মিতি । এই প্রকরণের অর্থ এই প্রকার-আমি সেই মহাপুরুষকে জানি, যিনি আদিত্যবর্ণ তমের পরপারে অবস্থিত, তাঁহাকে জানিয়া অমৃত হয় অন্য কোন পন্থা নাই, এই প্রকার মহাপুরুষের জ্ঞানই অমৃতের পন্থা, তাহা হইতে অন্য নাই এই প্রকার উপদেশ করিয়া, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যাহা হইতে অপর শ্রেষ্ঠ নাই, ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারই পরতরত্ত্ব ও তাহা হইতে অন্যের তাহা অসম্ভব উপপাদন করত তাহা হইতে যাহা উত্তরতর, তাহা অরূপ অনাময়, তাঁহাকে যাহারা জানে তাঁহারা অমৃত হয়, অন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয় । এই প্রকার পূর্বকথিত বস্তুরই নিগম করিতেছেন, কিন্তু তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে এই প্রকার বলেন নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের মিথ্যা ভাষিতা প্রতিপাদিত হইত । অর্থাৎ বেদাহমিতি, আমি তদেকান্ত ভক্তির দ্বারা এই মহাপুষ পরম মহৈশ্বর্য্যাদিযুক্ত পুরীশয় সর্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেবকে জানি, তিনি কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-আদিত্যবর্ণ পরমোজ্জ্বলচিদ্বিগ্রহ, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার জ্যোতিঃ, যদি আকাশে একসাথে সহস্র সূর্য্য উদিত হয় তাহাতে যে প্রকার জ্যোতি হয় তাহাও সেই প্রকার যদি বা হয় । তথা তমসের পর অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে বিদ্যমানহেতু শ্বেতরসবর্বপ্রধানহেতু তিনি সকলের উপাস্য ইহাই অর্থ ।

আমি যে সর্বারাধ্য সর্বোপাস্য পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে জানি, তাঁহাকে জানিয়াই ইহলোকে

তথা তদন্যস্য তদসম্ভবং পরতরত্বমসম্ভবং উপপাদ্য-সিদ্ধং বিধায়, তদেব পুনঃ সিদ্ধান্তমুখেন প্রতিপাদয়তি– ততঃ” ইতি ।

যস্মাৎ মহাপুরুষ-শ্রীগোবিন্দদেব জ্ঞানাৎ অন্যৎ অমৃতকারণং নাস্তি ; যস্মাচ্চ মহাপুরুষাৎ অন্যৎ পরং শ্রেষ্ঠং কিমপি নাস্তি তস্মাদেবহোতোরিত্যর্থঃ । তস্মাৎ হেতোর্যৎ উত্তরতরং লৌকিকালৌকিক রূপং তদ্‌রূপমনাময়ম্–প্রাকৃতরহিতং, সর্ববিধক্লেশবিবর্জ্জিতমাদিত্যবর্ণং মহাপুরুষং যত্র বিরাজতে, তদ্‌বিদুঃ তদ্ধামং তঞ্চ যে সাধকাস্তৎকৃপয়া বিদন্তি, তে অমৃতা ভবন্তি, তং মহাপুরুষং প্রাপ্য জন্মমৃত্যুবর্জ্জিতা ভবন্তীত্যর্থঃ ।

ইতরে যে মানবাস্তং মহাপুরুষং ন জানন্তি-নভজন্তে তে অপি-নিশ্চয়মেব দুঃখং যন্তি প্রাপ্নুবন্তি, পুনঃ পুনর্জ্জন্মমৃত্যু ভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ । তস্মাদনেনাপি পূর্বোক্তমেবানুবাদিতং ন তু অন্যৎ। অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বপরতরত্বং শ্রীগীতাবাক্যেনাপি দ্রঢ়য়ন্তি–এবঞ্চ ইতি । হে ! ধনঞ্জজ মত্তঃ– ত্বৎপ্রাণসখঃ সারথেশ্চ শ্রীকৃষ্ণাৎপরতরং পরমশ্রেষ্ঠং উপাস্যং ন অন্যৎ কিঞ্চিদপি ন অস্তীত্যর্থঃ । শ্রীভাগবতে–৯/১/৮ পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ । স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥

অমৃত হয়, তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত–অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই, এই মহাপুরুষের জ্ঞান ভিন্ন অমৃত বা মুক্তির অন্য কোন পন্থা নাই ইহাই অর্থ । অথ “বেদাহং” এই মন্ত্রের দ্বারা মহাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানই মোচকত্ব বর্ণনা করিয়া স্থূণানিখনন ন্যায়ের দ্বারা শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন–যস্মাদিতি । ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সেই শ্রীগোবিন্দদেবরই সর্বপরত্ব তথা তাহা হইতে অন্যের পরতরত্ব অসম্ভবহেতু উপপাদন করিয়া তাহাই পুনঃ সিদ্ধান্ত মুখে প্রতিপাদন করিতেছেন–তত ইতি । যেহেতু মহাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞান হইতে অন্য অমৃত লাভের কারণ নাই, যেহেতু সেই মহাপুরুষ হইতে অন্য কোন পর শ্রেষ্ঠ নাই এই হেতু ইহাই অর্থ, সেইহেতু যে উত্তরতর লৌকিক অলৌকিকরূপ তাহা অরূপ অনাময়–প্রাকৃতরহিত, সর্ববিধ ক্লেশাদি বিবর্জিত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ যে যে স্থানে বিরাজিত আছেন তাহা যে জানে, যে সাধকগণ তাঁহার ধামও তাঁহাকে তাঁহার কৃপায় জানে, তাঁহার অমৃত হয়, সেই মহাপুরুষকে লাভ করিয়া জন্ম মৃত্যু বিবর্জিত হয় । অন্য যে মানবগণ সেই মহাপুরুষকে জানে না আরাধনা করে না, তাহারা নিশ্চয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যুক্ত হয়, অতএব এই মন্ত্রের দ্বারাও পূর্বকথিত বাক্যেরই অনুবাদ করা হইল, কিন্তু অন্য কোন বস্তু নহে । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বপরতরত্ব শ্রীগীতাবাক্যের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন–এবঞ্চেতি । এই প্রকার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন–হে ধনঞ্জয় ! মত্তঃ তোমার প্রাণসখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরতর পরম শ্রেষ্ঠ উপাস্য অন্য কোন বা কেহ নাই ইহাই অর্থ । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–পরব্রহ্মাদি, অবরমানবাদি সকল প্রাণি সমূহের যিনি আত্মা পুরুষ পরমশ্রেষ্ঠ, কল্পান্তে তিনিই এই বিশ্বরূপে ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না ।

১৬॥ সর্বগতত্বাধিকরণম্ ।

অথোপাস্য সান্নিধ্যং বক্তুং তস্য ব্যাপ্তির্নিরূপ্যতে । অন্যথাঽসন্নিহিতে তস্মিন্ননুৎসাহাৎ ভক্তেঃ শৈথিল্যং স্যাৎ । "একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" (গো০ তা০ পূ০-২৩)

সঙ্গতিঃ–তস্মাৎ স্বেতরসর্বপ্রধানত্বাৎ ; অমৃতকারণত্বাৎ, তিরস্কৃতপ্রাপঞ্চিকরূপাদি-দিব্যচিন্ময়ানন্দময়বিগ্রত্বাৎ, ভক্তসুখারাধ্যত্বাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্বেষাং জীবানাং ভজনীয় ইতি॥৩৭॥

ইতি অন্যপ্রতিষেধাধিকরণং পঞ্চদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৫॥

১৬। "সর্বগতত্বাধিকরণম্"

দ্বিভুজমুরলীধারী রাধাসিন্ধুসুধাকরঃ ।
রূপেণানেন সর্বত্র ব্যাপকো বিদ্যতে সদা ॥

ননু–অস্তু মহাপুরুষঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্বোপাস্যঃ, তথাপি বিদুষাং তস্মিন্ ভক্তির্নোৎপত্তুমর্হতি ; কুতঃ ? তস্যাতিদূরত্বাৎ । তথাহি–তৈত্তিরীয়কে–৫/২/৬/২ "পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" মুণ্ডকে চ–২/২/৭ দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি । সন্নিহিতং হি ভক্তবাৎল্যাদিগুণকং শ্রীকৃষ্ণং লব্ধুং মানবস্তং ভজেৎ ; অতিদূরাত্তস্মাদুদাসীনতা ভবতিা, ইতি শঙ্কা সমাধানার্থং "সর্বগতত্বাধিকরণারম্ভঃ। ইত্যাধিকরণ সঙ্গতিঃ । অথ সর্বোত্তম-মহাপুরুষ-সর্বোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবসা স্বভক্তসবিধে সান্নিধ্যং বক্তুং ভূমিকামারচয়ন্তি–অথ" ইতি । স্ফুটার্থম্ ।

সঙ্গতি ঃ–অতএব স্বেতর সর্বপ্রধান হেতু, অমৃতের কারণ হেতু, তিরস্কৃত প্রাপঞ্চিকরূপাদি–দিব্য চিন্ময়ানন্দময় বিগ্রহ হওয়াহেতু, ভক্তগণের সুখারাধ্য হওয়াহেতু, শ্রীগোবিন্দদেবেই সকল জীবগণের ভজনীয় ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩৭॥

এই প্রকার অন্যপ্রতিষেধাধিকরণ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥১৫॥

১৬॥ "সর্বগতত্বাধিকরণ"

অনন্তর সর্বগতত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীরাধাসিন্ধুসুধাকর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই সদা সর্বত্র ব্যাপক হইয়া বিদ্যমান আছেন । যদি বলেন–মহাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব সর্বোপাস্য হউক, তথাপি বিদ্বানগণের তাঁহাতে ভক্তির উদ্ভব হবে না, কেন ? যেহেতু তিনি অতিশয় দূরে আছেন। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে–এই ব্রহ্ম আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আছেন । নিকটস্থ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার নিমিত্ত মানব তাঁহাকে ভজন করিবে, কিন্তু অতিদূর হেতু তাহাতে উদাসীনতা হওয়া স্বাভাবিক । এই আশঙ্কার সমাধান করিবার নিমিত্ত সর্বগতত্বাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন । ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

ইত্যাদি শ্রুয়তে । তত্র ধ্যেয়ো হরিঃ পরিচ্ছিন্নঃ ? ব্যাপকো বেতি সংশয়ে, মধ্যমাকারতয়ানুভবাৎ প্রপঞ্চান্যস্য তস্য তদ্ ব্যাবৃত্তত্বাদবশ্যম্ভবাচ্চ পরিচ্ছিন্নঃ, ইতি প্রাপ্তে–

---

*বিষয় :–*অথ শ্রীগোপালতাপনীবাক্যং সর্বগতত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যরূপেণাবতারয়ন্তি–"একঃ" ইতি । টীকা চ–শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদানাম্–"তত্র শ্রীকৃষ্ণমায়া অখিলান্ সৌখ্যজাতান্ প্রচ্যাবয়েৎ অপি–অদাস্যসৌখ্যত্বাৎ । শ্রীকৃষ্ণদত্তাং তু অখিলাং সুখর্দ্ধিং কালোঽপি ন চ্যাবয়িতুং সমর্থ ইত্যাহ–এক ইতি । একঃ স্বয়ং ভগবত্বেনাসমোর্দ্ধত্বাৎ । শ্রীভাগবতে–৩/২/২১, "স্বয়ংত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" ইতি । অতো বশী সর্ববশয়িতা, যতঃ সর্বগঃ সর্বব্যাপকঃ স চ কৃষ্ণঃ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (১/৩/২৮) ইত্যাদিষু যঃ প্রসিদ্ধঃ স এব ; অতঃ স এব ঈড্যঃ সর্বস্তুত্যঃ" ইতি ।

তথাহি–শ্রীগীতাসু–১১/৪৪, তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়কায়ং প্রসাদয়েত্বামহমীশমীড্যম্" শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা–১০/১৪/১, "নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়" ইতি । তস্মাত্তস্য সর্বব্যাপকত্বমিতি । তথাহি–শ্রীগীতাসু–১১/২০, দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তংত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ॥ ইত্যাদিশ্রুয়তে। ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

*সংশয় :–*তত্রবিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"ধ্যেয়ঃ" ইতি স্পষ্টার্থম্ ।

পূর্বপক্ষ :–"অথাস্মিন্ সংশয়ে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–মধ্যমাকারঃ" ইতি । স্ফুটার্থম্ । তথ চ–জড়চেতনাৎ প্রপঞ্চাদ্ভিন্নো ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব উপাস্যঃ, লভ্যশ্চ ইতি সিদ্ধান্তিতঃ । কিন্তু তস্য সর্বব্যাপকত্বাৎ ন সম্ভবেৎ, অতোমধ্যমপরিমাণত্বে অসম্ভবাভাবঃ, ব্যাবৃত্তত্বং নাম-বৃত্তেরভাববত্ত্বম্, তস্য সর্বব্যাপকত্বে প্রপঞ্চাতিরিক্তস্থানেঽপি সত্ত্বাৎ প্রপঞ্চব্যাবৃত্তঃ সঃ, কিন্তু প্রপঞ্চাতিরিক্তস্থানাভাবাৎ তদ্ব্যাবৃত্তত্বং

অতঃপর সর্বোত্তম মহাপুরুষ সর্বোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবের নিজ ভক্ত সবিধে সান্নিধ্য বলিবার নিমিত্ত ভূমিকা রচনা করিতেছেন–অথেতি । অথ উপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্ত নিকটে সান্নিধ্য বলিবার নিমিত্ত তাঁহার ব্যাপকতা নিরূপণ করিতেছেন । অন্যথা অসন্নিহিত হইলে তাঁহাতে অনুৎসাহ হেতু ভক্তির শৈথিল্য ইহইবে ।

*বিষয় :–*অনন্তর শ্রীগোপালতাপনীবাক্য সর্বগতত্বাধিকরণের বিষয়বাক্য রূপে অবতারনা করিতেছেন–এক ইতি । শ্রীকৃষ্ণ এক বশী সর্বগ ও ঈড্য । এই শ্রুতিবাক্যের শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর টীকা এই প্রকার–শ্রীকৃষ্ণের মায়া অখিল সুখকে বিনাশ করে, যেহেতু সে কাহাকেও সুখ দেয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অখিল সুখসম্পত্তি কাল ও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা বলিতেছেন এক ইতি। এক স্বয়ং ভগবান হেতু অসমানোর্দ্ধ, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–তিনি স্বয়ং অসাম্যাতিশয় ঐশ্বর্য্য পূর্ণ ও ত্র্যধীশ, অতএব বশী সকলের বশয়ীতা, যেহেতু তিনি সর্বগ সর্বব্যাপক, তিনি কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, ইত্যাদি বাক্যে যিনি প্রসিদ্ধ তিনি অতঃ তিনিই ইড্য সকলের স্তব করিবার যোগ্য । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–অতএব আপনাকে প্রণাম করিয়া শরীর সংযত পূর্ব প্রসন্ন করিতেছি, আপনি ঈশ্বর ও ঈড্য স্তব করিবার

॥ওঁ॥ অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৬/৩৮॥

অনেন পরেণ পুংসা মধ্যমাকারেণাপি সর্বগতত্বমবাপ্তং মধ্যমাকার এব সর্বব্যাপীতি। কুতঃ ? আয়ামেতি । আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবাচী । আদিশব্দাদবিচিন্ত্যত্ব-ধর্ম্মযোগস্তদ্বোধিকা যুক্তিশ্চ । তত্র "একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" (গো০ তা০ পূ০-

---

নাম তদমিশ্রত্বমিতি মন্তব্যম্ । অন্যাথা প্রপঞ্চাদ্‌ব্যাবৃত্তেরভাবঃ, তস্মাৎ তস্য ব্যাবৃত্তত্বাৎ পরিচ্ছিনঃ স ইতি। পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অনেন" ইতি । অনেন মহাপুরুষেণ পরব্রহ্মণা শ্রীগোবিন্দদেবেন মধ্যমাকারেণাপি সর্বগতত্বং স্থূল সূক্ষ্ম্যাদিসর্বং পদার্থগতত্বং মন্তব্যং ; কুতঃ ? আয়ামশব্দাদিভ্যঃ । আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবাচী ; তথাচ—পরমাণুমারভ্য-পরমবৃহদ্‌বস্তুব্যাপ্যমভিবর্ত্ততে ; আদিপদাৎ-অবিচিন্ত্যত্ব-সর্বালৌকিকগুণবত্ত্ব, অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যা-দিবিভূষিতত্ব ; ভক্তিবশ্যত্ব ভক্তবাৎসল্যত্বাদিদিব্যগুণগণালঙ্কৃতবত্ত্বং বোদ্ধব্যম্।

"অনেন" ইতি—অতিরোহিতার্থম্ । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মধ্যমাকারত্বেঽপি সর্বব্যাপকত্বং

যোগ্য । শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—হে ঈড্য ! অভ্রবপু ! পীতাম্বরধারী আপনাকে নমস্কার করি । অতএব তিনি সবর্ব্বব্যাপক হয়েন । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—হে বিশ্বরূপ ! আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিক সকল একমাত্র আপনা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়াছে । ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়, এই প্রকার বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ—সেই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে—তত্রেতি । ধ্যেয় ধ্যান করিবার যোগ্য শ্রীহরি পরিচ্ছিন্ন ? অথবা ব্যাপক হয়েন ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—অনন্তর এই সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—মধ্যমেতি । শ্রীহরির মধ্যমাকাররূপে অনুভব হেতু, কারণ তিনি প্রপঞ্চ হইতে অন্য বস্তু, সুতরাং তাঁহার ব্যাবৃতত্ত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব তিনি পরিচ্ছিন্ন । অর্থাৎ জড় চেতনাত্মক প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব উপাস্য এবং লভ্য ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । কিন্তু তাঁহার সর্বব্যাপকতা হেতু তাহা সম্ভব নহে, অতএব মধ্যমাকার স্বীকার করিলে অসম্ভবের অভাব হইবে । বৃত্তের অভাবকে ব্যাবৃত বলে, শ্রীভগবান সর্বব্যাপক হইল প্রপঞ্চাতিরিক্ত স্থানেও তাঁহার সত্ত্বা থকিবে, সুতরাং প্রপঞ্চ ব্যাবৃত্ত শ্রীভগবান, কিন্তু প্রপঞ্চের অতিরিক্ত স্থানের অভাবহেতু তাঁহার ব্যাবৃতত্ত্ব তদমিশ্রত্ব যাঁহার প্রপঞ্চে সম্বন্ধ নাই ইহাই মানিতে হইবে । অন্যথা প্রপঞ্চ হইতে ব্যাবৃত্তের অভাব অতএব তাঁহার ব্যাবৃত্ততা হেতু শ্রীভগবান পরিচ্ছিন্ন হয়েন । সর্বব্যাপক হইলে তাঁহাকে উপাসনা করা অসম্ভব, সুতরাং তিনি পরিচ্ছিন্ন হইবেন ইহা পূর্বপক্ষবাক্য ।

২৩) ইত্যুত্তরবাক্যাৎ ।

"যচ্চকিঞ্চিজ্জগৎ সর্বংদৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা । অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিতঃ" (শ্রীভাষ্য০-৩/২/৩৬) ইতি তৈত্তিরীয়কবাক্যাচ্চ মধ্যমস্যৈব বিভুত্বম্। মধ্যমাকারস্যৈব মম সর্বস্মাৎ পরস্য সর্বব্যাপ্তিত্বমচিন্ত্যৈশ্বর্যশক্তিযোগাদিতি স্বয়মুক্তম্-

"ময়া ততমিদংসর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা । মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।

প্রতিপাদয়ন্তি-"একঃ" ইতি, ব্যাখ্যাতম্ । যচ্চ" ইতি-যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং চক্ষুষা দৃশ্যতে, যচ্চ দৃশ্যত্বাভাবেঽপি কেবলেন শ্রবণেন শ্রূয়তে বা তৎ জগৎ কার্য্যং প্রপঞ্চরূপংসর্ব্বং নারায়ণ ব্যাপ্যঃ স্থিতঃ" ইতি ।

ননু নারায়ণশব্দস্য কোঽর্থঃ ? নির্বিশেষশ্চিন্মাত্রমেব তৎ, নতু চতুর্ভুজঃ শ্রীলক্ষ্মীপতিরিতি। তাথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে-শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে-১০৯ ।-নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্ । তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ তস্মাৎ জীববৎ-জীবো যথা শরীরমাস্থায়তিষ্ঠতি, তথা সোঽপি জ্ঞানাত্মকশ্চিন্মাত্রসত্ত্বাবিশেষশ্চতুর্ভজাদিশরীরে তিষ্ঠতীতি । ইতি চেন্ন-শ্রীনারায়ণশব্দো হি রথাঙ্গাদিশোভিতপাণেশ্চতুর্ভুজস্য অতসীকুসুমশ্যামস্য কমলদললোচস্য শ্রীকমলাপতে র্দিব্যশ্চিন্মঙ্গলবিগ্রহ ভূতস্যৈব বাচকঃ ; ন তু তদ্ভিন্নস্য তদধিষ্ঠাতুঃ সত্ত্বানুভূতিরূপস্য সার্বজ্ঞ্যাদিগুণকস্য আত্মনঃ" ইতি । কুতঃ ? তন্মন্ত্রস্থস্য তচ্ছব্দ-রূপস্য তত্রৈবাভিমুখ্যাৎ ; তথাচ-তদ্বিগ্রহস্য বিভুত্বং নিত্যত্বঞ্চ । তস্যাধ্যানং-

---

সিদ্ধান্ত :-এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিততেনে-অনেনেতি । অর্থাৎ এই মহাপুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব মধ্যমাকারের দ্বারাই সর্বগত, স্থূল সূক্ষ্মাদি সর্বপদার্থ ব্যাপক মানিতে হইবে, কেন ? আয়াম শব্দাদিহেতু । আয়ামশব্দ ব্যাপ্তিবাচী, অর্থাৎ পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া পরমবৃহৎবস্তু ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন, আদি পদের দ্বারা অবিচিন্ত্যত্ব সর্বালৌকিকগুণত্ব, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যাদি বিভূষিতত্ব, ভক্তবাৎসল্যত্ব, ভক্তিবশ্যত্বাদি দিব্য গুণগণালঙ্কৃতবত্ত্ব বুঝিতে হইবে । এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব মধ্যমাকারের দ্বারাই সর্বগতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, মধ্যমাকারেই তিনি সর্বব্যাপী । কি প্রকারের আয়ামাদির দ্বারা । আয়াম শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি । আদি শব্দ হেতু অবিচিন্ত্যত্ব ধর্ম্মযোগ এবং তাহার বোধক যুক্তি সকল গ্রহণ করিতে হইবে । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের মধ্যমাকারেও সর্বব্যাপকতা প্রতিপাদন করিতেছেন-এক ইতি শ্রীকৃষ্ণ এক বশী সর্বগামীও ঈড্য । যচ্চেতি-যাহাকিছু এই জগৎ সকল চক্ষুর দ্বারা দেখা যায়, অপর যাহা দর্শনের অভাবেও কেবল শ্রবণের দ্বারা শ্রবণ করা যায়, সেই জগৎ কার্য্য প্রপঞ্চ রূপ সকলে শ্রীনারায়ণ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ।

শঙ্কা :-এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা-নারায়েণ শব্দের অর্থ কি ? ইহা নির্বিশেষ চিন্মাত্র অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু চতুর্ভুজ শ্রীলক্ষ্মীপতিকে নহে । এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে বর্ণিত আছে-নর শব্দে পূণ্যময়

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" (গী০-৯/৪-৫) ইতি । ন চ প্রপঞ্চান্যস্য তৎপ্রদেশবৃত্তেঃ পরিচ্ছেদঃ "অন্তর্বহিশ্চ" ব্যাপ্তিশ্রুতেঃ । অতঃ "তিলেষু তৈলং দধিনীবসর্পিঃ" (শ্বে০-১/১৫) ইতি নির্দর্শিতম্ । তস্মাদুপাস্যো হরিঃ সর্বগ ইতি সিদ্ধম্। নিরূপিতঞ্চৈত্থং দামোদরচরিতে, (ভা০-১/৯//১৩) তাদৃশস্যাপি তথাত্বে

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ । কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী–হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ তন্মন্ত্রং যথা-শ্রীনারায়ণোপনিষদি–৪/৫, ওমিত্যেতদগ্রে ব্যাহরেন্নম ইতি পশ্চান্নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ" "ওঁনমো নারায়ণায়" ইতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনংগমিষ্যতি" ইতি। তস্মান্নারায়ণশব্দো ন তু কেবলজ্ঞানমাত্রমপিতুচতুর্ভুজাদিরূপযুক্তমিত্যর্থঃ ।

অথ মধ্যমাকারেণৈব শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্বব্যাপক ইতি তন্মুখবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–মধ্যমঃ" ইতি। ময়া–তব সারথিনা শ্রীকৃষ্ণেন, অব্যক্তমূর্ত্তিনা-প্রাকৃতকরণাগোচরস্বরূপেণ ইদং সর্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্, সর্বাণিভূতানি মৎস্থনি-ময়ি অবস্থিতানি, অহং স্বেতরসর্বানিয়ামকঃ সর্বোপাস্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ চ-কিন্তু তেষু ভূতেষু, ন অবস্থিতঃ অতএব সর্বাণি চরাচরাণি ভূতানি সর্বব্যাপকে সর্বধারকে সর্বনিয়ামকে চ ময়ি শ্রীগোবিন্দদেবে স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাংস্থিতির্মদধীনা, তেষু সর্বেষু ভূতেষু অহং ন চাবস্থিতো মম স্থিতিস্তেষামধীনা ন ইত্যর্থঃ । তথাচ–ইহ নিখিলজগদন্তর্য্যামিণা স্বাংশেন অন্তঃপ্রবিশ্যদধামীতি । তথাহি

মোক্ষণ মুক্তি, অয়ন শব্দের অর্থ জ্ঞান ঈপ্সিত হয়, এই উভয়ের জ্ঞান যাহা হইতে হয়, মুনিগণ তাহাকে নারায়ণ বলেন, অতএব জীববৎ"জীব যে প্রকার শরীর গ্রহণ করিয়া অবস্থান করে, নারায়ণ তিনিও জ্ঞানাত্মক চিন্মাত্রসত্ত্বাবিশেষ চতুর্ভুজাদি শরীরে অবস্থান করেন ।

সমাধান ঃ–এই প্রকার বলিতে পারেন না, শ্রীনারায়ণ শব্দ রথাঙ্গাদি শোভিত কর চতুর্ভুজ অতসীকুসুমশ্যাম কমলদললোচন শ্রীকমলাপতি দিব্যচিৎ মঙ্গলবিগ্রহ স্বরূপেরই বাচক হয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন তাহার অধিষ্ঠাতাসত্বানুভূতরূপ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণক আত্মার নহে । কেন ? তাঁহার মন্ত্র ও তাঁহার শব্দ রূপের তাঁহাতেই মুখ্যরূপে প্রয়োগ হইয়াছে, সুতরাং শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের বিভুত্ব ও নিত্যত্ব শাস্ত্র সঙ্গত হয় । শ্রীনারায়ণের ধ্যান–সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী কমলাসনে সন্নিবিষ্ট কেয়ূর মকর কুণ্ডলবান কিরীটধারী হার পরিশোভিত হিরন্ময় বিগ্রহ শঙ্খ ও চক্র ধারণ কারী শ্রীনরায়ণকে ধ্যান করিবে । শ্রীনারাণয়োপনিষদে তাঁহার মন্ত্র এই প্রকার–সর্বাগ্রে ওঁ বলিবে, পশ্চাৎ "নমঃ" তাহার উপরে নারায়ণায়, ওঁ নমো নারায়ণায় এই মন্ত্রের উপাসক বৈকুণ্ঠভুবনে গমন করিবেন । অতএব নারায়ণায়শব্দ কেবল জ্ঞানমাত্র নহে, কিন্তু চতুর্ভুজাদিরূপ বিশিষ্ট শ্রীভগবান ইহাই অর্থ ।

অনন্তর মধ্যমাকারের দ্বারাই শ্রীগোবিন্দদেব সর্বব্যাপক ইহা তাহার মুখ বাক্যের দ্বারাই প্রতিপাদন করিতেছেন–মধ্যমেতি । আমার মধ্যমাকারেরই সকল বস্তু হইতে পরশ্রেষ্ঠ সর্বব্যাপিত্ব, কারণ আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য শক্তিযোগহেতু, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন–ময়েতি । হে পার্থ ! আমার অব্যক্ত মূর্ত্তি কর্ত্তৃক এই সর্ব জগৎ ব্যাপ্ত আছে–এই ভূতসকল আমাতে স্থিত আছে, আমি তাহাতে অবস্থান করি না,

যুক্তিশ্চ পুরাভিহিতা । "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ" (ব্র০ সূ০-১/২/১/৭) ইত্যস্য ব্যাখ্যানে ॥৩৮॥

বৃহদারণ্যকে–৩/৭/৩, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণাৎ । কিঞ্চ–ভূতানি ন চ মৎস্থানি, ননু–ভূতাদীনামতিগুরুভারং বহতস্তে মহান্ খেদঃ স্যাদিতিশঙ্কামপাকর্ত্তুমাহ–ন চ" ইতি । ঘটাবুদকাদীনীব ভারভূতানি ভূতানি সংসৃষ্টানি ময়ি ন সন্তি, ননু–তর্হি "মৎস্থানি সর্বভূতানি" ইত্যুক্তিবিরুদ্ধেত ; ইতি চেত্তত্রাহ–পশ্যেতি । মে মম ঐশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য জনিহি, যোগঃ–অবিচিন্ত্যশক্তিবপুঃ সত্যসঙ্কল্পতা লক্ষণোধর্ম্মস্তমিত্যর্থঃ ।

"মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য, মদীয়যোগমায়া বৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ" ইতি শ্রীস্বামীপাদাঃ । অত্র সর্বাস্পৃষ্টাস্য সর্বান্তঃস্থস্য বিগ্রহস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বান্তর্য্যামিত্বমচিন্ত্যশক্তিরূপাদ্ ঐশ্বর্য্যাদেব" ইতি দর্শিতম্ । অথ সর্বব্যপকস্য মধ্যমাকারত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি–ন চেতি। প্রপঞ্চানস্য সর্বব্যাপকস্য শ্রীভাগবতঃ প্রপঞ্চ প্রদেশবৃত্তেঃ তস্য পরিচ্ছেদঃ স্যাৎ, তথাচ পরিচ্ছেদং বিনা প্রপঞ্চাতীতস্য সর্বগতস্য শ্রীভগবতো দর্শনার্চ্চনাদিকং ন সিদ্ধেৎ, ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ–অন্তরিতি, ব্যাখ্যাতম্ । অথ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিবাক্যেন মধ্যমাকারস্য শ্রীভগবতঃ সর্বব্যপকত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–তিলেষু" ইতি । তিলেষু সর্বাবয়বেষু যথা তৈলং তজ্জাতস্নেহদ্রব্যবিশেষং ব্যাপ্যাস্তিষ্টতি ; দধিনী সর্পিঃ ব্যাপ্যাস্তিষ্ঠতি, এবং শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রপঞ্চাতীতোহপি প্রপঞ্চমপ্রপঞ্চং সর্বং ব্যাপ্যাস্তিষ্ঠতীতি।

পুনঃ ভূত সকল আমাতে অবস্থান করে না, ইহাই আমার মহৈশ্বর্য্য যোগ দর্শন কর। অর্থাৎ ময়া–তোমার সারথি শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্তরূপে প্রাকৃত করণাগোচর স্বরূপের দ্বারা এই সকল জগৎ তত পরিব্যাপ্ত, আছি, সকল ভূত আমাতে অবস্থান করিতেছে, আমি স্বেতরসর্বনিয়ামক সর্বোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই ভুত সকলকে অবস্থান করি না । অতএব চরাচর জড় চেতন ভূত সকল সবর্ব ব্যাপক সবর্বধারক সর্বনিয়ামক আমাতে শ্রীগোবিন্দদেবে অবস্থান করে, তাহাদের অবস্থান আমার অধীন, কিন্তু আমি সেই ভূত সকলকে অবস্থান করি না, আমার স্থিতি ভূত সকলের অধীন নহে ইহাই অর্থ । অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অন্তর্য্যামীরূপ অংশের দ্বারা অন্তঃ প্রবেশ করত ধারণ করি, বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া ইত্যাদি অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে আছে । অপর ভূত সকল আমাতে স্থিত নহে ।

শঙ্কা :–যদি বলেন–সকল ভূত শাতিশয় গুরুভার যুক্ত তাহা বহন করিতে তোমার মহাপরিশ্রম হইবে ? এই শঙ্কা অপাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন–নচেতি । ঘটের মধ্যে জলের ন্যায় ভারস্বরূপ ভূত সকল অবস্থিত আমাতে নাই, যদি বলেন–তাহা হইলে ভূত সকল আমাতে অবস্থিত এই বাক্য বিরুদ্ধ মনে হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–পশ্যেতি । আমার ঐশ্বর্য্য আমার অসাধারণ যোগ দেখ, জান, যোগ অবিচিন্ত্য শক্তি বিগ্রহ সত্য সঙ্কল্পতা লক্ষণ ধর্ম্ম । শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন–আমার ঐশ্বর্য্যের অসাধারণ যোগ যুক্তি অঘটন ঘটনা চাতুর্য্য ইহা দর্শন কর, আমার যোগ মায়া বৈভবের অবিতর্ক্যতা হেতু কোন বিরুদ্ধ নহে ইহাই অর্থ । এইস্থলে সর্বাস্পৃষ্ট সকলের অন্তস্থ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সকলের অন্তর্য্যামিত্ব অচিন্ত্য

তথাহি–তত্রৈব-১/১৬, সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্” ইতি। নিরূপিতমিতি–শ্রীভাগবতস্য দশমে–৯/১৩-১৪, ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্। পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধপ্রাকৃতং যথা॥ কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমাতৃক্রোড়ে স্থিত্বা এব তাং বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস–তথাহি শ্রীদশমে–৭৮/৩৫ পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতম্। মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতোদদৃশে ইদম্॥

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্য্যেন্দু বহ্নি শ্বসনাম্বুধিংশ্চ॥ দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৄর্ব্বনানি ভূতানি যানি স্থির জঙ্গমানি॥ তস্মাৎ শ্রীযশোদোৎসঙ্গলালিতেন স্বরূপেণৈবসর্বব্যাপিত্বং প্রদর্শিতমিতি। তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–১/৪২৪, য এব বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছন্নঃ স এব হি। একস্যৈবেকদা চাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে॥ ইতি। অস্য বিশেষব্যাখ্যানস্তু পূর্ব্বমভিহিতং তত্র দ্রষ্টব্যমিত্যাহঃ–তাদৃশস্যাপীতি।

সঙ্গতি **:**–তস্মাৎ–সর্বব্যাপক–স্বেতরসর্বোপাস্য–অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাঞ্চিত শ্রীবিগ্রহ–ভক্তবিচিত্রানন্দপ্রদ–ভক্তবাৎসল্যাদ্যনন্তদিব্যগুণগণালঙ্কৃত ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবো মধ্যমাকারেণৈব সর্বব্যাপক ইতি সিদ্ধম্। স এব জীবানাং সেব্যঃ” ইতি। যশোদোৎসঙ্গলালিতো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ। সর্বব্যপকগোবিন্দঃ সর্বারাধ্যঃ সদৈব হি ॥৩৮॥

ইতি সর্বগতত্বাধিকরণং ষোড়শং সম্পূর্ণম্ ॥১৬॥

শক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য হইতেই হয় তাহা প্রদর্শিত হইল।

অথ সর্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবের মধ্যমাকারত্বে শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন–নচেতি। প্রপঞ্চ ভিন্ন তাহার প্রদেশবৃত্তি হেতু পরিচ্ছেদ হইবে, তাহা বলিতে পারিবেন না। অর্থাৎ যদি বলেন–প্রপঞ্চ হইতে অন্য সর্বব্যাপক শ্রীভগবানের প্রপঞ্চ প্রবেশ বৃত্তি বিদ্যমানতা হেতু তাঁহার পরিচ্ছেদ হইবে, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ না হইলে প্রপঞ্চাতীত সর্বগত শ্রীভগবানের দর্শন ও অর্চ্চনাদি সিদ্ধ হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন–অন্তরিতি। অন্তরে এবং বাহিরে শ্রীনারায়ণ ব্যাপিয় আছেন, ইত্যাদি ব্যাপ্তি শ্রবণ করা যায়। অতএব শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি বাক্যের দ্বারা মধ্যমাকার শ্রীভগবানের সর্বব্যাপকতা প্রতিপাদন করিতেছেন–তিলেম্বিতি। যে প্রকার তিলের মধ্যে তৈল, দধিতে সর্পি ঘৃত এই প্রকার নিদর্শিত দৃষ্টান্তিত করা হইয়াছে। অতএব উপাস্য শ্রীহরি সর্বগ বা সর্ব্বব্যাপক ইহা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ তিলের সকল অবয়বে যে প্রকার তৈল তাহা হইতে জাত স্নেহদ্রব্য বিশেষ ব্যপিয়া অবস্থান করে, দধিতে সর্পি ব্যাপিয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রপঞ্চ অপ্রপঞ্চ সকল ব্যাপিয় সকল অবস্থান করেন। পুনঃ ক্ষীরে দুগ্ধে যেমন সর্বব্যাপী ঘৃত থাকে, সেই প্রকার আত্মাও সর্বব্যাপক। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকারেই সর্বগত সর্ব্বব্যাপক তাহা দামোদর চরিতে নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা শ্রীদশমে বর্ণিত লীলা এই প্রকার–শ্রীশুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যাঁহার অন্তর নাই যাঁহার বাহির নাই যাঁহার পূর্ব নাই অপর নাই, যিনি পূর্ব অপর বাহির অন্তর যিনি জগৎ ও জগতের সেই মর্ত্ত্যলিঙ্গ অব্যক্ত অধোক্ষজকে যিনি পুত্র মনে করিয়া প্রাকৃত মানব যেমন নিজ সন্তানকে বন্ধন করে, গোপিকা শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুর দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। আরও শ্রীকৃষ্ণ মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন

১৭॥ ফলাধিকরণম্ ।

অথ সর্বফলদত্বং তস্যোচ্যতে । ইতরথাঽদাতরি কিঞ্চিদ্দাতরি বা তস্মিন্

১৭। "ফলাধিকরণম্"

সর্বফলপ্রদাতারং পরানন্দময়ং বিভুম্ ।
ভক্তানন্দপ্রদং সদা ভজামি শ্যামসুন্দরম্ ॥

ননু–অস্তু সর্বব্যাপকত্বাদিলক্ষণঃ শ্রীগোবিন্দদেবেঃ, তথাপি স জীবানাং ন ভজনীয়ঃ, তস্য দাতৃত্বগুণাভাবাৎ। স ভক্তেভ্যঃ কিমপি ন দদাতীতার্থঃ । প্রত্যুত ভক্তসর্বস্বহর্তৃত্বস্মরণাৎ । তথাহি শ্রীভাগবতে–৮/২২/২৪, ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্নামি তদ্‌বিশোবিধুনোম্যহম্ । যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥ ইতি তস্মাৎ ন স সেব্যঃ" ইতি শঙ্কামপাকর্ত্তুং ফলাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অথা ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মধ্যমাকারেঽপি সর্বব্যাপকত্বং নিরূপণানন্তরং তস্য স্বপর্য্যাপ্তং সর্বফলপ্রদত্বং উচ্যতে । ননু–তস্য সর্বফলপ্রদত্বাভাবে কিং ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষায়াং প্রাহুঃ–"ইতরথা"

করাইয়াছিলেন । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–হে রাজন ! জননী শ্রীযশোদা স্তন পানে পরিতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মৃদুমন্দহাস সুশোভিত মুখ লালন করিতে করিতে জৃম্ভনে ইহা দর্শন করিলেন, আকাশ অন্তরীক্ষ জ্যোতি র্মণ্ডল দিকসকল সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি বায়ু সাগর দ্বীপ সকল পর্বত নদী ও বন সকল এবং স্থাবর জঙ্গম ভূত সকল । অতএব শ্রীযশোদোৎসঙ্গ লালিত স্বরূপের দ্বারাই সর্বব্যাপিতা প্রদর্শিত হইল । এই বিষয়ে শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–যিনি বিগ্রহ ও সবর্বব্যাপী তিনি পুনঃ পরিচ্ছিন্ন হয়েন, এই এক শ্রীকৃষ্ণের এক কালেই এই প্রকার দ্বিরূতা বিরাজ করিতেছে । এই প্রকরণের বিশেষ ব্যাখ্যা পূর্বে কথিত হইয়াছে, তথায় দ্রষ্টব্য, তাহা বলিতেছেন–তাদৃশেতি । তাদৃশমধ্যমাকারেও সর্বব্যাপক এই বিষয়ে যুক্তি পূর্বে কথিত হইয়াছে, অর্ভকৌকঃ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ।

সঙ্গতি :–অতএব সর্বব্যাপক স্বেতর সর্বোপাস্য অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাঞ্চিত শ্রীবিগ্রহ ভক্ত বিচিত্রানন্দ প্রদ ভক্ত বাৎসল্যাদি অনন্তদিব্যগুণগণালঙ্কৃত ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব মধ্যমাকারের দ্বারাই সর্ব ব্যাপক ইহা সিদ্ধ, সুতরাং তিনি একমাত্র জীবগণের সেব্য । শ্রীযশোদোৎসঙ্গলালিত শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভ সর্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব সর্বদাই সকলের আরাধ্য ॥৩৮॥

এই প্রকার সর্বগতত্বাধিকরণ ষোড়শ সম্পূর্ণ ॥১৬॥

১৭॥ "ফলাধিকরণ"

অনন্তর ফলাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । সর্বফল প্রদাতা পরমানন্দময় বিভু ভক্তগণের আনন্দ প্রদানকারী শ্রীশ্যামসুন্দরকে সদা ভজনা করি । সর্বব্যাপকত্বাদিলক্ষণ শ্রীগোবিন্দদেব হউক, তথাপি তিনি জীবগণের ভজনীয় নহেন, কারণ তাঁহার দাতৃত্বগুণের অভাবহেতু । তিনি ভক্তগণকে কিছুই প্রদান করেন না, কিন্তু ভক্তের সর্বস্ব হরণ করেন তাহা শাস্ত্রে দেখা যায় । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে ব্রহ্মণ!

কার্পণ্যাদ্যুপস্ফুরণেন ভক্তেরনুদয়ঃ স্যাৎ। তথাহি "পুণ্যেন পুণ্যং লোকংজয়তি" ইতি শ্রুতংবৃহদারণ্যকে। তত্র স্বর্গাদিফলং যাগাদেঃ ? পরেশাদ্বেতি বীক্ষায়াম্।

ইতি। স্পষ্টম্।

বিষয় ঃ— অথ ফলাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—পুণ্যেন" ইতি। পুণ্যেন যজ্ঞাদিনা শুভকর্ম্মণা জীবং পুণ্যং সুখময়ং লোকং স্বর্গাদিলোকং নীয়তে। তথাহি শ্রীগীতাসু—৯/২০, ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপাযজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ— অথ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; স্বর্গাদিফলং, জীবানাং পুণ্যজনিত-স্বর্গসুখাদিফললাভং যাগাদেঃ, অশ্বমেধাদিযাগকার্য্যাদ্ ভবতি ? অথবা—স্বেতরসবর্বপ্রধানাৎ পরমেশ্বরাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ স্বর্গসুখলাভং ভবতি ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ— এবং সংশয়ে সমুৎপন্নে সতি পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি—অন্বয়ঃ" ইতি। তথাচ—যাগাদিকর্ম্মণি সিদ্ধে স্বর্গসুখফলভোগং ভবতি, অসিদ্ধে ন ভবতি" ইতি। তথাহি শ্রীগীতাসু—৩/১৫, তস্মাৎ সর্বগতংব্রহ্মনিত্যং

আমি যাঁহাকে অনুগ্রহ করি তাহার ঐশ্বর্য্যসম্পদ বিনাশ করিয়া থাকি, যেহেতু ধনমদে স্তব্ধ পুরুষ সকল লোককে ও আমাকে অবমাননা করে। অতএব তিনি সেব্য নহেন। এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ফলাধিকরণ আরম্ভ ইহাই অধিকলরণ সঙ্গতি।

অনন্তর তাঁহার সবর্বফল প্রদাতৃত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের মধ্যমাকারেও সর্বব্যাপকতানিরূপণানন্তর তাঁহার স্বপর্য্যন্ত সবর্বফলপ্রদত্ব বলিতেছেন। যদি বলেন—তাঁহার সর্বফল প্রদত্বের অভাবে কি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ইতরেতি। ইতরথা তিনি দাতা না হইলে অথবা সামান্য দাতা হইলে তাঁহার কৃপণতা দোষ জীব হৃদয়ে স্ফুরণহেতু ভক্তির উদয় হইবে না, অর্থাৎ কেহই ভজন করিবে না।

বিষয় ঃ— অনন্তর ফলাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—পুণ্যেতি। পুণ্যের দ্বারা পূণ্যালোকে নীত হয়, অর্থাৎ যাগাদি শুককর্ম্মের দ্বারা জীব পুণ্যসুখময়লোক স্বর্গাদিলোকে গমন করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—ত্রৈবিদ্যাদ্বারা কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের দ্বারা পাপাদি রহিত সোমপানকারি মানবগণ আমাকে যজ্ঞের দ্বারা ভজনা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্য দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া স্বর্গে দিব্যদেব ভোগ সকল উপভোগ করে, সুতরাং কর্ম্মই সবর্বপ্রদ, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় ঃ— এই বিষয়বাক্য সংশয় হইতেছে—তত্রেতি। তন্মধ্যে স্বর্গাদিফল যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা হয়? অথবা পরেশ হইতে হয় ? অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল জীবগণের পুণ্যজনিত স্বর্গসুখাদি ফল লাভ যাগাদি অশ্বমেধাদি যাগকার্য্য হইতে হয় ? অথবা স্বেতর সর্বপ্রধান পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতে স্বর্গসুখ লাভ

অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধের্যাগাদেরেব তৎ ফলমিতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ ফলমত উপপত্তেঃ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৭/৩৯॥

স্বর্গাদিরূপং যাগাদিফলমতঃ পরেশাদেব । কুতঃ ? উপপত্তেঃ । তস্যৈব নিত্যস্য

যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (৩/২০) শ্রীভাগবতে—১০/২৪/১৩, কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে । সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ অপিচ—দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতিকর্ম্মণা । শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈবগুরুরীশ্বরঃ ॥ (১৭) কিং বহুনা পূজ্যত্বমপি কর্ম্মণঃ প্রতিপাদিতম্—"তস্মাৎ সম্পূজয়েৎকর্ম্ম" ইতি (ভা০-১০/২৪/২৮) অতএব কর্ম্ম এব সর্বফলপ্রদমিতি ; ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ফলমিতি । অতঃ—অস্মাদেব পরমেশ্বরাৎ সর্বফলপ্রদাতুঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ ফলং স্বর্গাদিসুখভোগরূপং যাগাদিকর্ম্মণঃ ফলং জীবাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । কুতঃ ? উপপত্তেঃ, তস্যৈব সর্বকর্ম্মফলপ্রদত্বরূপযুক্তেঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্। অয়ং ভাবঃ—যথা ভক্ষিতস্যান্নস্য স্ববিষ্ঠোধাতুঃ পুরীষং ভবতি, অনিষ্ঠঃ মনঃ ; এবং কর্ম্ম অপি কিমপি অপূর্বমুৎপাদ্য স্বয়ং বিনশ্যতি, তদপূর্বানুসারেণ সর্বফলদাতা শ্রীভগবান্ ফলং দদাতীতি

হয় ? এই প্রকার সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই প্রকার সংশয় সমুৎপন্ন হইলে পরে পূর্বপক্ষ উদ্ভাবন করিতেছেন—অন্বয়েতি। অন্বয় ও ব্যাতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হেতু যাগাদি হইতে সেই ফল পাওয়া যায় । অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মসকল সিদ্ধ হইলে স্বর্গসুখ ফলভোগ হয়, অসিদ্ধ হইলে হয় না । এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মেরদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—কর্ম্মের দ্বারা জন্তু জীব জাত হয়, কর্ম্মের দ্বারাই বিলীন হয়, সুখ দুঃখ ভয় ও মঙ্গল জীব কর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অপর জীব কর্ম্মের দ্বারা উচ্চ ও নীচ শরীর প্রাপ্ত করিয়া ত্যাগ করে, এবং কর্ম্মই শত্রুমিত্র উদাসীন গুরু এবং ঈশ্বর হয়েন । বিশেষ কথা কি ? কর্ম্মের পুজ্যতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন—অতএব কর্ম্মকেই সম্যকভাবে পূজা করিবে । অতএব কর্ম্মই সর্বফল প্রদাতা হয় । এই প্রকার পুর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এই প্রকার পুর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবারায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—ফলমিতি । ইহা হইতে ফল প্রাপ্ত হয়, কারণ তাহা উপপত্তিহেতু । অর্থাৎ এই পরমেশ্বর সর্বফল প্রদাতা শ্রীগোবিন্দদেব হইতে ফল স্বর্গাদি সুখভোগরূপ যাগাদি কর্ম্মের ফল জীবগণ লাভ করিয়া থাকে । কেন? উপপত্তিহেতু, তাঁহারই সর্বকর্ম্মফল প্রদত্বরূপ যুক্তির শ্রুতি সিদ্ধ হওয়া হেতু । স্বর্গাদিরূপ যাগাদিরফল এই পরমেশ্বর হইতেই লাভ হয় । কি হেতু ? উপপত্তিহেতু । সেই নিত্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিযুক্ত মহাউদার যাগাদির দ্বারা আরাধিত শ্রীপরমেশ্বরের কালান্তরে সেই সেই ফল প্রদত্বের উপপত্তি হয় । কিন্তু জড় ক্ষণকালে বিধ্বংস প্রাপ্ত কর্ম্ম হইতে ফল লাভ হয় ইহাই অর্থ । এই ভাষ্যের

সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেঃ মহোদারস্য যাগাদিনারাধিতস্য কালান্তরিত তত্তৎ ফল প্রদত্বমুপপদ্যতে। ন তু জড়স্য ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কর্মণ ইত্যর্থঃ ৩৯॥

অত্র প্রমাণমাহ--

॥ওঁ॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৭/৪০॥

প্রকরাণার্থঃ। তস্মাৎ সর্বেষাং যাগাদিকর্ম্মণাং শ্রীভগবানেন প্রভুঃ ; তথাহি শ্রীগীতাসু–৯/১৬, অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্। মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিংপ্রার্থয়ন্তে" (২০) অপিচ–অহং হি সর্বযজ্ঞানাংভোক্তা চ প্রভরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি-তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (৯/২৪) শ্রীভাগবতে–৮/১৭/৮ যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল–নামধেয়ঃ" ইতি। শ্রীদশমে–২৩/৪৭, দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ। দেবতা যজমানশ্চক্রতুধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ॥ তস্মাৎ সর্বকর্ম্মফলপ্রদাতা শ্রীগোবিন্দদেব এব। ননু–তথাত্বে কথং শ্রীকৃষ্ণেনৈব কর্ম্মণঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদিতম্ ? তত্তু ইন্দ্রমখভঙ্গার্থমেব ন তু তস্য শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদমায় ইতি সুসঙ্গতমেব॥৩৯॥

ভাবার্থ এই যে–যে প্রকার ভক্ষিত অন্নের স্থূলভাগের বিষ্ঠা হয়, সূক্ষ্ম ভাগের মন হয়, এই প্রকার কর্ম্মও কোন এক অপূর্ব উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়, সর্বফল প্রদাতা শ্রীভগবান সেই অপূর্বানুসারে ফল প্রদান করেন ইহাই এই প্রকরণের অর্থ। অতঃ সকল যোগাদি কর্ম্মের শ্রীভগবানই প্রভু, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন আমি ক্রতু আমি যজ্ঞ আমি স্বধা আমি ঔষধ আমি মন্ত্র আমি আজ্য আমি বহ্নি আমি হুত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের দ্বারা পাপাদি রহিত সোমপানকারী মানবগণ আমাকে যজ্ঞের দ্বারা যজনা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে প্রার্থনা করে। অপর আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তাও প্রভু বা পালক, এই প্রকারে যাহারা আমাকে জানে না, তাহারা পতিত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে যজ্ঞেশ ! হে যজ্ঞপুরুষ ! হে অচ্যুত ! হে তীর্থপাদ ! হে তীর্থশ্রবঃ ! আপনার নাম শ্রবণ কারির মঙ্গল প্রদান করে। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–দেশ কাল নানা প্রকার দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্র ঋত্বিক অগ্নি দেবতা যজমান ক্রতু ও ধর্ম্ম এই সকল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হয়। অতএব সর্বকর্ম্মফল প্রদাতা শ্রীগোবিন্দদেবই। যদি বলেন–তাহা হইলে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–তাহা ইন্দ্রমখ ভঙ্গের নিমিত্তই বলিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত নহে, এই প্রকার সুসঙ্গতই হইয়াছে॥৩৯॥

এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন, অর্থাৎ এই সিদ্ধান্ত অপ্রমান্য বলিতে পারিবেন না, এই বিষয়ে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রমাণ বলিতেছেন–শ্রুতেতি। শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারাও ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বপ্রদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনন্তর শ্রুতিবাক্য সকল বলিতেছেন–বিজ্ঞানমিতি। বিজ্ঞান আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম দাতার রাতি ও পরায়ণ হয়েন, অর্থাৎ বিজ্ঞান আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব,

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্" (বৃ০-৩/৯/২৮) "স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ" (বৃ০-৪/৪/২৪) ইতি তত্রৈবাভ্যুদয়ফলপ্রদত্বং শ্রূয়তে। দাতুর্যজমানস্য, রাতিঃ ফলপ্রদম্ ॥৪০॥

মতান্তরমাহ---

॥ওঁ॥ ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥ওঁ॥ ৩/২/১৭/৪১॥

অতঃ ফলস্য দাতারং ধর্ম্মমেব জৈমিনির্ম্মন্যতে । "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"

ন চাপ্রামাণ্যমিদং সিদ্ধান্তমিতি অত্রবিষয়ে প্রমাণমাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–শ্রুতত্বাৎ" চ ইতি । শ্রুতিবাক্যান্যাহঃ–বিজ্ঞানমিতি । বিজ্ঞানমানন্দস্বরূপং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ, স চ দাতুঃ যজমানস্য রাতিঃ ফলপ্রদম্, কিঞ্চযজমানস্য পরায়ণং-পারং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" স বা এষ মহান্ অজঃ–জন্মাদিরহিতঃ, আত্মাপরমপ্রেষ্ঠতমঃ অন্নাদেঃ, অন্নানি আ সম্যক্ প্রাণিভ্যো দদাতি" ইতি অন্নাদঃ, বসুদানঃ-ধনপ্রদঃ, রাতিরিত্যত্র রা দানে ইত্যস্মাৎ ক্তিন্ প্রত্যায়ঃ স চ কর্ত্তরি ন, কিন্তু ভাবে ভবতি ; তেন দাতৃত্বমত্র লক্ষণীয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ । কিং বহুনা মোক্ষসুখমপি স্বভক্তায় দদাতীতি-তৈত্তিরীয়কে–২/৭১, "এষহ্যেবানন্দয়তি" ইতি । ইতি তস্যাভ্যুদয়ফলপ্রদত্বং নিরূপিতমিতি ॥৪০॥

অথ সর্বফল প্রদ বিষয়ে মতান্তরমাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–ধর্ম্মমিতি। মহর্ষিজৈমিনি ঃ–অন্বয়ব্যতিরেকেণ

তিনি দাতা যজমানের রতি ফল প্রদাতা, আরও যজমানের পরায়ণ পরাগতি হয়েন । কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে–পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি কাষ্ঠা ও পরমগতি । সবেতি--সেই এই মহা অজ জন্মাদি রহিত, আত্মা পরমপ্রেষ্ঠতম, অন্নাদ সম্যকরূপে প্রাণি সকলকে অন্ন দান করেন, বসুদান ধন প্রদান কারী । এই প্রকার বৃহদারণ্যকে অভ্যুদয় ফল প্রদত্বাদি শ্রবণ করা যায় । দাতুঃ যজমানের রাতি ফল প্রদাতা । রাতি এইস্থানে রা দানে ধাতুর উত্তরে ক্তিন্ প্রত্যয়, তাহা কর্ত্তৃবাচ্যে নহে, কিন্তু ভাব বাচ্যে হয় । সুতরাং দাতৃত্ব এইস্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রকার ব্যাখ্যাকারগণ বলেন । বহু কথায় প্রয়োজন কি ? শ্রীগোবিন্দদেব মোক্ষ মুখ পর্য্যন্ত নিজ ভক্তকে প্রদান করেন, তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে–ইনি সাধকে আনন্দ প্রদান করেন, এই প্রকার তাঁহার অভ্যুদয় ফল প্রদত্বনিরূপণ করিলেন॥৪০॥

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব সর্বফলপ্রদ এই বিষয়ে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ মতান্তর অন্যের মত বলিতেছেন–ধর্ম্মমিতি । জৈমিনি ধর্ম্মকে ফলপ্রদাতা মনে করেন, মহর্ষি জৈমিনি অন্বয় ব্যাতিরেকের দ্বারা সিদ্ধহেতু অতএব ধর্ম্মই ফলের দাতা মনে করেন । অতএব ফলের দাতা মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মকেই মনে করেন । এষ ইতি–এই জনকে সাধু মঙ্গলপ্রদ কর্ম্ম করায়েন ইত্যাদি শ্রুতি আছে । অর্থাৎ কর্ম্ম এই মানবকে সাধু কর্ম্ম করায় কর্ম্মই সেইজনকে সাধু সৎআচরণ করায় এই প্রকার আচার্য্যপাদের অভিমত। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে–এই মানবকে সাধু কর্ম্ম করান হয়, যাহাকে উন্নত করিবে ; এই জনকে অসাধু কর্ম্ম করান হয়, যাহাকে যমলোকে গমন করাইবে, অর্থাৎ সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গসুখাদি ভোগ, নিন্দিত কর্ম্মের দ্বারা নরক দুঃখাদি ভোগ হয়, ইহা সর্বজন প্রসিদ্ধি আছে । তথাচ অন্বয় ব্যাতিরেক দ্বারা কর্ম্মের

(কৌ০ ব্রা০-৩/৮) ইতি শ্রুতেঃ । তথাচান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ম্মণ এব ফলার্পকত্বে সিদ্ধে ন তদীশ্বরস্য স্বীকার্য্যম্ । তস্য কর্ম্মজনকত্বেনোপক্ষীণব্যাপারত্বাৎ ।

ননু কর্ম্মণঃ ক্ষণবিনাশিনঃ কলান্তরভাবিফলানুপপত্তিঃ, অভাবাদ্ভাবোৎপত্যসম্ভবাদিতি চেন্ন, বিনশ্যদপিকর্ম স্বসমকালমেবাপূর্বমুৎপাদ্য বিনশ্যতি । তদপূর্বং কালান্তরে কর্ম্মানুরূপং ফলং পুরুষায় ভোক্ত্রো দাস্যতীতি কর্ম্মৈব ফলপ্রদমিতি ॥৪১॥

সিদ্ধত্বাৎ অতএব ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে" ইতি । "অতঃ" ইতি স্ফুটার্থম্ । এষঃ" ইতি–এষ জনঃ সাধুকারয়তি কর্ম্ম ইতি-কর্ম্মৈব তং জনং সাধু সদাচারণং কারয়তি, ইতি আচার্য্যপাদানাং মতমিত্যর্থঃ ।

তথাহি কৌষীতকি ব্রহ্মণোপনিষদি–৩/৯, "এষ হ্যেবৈনং–সাধুকর্ম্মকারয়তি তং যমন্বানুন্বেষতু এষ এবৈনমসাধু কর্ম্মকারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুনুৎসতে" ইতি । তথাচ–সৎকর্ম্মণা স্বর্গসুখাদিভোগং, নিন্দিতকর্ম্মণা নরকদুঃখাদিভোগমিতি সর্ব্বপ্রসিদ্ধঃ ; তথা চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিতি–স্পষ্টম্ ।

ননু–ঈশ্বরস্য ফলপ্রদত্বে কা হানিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–তস্যেতি । ঈশ্বরো যদি কর্ম্মণো জনকঃ স্যাৎ, তদা তস্য মহাশ্রমেণ উপক্ষীন ইন্দ্রিয়ব্যাপারো ভবেৎ । অথ ফলোৎপাদকত্বে কর্ম্মণো যোগ্যতাভাবত্বং শঙ্কয়ন্তি–"ননু" ইতি, প্রকটার্থম্ । তথাচ–"স্বর্গকামো যজেত" ইতি যাগস্য স্বর্গহেতুত্বং শ্রুতং, তদুপপত্তয়ে কর্ম্মনিষ্ঠৈঃ বৈদিকৈঃ ক্ষণবিনাসিনো যাগস্য উত্তরাবস্থারূপোঽপূর্বাখ্যো ব্যাপারঃ কল্পতে ; স চ–যাগাদিজন্যঃ স্বর্গাদিজনকঃ কশ্চন গুণবিশেষঃ, তংগুণবিশেষমপূর্ব্বমিতি । সচাপূর্বো যজমানে তিষ্ঠন্নন্তে ফলমর্পয়েদিতি ; যাগ এব স্বর্গফলহেতুরিত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্তু সর্বসমঃ, তস্যাবিচিত্রফলার্পকত্বং নোপপদ্যতে ; তথাত্বে বৈষম্যাদেঃ প্রসঙ্গাদিতি। তস্মাৎ কর্ম্মৈব ফলপ্রদমিতি ॥৪১॥

ফলার্পকত্ব সিদ্ধ হইলে পরে তাহা ঈশ্বরের স্বীকার করা উচিত নহে । যদি বলেন–ঈশ্বরের ফলপ্রদত্বে কি হানি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–তস্যেতি । ঈশ্বরের কর্ম্মজনকত্ব ব্যাপার স্বীকার করিলে তিনি উপক্ষীন হইবেন ; অর্থাৎ ঈশ্বর যদি কর্ম্মের জনক হয়েন, তবে তাঁহার মহাপরিশ্রমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ব্যাপার বা চেষ্টা উপক্ষীণ হইবে । অনন্তর ফলোৎপাদকত্ববিষয়ে কর্ম্মের যোগ্যাতার অভাবতার আশঙ্কা করিতেছেন–নন্বিতি । যদি বলেন–কর্ম্ম ক্ষণবিনশী, সুতরাং তাহার দ্বারা কালান্তর ভাবি ফলোৎপাদনের উপপত্তি হইতে পারে না, কারণ অভাব হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তির অসম্ভব হয় এইহেতু । তদুত্তরে বলিতেছেন–কর্ম্ম বিনাশশীল হইলেও স্বসমকালেই অপূর্ব উৎপাদন করিয়া বিনাশ হয়, সেই অপূর্ব্ব কালান্তরে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোক্তা পুরুষকে প্রদান করিবে, সুতরাং কর্ম্মই ফলপ্রদ । অর্থাৎ স্বর্গকামনাকারী যাগ করিবে এই প্রকার যাগের স্বর্গহেতুতা শ্রবণ করা যায়, তাহা উপপত্তির নিমিত্ত কর্ম্মনিষ্ঠ বৈদিকগণ ক্ষণবিনাশিযাগের উত্তরাবস্থারূপ অপূর্ব্বরূপ ব্যাপার কল্পনা করেন, সেই অপূর্ব যাগাদি জন্য স্বর্গাদির জনক কোন গুণবিশেষ সেই গুণবিশেষই অপূর্ব । সেই অপূর্ব্ব কর্ম্মাবসানে অবস্থান করত অন্তে ফল অর্পণ করে, সুতরাং যাগই স্বর্গফলের হেতু । ঈশ্বর সকলের সম বিচিত্র ফলার্কত্ব তাঁহার যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহাতে ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ হইবে । অতএব কর্ম্মই ফলপ্রদাতা ॥৪১॥

স্বমতামাহ---

॥ওঁ॥ পূর্বন্তু বাদরায়ণো হেতু ব্যপদেশাৎ ॥ওঁ॥ ৩/২/১৭/৪২॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। পূর্বোক্তং পরেশমেব ভগবান্ বাদরায়ণঃ ফলপ্রদং মন্যতে। কুতঃ ? হেত্বিতি। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমিতি" তস্যৈব ফলহেতুত্ব ব্যপদেশাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণঃ করণত্বেনোপক্ষয়াচ্চ। কর্ম্মসত্তাপি ব্রহ্মায়ত্তেত্যুক্তম্–

এবং কর্ম্মমীমাংসাকারস্য শ্রীজৈমিনের্ম্মতংকথয়িত্বা ব্রহ্মমীমাংসাকারঃ শ্রীভগবান্ বাদরায়ণঃ–স্বমতামাহ–পূর্বমিতি। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–পূর্বন্তু পূর্বোক্তমেব পরমেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং সর্বফলপ্রদং মন্যতে ; কুতঃ ? হেতু ব্যপদেশাৎ, শাস্ত্রবাক্যৈস্তথৈব প্রতিপাদনাদিতার্থঃ। সূত্রস্থ "তু" শব্দস্যার্থমাহঃ–শঙ্কা ইতি। অথ হেতূন্ বদন্তি–পুণ্যেন" ইতি। পুণ্যেন কর্ম্মণা পুণ্যং স্বর্গাদিলোকং নয়তি, যঃ খলু পুণ্যজনকঃ কার্য্যং করোতি স খলু পুণ্যকৃতাং লোকং গচ্ছতীতি ; পাপেন পাপমিতি, নিন্দ্যেন কর্ম্মণা নরকাদিলোকং নয়তীতি, নী-প্রাপনে, নয়তীতি প্রাপয়তীত্যর্থঃ।

ইতি তস্য শ্রীভগবত এব তথা প্রতিপাদনাৎ। ন চ কর্ম্মনস্তথাত্বমিতি বাচ্যম্ তস্য কর্ম্মণঃ চক্ষুরাদিবৎ করণত্বেন উপক্ষয়াৎ, স ফলমুৎপাদয়িতুং নার্হতি। কিঞ্চ–স্বেতরসর্বং শ্রীগোবিন্দদেবস্যাধীনং শ্রীভাগবতবাক্যপ্রতিপাদয়ন্তি–কর্ম্মসত্তা" ইতি। তথাচ–দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া" ইতি। তেন পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব কর্ম্মপ্রবর্ত্তকং ; ন তু কর্ম্মাপি ব্রহ্মপ্রবর্ত্তকমিতি।

ননু–যদুক্তং শ্রীভগবান্ ভক্তানাং সর্বস্বমপহরতীতি চেৎ ? (৩/২/১৭/৩৯) অত্রোচ্যন্তে–শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তসর্বস্বাপহর্ত্তুত্বং তু তেষাং পরমপুরুষার্থে স্বস্মিন্ নিবেশার্থম্ ; তথা তেভ্যঃ স্বদানার্থম্ বা তথাহি–শ্রীদশমে–২৭-১৬, মামৈশ্বর্য্য শ্রীমদান্দো দণ্ডপানিং ন পশ্যতি। তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য স্বেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥ তথা স্বসেবাপ্রদানন্ত–শ্রীভাগবতে–৫/১৯/২৭, স্বয়ং বিধত্তে

স্বমত বলিতেছেন, অর্থাৎ এই প্রকার কর্ম্ম মীমাংসাকার শ্রীজৈমিনির মত বলিয়া, ব্রহ্ম মীমাংসাকার শ্রীবাদরায়ণ স্বমত বলিতেছেন–পূর্বমিতি। পূর্ববই ফলপ্রদ বাদরায়ণ মনে করেন, হেতু ব্যবদেশনিমিত্ত, অর্থাৎ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পূর্ব পূর্ব কথিত পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকেই সর্বফল প্রদাতা মনে করেন, কেন ? হেতু ব্যপদেশ নিমিত্ত, শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা সেই প্রকার প্রতিপাদন করা হেতু ইহাই অর্থ। সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ বলিতেছেন–শঙ্কেতি। শঙ্কাচ্ছেদের নিমিত্ত তুশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত পরমেশ্বরকেই ভগাবান শ্রীবাদরায়ণ ফল প্রদ মানেন। কি হেতু ? হেতু নিমিত্ত, অথ হেতু সকল বলিতেছেম–পুণ্যেনেতি। পুণ্যের দ্বারা পূণ্যলোক গমন করে, পাপের দ্বারা পাপলোক, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য স্বর্গাদি গমন করে, যে মানব পূণ্জনক কার্য্য করে সে পূণ্যকারীগণের লোকে গমন করে, পাপের দ্বারা পাপ, নিন্দনীয় কর্ম্মেরদ্বারা নরকাদিলোক প্রাপ্ত করায়, নী ধাতু প্রাপন অর্থে, নয়তি,–প্রাপ্ত করায় এই অর্থ। এই প্রকার সেই পরমেশ্বরেরই ফল হেতুত্ব ব্যপদেশ উপদেশ করিয়াছেন ইহাই অর্থ, কর্ম্মের কারণতা হেতু উপক্ষয় হয় অর্থাৎ এই প্রকার সেই শ্রীভগবানেরই তাহা

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ" (ভা০-২/৫/১৪) ইত্যাদৌ। তেনব্রহ্মৈব কর্ম্মপ্রবর্ত্তকং সিদ্ধম্।

যত্তু বিনশ্যদপি কর্ম্ম ইত্যাদি সমাহিতং তন্মন্দম্। কাষ্ঠ লোষ্ট্রবদচেতনস্য তত্রাক্ষমত্বাৎ, তস্যাশ্রবণাচ্চ। ননু যজ্ঞস্য দেবার্চ্চনত্বাৎ তদর্চ্চিতানাং দেবতানাং ফলার্পকত্বমস্ত" ইতিচেদুচ্যতে—পরদেবতয়া প্রযোজ্যাস্তদর্পয়ন্তীতি স্বীকার্য্যমন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণাৎ। (বৃ০-৩/৭/৩) অতঃসৈব তদর্পিকা। এবমেবাহ ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ—"যো যো যাং যাং তনুং

ভজতামনিচ্ছতা—মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

ননু মাস্ত জড়স্য কর্ম্মণঃ ফলার্পকত্বং যজ্ঞার্চ্চিতৈর্দেবৈঃ সিদ্ধির্ভবতি তদিতি, সঞ্চিন্ত্য শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—"ননু" ইতি। স্পষ্টম্। তথাচ—ইন্দ্রাদিদেবানামারাধনেনৈব তত্তৎ কামানাং সিদ্ধে কিমীশ্বরারাধনেন ? তথাহি শ্রীভাগবতে—২/৩-২/৪ ব্রহ্মবর্চ্চসকামাস্ত যজেত ব্রহ্মণস্পতিম্। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥ দেবীং মায়াং তু শ্রীকামস্তেজস্কামোবিভাবসুম্। বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথবীর্য্যবান্॥ অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্। বিশ্বান্‌দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকোবিশাম্॥ ইত্যাদি তত্তৎ দেবারাধনেন জীবানাং তত্তৎ ফলপ্রাপ্তি র্ভবতীতি স্মরণাৎ।

অত্রোচ্যন্তে—পরদেবতয়া" ইতি পরদেবতয়া—পরব্রহ্মণা শ্রীগোবিন্দদেবেণ প্রযোজ্যাস্তা দেবতাঃ তৎ কর্ম্মফলমপয়ন্তি ইতি স্বীকার্য্যম্। তচ্চ অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণপ্রমাণবাক্যাদিতি। তথাহি বৃহদারণ্যকোপনিষদি—৩/৭/১৫, "যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্" ইত্যাদি। কিঞ্চ শ্রীভাগবতে—২/৩/১০-১১ অকাম সর্বকামো বা

প্রতিপাদন করা হইয়াছ, কর্ম্মেরফল প্রদত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতে পারেন না, কারণ কর্ম্ম চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় উপকরণ মাত্র হয়, সুতরাং তাহা ক্ষয়শীল, সে ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। অপর নিজভিন্ন সকল বস্তুই শ্রীগোবিন্দদেবের অধীন তাহা শ্রীভাগবত বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—কর্ম্মেতি। কর্ম্ম সত্ত্বাও ব্রহ্মের আয়ত্তাধীন বলা হইয়াছে, দ্রব্য কর্ম্ম ও কাল যাঁহার অধীন ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মই কর্ম্ম প্রবর্ত্তক হয় ইহা সিদ্ধ হইল। আপনারা যে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াও অপূর্ব্বউৎপাদন করে, বলিয়াছেন, তাহা অতীব মন্দ, কারণ কাষ্ঠ পাষনের ন্যায় অচেতন অদৃষ্টের ফলোৎপাদনে ক্ষমতা নাই, এবং তাহা শ্রবণ করাও যায় না। অর্থাৎ দ্রব্য কর্ম্ম কাল স্বভাব এবং জীব যাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় কিন্তু যাঁহার উপেক্ষায় সমর্থ হয় না। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন, কিন্তু কর্ম্ম ব্রহ্ম প্রবর্ত্তক নহে। আপনারা বলিয়াছেন—শ্রীভগবান ভক্তগণের সর্বস্ব অপহরণ করেন তাহা বলা উচিত নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তগণের সর্বস্ব অপহরণ কারিতা কিন্তু তাহা দিগকে পরমপুরুষার্থ স্বরূপ নিজে মনোনিবেশের নিমিত্ত, এবং ভক্তগণকে নিজেকে দান করিবার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—ধন ঐশ্বর্য্য শ্রীমদান্ধব্যক্তি দণ্ডধারণকারী আমাকে দেখে না, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে সকল সম্পত্তি হইতে ভ্রষ্ট করি। এবং নিজ সেবা প্রদান করি। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান ভজনকারী ভক্তগণের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাদের ইচ্ছা বা কামনা নিজ পাদপল্লব সেবা প্রদানে অবরিত করেন।

শঙ্কা :—যদি বলেন—জড়কর্ম্মের ফল অর্পকতা গুণ না হউক, যাগাদির দ্বারা সমর্চ্চিত দেবগণ কর্ত্তৃক তাহা সিদ্ধি হইবে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—নন্বিতি। যজ্ঞকে

ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে । লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (গী০-৭/২১/২২) ইতি । এবঞ্চ যাগাদিভিরারাধিতোঽভ্যুদয়ফলং দদাতীত্যুক্তম্ । ভক্ত্যাতোষিতস্তু স্বপর্য্যন্তং সর্বমিতি

মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ইতি ।

অত্র স্বয়ং শ্রীভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীমুখবাক্যেনাপি তৎ স্পষ্টয়ন্তি–এবমিতি । যঃ" ইতি–ভক্তঃ শ্রীবিষ্ণুনা সর্বদেবৈতৈকবাদী-পুত্র-স্বর্গাদিকামী সাধারণসেবকঃ যো-য আর্ত্তাদিভক্তঃ স্বদুঃখাদিবারণার্থং যাং যাং আদিত্যেন্দ্রাদিরূপাং মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য আর্ত্তাদিভক্তস্য তাং এব-অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধানি, বিঘ্নরহিতামিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্–

দেবতাগণের অর্চ্চনা বলে, দেবার্চ্চানাই যাগ সেই যাগের দ্বারা অর্চ্চিত দেবতাগণের ফলর্পকত্বগুণ হউক। অর্থাৎ ইন্দ্রায়াদি দেবতাগণের আরাধনার দ্বারাই সেই সেই কামনা সকল সিদ্ধ হয়, অতঃ ঈশ্বর আরাধনার প্রয়োজন কি ? এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মতেজঃ কামী বৃহস্পতিকে যজনা করিবে, ইন্দ্রিয়ের বল কামনাকারী ইন্দ্রকে যাজনা করিবে, পুত্রকামী প্রজাপতিগণের যজনা করিবে, শ্রী ধনকামী মায়া দেবীকে যজনা করিবে তেজকামী বিভাব সুর অর্চ্চনা করিবে, ধনকামনাকারী বসুর যাজনা করিবে, শক্তিশালী প্রভাবকামী রুদ্রগণকে যজনা করিবে, অন্নকামী আদিতিকে ও স্বর্গকামী অদিতির পুত্রগণকে, রাজ্যকামী বিশ্বদেবকে, প্রজানুকূলকামী সাধ্যগণকে যাজনা করিবে । ইত্যাদি সেই সেই দেবতার আরাধনার দ্বারা জীবগণের সেই সেই ফলপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং ঈশ্বর যজনার প্রয়োজন কি ?

সমাধান ঃ–এই বিষয়ে বলিতেছে–পরেতি । পরদেবতা কর্ত্তৃক প্রযোজ্যদেবতাগণ ফলাদি অর্পণ করেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে তাহা নিরূপ করিয়াছেন, অতএব তিনিই তাহা সমর্পণ করেন । অর্থাৎ পরদেবতা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক প্রযোজিত সেই দেবতাগণ সেই কর্মফল সমর্পন করেন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে, তাহা অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণবাক্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–যিনি সকলভূতে অবস্থিত আছেন ইত্যাদি । অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে অকাম-কামনারহিত, সকল প্রকার কামনাকারী, বুদ্ধিমান মোক্ষকামী তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে যজনা করিবে, যজনাকারী মানবগণের ইহাই পরম মঙ্গলোদয় যাহা শ্রীভাগবতগণের সঙ্গ হইতে শ্রীভগবানে অচলাভক্তি ভাব । ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ ও এই প্রকার বলিয়াছেন, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমুখবাক্যেও তাহা স্পষ্টই করিতেছেন–এবমিতি । য ইতি–যে যে ভক্ত যে যে তনু শ্রদ্ধা পূর্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের সেই অচলা শ্রদ্ধাবিধান পোষণ করি । অর্থাৎ ভক্ত শ্রীবিষ্ণুর সহিত সর্ব দেবতার একত্ববাদী পুত্রস্বর্গাদিকামী সাধারণ সেবক, যে যে আর্ত্তাদিভক্ত নিজ দুঃখাদি বারণার্থ যে যে আদিত্য ইন্দ্রাদিরূপ মূর্ত্তি শ্রদ্ধা পূর্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই আর্ত্তাদিভক্তের সেই অচলা শ্রদ্ধা বিঘ্ন রহিত করি । এই শ্লোকের শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য-সর্বান্তর্য্যামী মহাবিভূতি সর্বহিতেচ্ছাকারী আমি এই প্রকার সেই সেই

বক্ষ্যতি–

“পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ” (ব্র০ সূ০-৩/৪/১/১) ইতি । তদিত্থং জন্ম মরণাদি দুঃখালয়ত্বরূপ প্রপঞ্চদোষোক্ত্যা, নিখিলনির্দোষকীর্ত্তনেন চ নিখিলনিয়ামকত্ব বিশুদ্ধচিদ্বিগ্রহত্বাদি পরমাত্মগুনগণ নিরূপণেন চ ব্রহ্মতৃষ্ণৈব তদিতর বিতৃষ্ণা পূর্বিকা

সর্বান্তর্য্যামী মহাবিভূতিঃ সর্বহিতেচ্ছুরহং এব তত্তৎ দেবতাসু শ্রদ্ধামুৎপাদ্য তাঃ পূজয়িত্বা তত্তদনুরূপাণি ফলানি প্রযচ্ছামি ; ন তু তাসাং তত্র শক্তিরস্তি' ইত্যাশয়বানাহ–য' ইতি দ্বাভ্যাম্ । যো য আর্ত্তাদিভক্তো যাং যামাদিত্যাদিরূপাং মত্তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং বাঞ্ছতি, তস্য তস্য তামেব তত্তদ্দেবতাবিষয়ামেব ; ন তু মদ্‌বিষয়াম্ ; অচলাং স্থিরাং ; বিদধাম্যুৎপাদয়াম্যহমেব ; ন তু সা সা দেবতা ; শ্রুতিশ্চ তত্তদ্দেবানাং মত্তনুত্বমাহ–“য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরম্” (বৃ০-৩/৭/৯) ইত্যাদ্যা” ইতি ।

স তয়া” ইতি–স চ কামিভক্তঃ–তয়া মন্নিষ্ঠয়ারহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যাঃ সূর্য্যাদিদেবতায়াঃ আরাধনং ঈহতে–করোতি, ততঃ-তস্যাঃ আরাধিতদেবতায়াঃ সকাশাৎ ময়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেন এব

দেবতায় শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া তাহাদের পূজা করাইয়া পূজানুরূপ ফল প্রদান করি। কিন্তু সেই দেবতাগণের শ্রদ্ধা উৎপাদনে ও ফল প্রদানে শক্তি নাই, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন–যইতি দুইটি শ্লোকের দ্বারা । যে যে আর্ত্তাদি ভক্ত যে যে আদিত্যাদিরূপ আমার তনু শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চ্চনা করিতে বাঞ্ছা করে তাহার সেই সেই দেবাতাবিষয়ক শ্রদ্ধা, কিন্তু মৎবিষয়ক নহে, অচলা স্থিরা, বিদধামি আমিই উৎপাদন করি, কিন্তু সেই সেই দেবতা নহে । শ্রুতিও সেই সেই দেবতাগণ আমারই তনু বলিয়াছেন– যিনি আদিত্যে অবস্থান করিয়া আদিত্যের অন্তরে যাহাকে আদিত্য জানে না যাঁহার আদিত্য শরীর ইত্যাদি। স তয়েতি–সেই ভক্ত সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহাদের আরাধনা করে, তাহা হইতে আমার বিহিত কাম সকল লাভ করে । অর্থাৎ সেই কামিভক্ত সেই মন্নিষ্ঠ রহিত শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই সূর্য্যাদি দেবতার আরাধনা করে, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হয় না । এই স্থলে শ্রীরামানুজভাষা–সেই ভক্ত সেই নির্বিঘ্নশ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই ইন্দ্রায়াদির আরাধনা হইতে নিজর অভিলষিত কামনা সকল আমাকর্ত্তৃক বিহিত লাভ করে । যদ্যপি আরাধনা কালে ইন্দ্রাদিদেবগণ আমারই শরীর অতএব তাহাদের অর্চ্চনাই আমার আরাধনা তাহা জানে না, তথাপি সেই অর্চ্চন আমার আরাধনা হওয়া হেতু আরাধকের অভিলষিত আমিই বিতরণ করি । এই শ্লোকদ্বয়ের সারার্থ বলিতেছেন–এবঞ্চেতি । এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব যাগাদির দ্বারা আরাধিত হইয়া সাধককে অভ্যুদয় স্বর্গাদি সুখভোগ প্রদান করেন তাহা কথিত হইল । তিনি ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হইলে কিন্তু স্বপর্য্যন্ত সকল ফলাদি প্রদান করেন তাহা অগ্রে বলিলেন–তিনি পুরুষার্থ হয়েন, কারণ শব্দ প্রমাণহেতু এই সূত্র ব্যাখ্যায় ।

সঙ্গতি :–অনন্তর ফলাধিকরণ ও দ্বিতীয় পাদের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তদিতি । এই প্রকার জন্মমরণাদি দুঃখালয় ধর্মযুক্ত প্রপঞ্চের দোষ বর্ণনের দ্বারা, শ্রীগোবিন্দদেবের নিখিল নির্দোষত্ব কীর্ত্তনের দ্বারা এবং নিখিল নিয়মকত্ব, বিশুদ্ধচিদ্‌বিগ্রহত্বাদি কীর্ত্তনের ও পরমাত্মারগুনগণের নিরূপণের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির তৃষ্ণাই তাহা হইতে অন্যের প্রতি বিতৃষ্ণা পূর্বক তাঁহ্‌র প্রাপ্তির হেতু ইহা প্রথম ও দ্বিতীয়পাদ

তৎ প্রাপ্তিহেতুরিতি পাদাভ্যাংদর্শিতং ভবতি ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে সাধনাখ্য

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩/২॥ ॥

বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে, ন তু মামিতি। অত্র শ্রীরামানুজভাষ্যম্–স তয়া নির্বিঘ্নয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্য ইন্দ্রাদেঃ আরাধনং প্রতি ঈহতে-চেষ্টতে ; ততঃ–মত্তনুভূতইন্দ্রাদিদেবতারাধনাৎ তান্ এব হি স্বাভিলষিতান্ কামান্ ময়া এব বিহিতান্ লভতে। যদ্যাপারূপ ধনাবসরে ইন্দাদয়ো দেবগণা মমৈব শরীরং সুতরাং তেষামচ্চনৈব মমরাধনা তে ন জানন্তি, তথাপি তদর্চ্চনং মমরাধনারূপত্বাৎ আরাধকানাং অভিলষিত মহমেব দদামি। অনয়োঃ সারার্থমাহুঃ–এবঞ্চেতি। অবঞ্চ শ্রীগেবিন্দদেবো যাগাধিভিরাধিতঃ সন্ সাধকায়াভ্যুদয়ং স্বর্গাদি সুখভোগং দদাতীতি কথিতম্। স চ ভক্ত্যা সন্তুষ্টঃ সন্ স্বপর্য্যন্ত-সকল ফলমপয়তীতি অগ্রে বক্ষ্যতি–'পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ–৩৪/১/১) ইতি সূত্রস্য ব্যাখ্যায়াম্।

সঙ্গতি ঃ–অথ ফলাদিকরণস্য তথা দ্বিতীয়পাদস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ–তদিতি। তদিত্থং জন্মমরণাদি দুঃখালয়ধর্ম্মযুক্তস্য প্রপঞ্চস্য দোষদর্শনেন, শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিখিলনির্দ্দোষত্বকীর্ত্তনেন চ, তথা নিখিলনিয়ামকত্ব বিশুদ্ধচিদ্‌বিগ্রহত্বাদিস্তথা পরমাত্মত্বগুণ বৃন্দানাং কীর্ত্তেনেন চ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতৃষ্ণৈব কার্য্যা, তদিতর বিষয়াদিবিতৃষ্ণাপূর্বকং তদ্‌ভজনমেব কর্ত্তব্যমিতি পাদাভ্যাং দর্শিতং ভবতীতি।

অর্থাৎ তদিতরতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্বকং শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাপ্তেরৈকান্তিকী তৃষ্ণৈব তৎসবাপ্রাপ্তি হেতুরিত্যর্থঃ।

বরুণোন্দ্রদিসূর্য্যান্তা লোকপালা বিভূতয়ঃ। তেষামারাধনাজ্জীবঃ স্বর্গাদিফলভাগ্ ভবেৎ ॥
সর্বফল প্রদাতা চ ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ। সেবকস্তস্য সর্বঞ্চলভতে তৎ সেবাপি চ ॥৪২॥

ইতি ফলাধিকরণং সপ্তদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে
সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদস্য
শ্রীমদ্‌বেদান্ততীর্থ কৃতো
শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যং সম্পূর্ণম্ ॥৩।২॥

প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ অন্যতৃষ্ণাপরিত্যাগ পূর্বক শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তির একান্ত তৃষ্ণাই তাঁহার সেবাপ্রাপ্তি হেতু ইহাই অর্থ। সূর্য্য ইন্দ্র বরুণনাদি লোকপালগণ শ্রীগোবিন্দদেবের বিভূতি হয়, তাঁহাদের আরাধনা দ্বারা জীব স্বর্গাদি ফলভাগী হইবে। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর সবর্বফল প্রদানকারী, তাঁহার সেবক সর্বপ্রকার ফললাভ করেন ও তাহার সেবাও লাভ করেন ॥৪২॥

এই প্রকার ফলাধিকরণ সপ্তদশ সম্পূর্ণ ॥১৭॥

এই প্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্র শ্রীগোবিন্দদেবভাষ্য ব্যাখ্যায় সাধনাখ্য তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের
শ্রীমদ্‌বেদান্ততীর্থ বিরচিতা
শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা ॥৩।২॥

* শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যম্ *

তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ

পরয়া নিরস্য মায়াং গুণকর্ম্মদীনি যো ভজমি নিত্যম্ ।
দেবশ্চৈতন্যতনু র্মনসি মমাসৌ পরিস্ফুরতু কৃষ্ণঃ ॥

"অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ"

স্বনামকীর্ত্তনামোদী রুচিভক্তিপ্রকাশকঃ ।
স্বভক্তানন্দদায়ী চ জয়তি গৌরবিগ্রহঃ ॥

অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদস্য ব্যাখ্যানমারভমানাঃ শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য গুণকর্ম্মাদিবিশেষনিরূপণরূপং, তস্য স্বহৃদিস্ফূর্ত্তিপ্রার্থনারূপঞ্চ মঙ্গলমাচরন্তি—পরয়া" ইতি । যো দেবঃ নিত্যং পরয়া মায়াং নিরস্য গুণকর্ম্মাদীনি ভজতি, অসৌ চৈতন্যতনুঃ কৃষ্ণ মম মনসি পরিস্ফুরতু" ইত্যন্বয়ঃ।

যো দেব—যঃ—ইতঃ প্রাক্‌প্রতিপাদিতঃ স্বেতরসর্বপ্রধানঃ স্বপর্য্যন্ত সর্বফলপ্রদঃ ; দেবঃ—বিচিত্রানন্তদিব্যগুণগণ পরিমণ্ডিতাত্মারামগণাকর্ষিলীলঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, পরয়া—স্বস্বরূপশক্ত্যা হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদাখ্যয়া শক্ত্যা, মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং জীববন্ধকারিনীং প্রকৃতিং, নিরস্য নিরাকৃত্য,, তথাহি—শ্রীভাগবতে—১/৭/২৩, মায়াং বুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" শ্বেতাশ্বতরে চ—৪/১০, মায়ান্তুং

"অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ"

নিজ নামসঙ্কীর্ত্তনেই যাঁহার আমোদ, যিনি রুচি ভক্তি প্রকাশকারী এবং নিজ ভক্তগণের আনন্দদায়ী সেই শ্রীগৌর বিগ্রহের জয় হউক । অনন্তর তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যা প্রারম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দদেবের গুণ কর্ম্মাদি বিশেষ নিরূপণরূপ, এবং তাহার নিজ হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—পরয়েতি । যে দেব নিত্য পরা শক্তির দ্বারা মায়াকে নিরাস করিয়া গুণ কর্ম্মসকল ভজতি-প্রকট করেন সেই শ্রীচৈতন্যতনু কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। অর্থাৎ যে দেব, ইহা হইতে পূর্বে স্বেতর সর্বপ্রধান, স্ব পর্য্যন্ত সর্বফল প্রদান কর্ত্তারূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই দেব বিচিত্রানন্তদিব্যগুণগণ পরিমণ্ডিত আত্মারামগণাকর্ষীলীল শ্রীগোবিন্দদেব পরা স্বরূপ শক্তির দ্বারা মায়া ত্রিগুণাত্মিকা জীব বন্ধন কারিণী প্রকৃতিকে নিরাস করিয়া, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ চিৎশক্তির দ্বারাই মায়াকে নিরাস করিয়া কৈবল্যরূপ নিজ আত্মাতে অবস্থান করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে । কিন্তু মায়ানিয়ামক মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে । সেই পরা স্বরূপশক্তির দ্বারা গুণ সার্বজ্ঞ্য সর্বেশ্বরত্ব মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি,

প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ইতি । তয়ৈব পরয়া স্বরূপশক্ত্যা গুণান্–সার্বজ্ঞ্য–সর্বেশ্বরত্ব–মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য ভক্তবাৎসল্যদীন্ ; কর্ম্মাণি পুতনামোক্ষণ-দাম-বন্ধন ব্রহ্মমোহন গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ রাসোৎসবাদীনি অলৌকিকানি ভজতি–স্বাত্মকানি তানি প্রকটয়তীত্যর্থঃ ।

ননু–সমবায়সম্বন্ধেন শক্তিঃ স্বস্মিন্নেব বর্ত্ততে, তৎ কথং তাং স্বাত্মকাং বহিঃ প্রকটয়তি ? তয়োরভিন্নত্বাৎ ? ইতি চেৎ–"ধান্যেন ধনম্" ইতি বদ্‌বক্তব্যম্ । ইত্যত্র শক্ত্যভিন্নশক্তিমান্ স্বীয়াচিন্ত্যশক্তিমত্তয়া তথৈব দর্শয়তীত ন কিঞ্চিদপি দুর্ঘটম্ তস্য । অসৌ চৈতন্যতনুঃ জ্ঞানঘনবিগ্রহঃ কৃষ্ণ মম মনসি পরিস্ফুরতু, বর্ণিতরূপেণ প্রকটয়তু ইতি । অথবা স দেবঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতনুঃ সন্ মম মনসি পরিস্ফুরতু" ইত্যন্বয়ঃ । তথাচ–চৈতন্যনাম্নী তনুর্মূর্ত্তিঃ যস্য স ইতিঃ । গুণাশ্চ–সার্বজ্ঞ্যাদয়ঃ । কর্ম্মাণি চ–শ্রীনবদ্বীপপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদিষু তত্তল্লীলাঃ । মায়াং–মায়াকার্য্যাভূতাং মানবানাং অনাদিদুর্বাসনাম্ ; নিত্যম্" ইত্যনেন অস্য শ্রীচৈতন্যাবতারস্য অবতারান্তরবন্নিত্যত্বমভিমতমিতি ।

স্বপ্রেমামৃতদানার্থং শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপধৃক্ । অবততার যঃ কৃষ্ণঃ স মেঽনন্যগতির্ভূয়াৎ ॥
অস্যাবতারস্য স্বয়ংভগবত্ত্বং শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদৈঃ সিদ্ধান্তিতম্–শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে–২, মঙ্গ০–অন্তকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ । কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ । কিঞ্চঃ শ্রীভাগবতে–১১/৫/৩২ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ । যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ অস্য ব্যাখ্যা

এবং কর্ম্ম পূতনা মোচন দাম বন্ধন ব্রহ্মমোহন গোবর্দ্ধন ধারণ রাসোৎসবাদি অলৌকিক, ভজতি-স্বাত্মকলীলা বলী প্রকট করেন ইহাই অর্থ ।

যদি বলেন–সমবায় সম্বন্ধে শক্তি নিজে শক্তিমানে বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা কিপ্রকারে স্বাত্মক স্বরূপ শক্তিকে বাহিরে প্রকট করেন ? কারণ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–ধান্য হইতেই ধন "এই প্রকার বলিতে হইবে, এইস্থলে শক্তি হইতে অভিন্ন শক্তিমান নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা সেই প্রকারই দর্শন করাইয়া থাকেন, সুতরাং তাহার কোন বিষয়ই দুর্ঘট নহে । এই চৈতন্যতনু জ্ঞান ঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আমার মনে পরিস্ফুরণ হউক, যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে সেই ভাবেই প্রকট হউক। অথবা সেই দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতনু হইয়া আমার মনে পরিস্ফুরণ হউক । অর্থাৎ চৈতন্যনামে তনুমূর্ত্তি যাহার তিনি । তাঁহার গুণ-সার্বজ্ঞ্যাদি ।

কর্ম্ম-শ্রীনবদ্বীপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রাদিতে সেই সেই লীলা । মায়া-মায়াকার্য্যভূতা মানবগণের অনাদি দুর্বসনা, নিত্য এই শব্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্য অবতারের অন্য অবতারের সমান নিত্যতা অভিহিত করিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রেমামৃত প্রদানের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি আমার অনন্য গতি হউন ।

শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদ এই অবতারের স্বয়ং ভগবানরূপে সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন, শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে–যিনি অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে গৌর, কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা আশ্রয় করি । অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যিনি কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষা কান্তির দ্বারা অকৃষ্ণ, যাঁহার সাঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদ বিদ্যমান আছে, সুমেধাগণ তাঁহাকে সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা যজনা করিতেছেন । শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয়

চ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্বসম্বাদিন্যাম্– মহাভাগবত–কোটি-বহিরন্তর্দৃষ্টি-নিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্‌ভাবং নিজাবতার প্রচার প্রচারিত-স্ব-স্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্ল্লভ-প্রেমপীযূষময়-গঙ্গপ্রবাহ-সহস্রং স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থ বিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত পদ্যসংবাদেন স্তৌতি–"কৃষ্ণবর্ণম্" ইতি । একাদশাস্কন্ধে কলিযুগোপাস্য-প্রসঙ্গে পদ্যমিদম্ ; অর্থশ্চ–ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো যজন্তি । গৌরত্বঞ্চাস্য–(ভা০–১০/৮/১৩) আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগৎ তনূঃ । শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ইত্যতঃ পারিশেষ্য প্রমাণ লব্ধম্ ।

ইদানীং (শ্বেত শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বতাখ্য সপ্তমমন্বন্তরে–অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় দ্বাপরযুগে) এতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তেঃ, শুক্লরক্তয়োঃ সত্য ত্রেতা গতত্বেন একাদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ । পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন তদবতারাপেক্ষয়া । উক্তঞ্চ একাদশে দ্বাপরোপাস্যত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্ব-মহারাজত্ব-বাসুদেবাদিচতুর্মূর্ত্তিত্ব লক্ষণ তল্লিঙ্গকথনেন–(১১/৫/২৭-২৯) "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাস নিজায়ুধঃ । শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষনৈরুপালক্ষিতঃ ॥

অনু ব্যাখ্যার সর্বসম্বাদিনীতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা–কোটি কোটি মহাভাগবতগণ কর্তৃক বহিঃ ও অন্তদৃষ্টির দ্বারা নিষ্টঙ্কিত চিহ্নিতীকৃত ভগবদ্ভাব, নিজ অবতার প্রচারকারী, যিনি স্ব-স্বরূপভগবৎ পাদকমলাবলম্বনকারি পরম দুর্লভ প্রেমপীযূষময় গঙ্গা প্রবাহ সহস্র প্রচার কর্ত্তা, নিজ সম্প্রদায়ের সহস্রাধিদৈবত, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামক শ্রীভগবানকে এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনের উপাস্য অবতাররূপে অর্থবিশেষ আলিঙ্গনের দ্বারা শ্রীভাগবত পদ্যসংবাদে স্তব করিতেছেন–কৃষ্ণবর্ণমিতি ।

এই পদ্যটি শ্রীভাগবতের একাদশাস্কন্ধে কলিযুগোপাস্যবর্ণন প্রসঙ্গে, তাহার অর্থ–ত্বিষা কান্তির দ্বারা যিনি অকৃষ্ণ গৌর তাঁহাকে কলিযুগে সুমেধাগণ যজনা করিবেন । কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের গৌরত্ব–শ্রীগর্গ কহিলেন–হে ব্রজরাজ ! আপনার এই পুত্র প্রতিযুগে তনুগ্রহণ করা হেতু তিনটি বর্ণ ছিল, তাহা শুক্ল রক্ত এবং পীত, ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই প্রকার পারিশেষ্য প্রমাণ লাভ হইয়াছে।

ইদানীং শ্বেত বরাহকল্পে বৈবস্মতাখ্য সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় দ্বাপরযুগে এই অবতারের আশ্রয়রূপে অভিখ্যাত দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত ইহা বলিলে শুক্ল ও রক্তবর্ণ সত্য ও ত্রেতা যুগে গত হওয়া হেতু, এবং শ্রীএকাদশস্কন্ধে বর্ণিত হওয়া হেতু পীতবর্ণের অতীতত্ব প্রাচীন শ্রীগৌর অবতারের অপেক্ষায় বলিয়াছেন ।

শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে দ্বাপর যুগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের শ্যামত্ব মহারাজত্ব বাসুদেবাদি চতুর্মুতিত্বলক্ষণ তাঁহার চিহ্ন কথনের দ্বারা উক্ত হইয়াতছে–দ্বাপরযুগে ভগবান শ্যামবর্ণ পীতবসন ও নিজ অস্ত্র এবং শ্রীবৎসাঙ্কাদি লক্ষণের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েন, হে নৃপ ! সেইকালে মাহারাজোপলক্ষণ সেই পুরুষকে পরতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মানবগণ বেদ ও তন্ত্রোক্ত সাধনার দ্বারা যজনা করেন, বাসুদেব

তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষনম্ । যজন্তি বেদ-তন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ !॥ নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কার্ষনায় চ । প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ইতি । অতো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষ বর্ণত্বং কলৌ চ নীলঘনবর্ণত্বং শ্রূয়তে, তদপি যদা শ্রীকৃষ্ণাবতারো ন স্যাৎ, তদ্দ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্ । এবঞ্চ যদ্ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি, তদনন্তরকলাবেব শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষএবায়ং শ্রীগৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ । অতএব যদ্ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নির্ণীতম্—প্রত্যক্ষরূপধৃক্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ । কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥ কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্ । অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥ ইত্যাদি ; তদপি অমর্য্যাদৈশ্বর্য্যকৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম্ ; তস্য শ্রীগৌরস্য কলিপ্রথমব্যাপ্তিদর্শনাৎ । তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ দ্বারা ব্যনক্তি,—কৃষ্ণবর্ণম্—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি, শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতিবর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীতার্থঃ । তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে—(৩/৩/৩) "সমাহূতাঃ" ইত্যাদিপাদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন ইত্যত্র টীকায়াং "শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মী" ইত্যপি দৃশ্যতে ।

আপনাকে নমস্কার করি, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধকে নমস্কার, ভগবান আপনাকে নমস্কার করি । অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থে যে দ্বাপর যুগে শ্রীভগবানের শুকপক্ষ বর্ণের সমান, কলিযুগে নীলমেঘ সদৃশ বর্ণ শ্রবণ করা যায়, তাহা যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয় না, সেই দ্বাপর বিষয়ই মানিতে হইবে ।

এবং যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার পরে সেই কলিযুগেই শ্রীগৌর ও অবতীর্ণ হয়েন, এই স্বারস্যলাভ হেতু সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই এই শ্রীগৌর ইহাই বুঝা যায় । তাহাতে কোন প্রকার ব্যভিচার দোষ নাই । অতএব যাহা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নির্ণয় করিয়াছেন—সত্যাদি যুগের ন্যায় কলিযুগে শ্রীহরি প্রত্যক্ষরূপে দেব দর্শন দেন না, অতএব তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কলিযুগের অন্ত সংপ্রাপ্ত হইলে শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মবাদি শ্রীকল্কিতে অনু প্রবেশ করিয়া জগৎকে স্থির করিবেন ।

তথাপি তাহাও অমর্য্যাদা ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণত্বকে অতিক্রম করিয়াই বুঝিতে হইবে, কারণ তাঁহার শ্রীগৌরের কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় অবতারের ব্যাপকতা দেখা যায় । কিন্তু অন্তে নহে । সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবত্ব স্বয়মই বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নামে, শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জক "কৃষ্ণ" এই বর্ণ যুগল প্রযুক্ত আছে ইহাই অর্থ । শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমদুদ্ধব বাক্যে "সমাহূতাঃ" ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন এই স্থলের টীকায় শ্রীরুক্মিণীর সমান বর্ণ দুইটি বাচক যাহার সে শ্রিয়সবর্ণ—রুক্মী, এই প্রকার দেখা যায় ।

অথবা—কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাদৃশ নিজ পরমানন্দবিলাস স্মরণোল্লাসবিবশতা হেতু স্বয়ং গান করেন, এবং পরম কারুণিক হেতু সকল লোককে তাহাই উপদেশ করেন যিনি তিনি । অথবা স্বয়ং অকৃষ্ণ গৌর, ত্বিষা নিজশোভাবিশের দ্বারাই কৃষ্ণবর্ণ এবং কৃষ্ণোপদেশকারী, যাঁহার দর্শন মাত্রেই সকল

যদ্বা—কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ স্ব-পরমানন্দবিলাস-স্মরণোল্লাস-বশতয়া স্বয়ং গায়তি ; পরমকারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্ ; অথবা—স্বময়কৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্ব শোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণোপদেষ্টারম্ চ ; যদ্দর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ; কিম্বা—সর্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ । তেথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায়নাটকে—২/২৬, অকস্মাদুন্মীলন্নবকুবলয়স্তোমসুরভি—র্ঘনশ্রেণী-স্নিগ্ধঃ স্তবকিত তমলাবলিঘনঃ। প্ররোহন্নীলাশ্ম-ব্যতিকর-বিশেষোজ্জ্বতরো মহঃ পূরঃ কোঽয়ং নয়নপদবীং রোচয়তি নঃ ॥ তস্মাত্তস্মিন্ সর্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স্বয়ং স ইতি ভাবঃ । তস্য শ্রীভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি--সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-শুহ্মোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহা প্রসিদ্ধিঃ ; তথাঙ্গানি—পরমমনোহরত্বাৎ ; উপাঙ্গানি-ভূষণাদীনি-মহাপ্রভাববত্ত্বাৎ, তান্যেবাস্ত্রাণি সর্বদৈকান্তবাসিত্বাৎ, তান্যেব—পার্ষদাঃ ।

যদ্বা—অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এবপার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য মহানুভব চরণ প্রভৃতয়ঃ তৈঃ সহ

মানবের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় ইহাই অর্থ । কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টিতে অকৃষ্ণ গৌর হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে ত্বিষা প্রকাশ বিশেষের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ, তাদৃশ শ্রীশ্যামসুন্দরই হইয়া হইাই অর্থ ।--------

অতএব তাঁহাতে সর্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রকাশহেতু তাঁহারই সাক্ষাৎ আবির্ভাব স্বয়ং শ্রীগৌর ইহাই ভাবার্থ । তাঁহার শ্রীভগবানত্বই স্পষ্ট করিতেছেন—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্, বহু মহানুভবগণ কর্ত্তৃক বহুবার শ্রীকৃষ্ণরূপে দৃষ্ট হইয়াছেন এই গৌর । গৌড় বরেন্দ্র বঙ্গ শুহ্ম উৎকলাদি দেশবাসিগণের মধ্যে মহা প্রসিদ্ধি আছে, তথা—অঙ্গসকল পরম মনোহরহেতু, উপাঙ্গ ভূষণাদি সকল মহা প্রভাবযুক্তহেতু, তাহাই অস্ত্র সর্বদা একান্তবাসী হেতু, তাহাই পুনঃ পার্ষদগণ । যদ্বা-অত্যন্তপ্রেমাস্পদহেতু তাঁহার তুল্যই পার্ষদগণ শ্রীমদদ্বৈতচার্য্য মহানুভাবচরণ প্রভৃতি, তাঁহাদের সহিত বর্ত্তমান অন্য অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে ।

এই প্রকার শ্রীগৌরকে কিসের দ্বারা যজনা করে ? যজ্ঞ পূজা সম্ভারের দ্বারা—যেস্থানে যজ্ঞেশের পূজা মহোৎসব নাই দেবলোক হইলেও তাহা সেবন বা বাস করা অনুচিত ইহা কথিত হইয়াছে । সেই স্থানে বিশেষণের দ্বারা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনকেই অভিধেয়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন. সঙ্কীর্ত্তন বহু ভক্ত মিলিত হইয়া সেই গান সুখ শ্রীকৃষ্ণ গান তাহার প্রাধান্য দ্বারা । তথা সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান্যতা শ্রীগৌর আশ্রিতগণের মধ্যে বহুবার দর্শনহেতু সঙ্কীর্ত্তনই অভিধেয় ইহা স্পষ্ট হইল । এই সকল অবধারণ করিয়া পরমোৎকৃষ্ট অর্থের দ্বারা তাঁহাকেই স্তব করিতেছেন—অন্তঃকৃষ্ণমিত্যাদির দ্বারা । পরমবিদ্বৎ শিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ কর্ত্তৃক তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

কাল কর্ত্তৃক বিনষ্ট নিজ ভক্তিযোগকে প্রকট করিবার নিমিত্ত যিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যনামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পদারবিন্দে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ় গাঢ় বিলীন হউক । অর্থাৎ এই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের পরমরহস্য ময়হেতু, সকল শাস্ত্রে গোপনীয়হেতু, শ্রীমৎ ভাষ্যকার প্রভুপাদের পরমোপাস্য হওয়াহেতু তাঁহার নাম স্ববিরচিত ভাষ্যেই মধ্যেই বা মধ্যস্থলেই বিনিহিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে অথবা

১॥ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণং–

ভগবদ্‌গুণোপাসনা অস্মিন্ পাদে প্রদর্শ্যতে। স্বয়ংরূপে পরব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে অনাদিসিদ্ধানি বিচিত্রাণি রূপাণি বৈদূর্য্যমণাবিব নিত্যাবির্ভূতানি বিভান্তি।

বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তমেবস্তুতং কৈর্যজন্তি ? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ (ভা০–৫/১৯/২৩) "ন যত্র যজ্ঞেশমখামহোৎসবাঃ" ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং–ব্যনক্তি–সঙ্কীত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গান সুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্ ; তৎ প্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষু অসকৃদেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্।

তদেতৎ সর্বমবধার্য্যাপি পরমোৎকৃষ্টোনার্থেন তমেব স্তৌতি–অন্তঃকৃষ্ণম্" ইত্যাদিনা। দর্শিতশ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য্যেন–কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ইতি॥

তথাচ–অস্যাবতারস্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবস্য পরমরহস্যময়ত্বাৎ, সর্বশাস্ত্রেষু গোপনীয়ত্বাৎ, শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদানাং পরমোপাস্যত্বাচ্চ-স্ববিরচিতভাষ্যস্য মধ্যে এব বিনিহিতঃ, নাদ্যন্তয়োরিতি। তস্মাদ্ বারমেকমেবাস্য শ্রীভগবন্নামস্য গ্রহণং কৃতমিতি ভাবঃ" ইতি মঙ্গলাচরণম্।

১॥ *"সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্"*

সর্ববেদান্তবাক্যেষু ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ। উপাস্যত্বেন নির্নীতং দ্বিভুজো মুরলীধরঃ ॥

অথ পূর্বস্মিন্ দ্বিতীয়েপাদে অখিলরসামৃতবারিধৌ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে জীবানাং ভক্তিরুক্তা; অত্রাস্মিন্ পাদে তস্য শ্রীবিগ্রহব্রহ্মাভিন্ন-গুণবিষয়া ভক্তিরুচ্যতে ইতি পাদসঙ্গতিঃ। অথ শ্রীভগবদ্‌গুণোপাসনা

অন্তে সন্নিবিষ্ট করেন নাই, সুতরাং একবার মাত্র শ্রীগৌরভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন, এই প্রকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইল।

১। *"সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ"–*

অনন্তর সর্ববেদান্ত প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সকল বেদান্ত বাক্যের মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর উপাস্যরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। পূর্বে দ্বিতীয়পাদে অখিল রসামৃত বারিধি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে জীবগণের ভক্তি করা উচিত। তাহা কথিত হইয়াছে, এই তৃতীয়পাদে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন গুণবিষয়াভক্তি কথিত হইতেছে, এইপ্রকার পাদ সঙ্গতি। অতঃপর শ্রীভগবানের গুণবৃন্দের উপাসনা নিরূপণের নিমিত্ত তৃতীয়পাদের মঙ্গলাচরণ করিয়া আটষট্টি সূত্র ও তেত্রিশ অধিকরণাত্মক তৃতীয়পাদ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত সকলের বোধের নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন–ভগবদিতি। শ্রীভগবানের গুণবৃন্দের উপাসনা এই পাদে প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থাৎ এই

তত্তদ্‌রূপবিশিষ্টোঽসৌ নির্বিশেষ শুদ্ধিপূর্ত্তিভাগিতি বিজ্ঞায় তেষু একতমেন নিজাভীষ্টেন রূপেণ বিশিষ্টো যেন উপাস্যতে তেন তদন্যতমেন রূপেণ বিশিষ্টে তস্মিন্ পঠিতা গুণাঃ স্বোপাস্যে ন পঠিতাশ্চেদুপসংহার্য্যা এব ।

নিরূপণার্থং তৃতীয়পাদস্য মঙ্গলাচরণং কৃত্বা অষ্টষষ্টিসূত্রকং (৬৮) ত্রয়স্ত্রিংশদধিকরণাত্মকং (৩৩) তৃতীয়পাদং ব্যাখ্যাতুং ; সর্বেষাং বোধবৈশদ্যায় চ পীটিকাং রচয়ন্তি–ভগবদিতি । অস্মিন তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীভগবদ্‌গুণানাং সার্বজ্ঞ্য-সার্বৈশ্বর্য্যাদীনাং, মন্দস্মিত গতিবিলাসাদীনাং নিত্যগুণানামুপাসনা প্রদর্শ্যতে ; যেন সাধকাঃ তদিতরসর্বেষু ভোগাদিষু বিরাগংকৃত্বা তং ভজেরন্নিতি ।

অথ শ্রীভগবদ্‌গুণোপাসনায়াঃ প্রক্রিয়া নিরূপয়ন্তি–"ইয়মত্র" ইতি । স্বয়ংরূপে পরব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে শ্রীগোবিন্দদেবে ; তস্য স্বয়ংরূপত্বং–শ্রীভাগবতে–১/৩/২৮ এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শ্রীতৃতীয়ে চ–২/২১ "স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৫/৩৯ "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু । কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ এবং পরব্রহ্মত্বম্–শ্রীভাগবতে–৭/১৫/৭৫ "যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাৎ গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ তথা পুরুষোত্তমত্বম্–শ্রীগীতাসু–১৫/১৮ "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ । অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ইতি । তথাচ শ্রীগোবিন্দদেবে নিত্যাবির্ভূতানি রূপাণি সন্তীতি । তত্তদ্.........উপাসংহার্য্য এব" ইত্যন্তং স্ফুটার্থম্ ।

তৃতীয় অধ্যয়ের তৃতীয়পাদে শ্রীভগবদ্‌গুণ সার্বজ্ঞ্য সার্বঐশ্বর্য্যাদি, মন্দস্মিত গতিবিলাসাদি নিত্যগুণ সকলের উপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে, যাহার দ্বারা সাধকগণ তদিতর সকলভোগাদি বিষয়ে বৈরাগ্য করত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবেন । অথ শ্রীভগবদ্‌গুণোপাসনার প্রক্রিয়া নিরূপণ করিতেছেন–ইয়মত্রেতি । এই স্থলের পক্রিয়া এই প্রকার–স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমে অনাদিসিদ্ধ বিচিত্র রূপসকল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নিত্যাবিভূতরূপে বিদ্যমান আছে ।

অর্থাৎ স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেব, তাঁহার স্বয়ংরূপত্বে শ্রীভাগবতে প্রমান এইপ্রকার–পূর্বকথিত শ্রীমৎস্যাদি অবতার পুরুষের অংশ এবং কলা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান হয়েন, শ্রীতৃতীয়ে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অসাম্যাতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও ত্র্যধীশ হয়েন । শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত আছে–যিনি শ্রীরামাদি মূর্ত্তিতে কলানিয়মনের দ্বারা অবস্থান করত ভুবনে নানা প্রকার অবতার গ্রহণ করেন, কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং বগবান হয়েন সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি । এইপ্রকার পরব্রহ্মত্ব–শ্রীভাগবতে–যে পাণ্ডবগণের গৃহে গূঢ় সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ বসতি করিতেছেন । তাঁহার পুরুষোত্তমতা শ্রীগীতায়–যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত, অক্ষর হইতেও উত্তম, অতএব লোক ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া কথিত হয়, অতঃশ্রীগোবিন্দদেবে নিত্যাবির্ভূতরূপ সকল বিদ্যমান আছে ।

যেন তু মনঃপ্রভৃতীনি বিভূতিরূপাণি ব্রহ্মেত্যুপাস্যন্তে, তেন শাখান্তরস্থাশ্চ তত্তদুপাসনা প্রকরণপঠিতা এবোপসংহার্য্যা নে তরে, তদ্রূপমধিকৃত্য তেষাং পাঠাৎ ।

অপরে তু এবমাহু ঃ—ইদমেব পারম্যোপেতং ব্রহ্মাত্মস্থিতাংস্তত্তদ্ভাবান্

তথাচ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বভক্তপরিপালনায়, তেষাং বিনোদনায় চ যানি মৎস্যকূর্ম্মাদীনিরূপাণি দিব্যনটবদাবিষ্করোতি, তত্তৎরূপবিশিষ্টঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রাকৃতগুণদোষগন্ধাস্পৃষ্টঃ, দিব্যানন্তমাধুর্য্যাদিগুণগণ পরিপূর্ণশ্চ । আরাধকা এবং শ্যামসুন্দরং বিজ্ঞায় তদাবির্ভাবিতেষু স্বরূপেষু একতামেব নিজেষ্টদৈবতেন রূপেণ বিশিষ্ট উপাসন্তে, কিন্তু তদুপাস্যে যদি ভক্তবাৎসল্যাদয়ো গুণা ন শ্রূয়ন্তে, তদা তে গুণা উপাসহার্য্যাঃ—গ্রহনীয়া ইত্যর্যঃ ।

অথ বিভূতিরূপোপাসকানাং সাধনামাহুঃ—যেন তু ইতি । যেন প্রতীকোপাসকেন "মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" (ছা০—৩/১৮/১) ইত্যাদিবাক্যাৎ মনঃ প্রভৃতি প্রতীকোব্রহ্মভাবেনোপাসতে' ইতি । তথাচ—বিভূতিরূপোপাসনায়াং যস্য বিভূতে র্যানি রূপাণি পঠ্যন্তে তান্যেব উপাস্যাঃ, নেতরনি । শুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণাঃ তেন প্রতীকোপাসকেন নোপাস্যা ইত্যর্থঃ । অথ সঙ্গত্যন্তরমাহুঃ—অপরে তু" ইতি । ইদমেব" ইতি প্রকটার্থম্ ।

সেই সেই রূপবিশিষ্ট শ্রীগোবিন্দদেব নির্ব্বিশেষ শুদ্ধিপূর্ত্তিভাক্ এই প্রকার জানিয়া তন্মধ্যে যে কোন একটি নিজ অভীষ্টরূপে উপাসনা করে, এইহেতু তাঁহা হইতে অন্যতমরূপ বিশিষ্টে ভগবৎ স্বরূপে পঠিতগুণবৃন্দ যদি স্বোপাস্যে বর্ণিত না থাকে তবে তাহা উপসংহার করিতে হইবেই । অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব নিজ ভক্তগণের পরিপালনের নিমিত্ত, এবং তাঁহাদের বিনোদনের নিমিত্ত যে মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপ সকল দিব্যনটবৎ আবিস্কার করেন, সেই সেই রূপবিশিষ্ট শ্রীগোবিন্দদেব প্রাকৃতগুণ দোষ গন্ধ স্পর্শরহিত, দিব্যানন্তমাধুর্য্যাদি গুণগণ পরিপূর্ণ হয়েন ।

তাঁহার আরাধকগণ এই প্রকার শ্রীশ্যামসুন্দরকে জানিয়া, সেই আবির্ভাব স্বরূপের মধ্যে যেকোন একটিকে নিজ ইষ্টদেবতারূপে বিশিষ্ট উপাসনা করেন, কিন্তু সেই উপাস্যে যদি ভক্তবাৎসল্যাদিগুণবৃন্দ শ্রবণ করা না যায়, তবে সেই গুণবৃন্দ উপসংহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে । অনন্তর বিভূতিরূপোপাসকগণের সাধন বলিতেছেন—যেনেতি । যে সাধক মনঃ প্রভৃতিবিভূতিরূপ সকলকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তিনি অন্যশাখা পঠিত ও সেই সেই ব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে পঠিত গুণসকল উপসংহার করিবেন, অন্য সকল নহে, কারণ ? সেই রূপকে অধিকার করিয়া সেই গুণবৃন্দের পাঠ করা হইয়াছে এইহেতু। অর্থাৎ যে প্রতীকোপাসক "মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা মনঃ প্রভৃতি প্রতীককে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, অর্থাৎ বিভূতিরূপের উপাসনায় যে বিভূতির যে রূপাদি পাঠ করেন, সেই সকল উপাস্য অন্য নহে । শুদ্ধ ব্রহ্ম নিষ্ঠগুণাবলী প্রতীক ব্রহ্মের উপাসক কর্ত্তৃক উপাস্য নহে ইহাই অর্থ ।

অভিনেতৃদিব্যনটবৎ প্রকাশ্য তত্তন্নামভাক্ তত্তদ্ধামাবচ্ছেদ এব তত্তদ্গুণ কর্ম্মাণ্যাবিষ্করোতীত্যেকত্র শ্রুতানামন্যত্রোপসংহারঃ সম্ভবতীতি ।

ননু–কথমেকস্মিন্ প্রকাশে শ্রুতা গুণা অন্যস্মিংশ্চিন্ত্যাঃ স্যুঃ ? একস্যৈব তথা তথা ভাবেন প্রাকট্যাৎ । তথাত্বে মাধুর্য্য–ঐশ্বর্য্য–ভোগঃ–শান্তি–তপঃ–ক্রৌর্য্যাদীনাং

অথ যে সাধকাঃ সাক্ষাৎব্রহ্মোপাসকাস্তে তে স্বোপাস্যেঽপঠিতা গুণা অন্যত্র পঠিতাশ্চেৎ তত্রোপসংহারকার্য্যা ইত্যর্থঃ । অথ স্বোপাস্যেঽপঠিতানামন্যত্র পঠিতানাং গুণানাং উপসংহারো ন কার্য্যঃ, ইতি শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ননু" ইতি । অথ শঙ্কাপ্রকারমাহুঃ–একস্মিন্" ইতি । তথাচ–শ্রীনৃসিংহস্য যে গুণাস্তে কথং শ্রীনরনারায়ণয়োশ্চিন্ত্যাঃ স্যুঃ ? "মাধুর্য্য" ইত্যাদি । তত্র–মাধুর্য্যভোগৌ রঘুবর্য্যে শ্রীরামচন্দ্রে; মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভোগাঃ শ্রীগোবিন্দদেবে ; শান্তি-তপসী-শ্রীনরনারায়ণোঃ ; ক্রৌর্য্যশৌর্য্যানি শ্রীনৃসিংহদেবে ; অত্র এতে গুণস্তত্র তত্র প্রসিদ্ধাঃ । কিন্তু এষামেকত্র চিন্তনং প্রকটনং বা বিরোধঃ স্ফুট এব, তস্মাৎ অন্যত্র পঠিতা গুণাঃ স্বোপাস্যে নোপসংহার্য্যা ইতি ভাবঃ ।

এবং স্বভাবভেদেনোদিতানাং গুণানাং সর্বত্র অনুপসংহার্য্যত্বমুক্ত্বা ; অথ কারণভেদেনোদিতানাং গুণানামনুপসংহার্য্যত্বমাহুঃ–"বংশ" ইত্যাদি । তথাচ–শ্রীমীন-বরাহ-হংসাদিষু বংশ শঙ্খাদিবিভাবনম্ ;

অথ অন্য প্রকার সঙ্গিত বলিতেছেন–অপর ইতি । অপর আচার্য্যগণ বলেন–পরব্রহ্মের ইহাই পারম্যত্ব, সেই পরব্রহ্ম নিজে অবস্থিত গুণ সকল ও সেই সেই ভাব সকল অভিনয় কারী দিব্য নটের ন্যায় প্রকাশ করিয়া সেই সেই নাম যুক্ত সেই সেই ধামাবচ্ছেদে সেই সেই গুণ কর্ম্মসকল আবিস্কার করেন, অতএব একস্থানে শ্রবণ করা গুণ সকলের অন্যত্র সঞ্চার অথবা স্মরণ করা সম্ভব হয় । অর্থাৎ যে সাধকগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজ উপাস্যে অপঠিত অপ্রকাশিত গুণ সকল অন্য শাখায় বর্ণিত হইলে তাহা নিজোপাস্যেও স্মরণ করিবেন ।

শঙ্কা ঃ– অনন্তর স্বোপাস্যে অপ্রকাশিত গুণ সকলের অন্যত্র প্রকাশিত গুণসকলের উপসংহার বা স্মরণ করা উচিত নহে, এই প্রকার আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন–নন্বিতি । একটি মাত্র প্রকাশে যে গুণাবলী শ্রবণ করা যায় তাহা অন্য প্রকাশে কি প্রকারে চিন্তা বা স্মরণ করা হইবে ? যদিবল একমাত্র ব্রহ্মই সেই সেই ভাবের দ্বারা প্রকট হওয়াহেতু তাহা চিন্তনীয়, তাহা স্বীকার করিলে মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য ভোগ শান্তি (তপস্যা)-ক্রুরতাদি পরস্পর বিরোধহেতু স্মরনীয় নহে । অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহদেবের যে গুণসকল তাহা শ্রীনরনারায়ণে কি প্রকারে চিন্তা করা হইবে ? মাধুর্য্য ইত্যাদি–মাধুর্য্য ও ভোগ রঘুবর্য্য শ্রীরামচন্দ্রে, মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য এবং ভোগ শ্রীগোবিন্দদেবে শান্তি ও তপস্যা শ্রীনরনারায়ণে, ক্রোধ শৌর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য শ্রীনৃসিংহদেবে, এই গুণ সকল সেই সেই স্বরূপে প্রসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে । কিন্তু এই গুণবৃন্দের একত্র বা একটি স্বরূপে চিন্তা করা কিম্বা প্রকট হওয়া স্পষ্টভাবেই বিরোধ হইতেছে । অতএব অন্যত্র পঠিত বা প্রকটিত গুণ সকল নিজ উপাস্যে উপসংহার বা চিন্তা করিবে না ।

মিথ বিরোধাৎ, বংশ—শঙ্খ—অরি—শর—চাপাদের্মীনাদৌ । শৃঙ্গ—পুচ্ছ—সটা—দ্রংষ্ট্রাদেশ্চ নৃলিঙ্গে বিভাবনে—"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপাদ্যতে ।

কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌচেণাত্মাপহারিণা" (মহা০ ভা০ উদ্যো০ ৪২/৩৭) ইতি স্মৃতি ব্যাকোপাৎ, বিদ্বদনুভবানুপলম্ভাচ্চ নোপসংহারো যুক্ত ইতি চেৎ,

অত্রোচ্যতে—গুণানামুপসংহার্য্যত্বমুপাসনায়ামুপদেয়ত্বম্ । একস্মিন্নুপাসনে পঠিতানামন্যস্মিন্ন পঠিতানাং তেষাং তত্র চিন্তনং সত্ত্বেন ? ধীমাত্রং বা ?

শ্রীদাসরথি—শ্রীকৃষ্ণাদৌ শৃঙ্গাদিভাবনং দোষাবহমেব । অথ শ্রীবগবদ্‌বিগ্রহে বিরুদ্ধভাবনং দেযাবহমিতি- শ্রীভারতবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—"যোঽন্যথা" ইতি । যথা শ্রীভগবতো রূপং স্বভাবং আকারং শাস্ত্রেষু গদিতং তথা ততঃ—তস্মাৎ স্বরূপাৎ অন্যথাবেশান্তরেণাকারান্তরেণ স্থিতংযো জনো বেত্তি, জানাতি উপাসতে বা তেন জানেন কিং পাপং ন কৃতং, কিন্তু তেন আত্মাপহারিণা চৌরেণ সর্বং পাপং কৃতমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ স আত্মাপহারী পৃথগ্‌দর্শী চৌরবদ্‌দণ্ড্য-ইতি ভাবঃ । অতঃ সর্বত্র গুণোপসংহারো ন কার্য্যঃ । কিঞ্চ বিদ্বদনুভবেনাপি তথা ইতি স্পষ্টন্তি-বিদ্বদিতি ।

অথোত্তরমাহ :—"অত্রোচ্যতে" ইতি । উত্তরপ্রকারস্ত অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ—অয়মর্থঃ—স্বর্গী নটো যথা অতিশয়িবিদ্যাচাতুর্য্যো ভ্রূনেত্রাদিচেষ্টায়া ব্যঞ্জিতাতিবিলক্ষণাকৃতিঃ স্বস্থিতানেব বিচিত্রান্ ভাবান্ প্রদর্শয়তি ; তথা অবিচিন্ত্যশক্তিযোগাদতিসমর্থো বিচিত্রকলানিধিঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ বৈধূর্য্যবদাত্মনি

এই প্রকার স্বভাবভেদে কথিত গুনসকলের সর্বত্র অনুপসংহার্য্যত্ব নিরূপণ করিয়া, আকারভেদে প্রকটিত গুনসকলের অনুপসংহার্য্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন—বংশেতি। বংশী শঙ্খ চক্র শরচাপ মীনাদি অবতারে, শৃঙ্গ পুচ্ছ সটাজটাদংষ্ট্রারি শ্রীরামবামনাদি অবতারে চিন্তা করিলে দোষই হয়, অর্থাৎ শ্রীমীন বরাহ হংসাদি বিগ্রহে বংশী শঙ্খাদি চিন্তা, শ্রীদাশরথি শ্রীকৃষ্ণাদি বিগ্রহে শৃঙ্গাদিচিন্তন করা দোষাবহই হইবে।

অনন্তর শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে নিরুদ্ধ ভাবনা করা যে দোষাবহ তাহা শ্রীমহাভারত বাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন—যইতি । যে সাধক অন্যথারূপে অবস্থিত আত্মাকে অন্যথারূপে স্মরণ চিন্তনাদি করে সেই আত্মাপহারিচৌর কিনা পাপ করিয়াছে, এইস্মৃতি বাক্য ব্যাকোপ হইবে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ স্বভাব আকারাদি শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, সেই স্বরূপ হইতে অন্যথা অন্য বেশে অন্য আকারে অন্যস্বভাবে অবস্থিত আছেন যে মানব জানে বা উপাসনা করে সেই মানব কি পাপ না করিয়াছে ? কিন্তু সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক সকল প্রকার পাপ করা হইয়াছে ইহাই অর্থ । অতএব সেই আত্মাপহারী পৃথক্‌দর্শী চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয় হয়, অতঃ সর্বত্র গুণোপসংহার করা উচিত নহে, অপর বিদ্বানগণের অনুভবের দ্বারাও তাহা স্পষ্ট করিতেছেন—বিদ্বদিতি । এই বিষয়ে বিদ্বানগণের অনুভবও তাহা অনুপলম্ভহেতু উপসংহার করা উচিত নহে, অর্থাৎ বিদ্বানগণও ঐ প্রকার গুনসকল একত্রে চিন্তা করেন না ইহাই অর্থ।

সমাধান :—এই আশঙ্কার উত্তর বলিতেছেন—অত্রেতি । এইস্থলে বলিতেছেন শ্রীগোবিন্দদেবের

আদ্যং সনিষ্ঠানাং, অন্তিমন্তু একান্তিনামিতি যাবৎ । পরস্মিন্ পাদে সনিষ্ঠাদয়স্ত্রিধা বিদ্যাধিকারিণো (৩/৪/১/১) দর্শয়িষ্যন্তে । তেষু প্রায়েণাধিকৃতাঃ সনিষ্ঠাঃ সর্বেষু রূপেষু

ব্যঞ্জিতবিবিধরূপো বিবিধান্ ধর্ম্মান্ প্রকটয়তীতি, তান্ সর্বান্ সনিষ্ঠভক্তাশ্চিন্তয়ন্তি, পশ্যন্তি চ । শ্রীগোবিন্দদেবে অস্মিন্ মদিষ্টরূপিণি মদ্‌ভাবানুকূলা ধর্ম্মাঃ প্রকটা সন্তি ; তৈরেব ধ্যাতৈর্ম্মম মোক্ষঃ সেৎস্যতি ; কিমন্যৈঃ স্বরূপসম্ভিরপি মদ্‌ভাবাননুকূলৈধর্ম্মৈর্ধ্যাতৈরিতি, পরিনিষ্ঠিতাদয়স্তু স্বেষ্টরূপব্যক্তানেব গুণান্ ধ্যায়ন্তি তং লভন্তে চ নাপরানিত্যার্থঃ ; ইদঞ্চ পরাধিকণে (৩/৩/৩/৮) ব্যক্তং ভবিতা ।

ননু–তথাত্বে–"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে" ইত্যস্য কা গতিঃ ? তত্রাহঃ–তত্তু–চিন্মাত্রবাদিক্ষেপকম্" ইতি । তথাচ–যো মানবঃ সন্তং নিত্যজ্ঞানামন্দাদিগুণাত্মকং আত্মানং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং ; অন্যথা বিজ্ঞানমাত্রং প্রতিপদ্যতে বেত্তি, উপাসতে বা, তেন শ্রীভগবদ্‌গুণানাং চৌরেণ কিং পাপং ন কৃতং ; অপিতু সর্বমেব পাপং কৃতমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ-সার্বজ্ঞ্যাদিগুণানাং ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিত্বাদ্ ভক্তানাং ভাবোল্লাসকত্বাচ্চ স্বেষ্টদেববৎ তস্যগুণানামপি চিন্তনমাবশ্যকমিতি ভাবঃ । অতঃ শ্রীভগবদগুণানাং চিন্তনে শাস্ত্রতাৎপর্য্যমপ্যস্তীতি প্রদর্শন্নাহঃ–"কিঞ্চেতি" তস্মিন্–দহরাখ্যে পরব্রহ্মণি যদপহতপাপ্মত্বাদিগুণবৃন্দং, অন্তঃ–তদভিন্নতয়া নিত্যাবির্ভূতমস্তি তদন্বেষ্টব্যং সাধকৈরিত্যর্থঃ । ইতি ব্রহ্মগুণানামপহতপাপ্মত্বাদীনাম্ মুমুক্ষুমৃগ্যত্বাভিধানাদিতি । আনন্দমিতি–পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য

গুণবৃন্দের উপসংহার্য্যত্ব অনুচিন্তন উপাসনায় উপদেয়তা হয় । একটি মূর্ত্তির উপাসনায় পঠিত গুণ সকলের অন্যমূর্তির উপাসনায় যাহা পাঠ করা হয় না, সেই গুণসকলের যে সেই মূর্ত্তিতে চিন্তা করিতে হইবে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন–সেই মূর্ত্তিতে ঐগুণ সকল কি বিদ্যমান আছে ? অথবা ধীমাত্র ভাবনা মাত্র করিতে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–আদ্য শ্রীভগবানে সকল গুণ বিদ্যমান আছে এই প্রকার চিন্তন সনিষ্ঠ ভক্তগণের হয়, অন্তিম–শ্রীভগবানে গুণ সকল ভাবনা মাত্র করিবে ইহা কিন্তু একান্তি সাধকগণের হয় । পরে চতুর্থপাদে সনিষ্ঠাদিভেদে ত্রিবিধ বিদ্যাধিকারী প্রদর্শন করিবেন । তন্মধ্যে প্রায় সনিষ্ঠ অধিকারীগণ সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপে সমপ্রীতি ধারণ করেন, তাঁহারা সকল প্রকাশে সকল গুণ চিন্তন করেন । যদি বলেন একটি শ্রীভগবৎস্বরূপে অনেক প্রকার বিরুদ্ধগুণের চিন্তন করা অসামঞ্জস্য হইবে? তাহা বলিতে পারেন না, কারণ সময় ভেদহেতু বৈদূর্য্যমনির ন্যায় একটি স্বরূপে রূপ ভেদ সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে ।পরিনিষ্ঠিত এবং নিরপেক্ষ ভক্তগণ উভয়েই একান্ত ও বিষম প্রীতিযুক্ত । তাঁহারা নিজ ইষ্ট স্বরূপে অভিব্যক্ত গুণ সলকেই চিন্তা করেন ও দর্শন করেন । তাঁহা হইতে অন্যস্বরূপে অভিব্যক্ত নিজ ইষ্টদেব হইতে অন্য গুণ সকল বিদ্যমান আছে জানিয়াও চিন্তা করেন না, এবং দর্শনও করেন না । কারণ সেই গুণ সকলের সেই ভগবৎ স্বরূপে অভিব্যক্তি হয় না, তথা ঐ ভক্তগণের অভীষ্টও নহে, ইহা পরাধিকরণে ব্যক্ত হইবে । অর্থাৎ 'এই প্রকরনের অর্থ এই প্রকার–দিব্য স্বর্গবাসী নর্ত্তক যেমন অতিশয় বিদ্যাচাতুর্য্য ভ্রূনেত্রাদি চেষ্টার দ্বারা ব্যঞ্জিত অতিবিলক্ষণাকৃতি নিজ স্থিতই বিচিত্র

সমপ্রীতয়ঃ । তে হি সর্বত্র সর্বান্ গুণানুপসংহরন্তি ।

ন চ একস্মিন্নেকবিরুদ্ধগুণচিন্তনমসমঞ্জসম্ । সময়ভেদেন বৈদূর্য্যমণাবিব একত্র তস্মিন্ রূপভেদানাং গ্রহীতুং শক্যত্বাৎ । পরিনিষ্ঠিতা নিরপেক্ষাশ্চ উভয়েঽপি একান্তিনো বিষমপ্রীতয়ঃ । তে হি স্বেষ্টরূপাভিব্যক্তানেব গুণান্ বিচিন্তয়ন্তি পশ্যন্তি চ ।

সম্বন্ধিনমানন্দং নিত্যধর্ম্মভূতং তদ্‌বিদ্বান্ সাধকঃ কালকর্ম্মাদের্ন বিভেতি, কিন্তু বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ । তত্র শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যাভাবে গুণবিষয়ানি সাদরবাক্যানি ব্যাকুপ্যেয়ুঃ । তথাহি শ্রীমহাভারতে সভাপর্বণি–শ্রীভীষ্মঃ–৩৮/১২-১৯ জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পুর্য্যপাসিতাঃ । তেষাং কথয়তাং শৌরেরহং গুণবতো গুণান্ ॥ সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাম্ ॥ ন সম্বন্ধং পুরস্কৃত্য কৃতার্থং বা কথঞ্চন। অর্চ্চামহেঽর্চ্চিতং সদ্ভির্ভুবি ভূতসুখাবহম্ ॥ যশঃ শৌর্য্যং জয়ং চাস্য বিজ্ঞায়ার্চ্চাং পূজামহে । ন হি কশ্চিদিহাস্মাভিঃ সুবালোঽপ্যপরীক্ষিতঃ ॥ গুণবৃদ্ধানতিক্রম্য হরিরর্চ্যতমো মতঃ । জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ ॥ বৈশ্যানাং ধান্যধনবান্ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ । পুজ্যাতায়াং চ গোবিন্দে হেতূ দ্বাবপি সংস্থিতৌ ॥ বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাভ্যধিকং তথা । নৃণাংলোকে হি কোঽন্যোস্থি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে ॥

অন্যত্র চ–বর্ষাযুতৈর্যস্য গুণা ন শক্যা বক্তুং সমেতৈরপি সর্বলোকৈঃ । মহাত্মনঃ শঙ্খচক্রাসিপাণে-

---

ভাবসকল প্রদর্শন করে, সেই প্রকার অবিচিন্ত্যশক্তি যোগহেতু অতিশয় সমর্থ বিচিত্র কলানিধি শ্রীগোবিন্দদেব বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নিজে ব্যঞ্জিত বিবিধরূপ বিবিধ ধর্ম্মসকল প্রকট করেন সেই সকল সনিষ্ঠ ভক্তগণ চিন্তা করেন ও দর্শন করেন। আমার পরম ইষ্টদেব শ্রীগোবিন্দদেব স্বরূপে আমার ভাবের অনুকূল ধর্ম্মসকল বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের ধ্যানের দ্বারাই আমার মোক্ষ সিদ্ধ হইলে, অন্য গুণসকল আমার ইষ্টদেবে বিদ্যমান আমার ভাবনার অনুকূল নহে তাহাদের ধ্যানের দ্বারা বিফল হইবে ? এই প্রকার পরিনিষ্ঠিতাদি ভক্তগণ নিজ ইষ্ট স্বরূপে প্রকটিত গুণাবলী ধ্যান করেন, এবং সেই স্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়েন, অন্য নহে, ইহা পরাধিকরণে স্পষ্ট হইবে ।

যদি বলেন–তাহা হইলে যেব্যক্তি আত্মাকে শাস্ত্রাদি প্রতিপাদিতরূপ অন্যথারূপে প্রতিপাদ করে সে সর্বপ্রকারপাপ করিয়াছে এই বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–তাহা আত্মাকে যাহার চিৎ মাত্র বলে তাহাদের আক্ষেপ করিয়াছেন । অর্থাৎ যে মানব সন্ত নিত্য জ্ঞানানন্দাদি গুণাত্মক আত্মা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে অন্যথা বিজ্ঞান মাত্র স্বরূপে অবগত হয়, অথবা উপাসনা করে, সেই শ্রীভগবৎগুণ সকলের চোর কর্ত্তৃক কি পাপ না করা হইয়াছে ? কিন্তু সেই মানব সকল প্রকার পাপ করিয়াছে ইহাই অর্থ । অর্থাৎ সার্বজ্ঞ্যাদি গুণ সকলের ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধি হওয়াহেতু এবং ভক্তগণের ভাবোল্লাসকারী হেতু নিজ ইষ্টদেবের ন্যায় তাঁহার গুণ সকলেরও চিন্তা করা অতি আবশ্যক । সুতরাং শ্রীভগবানের গুণ সকলের চিন্তা বিষয়ে শাস্ত্র তাৎপর্য্যও আছে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন–কিঞ্চেতি। অপর তাহাতে যাহা অন্তঃ তাহা অন্বেষণ করিবে, এই প্রকার ব্রহ্মগুণবৃন্দের মুমুক্ষুগণের মৃগ্যত্ব কথিত

তদন্যরূপাভিব্যাক্ত্যাং স্তেভ্যোঽন্যাংস্তু তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতানপি ন চিন্তয়ন্তি ন চ পশ্যন্তি । তেষাং তত্রাভিব্যক্তেরণভীষ্টত্বাচ্চ ইতি পরাধিকরণে" (৩/৩/৩৮) ব্যক্তী ভবিষ্যতি ।

"যোঽন্যথা" ইতি তু চিন্মাত্রবাদিক্ষেপকম্ । কিঞ্চ "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" (ছা০–৮/১/১) ইতি ব্রহ্মগুণানাং মুমুক্ষুমৃগ্যত্বাভিধানাৎ । "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন

বিষ্ণোর্জিষ্ণোর্বসুদেবাত্মজস্য ॥ ইতি । শ্রীমৎসপুরাণে–যথা রত্নানি জলধের সংখ্যেয়ানি পুত্রক ! । তথা গুণা হ্যসংখ্যেয়া অনন্তস্য মহাত্মনঃ ॥ শ্রীবরাহে চ–চতুর্ম্মুখায়ুর্যাদিকোঽপি বক্তা ভবেন্নরঃ ক্বাপি বিশুদ্ধচেতাঃ । স তে গুণানামযুতৈকমংশংবদেন্ন বা দেববর প্রসীদ ॥ শ্রীভাগবতে–৩/৪১ "গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ শ্রীএকাদশে চ–৪/২ যো বা অনন্তস্য গুণানমন্তা ননুক্রমিষ্যান্ স তু বালবুদ্ধিঃ । রজাংসি ভূমের্গণয়োৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥ ইতি । অথ শ্রীভগবদ্‌গুণবিষয়ে কেবলাদ্বৈতবাদিনাং সিদ্ধান্তমাহঃ–আনুবাদিকা" ইতি । ব্রহ্মণি যে গুণাঃ শ্রূয়ন্তে তে আনুবাদিকা ব্যবহারিকাশ্চ ইতি । অয়মত্র তেষামাশয়ঃ–দেবেষু মহর্ষিষু পার্থিবেষু চ উগ্রপুণ্যেষু অপহতপাপ্মত্ত্বাদয়ো গুণাঃ প্রসিদ্ধাঃ সন্তি ; তানেবগুণান্ শ্রুতির্ব্রহ্মণ্যনুবদতি, ন তু বস্তুতস্তত্র বিধত্তে ; নির্গুণে এব ব্রহ্মণি অনির্বচনীয়য়া মায়য়া যোগাৎ মহদহঙ্কারাদিরচনয়া জগদ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্তে সতি জগদীশ্বরে মায়িকাঃ সর্বজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো গুণা অধ্যস্তা ভবন্তি, ইত্যুভয়থাপ্যবাস্তবাস্তে ইতি।

হইয়াছে । অর্থাৎ সেই দহরাখ্য পরব্রহ্মে যে অপহত পাপ্মত্বাদি গুণবৃন্দের অন্ত তাঁহার অভিন্নরূপে নিত্যাবির্ভূত আছে সাধকগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণ করা উচিত ইহাই অর্থ । এই প্রকার অপহত পাপ্মাত্বাদি ব্রহ্ম গুণবৃন্দের মুমুক্ষুমৃগ্যত্ব কথিত হইয়াছে । আনন্দমিতি । ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোথাও ভীত হয় না, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সম্বন্ধিত আনন্দ নিত্যধর্ম্মভূত সকল জানিয়া সাধক কালকর্ম্মাদি ভীত হয় না, কিন্তু বিমুক্ত হয় ।

পরব্রহ্মে গুণ বিধানে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না থাকিলে গুণবিষয়ক সাদর বাক্য সকল ব্যাকুপিত হইবে, অর্থাৎ বৃথা হইবে, শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–শ্রীভীষ্ম কহিলেন–হে রাজন ! আমি বহু জ্ঞানবৃদ্ধ পরমজ্ঞানিগণের উপাসনা করিয়াছি, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ সগণ সমাগত হইয়া পরস্পরের আলাপকালে বহুমতে বহু প্রকার গুণবান শৌরির গুণ সকল শ্রবণ করিয়াছি, আমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ পুরস্কারে অথবা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কোন উপকার করিবেন এই ভাবিয়া তাঁহার পূজা করি নাই, কিন্তু পৃথিবীতে সকল প্রাণীগণের সুখপ্রদানকারি মহাত্মা ঋষিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছেন সুতরাং আমরাও অর্চ্চনা করিয়াছি ।

এই শ্রীকৃষ্ণের যশঃ শৌর্য্য বিজয় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করিয়াই পূজা করিতেছি, এইস্থলে কোন ক্ষুদ্রবালক ও এমন নাই আমরা যাহার গুণ পরীক্ষা করি নাই, সুতরাং গুণ বৃদ্ধ মানবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রীহরিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য মনে করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ পূজনীয় যাহার বল অধিক

বিভেতি কুতশ্চন” (২/৯/১) ইতি গুণবাদিনোঽভয়ফলোক্তেশ্চ, সগুণে ব্রহ্মণি শাস্ত্র তাৎপর্য্যম্ ।

“আনুবাদিকা ব্যবহারিকাশ্চগুণা” ইতি তু কল্পনৈব । মানান্তরাপ্রাপ্তানামনুবাদাসম্ভবাৎ, ব্যবহারিক পদাদর্শনাচ্চ “বাচং ধেনুমুপাসিত” (বৃ০–৫/৮/১) ইত্যাদিবদুপাসনায়ৈর্গুণাঃ কল্প্যা ইতি দুর্ধীরেব । তথা সতি“আত্মেত্যেবোপাসীত” (বৃ০–১/৪/৭/) ইত্যত্রাপি

তদিদং পরিহারপ্রকারমাহঃ–“ইতি তু কল্পনা এব” ইতি । শ্রীভগবদ্‌গুণানাং আনুবাদিকত্বং ব্যবহারিকত্বঞ্চ প্রতিপাদনং স্বকপোলকল্পনমাত্রত্বমেব ; ন তু শাস্ত্রসিদ্ধেত্যর্থঃ । অথ শ্রীভগবদ্‌গুণানামানুবাদিকত্বে কারণাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি–“মানান্তর” ইতি । প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরেণ প্রাপ্তস্যার্থস্যানুবাদো দৃষ্টঃ ; ন চ ব্রহ্মণো গুণাঃ তেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন প্রাপ্তাঃ ; কিন্তু উপনিষদ এব; তথাহি–বৃহদারণ্যকে–৩/৯/২৬ “ত্বং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” তত্রৈব–৪/৪/২২ “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধারণঃ” ইতি । তস্মাতেষাং নানুবাদমাত্রত্বং ভণিতুং শক্যম্। অতো ব্যবহারোঽপি ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র গুণপ্রতিপাদকবাক্যে ব্যবহারপদাদর্শনাৎ ।

ননু–কো নাম ব্রূতে নাস্তি গুণানামনুবাদকত্বম্ ? তথাচ–বৃহদারণ্যকে–“বাচম্” ইতি । বাচম্–বাক্যম্–তস্মিন্ ধেনুত্ব কল্পনম্, ধেন্বা যথা চত্বারঃ স্তনা ভবন্তি, তথৈবাস্য বাক্যস্বরূপধেন্বা অপি তথা, স চ স্বহাকার–বষট্‌কার–হন্তকার–স্বধাকাররূপঃ । তস্য বাচ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি ; স্বাহাকারং বষট্‌কারঞ্চ ; হন্তকারং মনুষ্যা উপজীবন্তি, স্বধাকারং পিতরঃ ইতি বাচি ধেনুত্ব কল্পনা ; এবং নির্গুণে

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সে পূজ্য, বৈশ্যগণের ধনবান পূজ্য, সুদ্রগণের জন্ম হইতে জ্যৈষ্ঠ পূজ্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরম পূজত্ব বিষয়ে দুইটি বিশেষ কারণ আছে–প্রথম শ্রীকৃষ্ণ বেদবেদাঙ্গাদি সর্বশাস্ত্র পারঙ্গত, দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলবান্ সুতরাং এই মনুষ্যলোকে শ্রীকেশব বিনা কে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে যে পূজ্য হইবে ।

শঙ্খচক্র খড়্‌গপাণি মহাত্মাজয়শীল বসুদেবাত্মজ শ্রীবিষ্ণু হয়েন যাঁহার গুণাবলীসকল লোক একত্রিত হইয়া অযুত বৎসরেও বলিতে সমর্থ হইবে না । শ্রীমৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে–হে পুত্রক যে প্রকার জলনিধির রত্নসকলের যেমন কোন প্রকার সংখ্যা করা যায় না, সেই প্রকার মহাত্মা শ্রীঅনন্তের গুণের সংখ্যা করা যায় না । শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মার সমান পরমায়ুযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত কোন ব্যক্তি আপনার গুণের বক্তা হয় সে মানব আপনার গুণগণের অযুতাযুত অংশের এক অংশও বর্ণন করিতে পারে কিনা সন্দেহ, হে দেববর ! আপনি প্রসন্ন হউন । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–দশশত বদন আদিদেব শ্রীশেষ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া অধুনাও তাহার পার পায়েন না । শ্রীএকাদশে–যে মানব শ্রীঅনন্ত ভগবানের অনন্তগুণের অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করে সে বালক বুদ্ধি কোন কালে কদাচিৎ ভূমির রজকণা গণনা করিতে পারিবে, কিন্তু অখিল শক্তিধাম শ্রীকৃষ্ণের গুণ গণনা করিতে পারিবে না ।

তদাপত্তেঃ। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্র০–সূ০–৩/৩/৬/১২) "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ" (ব্র০–সূ০–৩/৩/১৬/৩৮) ইত্যত্রানন্দাদেৰ্জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বেঽপি (ভেদস্য) তাত্ত্বিকত্বস্বীকারাচ্চ । নির্গুণবাক্যন্ত প্রাকৃতগুণনিষেধকমিত্যুক্তম্। গুণানাং গুণ্যভেদাভ্যুপগমাচ্চ ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্ ।

ব্রহ্মণ্যপি সার্বজ্ঞ্যত্বাদি গুণিত্বকল্পনা ; তথাহি শ্রীরামতাপন্যাম্–পূ-"উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" তস্মাৎ সর্বনিষেধাবধৌ নির্গুণে ব্রহ্মণি কিমপি গুণাদিকং নাস্তি, অতস্তে নোপাস্যা ইতি । উত্তরয়ন্তি–কল্পনমিদং দুর্ধীরেব, দুষ্টাবুদ্ধি প্রসূতমিত্যর্থঃ । ধেনুবদ্ বাচ্যপি মনোরথপূরকত্বস্য গুণস্য সত্ত্বাদিতি ।

ননু–তথাত্বে কা ক্ষতিঃ ? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ–তথা সতীতি" শ্রীভগবদ্‌গুণানাং আনুবাদিকত্বে ব্যবহারিকত্বে চ স্বীকৃতে সতি তথা উপাসনায়ামেব গুণানামুপযোগিত্বে চ স্বীকৃতে–"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যত্রাপি আত্মন উপাসনাবিষয়ত্বাৎ তদাপত্তেঃ, আত্মত্বস্য কল্পনাপত্তেরিত্যর্থঃ । কেবলাদ্বৈতবাদিভিরপি গুণানামুপাস্যত্ব-মুপপাদিতমিতি দর্শয়ন্তি–"আনন্দাদয়ঃ" ইতি । তথাচ–তেষাং ব্যাখ্যা–"আনন্দাদয়ঃ" প্রধানস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্বে সর্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ । কস্মাৎ ? সর্বাভেদাদেব । সর্বত্র হি তদেব একং প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিদ্যতে । তস্মাৎ সার্বত্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাম্" ইতি ।

"ব্যতিহারঃ" ইতি–ব্যাখ্যাচ–[ন বয়মেকত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ, কিং তর্হি ; ব্যতিহারেণৈব দ্বিরূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা বচনপ্রমাণ্যাৎ নৈকরূপা ইত্যেতাবদুপপাদয়ামঃ" ইতি] "ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসি" ইতি, তচ্চোভয়রূপায়াং মতৌ কর্ত্তব্যায়াং অর্থবদ্‌ভবতি, অন্যথা 'হি' ইদং বিশেষেণোভয়াম্নানমর্থকং স্যাৎ" ইতি । কিঞ্চ–ঐকাত্মস্যৈবানেন প্রকারেণানুচিন্ত্যমানত্বাৎ" ইতি নিরূপিতম্ । তস্মাদনেন জীবব্রহ্মণোরভেদস্য

অনন্তর শ্রীভগবানের গুণবিষয়ে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন–আনুবাদিকেতি । ভগবানের গুণসকল আনুবাদিক ও ব্যবহারিক হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মে যে গুণসকল বিদ্যমান আছে শ্রবণ করা যায় তাহা আনুবাদিক ও ব্যবহারিক । তাঁহাদের অভিপ্রায় এইপ্রকার–দেবগণে মহর্ষিগণে উগ্রপূণ্য রাজাগণে অপহত পাপ্মাত্বাদি গুণসকল প্রসিদ্ধ আছে, সেই গুণ সকলকেই শ্রুতি ব্রহ্মে অনুবাদ করেন, কিন্তু বাস্তবরূপে তথায় বিধান করেন না, নির্গুণ ব্রহ্মেই অনির্বচনীয় মায়ার সহিত যোগহেতু মহৎ অহঙ্কারাদি রচনার দ্বারা জগৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে পরে জগদীশ্বরে মায়িক সর্বজ্ঞত্ব সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ সকল অধ্যস্ত আছে, অতএব উভয় প্রকারেই ঐ গুণসকল অবাস্তব হয় । এই সিদ্ধান্তের পরিহার প্রকার বলিতেছেন–ইতীতি ।

এই প্রকার কথন কল্পনা মাত্র হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণগণের অনুবাদিকতাও ব্যবহারিকতা প্রতিপাদন করা নিজ কপোল কল্পনা মাত্রই হয়, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ নহে ইহাই অর্থ । অনন্তর শ্রীভগবদ্‌গুণগণের আনুবাদিকত্বে কারনের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ।

মানান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবাদ বলা সম্ভব নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমান মধ্যে যাহার অর্থ জ্ঞাত হয় তাহার অনুবাদ দেখা যায়, কিন্তু ব্রহ্মের গুণ সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত হয়

ধ্যেয়া গুণা দ্বেধা বোধ্যাঃ । অঙ্গিনিষ্ঠত্বাদঙ্গনিষ্ঠত্বাচ্চেতি স্ফুটী ভাবি (৩/৩/৩৩/৬৩) ইতি ।

চোপাস্যত্বং ভাষিতম্, তথাচ–আত্মত্বস্যোপাসনার্থং কল্পিতত্বেন ব্রহ্মণোঽনাত্মত্বং, আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্বাদের্গুণগণস্য জীবব্রহ্মাভেদস্য চোপাস্যস্য তাত্ত্বিকত্বাস্বীকারে তস্য অভেদস্য দুঃখরূপত্বং জড়রূপত্বঞ্চ জীবাদ্ভিন্নত্বঞ্চোপপদ্যতে ; তেষামনিষ্টঞ্চ এতৎ ।

তস্মাদ্গুণবদেব পরংব্রহ্মোপাস্যমিতি সঙ্ক্ষেপঃ । ননু তথাত্বে ব্রহ্মনৈর্গুণ্যপ্রতিপাদকবাক্যানাং কা গতিঃ ? ইতি চেত্তত্রাহঃ–নির্গুণবাক্যমিতি । ননু–স্বরূপ এবোপাস্যঃ, ন তু গুণাঃ, তথাচ–স্বরূপোপসনাপেক্ষয়া গুণোপাসনস্যামুখ্যত্বাৎ, তদুপাসনে ন কিঞ্চিৎ ফলমিতি চেৎ ; তত্রাহঃ–গুণানামিতি। অঙ্গিনিষ্ঠা সার্বজ্ঞ্যাদয়ঃ; অঙ্গনিষ্ঠা–স্মিতকটাক্ষাদয়ঃ । ইত্থং পীঠিকা ব্যাখ্যাতা” ইতি ॥

না, কিন্তু উপনিষৎ প্রমানের দ্বারা জ্ঞাত হয়, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–তোমাকে কিন্তু উপনিষৎ মাত্র প্রমাণ গম্য পুরুষকে জিজ্ঞসা করি ? অপর পুন–এই শ্রীগোবিন্দদেব সর্বেশ্বর ভূতাধিপতি ভূতপাল সেতুও ধারণ কর্ত্তা ইত্যাদি, অতএব সেই গুণগণের অনুবাদ মাত্রত্ব বলিতে সমর্থ হইবে না সুতরাং তাহা ব্যবহারও বলা সঙ্গত নহে, কারণ গুণ প্রতিপাদক বাক্যে ব্যবহার পাদ দেখা যায় না, অতঃ ঐ যুক্তি কল্পনা মাত্র প্রসূত হয় ।

শঙ্কা *:*–কে বলিতেছে গুণ সকলের অনুবাদকতা নাই ? বৃহদারণক্যে বর্ণিত আছে–বাচমিতি। বাক্যকে ধেনুর ন্যায় উপাসনা করিবে” এই প্রকার উপাসনার নিমিত্ত গুনসকলও কল্পনীয় হয়, অর্থাৎ বাচং বাক্যকে, তাহাতে ধেনুত্বের কল্পনা, ধেনুর যে প্রকার চারিটি স্তন হয়, সেই প্রকার বাক্যস্বরূপ ধেনুর ও সেই প্রকার চারটি স্তন আছে । স্বাহাকার, বসট্কার, হন্তকার, ও স্বধাকাররূপে, তন্মধ্যে বাক্যের দুইটি স্তনে দেবগণ জীবন ধারণ করেন, তাহা স্বাহাকারও বষট্কার, হন্তকারে মানবগণ জীবন ধারণ করেন, এবং স্বধাকারে পিতৃগণ জীবন নির্বাহ করেন, এই প্রকার বাক্যে ধেনুত কল্পনা করা হইয়াছে, এই প্রকার নির্গুণব্রহ্মেও সার্বজ্ঞ্যত্বাদিগুণিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে । এই বিষয়ে শ্রীরামতাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে–উপাসকগণের কার্য্যের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে হয় । অতএব সর্বপ্রকার নিষেধের অবধিস্থল নির্গুণ ব্রহ্মে কোনপ্রকার গুণাদি নাই, অতঃ গুনসকল উপাস্য নহে ।

সমাধান *:*–এই শঙ্কার উত্তর প্রদান করিতেছেন এইরূপ শঙ্কা কল্পনা করা দুর্ধীর হয়, দুষ্টাবুদ্ধি প্রসূত হয় ইহাই অর্থ । কারণ ধেনুর ন্যায় বাক্যে ও মনোরথ পূরকতা ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, যদিবলেন–গুনের ব্যবহারিকতা স্বীকার করিলে কি ক্ষতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–তথেতি । তাহা স্বীকার করিলে আত্মাকে উপাসনা করিবে এইস্থলেও তাহার আপত্তি হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুনগণের আনুবাদিত্বও ব্যবহারিকত্ব স্বীকার করিলে পরে, এবং উপাসনামাত্রেই গুনসকলের উপযোগিতা স্বীকার করিলে ‘আত্মাকে উপাসনা করিবে' এই স্থলেও আত্মার উপাসনা বিষয় হওয়া হেতু তদাপত্তিদোষ হইবে, অর্থাৎ আত্মত্বের কল্পনাপত্তি দোষ হইবে ইহাই অর্থ । অপর কেবলাদ্বৈতবাদিগণও গুণাবলীর

তত্রাদৌ গুণোপসংহার সিদ্ধয়ে ভগবতঃ সর্ববেদ বেদ্যত্বংনিগদ্যতে । তথাহি নিখিলানি সাধনবাক্যানি অত্র বিষয়ঃ । তত্র স্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈ র্ব্রহ্ম বেদ্যম্ ? উত

বিষয় ঃ—অথ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"তত্রাদৌ" ইতি । তথাচ—পূর্বত্র শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব সর্বফলপ্রদত্বং প্রতিপাদিতং, তেনৈব তস্য সর্ববেদবেদ্যত্বে সিদ্ধে সর্বশাখোক্তানাং ধর্ম্মাণাং তদুপাসনে উপসংহারঃ স্যাদিতি সর্ববেদবোধ্যতা নিরূপয়িতুং প্রথমং প্রদর্শ্যন্তে—তথাহীতি । অত্র সাধনবাক্যানি—তথাহি বৃহদারণ্যকে—২/৪/৫ "আত্মা বা অরে ! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি । তত্রৈব—৪/৪/২২ তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদি চ—৮/১/১ "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকংবেশ্ম-দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্‌বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" তত্রৈব—৮/৭১ "সত্যকামঃ

উপাস্যত্ব উপপাদন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছেন—আনন্দেতি । প্রধানের আনন্দাদি ধর্ম, অর্থাৎ এই সূত্রে তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই প্রকার—আনন্দাদি প্রধান ব্রহ্মের ধর্ম সকল সকলে সর্বত্র স্বীকার করা কর্তব্য, কি হেতু ? সকলের অভেদ হওয়া হেতু । সর্বত্র সেই এক প্রধান বিশেষ্য ব্রহ্মভেদ হয় না, অতএব ব্রহ্মধর্মবৃন্দের সার্বত্রিকতা দেখা যায় । ব্যতিহারেতি ; শ্রুতি ব্যতিহারে পরস্পর অভেদরূপে ইতরের দেহদেহীর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যাখ্যা—তুমি আমি হই আমিও তুমি হও 'এইপ্রকার উভয় রূপ মতি করিলে পরেই অর্থবৎ হয়', অন্যথা 'হি' এই বিশেষের দ্বারা উভয় কথন অনর্থক হইবে, অপর এই প্রকার প্রকরণের দ্বারা ঐকাত্ম্যেরই অনু চিন্তন করা হইয়াছে এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন । অতএব এইরূপ নিরূপণের দ্বারা জীবও ব্রহ্মের অভেদের উপাস্যত্ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মত্বের উপাসনার নিমিত্ত কল্পনা করিলে ব্রহ্মের অনাত্মত্ব হয়, আনন্দরূপত্ব বিজ্ঞানঘনত্বাদি গুণগণের জীব ব্রহ্মাভেদরূপ উপাসনার তাত্ত্বিকত্ব অস্বীকার করিলে সেই অভেদের দুঃখরূপতা জড়রূপতা এবং জীব হইতে ভিন্নতার উপপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত কেবলাদ্বৈতবাদিগণের অনিষ্টকর হয় । সুতরাং গুণবান্ পরব্রহ্মই উপাস্য হয়েন ইহাই সংক্ষেপ উত্তর হইল ।

ব্যতিহারসূত্রে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য আনন্দাদিধর্মের জীব ও ঈশ্বরের অভেদের উপস্যত্ব ও ভেদের তাত্ত্বিকতা স্বীকার করিয়াছেন । যদি বলেন—তাহা হইলে ব্রহ্মেরনৈর্গুণ্যবাদী বাক্যগণের কি গতি হইবে ? তদুক্ষরে বলিতেছেন—নির্গুণেতি । নির্গুণ প্রতিপাদক বাক্য সকল প্রাকৃতগুণ নিষেধ করিতেছেন তাহা কথিত হইয়াছে । যদি বলেন—স্বরূপই উপাস্য হয়, কিন্তু গুণ সকল নহে, অর্থাৎ স্বরূপের উপাসনার অপেক্ষায় গুণের উপাসনায় অমুখ্যহেতু স্বরূপোপাসনায় কোন প্রকার ফল নাই ? তদুত্তরে বলিতেছেন গুণানামিতি । শ্রীভগবানের গুণগণের গুণী শ্রীভগবান হইতে অভেদ স্বীকার করা হেতু এই বিষয়ে কোন প্রকার বক্তব্য নাই । ধ্যান করিবার যোগ্য শ্রীভগবানের গুণবৃন্দ দুই প্রকার বুঝিতে হইবে, প্রথম অঙ্গীনিষ্ঠ, দ্বিতীয় অঙ্গনিষ্ঠ, অঙ্গীনিষ্ঠ সাবর্বজ্ঞাদি অঙ্গনিষ্ঠ স্মিত কটাক্ষাদি এই সকল বিষয় অগ্রে স্পষ্ট হইবে, এই প্রকার তৃতীয় পাদের পীঠিকা ব্যাখ্যা করা হইল ।

সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি। শ্রীগোপালতাপন্যাম্–পূ-১৬ "ভক্তিরস্যভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনমুস্মিম্ মনঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি। শ্রীগীতাসু–১৮/৫৫ "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি। শ্রীভাগবতে–২/১/৫ "তস্মাদ্ ভারত ! সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ইতি। ইতি বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ।

*সংশয় ঃ–*এবং সাধনবাক্যেষু ভবতি সংশয়ঃ–স্বশাখোক্তৈরিতি। স্বশাখা–শুক্লযুজুর্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিনশাখা; তদ্ বর্ণিতেঃ সাধনৈঃ পরব্রহ্ম বেদ্যম্ ? অথবা-কাণ্ব-মাধ্যন্দিন-তৈত্তিরীয়াদিসর্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈঃ স বেদ্য ইতি সংশয়বাক্যম্।

*পূর্বপক্ষ ঃ–*এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–প্রতি ইতি। প্রতিশাখায়ামর্থভেদাৎ, স্বসাখোক্তৈরেব সাধনৈঃ পরব্রহ্ম বেদ্য ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

---

*বিষয় ঃ–*অনন্তর সর্ববেদান্ত প্রত্যায়াধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–তত্রাদাবিতি। তন্মধ্যে প্রথমে গুণোপসংহার সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ববেদ বেদ্যত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দদেবেরই সর্বফলপ্রদত্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তাঁহার সর্ববেদবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইলে পরে সকল সাখা কথিত ধর্মবৃন্দের তাঁহার উপসনায় উপসংহার হইবে, সুতরাং সর্ববদববোধ্যতানিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রদর্শন করিতেছেন–তথাহীতি।

নিখিল সাধন বাক্য সকল এই অধিকরণে বিষয়। অর্থাৎ সাধন বাক্য সকল এই প্রকার বৃহদারণ্যকে–অরে মৈত্রেয়ি ! আত্মাই দর্শন শ্রবণ মনন ও নিধিধ্যাসন করিবার বস্তু। পুনঃ সেই ব্রহ্মকে বেদবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ দান তপঃ ও অনশনের দ্বারা জানিয়া থাকেন। ছান্দোগ্য–এই যে ব্রহ্মপুরে দহর পুণ্ডরীক গৃহ আছে এবং দহর নামে সেই অন্তরাকাশ বিদ্যমান আছে তাহার অন্তরে যিনি বিদ্যমান আছেন তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবেন।

পুনঃ যিনি সত্য নাম সত্য সঙ্কল্প তাঁহাকে অন্বেষণও জিজ্ঞাসা করা উচিত। শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে–এই শ্রীগোপালের ভক্তিই ভজন, তাহা ইহ লোকও পরলোকের উপাধি নৈরাশ্যপূর্ব্বক শ্রীগোপালে মন সংযোগ করা, তাহাই নৈষ্কর্ম্য। শ্রীগীতায় আছে আমি তত্ত্বতঃ যে প্রকার যৎ পরিমান তাহা ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানিতে পারে। শ্রীভাগবতে–অতএব হে ভারত ! সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর শ্রীহরিকে অভয়েচ্ছু মানবের শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাই বিষয়বাক্য।

*সংশয় ঃ–*এই প্রকার সাধন বাক্যে সংশয় হইতেছে–স্বেতি। স্বাশাখা কথিত সাধনের দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য ? অথবা সকল শাখা কথিত সাধনের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে ? অর্থাৎ স্বশাখা শুক্ল যজুর্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিন শাখা, তাহা কর্ত্তৃক বর্ণিত সাধনের দ্বারা পরব্রহ্ম বেদ্য ? অথবা কাণ্বমাধ্যন্দিন তৈত্তিরীয়াদি সর্বশাখা কথিত সাধনের দ্বারা পরব্রহ্ম বেদ্য ? এই প্রকার সংশয় বাক্য কথিত হইল।

*পূর্বপক্ষ ঃ–*এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–প্রতীতি। প্রতিশাখায় অর্থভেদহেতু স্বশাখা কথিত সাধনের দ্বারা ব্রহ্মবেদ্য, অর্থাৎ অর্থভেদ সাধনভেদ। ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য।

সর্বশাখোক্তৈ স্তৈঃ ? ইতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ সর্ববেদান্ত প্রত্যয়ংচোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১/১॥

ইহ "অন্ত" শব্দো নিশ্চয়ার্থঃ। "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ" (গী০–২/১৬) ইত্যত্র তথা প্রত্যয়াৎ। সর্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্যজ্ঞানং ব্রহ্ম। কুতঃ ? চোদনেতি। আদিশব্দাৎ যুক্তির্গৃহ্যতে–"আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃ০–১/৪/৭) ইত্যাদি বিধে স্তদুক্তয়ুক্তেশ্চ সর্বত্র সাম্যাৎ। যথা মাধ্যন্দিনানাং বিধিরেষদৃষ্টস্তথা কাণ্বানাঞ্চ ॥১॥

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সর্ববেদান্তঃ" ইতি। সর্বেষাং বেদানাং তৈত্তিরীয়ক-বাজসেনয়ক-কৌথুমক-কৌশীতক-শাট্যায়নাদিবেদশাখানাং যোঽন্তঃ নিশ্চয়ঃ তৎ প্রত্যয়ং–তেষাংসর্বেষাং-বেদশাখানাং প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম ইতি। কুতঃ ? চোদনা" ইতি। সর্বাসু শাখাসু যথা চোদনা-বিধিবাক্য ; তেষাং বিধিবাক্যানামবিশেষাৎ। তথাচ–সর্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্যং যদ্ জ্ঞানং তদ্‌বেদ্যং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমিতি। অথ সূত্রস্থ-"অন্তঃ" শব্দস্যার্থমাহঃ–ইহ "অন্ত" শব্দো নিশ্চয়ার্থঃ। অথ শ্রীগীতাবাক্যেন অন্তশব্দস্য নিশ্চয়ার্থমাহঃ–"উভয়োঃ" ইতি।

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ইতি। অত্র "অন্ত" শব্দেন নিশ্চয়ঃ ইতি নির্ণীতম্। তস্মাৎ শব্দানুশাসনে শ্রীহেমচন্দ্রপাদাঃ–"অন্তঃ স্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োঃ" ইতি। তথাচ–সর্বেষাং বেদানাং শাখানাং চ নির্ণয়োৎপাদ্যজ্ঞানং ব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেব ইতি। তথা–অন্তঃ–বিনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। কুতঃ–কস্মাদেবং নিশ্চয়মিত্যপেক্ষায়ামাহঃ–চোদনা' ইতি। চোদনা-বিধিঃ ; সর্বেষু বেদবাক্যেষু তথৈববিধিবাক্য দর্শনাৎ। "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যত্র উপাসনাবিধেঃ সর্বত্র সাম্যাৎ ; সর্ববেদপ্রতিপাদ্যং পরমোপাস্যং শ্রীগোবিন্দদেব এব। তস্মাৎ মাধ্যন্দিনানাং কাণ্বানাঞ্চ সমানবিধিরেব ; ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥১॥

সিদ্ধান্ত ঃ–এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–সর্বেতি। সর্ববেদের অন্তঃ প্রত্যয়হেতু সর্বশাখায় ব্রহ্মবেদ্য, চোদনার ন্যায় কোন বিশেষ নাই। অর্থাৎ সকলবেদ শাখার তৈত্তিরীয়ক বাজসনেয়ক কৌথুমক কৌশীতক শাট্যায়নাদি বেদশাখার যে অন্ত নিশ্চয় তাহা প্রত্যয় সেই সকল বেদশাখার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, কেন ? যেমন চোদনা সকল শাখাতেই যেমন চোদনা বিধিবাক্য, সকল শাখাতেই বিধিবাক্য সকলের কোন বিশেষ নাই সেই প্রকার।

অর্থাৎ সর্ববেদ নির্ণয়ের দ্বারা উৎপন্ন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের দ্বারা বেদ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব। অথসূত্রস্থ "অন্ত" শব্দের অর্থ বলিতেছেন–ইহেতি। এইস্থানে অনন্তশব্দটির অর্থ নিশ্চয়। শ্রীগীতাবাক্যের দ্বারা অন্ত শব্দের নিশ্চয় অর্থ তাহা বলিতেছেন–উভয়োরপি। উভয়ের অন্ত নিশ্চয় দেখা যায়।

ননু ক্বচিৎ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ০–৩/৯/২৮) ইতি । ক্বচন–"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" (মু০–১/১/৯) ইত্যেবং প্রতিশাখাভেদান্ন একাধিকারিবিষয়াঃ সর্বশাখাঃ স্যুরিতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ভেদাদিতি চেন্নৈকস্যামপি॥ওঁ॥৩/৩/১/২॥

অথ সর্বশাখোক্তবাক্যৈর্ব্রহ্মোপাসনং ন সম্ভবেদিতি শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ননু" ইতি । ননু–ন সর্বাষু শাখাষু ব্রহ্মোপাসনে সমানবিধিঃ ; তথাহি–শুক্লযজুর্বেদীয়-মাধ্যন্দিন শাখায়াং বৃহদারণ্যকোপনিষদি–"বিজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম" উপাসীতব্যম্ । ক্বচন–অথর্ববেদীয়-আঙ্গিরসশাখায়াং-মুণ্ডকোপনিষদি–"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" ইত্যাদিসার্বজ্ঞ্য সার্বৈশ্বর্য্যাদি দিব্য ষড়ৈশ্বর্যাপরিপূর্ণচিদ্‌বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দবেদ এব উপস্যামিতি প্রতিপাদিতম্ । ইত্যেবমিতি-প্রকটার্থম্ । তথাচ–যে খলু চিন্মাত্রাব্যক্তপর্য্যুপাসকাঃ তে এব বিজ্ঞানমাত্রং ব্রহ্ম উপাসন্তে । তেষাং সাযুজ্যরূপামুক্তির্ভবতি ।

যে খলু স্বর্গাদিলোকসুখভোগকামিনঃ, অভ্যুদয়কামিনশ্চ, তে এব সার্বজ্ঞ্যাদিগুণযুগীশ্বর উপাসন্তে। তস্মাৎ সর্বশাখা ন একাধিকারবিষয়া, অধিকারিভেদাৎ উপাসনা ভেদঃ, উপাসনা ভেদাৎ ব্রহ্ম ভেদঃ, তস্মাৎ নির্গুণং জ্ঞেয়ং, সগুনন্তু ধ্যেয়মিতি তথাবিধান দর্শনাদিত্যর্থঃ । ইতি চেৎ–তত্রাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ভেদাৎ" ইতি । অধিকারিভেদাৎ–উপাসনাভেদাৎ উপাস্যভেদঃ' ইতি, যদুক্তং তৎ ন, ইতি চেৎ তৎ ন সম্ভবেৎ ; শাখাভেদবশাচ্চ উপাস্যভেদং ন ভবেৎ । কুতঃ ? একস্যামপি শাখায়াং তথা দর্শনাৎ ।

এইস্থলে সেই প্রকারই প্রত্যয় হয় এইহেতু । সকলবেদের নির্ণয়ের দ্বারা উৎপাদ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম, কেন ? চোদনা হেতু, আদি শব্দহেতু যুক্তিও গ্রহণ করিতে হইবে, "আত্মাকে উপাসনা করিবে" এই বিধিও তাহা কথিত যুক্তি সর্বত্রই সমান, যে প্রকার মাধ্যন্দিনগণের বিধি ইহা দেখা যায়, সেই প্রকার কাণ্বগণেরও অর্থাৎ শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–অসতের ভাব নাই সতের অভাব নাই তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের নিশ্চয় নির্ণয় উপলব্ধি করিয়াছেন । এইস্থলে অন্ত শব্দের দ্বারা নিশ্চয় অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব শব্দানুশাসনে শ্রীহেমচন্দপাদ বলিয়াছেন–অন্তশব্দের স্বরূপ নিকট প্রান্ত নিশ্চয় ও নাশ অর্থ হয়।

অর্থাৎ সকলবেদেরও বেদ শাখা সকলের নির্ণয়ের দ্বারা উৎপাদ্য যে জ্ঞান তাহার বিষয় ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হয়েন, সেই প্রকার অন্তবিনিশ্চয় হেতু ইহাই অর্থ । কেন ? কি হেতু এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াছেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–চোদনেতি । চোদনা বিধি, কারণ সকল বেদবাক্যেই সেই প্রকার বিধিবাক্য দেখা যায় এইহেতু । "আত্মাকে উপাসনা করিবে" এই উপাসনা বিধির সর্বত্রই সমানতা আছে, সর্ববেদ প্রতিপাদ্য পরমোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন । অতএব মাধ্যন্দিন ও কাণ্বগণের সমাই বিধি হয়, ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ ॥১॥

অনন্তর সর্বশাখা কথিত বাক্য সমূহের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব নহে, এই প্রকার শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন–নন্বিতি । শঙ্কা এইস্থলে আমাদের বক্তব্য কোথাও বিজ্ঞানানন্দব্রহ্ম, অর্থাৎ সকল

নৈবম্ । একস্যামপি শাখায়াং–"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০–২/১/২) "আনন্দো ব্রহ্ম"(তৈ০–৩/৬/১) ইত্যাদি দর্শনাৎ । তথাচ সর্বত্র তৈস্তৈঃ শব্দৈরেকমেব ব্রহ্মস্বরূপমভিহিতম্, অতো ন বিরোধঃ ॥২॥

উপার্য্যুক্তাক্ষেপে সমাধানমাহঃ–নৈবমিতি । তথাহি কৃষ্ণযজুর্বেবদীয়–তৈত্তিরীয় শাখায়াং তৈত্তিরীয়োপনিষদি–"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ইতি বিজ্ঞান মাত্রমানন্দমাত্রঞ্চ ব্রহ্ম উপাস্যমিতি প্রতিপাদিতম্ ।

তথা তত্রৈব ভৃগুবল্যাং "আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" ইতি আনন্দ-সার্বজ্ঞ্যাদিগুণনিলয়ঃ পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব উপাস্যমিতি । অথ সারার্থমাহঃ–"তথাচ" ইতি । সর্বত্র শাখাষু ক্বচিৎ বিশেষ্য প্রাধান্যেন, ক্বচিৎ বিশেষণ প্রাধান্যেন একমেব পরব্রহ্ম স্বরূপমভিহিতমিতি ; তস্মাৎ কিমপি বিরোধগন্ধলেশমপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥২॥

বেদশাখায় ব্রহ্মের উপাসনায় সমান বিধি নহে, কারণ শুক্ল যজুর্বেবদীয় মাধ্যন্দিন শাখা বৃহদারণকোপনিষদে বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে ।

কোথাও "যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ" অর্থাৎ অথর্ববেদীয় অঙ্গিরসমাখায় মুণ্ডকোপনিষদে–যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ ইত্যাদি সার্বজ্ঞ্য সার্বৈশ্বর্য্যাদি দিব্য ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ চিদ্‌বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবই উপাস্য প্রতিপাদন করতেছেন । এই প্রকার প্রতিশাখায় অর্থভেদহেতু এক অধিকারী বিষয় সকল শাখা নহে, অর্থাৎ যাঁহার চিন্মাত্র অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারাই বিজ্ঞান মাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের সাজুয্যরূপামুক্তি হয় । অপর যাঁহারা স্বর্গাদিলোক সুখভোগকামী ও অভ্যুদয় কামী তাঁহারাই সার্বজ্ঞাদিগুণযুক্ত ঈশ্বর উপসনা করিবে । অতএব সকল শাখা একাধিকার বিষয় নহে, অধিকারী ভেদহেতু উপাসনা ভেদ, পুনঃ এই উপাসনা ভেদহেতু ব্রহ্মের ভেদ, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও সগুণ ব্রহ্ম ধ্যেয় এই প্রকারই বিধান দেখা যায় ইহাই অর্থ ।

সমাধান :–এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান বলিতেছেন–ভেদাদিতি । ভেদহেতু তাহা বলা যায় না, একটি শাখাতেও তাহা দেখা যায়, অর্থাৎ অধিকারী ও উপাসনা ভেদ হেতু উপাস্যভেদ এই যে বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নহে, কারণ শাখাভেদহেতু উপাস্য ভেদ হইবে না। কেন? একটি শাখাতেই তাহা দেখা যায় । উপর্য্যুক্ত আক্ষেপে সমাধান বলিতেছেন–নৈবমিতি । এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ একটি শাখাতেই "সত্যজ্ঞান অনন্তব্রহ্ম" পুনঃ "আনন্দব্রহ্ম" ইত্যাদি দেখা যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্বেবদীয় তৈত্তিরীয় শাখা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মবল্লীতে "সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম" বিজ্ঞানমাত্র আনন্দমাত্র ব্রহ্ম উপাস্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

পুনরায় তথায় ভৃগুবল্লীতে–আনন্দ ব্রহ্মকে জানিবে এইস্থলে আনন্দসার্বজ্ঞ্যাদি গুণনিলয় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই উপাস্য হয়েন । এই সূত্রের সারর্থ বলিতেছেন–তথাচেতি । তথাচ সর্বত্র সেই সেই শব্দের দ্বারা একমাত্র ব্রহ্ম স্বরূপে অভিহিত হইয়াছে অতএব বিরোধ নাই । অর্থাৎ সর্বত্র সকল সাখায় কোথাও বিশেষ্য প্রাধান্যের দ্বারা কোথাও বা বিশেষণ প্রাধান্যের দ্বারা একমাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপই কথিত

॥ওঁ॥ স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ওঁ॥৩/৩/১/৩॥

"সাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈত আ০–১/১৫) ইতি বিধেস্তথাত্বেন সর্বসাধারণ্যেন প্রবৃত্তেঃ, "বেদঃকৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" (মাধ্ব০ ভাঃ০–৩/৩/১/৩) ইতি স্মৃতেশ্চ ।

অথ প্রকারান্তরেণ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"স্বাধ্যায়স্য" ইতি । স্বাধ্যায়স্য–বেদাধ্যয়নস্য, তথাত্বেন–সর্বসাধারণ্যেন প্রবৃতেঃ–হি-যতঃ সমাচারে-সর্বস্মিন্ কর্ম্মণি শক্তৌ সত্যাং তথা কার্য্যম্, সর্বেষামধিকারচ্চ । তথাচ–সর্বেষাংদ্বিজাতীনাং সর্ববেদাধ্যয়নং কর্ত্তব্যম্ । তচ্চ–শক্তৌ সত্যামিতি । যে খলু তাদৃশী শক্তিবিহীনাঃ তে স্ব স্ব বেদমেব অধীয়িরন্ ।

তথাহি–শ্রীভক্তিসাধইনেপি যো বহুনি সাধনানি কর্ত্তুং সমর্থঃ স তানি আচরয়ন্তি–যথা রাজর্ষিরম্বরীষঃ শ্রীভাগবতে–৯/৪/১৮ "সবৈ মনঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে । করৌ হরের্মন্দির-

---

হইয়াছে, অতএব কোন প্রকার বিরোধের গন্ধ লেশমাত্রও নাই ইহাই অর্থ ॥২॥

অনন্তর প্রকারান্তরে ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ববেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–স্বাধ্যায়েতি স্বাধ্যায় বেদাধ্যয়নের সর্বসাধারণহেতু সমাচারে শক্তিবিদ্যমানে তাহা করিবেন, কারণ সকলের অধিকারহেতু । অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের সর্বসাধারণের প্রবৃত্তিহেতু হি যেহতু সমাচারে সকল কর্ম্মে শক্তি থাকিলে পরে তাহা করণীয়, যেহেতু সকলের অধিকার আছে, অর্থাৎ যদি শক্তি বা সামর্থ্যবিদ্যমান থাকে তবে সকল দ্বিজাতিগণের সকল বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য । যাঁহারা সেই প্রকার শক্তি বিহীন তাঁহারা স্ব স্ব বেদই অধ্যয়ণ করিবেন । সারার্থ এই যে শ্রীভক্তিসাধনেও বহু প্রকার সাধন করিতে সমর্থ সে বহু প্রকার সাধন আচরণ করেন, যেমন রাজর্ষি অম্বরীষ, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–পরমভক্ত শ্রীঅম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপদারবৃন্দে মনঃ, শ্রীবৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে বাক্য শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কার্য্যে করদ্বয় শ্রীঅচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অপর কেহ একাঙ্গা একটি মাত্র ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন তাহাতেই শ্রীগোবিন্দদেব প্রাপ্তি হয়, যেমন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে–শ্রীবিষ্ণুর লীলা শ্রবণে পরীক্ষিত, বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব কীর্ত্তনে, শ্রীপ্রহলাদ স্মরণে, শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনে লক্ষ্মীদেবী, শ্রীপৃথু মহারাজ পূজনের দ্বারা, অভিবন্দনের দ্বারা শ্রীঅক্রুর, কপিপতি শ্রীহনুমান দাস্যে শ্রীঅর্জ্জুন সখ্যভাবে শ্রীবলিমহারাজ সর্বস্ব সহিত আত্মনিবেদন করিয়া, এই সকলের একাঙ্গাভক্তি সাধনে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ হইয়াছিল ।

ইত্যাদিস্থলে উপাস্য ভেদ নহে, কিন্তু নিজ নিজ রুচি অনুসারে শ্রীভগবদুপাসনার ভেদ মাত্র । স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য এই অধ্যয়ণ বিধির সেই প্রকার হেতু সকল সাধারণের প্রবৃত্তি দেখা যায় । বেদ ইতি–দ্বিজন্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক সরহস্য সমগ্রবেদ অধিগন্তব্য সমগ্রবেদ পাঠ করা উচিত

সমাচারে সর্বাস্মিন্ কর্ম্মণি সত্যাং শক্তৌ সর্বেষামধিকারাচ্চ । স্মৃতিশ্চৈবমাহ–

সর্ববেদোক্তমার্গেন কর্ম্ম কুর্বীত নিত্যশঃ ।

আনন্দো হি ফলং যস্মাৎ শাখাভোদোহ্যশক্তিতঃ ॥

সর্বকর্ম্মকৃতৌ যস্মাদশক্তাঃ সর্বজন্তবঃ ॥

শাখাভেদং কর্ম্মভেদং ব্যাসস্তস্মাদচীকৃপৎ ॥

ইতি । তথাচ–সর্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্ম বেদ্যং, সত্যাংশক্তাবিতিস্থিতম্ ॥৩॥

মার্জ্জনাদিষু শ্রুতিশ্চকারাচ্যুত সৎ কথোদয়ে ॥ ইতি । কিঞ্চ কোঽপি একাঙ্গানুষ্ঠানং করোতি । ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/২৬৫ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়সকিঃ কীর্ত্তনে, প্রহলাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে । অক্রুরস্ত্বভিবদনে কপিপতির্দাসোঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ । সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ ইত্যাদিষু ন উপাস্যভেদঃ, কিন্তু স্ব স্ব রুচ্যনুসারেণ তদুপাসনমিত্যর্থঃ। স্বাধ্যায়ো বেদঃ সোঽধ্যেতব্যঃ" ইতি ; বিধিঃ ইতি । বেদঃ' ইতি–দ্বিজন্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেন সরহস্যঃ কৃৎস্নো বেদঃ অধিগন্তব্যঃ, সমগ্রবেদঃ পঠিতব্য ইত্যর্থঃ । সমাচারে-ইতি স্পষ্টম্ ।

অথ স্মৃতিবাক্যপ্রমাণেন সমর্থাসমর্থানাং কর্ত্তব্যমাহঃ–স্মৃতীতি । নিত্যশঃ–অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ইতি প্রত্যহমেব সন্ধ্যাকর্ম্ম সর্ববেদোক্তমার্গেণ কুর্বীত ; ননু–তদুপাসনায়াঃ কিং ফলং ? তত্রাহ–আনন্দঃ" ইতি । যস্মাৎ উপসনায়া আনন্দো হি ফলম্ তচ্চ-শ্রীভগবৎসেবানন্দমেব হি নিশ্চয়ে যদি কস্যচিৎ সাধকস্য সর্ববেদাধ্যয়নে শক্তির্নস্যাৎ তদা কিং কর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষয়ামাহ–শাখেতি । যদি সর্ববেদাধ্যয়নে

ইহাস্মৃতি বলিয়াছেন । সমাচারে সকল কর্ম্ম আচরণে শক্তি থাকিলে পরেও সকলের অধিকারহেতু । অনন্তর স্মৃতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থের ও অসমর্থের কর্ত্তব্য বকিলতেছেন–স্মৃতীতি । স্মৃতি শাস্ত্রও এই প্রকার বলিয়াছেন । নিত্যই সকল কর্ম্ম বেদোক্তমার্গে করিতে হইবে, যেহেতু আনন্দই তাঁহার ফল, আশক্তিহেতু শাখাভেদ হয় । অর্থাৎ নিত্য অহঃরহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে, এইপ্রকার প্রতিদিনই সন্ধ্যাকর্ম্ম সকল বেদ কথিত মার্গের দ্বারাই করিবে । যদি বলেন–সেই উপাসনায় ফল কি ? তাহা বলিতেছেন–আনন্দ । যেহেতু উপসনার ফল আনন্দ, তাহা শ্রীভগবৎ সেবানন্দই হয়, হি শব্দ নিশ্চয়ে। যদি কোন সাধকের সকল বেদ অধ্যয়নে শক্তি না থাকে তবে কি কর্ত্তব্য ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–শাখেতি। যদি সকল বেদ অধ্যয়নে বেদ কথিত মার্গের দ্বারা শ্রীভগবদরাধনায় শক্তি না হয়, তবে স্ব স্ব শাখা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, এবং তৎকথিত সাধনের দ্বারা শ্রীভগবদারাধনা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর শাখা ভেদের কারণ বলিতেছেন–সর্বেতি। সকল কর্ম্ম করিতে সকল মানব যেহেতু অশক্ত অতএব শ্রীব্যাস শাখা ও কর্ম্মভেদ করিয়াছেন । অর্থাৎ সর্ববেদ কথিত সকল কর্মের অনুষ্ঠানে সকল মানবগণ যেহেতু অসমর্থ, এই কারণেই ব্যাস শ্রীপরাশর নন্দন ভগবান বাদরায়ণ শাখাভেদ ও কর্ম্মভেদ বিরচন করিয়াছেন, সুতরাং শাখাভেদ ও কর্ম্ম উপাসনা ভেদ হইলেও উপাস্য ব্রহ্ম একই হয়েন । এই অংশের সারার্থ বলিতেছেন–

ব্যতিরেক দৃষ্টান্তমাহ–

॥ওঁ॥ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ওঁ॥৩/৩/১/৪॥

সবাঃ সপ্তসৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদন পর্য্যন্তা হোমবিশেষাঃ, যথা আথর্বণিকানামেব নিয়ম্যতে তদুক্তৈকাগ্নিসম্বন্ধাৎ, এবং ব্রহ্মোপাসনা সার্ববৈদ্যানামিতি ।

"সলিল বচ্চ" (মাধ্বভা০–৩/৩/১/৪) ইতি পাঠে তু–যথা প্রতি বন্ধাভাবে সর্বাণি সলিলানি সমুদ্রং প্রযান্তি, তথা সর্বাণ্যপি বচাংসি ব্রহ্মাবেদয়ন্তি নিয়মঃ শক্ত্যপেক্ষয়া।

তদুক্তমার্গেণ চ শ্রীভগবদারাধনে শক্তির্ন স্যাত্তদা স্ব স্ব শাখামেবাধ্যয়নং কর্ত্তব্যং, তথা তদুক্তসাধনেনৈব শ্রীভগবদারাধনং কর্ত্তব্যম্ । অথ শাখাভেদে কারণমাহ–"সর্ব" ইতি । সর্ব কর্ম্ম-সর্ববেদোক্ত সর্বকর্ম্ম কৃতৌ সর্বজন্তবঃ সর্বমানবাঃ যস্মাৎ অসক্তাঃ কর্ত্তুম সমর্থাঃ, তস্মাৎ কারণাৎ ব্যাসঃ–শ্রীপরাশরনন্দন–ভগবান্ বাদরায়ণঃ শাখাভেদং কর্ম্মভেদঞ্চ অতীকৢপৎ, বিরচয়ামাস ইতি । তস্মাৎ শাখাভেদে কর্ম্মভেদেঽপি উপাস্যব্রহ্ম একমেবেত্যর্থঃ । অত্র সারার্থমাহুঃ–তথচেতি স্ফুটার্থম্ ॥৩॥

অথ শক্তৌ সত্যং সর্ববেদোক্তমার্গেণ ব্রহ্মোপাসামশক্তৌ তু স্বশখোক্তমার্গেণ ইত্যত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সববচ্চ" ইতি । যথা সবাদিসপ্তহোমেষু আথর্বণিকানামেবাধিকারঃ, নান্যেষাম্ ; এবং সর্ববেদাধ্যায়ীনামেব ব্রহ্মোপাসনায়ামধিকারঃ ; নান্যেষামিত্যর্থঃ । সবাঃ" ইত্যাদি ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম্ । "সলিল বচ্চ" ইতি তত্ত্ববাদিগুরূণাং শ্রীমাধ্বাচার্য্যপাদানাং পাঠঃ । ব্যাখ্যাতু–যথা" ইত্যাদিস্পষ্টম্ । অথ শ্রীঅগ্নিপুরাণবাক্যেন এতৎ স্পষ্টয়ন্তি–"যথা" ইতি । যথা নদীনাং সলিলং শক্ত্যা প্রবাহাদিশক্তিক্রমেণ প্রতিবন্ধকতাভাবে সতি সাগরতাং সাগরপর্য্যন্তং ব্রজেৎ, গচ্ছেদিতি ।

তথা সর্বাণি বেদবাক্যানি পুংশক্ত্যা-উপাসকপুরুষশক্ত্যনুসারেণ ব্রহ্মবিত্তয়ে সম্পদ্যাতে ; পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবাপ্তয়ে সমর্থো ভবেদিত্যর্থঃ । তথাচ–সবাঃ–সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনান্তাঃ সপ্তহোমাঃ ; তে হি

তথাচেতি । তথাচ যদি শক্তি থাকে তবে সকল বেদ শাখা কথিত সাধনের দ্বারা ব্রহ্মবেদ্য বা ভজনীয় ॥৩॥

ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–অর্থাৎ শক্তি থাকিলে পরে সকল বেদ কথিত মার্গের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, সেই প্রকার শক্তি না থাকিলে স্বশাখা কথিত মার্গের দ্বারা উপাস্য এই বিষয়ে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–সবেতি । সববৎ তাহার নিয়ম, অর্থাৎ সবাদি সাতটি হোম বিষয় আথর্বনিকগণেরই অধিকার আছে, অন্যের নাই, সেই প্রকার সর্ববেদ অধ্যয়নকারীরই ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে অন্যের নাই, সেই প্রকার সর্ববেদ অধ্যয়নকারীই ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে অন্যের নাই, ইহাই অর্থ । সব শব্দে সাতটি সৌর্য্যাদি শতৌদন পর্য্যন্ত হোম বিশেষ, এই সাতটি হোম যে প্রকার অথর্ববেদধ্যয়ণ কারিগণেরই কর্তব্য ইহাই নিয়ম, কারণ অথর্ববেদাধ্যয়নকারিগণের অথর্ববেদ কথিত

"যথা নদীনাং সলিলং শক্ত্যা সাগরতাং ব্রজেৎ। এবং সর্বাণি বাক্যানি পুংশক্ত্যা ব্রহ্মবিত্তয়ে ॥ ইতি স্মরণাৎ ॥ অগ্নিঃ ॥৪॥

বাচনিকমাহ–

॥ওঁ॥ দর্শয়তি চ ॥ওঁ॥৩/৩/১/৫॥

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" (কঠ০–১/২/১৫) ইতি শ্রুতিঃ সর্ববেদবেদ্যত্বং শ্রীহরের্দর্শয়তি। "চ" শব্দঃ সত্যাং শক্তাবিত্যাহ।

শাখান্তরোক্ত ত্রেতাগ্নি সম্বন্ধবিরহাৎ অথর্বোক্ত-একাগ্নিসম্বন্ধাচ্চ একাগ্নীনামথর্বণিকাণামেব যথা অনুষ্ঠেয়াঃ, নান্যেষামিতি। তথা সার্ববৈদ্যানাং ব্রহ্মোপাসনা ; নান্যেষামিত্যর্থঃ। ইতি ব্যতিরেকীদৃষ্টান্তঃ। তস্মাৎ সর্ববেদপ্রতিপাদ্যোপাসনয়া শ্রীগোবিন্দদেব এব আরাধ্য ইতি সিদ্ধম্ ॥৪॥

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ববেদবেদ্যত্বে বাচনিকং শ্রুতিবাক্য প্রমাণমপ্যাহঃ বচনিকমিতি-শ্রুতিপ্রামাণ্যম্। তথা শ্রুতিপ্রামাণ্যেনাপি শ্রীশ্যামসুন্দরস্য সর্ববেদবেদ্যত্বমাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"দর্শয়তি চ" ইতি। শ্রুতিরপি শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ববেদবেদ্যত্বং দর্শয়তীত্যর্থঃ। "সর্বে" ইতি–ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যাঃ সর্বে বেদা যৎ যস্য পরং ব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পদং স্বরূপং আমনন্তি নিরূপয়ন্তি" ইতি। শেষং স্পষ্টম্। অথ সূত্রস্থ "চ" কারস্যার্থমাহঃ–"চ শব্দঃ" ইতি।

সঙ্গতি ঃ–অথ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–"তথাচ" ইতি ; প্রকটার্থম্। তথাহি শ্রীগীতাসু–১৫/১৫, "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ" শ্রীভাগবতে চ–১/২/২৮ "বাসুদেবপরাঃ বেদাঃ"

একাগ্নিসম্বন্ধ হেতু, এই প্রকার সকল বেদাধ্যয়নকারিরই ব্রহ্মোপাসনা কর্তব্য। সলিলবচ্চ" এই প্রকার তত্ত্ববাদি গুরু শ্রীমাধবাচার্য্যপাঠ, তাহার ব্যাখ্যা–যে প্রকার প্রতিবন্ধকাভাবহেতু সকল সলিল সমুদ্রে গমন করে, সেই প্রকার সকল বাক্য ব্রহ্মকেই বোধ করায়, কিন্তু শক্তির অপেক্ষায় নিয়ম জানিতে হইবে। অনন্তর শ্রীঅগ্নিপুরাণস্থ বাক্যের দ্বারা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন–যথেতি। যেমন নদী সকলের জল শক্তি প্রবাহাদি শক্তিক্রমে প্রতিবন্ধকতার অভাব হইলে পরে সাগরতা সাগর পর্য্যন্ত গমন করে, সেই প্রকার বেদবাক্য সকল পুংশক্ত্যা উপাসক পুরুষের শক্তির অনুসারে ব্রহ্মবোধের নিমিত্ত জানিবে, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব প্রাপ্তির নিমিত্ত সমর্থ হইবে ইহাই অর্থ। এই প্রকার স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সারর্থ এই যে-সবা সৌর্য্যাদি শতৌদন পর্য্যন্ত সাতটি হোম তাহা অন্য শাখা বর্ণিত ত্রেতাগ্নি সম্বন্ধ বিরহহেতু, এবং আথর্ববেদ কথিত একাগ্নিসম্বন্ধ বশতঃ ঐকাগ্নিযাগ যে প্রকার অথর্বণিকগণেরই অনুষ্ঠেয়, অন্যের নহে, সেই প্রকার সকল বেদাধ্যয়নকারিরই ব্রহ্মোপাসনা কর্তব্য, অন্যের নহে। ইহাই ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত। অতএব সকলবেদ প্রতিপাদ্য উপাসনার দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবই আরাধ্য ইহাই সিদ্ধ হইল ॥৪॥

বাচনিক বলিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ববেদবেদ্যত্ব বিষয়ে বাচনিক শ্রুতিবাক্য প্রমাণ ও বলিতেছেন, বাচনিক শ্রুতি প্রমাণ, এইরূপ শ্রুতিপ্রামান্যের দ্বারাও শ্রীশ্যামসুন্দরের সর্ববেদবেদ্যত্ব ভগবান

তথাচ–শক্তৈঃ সর্বশখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্ম উপাস্যম্ । অশক্তৈস্তু স্বশাখোক্তৈ স্তৈরিতি সর্ববেদ বেদ্যং তৎ ।

যদ্যপি "তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্র০ সূ০–১/১/৪/৪) ইত্যনেনৈতৎ প্রাগ্বর্ণিতং তথাপ্যত্র গুণোপসংহারোপযোগায় বিধান্তরেণ প্রপঞ্চিতম্ । স্থৈর্য্যফলকত্বাচ্চ পৌনরুক্তং ন দোষঃ ॥৫॥

তত্রৈব–২/২/৩৪, ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরণ্বীক্ষ্য মনীষয়া । তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ইতি ।

ননু–পিষ্টপেষণমেতৎ যৎ ব্রহ্মণঃ সর্ববেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদনম্, সমন্বয়াধিকরণে (১/১/৪/৪) প্রতিপাদিতত্বাৎ ; ইতি চেৎ ? তত্রাহুঃ–যদ্যপীতি । তস্মাৎ–অস্য স্থৈর্য্যফলকত্বাচ্চ ন পুনরুক্ততাপত্তিঃ। অতো যথোক্তমেব সাধু । জয়ত্যুপনিষৎ প্রাণবল্লভো ব্রজনায়কঃ ।

দেহি মাং করুণাসিন্ধো ! পাদপল্লব সেবনম্ ॥৫॥

ইতি সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণং প্রথমং সম্পূর্ণম্ ॥১॥

শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন–দর্শয়তিচেতি । দেখাও যায়, অর্থাৎ শ্রুতিও শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ববেদবেদ্যত্ব দেখাইতেছেন ইহাই অর্থ । সকল বেদ যাঁহার পদ আমনন করেন । এই শ্রুতি শ্রীহরির সর্ববেদবেদ্যতা দেখাইতেছেন, অর্থাৎ ঋক্‌যজঃ সাম অথর্বনামক বেদচতুষ্টয় যে পরব্রহ্ম শ্রগোবিন্দদেবের স্বরূপে আমনন নিরূপণ করেন। অথ সূত্রস্থ চকারের অর্থ বলিতেছেন–চেতি । চশব্দের দ্বারা সাধকের শক্তি থাকিলেই।

সঙ্গতি ঃ–অথ সর্ববেদান্ত প্রত্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তথাচেতি । সারর্থ এই যে সামর্থ থাকিলে সকল শাখা কথিত সাধনের দ্বারা ব্রহ্মকে উপসনা করিবে, কিন্তু শক্তি না থকিলে স্বশাখা কথিত সাধনের দ্বারাই ব্রহ্ম উপাস্য, সুতরাং উপাস্য ব্রহ্ম সর্ব বেদ বেদ্য হয়েন । এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন বেদ সকলের দ্বারা একমাত্র আমিই বেদ্য উপাসনা করিবার যোগ্য । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–বেদ সকল শ্রীবাসুদেব প্রতিপাদক হয় । পুনঃ ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ বুদ্ধির দ্বারা বেদ সকলকে তিন বার আলোচনা করিয়া শ্রীগোবিন্দদেব চরণে যাহাতে রতি হয় তাহাই নিশ্চয় করিয়াছেন । যদি বলেন–এইস্থলে ব্রহ্মের সর্ববেদ বেদ্যত্ব নিরূপণ করা পিষ্টপেষণ মাত্র কারণ তাহা সমন্বয়াধিকরণে প্রতিপাদন করা হেতু ? তদুত্তরে বলিতেছেন–যদ্যপীতি । যদিও তত্তুসমন্বয়াৎ এই সূত্রের দ্বারই পূর্বে শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব বেদ বেদ্যত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি এইস্থানে গুণোপসংহারের উপযোগের নিমিত্ত প্রকারান্তরে বিস্তারিত হইল, পুনরুক্তির ফল স্থিরতা সুতরাং তাহা দোষের নহে । উপনিষৎ প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনায়ক শ্রীগোবিন্দদেবের জয় হউক, হে করুণাসিন্ধো ! আমাকে আপনার পাদপল্লবের সেবা প্রদান করুন ॥৫॥

এই প্রকার সর্ববেদান্ত প্রত্যয়াধিকরণ প্রথম সমাপ্ত ॥১॥

২॥ "উপসংহারাধিকরণম্"

যদর্থং সর্ববেদবেদ্যত্বং সমর্থিতং তমিদানীং গুণোপসংহারং দর্শয়তি । তথাহি– অথর্বশিরঃসু ক্বচিদ্ গোপরূপং তমাল শ্যামলং পীতবাসঃ কৌস্তুভভূষণং পিঞ্ছাবতংসং বংশকর কমনীয়ং গো-গোপ-গোপীবিশিষ্টং গোকুলাধিদৈবতং ব্রহ্মস্বরূপং পঠ্যতে । "তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভম্" (গো০ তা০ পূ০–৮) ইত্যাদি ।

২॥ "উপসংহারাধিকরণম্"

জয়তি নিত্য-সার্বজ্ঞ্য-গুণানামাকরো হরিঃ ।
সর্বাবতারিরূপো হি গোপকুলবিভূষণঃ ॥

এবং পূর্বস্মিন্-সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ববেদবেদ্যত্বে সিদ্ধে তস্য উপাসনে সর্বেগুণা উপসংহার্য্যাঃ স্যুঃ, ইতি নিরূপনার্থং উপসংহারাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

যদর্থমিতি। যৎগুণোপসংহারার্থং সর্ববেদবেদ্যত্বং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সমর্থিতং তদিদানীং গুণোপসংহারং দর্শয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ ।

বিষয় :–তথাহীতি–অথর্বশিরঃসু-অথর্বোপনিষৎসু" ইতি । অথাথর্ববেদীয়োপনিষঃ–যথা-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্য-গর্ভ-নৃসিংহতাপনী রামতাপনী গোপালতাপনী-কৃষ্ণোপনিষদাদয়ঃ । তত্র শ্রীগোপালোপনিষদি–

২। "উপসংহারাধিকরণ"–

অনন্তর উপসংহারাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । নিত্যসার্বজ্ঞ্যাদি গুণগণের আকার শ্রীহরি সর্বাবতারী গোপকুলবিভূষণ শ্রীগোবিন্দদেব জয় যুক্ত হউন । এই প্রকার পূর্বে সর্ববেদান্ত প্রত্যয়াধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ববেদবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইলে পরে, তাঁহার উপাসনায় সকল গুণকে উপসংহার চিন্তন করিতে হইবে, ইহা নিরূপণের নিমিত্ত উপসংহারাধিকরণের এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

যে নিমিত্ত সর্ববেদ বেদ্যত্ব সমর্থন করা হইয়াছে ইদানীং সেই গুণোপসংহার দেখাইতেছেন অর্থাৎ যে গুণোপসংহারের নিমিত্ত সর্ববেদবেদ্যত্ব ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সমর্থন করা হইয়াছে তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ দেখাইতেছেন ।

বিষয় :–অনন্তর উসংহারাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা রিতেছেন–তথাহীতি । অথর্বশিরে অথর্ববেদীয় উপনিষদে, এই সকল অথর্ববেদীয়োপনিষৎ–প্রশ্ন মুণ্ডকমাণ্ডুক্য গর্ভ নৃসিংহতাপনি রামতাপনী গোপালতাপনী কৃষ্ণ উপনিষৎ প্রভৃতি । তন্মধ্যে শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে–কোথাও–গোপরূপ তমালের সমান শ্যামল, পীতাম্বরধারী কৌস্তুভমণিবিভূষিত ময়ূরপুচ্ছচূড় বংশীবদন কোমলাঙ্গ গো-গোপগোপীগণ পরিবেষ্ঠিত গোকুলাধিদেবতাকে ব্রহ্মস্বরূপে পাঠ করেন । ব্রহ্মা বলিলেন–তিনি গেপোবেশ মেঘের সমান শ্যাম বর্ণ, ইত্যাদির দ্বারা । কল্পপাদপতলস্থিত গোপগোপীগণ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত

ক্বচিৎ–জানকীমণ্ডিতবামভাগং কোদণ্ডকরং দশাস্যাদি রক্ষোঘ্নং অযোধ্যাধিপং পঠ্যতে। "প্রকৃত্যাসহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ। দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধরঃ॥ (রাম তা০–৪/৭) ইত্যাদিনা।

ক্বচিৎ–অতিকরালবক্ত্রং বিত্রাসিতদ্রুহিণাদিকং নৃসিংহ বপু স্তৎ পঠ্যতে। তন্মন্ত্রস্থ "ভীষণ" পদব্যাখ্যানে–"অথ কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি, যস্মাদ্ যস্য রূপং দৃষ্ট্বা সর্বেলোকাঃ সর্বেদেবাঃ সর্বাণিভূতানি ভীত্যা পলায়ন্তে, স্বয়ং যতঃকুতশ্চিন্ন বিভেতি।

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃপবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (নৃ০ তা০ পূ০ ২য়ঃ) ইত্যনেন।

গোপরূপমিত্যাদি স্পষ্টম্। শ্রীরাধারমণং বন্দে বৃন্দাবন বিহারিণম্। গোপ-গোপীগণৈর্বৃতং তলস্থং কল্পপাদপম্॥ ক্বচিৎ–শ্রীরামতাপন্যাম্–জানকী" ইতি। শ্রীরঘুনন্দনং বন্দে বদনাজদিবাকরম্। জানকী লক্ষ্মণাগ্রজং করুণাময়বিগ্রহম্॥ ক্বচিৎ–শ্রীনৃসিংহতাপন্যাম্–অতিকরালঃ" ইতি স্ফুটার্থম্। শ্রীভক্তবৎসলং বন্দে ভীষণং নখরায়ুধম্। প্রহ্লাদহৃদয়ানন্দং শ্রীনৃসিংহং মহাপ্রভুম্॥ অথ শ্রীনৃসিংহাদেবস্য অভক্তানাং ভীষণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"তন্মন্ত্রস্থ" ইতি, অতিরোহিতার্থম্॥ ঋচি–ঋগ্‌বেদে তু ত্রিবিক্রমরূপং উপাস্যত্বেন পঠ্যতে–বিষ্ণোরিতি।

বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি কং প্রবোচম্, কমিতি কঃ" ইতি। প্রবোচম্–ইত্যত্র অড়াগমাভাবশ্ছান্দসঃ। তথাচ–সর্বব্যাপকস্য ত্রিবিক্রমস্য বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি প্রভাবাঃ কো জনঃ প্রাবোচৎ, ন কোঽপীতি। তথাহি অমরকোশে–৩/৩/১৫৫ "বীর্য্যং বলে প্রভাবে চ" যঃ জনঃ পার্থিবান্যপি রজাংসি বিমমে-গণিতবান্, সোঽপি শ্রীবিষ্ণোঃ প্রভাবাঃ বক্তুং ন সমর্থঃ। যো বিষ্ণুঃ ত্রেধা বিচক্রমানঃ–ত্রিবিক্রমাং কুর্বন্ উত্তরং-

---

শ্রীরাধারমণকে বন্দনা করি। কোথাও শ্রীরামতাপনী উপনিষদে–শ্রীজানকী শুশোভিত বামভাগ কোদণ্ডধারী দশাননরাবণাদি রাক্ষসঘাতী অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামকে ব্রহ্মস্বরূপে পাঠ করেন। প্রকৃতি শ্রীজানকীর সহিত শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্রধারী জটাজুটশোভী দ্বিভুজ কুণ্ডল ও রত্নমালাধারী ধীর এবং ধনুর্দ্ধর শ্রীরামকে বন্দনা করি। শ্রীজানকীর বদন কমলের যিনি সূর্য্য স্বরূপ শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ করুণাময় বিগ্রহ শ্রীরঘুনন্দনকে বন্দনা করি। কোথাও শ্রীনৃসিংহতাপনী উপনিষদে অতিশয় করাল বদন ব্রহ্মাদিদেবগণ ভয়প্রদ শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ ব্রহ্মস্বরূপ পাঠ করেন। শ্রীভক্তবৎসল ভীষণ মূর্ত্তি নখরায়ুধধারী প্রহ্লাদের হৃদয়ানন্দ প্রদানকারী মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহদেবকে বন্দনা করি। অনন্তর শ্রীনৃসিংহদেবের অভক্ত ভীষণতা প্রতিপাদন করিতেছেন–তন্মন্ত্রেতি। শ্রীনৃসিংহদেবের মন্ত্রস্থিত ভীষণ পদ ব্যাখ্যা কালে–কিহেতু তাঁহাকে ভীষণ বলা হয়? যেহেতু যাঁহার রূপ দর্শন করিয়া সকল লোক সকল দেবতা সকল ভূত ভয়ে পলায়ণ করেন, কারণ তিনি স্বয়ং কাহা হইতেও ভয় পান না। শ্রীনৃসিংহদেবের ভয়ে পবন প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভয়ে

ঋচি ত্রিবিক্রমরূপং পঠ্যতে–"বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি যোঽস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমানাস্ত্রেধোরুগায় ॥ ইতি ।

অত্র দ্রব্য-দেবতাভেদাৎ, যাগভেদাৎ, গুণভেদাৎ, উপাসনানি ভিন্নানীতি প্রতীয়তে । ইহ সংশয় ঃ–একস্মিন্নুপাসনে শ্রুতা গুণাঃ পরস্মিন্নুপসংহার্য্যাঃ ? নবেতি ।

উর্দ্ধলোকং অস্কম্ভয়ৎ-অবষ্টব্ধবান্ । কীদৃশমুর্দ্ধলোকং ? সধস্থং–নিখিলদেবলোকসহিতং সত্যলোকপর্য্যন্তং উর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ স উরুগায়, সর্বেষাং স্তবনীয় উপাস্যশ্চ । তথাহি শ্রীভাগবতে–২/১/২৫ আণ্ডকোশে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তারণসংযুতে । বৈরাজঃপুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥ অত্র ফলিতার্থমাহঃ–"অত্র" ইতি । স্পষ্টম্ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"একস্মিন্" ইতি । তথাচ–শ্রীরামোপাসনে পঠিতাঃ শ্রুতা বা সার্বজ্ঞ্যাদিগুণাঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনে গ্রাহ্যা ন বা ইতি, সংশয়প্রকারঃ । যদ্বা–একশাখোক্ত-উপাসনে কথিপয়গুণবতি স্বোপাস্যে শাখান্তরোক্তানামধিকগুণানামুপসংহারঃ কার্য্যো ন বা ইত্যর্থঃ । ইতি সংশয়বাক্যম্।

সূর্য্য উদয় হয়, তাঁহার ভয়েই অগ্নিইন্দ্র ও পঞ্চমমৃত্যু ধাবিত হয় ইত্যাদির দ্বারা । পুনঃ ঋচি ঋগ্‌বেদে ত্রিবিক্রমরূপকে উপাস্যত্বভাবে পাঠ করেন–বিষ্ণোরিতি । শ্রীবিষ্ণুর বীর্য্য সকল কে বলিতে সমর্থ হইবে, যে পার্থিব রজ সকল গণনা করে, যে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম করিয়া উর্দ্ধলোক আক্রমন করিয়াছেন তিনি উরুগায় । অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর বীর্য্য প্রভাব কে বলিতে পারিবে ? তথাচ–সর্বব্যাপক ত্রিবিক্রম শ্রীবিষ্ণু ভগবানের বীর্য্যপ্রভাব কোন মানব বলিতে সমর্থ হইবে। কেহই নাই, অমরকোশে বীর্য্যশব্দে বল ও প্রভাব বলিয়াছেন । যে মানব পার্থিব রজঃকণা গণানা করিয়াছে সেও শ্রীবিষ্ণুর প্রভাব বলিতে সমর্থ হয় না যে শ্রীবিষ্ণুর চরণক্ষেপণ করত উত্তর উর্দ্ধলোক অবষ্টম্ভ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই উর্দ্ধলোক কি প্রকার ? সধস্থ–নিখিল দেবলোকের সহিত সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধলোক ইহাই অর্থ । এতএব তিনি উরুগায় সকলের স্তবনীয় এবং উপাস্য হয়েন । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সপ্তমাবরণ সংযুক্ত অণ্ডকোষরূপ শরীরে যে বৈরাজ পুরুষ আছেন সেই শ্রীভগবান ধারণার আশ্রয় । এইস্থলে ফলিতার্থ বলিতেছেন অত্রেতি এই সকল প্রমাণের দ্বারা দ্রব্য ও দেবতা ভেদ হেতু, যাগ উপাসনা ভেদহেতু, গুণভেদহেতু ব্রহ্মের উপাসনাও ভিন্ন হয় ইহাই প্রতীতি হইতেছে । এইপ্রকার বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ–এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে–একস্মিন্নিতি । এক উপসনায় শ্রুতগুণাবলী পরে অন্য উপাসনায় উপসংহার্য্য ? অথবা নহে ? এর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনায় পঠিত অথবা শ্রুত সাবর্বজ্ঞ্যাদি গুণবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা হইবে না ? ইহাই সংশয়, যদ্বা একটি শাখায় কথিত উপাসনায় কতিপয় গুণযুক্ত নিজ উপাস্যে অন্য শাখা কথিত অধিক গুণাবলীর উপসংহার করিতে হইবে ? অথবা হইবে না ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

একত্র পঠিতৈর্গুণৈর্বিদ্যোপকারকত্ব সম্ভবাদিতরোক্তাস্তে নোপসংহার্য্যাঃ ফলানতিরেকাৎ বিরোধাচ্চেতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্ বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ওঁ॥৩/৩/২/৬॥

"চ" শব্দোঽবধারণে। উপাসনে সমানে সতি শুদ্ধব্রহ্মৈক বিষয়ত্বেন তুল্যরূপ

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"একত্র" ইতি। সুগমম্। তথাচ–একশাখোক্তগুণৈঃ সাধকস্য বিদ্যোপকারকত্বাৎ, তদুক্তসাধনেন শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিকারকত্বাচ্চশাখান্তরোক্তা গুণা নোপাসংহার্য্যাঃ" ইতি। কুতঃ ? বৈফল্যাৎ, বিরোধাচ্চ ; ধীরপ্রসান্তস্বরূপে শ্রীরামচন্দ্রে ধীরললিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণা নোপাসংহার্য্যাঃ" ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং গুণোপসংহারবিষয়ে পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রেমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–উপসংহারঃ" ইত্যাদি। সমানে চ–উপাসনায়াং সমানে সতি উপসংহার একত্রাপঠিতানাং অন্যত্রপঠিতানাং শুদ্ধগুণানাং উপসংহারঃ করণীয়ঃ ; কুতঃ ? অর্থাভেদাদিতি। সর্ববেদান্তেষু প্রতিপাদিতস্য অর্থস্য-পরংব্রহ্ম লক্ষণোপাস্যস্য সর্বত্র ভেদরহিতত্বাৎ ঐক্যাদিত্যর্থঃ।

তথাহি–"সর্বৈনিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ" ইতি।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ–বিধিশেষবদিতি। যথা–অগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মস্য বিধিশেষস্য অন্যত্রোপসংহারস্তদ্‌বদিত্যর্থঃ।

সূত্রস্থ "চ"শব্দস্যার্থমাহুঃ–উপাসনে" ইতি ; স্পষ্টম্। অত্র একস্য গুণা অন্যত্রোপসংহারে প্রমাণমাহুঃ–"অথর্বশিরসি" ইতি। অথ শ্রীরামতাপুন্যপনিষৎপ্রমাণেন শ্রীরামচন্দ্রে শ্রীমৎস্যাদীনামুপসংহারপ্রকারমাহুঃ–

পূর্বপক্ষ ঃ–এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন–একত্রেতি। একত্র পঠিত গুণের দ্বারাই বিদ্যার উপকার হয়, সুতরাং তাহা সম্ভবহেতু অন্যশাখা কথিত গুণাবলী উপসংহার করা উচিত নহে, এর্থাৎ একটি শাখায় কথিত গুণাবলীর দ্বারা সাধকের বিদ্যার উপকার হয়, এবং তৎকথিত সাধনের দ্বারাই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিকারকহেতু শাখান্তর বর্ণিত গুণ সকল উপসংহার করিবে না। কেন ? বিফলহেতু, এবং বিরোধহেতু, যেমন ধীর প্রশান্ত স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রে ধীর ললিত শ্রীকৃষ্ণচন্দের গুণাবলী চিন্তন করিতে নাই, এই প্রকার পূর্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই ভাবে গুণোপসংহার বিষয়ে পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–উপেতি। সমানে উপসংহার করণীয় অর্থের অভেদহেতু, যেমন বিধিশেষ। অর্থাৎ সমানে উপাসনা সমান হইলে পরে উপসংহার একত্র অপঠিত অন্যস্থানে পঠিত শুদ্ধগুণবৃন্দের উপসংহার কর্ত্তব্য, কেন ? অর্থের অভেদহেতু, সকল বেদান্তে প্রতিপাদিত অর্থ ব্রহ্ম লক্ষণ উপাস্যের সর্বত্র ভেদ রহিত হেতু, একত্ব হেতু ইহাই অর্থ। তথাহি–পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবের সকল দেহ অবতার শাশ্বত এবং নিত্য। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–বিধীতি। যেমন অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম বিধিশেষের অন্যত্র উপসংহার করা হয়, সেই প্রকার জানিতে হইবে। সূত্রস্থ চশব্দের অর্থ বলিতেছেন–

এব সত্যেকত্রোক্তানাং গুণানাং ইতরত্রোপসংহারঃ কার্য্যঃ । কুতঃ ? অর্থাভেদাৎ । অর্থস্য ব্রহ্মলক্ষণস্যোপাস্যস্য সর্বত্রাভেদাদৈক্যাৎ ।

অত্র দৃষ্টান্তো বিধীতি । বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মাণাং ক্বচিদুক্তানামন্যত্র অনুক্তানাঞ্চ তেষাং যথা ভবেদুপসংহারঃ, তদেবেদমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্বত্রেতি তদ্বৎ।

"যঃ" ইতি । বৈ-প্রসিদ্ধে যঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ দিব্যৈশ্বর্য্যাদিষড়্‌গুণপরিপূর্ণানন্দময়বিগ্রহঃ । যে চ শ্রীভগবতো মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽবতারাঃ সন্তি তেঽপি শ্রীরামচন্দ্র এব ; তথা "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি ব্যাহৃতিত্রয়মপি স শ্রীরামচন্দ্র এব নান্য ইত্যর্থঃ ।

তথাহি শ্রীরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে–১১৭/১৩-১৫, "ভবান্ নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ । একশৃঙ্গো বরাহস্তং ভূত-ভব্য সপত্নজিৎ ॥ অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব ! । লোকানাং ত্বং পরো ধর্ম্মো বিশ্বক্‌সেনশ্চতুর্ভুজঃ ॥ শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ । অজিতঃ খড়্‌গধৃক্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ ॥ ইতি । তত্রৈব-২৭-মহেন্দ্রশ্চ কৃতোরাজা বলিং বদ্ধা সুদারুণম্ । সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ব্রহ্মা-শ্রীরামচন্দ্রম্ । শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–পরাবস্থা প্রকরণে–১৬ নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষড়্‌গুণ্যং পরিপূরিতম্ । পরাবস্থাস্তুতে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥ ইতি । তস্মাৎ শ্রীরামচন্দ্রে মৎস্যাদাদিরূপত্বমুপসংহৃতম্ ।

তথা শ্রীনৃসিংহদেবেঽপি এবমুপসংহর্ত্তব্যম্–শ্রীভাগবতে–৭/৯/৩৮ "ইত্থং নৃতির্য্যগ্‌ঋষিদেব-ঝষাবতারৈ–র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্ । ধর্ম্মং মহাপুরুষ ! পাসি যুগানুবৃত্তং চন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে-শ্রীরামদীনামুপসংহার্য্যত্বম্ প্রতিপাদয়ন্তি–"একোঽপি"

চেতি । চ শব্দ অবধারণ অর্থে গ্রহন করিতে হইবে ।

অথ সূত্রার্থ উপাসনার দ্বারা উপাসনা সমানরূপ হইলে পরে কামনাদি রহিত শুদ্ধ ব্রহ্মই যে উপসনার বিষয় তাদৃশ উপাসনার দ্বারা উপাস্য সমান রূপ হইলে পরে একত্র কথিত গুন সকলের অন্যত্র উপসংহার করণীয় । কেন ? অর্থের অভেদ হেতু । অর্থ ব্রহ্ম লক্ষণ উপাস্য তাঁহার সর্বত্র অভেদ একত্ব হেতু । এইস্থলে দৃষ্টান্ত–বিধীতি । বিধিশেষ অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম সকলের কোনস্থলে কথিত ও কোনস্থলে কথিত হয় নাই, তাহাদের যে প্রকার উপসংহার হইবে, যেমন সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্বত্রই হয়, সেই প্রকার উপসংহারস্থলেও বুঝিতে হইবে ।

অথর্বশিরঃ শ্রীরাম উত্তরতাপনী উপনিষৎ প্রমানের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রে শ্রীমৎস্যাদি অবতারের উপসংহার প্রকার বলিতেছেন–যইতি । যে শ্রীরামচন্দ্র তিনি ভগবান, যে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার তাহাও তিনি, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও তিনি তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার । এই প্রকার শ্রীরামচন্দ্রে মৎস্যাদি রূপের উপসংহার করিয়াছেন । বৈ প্রসিদ্ধে যিনি প্রসিদ্ধ শ্রীরামচন্দ্র তিনি ভগবান, দিব্য ঐশ্বর্য্যাদিষড়্‌গুণ পরিপূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ, যে সকল শ্রীভগবানের মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার বৃন্দ আছেন তাঁহারও শ্রীরামচন্দ্রই হয়েন । তথা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় ও সেই শ্রীরামচন্দ্রই হয়েন অন্য নহে ইহাই অর্থ ।

অথর্বশিরসি–(রামতা০ উ০–১০) "যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্, যে মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারা ভূ র্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ" ইতি শ্রীরামচন্দ্রে মৎস্যাদিরূপত্বমুপসংহৃতম্ । "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো০ তা০ পূ০–২৩) ইতি শ্রীকৃষ্ণে রামাদিত্বম্ ।

"নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ" (ভা০ ১০/৪০/২০) ইত্যাদ্যা স্মৃতিরপ্যেবমাহ। ইত্থমন্যত্র চান্যৎ ॥৬॥

ইতি । যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ একোঽপি বহুধা-শ্রীদাশরথি-নৃসিংহ-বামন-বরাহাদিরূপেণ অবভাতি-বিলসতি ইত্যর্থঃ। এতদেব-শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণেন স্পষ্টয়ন্তি–নমস্তে" ইতি । শ্রীকৃষ্ণস্তবে শ্রীমদক্রূরবাক্যমিদম্–রাবণান্তকরায় রঘুবর্য্যায় চ তে নমঃ' ইতি । তথাহি শ্রীদশমে–৪০/১৬-২২ যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি। তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥ নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলায়ন্ধিচরায় চ । হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং

এই বিষয়ে শ্রীরামায়ণে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন–হে শ্রীরাম ! আপনি নারায়ণ দেব শ্রীমান্ চক্রায়ুধধারী এবং প্রভু, আপনি এক শৃঙ্গধরবরাহ, ভূত ও ভবিষ্যতের শত্রু বিজয়ী, হে রাঘব! আপনি অক্ষর ব্রহ্ম সত্য, লোক সকলের মধ্যে এবং অন্তে, ও তাঁহাদের পরমধর্ম্ম, আপনি বিশ্বকসেন চতুর্ভুজ শার্ঙ্গধারী হৃষীকেশ পুরুষ পুরুষোত্তম অজিত খড়গধারী বিষ্ণু কৃষ্ণ ও বৃহদ্বল, আপনি ভয়ঙ্কর বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে স্বর্গের রাজা করিয়াছেন, জনক নন্দিনী সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হয়েন, আপনি বিষ্ণু দেব কৃষ্ণ ও প্রজাপতি হয়েন । শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে–শ্রীনৃসিংহরাম ও কৃষ্ণে পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে, তাঁহারা পরাবস্থ প্রদীপ হইতে উৎপন্ন অন্য অন্য প্রদীপের সমান হয় । অতএব শ্রীরামচন্দ্রের মৎস্যাদিরূপের উপসংহার বা চিন্তন করা হয় ।

এই প্রকার শ্রীনৃসিংহদেবেও উপসংহার কর্ত্তব্য, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে মহাপুরুষ ! আপনি এই প্রকার-নরতির্য্যাক্ ঋষি দেব মৎস্যাদি অবতার দ্বারা লোক সকলকে রক্ষা করেন, এবং জগতের কন্টক দৈত্য রাক্ষসাদি হনন করেন, ও প্রতিযুগের যুগধর্ম্ম পালন করেন, আপনি কলিযুগে ছন্নরূপে অবতীর্ণ হয়েন । সুতরাং আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয় । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে শ্রীরামাদি অবতারের উপসংহার্য্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন–একোঽপীতি । যিনি এক হইয়াও বহুরূপে বিলাস করেন, এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের রামাদির উপসংহার । অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহু শ্রীদাশরথি নৃসিংহ বামন বরাহাদিরূপে অবভাতি বিলাস করেন ইহাই অর্থ । ইহাই শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন–নমইতি । শ্রীকৃষ্ণস্তবে শ্রীমদক্রূর বলিলেন রাবণান্তকারী রঘুবর্য্য আপনাকে নমস্কার করি, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও বলিয়াছেন, এইপ্রকার অন্যস্থানেও চিন্তা করিবেন ।

শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–শ্রীঅক্রূর বলিলেন–হে প্রভো ! আপনি ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যে যেরূপ ধারণ করেন তাহার দ্বারা মানব সকল শোক রহিত হইয়া আপনার যশঃ গান করিতেছেন, প্রলয়

ননু--"আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃ০ ১/৪/৭) ইত্যাদি বাক্যাদন্যথাত্ব মুপসংহারস্য প্রতীতমিতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ অন্যথাত্বংশব্দাদিতি চেন্ন অবিশেষাৎ ॥ওঁ॥৩/৩/২/৭॥

অন্যথাত্বং গুণোপসংহারাভাবঃ, স চ "আত্মেত্যে" (বৃ০–১/৪/৭) ইতি বাক্যাৎ প্রতীয়তে, ইতি চেন্ন। কুতঃ? অবিশেষাৎ। এতে গুণা নোপাস্যা ইতি বিশেষবচনাভাবাৎ। এবং সতি "এব" কারোঽপি অনাত্মত্বমেব নিবর্ত্তয়তি, ন তু গুণান্তরাণি।

মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ অকূপায়ায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে। ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে ॥ নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ। বামনায় নমস্তভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥ নমো ভৃগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে। নমস্তেরঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥ নমস্তেবাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বাতাংপতয়ে নমঃ ॥ নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে। ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিনে॥ এবং তত্রৈব শ্রীদেবাঃ–১০/২/৪০ "মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি ন স্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ তস্মাৎ সমানোপাসনে শাখান্তরে পঠিতানাং গুণানামুপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥৬॥

অথ গুণোপসংহারবিষয়ে শঙ্কামবতারয়ন্তি–ননু "ইত্যাদি। স্পষ্টম্। তথাচ–আত্মেত্যেব" ইত্যাদিবাক্যাৎ স্বোপাস্য গুণান্তরাণামুপসংহারত্বং অন্যথাত্বং অযুক্তমিতি। ইতি শঙ্কা চেৎ তত্রাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–অন্যথাম্" ইতি। ননু–অন্যথাত্বং–"আত্মেত্যেবোপাসীত" শ্রুতিশব্দ প্রমাণাৎ গুণোপসংহারস্যাভাবত্বং

সমুদ্রবিহারী কারন মৎস্য স্বরূপ আপনাকে নমস্কার, মধুকৈটবের মৃত্যুর কারণ হয়শীর্ষাকে নমস্কার, মন্দরপর্বতধারী মহান কূর্মকে নমস্কার, পৃথিবী উদ্ধার বিহারী শূকর মূর্ত্তিকে নমস্কার, সাধুলোক ভয়হারী অদ্ভুতসিংহকে নমস্কার, ত্রিভুবন আক্রমণকারী বামনকে নমস্কার, প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় বনচ্ছেদন কারী ভৃগুপতিকে নমস্কার, রাবণবিনাশকারী রঘুবর্য্যকে নমস্কার, বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও সাত্ত্বতপতিকে নমস্কার, দৈত্যদানব মোহকারী শুদ্ধবুদ্ধকে নমস্কার, ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রিয় হননকারী কল্কিরূপকে নমস্কার করি।

এই প্রকার দেবগণ কহিলেন–হে ঈশ! আপনি মৎস্য অশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস রাজন্য বিপ্র দেবতা মধ্যে অবতার করিয়া যে প্রকার ত্রিভুন পালন করিয়াছেন, অধুনা পৃথিবীর ভার হরণ করুন, হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনাকে বন্দনা করি। অতএব সমান উপাসনায় শাখান্তরে পঠিত গুন সকলের উপাসনা করা কর্ত্তব্য ইহাই অর্থ ॥৬॥

অনন্তর গুণোপসংহার বিষয়ে শঙ্কার অবতারনা করিতেছেন–নন্বিতি। শঙ্কা- আত্মাকেই উপাসনা করিবে ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপসংহারের অন্যথাত্ব প্রতীতি হইতেছে? অর্থাৎ আত্মাকেই ইত্যাদি বাক্য হইতে স্বোপাস্যে অন্যগুণগণের উপসংহার করা অন্যথাত্ব অযুক্ত হয়।

নহি "রাজা এব দৃষ্টঃ" ইত্যুক্তৌ তদীয়ং ছত্রাদিব্যাবর্ত্ত্যতে । তস্মাদ্ যথাশক্তিগুণাশ্চিন্ত্যা ইতি সিদ্ধস্তদুপসংহারঃ ।

ইদমুক্তং ভবতি—পরস্মিন্ ব্রহ্মনি বৈদূর্য্যবদনাদিসিদ্ধানি বহূনি রূপাণি সন্তি । তত্তদ্রূপবিশিষ্টং তৎ পূর্ণং শুদ্ধঞ্চ ভবতি । ক্বচিৎ কৃৎস্নান্ গুণান্ প্রকটয়তি । ক্বচিত্তু অকৃৎস্নানিতি । তত্ত্ববিৎ তৎ সর্বরূপে তস্মিন্ যত্র ক্বাপি পঠিতান্ গুণান্ বিচিন্তয়েৎ, ইতি সনিষ্ঠস্য তদুপসংহারো নিরূপিতঃ ॥৭॥

ন সম্ভবেৎ ; কুত ? অবিশেষাৎ । গুণানামুপসংহারং ন কর্ত্তব্যমিতি বিশেষবচনা ভাবাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ॥ যত্রক্বাপি শ্রুতানাস্ত গুণানামুপসংহৃতিঃ ।

কর্ত্তব্যঃ সর্বদা স্বেষ্টে সনিষ্ঠসাধকা হি যে ॥৭॥

ইতি উপসংহরাধিকরণং দ্বিতীয়ম্ সম্পূর্ণম্ ॥২॥

সমাধান ঃ—যদি এই প্রকার শঙ্কা করেন তদুত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন—অন্যথেতি । শব্দহেতু অন্যথাত্ব নহে, অবিশেষ হেতু অর্থাৎ 'আত্মাকে উপাসনা করিবে' এই শব্দ প্রমাণহেতু গুণোপসংহারের অভাব প্রতীত হইতেছে ? যদি এইরূপ বলেন তাহা নহে, গুণোপসংহারের অভাব প্রতীতি হওয়া সম্ভব নহে, কেন ? অবিশেষহেতু গুণাবলীর উপসংহার করিতে নাই এই প্রকার বিশেষ বচনের অভাবহেতু ইহাই অর্থ ।

অন্যথাত্বে গুণোপসংহারের অভাব, তাহা আত্মাকে উপসনা করিবে'এই বাক্য হইতে প্রতীতি হয়, তাহা বলিতে পারিবেন না । কেন ? অবিশেষ হেতু, এই গুনসকল উপাস্য নহে এই বিশেষ বচনের অভাব হেতু । এই প্রকার অর্থ করিলেই 'এব' কার অনাত্মতাকেই নিবর্ত্তিত করিতেছে, কিন্তু অন্য গুনসকলকে নহে । যেমন রাজাকে দেখিলাম' এই বলিলে রাজার ছত্রাদির ব্যাবৃত্তি পৃথক করা হয় না, সেই প্রকার আত্মাকে বলিলে তাঁহার সার্বজ্ঞ্যাদিগুণকে পৃথক করা হয় না ।

অতএব যথাশক্তি গুনসকল চিন্তা করিবে, সতরাং তাঁহাদের উপসংহার সিদ্ধ হইল । এইস্থলে বক্তব্য হইতেছে—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বৈদূর্য্য মণির সমান অনাদিসিদ্ধ বহুরূপ আছে, সেই সেই রূপ বিশিষ্ট ব্রহ্ম পূর্ণ ও শুদ্ধ হয়েন । কোন স্বরূপে সমগ্রগুণ প্রকট করেন, কোন স্বরূপে অকৃৎস্ন- সকল গুণ প্রকট করেন না, তত্ত্ববিৎ সাধক সেই সকল শ্রীভাগবৎ স্বরূপে তাহাতে যে কোন স্বরূপে পঠিত গুণাবলী চিন্তা করিবেন ।

এই প্রকার স্বনিষ্ঠ সাধকের গুণোপসংহার নিরূপণ করা হইল । যাঁহারা সনিষ্ঠ সাধক তাঁহারা যে কোন শাখায় শ্রুত গুণবৃন্দের উপসংহার নিজ ইষ্টদেবে সর্বদাই করিবেন ॥৭॥

এই প্রকার উপসংহারাধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত ॥২॥

৩॥ "পরাধিকরণম্"–

অথ একান্তিনোঽধীত বহুশাখাপি পরিশীলিত স্বেষ্টোপনিষদস্তদ্ ব্যক্তানেব গুণান্ ধ্যায়ন্তি, ন তু জ্ঞাতানপ্যন্যানিতি । পূর্বাপবাদেনারভ্যতে ।

৩॥ "পরাধিকরণম্"

নিরপেক্ষাশ্চ যে ভক্তাঃ স্বেষ্টদেব রতা হি তে । অন্যস্মান্নোপসংহার্য্যা গুণাঃ সনিষ্ঠভক্ত বৎ ॥ এবং সনিষ্ঠভক্তনাং স্বশাখাস্বনুক্তানাং শাখান্তরেষু বর্ণিতানাং স্বোপাস্যদেবে উপসংহার্য্যত্বমুপবর্ণিতম্ ; অথ একান্তিভক্তানাং তথৈবকর্ত্তুমুচিতং ন বা ইতি সমাধানার্থং পরাধিকরণারম্ভঃ ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

অথ পরব্রহ্মোপাসকত্বাদ্ যথা সনিষ্ঠানাং উপসংহৃতসর্বগুনকং পরংব্রহ্মোপাসনমুক্তম্ ; তথা পরিনিষ্ঠিতাদীনামপি তথৈবোপাসনমস্ত ? এবং শঙ্কিতে সমাদধন্তি–"অথ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিভিঃ শ্রীগোপালোপনিষৎ পরিশীলিতা, তদ্ব্যক্তানেবগুণান্ ধ্যায়ন্তি, তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাম্–পূর্ব০-১০/১১, সৎ পুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বররম্ ॥ গোপ-গোপী-গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ কালিন্দী-জল কল্লোল-সঙ্গি-মারুতসেবিতম্ ॥ ইতি । শ্রীদশমে–২১/৫ বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্‌বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাম্ । রন্ধ্রান্ বোণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-র্বৃন্দারণ্যংস্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥ এবং শ্রীরামচন্দ্রৈকান্তিভিঃ

৩॥ "পরাধিকরণ"–

অনন্তর পরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । যাঁহারা নিরপেক্ষ ভক্ত নিজ ইষ্টদেবতাতেই রত, তাঁহার সনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় অন্য স্বরূপ হইতে গুণগণের উপসংহার করিবেন না এই প্রকার সনিষ্ঠ ভক্তগণের নিজ শাখা সকলে অবর্ণিত অন্য শাখায় উপবর্ণিত গুণ সকলের নিজ উপাস্যে উপসংহার করিতে হইবে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন, অতঃপর একান্তি ভক্তগণের তাহা করা উচিত হয় ? অথবা করিতে হইবে না ? এই শঙ্কা সমাধান করিবার নিমিত্ত পরাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

অথ পরব্রহ্মের উপাসক হওয়াহেতু যেমন সনিষ্ঠ ভক্তগণের উপসংহৃত সর্ব্বগুণক পরব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার পরিনিষ্ঠতাদি ভক্তগণের পরব্রহ্মোপাসনাও হউক ? এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন–অথেতি । অনন্তর একান্তি ভক্তগণ বেদের বহু শাখা অধ্যয়ণ করিয়াও নিজ ইষ্ট উপানিষদ্ পরিশীলন করতঃ তাহাতে প্রকটিত গুণসকলই ধ্যান করিবেন, কিন্তু অন্য সকল জানিয়াও ধ্যান করিবেন না, এই প্রকার পূর্ব্বাপবাদন্যায়ের দ্বারা এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীগোপালোপনিষৎ পরিশীলিত তাহাতে ব্যক্ত গুণ সকলই ধ্যান করিবেন, এই বিষয়ে শ্রীগোপালতাপণী উপনিষদে বর্ণিত আছে–যিনি সৎ পুণ্ডরীক সমান নয়ন যুক্ত,

শ্রীরামোপনিষৎ পরিশীলিতা, তদ্ব্যক্তানেব গুণান্ ধ্যায়ন্তি ; তথাহি–শ্রীরামপটলে-অমলকমলনেত্রং জানকীপ্রেমপাত্রং সজল জলদগাত্রং পীতবস্ত্রং দধানম্ । উরসি বনজমালং কৌস্তুভাসক্তকণ্ঠম্ স্মিতরুচির বিকাশং রামচন্দ্রং ভজেঽহম্ ॥ শ্রীভাগবতে–৯/১০/৪ গুর্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্ । বৈরূপ্যাচ্ছূর্পনখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষারোপিতভ্রূবিজৃম্ভঃ–ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদব দহনঃ কোসলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ শ্রীরামচরিতমানসে–অরণ্যকাণ্ডে–২, সান্দ্রানন্দপয়োদ সৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং পাণৌ বাণ শরাসনং কটিলসত্তুণীরভারং বরম্ । রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটা-জূটেন সংশোতিম্ সীতা-লক্ষণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে॥ তথা শ্রীনৃসিংহদেবৈকান্তিভিঃ শ্রীনৃসিংহতাপন্যুপনিষৎ পরিশীলিতা নিজোপনিষদ্ ব্যক্তানেব গুণান্ ধ্যায়ন্তি ; নান্যান্ । তথাহি–শ্রীস্কন্দপুরাণে–শ্রীনরসিংহকবচম্–আদৌ ধ্যায়েৎ সিংহবক্ত্রং নরার্দ্ধসদৃশান্বিতম্। গণ্ডা সমুন্নতগ্রীবং ক্ষুরজিহবং সুলোচনম্ ॥ দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রূকুটি-কুটিলাননম্ । শুক্লংমহামুখং দেবং বিকটাক্ষং সুভৈরবম্ । নখায়ুধং বিশালাক্ষং সর্বব্যাধিবিনাশনম্॥ তপ্তহাটককেশাগ্র-জ্বলৎপাবকলোচনম্॥ বজ্রাধিক-নখস্পর্শদিব্যসিংহ ! নমোঽস্তুতে ॥ শ্রীনৃসিংহতাপন্যাম–২/৩ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতো মুখম্ । নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥ ইতি ।

বিষয় ঃ–অথ পরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমাহঃ–ইহ" ইতি । ইহ পরাধিকরণে শ্রীগোপালতাপন্যাদি-

---

মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় বসনধারী, দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালাধারী ঈশ্বর গোপগোপী ও গাভীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত কল্পদ্রুম তলে উপবিষ্ট দিব্য অলঙ্কারে সুশোভিত, রক্ত পঙ্কজের মধ্যস্থলে অবস্থিত কালিন্দীজল কল্লোলসঙ্গিপবন দ্বারাসেবিত । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–যিনি ময়ূরপুচ্ছের মুকুট ধারণ করিয়াছেন, নটবরবপু কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকা পুষ্প ধারণ করিয়াছেন, কনকের ন্যায় পীতবর্ণ বসন ধারী গলদেশে বৈজয়ন্তী মালাধারী বেণুরছিদ্র সকল অধর সুধার দ্বারা পূর্ণ করতঃ গোপগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিগীত হইয়া পরমরমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন ।

এই প্রকার শ্রীরামচন্দ্রের একান্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামোপনিষদ্ পরিশীলিত তাহাতে বর্ণিত গুণ সকল ধ্যান করিবেন । শ্রীরামপটলে বর্ণিত আছে–যিনি অমল কমলের সমান নয়ন পরিশোভিত, জানকী দেবীর প্রেমপাত্র সজল মেঘের ন্যায় শ্যামশরীর পীতবসন ধারণকারী বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভিত কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি ঈষৎস্মিত শোভাযুক্ত বদন সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যিনি পিতার সত্য পালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার চরণযুগল শ্রীসীতার সুকোমলকর স্পর্শও সহন হইত না সেই কোমল চরণযুগল দ্বারা বনভ্রমণে ক্লান্ত পদদ্বয় হরীন্দ্র শ্রীহনুমান ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের সম্বাহনে পথশ্রম দূর হইত, যিনি সুর্পনখার নাশাকর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করেন, রাবন শ্রীজানকীকে হরণ করিলে প্রিয়া বিরহে ক্রোধ প্রকাশ করেন যাহা দর্শন করত লবনাকর ভীত হয়েন, যিনি সাগরে সেতু বন্ধন পূর্বক দুষ্টরাবণাদি রাক্ষসরূপী বনকে দবাগ্নির সমান দহন করেন সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন । শ্রীরামচরিত মানসে বর্ণিত

ইহ শ্রীগোপালাদিতাপন্যো বিষয়ঃ । তত্র এবং সন্দেহঃ । একত্ব্যুপাসনে সর্বগুণোপসংহারঃ স্যাৎ ? নবেতি ? । সম্ভবতি সামর্থ্যে শ্লাঘ্যত্বাৎ স্যাদেব । ইতি প্রাপ্তে–

বর্ণিত-তত্তৎস্বেষ্টদেব ধ্যানমেব বিষয়বাক্যমিতি ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয়ঃ ; "একান্তীতি" স্পষ্টম্ । যঃ খলু একান্তিভক্তঃ সনিষ্ঠভক্তবৎ স্বোপাস্যে সর্বশাখাবর্ণিতান্ গুণান্ ধ্যায়েৎ ? অথবা স্বশাখা বর্ণিতানেব গুণান্ ধ্যায়েৎ ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"সম্ভবতি" ইতি : স্ফুটার্থম্ । তথাচ–যদি সাধকস্য সমর্থঃ স্যাৎ তদা একান্তিভক্তোঽপি সর্বশাখোক্তান্ গুণান্ ধ্যায়েৎ ; ন চ তেন তস্য লঘুত্বং বোধয়েদিতিবাচ্যম্ ; শ্লাঘ্যত্বাৎ । তস্মাদেকান্তিবিরপি সর্বশাখোক্তগুণপরিপূর্ণংস্বেষ্টদেবং পরব্রহ্ম ধ্যেয়মিতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইত্থং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্–শ্রীবাদরায়ণঃ–"ন বা" ইতি । ন বা–একান্তিনো ভক্তাঃ স্বশাখাবর্ণিতানেব গুণান্ ধ্যায়েয়ুঃ ; ন বা সর্বশাখোক্তান্ ; কুত ? প্রকরণভেদাৎ, উপাসকাস্তথা উপাস্যগুণানাং প্রকরণাভেদাদিত্যর্থঃ । তত্র-দৃষ্টান্তমাহ–পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি । অথ

আছে–যিনি ঘন আনন্দময় বিগ্রহ পয়োদ সুন্দর বর্ণ মনোরম পীতাম্বরধারী হস্তযুগলে বাণও শরাসন শোভিত, কটিতটে সর্বশ্রেষ্ঠতুনীর শোভা পাইতেছে, যাঁহার কমল দলের সমান বিস্তৃত লোচন মস্তকে জটাজূট শোভা সেই শ্রীসীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপথে গমন কারী নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি ।

এই প্রকার শ্রীনৃসিংহদেবের একান্ত ভক্ত শ্রীনৃসিংহতাপনী উপনিষৎ পরিশীলন করিয়া নিজের উপনিষৎ কথিত গুণাবলীই ধ্যান করেন, অন্য নহে । শ্রীস্কন্ধপুরাণে বর্ণিত আছে–সর্বাগ্রে সিংহ বদন নরার্দ্ধ সদৃশ, গণ্ড ও গ্রীবাসমুন্নত, ক্ষুরের সমান জীহবা, সুন্দর লোচন, ভয়ঙ্কয়র দন্তযুক্ত বদন, ভ্রূকুটী কুটিল ভয়ানক মুখমণ্ডল, শুক্লবর্ণ মহামখ বিকট নেত্র ভৈরবমূর্ত্তি নখরায়ুধযুক্ত বিশালাক্ষ সর্বব্যাধি বিনাশকর্ত্তা, যাঁহার কেশের অগ্রভাগ তপ্তস্বর্ণবর্ণ, জ্বলন্তপাবকের সমান লোচন, নখের স্পর্শ বজ্রেরও অধিক বিদারক হেদিব্যসিংহ ! আপনাকে নমস্কার করি । অপর শ্রীনৃসিংহতাপনীতে–যিনি উগ্রবীর মহাবিষ্ণু জ্বলন্ত বহ্নির সমান সর্বতোমুখ ভীষণ মঙ্গল মৃত্যুর ও মৃত্যু নৃসিংহ তাহাকে আমি নমস্কার করি ।

বিষয় ঃ–অনন্তর পরাধিকরণের বিষয় বাক্য বলিতেছেন–ইহেতি । এই অধিকরণে শ্রীগোপাল তাপনী সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রীগোপাল তাপনী শ্রীরামতাপনী শ্রীনৃসিংহতাপনী বর্ণিত সেই সেই নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যানই বিষয় বাক্য, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ।

॥ওঁ॥ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীশুস্ত্বাদিবৎ॥ওঁ॥৩/৩/৩/৮॥

"বা" ইতি নিশ্চয়ে। যস্মিন্ রূপে একান্তিনঃ তে তদন্যরূপ ব্যক্তান্ গুণান্নোপসংহরন্তি।

যথা কৃষ্ণাদিরূপৈকান্তিনো নৃসিহাদিনিষ্ঠান্ সটা-দ্রংষ্ট্রা-ভীষণত্বাদীন্। তথাচ-*নৃসিংহাদ্যেকান্তিন্ বংশ-বেত্র-চন্দ্রকাদীনিতি। কুতঃ? প্রেতি।*

প্রকরণং প্রকৃষ্টা ক্রিয়া। তদেকতাৎপর্য্যা ভক্তিরিতি যাবৎ, তস্য ভেদাদ্

সূত্রস্থ "বা" শব্দস্য নিশ্চয়ার্থমাহুঃ-বা ইতি। তথাহি-অমরকোশে-৩/৪/১৫ "বা ইত্যবধারণ বাচকাঃ" নিশ্চয়মেব একান্তিনোভক্তাঃ স্বোপাস্যাদ্ ভিন্নানাং শ্রীভগবদতারাণাং গুণা ন ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। অথ সূত্রার্থং বিশদয়ন্তি-যে ইতি, স্ফুটার্থম্। অথ সূত্রস্থ প্রকরণভেদাদিতিশব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ-কুত ইতি। অতিরোহিতর্থম্। তথাহি-শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াম্-২৯,। শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥ তস্মাদ্ সনিষ্ঠভক্তেরিতি। প্রকটার্থম্। তথাহি-শ্রীললিতমাধবে-৬/৪৪-৪৬ শ্রীনারদঃ-ততশ্চ শনৈশ্চর জননী শনৈরবাদীৎ-ন ব্যাকুলী ভব জগত্রয়সৌখ্যসারে নব্যারবিন্দ-বদনে সদনে সদাত্র। ধ্যোয়ঃ সতাং সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী দেবঃ স এব যদয়ং দয়িতস্তবাস্তি॥ উদ্ধবঃ-কিমত্র বিশখয়া নোত্তরিতম্? শ্রীনারদঃ-কথং নোত্তরয়িতব্যম্? যদেতয়াবিহস্যোক্তম্-মাতঃ সবর্ণে! বর্ণয়ামি, সমাকর্ণয়-

---

সংশয় :-এই বিষয় বাক্য সংশয় হইতেছে-একান্তীতি। একান্তি উপাসনায় পরব্রহ্মের সকল গুনের উপসংহার হইবে? অথবা হইবে না? অর্থাৎ যিনি একান্তিভক্ত তিনি সনিষ্ঠ ভক্তবৎ নিজ উপাস্যে সব্বর্শাখা বর্ণিত গুণ সকল ধ্যান করিবেন? অথবা স্বশাখাবর্ণিত গুণসকলই ধ্যান করিবেন? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্বপক্ষ :-এই প্রকার সংশয় বাক্যে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন-সম্ভবতীতি। সামর্থ্য সম্ভব হইলে পরে শ্লাঘ্যতাহেতু হইবে। অর্থাৎ যদি সাধকের সামর্থ্য হয় তবে একান্তিভক্ত ও সর্বশাখা কথিত গুণাবলী ধ্যান করিবেন, সেই প্রকার ধ্যানে দ্বারা ঐ ভক্তের লঘুতা হইবে, ইহা বলিতে পারিবেন না, কারণ তাহা প্রশংনীয় এইহেতু। এতএব একান্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক সর্বশাখা বর্ণিত গুণ পরিপূর্ণ নিজের ইষ্টদেব পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :-এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন-নবেতি। তাহা নহে, কারণ প্রকরণ ভেদহেতু, যেমন পরোবরীয়স্ত্বাদি। অর্থাৎ ন বা একান্তি ভক্তগণ স্বশাখা বর্ণিত গুণ সকলকেই ধ্যান করুন, কিন্তু সর্বশাখা কথিত নহে, কেন? প্রকরণ ভেদহেতু, উপাসকগণ তথা উপাস্যের গুণবৃন্দের প্রকরণ ভেদহেতু ইহাই অর্থ। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-পরোবরীস্ত্বাদিবৎ। অথ সূত্রস্থ বা শব্দের নিশ্চয়ার্থ বলিতেছেন-বেতি নিশ্চয়ে। অমরকোশে বর্ণিত আছে-বা শব্দ অবধারণ

বিশেষাদিত্যর্থঃ। সনিষ্ঠভক্তেরেকান্তভক্তির্গাঢ়াবেশাদ্ বরীয়সী।

দৃষ্টান্তমাহ–পর ইতি। যথা আদিত্যান্তর্বর্ত্তি হিরন্ময়পুরুষৈকান্তিনঃ স্বোপাস্যে তস্মিন্ পরোবরীয়স্ত্বাদীন্ গুণান্ উদ্‌গীথনিষ্ঠানপি নোপসংহরন্তি তদ্বৎ। ছান্দোগ্য–

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাংকৃতী, বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্। আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভির্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্‌ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ তস্মাদেকান্তিনঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। অত দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যানমাহঃ–পর ইতি। তথাচ–ছান্দোগ্যোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে উদ্‌গীথোপাসনাস্তি, তথাহি–ছান্দোগ্য–১/১/১ "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্‌গায়তিতস্যোপব্যাখ্যানম্" ইতি। অত্র হিরন্ময়স্যাকাশস্য চ কারণব্রহ্মণ উদ্‌গীথশব্দনির্দ্দেশ্যত্বং দৃশ্যতে। তত্রৈব–১/৬/৬-৭ অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সা অথযন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমঃ তৎসামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্য শ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ॥ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এব সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" ইত্যাদি। তথা তত্রৈব–১/৯/১ অস্য লোকস্য কাগতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ" ইত্যারভ্য–"স এষ পরোবরীয়ানুদ্‌গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি" ইতি। অত্রাকাশোদ্‌গীথে শ্রীভগবতঃ পরোবরীয়স্ত্বং গুণঃ কীর্ত্ত্যত; কিন্তু আকাশোদ্‌গীথস্য গুণো হিরন্ময়োদ্‌গীথেনোপসংহারো দৃশ্যতে, তদুপাসকানাং তদ্‌গুণেষু একান্তিত্বাদিতি। হিরণ্যবর্ণত্ব পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদয়স্তস্য হিরন্ময় পুরুষস্য

বাচক। একান্তি ভক্তগণ নিশ্চয় করিয়াই নিজ উপাস্য হইতে ভিন্ন শ্রীভগবদবতারগণের গুণাবলী ধ্যান করেন না। অনন্তর সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন–য ইতি। যে সাধক যে ভগবৎ স্বরূপে একান্তী হয়েন, তিনি নিজ ইষ্টদেব হইতে অন্য স্বরূপে অভিব্যক্ত গুণাবলী উপসংহার চিন্তন করেন না। যেমন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে একান্তি ভক্তগণ শ্রীনৃসিংহ স্বরূপনিষ্ঠ সটাদ্রংষ্ট্রাভীষণত্বা প্রভৃতি, এবং শ্রীনৃসিংহস্বরূপ একান্তিভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপনিষ্ঠ বংশীবেত্র ময়ূরপুচ্ছাদি স্মরণ করিবেন না। অতঃপর সূত্রস্থ "প্রকরণ ভেদহেতু" এই শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন–কুত ইতি। কেন চিন্তন করিবেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন–প্রেতি। প্রকরণ প্রকৃষ্টক্রিয়া, তদেক তাৎপর্য্যময়ী ভক্তি ইহাই অর্থ, তাহার ভেদ বিশেষহেতু এই অর্থ, অর্থাৎ যে একান্তী সাধক যে শ্রীভগবৎস্বরূপে একনিষ্ঠ তিনি তাঁহার উপাস্যকেই অনন্য ভাবে ভক্তি করিবেন, সেই নিষ্ঠা বা ভক্তির বৈশিষ্ট্যহেতু চিন্তনেরও বৈশিষ্ট্য হয়। সনিষ্ঠ ভক্তি হইতে একান্তিভক্তি গাঢ় আবেশহেতু বরীয়সী শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বর্ণিত আছে– শ্রীহনুমান বলিলেন–শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণ শ্রীজানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র ও পরমাত্মা এই স্বরূপত্রয়ে কোন প্রকার ভেদ নাই, তথাপি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব, আমি শ্রীরামচন্দ্রের একান্তি ভক্ত। শ্রীললিত মাধবে বর্ণিত আছে–শ্রীনারদ বলিলেন–তদনন্তর সূর্য্যলোকগতা শ্রীরাধাকে শনৈশ্চরজননী সূর্য্যপত্নী ছায়া ধীরে ধীরে বলিলেন–হে জগৎত্রয়সৌখ্যসারে! নবীন অরবিন্দবদনে! শ্রীরাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইওনা, কারণ এই সূর্য্যভবনে সজ্জনগণের ধ্যেয় সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দেব শ্রীনারায়ণরূপে

১/৬/৬-৮) পরস্মাৎ পরশ্চ বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরো বরীয়ানুদ্‌গীথস্য ভাবস্তস্ত্বম্ তদাদিবদিত্যর্থঃ ॥৮॥

গুণাঃ । তদ্বদত্রাপি সনিষ্ঠভক্তানামিব একান্তিনঃ স্বোপনিষদ্ বর্ণিতাতিরিক্তগুণান্ নোপসংহরন্তি ইতি । অথ পরোবরীয়শব্দস্য ব্যুৎপত্তিপ্রকারমাহুহ–পরস্মাদিতি" প্রকটার্থম্ ॥৮॥

সেই তোমার পরমপ্রিয় সর্বদা বিদ্যমান আছেন সুতরাং শোক করিও না । শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন– এইস্থলে সূর্য্যনন্দিনী বিশাখা কি কোন উত্তর করেন নাই ? শ্রীনারদ–শ্রীবিশাখা কেন উত্তর করিবেন না? তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন–হে মাতঃ ! সবর্ণে ! যথার্থ বর্ণানা করিতেছি, শ্রবণ করুন–এই জগতে কে এমন বিদ্বান্ ব্যক্তি আছে যে–এই ব্রজগোপীগণের শ্রীপশুপেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবার দুরূহ পন্থা–তাহার ক্রিয়া কৌশল বা সেবা পরিপাটী বুঝিতে পারিবে ? অন্যের কা কথা ? কোন একদিন পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীগোবিন্দ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ হইয়া প্রকাশিত হইলে, কি আশ্চর্য্য ! সেই শ্রীনারায়ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীগোপীদের অনুরাগ সঙ্কুচিত হইল । অতএব একান্তিভক্ত সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ।

অনন্তর দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন–পরেতি । যে প্রকার আদিত্যান্তবর্ত্তি হিরন্ময়পুরুষের একান্তিভক্তগণ সেই নিজ উপাস্যে পরোবরীয়স্ত্বাদি গুনগণ উদ্‌গীথনিষ্ঠ হইলেও উপসংহার বা চিন্তন করেন না সেইরূপ জানিতে হইবে । অর্থাৎ ছান্দ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে উদ্‌গীথ উপাসনা বর্ণিত আছে, তাহাকে তাহা এই প্রকার উপাসনা করিবে । "ওঁ" এই অক্ষরটি উদ্‌গীথ তাহাকে উপাসনা করিবে, 'ওঁ' উদ্‌গান করে তাহারই উপব্যাখ্যান বলিতেছেন, এইস্থলে হিরন্ময় ও আকাশের কারণ ব্রহ্ম হয়েন তাহার উদ্‌গীথ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ দেখা যায় । পুনঃ এই যে আদিত্যের শুক্ল প্রভা তাহাই "সা" হয়, অথ যে নীল পরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তাহা "অম" হয় এই দুই মিলিত হইয়া সাম হয়, যে এই আদিত্যের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হিরন্ময় পুরুষ দেখা যায়, তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ হয়েন, তাঁহার নাখাগ্র হইতে কেশাগ্র সকলই সুবর্ণের সমান হয়। তাঁহার সূর্য্য প্রকাশিত পুণ্ডরিকের ন্যায় নয়ন যুগল, তাঁহার "উৎ" এই শ্রেষ্ঠ নাম এই পুরুষের উপাসনাকারী সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । পুনঃ সেই স্থলে-এই লোকের কি গতি ? তিনি বলিলেন আকাশ গতি হয় এই প্রকার আরম্ভ করিয়া–সেই এই পরোবরীয়ান্ উদ্‌গীথ হয়, সেই এই অনন্ত পরোবরীয় হয়, এই পরোবরীয়ের উপাসক পরোবরীয় হয়, সকল লোক জয় করে । এই আকাশ উদ্‌গীথে শ্রীভগবানের পরোবরীয়ত্বাদি গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন । কিন্তু আকাশোদ্‌গীথের গুণ হিরন্ময়োদ্‌গীথে উপসংহার দেখা যায় না, হিরন্ময়োদ্‌গীথের উপাসকগণের তাঁহার গুণাবলীতেই একান্তি হওয়াহেতু । হিরণ্যবর্ণত্ব পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি হিরন্ময়পুরুষের গুণবৃন্দ হয় । সেই প্রকার এই স্থলেও সনিষ্ঠ ভক্তগণের ন্যায় একান্তিক সাধকগণ নিজোপনিষৎ বর্ণিত হইতে অতিরিক্ত গুণাবলী চিন্তন করেন না । অনন্তর পরোবরীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকার বলিতেছেন– পরস্মাদিতি । যিনি পর হইতেও পরশ্রেষ্ঠ, বর বরণীয় হইতেও বরীয়ান্ এই প্রকার পরোবরীয়ান্, উদ্‌গীথ, সেই উদ্‌গীথের ভাব বা ধর্ম্ম, পরোবরীয় শব্দের উত্তরে ভবে ত্ব, প্রত্যয় হয়, তাহার সমান ইহাই অর্থ॥৮॥

ননু–উভয়েষাং ব্রহ্মোপাসকাদিসজ্ঞা সমএব, অত একান্তিরপি সনিষ্ঠৈরিব সর্বে গুণাঃ সর্বত্র চিন্ত্যাঃ স্যুঃ, যথা বিপ্রসংজ্ঞানাং গায়ত্র্যুপাসনা নির্বিশেষা দৃষ্টা, ইতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ওঁ॥৩/৩/৩/৯॥

শঙ্কানিবারকঃ "তু" শব্দঃ । সংজ্ঞৈক্যাৎ সর্বগুণোপসংহারো যুক্তঃ" ইত্যত্র যদুত্তরং তত্তু "ন বা প্রকরণভেদাৎ" (৩/৩/৩/৮) ইত্যনেনৈবোক্তম্ । সামান্য সংজ্ঞাপেক্ষয়া বিশেষভূতৈকান্তিতায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যান্ন তৈস্তে সর্বে বিচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ । ইতরথা শ্রৈষ্ঠ্যক্ষতিঃ । রূপবিশেষাভিশক্তত্বেন হি একান্তিনঃ সাধারণেভ্যঃ সনিষ্ঠেভ্যো

অথ গুণোপসংহারবিষয়ে প্রকারান্তরেণ শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ননু" অতিরোহিতার্থম্ । এবং সংশয়ে জাতে সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সংজ্ঞাতঃ" ইতি । ননু–উভয়েষাং সনিষ্ঠানামেকান্তিনাঞ্চ ব্রহ্মোপাসক ইতি সংজ্ঞৈক্যাৎ সর্বেষাং সর্বগুণোপসংহারো যুক্তঃ, কুতঃ ? সংজ্ঞাতঃ–সংজ্ঞৈকাদিতি । ইতি চেৎ, তদুক্তম্ ; "ন বা" (৩/৩/৩/৮) ইতি সূত্রেণ । তদপি সংজ্ঞৈক্যাদপি তেষাং ভেদমস্ত্যেব ইতি । "সংজ্ঞৈক্যাৎ-জ্যেষ্ঠা ভবন্তি" ইতি স্পষ্টম্ । তস্মাৎ সনিষ্ঠভক্তেভ্য একান্তিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ ; তথাহি– চতুর্বির্বধা মম জনাঃ ফলকামা হি তে স্মৃতাঃ । এষামেকান্তিনঃশ্রেষ্টাস্তে বৈ চানন্য দেবতা ॥ ইতি শ্রীগীতাসু-৭/১৬-১৭ চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ! আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ! ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে । প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ইতি । শ্রীপদ্যবল্যাম্–১/-শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ । অহমিহ নন্দংবন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥ শ্রীভাগবতে–৮/৩/২০ একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ । অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ তস্মাৎ সনিষ্টেভ্যঃ সাধারণেভ্য একান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা ইতি । ননু–শ্রীভগবদবতারবিশেষস্যোপসনে তস্যৈব গুণানাং চিন্তনে চ একান্তিনাং লাঘবত্বং সিদ্ধেদিতি চেৎ, তত্রাহুঃ–ন চেতি । বিষ্ণোরিতি–সর্বব্যাপকস্য বিষ্ণোঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মহিমানং কং প্রবোচং ন কোঽপীত্যর্থঃ ।

অনন্তর গুণোপসংহার বিষয়ে প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিতেছেন–নন্বিতি । এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে–উভয়ের একান্তি ও সনিষ্ঠ উভয়ের ব্রহ্মোপাসক বা সাধকাদি নাম সমান হয়, কোন বিশেষ নাই, অতএব একান্তি ভক্ত ও সনিষ্ঠ ভক্তের সমান সকলগুণ সর্বত্র চিন্তা করিবেন, যেমন ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী উপাসনায় কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য নাই তাহা দেখা যায় । আপনাদের এই প্রকার সংশয় জাত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান বলিতেছেন–সজ্ঞেতি। যদি বলেন সংজ্ঞা হইতে ? তাহা কি কথিত হইয়াছে ; তথাপি ভেদ আছে । অর্থাৎ যদি বলেন–উভয় সনিষ্ঠ ও একান্তি সাধকের ব্রহ্মোপাসক এই সংজ্ঞার নামের একত্ব হেতু সকল ভক্তের সকল শাখা কথিত গুণাবলীর উপসংহার

জ্যেষ্ঠ্যা ভবন্তি ।

ন চ নিখিলগুণানুপসংহর্ত্তুং সনিষ্ঠোঽপি ক্ষমঃ । "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ।

"নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ" (ভা০-১/১৮/১৪) ইতি স্মরণাচ্চ । সংজ্ঞৈকস্য হেতোরন্বয়ব্যভিচারং দর্শয়তি-অস্তীতি । প্রমিতভেদেষ্বপি

তথাহি শ্রীভাগবতে-২/৭/৪১ গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ। শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ অথ শ্রীভাগবতবচন প্রমাণেন দিব্যানন্তগুণরত্নাকরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বেষাং গুণানাং সাধকৈঃ-চিন্ত্যত্বাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি-নান্তমিতি । অগুণস্য-প্রাকৃত-নিদ্রা তন্দ্রাদি সাত্ত্বিকাদি গুণগন্ধবিবর্জ্জিতস্য, অচিন্ত্যালৌকিক-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ভক্তবাৎসল্যাদি দিব্যগুণবৃন্দ বিমণ্ডিতস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য গুণানাং-অন্তরহিতকল্যাণ গুণানাং যোগেশ্বরাঃ, তথা যে চ ভবঃ শ্রীশিবঃ, পাদ্মমুখ্যাঃ-ব্রহ্মাদয়স্তেঽপি অন্তং ন জগ্মুঃ, এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুরিতি । টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্-অগুণস্য-প্রকৃতগুণরহিতস্য কল্যাণগুণানামন্তং যে যোগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ, এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ । ভবঃ শিবঃ পাদ্মো ব্রহ্মা চ মুখ্যো যেষাং তে" ইতি। ননু-তথাত্বেঽপি উপাস্যভেদাভাবাৎ উপাসকানামপি তথাত্বং বিপ্রসংজ্ঞা-বদিতিচেৎ ? তত্রাহঃ-সংজ্ঞৈক্যস্য" ইতি ; স্ফুটার্থম্। পরোবরীয়ঃ ইতি ব্যাখ্যাতম্ । (৩/৩/৩/৮) ;

সঙ্গতি ঃ-অথ পরাধিকরনস্য সঙ্গতিপ্রকারণমাহঃ-তথাচ "ইতি । সুগমম্ । অধিকরণাভ্যাং-

---

চিন্তন করা যুক্তি সঙ্গত হয় । কেন ? সংজ্ঞা নাম সমান হওয়ার নিমিত্ত ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন-তাহা কথিত হইয়াছে, "ন বা" এই সূত্রের দ্বারা । তথাপি নামের একত্ব হইলেও তাহাদের ভেদ বর্ত্তমান আছেই, সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নিবারক জানিতে হইবে । সংজ্ঞার একত্বহেতু সর্বগুণোপসংহার করা যুক্তি সঙ্গত, এই সন্দেহের যে উত্তর তাহা "ন বা প্রকরণ ভেদাৎ" এই সূত্রও ব্যাখ্যানের দ্বারাই কথিত হইয়াছে । সামান্য সংজ্ঞার অপেক্ষা বিশেষ ভূত একান্তি ভাবের শ্রেষ্ঠতাহেতু একান্তি ভক্ত কর্ত্তৃক সকলগুণাবলী চিন্তনীয় নহে ইহাই অর্থ । যদি তাহা স্বীকার না করা হয় তবে একান্তির শ্রেষ্ঠতা ক্ষতি হইবে । শ্রীগোবিন্দদেতবের রূপবিশেষে সমাশক্তচিত্ত হওয়াহেতু একান্তি সাধকগণ সাধারণ ভক্ত সনিষ্ঠগন হইতে জ্যেষ্ঠ হয়েন । অর্থাৎ সুতরাং সনিষ্ঠভক্ত হইতে একান্তি ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে কারিকা-আমার ভক্ত চারিপ্রকার তাহারা প্রায় ফলকামনাকারী, তন্মধ্যে একান্তি ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ তাহারা প্রায় অনন্যদেবাতা হয় । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-হে অর্জ্জুন ! চারিপ্রকার সুকৃত মানব আমাকে ভজন করে, হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! তাহারা আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার হয় । তন্মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানী বিশেষ বা শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানীগণ আমার অতিশয় প্রিয়, এবং আমি ও জ্ঞানীগণের অতিশয় প্রিয় হই । শ্রীপদ্যাবলীতে বর্ণিত আছে-কেহ শ্রুতি কেহ স্মৃতি কেহ বা মহাভারত কথিত সাধন বা উপাস্য ভজনা করুক, আমি কিন্তু এই গোপরাজ শ্রীনন্দকে বন্দনা করি যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ক্রীড়া করিতেছেন ।

পরোবরীয়ো হিরন্ময়াদ্যুপাসনেষু উদ্‌গীথোপাসনমিতি সংজ্ঞৈক্যমস্তীত্যর্থঃ । তথাচ সনিষ্ঠাঃ সর্বান্ গুণানুপসংহৃত্যোপাসীরন্, একান্তিনস্তু গুণবিশেষানিত্যাধিকরণাভ্যাং দর্শিতম্ ॥৯॥

উপসংহাধিকরণ—পরাধিকরণাভ্যামিত্যর্থঃ ।

রাধা-গোবিন্দ-পাদাব্জ-মধুলিহাং সতাং সদা ।
একান্ত-ভক্ত-পুজ্যানাং কৃপৈব মম সম্বলম্ ॥৯॥
॥ ইতি পরাধিকরণং তৃতীয়ম্॥

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—যাঁহার একান্তি ভক্তগণ কোন বস্তু এমন কি মোক্ষও বাঞ্ছা করেন না, কেবলমাত্র তাঁহারই শরণাগত হইয়া অতি অদ্ভুত সুমঙ্গল তাঁহার চরিত্র আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া কীর্ত্তন করেন । অতঃ সনিষ্ঠ ভক্ত সাধারণ হইতে একান্তিগণ শ্রেষ্ঠ ।

যদি বলেন—ভগবদবতারবিশেষের উপাসনায় তাঁহারই গুণাবলীর চিন্তনে একান্তিগণের লঘুতা সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—নচেতি । শ্রীগোবিন্দদেবের নিখিলগুণের উপসংহার চিন্তন করিতে সনিষ্ঠ ভক্তগণও সমর্থ হইবে না । বিষ্ণোরিতি—সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু শ্রীগোবিন্দদেবের নিখিল গুণের মহিমা কে বর্ণনা করিবে ? কেহই না । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সহস্রবদন আদি দেবশেষ শ্রীগোবিন্দদেবের যশোগান করিয়া আজ পর্য্যন্ত অন্ত পায়েন না । অথ শ্রীভাগবত বচন প্রমানের দ্বারা দিব্য অনন্তগুণ রত্নাকর শ্রীগোবিন্দদেবের সকল গুণের সাধক কর্ত্তৃক চিন্ত্যত্বের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—নান্তমিতি । অগুন প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীগোবিন্দদেবের গুণাবলীর যোগেশ্বর ভব পাদ্মমুখ্যগণও অন্ত পায়েন না । অগুণস্য—প্রাকৃতনিদ্রাতন্দ্রাদি সাত্ত্বিকাদিগুণগন্ধ বিবর্জিত, অচিন্ত্য অলৌকিক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি দিব্যগুণবৃন্দ মণ্ডিত শ্রীগোবিন্দদেবের অন্তরহিত কল্যানগুণবৃন্দের যোগেশ্বরগণ তথা ভব শ্রীশিব, পাদ্মমুখ্য—ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহারাও অন্ত পান না, এই হয় ইহ গণনা করিতে পারেন না। ইহার শ্রীস্বামিপাদের টীকা—অগুন প্রাকৃতগুণ রহিতের কল্যাণগুণগণের অন্ত যাঁহারা যোগেশ্বর তাঁহারাও পান না, এই পর্য্যন্তই শ্রীভগবানের গুণ এই প্রকার গণনা করিতে পারেন না । ভব শিব, পাদ্ম ব্রহ্মা যাহাদের মুখ্য তাহারাওপার পান না । যদি বলেন উপাস্যের ভেদাভাব হেতু উপাসক গণেরও তাহাই ভেদাভাব হউক ? যেমন বিপ্রসংজ্ঞা ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সংজ্ঞৈকোতি সংজ্ঞার বিপ্রনামের একত্ব হেতু অন্বয়ের ব্যভিচার দেখাইতেছেন—অস্তীতি । প্রমিত উপাসক ভেদেও পরোবরীয় হিরন্ময়াদি উপাসনাতে উদ্‌গীথ উপাসনা এই প্রকার নামের একত্ব আছে, তথাপি উপাসক এক নহে ।

সঙ্গতি ঃ—অনন্তর পরাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তথাচেতি । সারর্থ সনিষ্ঠভক্তগণ সকল শাখা কথিত গুণবৃন্দ উপসংহার চিন্তন করিয়া উপাসনা করিবেন, কিন্তু একান্তিভক্তগণ স্বোপাস্যে গুণবিশেষ চিন্তন করত উপাসনা করিবেন, ইহাই এই অধিকরণদ্বয়ে উপসংহারাধিকরণেও পরাধিকরণে প্রদর্শিত হইল ইহাই অর্থ । পরম পূজনীয় একান্ত ভক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দদেবপদ কমলের ভ্রমর স্বরূপ সাধুগণের কৃপাই আমার সর্বদা অবলম্বন হয় অন্য কিছু নহে ॥৯॥

এই প্রকার পরাধিকরণ তৃতীয় সম্পূর্ণ ॥৩॥

৪॥ "ব্যাপ্ত্যধিকরণম্–

অথ বাল্যাদীন্ গুণান্ ভগবত্যুপসংহর্ত্তুমারভতে। তাসু এব-কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ ভূ র্ভুবঃ স্ব স্তস্মৈ নমো নমঃ" (গো০-তা০-উ০-১০৭) ইতি।

৪॥ "ব্যাপ্ত্যধিকরণম্"

যশোদোৎসঙ্গ-লালিতো নন্দনন্দন সুন্দরঃ। রূপেণানেন সর্বত্র ব্যাপকো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ অথ অখিলরসামৃতসাগরস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বাৎসল্যরসাস্বাদন প্রকারমাহুঃ। ননু–ভবতু সর্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সনিষ্ঠাদি ভক্তানামুপাস্যঃ, তথাপি সনিষ্ঠভক্তঃ সর্বান্ গুণান্ সর্বত্র সমাহর্ত্তুং যোগ্যো ন ভবেৎ; কুত ঃ? উদ্গীথারাধকবৎ। যথা আকাশোদ্গীথনিষ্ঠং পরোবরীয়স্ত্বং, হিরন্ময়োদ্গীথোপাসনে তদেকান্তিভির্নোপাস্যম্; তথা কিশোর-শ্রীগোবিন্দদেবস্য সনিষ্ঠসাধক-একনিষ্ঠসাধকশ্চ বাল্যাদিধর্ম্মাণং নোপাস্যমিতি; এবং শঙ্কা সমাধানার্থং ব্যাপ্ত্যধিকরণারম্ভঃ' ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বাল্যাদীন্ গুণানিতি, তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৭/৬ "রুদন্স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ" "একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী" (১০/৭/১৮) "একাদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী। প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥ (১০/৭/৩৪) ইত্যাদীন্ গুণান্ শ্রীকৃষ্ণস্য। শ্রীমদ্রামায়ণে–১/১৮/১০ প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোক-নমস্কৃতম্। কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণ সংযুতম্ ॥ ইত্যারভ্য শ্রীরামস্য বাল্যলীলাদীন্ বর্ণয়ামাস: তান্ শ্রীভগবতি সমাহর্ত্তুমারভতে শ্রীবাদরায়ণঃ, শ্রীভগবতো বাল্যাদিধর্ম্মা অপি সাধকানামুপাস্য ইত্যর্থঃ।

বিষয় ঃ–অথ ব্যাপ্ত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"তাসু এব" ইতি। শ্রীগোপালতাপনী-শ্রীরামতাপন্যাদিষু ইতি। তত্রাদৌ শ্রীগোপালতাপনীবাক্যপ্রমাণেন শ্রীভগবতো বাল্যাদিধর্ম্মান্ নিরূপয়ন্তি–

৪॥ "ব্যাপ্ত্যধিকরণ"–

অনন্তর ব্যাপ্ত্যাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীযশোদাক্রোড় ললিত, শ্রীনন্দনন্দনসুন্দর এই রূপের দ্বারাই সর্বত্র ব্যাপক হইয়া আছেন। অথ অখিল রসামৃত মহাপারাবার স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের বাৎসল্যরসাস্বাদন প্রকার বলিতেছেন। শঙ্কা–সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব সনিষ্ঠাদি ভক্তগণের উপাস্য হউক, তথাপি সনিষ্ঠ ভক্তসকল গুণাবলী সর্বত্র চিন্তন করিতে যোগ্য হইবেন না কেন? উদ্গীথ আরাধকের ন্যায় যেমন আকাশোদ্গীথনিষ্ঠ পরোবরীয়তা, হিরন্ময়োদ্গীথ উপাসনে তাঁহার একান্তিভক্ত কর্ত্তৃক উপাসিত হয় না। সেই প্রকার কিশোর শ্রীগোবিন্দের সনিষ্ঠ সাধক ও একনিষ্ঠ সাধক বাল্য পৌগণ্ড প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলের উপাস্যত্বস্বীকার করিবেন না? এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত ব্যাপ্ত্যধিকরণের আরম্ভ। এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

অথ বাল্যাদি গুণসকল শ্রীভগবানে উপসংহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের বাল্যাদিগুণাবলী শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ স্তনপানের ইচ্ছা করিয়া রোদন পূর্বক চরণদ্বয়

কৃষ্ণায়" ইতি। স্বপর্যন্ত সর্বাকর্ষকপরংব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ; কীদৃশায় ? তত্রাহঃ–দেবকীনন্দনায়, তথা ব্যাহৃতিত্রয় স্বরূপায়–ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বরূপায় ইত্যর্থ।

যদ্বা–ভূঃ-পৃথিবী, ভুবঃ–অন্তরীক্ষং, স্বঃ স্বর্গঃ ইতি লোকত্রয় ব্যাপকায় নমো নম ইতি। দেবকী ইতি–শ্রীব্রজরাজনন্দস্য পত্নী। তথাহি–শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণ্যাম্–১০/২১/১০ দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীত্যপি। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥ ইতি বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণ বচনাৎ।

ননু–শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীযশোদাসুতত্বং ন সম্ভবেৎ স্ফুটার্থবিরোধাৎ ; তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/২/২৫ বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে। চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ সমজেনাভিযাচিতাঃ ॥ ইতি চেৎ ; মৈবম্–শ্রীযশোদসুতত্বস্যাপি শ্রীশুকদেবেন বোধিতত্বাৎ ; তথাহি শ্রীদশমে–৩/৮ নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ব্যাখ্যা চ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদানাম্–দেবক্যামিতি–দেহলীপ্রদীপন্যায়েন মধ্যে পাঠসামর্থ্যাচ্চ উভয়ত্রান্বেতি। তমসা–অন্ধকারেণ ; উদ্ভূতে–ব্যাপ্তে ; ভাদ্রপদকৃষ্ণাষ্টম্যাঃ নিশীথে–অর্দ্ধরাত্রে, দেবক্যাং-যশোদায়াম্, জনার্দ্দনে-কৃষ্ণে, জায়মানে–প্রাদুর্ভবতি সতি, দেবক্যাং–দেবকপুত্র্যাং বিষ্ণুঃ-জনার্দ্দনঃ, আবিরাসীদিতি একদৈব উভয়ত্রপ্রাকট্যম্। গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তৌ স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥ ইতি শ্রীহরিবংশাচ্চ। (হরিবং-বিষ্ণুপু০-৪/১১) সমং–যুগপৎ ;

উৎক্ষেপ করিয়াছিলেন। পুনঃ একদা অঙ্ক আরূঢ় পুত্রকে সতী শ্রীযশোদা লালন করিলেন। অপর একদা শ্রীনন্দভামিনী যশোমতী বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্নেহপরিপ্লুত হইয়া দুগ্ধক্ষরিত স্তনপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যাদি গুণাবলী শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীরামায়ণে–সর্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ প্রার্থিত হইলে পরে দিব্যলক্ষণ সংযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যায় জাত হইলেন' এই প্রকার আরম্ভ করিয়া শ্রীরামের বাল্যলীলাদি বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীবাদরায়ণে সেই বাল্য ধর্ম্মসকল শ্রীভগবানে সমাহরণ করিতে আরম্ভ করিতেছেন। শ্রীভগবানের বাল্যাদি ধর্ম্ম সকল ও সাধকগণের উপাস্য ইহাই অর্থ।

বিষয় :–অনন্তর ব্যাপ্ত্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–তাস্বিতি। তাসু অর্থাৎ শ্রীগোপাল তাপনী শ্রীরাম তাপনী শ্রীনৃসিংহ তাপনী প্রভৃতিতে তন্মধ্যে শ্রীগোপাল তাপনী বাক্য প্রমাণের দ্বারা শ্রীভগবানের বাল্যাদি ধর্ম্ম সকল নিরূপণ করিতেছেন–কৃষ্ণায়েতি। দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যিনি ব্যাহৃতিত্রয় স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার। অর্থাৎ স্বপর্য্যন্ত সর্বাকর্ষক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, তিনি কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন–দেবকীর নন্দন তাঁহাকে এবং তিনি ব্যাহৃতিত্রয় স্বরূপ তাঁহাকে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বরূপকে নমস্কার করি ইহাই অর্থ। অথবা ভূঃ পৃথিবী, ভুবঃ অন্তরীক্ষ, স্বঃ স্বর্গলোক এই লোকত্রয় স্বরূপকে নমস্কার নমস্কার। দেবকী শ্রীব্রজরাজ নন্দনের পত্নী, এই বিষয়ে শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে বর্ণিত আছে–শ্রীনন্দের ভার্য্যার দুইটি নাম শ্রীযশোদা ও দেবকী, অতএব শৌরি শ্রীবসুদেবের পত্নীর সহিত সখ্যতা হইয়াছিল, ইহা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে।

আশঙ্কা :–আমাদের আশঙ্কা–শ্রীকৃষ্ণের শ্রীযশোদার পুত্র হওয়া সম্ভব নহে, কেন ? স্ফুটার্থবিরোধ হেতু। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীকে সুখী করিবার ইচ্ছায় কংস

ইত্যক্তের্দ্ধয়োঃ পুত্রাবভূতাম্, দেব্যাঃ পশ্চাজ্জাতত্বাৎ। ততশ্চ–(ভাঃ-১০/৩/৪৭) ততশ্চশৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ ! যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ইতি শ্রীশুকবাক্যাৎ। অতঃ কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তরভাবেন পুত্রকন্যারূপমপত্যদ্বয়ং তচ্চ ক্রমাদ্-বসুদেব-যশোদাভ্যাং ন দৃষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্। দেবরূপিণ্যাম্ ইত্যুক্তেস্তয়োঃ পরাত্বং বোধ্যতে, তেন তদ্গর্ভসম্বন্ধাৎ অপুমর্থত্বং নেত্যাগতম্ ; ন খলু রত্নমন্দিরে সুরভিণি স্থিতোঽপুরুষার্থী নৃপতিঃ প্রতীতঃ। পুষ্কল ইতি–জাতস্য পূর্ণত্বঞ্চ। উত্তরত্র চ–(ভাঃ-১০/৩/৫৩) যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তদ্ বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ইতি। ব্যাখ্যা চ শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদানাং–বসুদেবপত্নীব নন্দপত্নী চ ভগবল্লক্ষণান্যবলোক্য পরমেব স্বগর্ভাজ্জাতম্ অবুধ্যত-পরেশোঽয়মিত্যবৈৎ ;

ননু–কন্যাপাস্যাভূৎ তাঞ্চ তত্রাগতো বসুদেবো নীত্বা স্বপুত্রঞ্চ তত্র নিধায় গতবানিত্যেতৎ কুতো নাবুধ্যত ? তত্রাহ–ন তদ্বেদ ইতি। তৎ–কন্যা-বসুদেবগমনাদিকং ন বেদ ইতি। "ন তল্লিঙ্গম্" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ; তৎ কন্যাজন্ম-তদাগমাদেশ্চিহ্নং নাবুধ্যতেতি সম্বন্ধঃ। "লিঙ্গং চিহ্নানুমানয়োঃ" ইতি বিশ্বলোচনকোষঃ। তদবোধে হেতুঃ ? পরীত্যাদিঃ।

আদিপুরাণে চ স্ফুটমুক্তম্–"নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ" ইতি শ্রীনারদেন। এবঞ্চ সতি, "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে" (ভাঃ-১০/৫/১) "ভগবান্ গোপিকাসুতঃ" (১০/৯/২১) ইত্যাদীনি বাক্যানি মুখ্যার্থান্যেব স্যুঃ। "উপগুহ্যাত্মজাম্" (ভাঃ-১০/৪/৭) ইতি বাক্যন্তু "অষ্টমো মে গর্ভঃ কন্যৈবা ভূৎ" ইতি স্বপুত্রগোপন ফলকামোপচারিকং ধীপূর্বকমেব মুনিনা উক্তং ইতি নাপেক্ষকং তৎ।

কারাগারে শ্রীভগবান শ্রীবসুদেবের পত্নী দেবকীতে জন্মগ্রহণ করেন।

সমাধান :–ইহা বলিতে পারিবেন, না, শ্রীশুকদেব শ্রীযশোদার পুত্ররূপেও বর্ণনা করিয়াছেন–অর্দ্ধরাত্রিকালে অন্ধকার উদ্ভূত হইলে পরে জনার্দন জাত হইবার সময় অতীত হইলে সর্বান্তর্যামী শ্রীবিষ্ণু দেবরূপিনী শ্রীদেবকীতে পূর্ণচন্দ্রের সমান আবির্ভূত হইলেন। এই শ্লোকের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের ব্যাখ্যা–দেবকী শব্দটি–দেহলী প্রদীপন্যায়ের দ্বারা মধ্যে পাঠহেতু উভয়স্থলেই অন্বয় হইবে, অর্থাৎ দেহলীতে প্রদীপ রাখিলে যেমন গৃহের অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রদেশ উভয়স্থান আলোকিত হয়, সেই প্রকার একটি দেবকী শব্দ শ্রীনন্দ পত্নী যশোদা ও শ্রীবসুদেব পত্নী দেবকীর বোধক হইয়াছে। তমঃ অন্ধকারের দ্বারা উদ্ভুতে পরিব্যাপ্ত হইলে পরে ভাদ্রপদমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির নিশীথে অর্দ্ধ রাত্রিকালে দেবকী যশোদায় জনার্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যায়মানে প্রাদুর্ভাব হইলে পরে, দেবকী দেবক পুত্রীতে বিষ্ণু জনার্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই প্রকার উভয় স্থানেই এক সময়েই প্রাকট্য বোধকরায়। গর্ভকাল পূর্ণ হয় নাই এই প্রকার অষ্টম মাসে শ্রীদেবকী ও শ্রীযশোদা দুইটি স্ত্রী এক সময়েই প্রসব করিলেন ইহা শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে। সম অর্থাৎ যুগপৎ এক কালেই, এই প্রমাণহেতু উভয়ের পুত্র হইয়াছিল, যেহেতু দেবী যোগমায়া পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অনন্তর সেই শৌরী বসুদেব শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুত্রকে কোলে করিয়া সূতিকা গৃহ হইতে যে সময় বহিঃ গমনের নিমিত্ত

ননু–যশোদায়াং তজ্জন্ম গূঢ়ভাবেন কথমুক্তমিতি চেৎ ? স্বামীষ্টেত্যিতিগৃহাণ । নন্দগেহে বসুদেবগেহে চ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যতি, স্থিতিস্তু ঐক্যরূপেণ নন্দগেহে ; দ্বৈরূপ্যেণ স্থিতৌ কংসো মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ, ত্বয়াপি মচ্চরিতগায়কেন তথৈবগাতব্যং যথা রহস্যং ন ভজ্যেত" ইতি স্বামিন ইষ্টিঃ । ইতি তস্মাৎ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–১/৪৫০ সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ। কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূত্তথা ॥ ইতি । "যশোদা" ইতি শ্লোকস্য টীকা-শ্রীস্বামিপাদানাম্–"জাতং কিঞ্চিদিত কেবলমবুধ্যত নতু তল্লিঙ্গং পুত্রঃ কন্যা বেতি যোগনিদ্রায়া চ মোহিতেতি" ইতি । ইত্থঞ্চ– "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ" "নন্দস্তাত্মজে উৎপন্নে" (১০/৫/১) "গোপিকা সুতঃ" (১০/৯/২১) "নন্দস্বপুত্রমাদায়" (১০/৬/৪৩) "পশুপাঙ্গজায়" (১০/১৪/১) ইত্যাদীনি বাক্যানি সুপপন্নানি ইতি । ননু–তথাত্বে–ধরা দ্রোণাদীনাং নন্দাদিভবনং কথং সঙ্গতিঃ স্যাৎ ? উচ্যতে–ধরাদীনাং তপস্যাতুষ্ট– ব্রহ্মাদিবরদানহেতুকেন যশোদাদিসাযুজ্যমাত্রেণ তদ্‌ভাবলাভ ইতি সর্বমনবদ্যম্ ।

অথ শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীযশোদাপুত্রত্বং সাধয়ন্তি–"কৃষ্ণশব্দস্তু" ইতি । ননু– কৃষ্ণানুস্মরণং ব্রহ্মবিদ্যা, তথাহি–(ম০ ভা০ উ০-৬/৯৫) "কৃষির্ভূবাকঃ শব্দো ণশ্চ নিবর্বৃতিবাচকঃ । তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ তস্মাৎ নিরবদ্যস্য সর্বেষামাত্মভূতস্য সদানন্দস্যানুস্মরণং পুনঃ পুনশ্চিন্তনং সজাতীয়প্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণং বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধলক্ষণং বা নিদিধ্যাসনং ইহোপাদীয়তে"

ইচ্ছা করিলেন । সেই সময়ে যে অজা যোগমায়া শ্রীনন্দজায়ার দ্বারা জাত হইলেন শ্রীশুকদেব এই প্রকার বলিয়াছেন । সুতরাং শ্রীযোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা ছোট ভগিনী বলা হয় । অতএব কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তর ভাবে পুত্র ও কন্যারূপ সন্তান হয়, তাহা ক্রম পূর্বক শ্রীবসুদেব ও শ্রীযশোদা দর্শন করেন নাই ইহাই জানিতে হইবে । দেবরূপিণী এই উক্তির দ্বারা উভয়ের পরাশক্তিত্ব বোধ করা হইতেছে সুতরাং তাঁহাদের গর্ভসম্বন্ধহেতু শ্রীভগবানের অপুরুষার্থতা হয় নাই তাহাই সিদ্ধান্তে আসিতেছে। কারণ সুগন্ধিত রত্ন মন্দিরে অবস্থিত রাজা পুরুষার্থ বিহীন প্রাতীতি হয় না । পুস্কল শব্দে জাতকের পূর্ণতা প্রকাশ করেন ।

উত্তরে ও–শ্রীনন্দপত্নী যশোদা পরং জাত হইয়াছেন তাহা জানিয়া ছিলেন, পরের ঘটনা সকল জানিতে পারেন না, কারণ নিদ্রার দ্বারা স্মৃতি অপগত হইয়াছিল । এই শ্লোকের শ্রীমৎভাষ্যকার প্রভুপাদের ব্যাখ্যা–শ্রীবসুদেব পত্নীর ন্যায় শ্রীনন্দপত্নীও নিজ পুত্রের ভগবৎলক্ষণ সকল অবলোকন করিয়া পরই স্বগর্ভজাত অর্থাৎ ইনি পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন । যদি বলেন–শ্রীযশোদার একটি কন্যাও হইয়াছিল, বসুদেব গোকুলে আসিয়া তাহাকে লইয়া নিজ পুত্রটি যশোদার শয্যায় রাখিয়া গমন করিয়াছিলেন যশোদা তাহা জানেন নাই কেন ? তাহা বলিতেছেন–নেতি । তৎ কন্যা হইয়াছে ও বসুদেব আগমন করিয়াছেন তাহা জানেন নাই । কোথাও-ন তল্লিঙ্গম্ এই পাঠ দেখা যায়, তাহাতে তৎকন্যা জন্ম ও বসুদেব গমনাদিচিহ্ন জানেন নাই । বিশ্বলোচন কোষে লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন ও অনুমান। তাহা না জানার কারণ ? পরিশ্রান্ত ইত্যাদি । কিন্তু আদি পুরাণে স্পষ্টই বর্ণিত আছে আপনি

ইতি চেৎ ? তত্রাহুঃ–কৃষ্ণশব্দস্য” ইতি । অতিরোহিতার্থম্ ।

অথ শ্রীরামতাপনীবাক্য–প্রমানেন শ্রীরামচন্দ্রস্য বাল্যাদিধর্ম্মান্ নিরূপয়ন্তি–ওঁ ইতি । অস্মিন্–সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণৌ নিখিলব্যাপকে, হরৌ ভক্তানামবিদ্যাপহারকে, চিন্ময়ে–বিজ্ঞানৈকরসে, দাশরথে রঘুরাজস্য কুলে জাতে অখিলং সর্বা সম্পৎ রাতি স্বয়ং দত্ত্বাভূদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ যঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ মহীস্থিতঃ রাজতেঃ, পৃথিব্যন্তর্বর্ত্তী-স্বধাম্নি অযোধ্যায়াং বিরাজতে ইতি ।

তথাচ–শ্রীরামস্য দশরথনন্দনত্বং শ্রীরাময়ণে বালকাণ্ডে–১/১৮/১৬, রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মা নশ্চত্বারোজজ্ঞিরে পৃথক্ । গুণবন্তোঽনুরূপাশ্চ রূচ্যা প্রোষ্ঠপাদোপমাঃ ॥ ইতি । শ্রীমহাভারতে–বনপর্ব্বণি–২৭৪/৬-৭ অজো নামাভবদ্ রাজা মহানিক্ষাকুবংশজঃ । তস্য পুত্রো দশরথঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্–শুচিঃ ॥ অভবংস্তস্য চত্বারঃ পুত্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ । রাম-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্না ভরতশ্চ মহাবলঃ ॥ ইতি । শ্রীভাগবতে চ–৯/১০/১-২ খট্বাঙ্গাদ্ দীর্ঘবাহশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ । অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্ দশরথোঽভবৎ॥ তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো হরিঃ । রাম-লক্ষ্ম-ভরত-শত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া॥ এবং শ্রীভগবতো বাল্যধর্ম্মা শ্রূয়ন্তে । স্মর্য্যন্তে চ তথা স্মৃতিষু ইতি, বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্ভাবয়ন্তি–তে কিম ? ইতি । তে বাল্যধর্ম্মাঃ কিং ব্রহ্মবৎ

শ্রীনন্দগোপের গৃহে শ্রীযশোদার গর্ভে সম্ভবপুত্র । ইহা শ্রীনারদ বলিয়াছেন । এই প্রকার হইলেন–শ্রীনন্দ নিজ আত্মজ উৎপন্ন হইলে পরে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপিকা যশোদার পুত্র হয়েন' ইত্যাদি বাক্য সকল মুখার্থযুক্ত হইবে। অপর শ্রীদেবকী কংস ভয়ে আত্মজাকে ক্রোড়ে করিয়া' ইত্যাদি বাক্য–অষ্টমগর্ভ আমার কন্যাই হইয়াছে, এই প্রকার নিজ পুত্রকে গোপন করিবার ইচ্ছাই তাহা উপচার মাত্র, তাহা শ্রীশুকমুনি বুদ্ধিপূর্বকই বলিয়াছেন সুতরাং তাহার কোন অপেক্ষা নাই । যদি বলেন–শ্রীযশোদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম শ্রীশুকদেব কেন গূঢ়ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন ? শ্রীস্বামীর ইচ্ছাই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রীনন্দগৃহে ও বসুদেব গৃহে আমার প্রাকট্য হইবে, কিন্তু অবস্থান একরূপে গোকুলে শ্রীনন্দগৃহেই হইবে দুইরূপে অবস্থান করিলে কংস আমাকে শত্রু জানিয়া আমার জনক দ্বয়কে দুঃখে নিক্ষেপ করিবে, আমার চরিত্র গায়ক তুমিও সেইরূপ গান করিবে যেমন রহস্য ভঙ্গ না হয়, ইহাই শ্রীস্বামীর ইচ্ছা। অতএব শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনাদি কাল হইতেই শ্রীযশোদার পুত্ররূপে বিরাজিত আছেন, সুতরাং প্রকলীলায় তাঁহার দ্বারাই প্রকট হইয়াছিলেন ।

যশোদা এই শ্লোকের শ্রীস্বামীপাদের টীকা–শ্রীযশোদা কোন জাত হইয়াছে এই কেবল জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার লিঙ্গ পুত্র অথবা কন্যা তাহা জানেন না, কেন ? যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার–শ্রীবিষ্ণুর অনুজা অদৃশ্য হইলেন, শ্রীনন্দ আত্মজ উৎপন্ন হইলে, শ্রীগোপিকাসুত, শ্রীনন্দ নিজপুত্রকে গ্রহণ করিয়া, শ্রীনন্দপশুপের অঙ্গজ, ইত্যাদি বাক্য সকল উপপন্ন হয় । যদি বলেন–এই প্রকার স্বীকার করিলে ধরা ও দ্রোণ প্রভৃতির নন্দাদি হওয়া কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে বলিতেছেন–ধরাদি তপস্যা করিলে ব্রহ্মাদি বরদান করেন সেই বর প্রভাব দ্বারা তাহারা শ্রীযশোদা প্রভৃতিতে সাযুজ্য মাত্রেই সেই মাতৃভাব লাভ করেন এই প্রকার সকল সিদ্ধান্তই অনবদ্য ।

"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে ব্রহ্মণি রূঢ়ত্বাৎ" (ভ০-না০-কৌ০-৩/১১) ইতি নাম কৌমুদীকারাঃ ।

"ওঁ চিন্ময়োঽস্মিন্ মাহাবিষ্ণৌ জাতে দাশরথে হরৌ । রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ ॥ (রা০ তা০-পূ০-১/১) ইতি চ । এবমাদিষু বাল্যাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা শ্রুয়ন্তে । স্মর্য্যন্তে চ তথা স্মৃতিষু । তে কিং চিন্ত্যা ? নবেতি ? বীক্ষায়াং, তৈর্বিগ্রহে ন্যূনাধিক্য ভাবাপত্তেরৈক্যস্য শ্রুতিব্যাকোপাৎ ন চিন্ত্যা, ইতি প্রাপ্তে-

চিন্ত্যাঃ ? উপাসিতব্যাঃ ? অথবা ন চিন্ত্যা ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ—ইতি বীক্ষায়াং পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি—"তৈ" ইতি । পরংব্রহ্মণি স্বোপাস্যে তে বাল্যধর্ম্মাঃ সাধকৈর্নচিন্ত্যাঃ ; কুতঃ ? তৈ র্বাল্যধর্ম্মৈঃ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে ন্যূনাধিক্যভাবাপত্তেঃ—বাল্যবস্থায়াং ন্যূনতাপত্তিঃ, কৈশোরাবস্থায়াং আধিক্যভাবাপত্তিরিতি ; কিঞ্চ তথাত্বে—"রসো বৈ সঃ" (তৈ০-২/৭/১) ইতি পরব্রহ্মণ ঐকরস্য শ্রুতিব্যাকোপাপত্তেঃ ; তস্মাৎ তে বাল্যাদিধর্ম্মাঃ সাধকৈর্ব্রহ্মবৎ-নোপাস্যাঃ" ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

অনন্তর শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামীপাদের বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীযশোদা পুত্রত্ব সিদ্ধ করিতেছেন—কৃষ্ণেতি । শঙ্কা আমাদের আশঙ্কা—এই কৃষ্ণানুস্মরণ ব্রহ্ম বিদ্যা হয় ? কারণ শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—কৃষিভূবাচক শব্দ হয়, ণ কার নির্বৃতি বাচক হয়, এই দুইটি শব্দ মিলিত হইয়া পরব্রহ্ম হয়, যাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । অতএব নিরবদ্য সকলের আত্মভূত সদানন্দ ব্রহ্মের অনুস্মরণ পুনঃ পুনঃ চিন্তন, অথবা সজাতীয় প্রত্যয়াবৃত্তি লক্ষণ বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধ লক্ষণ নিদিধ্যাসন এইস্থলে উপাদেয় হয় ? সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—কৃষ্ণেতি । শ্রীকৃষ্ণ শব্দ তমালনীল কান্তিধারী, শ্রীযশোদাস্তন্যপায়ী ব্রহ্মেই রূঢ় হয় । ইহা শ্রীনাম কৌমুদীকার বলিয়াছেন । অনন্তর শ্রীরামতাপনী বাক্য প্রমাণের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যাদি ধর্ম্ম সকল নিরূপণ করিতেছেন—ওঁ ইতি । এই মহাবিষ্ণু হরি চিন্ময় দাশরথি জাত হইলে পরে রঘুকুলে সকল সম্পত্তি প্রদত্ত হইল, অর্থাৎ এই সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু নিখিল ব্যাপক, হরি নিজ ভক্তগণের অবিদ্যা হরণ কারী, চিন্ময় বিজ্ঞানৈকরস, দাশরথি শ্রীদশরথ নন্দন শ্রীরাম প্রকট হইলে পরে রঘুকুলে সকল সম্পত্তি স্বয়ং প্রদত্ত হইল এই অর্থ । অপর যে শ্রীরামচন্দ্র মহীস্থিত বিরাজিত, পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তী নিজ ধাম শ্রীঅযোধ্যায় বিরাজিত আছেন । শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীদশরথ পুত্রত্ব শ্রীরামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেন—মহাত্মা শ্রীদশরথ রাজার পরম গুণবান রাজার সমান গুণযুক্ত চারিটি পুত্র জাত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে প্রোষ্ঠপাদের ন্যায় কান্তিযুক্ত । শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—ইক্ষাকু বংশজাত অজনামে মহান রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্র স্বাধ্যায়যুক্ত ও শুচিতাদিযুক্ত শ্রীদশরথ তাঁহার ধর্ম্মার্থ মণ্ডিত চারিপুত্র হয়—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ও মহাবলশালী ভরত । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু তাঁহার পুত্র মহাযশারঘু তাহার পুত্র অজ তাঁহার পুত্র মহারাজ দশরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার এই ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় শ্রীহরি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে জাত হয়েন । এই প্রকার বাল্যাদি ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রবণ করা

॥ওঁ॥ ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ওঁ॥৩/৩/৪/১০॥

বাল্যাদিধর্ম্মিণস্তস্য ভগবতো ব্যাপ্তের্বিভুত্বাৎ বাল্যাদিনা তদ্ ভাবাভাবাৎ সমঞ্জসং তত্র তদিত্যর্থঃ । প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ "অনেন সর্বগতত্বম্" (ব্র০-সূ০-৩/২/১৬/৩৮) ইত্যাদিনা । ন চ এবং জন্মাখ্যো বিকারঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" (শু০-যজুঃ পু০ সূ০ ৩১/১৯) ইতি পুরুষসূক্তাৎ । জনিশূন্যস্যৈবাবির্ভাবমাত্রং জন্ম ইতি তদর্থঃ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ—"ব্যাপ্তেশ্চ" ইতি। শ্রীভগবান্ বাল্যাদিধর্ম্মিত্বেঽপি ব্যাপ্তেঃ—নিত্যকৈশোরবৎ সর্বব্যাপকত্বধর্ম্মদর্শনাৎ, তত্র উপাস্যভাবত্বং সমঞ্জযসমিতি ; "চ" শব্দেন তস্য উপাস্যত্বমপিসিদ্ধমিত্যর্থঃ । বাল্যাদি ইতি—তদ্‌ভাবাভাবত্বং—শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে বাল্যাদিদশায়ামপি ন্যূনাধিক্যভাবাভাবত্বমিত্যর্থঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ । ননু—শ্রীরাম-কৃষ্ণাদীনাং ভগবদবতারানাং জন্মমৃত্যু দর্শনাৎ নোপাস্যাঃ তে ; তথাহি—শ্রীমহাভারতে দ্রোণ পর্বণি—৫৯/১, রামং দাশরথিং চৈব মৃতং সৃঞ্জয় ! শুশ্রুম্ । যং প্রজা অন্বমোদন্ত পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥ শ্রীভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণস্য—১/১৫/৩৪, "যয়াহরদ্‌ভুবোভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ" অপিচ—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ" ইতি শ্রীগীতাবচনপ্রমাণ্যাৎ (২/২৭) সর্বেষাং সমান নিয়মদর্শনাৎ ন তে উপাস্যঃ" ইতি

যায়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের বাল্য ধর্ম্মসকল শ্রুতি শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়, এবং স্মৃতি তাহাই স্মরণ করাইতেছেন । এই বিষয় বাক্য বর্ণিত হইল ।

সংশয় ঃ—এই বিষয় বাক্যে সংশয়ের উদ্ভাবনা করিতেছেন—ত ইতি । তাহারা কি চিন্ত্য ? অথবা নহে ? অর্থাৎ সেই বাল্য ধর্ম্মসকল ব্রহ্মের সমান চিন্ত্য উপসনা করিতে হইবে ? অথবা ন চিন্ত্য উপাসনা করিতে হইবে না ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই প্রকার বীক্ষা হইলে পূর্বপক্ষের অবতারণ করিতেছেন—তৈরিতি । তাহার দ্বারা বিগ্রহে ন্যূনাধিক ভাবাপত্তিহেতু একত্ব শ্রুতিব্যাকোপ হেতু চিন্তা করিবেন না । অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বোপাস্যেতে বাল্যধর্ম সকল সাধক চিন্তা করিবেন না, কেন ? বাল্য ধর্ম্ম সকলের দ্বারা শ্রীভগবদ্বিগ্রহে ন্যূনাধিক্যভাবাপত্তিহেতু, বাল্যাবস্থায় বিগ্রহে ন্যূনতাপত্তি, এবং কৈশোরাবস্থায় বিগ্রহে আধিক্যভাবাপত্তি হইবে, অপর তাহা স্বীকার করিলে "তিনি রস স্বরূপ" এই প্রকার পরব্রহ্মের এক রসতা শ্রুতিব্যাকোপাপত্তি, অতএব স্বোপাস্যে বাল্যাদিধর্ম্মবৃন্দ সাধক ব্রহ্মের সমান উপাসনা করিবেন না । ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য জানিতে হইবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—ব্যাপ্তেশ্চেতি । ব্যাপ্তিহেতু সমঞ্জস হয় । অর্থাৎ শ্রীভগবান বাল্যাদি ধর্ম্মযুক্ত হইলেও ব্যাপ্তি নিত্যকৈশোরবৎ বাল্যাদিরও সর্বব্যাপকত্বধর্ম্ম দেখা যায়, সুতরাং তাহাতে উপাস্য ভাব ধারণ করা সমঞ্জস

"চ" কারাৎ "রসো বৈ সঃ" (তৈ–২/৭/২) ইতি রসাত্মকত্ব শ্রবণাৎ। স্বোপাসকানাং যাদৃশেন রূপেণ লীলারসানুভবস্তাদৃশং রূপমচিন্ত্যয়া শক্ত্যা প্রকটতীতি সমুচ্চিতম্। তদুপাসকাশ্চ নিত্যমুক্তাদয়োঽনন্তাঃ।

চেৎ ? তত্রাহুঃ–ন চেতি। শ্রীভগবতো জন্মাদিলীলাশ্রবণকারিণাং সংসারমোচকত্ব শ্রবণাৎ, ন স বিকারঃ। তথাহি–শ্রীগীতাসু–৪/৯ "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ! ॥ শ্রীভাগবতে চ–১/৩/২৯ জন্মগুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ। সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্‌বিমুচ্যতে ॥ তস্মাজ্ জন্মাখ্যো বিকারঃ শ্রীভগবতি নাস্তি, কিন্তু–অখিল রসামৃতপারাবারস্য লীলাময়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বভক্তাভিলাষপুরণার্থং বাল্যাদি লীলানাং প্রকাশ ইতি।

"অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইতি তন্মুখোক্তেঃ। (ভাঃ–৯/৪/৬৩)। শ্রীরামস্য তু তথা বর্ণনং পুত্রশোকাকূল শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য প্রবোধনার্থমেব ইতি। অথ শ্রুতিবাক্য প্রমাণেন শ্রীভগবতো বিকারাভাবত্বং প্রতিপাদয়ন্তি– অজায়মানঃ ইতি। অজয়মানঃ–জন্মাদিষড়্‌ভাববিকাররহিতঃ, সদৈকরূপঃ, তথাপি বাৎসল্য-সখ্যাদিরসাস্বাদনার্থং বহুধা বিজায়তে–প্রকাশতে" ইতি। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জন্মাদিবিকারাদি-নাস্ত্যেব। অথ জন্মশব্দস্যার্থমাহুঃ–জনি শূন্যঃ" ইতি। সূত্রস্থ–"চ" শব্দস্যার্থমাহঃ–চকারাদিতি। রসঃ" ইতি– আনন্দময়ঃ পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ রসস্বরূপ এব, তস্মিন্ জন্মাদিবিকারো নাস্তীত্যর্থঃ।

হয়, "চ" শব্দের দ্বারা তাহার উপাস্যত্ব ও সিদ্ধ হয় ইহাই অর্থ। বাল্যাদি ধর্ম্মযুক্ত শ্রীভগবানের ব্যাপ্তি বিভুত্ব দর্শন হেতু বাল্যদি ধর্মের দ্বারা তদ্‌ভাবের অভাব হেতু সমঞ্জস শ্রীভগবানে বাল্যাদি ধর্ম্ম। অর্থাৎ তদ্‌ভাবাভাবতা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে বাল্যাদি দশাতেও ন্যূনাধিক্য ভাবের অভাব ইহাই অর্থ হয়। এই বিষয়টি পূর্বে "অনেন সর্বগতত্বম্" এই সূত্রের দ্বারা বিস্তার করা হইয়াছে।

শঙ্কা–যদি বলেন শ্রীরাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবদবতারগণের জন্ম মৃত্যু দর্শন হেতু তাঁহারা উপাস্য নহেন। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–হে সৃঞ্জয় ! দাশরথি রাম ও মরিয়াছেন ইহা শ্রবন করা যায়, যিনি প্রজাগণকে পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে পালন করেন সেই প্রকার পালন করিতেন। শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের মৃত্যু বর্ণিত আছে–যে শরীরের দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন অজ কৃষ্ণ সেই তনু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অপর–যে জাত হইয়াছে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে মরিয়াছে তাহার জন্ম অবশ্যই হইবে এই শ্রীগীতবচন প্রমাণহেতু, সুতরাং সকলের সমান নিয়ম বশতঃ বাল্যাদি ধর্ম্ম উপাস্য নহে।

সমাধান–এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন–নচেতি। এই প্রকার জন্মকে বিকার বলিতে পারিবেন না। অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্মাদিলীলা শ্রবণকারি সাধকগণের সংসারমোচন হয়, তাহা শ্রবণ করা যায়। শ্রীশ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–হে অর্জ্জুন ! যে মানব আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম তত্ত্বত জানে, সে এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না আমার নিকটেই আসে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবানের জন্ম পরম গোপনীয়, ইহা যে মানব সংযত মনে ভক্তি পূর্বক প্রাতঃ ও সায়ংকালে কীর্ত্তন করে সে

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (গো০ তা০ পূ০-৩৯) ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধা বোধ্যাঃ ।

এক এব নানা বয়াংসি তদুপাসকেষু যুগপদ্ ব্যনক্তি । সুর-মনুষ্যাসুরেষু "দ" (বৃ০ ৫/২/৩) শাব্দ ইব নানার্থানিত্যন্যে ।

তথাহি শ্রীভাগবতে-১০/১৩/৫৪ সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ ॥ ইতি । অত্র সারার্থমাহুঃ-স্বোপাসকানামিতি । স্পষ্টম্ । তথাচ-শ্রীভগবতি বাল্যাদিরসাস্বাদকানাং পরমৈকান্তিক ভক্তানাং নিত্যত্বাৎ বাল্যাদিলীলানাং অরণ্যচন্দ্রিকাবৎ কিঞ্চিৎ অন্তরা অন্তরা প্রকাশ ইতি ন বক্তব্যম্ ; তথাত্বে নিত্যত্বাভাবৎ। অথ শ্রীভগবল্লীলাদীনাং নিত্যমুক্তোপাস্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি-"তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইতি ।

বিষ্ণোঃ-সর্বব্যাপকস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য তৎপ্রাকৃতবস্তুস্পর্শশূন্যং পরমং-সর্বশ্রেষ্ঠং পদং গোকুলবৈকুণ্ঠং সূরয়ঃনিত্যমুক্তাঃ সদা পশ্যন্তি ; তথাহি শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষনম্-১০/৮৭/২১ "মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে" ইতি । ইত্যাদি-আদি শব্দাৎ-"তদ্‌বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংশঃ সমিন্ধতে" বিপ্রাসঃ-শ্রীভগবদারাধনেন-নিবৃত্তনিখিলক্লেশাঃ ব্রাহ্মণাঃ, বিপণ্যবঃ-পরিত্যক্তলৌকিকব্যবহারাঃ জাগৃবাংশঃ-শ্রীভগবল্লীলানুভবকারিণঃ,

---

দুঃখ সমূহ হইতে বিমুক্ত হয় । অতএব জন্মাখ্যবিকার শ্রীভগবানে নাই, কিন্তু অখিল রসামৃত পারাবার লীলাময় শ্রীগোবিন্দদেবের নিজ ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বাল্যাদিলীলার প্রকাশ হয় । কারণ তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন-আমি ভক্তের পরাধীন হই । শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু বর্ণনা কেবল মাত্র পুত্রশোকাকূল শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রবোধ প্রদানের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে ।

অনন্তর শ্রুতিবাক্য প্রমানের দ্বারা শ্রীভগবানের বিকারাভাবত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন-অজায়েতি। পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে-অজায়মান শ্রীভগবান বহুপ্রকারে জাত হয়েন । অর্থাৎ অজায়মান জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার রহিত সদৈকরস শ্রীভগবান, তথাপি বাৎসল্য সখ্যাদি রসাস্বাদনের নিমিত্ত বহুধা প্রকাশিত হয়েন, অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জন্মাদি বিকার নাই । অথ জন্ম শব্দের অর্থ বলিতেছেন-জনীতি । জনি শূন্যেরই আবির্ভাব মাত্রকে এই জন্ম বলা হইয়াছে ইহাই তাহার অর্থ । সূত্রস্থ চকারের অর্থ বলিতেছেন-চেতি । চ কারের দ্বারা "তিনি রসস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রীভগবানের রসাত্মকত্ব শ্রবণ করা যায় । অর্থাৎ আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব রসস্বরূপ হন, তাঁহাতে জন্মাদি বিকার নাই ইহাই অর্থ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সকল সত্য জ্ঞানানন্ত আনন্দময় একমাত্র রসময়মূর্ত্তি হয়েন ।

এইস্থলে সারার্থ বলিতেছেন-স্বোপাসকানামিতি । শ্রীভগবান নিজ উপাসকগণের যে প্রকার রূপের দ্বারা লীলারসানুভব হয় সেই প্রকার রূপ স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা প্রকট করেন ইহাই সারার্থ। এবং তাঁহার উপাসকগণও নিত্যমুক্তাদি নানাপ্রকারের বা অনন্ত । অর্থাৎ শ্রীভগবানে বাল্যাদিরসাস্বাদকপরম একান্তি ভক্তগণের নিত্যত্বহেতু বাল্যাদিলীলাবৃন্দ অরণ্যচন্দ্রিকা ন্যায়ে কিছু পরে পরে প্রকাশ হয়, এইরূপ বলিতে পারিবেন না, তাহাতে লীলার নিত্যতা থাকে না এই ভাবার্থ । অনন্তর শ্রীভগবানের লীলাদির নিত্যেমুক্তোপাস্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন-তদিতি । শ্রীবিষ্ণুর তাহা পরম পদ সুরিগণ দর্শন

তথাচ বাল্যাদিমতোঽপি বিভূত্বেন ঐক্যরস্যাচ্চিন্ত্যাস্তত্র বাল্যাদয় ইতি ॥১০॥

সমিন্ধতে বৈকুণ্ঠাদৌ বিরাজতে ইতি। তথাহি শ্রীভাগবতে–২/১/৯ পরিনিষ্ঠেতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমশ্লোক-লীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং যদধীতবান্‌ ॥ তস্মাৎ পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবপ্রকটিতা বাল্যাদিলীলা ন অনিত্যা, কিন্তু উপাস্যা ইত্যর্থঃ। অথ সারার্থমাহুঃ–এক ইতি। স্পষ্টম্‌। অত্র–নানাবয়াংসি–বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাণি ইতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহুঃ–সুরঃ" ইতি। স্পষ্টম্‌।

তত্রেয়মাখ্যায়িকা বৃহদারণ্যকোপনিষদি বর্ত্ততে; দেব-মনুষ্য-অসুরাঃ ত্রয়ঃ প্রজাপত্যাঃ পিতরি-ব্রহ্মণঃ সমীপং স্বমঙ্গললাভার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদিপালনং কৃত্বা নিবসয়ামাসুঃ। উষিত্বা চ সর্বাদৌ দেবা ঊচুঃ–ভো ভগবন্‌! অস্মাননুশাসয়তু; যথাস্মাকং মঙ্গলং স্যাদিতি। ব্রহ্মা তেভ্যো "দ" ইত্যেকাক্ষরমুবাচ; অপৃচ্ছচ্চ-এতস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাতবন্তঃ? তে হোচুঃ–জ্ঞাতমস্মাভিরিতি-"দাম্যতেতি" ইতি। অথ মনুষ্যাঃ তথৈবমপৃচ্ছন্‌–তদা তেভ্যোঽপি "দ" ইত্যেকমক্ষমুক্ত্বাপৃচ্ছৎ–ব্যজ্ঞাশিষ্টাঃ? মনুষ্যাস্ত তস্যার্থং দানমিতি মত্বা ঊচুঃ–জ্ঞাতমস্মাভিরিতি–দত্তেতি" ইতি।

এবমসুরৈরপি জিজ্ঞাসিতে সতি ব্রহ্মা তদেবমেকাক্ষরং "দ" ইত্যুবাচ–জিজ্ঞাসয়ামাস চ–অস্যাভিপ্রায়ং যুস্মদ্ভির্জ্ঞাতম্‌? তে হোচুঃ–জ্ঞাতমস্মাভিরিতি–দয়ধ্বমিতি" ইতি। তদেতত্রয়ং শিক্ষেৎ-দমং, দানং, দয়ামিতি" ইতি ॥ অত্র যথা একস্য এব দশব্দস্য অধিকারিভেদাদর্থভেদং, তথা প্রকৃতেঽপি উপাসকভেদাৎ লীলাভেদমিতি সিদ্ধান্তম্‌।

সঙ্গতি ঃ–অথ ব্যাপ্ত্যধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ–তথাচ" ইতি। প্রকাটার্থমিতি। তস্মাৎ বল্যাদিধর্ম্মাস্তস্য নিত্যা-নিত্যভক্তৈরুপাস্যতে; তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৫৯/২৫--

ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্‌ নমোঽস্তুতে" ইতি। অতঃ সর্বং সুসিদ্ধান্তিতমিত্যর্থঃ ॥১০॥

ইতি ব্যাপ্ত্যধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্‌ ॥৪॥

করেন, অর্থাৎ বিষ্ণু সর্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবের তৎ সেই প্রাকৃতবস্তু স্পর্শশূন্য পরম সর্বশ্রেষ্ঠ পদ গোকুলবৈকুণ্ঠে সুরি নিত্যমুক্তগণ সদা দর্শন করেন, শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে বর্ণিত আছে–মুক্তগণও এই শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করেন, ইত্যাদি শ্রুতি সিদ্ধ বুঝিতে হইবে। ইত্যাদি আদি পাদে-তদিতি। শ্রুতি সিদ্ধ বিপ্রাসঃ শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা নিবৃত্ত নিখিল ক্লেশ ব্রাহ্মণগণ বিপণ্যবঃ যাঁহারা লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, জাগৃবাং শঃ–যাহারা শ্রীভগবানের লীলা অনুকারীগণ যাঁহারা বৈকুণ্ঠাদিলোকে বিরাজিত আছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীশুকদেব কহিলেন–হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া এই মহদ খ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক প্রকটিত বাল্যাদিলীলা অনিত্যা নহে, কিন্তু উপাস্যা এই অর্থ। অনন্তর এই সূত্রের সারাংশ বলিতেছেন–একেতি। শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও বাল্যাদি নানাপ্রকার বয়স সেই সেই উপাসকগণের জন্য যুগপৎ অভিব্যক্ত করেন, অত্র নানাবয়স–বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদি নানা বয়স। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–সুরেতি। সুর মনুষ্য অসুরগণের মধ্যে "দ" শব্দের সমান

৫॥ "সর্বাভেদাধিকরণম্"–

ননু–বাল্যাদিকর্ম্মণামপি ভগবর্দ্ধণামপি ভগবদ্ধর্ম্মত্ত্বান্নিত্যত্বং তেষু তৎ পরিকরযোগেন

৫॥ "সর্বাভেদাধিকরণম্"

নিত্যধাম্নি সদা নিত্য-লীলঃ শ্রীশ্যামসুন্দরঃ ।
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্য মিতি শ্রীমুখবর্ণনাৎ ॥

ননু–বাল্যাদিস্বরূপকৃতকর্ম্মাণাং নিত্যত্বে ক্বচিদুক্তানাং লীলানাং অন্যত্রানুক্তেস্বরূপে তেষামুপসংহারঃ

নানা অর্থ গ্রহণ, ইহা অন্য আচার্য্য বলেন। অর্থাৎ এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে একটি আখ্যায়িকা আছে–এক সময়ে দেবতা মানব ও অসুর এই তিন প্রজাপতির পুত্রগণ জগৎপিতা ব্রহ্মার সমীপে নিজ মঙ্গল লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করিয়া নিবাস করিলেন । বহুকাল নিবাস করত সর্ব প্রথম দেবগণ বলিলেন–হে ভগবান ! আমাদিগকে অনুশাসন করুন যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় । প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদিগকে "দ" এই একটি মাত্র অক্ষর উপদেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা ইহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছ ? দেবগণ বলিলেন জানিয়াছি "দাম্য" দম এই দকারের অর্থ ইন্দ্রিয় দমন করা । অনন্তর মানবগণ সেই প্রকার প্রশ্ন করিলে তাহাদিগকেও "দ" এই একাক্ষর উপদেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । তোমারা এই দকারের অর্থ জানিয়াছ ? মানবগণ তাহার অর্থ দান বুঝিয়া বলিলেন আমরা জানিয়াছি দকারের অর্থ দান । এই প্রকার অসুরগণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকেও সেই একমাত্র দকারের উপদেশ ও প্রশ্ন করিলেন–তোমরা উপদেশের অভিপ্রায় বুঝিয়াছ ? তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি–দয়া করিবে । এই একটি দকারের উপদেশে দম দান ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করিতে হইবে । এইস্থলে যেমন একটি "দ" শব্দের অধিকারী ভেদে অর্থ ভেদ হয়, সেই প্রকার এই পরব্রহ্মেও উপাসক ভেদহেতু লীলাভেদ স্বীকার্য্য ইহাই সিদ্ধান্ত ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর ব্যাপ্ত্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তথাচেতি । তথাচ শ্রীভগবান বাল্যাদি ধর্ম্ম যুক্ত হইলেও বিভুতা হেতু এবং একরসত্ব প্রযুক্ত তাঁহাতে বাল্যাদি ধর্ম সকল চিন্তা করিতে হইবে । অতএব বাল্যাদি ধর্ম্মসকল শ্রীভগবানের নিত্য সুতরাং নিত্যভক্তগণ উপাসন করেন । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে পরমাত্মন্ ! আপনি নিজ ভক্তের ইচ্ছায় রূপ প্রকাশ করেন আপনাকে নমস্কার করি। অতঃ সকল সুসিদ্ধান্ত করা হইল এই অর্থ ॥১০॥

এই প্রকার ব্যাপ্ত্যাধিকরণ চতুর্থ মপাপ্ত ॥৪॥

চ ভাব্যমিতি বাচ্যম্ । তত্র একস্য তৎপরিকরস্য পূর্বোত্তরভাবেন–অনেক কর্ম্মসম্বন্ধোঽভিমতঃ । পূর্বস্য কর্ম্মণো নিত্যত্বে তৎসম্বন্ধিনঃ পরিকরস্যাপি তত্র নিত্যসম্বন্ধো বাচ্যঃ । তমন্তরা তৎস্বরূপাসিদ্ধেঃ । এবং সতি–উত্তরকর্ম্মসম্বন্ধস্তস্য দুরুপপাদঃ ।

স্যাৎ ; কিন্তু তেষামুপসংহারো ন সম্ভবেৎ ; লীলানাং কর্ম্মত্বেন বিনাশাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ; ইতি লীলানামানিত্যতা সন্দেহ-নিরাকরণায় সর্বাভেদাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যাধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ সর্বাভেদাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহ ঃ–তথাহি-আথর্বাণি-৪র্থঃ প্রপাঠকে, "একো দেবো নিত্যলীলানরক্তঃ সর্বব্যাপী ভক্তহৃদ্যান্তরাত্মা" ইতি । শ্রীগীতাসু–৪/৯, "জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্" শ্রীভাগবতে চ–১/৩/৩৫ এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ । বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥ শ্রীদশমেঽপি-১১/৫৯

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লাবনাদিভিঃ ॥ ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ– এতাঃ শ্রীভগবতো জন্মাদিলীলাঃ নিত্যাঃ ? ব্রহ্মবদুপাস্যাঃ ? অথবা–অনিত্যাঃ, হেয়াঃ ? প্রাকৃতমানববৎ বর্জনীয়াঃ" ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"ননু" ইত্যাদি । "ননু–বাচ্যম্" ইতি, স্ফুটার্থম্ । তথাচ–শ্রীভগবতো বাল্যাবস্থাকৃত-কর্ম্মণাং, বাল্যাদিধর্ম্মনাঞ্চ তদভিন্নত্বান্নিত্যত্বম্ ; তচ্চ

৫॥ "সর্বাভেদাধিকরণ"–

অনন্তর সর্বাভেদাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য এই শ্রীমুখবচন হেতু নিত্যধামে শ্রীশ্যামসুন্দর নিত্যলীল নিত্যই লীলা বিহার করেন । যদি বলেন–শ্রীভগবানের বাল্যাদিস্বরূপের কৃত কর্ম সকলের কোন শাখায় কথিত লীলাবৃন্দের অন্যস্বরূপে কথিত না হইলে তাহাদের উপসংহার হইবে, কিন্তু তাহাদের উপসংহার হইবে না, কারণ ? লীলা সকলের কর্ম্মত্বহেতু তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি সুতরাং অনিত্য ? এই প্রকার লীলাবলীর অনিত্যতা সন্দেহ বিনাশের নিমিত্ত সর্বাভেদাধিকরণের আরম্ভ এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ–অথ সর্বাভেদাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ– অথর্বণি পুরুষবোধিনী উপনিষদে বর্ণিত আছে–শ্রীগোবিন্দদেব একাকী নিত্যলীলায় অনুরক্ত তিনি সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মা ও ভক্তহৃদয়বাসী । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–হে অর্জ্জুন ! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অলৌকিক । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে ঋষিগণ ! হৃদয়পতি অজ অকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবের কবিগণ বেদগোপ্য জন্ম এবং কর্ম সকল বর্ণন করিয়া থাকেন । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবলরাম কৌমারোচিত নিলায়ন সেতুবন্ধ মর্কটোৎপ্লবনাদি বিহারের দ্বারা এই প্রকার কৌমার কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ইত্যাদি বিষয়বাক্য।

সংশয় ঃ–এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–এই শ্রীভগবানের জন্মাদি লীলাসকল নিত্যা ? ব্রহ্মের সমান উপাসনার যোগ্যা ? অথবা অনিত্যা ? হেয়া, প্রাকৃত মানবের কর্ম্মের ন্যায় বর্জনীয়া এই

উত্তরস্মিন্ সম্বন্ধে স্বীকৃতে তু পূর্বস্য নিত্যত্বং ব্যাহন্যতে । নিত্যত্বেচোত্তর কর্ম্মসম্বন্ধিনস্তস্যান্যত্বং ভবেৎ । তদিদমনুভবেন শাস্ত্রেণ চ বিরুধ্যতে ।

তথাচ—কর্ম্ম খলু পূর্বাপরভূতাংশঃ, প্রত্যংশমপি—আরম্ভসমাপ্তিভ্যাংসিদ্ধ্যদ্ বীক্ষ্যতে। তেন বিনা ন তৎ স্বরূপং সিদ্ধ্যেৎ ।

বাল্যধর্ম্মোপাসকানাং পরিকরাণাং সহযোগেন সিদ্ধ্যতি । "তত্র"—একস্য-ইতি, ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্ । ইদমত্র তত্ত্বম্—শ্রীভগবতো বাল্যাদিকৃতকর্ম্মণাং নিত্যত্বে স্বশাখায়ামনুক্তানাং শাখান্তরে বর্ণিতানাং ধর্ম্মাণাং স্বোপাস্যে উপসংহারঃ স্যাৎ ; ন চ তেষাং কর্ম্মণাং নিত্যত্বমস্তি ; তেষাং কর্ম্মত্বেন বিনাশাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। তচ্চ কর্ম্ম মুর্ত্তদ্রব্যমাত্রসমবেতং, অনিত্যঞ্চ, উত্তরসংযোগাৎ কদাচিদাশ্রয়নাশাচ্চ নশ্যতি, ইতি, জ্ঞেয়ম্ । "ক্রিয়া কর্ম্ম লীলা চ ইতি পর্য্যায়শব্দাঃ, অত আরম্ভ-সমাপ্তিতঃ তৎপরিকরজন সম্বন্ধবন্তি খলু কর্ম্মাণি প্রতীয়ন্তে ; পরিকরজনসম্বন্ধং বিনা তেষাং কর্ম্মণাং স্বরূপানি ন সিদ্ধ্যেয়ুঃ । তেন-পরিকরসম্বন্ধেন তস্যা লীলায়া ঘটিতত্বাৎ । তস্মাৎ আরম্ভ-সমাপ্তিমতাং কর্ম্মণাং হ্যনিত্যত্বমসন্দেহমিতি ।

ননু—প্রত্যেকং কর্ম্মণাং বহুত্বং তথা পূর্বোত্তরয়োঃ কর্ম্মণোঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ স্যাতাম্, ন তু নাশৌ, এবং পুর্বোত্তরকর্ম্মণোরাবির্ভাবতিরোভাবৌ স্বীকৃত্য ধারাবাহিকতয়া তেষাং জন্মাদিলীলানাং নিত্যতা" ইতি চেৎ ? উচ্যতে—প্রত্যেকং লীলায়াং তৎ-লীলাপরিকরাণাং ভিন্নত্বাৎ—ন লীলানাং নিত্যতা ; তথাহি—যে খলু জন্মাদিলীলায়াঃ পরিকরা, তে পৌগণ্ডলীলায়াং ন বিদ্যন্তে ; যে চ পৌগণ্ডলীলা পরিকরাস্তেঽপি

প্রকার সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন—নন্বিতি । যদি বলেন—বাল্যাদি ধর্ম্মসকলের ভগবৎ ধর্ম্ম হওয়া হেতু নিত্য, কারণ শ্রীভগবানের পরিকরগণের সর্বদা সংযোগহেতু নিত্যই হইবে" এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, অর্থাৎ শ্রীভগবানের বালককালের কৃত কর্ম্ম সকলের ও বাল্যাদি ধর্ম্মসকলের শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন হওয়াহেতু নিত্য হউক, তাহা বাল্যাদি ধর্ম্মোপাসক পরিকরগণের সহযোগে সিদ্ধ হইবে, তাহা বলিতে পারিবেন না । কর্ম্মের নিত্যত্ববিষয়ে শ্রীভগবানের একটি লীলাপরিকরের পূর্বোত্তর ভাবে অনেক কর্ম্মের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । পূর্বকর্ম্মের নিত্যত্ব হইলে তৎসম্বন্ধী পরিকরেরও সেই লীলায় নিত্য সম্বন্ধ বলিতে হই ঐপ্রকার স্বীকার না করিলে লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হয় না । এই প্রকার হইলে পরে সেই পরিকরের উত্তর কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করা অসম্ভব হয় । উত্তরকালের কর্ম্মে সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কিন্তু পূর্ব কর্ম্মের নিত্যতার ব্যাঘাত হয় । যদি নিত্য স্বীকার করা হয় তবে উত্তর কর্ম্মসম্বন্ধি পরিকর অন্যই হইবে। এই প্রকার কর্ম্মের বা লীলার নিত্যতা অনুভব শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ হয় ।

সারর্থ এই যে—কর্ম্মের দুইটি ভাগ পূর্বাংশও পরাংশ, প্রতিটি অংশই আরম্ভ এবং সমাপ্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা না হইলে কর্ম্মের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না । সেই প্রকার কর্ম্ম হইলে রসানুভব হইবে না, সুতরাং শ্রীভগবানের লীলা কি প্রকারে নিত্য হইবে । কারণ চিত্র লিখিত সর্বদা এক রসবিশিষ্ট বস্তুতেই

ন চ তেন ক্রমেণ রসানুভবঃ । ততঃ কথং তন্নিত্যত্বম্ ? চিত্রলিখিতবৎ সদৈকরস্যে হি নিত্যতা প্রতীতা ।

কিঞ্চ প্রকাশভেদৈরারম্ভে প্রত্যেকং বহুত্বাৎ স্যাদবিচ্ছেদঃ । পৃথগারম্ভাদন্যত্বং তু দুর্নিবারম্ । ততশ্চ তদেবেদমিতি প্রতীত্যনুদয়াৎ কথং তন্নিত্যত্বং প্রত্যেতব্যম্ । তস্মাৎ কর্ম্মনিত্যত্বমসমাধেয়মিতি । এবং প্রাপ্তে তন্ত্রেণোত্তরমাহ–

কৈশোরলীলায়াং ন বিদ্যন্তে ; তস্মাৎ পূর্বোত্তরয়োঃ কর্ম্মণোর্বিনাশোৎপাদৌ এব ভবেতাম্ ; ন তু আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ।

ননু–সৈবেয়ং লীলা ইত্যভেদপ্রতীয়তে তদ্রূপতয়া তস্যা নিত্যত্বমিতি চেৎ ? অনবধানাৎ । তথাহি–তদেবেদং মহৌষধম্, যৎ ত্বয়া পুরা উপভুক্তম্” ইতিবৎ তস্যাঃ সাদৃশ্যমাত্রত্বম্ ; ন তু সম্পূর্ণ-ভেদরাহিত্যম্, কর্ম্মণো ভেদবিনিশ্চয়াৎ । ননু–আরম্ভ সমাপ্তী মাস্তাং ; কিন্তু চিত্রনর্ত্তক ন্যায়েন তৎকর্ম্মৈব একরসমস্তু ; তেন লীলয়া নিত্যতা” ইতি চেৎ ? তদপি ন যুক্তিসঙ্গতম্ ; আরম্ভ-সমাপ্তিভ্যাং বিনা লীলাস্বরূপাসিদ্ধেঃ ; তথা তৎ ক্রমানুভবেন রসোদয়ো ভবেৎ ; সদৈকরস্যে অনুভববৈচিত্র্যভাবাৎ রসোদয়াসিদ্ধেশ্চ ।

কিঞ্চ তয়োঃ পূর্বোত্তরয়োঃ কর্ম্মণোঃ তত্তৎ পরিকরজনসম্বন্ধঃ সর্বানুভবসিদ্ধঃ, তস্য একস্য পরিকরস্য একস্য কর্ম্মণি স্থিতিরভ্যুপগমে অন্যস্য স্বরূপং ন সিদ্ধ্যেৎ ; কিঞ্চ নেদং যুক্তিমাত্রসিদ্ধং, কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধমপি ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৩৩/২ “তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ” ইতি। সমাপ্তিঞ্চ–

নিত্যতা প্রতীত হয় । অপর প্রকাশ ভেদের দ্বারা আরম্ভ হইলে পরে প্রত্যেক অনেক হওয়া হেতু অবিচ্ছেদ হয় । কিন্তু তাহা পৃথকরূপে আরম্ভ করা হেতু অন্য কর্ম্ম হয়, এই সিদ্ধান্ত নিবারণ করা যাইবে না । অতএব সেই এই কর্ম্ম বা লীলা এই প্রকার প্রতীতির অনুদয় হেতু কর্ম্ম কি প্রকারে নিত্য হইবে? সুতরাং কর্ম্ম নিত্যতা শঙ্কা সমাধান করা সম্ভব হইল না । এই ভাষ্যাংশের সারতত্ত্ব এই যে শ্রীভগবানের বাল্যাদিকৃত কর্ম্মসমূহের নিত্যত্বে নিজ শাখায় অপঠিত অন্যশাখায় পঠিত গুণসকলের নিজের উপাস্যে উপসংহার করিতে হইবে । কিন্তু সেই কর্ম্ম সকলের নিত্যতা নাই, কারণ তাহারা কর্ম্ম হওয়া হেতু তাহাদের অবশ্যই বিনাশ হইবে । সেই কর্ম্ম মূর্ত্তদ্রব্য মাত্র সমবেত, অনিত্য উত্তরকাল সংযোগহেতু কোন সময় আশ্রয় বিনাশ হেতু তাহাও বিনাশ হয় । ক্রিয়া কর্ম্ম ও লীলা এই সকল পর্য্যায় বাচিশব্দ হয় । অতএব আরম্ভ সমাপ্তিহেতু তাহার পরিকরজন সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মসকল প্রতীতি হয় । পরিকরজন সম্বন্ধ বিনা সেই কর্ম্ম সকলের স্বরূপ সিদ্ধ হইবে না । সুতরাং পরিকরজন সম্বন্ধ দ্বারাই সেই লীলা ঘটিত হয় । অতএব আরম্ভ সমাপ্তি যুক্ত কর্ম্ম সকলের অনিত্যতা বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। যদি বলেন–প্রত্যেক কর্ম্ম সকলের বহুতা হয়, এবং পূর্বোত্তর কর্ম্মদ্বয়ের আবির্ভাব তিরোভাব হয়, কিন্তু বিনাশ হয় না, এই প্রকার পূর্বোত্তর কর্ম্মের আবির্ভাব তিরোভাব অঙ্গীকার করিয়া ধারাবাহিকরূপে সেই জন্মাদি লীলা সকলের নিত্যতা স্বীকার্য্য । এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন–প্রত্যেক লীলাতে সেই লীলাপরিকরগণের

॥ওঁ॥ সর্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ওঁ॥ ৩/৩/৫/১১॥

যে হরি–তৎপরিকরাস্তৎ কর্ম্মাংশা বা পূর্বস্মিন্ কালে কর্ম্মাণি বা সন্তি ত এবেমেঽন্যত্রোত্তরস্মিন্ কর্ম্মাণি কালে বা স্যুরিতি মন্তব্যম্ । কুতঃ ? সর্বাভেদাৎ ।

তত্রৈব–১০/৩৩/৩৯ ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছান্ত্যো যয়ুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ইতি। তস্মাৎ সর্বথাপি কর্ম্মণো নিত্যত্বাভাবাৎ বাল্যাদি কর্ম্মাণাং নোপাস্যত্বমিত্যর্থঃ। "জন্ম-কর্ম্মাদিলীলানাং নিত্যতা নহি সর্বথা। যতো হি সা ক্রিয়া হ্যেব ক্রিয়া হ্যনিত্যা সর্বদা ॥ ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং শ্রীভগবতো বাল্যাদিলীলাষু অনিত্যত্বশঙ্কা প্রাপ্তে তন্ত্রেণ বাক্যেকেন উত্তরমাহ শ্রীবাদরায়ণঃ–সর্বাভেদাদিতি। সর্বেষাং পূর্বোত্তরবর্ত্তিনাং লীলানাং শ্রীগোবিন্দদেব-তৎ পরিকর প্রকাশানাং তৎ কর্ম্মাংশানাঞ্চ ভেদাভাবাৎ নিত্যা এব তাঃ। অন্যত্র শ্রুত্যাদৌ ইমে সত্যা নিত্যাশ্চ ইতি প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। অথ সূত্রাক্ষরার্থং বিশদয়ন্তি–"যে" ইত্যাদি। স্পষ্টম্।

ভিন্নতা হেতু লীলা সকলের নিত্যতা নাই।

যেমন–যাঁহারা জন্মাদি লীলার পরিকর, তাঁহারা পৌগণ্ড লীলায় বিদ্যমান থাকেন না, যাঁহারা পৌগণ্ড লীলা পরিকর তাঁহারা কৈশোর লীলায় থাকেন না, সুতরাং পূর্বোত্তর কর্ম্মের বিনাশ ও উৎপত্তি হইবেই, কিন্তু তাহা আবির্ভাব তিরোভাব নহে। যদি বলেন– সেই এই লীলা এই অভেদ প্রতীতি হেতু সেই রূপেই লীলার নিত্যতা। এই কথাও বলিতে পারেন না, কারণ ? অনবধান হেতু। অর্থাৎ সেই এই মহৌষধ, যাহা তুমি পূর্বে ভক্ষণ করিয়াছিলে এই প্রকার তাহার সাদৃশ্য মাত্রই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সম্পূর্ণ অভেদ নহে। কারণ কর্ম্মের ভেদ নিশ্চয় করা হইয়াছে।

পুনঃ যদি বলেন–লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি না হউক, কিন্তু চিত্রনর্ত্তক ন্যায়ে সেই কর্ম্মই হয়, এইরূপে লীলার এক রসতা হউক সুতরাং লীলার নিত্যতা হইবেই ? এই কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, আরম্ভ ও সমাপ্তি বিনা লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হয় না, এবং আরম্ভ সমাপ্তির ক্রমানুভবের দ্বারাই রসের উদয় হয়, সদা এক রসবিশিষ্টে উপাস্যে অনুভববৈচিত্র্যের অভাবহেতু রসোদয় সিদ্ধ হইবে না। অপর সেই পূর্বও পর কর্ম্মের সেই সেই পরিকরজন সম্বন্ধহেতু সিদ্ধ হয় তাহা সর্বজন প্রসিদ্ধ, ও অনুভবসিদ্ধ, কিন্তু একটি পরিকরের একটি কর্ম্মের অবস্থান স্বীকার করিলে অন্যের স্বরূপ সিদ্ধ হইবে না, আরও ইহা কেবল যুক্তিমাত্র সিদ্ধই নহে, কিন্তু শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধও হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে– শ্রীগোবিন্দদেব অনুগত ব্রজস্ত্রীগণের সহিত যমুনাপুলিনে রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তথায় সমাপ্তি ও বর্ণানা করিয়াছেন–ব্রহ্মরাত্র সমাপ্ত হইপে শ্রীবাসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ভগবৎপ্রিয়া গোপীগণ অনিচ্ছা পূর্বক নিজগৃহে গমন করিলেন। অতএব সর্বথা কর্ম্মের নিত্যত্বের অভাবহেতু বাল্যাদি কৃতকর্ম্ম সকল উপাস্য নহে ইহাই অর্থ। শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্মাদি লীলা সকলের নিত্যতা সর্বথাই নাই, কারণ? তাহা ক্রিয়া, ক্রিয়া সর্বদাই অনিত্য হয়, এই প্রকা পূর্বপক্ষবাক্য।

সর্বেষাং পুর্বোত্তর বর্ত্তিনাং হরি-তৎপরিকরপ্রকাশানাং তৎকর্মাংশানাং বা ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ । একস্য হরের্বহুত্বং–"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো০-তা০-পূ০-২৩)

"একানেক স্বরূপায়" (বি০ পু০–১/২/৩) ইতি শ্রুতি স্মৃতিসিদ্ধম্ । একস্য তৎ

তথাচ–পূর্ব-পূর্বকর্ম্মারম্ভে পরপরকর্ম্মণঃ, পর-পরকর্ম্মারম্ভে পূর্ব-পূর্বকর্ম্মণশ্চ প্রকাশান্তরেষু বিদ্যমানত্বাৎ, সর্বেষাং কর্ম্মণাং সদৈকরস্যং সিদ্ধম্ । তস্মাৎ সর্বেষাং প্রকাশানামভেদাচ্চ কর্ম্মণাং নানা আরব্ধত্বমিতি । ইত্থঞ্চ-যদুক্তং-পূর্বকর্ম্মণো নিত্যত্বে, পূর্বকর্ম্মণঃ পরিকরাণমপি নিত্যত্বম্, তথাত্বে উত্তরকর্ম্মসম্বন্ধস্তেষামসম্ভবাৎ, আরব্ধে চ উত্তরকর্ম্মণি তস্য পৃথগারম্ভাদন্যত্বং দুর্নিবারমিতি" নিরস্তং জ্ঞেয়ম্ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য একস্যাপি বহুত্বং শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিবাক্য প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি একোপীতি । অনন্তলীলাবিলাসী–শ্রীগোবিন্দদেব একোঽপি সন্ যো বহুধা প্রাভবপ্রকাশেন বহুধা অবভাতি, নিত্যপরিকরেষু বিবিধলীলাকুর্বন্ বিরাজতে । তথাহি শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতে–১/২১ "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা । সর্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ইতি । অথ স্মৃতিবাক্য প্রমাণেনাপি স্পষ্টমাহুঃ–একানেক স্বরূপায় শ্রীগোবিন্দায় নমঃ" ইতি । তস্মাদেকস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য তথা তৎ পরিকরস্য চ তৎ-বহুত্বং মন্তব্যমিত্যর্থঃ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার শ্রীভগবানের বাল্যাদি লীলা বিষয়ে অনিত্যতা আশঙ্কা প্রাপ্ত হইলে পরে তন্ত্র বাক্যের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদারায়ণ উত্তর বলিতেছেন–সর্বেতি । এই লীলা সকল অন্যত্র শ্রুতি শাস্ত্রে অভেদ বর্ণন করা হইয়াছে । অর্থাৎ পূর্ব ও পরবর্ত্তী লীলা সকল শ্রীগোবিন্দদেব, তাঁহার পরিকর, প্রকাশ, তাঁহার কর্ম্মাংশের ভেদের অভাব হেতু সেই লীলা সকল নিত্য । অন্যত্র শ্রুতি শাস্ত্রে এই লীলা নিত্য ও সত্য ইহা প্রতিপাদন করাহেতু ইহাই অর্থ ।

অনন্তর সূত্রাক্ষর সকল যোজনা করিতেছেন–য ইতি । শ্রীহরি তাঁহার পরিকরবৃন্দ, কর্ম্মাংশ, পূর্বকালে কর্ম্ম বা বিদ্যামান আছে তাহারাই অন্যত্র উত্তরকালে কর্ম্মে সময়ে হইবে এই প্রকার মানিতে হইবে । কেন ? সকলের অভেদহেতু । পূর্ব ও পরবর্ত্তী কর্ম্মসকল শ্রীহরি, তাঁহার পরিকর প্রকাশবৃন্দ অথবা সেই কর্ম্মাংশ সকলের ভেদাভাব হেতু ইহাই অর্থ । অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কর্ম্মের আরম্ভ বিষয়ে পর পর কর্ম্মের, পর পর কর্ম্মারম্ভ বিষয়ে পূর্ব পূর্ব কর্ম্ম সকলের প্রকাশান্তরে বিদ্যামানহেতু কর্ম্ম সকলের সদা এক রসতা সিদ্ধ হয় । অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সকলের অভেদ হওয়াহেতু কর্ম্ম সকলের অন্য আরব্ধ হওয়া সিদ্ধ হয় না । এই প্রকার আপনারা বলিয়াছেন–পূর্ব কর্ম্মের নিত্যতা হইলে, তাহার পরিকরগণেরও নিত্যতা সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার স্বীকার করিলে উত্তর কর্ম্ম সম্বন্ধ তাহাদের অসম্ভব হইবে, উত্তর কর্ম্ম আরম্ভ হইলে পরে তাহার পৃথক আরম্ভহেতু অন্য কর্ম্ম হওয়া নিবারণ করা যাইবে না এই কথাও নিরস্ত হইল ।

পরিকরস্য চ তন্মন্তব্যম্ । মহিষ্যুদ্বাহাদৌ তথা স্মরণাচ্চ, (ভা০–১০/৫৯/৪২) ভূমবিদ্যায়াং মুক্তস্য তদুক্তেঃ (ছা০–৭/২৬/২) ।

তুল্যাত্মনাং কর্ম্মাণাং কালভেদেনোদিতানামপ্যৈক্যম্ । "দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো ন তু দ্বিধা পাকঃ কৃতঃ" ইতি বিদ্বৎপ্রতীতেঃ "দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চারিতো ন তু দ্বৌ

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য একত্বেঽপি বহুত্বং শ্রীভাগবতপ্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি–"মহিষীতি" । মহিষ্যুদ্‌বাহঃ" ইতি । অত্রেয়মাখ্যায়িকা শ্রীমদ্‌ভাগবতস্য দশমে ; শ্রীবিষ্ণুপুরাণস্য পঞ্চমোঽংশে ; শ্রীহরিবংশস্য বিষ্ণুপর্বণি চ দৃশ্যতে ।

আসীৎ কিল নরকো নাম পৃথিবীপুত্রঃ, স তু মহতাবলেন দর্পিতঃ সন্ দেবরাজেন্দ্রস্য ছত্রং, তন্মাতুঃ কুণ্ডলং, তথা রাজকন্যাকানাং ষোড়শসহস্রশতৈকং জহার ; তৎ কর্ম্ম দেবরাট্ শ্রীকৃষ্ণায় দ্বারকামেত্য নিবেদয়ামাস ; শ্রুত্বা চ স সত্যভামঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তন্নগরং গত্বা নরকং নিজঘান, তস্য সর্বসম্পদান্ তা রাজকন্যাশ্চ দ্বারকায়াং সম্প্রেস্য স্বর্গং গত্বা ইন্দ্রায় ছত্রং কুণ্ডলং চ দদৌ ; ভত আগত্য শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ সর্বাঃ কন্যা একদৈব উদ্‌বাহয়ামাস ইতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৫৯/৪২

অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
যথোপযেমে ভগবাংস্তবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ তত্রৈব শ্রীনারদস্যোৎসুকঃ–১০/৬৯/২

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও অনেক হয়েন তাহা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–একোঽপীতি । এক শ্রীহরির বহুত্ব–যিনি এক হইয়াও বহুরূপে অবভাত হয়েন অর্থাৎ অনন্ত লীলাবিলাসী শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও যিনি বহুধা প্রাভব প্রকাশের দ্বারা বহুধা অবভাত–নিত্য পরিকরবৃন্দে বিবিধ লীলা করত বিরাজ করিতেছেন । শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–একটিরূপ এককালে অনেক স্থলে প্রকট হয়, সেইরূপ সর্বথা সেই প্রকারই হয় তাহাকে প্রকাশ বলে । অতঃপর স্মৃতি বাক্য প্রমাণের দ্বারাও স্পষ্ট বলিতেছেন–একেতি । এক ও অনেক স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার করি । অতএব এক হইয়াও শ্রীগোবিন্দদেবের ও তাঁহার পরিকরগণের বহুত্ব স্বীকার করিতে হইবে । অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও অনেক হয়েন তাহা শ্রীভাগবত প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–মহিষীত । শ্রীকৃষ্ণের মহিষী বিবাহকালে সেই সেইপ্রকার স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা শ্রীভাগবতের দশমে, শ্রীবিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশে, শ্রীহরিবংশের বিষ্ণুপর্বে দেখা যায়–নরক নামে পৃথিবীর একটি পুত্র ছিল, সে অতিশয় বলের দ্বারা দর্পিত হইয়া ইন্দ্রের ছত্র দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল ও ষোড়শসহস্র একশত রাজকন্যা অপহরণ করিয়াছিল ।

দেবরাজ ইন্দ্র নরকের সেই কার্য্য দ্বারকায় আগমন করত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের প্রার্থনা শ্রবণ করত শ্রীসত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নরকের নগর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়া

গোশব্দো" ইতি শব্দৈক্যবৎ ।

ইত্থঞ্চ শ্রীহরেস্তজ্জনানাং তদ্ধাম্নাঞ্চপ্রকাশবাহুল্যাৎ তদ্ বিশেষৈঃ কর্ম্মণামারম্ভাৎ সমাপ্তেশ্চ পৃথগারব্ধানাং তেষামৈক্যাচ্চ স্বরূপনিত্যত্বে সিদ্ধে তৎ ক্রমানুভবহেতুকো বিচিত্র রসোদয়শ্চ এতেনৈব ব্যাখ্যাতঃ ।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ । গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–৫/৩১/১৫-১৯ কন্যাশ্চ কৃষ্ণো জগ্রাহ নরকস্য পরিগ্রহান্ ॥ ততঃ কালে শুভে প্রাপ্তে উপযেমে জনার্দ্দনঃ । তাঃ কন্যা নরকেণাসন্ সর্বতো যাস্সমাহৃতাঃ ॥ একস্মিননেব গোবিন্দঃ কালে তাসাং মহামুনে !। জগ্রাহ বিধিবৎপাণিন্ পৃথগ্‌গেহেষু ধর্ম্মতঃ ॥ ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং ততোহধিকম্। তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ একৈকমেব তা কন্যা মেনিরে মধুসূদনঃ । মমৈব পাণিগ্রহণং মৈত্রেয় ! কৃতবান্ কিল ॥ ইতি ।

এবং বর্ণনেনাস্য শ্রীভগবতঃ পরিকরাণামপি যুগপদ্ বহুভবনত্বং প্রতিপাদিতম্ । প্রত্যেক বিবাহোৎসবে সর্বেষাং বর্ত্তমানত্বাদিত্যর্থঃ । শ্রীভগবৎ পরিকরাণাং তথাত্বং কিং বক্তব্যং মহামুণীনামপি বহুত্বং শ্রুয়তে;

নরককে হত্যা করেন, এবং তাহার সকল সম্পদ্ ও রাজকন্যাগণকে দ্বারকায় প্রেরণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রকে ছত্র ও কুণ্ডল দান করিলেন । স্বর্গ হইতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজকন্যাবৃন্দকে এক সময়ে একাকী বিবাহ করিয়াছিলেন । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুভ মূহূর্ত্তে এককালে নানাগৃহে সেই কন্যাগণকে সেই প্রকার বহুরূপ ধারন করিয়া অব্যয়াত্মা যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন । ঐ বিবাহ দর্শনে শ্রীনারদের উৎসুকতা–কি আশ্চর্য্য বল ! শ্রীকৃষ্ণ একটি শরীরের দ্বারা এক কালে একাকী পৃথক গৃহসকলে ষোড়শসহস্র কন্যা বিবাহ করিলেন ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে নরকের সংগ্রহকৃত কন্যাগণকে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন, অনন্তর নরক যে কন্যাগণকে সর্বস্থান হইতে একত্রিত করিয়াছিলেন । জনার্দন শুভকাল প্রাপ্ত হইলে সেই কন্যাবৃন্দকে বিবাহ করিলেন । হে মহামুনে ! শ্রীগোবিন্দদেব এক কালেই পৃথকগৃহে ধর্ম্ম পূর্বক তাহাদের বিধিবৎ পাণিগ্রহণ করিলেন। ষোড়শসহস্র হইতে একশত অধিক রমণী, ভগবান শ্রীমধুসূদন তত তাবৎসংখ্যারূপ করিলেন । এবং হে মৈত্রেয় ! সেই এক একটি কন্যা মধুসূদন আমারই পাণিগ্রহন করিলেন এই প্রকার মনে করিলেন ।

এই প্রকার বর্ণনের দ্বারা শ্রীভগবানের ও পরিকরগণের এককালে অনেক হওয়া প্রতিপাদন করিলেন। কারণ প্রত্যেক বিবাহ বাসরে সকলেই বিদ্যমান ছিলেন । শ্রীভগবৎ পরিকরগণের বহুভবন কথা দূরে থাকুক, মহামুনিগণও অনেক অনেক হয়েন, শ্রবন করা যায়, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীশ্রুতদেব ও বহুলাশ্বমহারাজের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত মুনিবৃন্দের সহিত শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাদের গৃহে এককালে প্রবেশ করিয়াছিলন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিয়া উভয়ের প্রিয় করিবার নিমিত্ত, উভয়ের অলক্ষিত ভাবে উভয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন । অতএব সর্বব্যাপক সর্বাশ্চর্যময় অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত

তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৮৬/২৬ শ্রীশ্রুতদেব-বহুলাশ্বয়োর্নিমন্ত্রণরক্ষার্থং মুনিবৃন্দৈঃ সহ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তয়োর্গৃহং যুগপদাবিবেশ । "ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া । উভয়োরাবিশদ্ গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥ ইতি । তস্মাৎ–সর্বব্যপকস্য সর্বাশ্চর্য্যময়াচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বদাবির্ভাবাৎ তস্য কর্ম্মণাং নানিত্যত্বশঙ্কালেশগন্ধোঽপীত্যর্থঃ ।

এবং একস্য শ্রীভগবতো বহুত্বং প্রতিপাদ্য তস্য উপাসকস্য বহুত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"ভূমবিদ্যায়ামিতি"। ছান্দোগ্যোপনিষদি ভূমবিদ্যোপদেশোপসংহারে-ভগবান্ সনৎকুমারঃ শ্রীনারদমাহ–(৭/২৬/২) "তদেষ শ্লোকঃ–"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি নরোগং নোত দুঃখতাম্ । সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বামাপ্নোতি সর্বশঃ" ইতি । স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ" ইতি । অনেন সর্বানন্দময়স্য ভূমাপুরুষস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য সেবকানাং বহুত্বং সুব্যক্তমেব ।

অথ একস্য কর্ম্মণো বহুত্বং প্রতিপাদয়তিমাহঃ–তুল্যাত্মনামিতি ।

তথাচ–তুল্যাত্মনাং–সমানাকারাণাং কর্ম্মণাং কালভেদেনোদিতানাং একত্বমিতি ; তত্তু লৌকিকদৃষ্টান্তেন

শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বদাই আবির্ভাবহেতু তাঁহার কর্ম্ম বা লীলা সকলের অনিত্য সঙ্কালেশের গন্ধও নাই ইহাই অর্থ ।

এই প্রকার একমাত্র শ্রীভগবানের অনেকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার উপাসকগণের বহুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–ভূমেতি । ভূমবিদ্যায় মুক্তের তাহা কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূমবিদ্যার উপদেশ করিয়া উপসংহারে ভগবান সনৎকুমার শ্রীনারদকে বলিলেন–এই বিষয়ে শ্লোক আছে–সেই ভূমাদর্শী মৃত্যুকে দর্শন করে না, রোগ দুঃখ দর্শন করে না, সে সকল দর্শন করে সকল প্রাপ্ত হয়, সে এক হয় তিন হয় পঞ্চ হয় সপ্ত হয় নবম হয়, পুনঃ একাদশ শত, দশ, এক, সহস্র ও বিংশতি হয়, এই প্রমাণের দ্বারা সর্বানন্দময় ভূমাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবের সেবকগণের বহুত্ব সুব্যক্তই হইয়াছে । অনন্তর একটি কর্ম্মের বহুত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন–তুল্যেতি । কালভেদে কথিত তুল্যাত্মক কর্ম্মসকলেরও ঐক্য বা একত্ব দেখা যায় ।

কর্ম্মের ঐক্য বলিতেছেন–এই ব্যক্তিই দুইবার পাক করিয়াছে, কিন্তু দুই প্রকার পাক করে না, অর্থাৎ এক প্রকার পাকই দুই বার কর । হেতু কর্ম্মের একত্ব হইল, এই প্রকার বিদ্বৎ প্রতীতি হয় । শব্দের ঐক্য বলিতেছেন–এই ব্যক্তি দুই বার গো গো এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু দুইটি গো বলে না, এইস্থলে একত্ব সিদ্ধ হইল । অর্থাৎ তুল্যাত্মক সমানাকার কর্ম্ম সকলের কাল ভেদে কথিত হইলেও একত্ব হয়, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধন করিতেছেন–দ্বিরিতি । এই প্রকার শব্দের একত্বও প্রমাণিত করিতেছেন–দ্বিগৌরিতি ।

এই প্রকার শ্রীহরির তাঁহার পরিকরের তাঁহার ধাম সকলের প্রকাশ বাহুল্যহেতু তাদৃশ পরিকরবৃন্দের দ্বারা কর্ম্ম সকলের আরম্ভ হেতু ও সমাপ্তি হেতু পৃথক আরম্ভ লীলা সকলের একত্বহেতু তাহাদের

ন চৈতদমূলম্ "যদ্‌ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" (বৃ০–৩/৮/৩) ইতি বৃহদারণ্যকাৎ"। "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ" (আথ০ ৪র্থ প্রপ্রা০) ইত্যথর্ব বাক্যাৎ। "জন্ম কর্ম চ

সাধয়ন্তি–দ্বিঃপাকঃ" ইতি। এবং শব্দৈকত্বমপি প্রমাণয়ন্তি–"দ্বির্গোশব্দঃ" ইতি। ইত্থং.........ব্যাখ্যাতঃ" ইতি স্পষ্টম্। এতেন–শব্দানিত্যবাদিনাং নৈয়ায়িকানাম্–(প্রশস্তপাদভাষ্যে গুণপদার্থনিরূপণে–৪২) "শব্দোঽম্বরগুণঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ ক্ষণিকঃ" ভাষাপরিচ্ছেদে–১৬৭ "উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা" ইতি, বেদানিত্যবাদমপি নিরস্তং বেদিতব্যম্।

তথাচ–শ্রীভগবৎ প্রকাশানন্ত্যাৎ তদ্ধাম্নাং তৎ পরিকরাণাঞ্চ বাহল্যাৎ প্রকাশবিশেষৈঃ ভেদৈরিতি পৃথগারব্ধানামপি কর্ম্মাণাং, স্বরূপ ভেদাভাবাৎ সদৈকরস্যরূপা নিত্যতা চ সিদ্ধা ইতি। তস্মাৎ তেষাং নিত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ যঃ ক্রমোঽনুভবঃ সাক্ষাৎকারঃ তজ্জনিতো যো বিচিত্রস্য বহুবিশেষ বিশিষ্টস্য রসস্যোদয়ঃ ভবতি ইতি।

অথ কর্মনিত্যত্বস্য শ্রুতিপ্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি–নচেতি। যদ্ ভূতমিতি–পরব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকর্ম্মলক্ষণ মর্থজাতং নিত্যং, গত-ভবদ্-ভবিষ্যচ্ছব্দৈঃ তস্য ত্রৈকালিকস্থিতিঃ বিনিশ্চয়াৎ। অথ পিপ্পলাদশাখোক্তা নামাথর্বণিকানাং বাক্যেনাপি লীলায়া নিত্যত্বমাহুঃ–"একঃ" ইতি। একঃ–স্বেতরসর্ববিধসহায়শূন্য–স্বশক্ত্যেকসহায়বান্, দেবঃ–শ্রীগোবিন্দদেবঃ, নিত্যলীলানুরক্তঃ, তস্য লীলায়াঃ কদাচিদপি বিনাশিত্বং পৃথগারম্ভত্বঞ্চ

নিত্যত্বসিদ্ধ হইলে পরে সেই লীলার ক্রমানুভব হেতু বিচিত্ররসোদয় হয়, তাহা এই প্রকরণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় সুতরাং তাহা ব্যাখ্যা করা হইল। এতাদ্বরা নৈয়ায়িকগণ যে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন করেন শ্রীপ্রশস্তপাদ বলেন–শব্দ আকাশের গুণ শ্রোত্রগ্রাহ্য ও অনিত্য হয়। ভাষা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে–ক উৎপন্ন হইল এবং ক বিনষ্ট হইল এই বুদ্ধিহেতু শব্দ অনিত্য হয়, এই প্রকার বেদের অনিত্যতা বাদও নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে।

সারাংশ এই যে–শ্রীভগবানের অনন্ত প্রকাশহেতু তাঁহার ধামেরও পরিকরের বাহল্যতাবশতঃ প্রকাশবিশেষ–ভেদের দ্বারা পৃথকভাবে সমারব্ধ কর্ম সকলের ভেদাভাব হেতু সদৈকরসরূপতাও নিত্যতা সিদ্ধ হইল। অতএব লীলা সকলের নিত্যত্ব প্রতিপাদনহেতু যে ক্রমানুভব–সাক্ষাৎকার তজ্জনিত যে বিচিত্র–বহু বিশেষ বিশিষ্টরস তাহার উদয় হয়।

অনন্তর শ্রুতি প্রমানের দ্বারা কর্মের নিত্যতা দৃঢ় করিতেছেন–নচেতি। এই সিদ্ধান্ত অমূলক নহে, যাহা ভূতভবৎ ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিষ্ঠগুণ কর্ম্মলক্ষণ অর্থ সমূহ নিত্য ভূতগত ভবৎ হইতেছে ভবিষ্যৎ পরেও হইবে ইত্যাদি শব্দের দ্বারা কর্মের ত্রিকাল অবস্থিতি নিশ্চয় করিয়াছেন, ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে। অথ পিপ্পলাদ শাখা কথিত অথর্বণিকগণের বাক্যের দ্বারাও লীলার নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন–এক ইতি। একদেব নিত্যলীলায় অনুরক্ত আছেন, এইকথা অথর্বে আছে, অর্থাৎ এক–স্বেতরসর্ববিধ সহায়শূন্য স্বশক্ত্যেক সহায়যুক্ত, দেব শ্রীগোবিন্দদেব নিত্যলীলানুরক্ত, তাঁহার লীলার কদাচিৎ কোন কালেও বিনাশিত্ব এবং পৃথগারম্ভত্ব সম্ভব নহে ইহাই অর্থ।

মে দিব্যম্" (গী০–৪/৯) ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যাচ্চ ।

ঈদৃক্ প্রত্যয়ঃ খলু তৎ কৃপয়ৈব । "যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণ–কর্ম্মকঃ ।

ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ।

অথ স্বয়ং ভগবতঃ পার্থসারথেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমুখবাক্য প্রমাণেন তস্য জন্ম-কর্ম্মাদীনাং নিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–জন্ম কর্ম্ম" ইতি । এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ । ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ! ॥ ইতি বাক্যশেষঃ । হে অর্জ্জুন ! যো মে জন্ম দিব্যং কর্ম্ম চ এবং তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি, মাং এব এতি, ইত্যন্বয়ঃ । কিং বহুলায়াসৈঃ সাধনসহস্রৈঃ, মদেকান্তিনস্তু মজ্জন্মকর্ম্মাদিলীলা শ্রবণেনৈব হেলয়ৈব মোক্ষমাপ্নুবন্তীতি প্রতিপাদয়ন্তি–শ্রীভগবান্ জন্মেতি। যো ভক্তঃ, মে মম সর্বেশ্বরস্য সত্যসঙ্কল্পস্য স্বেচ্ছাময়স্য বৈদূর্য্যবন্নিত্যসিদ্ধ-শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি বহুরূপস্য তত্র তত্রোক্ত লক্ষণং জন্ম তথা কর্ম্ম চ তত্তদ্‌ভক্তসম্বন্ধচরিতং তদুভয়ং দিব্যং অপ্রাকৃতং নিত্যমিতি তত্ত্বতো বেত্তি-জানাতি, সো মামেব এতি প্রাপ্নোতি, ত্যক্ত্বাদেহমিতি–অস্মিন্নেব দেহাবসানে ইত্যর্থঃ । তথাচ–সচ্চিদানন্দময়-পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবস্য জন্ম-কর্ম্মাদিলীলাপি নিত্যস্বরূপানুবন্ধিনী ; তস্যা এবম্ভুতত্ত্বাভাবে তজ্জ্ঞানেন মোচকত্বানুপপত্তেরিতি ; ব্রহ্মজ্ঞানমেব মোচকম্, তথাহি শ্বেতাশ্বতরে–৩/৮ "তমেব বিদিত্বা–অতিমৃত্যুমেতি।

অথ–স্বয়ং ভগবান পার্থ সারথী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাক্য প্রমাণের দ্বারা তাঁহার জন্মকর্ম্মাদির নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–জন্মেতি । জন্ম ও কর্ম্ম আমার দিব্য হয় । অর্থাৎ এই প্রকার যে তত্ত্বতঃ জানে, হে অর্জুন ! সে দেহ ত্যাগ করত পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না, আমাকেই প্রাপ্ত হয় এই প্রকার বাক্য শেষ হয় । অন্বয়ার্থ–হে অর্জ্জুন ! যে ব্যাক্তি আমার জন্ম দিব্য ও কর্ম্ম দিব্য এই প্রকার যথার্থতঃ জানে, সে দেহ পরিত্যাগ করত পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, আমাকেই প্রাপ্ত হয় । ব্যাখ্যা–বহু আয়াসযুক্ত সাধন সহস্রের প্রয়োজন কি ? আমার একান্তি ভক্তগণ আমার জন্ম কর্ম্মাদি লীলা শ্রবণের দ্বারাই হেলায় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, শ্রীভগবান তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন–জন্মেতি ।

যে ভক্ত আমার সর্বেশ্বর সত্যসঙ্কল্প স্বেচ্ছাময় বৈদূর্য্যবৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ শ্রীরঘুনাথাদি বহুরূপধারির সেই সেই অবতারের জন্ম কর্ম্মাদি, সেই সেই ভক্ত সম্বন্ধ চরিত্র এই উভয়েই দিব্য অপ্রাকৃত নিত্য ইহা তত্ত্বতঃ যে জানে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় । ত্যক্ত্বাদেহ–এই দেহাবসানেই প্রাপ্ত হইবে । অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জন্ম কর্ম্মাদি, লীলাও নিত্যস্বরূপানুবন্ধিনী, তাহা যদি এই প্রকার না হয়, তবে লীলাদি জ্ঞানের দ্বারা মোচকতার উপপত্তি হইবে না, ব্রহ্ম জ্ঞানই মোচক হয় এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে–তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুর পরপারে গমন করে অন্য কোন পন্থা নাই, অতএব শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম তাহা হইতে অভেদ হেতু তাহার জ্ঞানে মোক্ষ বর্ণনা করা অসঙ্গত নহে । শ্রীবরাহ পুরাণে বর্ণিত আছে–হে বসুন্ধরে ! আমার জন্ম কর্ম্ম ও নাম সকল দিব্য, এই প্রকার চিন্তা করিয়া মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥" (ভা০–২/৯/৩১) ইতি তদুক্তেঃ । কিঞ্চ স্বরূপেণ চিচ্ছক্ত্যা চ কৃতং কর্ম্ম নিত্যম্ । তেন প্রকৃতি কালাভ্যাঞ্চ কৃতং ত্বনিত্যম ।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি । তস্মাৎ শ্রীভগবজ্জন্মকর্ম্মণোস্তদভেদাৎ তজ্জ্ঞানেনমোক্ষোক্তির্নাসঙ্গতা ইতি । তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে–"এবং জন্মানি কর্ম্মাণি নামানি চ বসুন্ধরে !। মম দিব্যানি সঞ্চিন্ত্য মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ" ইতি । অপিচ–শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে–২/৫/৫৪-৫৫ ; সর্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ। প্রত্যেকমেতে বহুরূপ বন্তোঽপ্যেকং ভজামো ভগবান্ যথাসৌ ॥ নানা বিধাস্তস্য পরিচ্ছদা যে নামানি লীলা প্রিয়ভূময়শ্চ । নিত্যানি সত্যান্যখিলানি তদ্ব–দেকান্যনেকান্যপি তানি বিদ্ধি ॥ ইতি । শ্রীভাষ্যপীঠকে–চ–২/৪২ ভগবতি সদৈবাকারানন্ত্যাৎ প্রকাশানন্ত্যাৎ লীলানন্ত্যাদনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগতানন্তবৈকুণ্ঠগতানাং তত্তৎ লীলাস্থানানাং তত্তৎ পার্ষদানাং চ ব্যক্তি প্রকাশানন্ত্যাচ্চনানিত্যত্বং তস্যাঃ ; তত্তদাকার-প্রকাশগতয়োঃ তত্তদারম্ভ-সমাপ্ত্যোঃ সত্যোরপ্যেকত্রৈকত্র তত্তৎক্রিয়াংশং যাবৎসমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রাপ্যারব্ধাঃ স্যুঃ, ইত্যেবং তস্মিংস্তদবিচ্ছেদাৎ নিত্যৈব সা ইতি" ইতি ।

অপর শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–এই শ্রীভগবান যে প্রকার সেইরূপ তাঁহার পার্ষদগণ সকল নিত্য সেবাপরায়ণ, ক্রীড়ার অনুরূপ সেবকগণ প্রত্যেকেই বহুরূপযুক্ত, লীলাহেতু একও হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের যে নানাপ্রকার পরিচ্ছদ নামলীলা প্রিয়ভূমিসকল নিত্য এবং সত্য, তাহা এক ও অনেক হয় জানিতে হইবে । শ্রীভাষ্যপীঠকে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবানের সর্বদাই আকার অনন্ত প্রকাশ অনন্ত লীলা অনন্ত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত অনন্ত বৈকুণ্ঠগত, সেই সেই লীলা স্থানের সেই সেই পার্ষদগণের ব্যক্তি প্রকাশ অনন্ত হেতু লীলা অনিত্য নহে । লীলার সেই সেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ ও সমাপ্তির বিদ্যমান থাকিলেও একস্থানে সেই সেই ক্রিয়ার অংশ যাবৎসমাপ্ত না হয় অথবা সমাপ্ত হয়, তাবৎকালে অন্যত্র ধামাদিতে আরম্ভ হয় এই প্রকার শ্রীভগবানের লীলার অবিচ্ছেদ হেতু তাহা নিত্যই হয় । অপর শ্রীক্রমসন্দর্ভে বর্ণিত আছে–শঙ্কা– জন্ম ও কর্ম্মের কি প্রকারে নিত্যতা হয় ? তাহা ক্রিয়া, ক্রিয়া হওয়া হেতু প্রতিনিজাংশ লক্ষণ আরম্ভ পরিসমাপ্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা বিনা ক্রিয়ারস্বরূপ হানি হইবে ? সমাধান–তাহা দোষের নহে, কারণ শ্রীভগবানে পরিকর ধামাদি অনন্ত প্রকাশ আছে, বিশেষ জ্ঞানেচ্ছু তাহা দর্শন করিবেন । যদি বলেন লীলার নিত্যতা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বা অনুভব হয় না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন–ঈদৃগিতি । এই প্রকার প্রত্যয় বা বিশ্বাস তাঁহার কৃপাতেই হয় । অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা বিনা এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান জীবের উৎপন্ন হয় না । অথ শ্রীভাগবত পদ্যসংবাদের দ্বারা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন–যাবানিতি । হে ব্রহ্মণ ! আমি যে প্রকার যেমন ভাব, যে প্রকার রূপ গুণ কর্ম্মযুক্ত, আমার অনুগ্রহহেতু তোমার সেই প্রকার তত্ত্ববিজ্ঞান হউক, ইহাই অন্বয়ার্থ । অর্থাৎ আমি যে প্রকার স্বরূপতঃ যেপরিমাণ মধ্যমাকারেও বিভুত্বাদি গুণযুক্ত, যেমন ভাব-সর্বাংশে পারমার্থিক সত্ত্ব বিশিষ্ট, রূপ দ্বিভুজত্বাদিবিগ্রহ, গুণ, সার্বজ্ঞ্য ভক্তবাৎসল্য রসিকশেখরাদি, লীলা জন্ম পূতনা মোক্ষ গোবর্দ্ধন মখাদি, এই প্রকার যেমন রূপ, গুণ, কর্ম্মযুক্ত আমি সেই প্রকার সর্বতোভাবেই তত্ত্ববিজ্ঞা

তচ্চ স্বর্গাদিকমেবান্যথালয়োক্তি ব্যাকোপঃ। তস্মান্নিত্যং তৎ কর্ম্ম ইতি ॥১১॥

কিঞ্চ শ্রীক্রমসন্দর্ভে–৮/৩/৮ ননু কথং জন্ম কর্ম্মণোর্নিত্যত্বম্ ? তে হি ক্রিয়ে, ক্রিয়াত্বঞ্চ প্রতিনিজাংশ-লক্ষণমপ্যারম্ভ-পরিসমাপ্তিভ্যামেব সিদ্ধ্যতি ইতি–তেন বিনা স্বরূপহান্যাপত্তেঃ ? নৈষ দোষঃ;– শ্রীভগবতি–ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। বিশেষজিজ্ঞাসাচেত্তত্রদ্রষ্টব্যম্। ননু কথমস্মাভিরেবং ন জ্ঞায়তে ? তত্রাহুঃ– ঈদৃগিতি। স্পষ্টম্। শ্রীভগবৎকৃপামন্তরেণ এতাদৃশতত্ত্বজ্ঞানং জীবানাং নোৎপদ্যতে' ইতি। অথ শ্রীভাগবত পদ্যসংবাদেন তদেব স্পষ্টয়ন্তি–"যাবনহমিতি" হে ব্রহ্মণ্! অহং যাবান্ যথা ভাবঃ, যদ্ রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ, মদনুগ্রহাৎ তে তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং অস্তু ইত্যন্বয়ঃ।

অহং যাবান্-স্বরূপতো যৎ পরিমাণকোঽহং মধ্যমত্বেঽপি বিভুত্ববান্ ; যথা ভাবঃ–সর্বাংশে পারমার্থিকসত্ত্বাবিশিষ্টঃ ; রূপাণি-দ্বিভুত্বাদিবিগ্রহাঃ। গুণাঃ–সার্বজ্ঞ্য-ভক্তবাৎসল্য-রসিকশেখরত্বাদয়ঃ ; লীলাঃ– জন্ম-পূতনামোক্ষ-গোবর্দ্ধন মখাদীনি ; এবং যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তথৈব তেন সর্বপ্রকারেণৈব তত্তবিজ্ঞানং যথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তে তব অস্তু ভবতাদিতি। ইতি। তথাহি–শ্রীদশমে–১৪/২৯

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলোশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

ননু প্রপঞ্চসৃষ্ট্যাদিকমপি তবৈব কর্ম্ম, তেষাং তথাত্বে স্বীকারে প্রলয়োক্তির্ব্যাকোপাপত্তিরিতিচেৎ ? তত্রাহুঃ–কিঞ্চেতি। স্বরূপশক্তিকৃতানি কর্ম্মাণ্যেব নিত্যানি, ন মায়াশক্তিকৃতানি সৃষ্টাদীনি ; প্রপঞ্চস্বর্গাদি

যথার্থনুভব আমার অনুগ্রহে তোমার হউক ইহাই অর্থ। ইহা শ্রীভগবান বলিয়াছেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–হ দেব ! অথাপি আপনার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসন্নতার লেশমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা আপনার তত্ত্ব জানে, হে ভগবন ! অন্য চিরকাল অন্বেষণ করিয়াও পায় না।

যদি বলেন–প্রপঞ্চসৃষ্টাদিও শ্রীভগবানের কর্ম্ম, তাহাদের নিত্যতা স্বীকার করিলে পরে প্রলয়োক্তি ব্যাকোপাপত্তি দোষ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–কিঞ্চেতি। অপর শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপের দ্বারা এবং চিৎশক্তির দ্বারা কৃতকর্ম্ম নিত্য হয়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রকৃতি ও কালশক্তির দ্বারা কৃতকর্ম অনিত্য হয়, তাহা স্বর্গমর্ত্ত্যাদি, অন্যথা লয় বর্ণনা বৃথা হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিকৃত কর্ম্ম সকলই নিত্য হয়, কিন্তু মায়াশক্তিকৃত সৃষ্টি কর্ম্ম নিত্য নহে, প্রপঞ্চ স্বর্গাদি কর্ম্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে পরে প্রলয় বর্ণনার সঙ্গতি হইবে না। অতএব প্রপঞ্চ সর্গাদি ভিন্ন কর্ম্মই নিত্য ইহা সিদ্ধ হইল।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর সর্বাভেদাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি অতএব শ্রীভগবানের কর্ম্ম সকল নিত্য হয়। এই বিষয়ে শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবানের রূপ অনন্ত পরিকর অনন্ত ও ধাম অনন্ত হেতু তাঁহার কর্ম্ম সকল নিত্য, কারণ তাহা শ্রীভগবান হইতে অভেদ, ইহা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের বাল্যাদি কর্ম্ম সকল ও শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম হওয়াহেতু নিত্য, অতএব তাহারও উপাস্য ইহাই অর্থ। রমণীয় শ্রীমদ্ বৃন্দাবনধামে রসিকেন্দ্র শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি গোপিকাগণ পরিবৃত হইয়া নিত্য বিরাজিত আছেন ॥১১॥

এই প্রকার সর্বাভেদাধিকরণ পঞ্চম সম্পূর্ণ ॥৫॥

৬॥ "আনন্দাদ্যধিকরণম্"–

অথেদং বিচারয়তি । বেদেষু পূর্ণানন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে । তে সর্বেষু তদুপাসনেষু পসংহার্য্যাঃ ? নবেতি বীক্ষায়াম্, অনারভ্যাধীতানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ, আরভ্যাধীতা

কর্ম্মণোঽপি নিত্যত্ব স্বীকারে লয়োক্তির্নসঙ্গচ্ছতে ; তস্মাৎ প্রপঞ্চসর্গাদিভিন্নং কর্ম্মনিত্যমিতি সিদ্ধম্ ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সর্বাভেদাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–তস্মাদিতি । অতিরোহিতার্থম্ । তথাহি শ্রীপ্রমেয়রত্নবল্যাম্–১/২৯

রূপানন্ত্যাজ্জনানন্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কর্ম্ম তৎ ।
নিত্যং স্যাত্তদেভেদাচ্চেত্যুদিতং তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥

ইতি । তস্মাদ্ বাল্যাদিকর্ম্মণামপি শ্রীভগবদ্ধর্ম্মত্বান্নিত্যত্বমিতি তেষামুপাস্যত্বমিত্যর্থঃ।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেরম্যে রাধাদি-গোপিকাবৃতঃ ।
নিত্যং বিরাজতে কৃষ্ণঃ রসিকেন্দ্র-শিরোমণিঃ ॥১১॥

ইতি সর্বাভেদাধিকরণং পঞ্চমং সম্পূর্ণম্ ॥৫॥

৬॥ "আনন্দাদ্যধিকরণম্"

পূর্ণানন্দময়ঃ কৃষ্ণো বাল্যাদিলীলয়াপি চ ।
পিতৃত্ব-ভাব-যুক্তানামুপস্যং নির্ণয়াত্ত্বসৌ ॥

অথ অধিকরণসঙ্গতি প্রকারম্–ননু–অস্তু শ্রীভগবতি বাল্যধর্ম্মাদেরুপসংহারঃ, কুতঃ ? বাল্যাদিরূপস্যাপি শ্রীভগবতো বিভুত্বেন প্রতিপাদনাৎ, তদ্‌বিগ্রহে ন্যূনতাদিদেষাভাবাৎ, তদেকারসাশ্রুতেরবিরোধাৎ ; কিন্তু তস্য বাল্যবিগ্রহে আনন্দাদের্গুণগণস্যাদর্শনাৎ তেষামুপসংহারো মাস্তু ; তস্য কাদাচিৎকত্বাৎ ; তথাহি

৬॥ "আনন্দাদ্যধিকরণ"–

অনন্তর আনন্দাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাদি লীলার দ্বারাও পূর্ণানন্দময় নির্ণয়হেতু তিনি পিতৃত্বাদিভাবযুক্ত ভক্তগণের উপাস্য হয়েন । অথ অধিকরণ সঙ্গতি-প্রকার–যদি বলেন শ্রীভগবানে বাল্যধর্ম্মাদির উপসংহার করা হউক, কেন ? শ্রীভগবানের বাল্যাদিরূপেও বিভুত্ব রূপে প্রতিপাদন করাহেতু, তাহার বিগ্রহে ন্যূনতাদিদোষ অভাবহেতু, এবং তদেকরসতা শ্রুতির অবিরোধ হেতু।

কিন্তু তাঁহার বাল্যবিগ্রহে আনন্দাদিগুণগণের অদর্শন হেতু, তাহাদের উপসংহার করা না হউক, কারণ তাহা কদাচিৎ দেখা যায়, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–এক সময় মনস্বিনী যশোদা ঔত্থানিক মহোৎসবে উৎসুকমনা সমাগত ব্রজবাসিবৃন্দকে পূজা করিয়া পুত্র গোপালের রোদন শ্রবণ করিতে পান না, গোপাল স্তন পানের নিমিত্ত চরণ দ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এই আশঙ্কা সমাধান করিবার নিমিত্ত আনন্দাদ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন ।

নামেবোপসংহারঃ । সর্বগুণোপসংহারস্যানিয়মাচ্চ । তস্মান্নোপসংহার্য্যাস্তে । ইতি প্রাপ্তে–

শ্রীভাগবতে–১০/৭/৬ ঔত্থানিকোৎসুকামনা মনস্বিনী সমাগতান্ পুজয়তী ব্রজৌকসঃ । নৈবাশৃণোদ্ বৈ রুদিতং সুতস্য সা রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ইতি শঙ্কা সমাধানার্থং আনন্দাদ্যধিকরণারম্ভঃ ।

বিষয় ঃ–অথ আনন্দাদ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ–তথাহি-তৈত্তিরীয়কে–৩/৬/১ "আনন্দো ব্রহ্ম" তত্রৈব–২/৫/১–"আত্মানন্দময়ঃ" মুণ্ডকে–১/১/৯–"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" ছান্দোগ্যে–৮/৭/১–"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ" বৃহদারণ্যকে–৪/৪/২২–সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ" শ্বেতাশ্বতরে–৩/১৭ সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং সুহৃৎ" ইত্যাদিবেদান্তেষু শ্রীভগবতঃ পূর্ণানন্দদয়ো নিত্যব্রহ্মধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে" ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অথ অস্মিন্ বিষয়বাক্যে ইদং বিচারয়ন্তি–শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুচরণাঃ–"বেদান্তেষু" ইত্যাদি। তে ইতি স্পষ্টম্ । বেদান্তেষু শ্রুতা ব্রহ্মধর্ম্মাঃ পূর্ণানন্দদয়ঃ সর্বেষু শ্রীভগবদুপাসনেষু উপসংহার্য্যাঃ ? অথবা ক্বচিৎ-কদাচিৎ উপসংহার্য্যাঃ ? তথাচ–বাল্যাদিধর্ম্মবতি শ্রীবিগ্রহে সার্বজ্ঞ্য-পূর্ণানন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ সাধকৈঃ চিন্ত্যা ন বা ইতি, এবং সংশয়বাক্যম্ ।

বিষয় ঃ–অনন্তর আনন্দাদ্যধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ–তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে–ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ হয়েন । পুনঃ আত্মা আনন্দময় হয়, মুণ্ডকে যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ । ছান্দোগ্যে-যে আত্মা অপহত পাপ্মা বিজ্বর বিমৃত্যু বিশোক, বিজিঘৎস অপিপাস সত্যকাম । বৃহদারণ্যকে– সকলের বশীকারক, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি । শ্বেতাশ্বতরে– তিনি সকলের প্রভু ও ঈশান, সকলের আশ্রয় ও সুহৃৎ ইত্যাদি বেদান্ত সকলে শ্রীভগবানের পূর্ণানন্দাদি নিত্য ব্রহ্ম ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করা যায় এই প্রকার বিষয় বাক্য বর্ণিত হইল ।

সংশয় ঃ–এই বিষয়বাক্যে শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই প্রকার বিচার করিতেছেন–বেদান্তেষ্বিতি। বেদান্ত শাস্ত্রে পূর্ণানন্দাদি ব্রহ্ম ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করা যায়, তাহা সকল শ্রীভগবদুপাসনায় উপসংহার কর্ত্তব্য ? অথবা নহে ? অর্থাৎ বেদান্তে শ্রুতব্রহ্মধর্ম্ম পূর্ণানন্দাদি সকল প্রকার শ্রীভগবদুপাসনায় উপসংহার চিন্তন করা কর্ত্তব্য ? অথবা ক্বচিৎ কদাচিৎ উপসংহার কর্ত্তব্য ? অর্থাৎ শ্রীভগবানের বাল্যাদি ধর্ম্মযুক্ত শ্রীবিগ্রহে সার্বজ্ঞ্য পূর্ণানন্দাদি ধর্ম্ম সকল সাধক কর্ত্তৃক চিন্তা করা উচিৎ ? অথবা নহে ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–অনারভ্যেতি । আরভ্য অধীতি, অনারভ্য স্বশাখায় অধ্যয়ন না করিয়া গুণ সকলের উপসংাহার করিতে নাই, কারণ তাহার কোন প্রমাণ নাই এইহেতু । নিজ শাখায় অধীতি গুণ সকলেরই উপসংহার হয় । অর্থাৎ যে শাখায় যে ভগবৎ স্বরূপকে অধিকার করত যে ধর্ম্ম সকল পঠিত হয় তাহাদেরই সেই স্বরূপে উপসংহার করা কর্ত্তব্য, এতএব অনারভ্য অধীত-অন্য প্রকরণে পঠিত গুণবৃন্দের স্বোপাস্যে চিন্তন করা কর্ত্তব্য

॥ওঁ॥ আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ওঁ॥ ৩/৩/৬/১২॥

প্রধানস্য ধর্ম্মিনঃ পরমাত্মনো যে পূর্ণানন্দবোধ-স্বাশ্রিত বাৎসল্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুয়ন্তে তে সর্বত্রোপসংহার্য্যাঃ, তত্তৃষ্ণাহেতুত্বাৎ ॥১২॥

পূর্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়েজাতে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি—অনারভ্য” ইতি । যচ্ছাখায়াং যদ্‌ভগবৎস্বরূপমধিকৃত্য যে ধর্ম্মাঃ পঠিতাঃ তেষামেব তৎস্বরূপে উপসংহর্ত্তব্যাঃ, তস্মাৎ—অনারভ্যাধীতানাং—প্রকরণেতর পঠিতানাং গুণানাং—স্বোপাস্যে নোপসংহরঃ কর্ত্তব্যঃ, প্রমাণাভাবাৎ । কিঞ্চ—আরভ্যাধীতা-নামেব—যৎস্বরূপমধীকৃত্য যে ধর্ম্মাঃ অধীতাঃ তেষামেব তদুপাসনে উপসংহারঃ স্যান্নান্যেষাম্ । যে চানন্দময়াদয়ঃ কাদাচিৎকাঃ তেষামুপসংহারো ন স্যাদিত্যর্থঃ । তদিদং “ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ” (৩/৩/৩/৮) ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অপি চ সর্বগুণোপসংহারে নিয়মাভাবত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—“সর্ব” ইতি । স্পষ্টম্ । তস্মাৎ তে আনন্দাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ সর্বত্র নোপাসংহার্য্যাঃ ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্বপক্ষে সমুদ্‌ভাবিতে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—আনন্দাদয়ঃ” ইতি । প্রধানস্য ধর্ম্মিণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাস্য যে পূর্ণানন্দসার্বজ্ঞ্য-সার্বৈশ্বর্য্য-ভক্তবাৎসল্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুয়ন্তে তে সর্বত্র সর্বাসু অবস্থাসু এবোপসংহর্ত্তব্যঃ । এবং কুতঃ ? ভক্তানুরাগজনকত্বাদিত্যর্থঃ । প্রধানস্য” ইতি ভাষ্যন্ত—অতিরোহিতার্থম্ । অথ স্বোপাস্যে সর্বেষাং গুণানামুপসংহারঃ, তথাহি—শ্রীধ্রুবঃ—৪/৯/১৬ তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য—মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে” ইতি । শ্রীপ্রহলাদস্ত স্বোপাস্য পবনত্বাদয়োঽপি সমাহৃতঃ—৭/৯/৪৯ ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রণেন্দ্রিয়ানি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ। সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুনশ্চ ভূমন্ নান্যাৎ ত্বদস্ত্যপিমনোবচসানিরুক্তম্ ॥ শ্রীদশমে শ্রীঅক্রুরঃ—৪০/২৯ নমো বিজ্ঞানমাত্রায়

নহে, প্রমাণের অভাবহেতু ।

অপর আরভ্যাধীত প্রকরণ পঠিত গুণ সকলের—যে শ্রীভগৎস্বরূপ অধিকার করিয়া যে গুণ সকল পঠিত হইয়াছে তাহাদেরই সেই স্বরূপের উপাসনায় উপসংহার হইবে, অন্যের নহে । যে আনন্দময়াদি কদাচিৎক ধর্ম কোন কালে দেখা যায় তাহাদের উপসংহার হইবে না এই অর্থ । তাহা পূর্বে নবা এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অপর সকল গুণের উপসংহারে নিয়মের অভাবত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্বেতি । সর্বোগুণোপসংহারের কোন নিয়ম নাই, অতঃ তাহা উপসংহার করিতে নাই, অর্থাৎ সেই আনন্দময়াদি ধর্ম্মবৃন্দ সর্বত্র সকল উপসনায় উপসংহার করিতে নাই এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এই প্রকার পূর্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—আনন্দেতি । প্রধানের আনন্দাদি প্রধান ধর্ম্মী শ্রীগোবিন্দদেবের যে পূর্ণানন্দ সার্বজ্ঞ্য সাবৈবশ্বর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করা যায় তাহা সর্বত্র সকল অবস্থায়ই উপসংহার

৭॥ "প্রিয়শিস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণম্"–

আনন্দময়স্য শ্রীবিষ্ণোঃপ্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুতাঃ। "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" তৈ০–

সর্বপ্রত্যায়হেতবে । পুরুষেশ-প্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ইতি । তস্মাৎ স্বোপাস্যস্য পরব্রহ্মণঃ আনন্দাদয়ো গুণানামুপসংহারং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥১২॥

ইতি আনন্দাদ্যধিকরণং ষষ্ঠং সম্পূর্ণম্ ॥৬॥

৭॥ "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণম্"

বৃন্দাবনবিহারী চ রাধিকাচিত্তচোরকঃ ।
স্বরূপোঽয়ংসদা মম হৃদয়ে তু প্রকাশতু ॥

ননু–পূর্ণানন্দাদিধর্ম্মাণাং সর্বত্র স্বোপাস্যে উপসংহারঃ সম্ভবতু, তেষাং স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্মত্বাৎ, কিন্তু তৈত্তিরীয়কে যে প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে তে সর্বত্রোপসংহর্ত্তব্যা ন বা ইতি নিরূপণার্থং প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"আনন্দময়স্য" ইতি । স্পষ্টম্ ।

করা কর্ত্তব্য, কেন ? তাহা ভক্তগণের অনুরাগ জনকহেতু ইহাই অর্থ । প্রধান ধর্ম্মী পরমাত্মার যে পূর্ণ বোধাদি স্বাশ্রিত বাৎসল্যাদি ধর্ম্ম সকল শ্রুতি শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়, তাহা সর্বত্র উপসংহার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহাতে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় । অথ নিজ উপাস্যে সর্বপ্রকার গুণের উপসংহার দেখা যায় । শ্রীধ্রুব নিজ উপাস্যে এই গুণ সকল চিন্তা করেন–সেই ব্রহ্ম বিশ্বভবন এক অনন্ত আদ্য আনন্দ মাত্র বিকার রহিত শ্রীভগবানের আমি শরণাগত হই ।

শ্রীপ্রহলাদ ও নিজ উপাস্যে পবনত্বাদির চিন্তা করেন– আপনি বায়ু অগ্নি অবনী আকাশ জল তন্মাত্রা প্রাণ ইন্দ্রিয় সকল হৃদয় চিদনুগ্রহ, আপনিই সগুণ বিগুণাদি সকল, হে ভূমন্ ! মন ও বাক্যের দ্বারা বর্ণিত হয় তাহা আপনা হইতে অন্য নহে । শ্রীদশমে অক্রুর বলিয়াছেন– বিজ্ঞান মাত্র আপনাকে নমস্কার, সর্ব প্রত্যয়হেতু আপনাকে প্রণাম, পুরুষ ঈশ্বর প্রকৃতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, আপনি ব্রহ্ম অনন্ত শক্তিযুক্ত আপনাকে নমস্কার । অতএব স্বোপাস্য পরব্রহ্মের আনন্দাদি গুণ সকল উপসংহার করা কর্ত্তব্য এই অর্থ ॥১২॥

;এই প্রকার আনন্দাদ্যধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত ॥৬॥

৭॥ "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণ"–

অনন্তর প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীবৃন্দাবন বিহারী শ্রীরাধিকার চিত্তচোরক এই স্বরূপটি আমার হৃদয়ে সর্বদা প্রকাশিত হউক । যদি বলেন–পূর্ণানন্দাদি ধর্ম্মসকল সর্বত্র নিজউপাস্যে উপসংহার সম্ভব হউক, কারণ তাহা ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্ম হওয়া হেতু, কিন্তু তৈত্তিরীয়কে যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মসকল শ্রবণ করা যায় তাহা সর্বত্র উসংহার করা কর্ত্তব্য ? অথবা নহে ? ইহা নিরূপণ

২/৫/১) ইত্যাদিনা । তেঽপি সর্বত্রোপসংহার্য্যাঃ ? নবেতি ; বিশয়ে-আনন্দাদীনাং সর্বতোপসংহার্য্যত্বাভিধানাত্তেষামপ্যানন্দত্বাদ্যবিশেষাৎ স্যাৎ সর্বত্রোপসংহার ইতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে॥ওঁ॥৩/৩/৭/১৩॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মনামপ্রাপ্তিঃ সর্বত্রোপসংহারো ন স্যাৎ । আনন্দময়স্য বিষ্ণোঃ পুরুষবিধস্য পক্ষিরূপত্বাভাবাৎ । কিঞ্চ তস্মিন্ বাক্যে প্রমোদ–মোদ–

তথাচ–তৈত্তিরীয়কোপনিষদি শ্রুয়তে–(২/৫/১) "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তর পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি । তস্যানন্দময়স্য পরব্রহ্মণঃ–শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রিয়াদয়স্তথা তথা ইতি । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"তেঽপি" ইত্যাদি । তে প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সর্বত্র-স্বোপাস্যে উপসংহার্য্যাঃ, চিন্তনীয়া ? অথবা রূপকত্বাৎ তেষাং নোপসংহার্য্যাঃ । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–ইতি বিষয়ে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–আনন্দাদীনামিতি । পূর্বত্র "আনন্দাদ্যধিকরণে" আনন্দাদীনাং ব্রহ্ম ধর্ম্মাণাং সর্বত্র স্বোপাস্যে উপসংহার্য্যত্বাভিধানাৎ তেষামপি–প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামপি আনন্দত্বাবিশেষাৎ তেষামপি সর্বত্র স্বোপাস্যে উপসংহারঃ কত্তব্য ইতি । তথাহি তত্রৈব–২/৫/১ "আনন্দ আত্মা" ইতি তত্রৈব প্রিয়শিরমধ্যে নিরূপণাৎ, আনন্দাদেঃ সর্বত্রোপসংহারাৎ, তেষামপি সর্বত্রোপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইতি । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

করিবার নিমিত্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণের আরম্ভ, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয় ঃ–অনন্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–আনন্দেতি। আনন্দময় শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্ম্ম সকল উপনিষদে শ্রবণ করা যায়, তাঁহার প্রিয়ই শির ইত্যাদির দ্বারা। অর্থাৎ তৈত্তিরীয়কোপনিষদে শ্রুত হয়–আনন্দময় ব্রহ্মের প্রিয়ই মস্তক মোদ দক্ষিণপক্ষ প্রমোদ উত্তরপক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা । এইরূপ সেই আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের প্রিয়াদি মস্তকাদিভাবে বর্ণন করিয়াছেন । এই প্রকার বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ–এই বিষয়বাক্যের সংশয় হইতেছে–তেঽপীতি । তাহারাও সর্বত্র উপসংহার করা উচিত ? অথবা নহে ? অর্থাৎ সেই প্রিয়রিস্ত্বাদিধর্ম্মসমূহ সর্বত্র স্বোপাস্যে উপসংহার্য্য চিন্তা করা উচিত ? অথবা তাহা রূপকহেতু তাহাদের উপসংহার করা উচিত নহে, ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–আনন্দেতি আনন্দাদিধর্ম্ম সকলের সর্বত্র উপসংহার্য্যতা নিরূপণহেতু তাহারও আনন্দ রিশেষ হওয়াহেতু তাহাদেরও সর্বত্র উপসংহার হইবে । অর্থাৎ পূর্ব আনন্দাদ্যধিকরণে আনন্দদাদি ব্রহ্ম ধর্ম্ম সমুহের সর্বত্র নিজ উপাস্যে চিন্তনীয়ত্ব কথনহেতু সেই প্রিয়সিরস্ত্বাদিধর্ম্মের আনন্দত্বাবিশেষহেতু তাহাদেরও সর্বত্র নিজ উপাস্যে উপসংহার করা কর্ত্তব্য,

শব্দাভ্যামানন্দগতাবুপচয়া পচয়ৌ বৃদ্ধিহ্রাসৌ প্রতীতৌ। তৌ চ ভেদে সতি সম্ভবেতাম্। নচৈবমস্তি। স্বগতভেদস্যাপি প্রত্যাখ্যানাৎ। তস্মান্নোপসংহার্য্যাস্তে ॥১৩॥

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়ন্তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"প্রিয়েতি। প্রিয়শিরঃ–পরব্রহ্মণি স্বোপাস্যে প্রিয়শিরদক্ষিণপক্ষ–উত্তরপক্ষাদীনাং রূপকধর্ম্মাণাং অপ্রাপ্তিঃ, প্রিয়াদিধর্ম্মাণামুপসংহারং ন কর্ত্তব্যমিতি, কুতঃ ? কথঞ্চিদ্ ভেদস্যাপি প্রত্যাখ্যানাৎ। তথাচ–প্রিয়াদিশব্দঃ–প্রমোদ-মোদাদিশব্দাভ্যাং তস্মিন্ উপচয়াপচয়ৌ বৃদ্ধিহ্রাসৌ প্রতীতৌ, ভেদাদি–তৌ হি ভেদে সতি সম্ভবেতাম্, ভেদাভাতবে তেষামুপসংহারং ন কর্ত্তব্যমিত্যির্থঃ।

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্" ইতি ভাষ্যস্ত স্ফুটার্থম্। প্রত্যাখ্যানাদিতি–"অহিকুণ্ডলাধিকরণে (৩/২/১২/২৮) নিরাসাদিত্যর্থঃ। তথাচ–ভেদত্রয় বিরহিতস্য পরব্রহ্মণঃ সর্বদৈকরূপ্যাৎ তেষামপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম্–১/১৭ নির্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মাক-শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ॥ তস্মাৎ তে নোপসংহার্য্যাঃ ॥১৩॥

এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়ে বর্ণিত আছে–আনন্দ আত্মা এই প্রকার সেই প্রিয়শির মধ্যে নিরূপণহেতু আনন্দাদিধর্ম্মের সর্বত্র উপসংহারহেতু, তাহাদেরও সর্বত্র চিন্তাকরা কর্ত্তব্য এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে শ্রীভগবান বাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন–প্রিয়েতি। প্রিয়সিরস্ত্বাদি প্রাপ্তি হইবে না, উপচয় অপচয় হয় তাহা ভেদেই সম্ভব, অর্থাৎ প্রিয়শির পরব্রহ্ম স্বোপাস্যে প্রিয়শির দক্ষিণপক্ষ উত্তরপক্ষ প্রভৃতি রূপক ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি, প্রিয়াদি ধর্ম্মসকলের উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে, কেন ? কথঞ্চিৎ ভেদেরও প্রত্যাখানহেতু, অর্থাৎ প্রিয়াদিশব্দ প্রমোদমোদাদি শব্দের দ্বারা তাহাতে উপচয় অপচয় বৃদ্ধি হ্রাস পততি হয়, ভেদেহি–তাহা ভেদ হইলেই সম্ভব হয়, ভেদাভাব ব্রহ্মে তাহাদের উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে ইহাই সূত্রার্থ। প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম সকলের অপ্রাপ্তি সর্বত্র উপসংহার হইবে না। আনন্দময় শ্রীবিষ্ণু পুরুষবিধের পক্ষীরূপের অভাব হেতু। অপর সেই বাক্যে প্রমোদ মোদশব্দের দ্বারা আনন্দগত উপচয় অপচয় বৃদ্ধিহ্রাস প্রতীতি হয়, বৃদ্ধি হ্রাস ভেদ হইলে পরেই সম্ভব হয়। কিন্তু এই প্রকার দেখা যায় না।

কারণ স্বগতভেদও তথায় প্রত্যাখ্যন করা হইয়াছে।অতএব তাহা উপসংহার করা অনুচিত অর্থাৎ প্রিয়শিরাদিভাষ্যাংশ স্ফুটার্থ। প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অহিকুণ্ডলাধিকরণে নিরসন করা হইয়াছে। সারার্থ–ভেদত্রয়রহিত পরব্রহ্মের সর্বদা একরূপত্বহেতু তাহাদের প্রাপ্তি হইবে না ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীপ্রেময়রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবান্ নির্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ ও আত্মতন্ত্র, চেতন রহিত শরীর এবং গুণহীন, তাঁহার কর পাদমুখ উদরাদি আনন্দমাত্র, তিনি সর্বত্র স্বগত ভেদাদি বিবর্জিত আত্মা স্বরূপ হয়েন। অতএব প্রিয়শিরাদি গুণ সকল উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই ভাষ্যার্থ ॥১৩॥

॥ওঁ॥ ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ওঁ॥৩/৩/৭/১৪॥

"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্" (তৈ০–২/১/৩) ইত্যাদিনা । "সোঽকাময়ত" (তৈ০–২/৫/২) ইত্যাদিনা "ভীষাস্মাদ্" (তৈ–২/৮/১) ইত্যাদিনা চ তস্মাদ্ বাক্যাৎ প্রাগুর্দ্ধঞ্চ যে প্রিয়শিরস্ত্বাদিভ্য ইতরে বিভূত্ব চিৎসুখত্ব-জগৎকারণত্ব-পারমৈশ্বর্য্যাদয়স্তস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে তে তূপসংহার্য্যা এব ।

অথ প্রিয়শিরস্ত্বাদিভ্য ইতরে যে গুণা উপসংহার্য্যাস্তৎ প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ইতরে তু" ইতি । ননু–বিভত্ব–চিৎসুখত্ব–সার্বজ্ঞ্যত্ব-জগৎকারণত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ উপসংহার্য্যা এবং কুতঃ ? অর্থসামান্যাৎ ; অর্থং-ফলং, তস্য সাম্যাদিত্যর্থঃ । অথ প্রিয়শিরস্ত্বাদিপ্রকরণ প্রতিপাদিতাৎ, ইতরে গুণা নিরূপয়ন্তি–তস্মাদিতি । তস্মাৎ–বিভোঃ চিৎমুখস্বরূপাৎ ; এতস্মাৎ-সার্বজ্ঞ্য-সার্বৈশ্বর্য্যাদিগুণালঙ্কৃতাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ" ইতি । ইত্যনেন তস্য বিভুত্ব–চিৎসুখত্বং প্রতিপাদিতম্ । উত্তরত্র তু–সোঽকাময়ত" ইতি সঃ–চিৎসুখাদিগুণগণালঙ্কৃতঃ, অকাময়ত–ইত্যনেন তস্য জগৎকারণত্বং; "ভীষাস্মাদিতি ; ভীষাস্মাদ্ বাতপবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। ইত্যনেন তস্য পারমৈশ্বর্যমুক্তম্; ইত্যাদয়োগুণাস্ত উপসংহার্য্যা এব ।

অথ অন্যেঽপি গুণা মোচকত্বমাহঃ–বেদান্তোদিতৈরিতি ; বীর্য্য ইতি ; তথাহি রাণায়নী সংহিতায়াম্,

---

অনন্তর ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণ হইতে অন্য যে গুণবৃন্দ আছে, তাহা উপসংহার্য্য তৎপ্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–ইতর ইতি । ইতর অন্য কিন্তু অর্থ সামান্যহেতু। অর্থাৎ বিভূত্ব চিৎসুখত্ব সার্বজ্ঞ্যত্ব জগৎকারণত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মবৃন্দ উপসংহার্য্য ? অথবা প্রিয়শিরস্ত্বাদির ন্যায় উপসংহার করিবে না ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–ইতরবিভুত্বাদি ব্রহ্ম ধর্ম্মসকল উপসংহার করিতে হইবেই, কেন ? অর্থ সামান্যহেতু, অর্থ ফল তাহার সমানতা হেতু ।

অথ প্রিয়শিরস্ত্বাদি প্রকারণে প্রতিপাদিতগুণ হইতে ইতর অন্য গুণসকল নিরূপণ করিতেছেন–তস্মাদিতি । তাহা হইতে এই হইতে, অর্থাৎ বিভু চিৎ সুখস্বরূপ হইতে, এতস্মাৎ সার্বজ্ঞ্য সার্বৈশ্ব্যাদিগুণগণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেব হইতে, ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার বিভুত্ব চিৎসুখত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উত্তরভাগে তিনি কামনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই চিৎসুখাদিগুণগণালঙ্কৃত কামনা করিয়াছিলেন' এতদ্দ্বারা তাঁহার জগৎ কারণতা । ভীষেতি এই ব্রহ্মের ভয়ে পবন প্রবাহিত হয়, ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, এই ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি ইন্দ্রও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয় এই প্রমাণের দ্বারা তাহার পারমৈশ্বর্য্য কথিত হইল ইত্যাদিগুণগণ উপসংহার করিতে হইবে । মূল–ইত্যাদির দ্বারা তস্মাৎ এই বাক্য হইতে পূর্বে যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ হইতে ইতর বিভুত্ব চিৎসুখত্ব জগৎকারণত্ব পারমৈশ্বর্য্যাদিগুণ সেই আনন্দময় ব্রহ্মের ধর্ম্মবৃন্দ পঠিত হয় তাহা উপসংহার করিতে হইবে, কেন ? অর্থেতি, ফলের একত্ব হেতু এই অর্থ । অনন্তর অন্যগুণ সকলও মোচক হয় তাহা বলিতেছেন–বেদান্তেতি ।

কুতঃ ? অথেতি । ফলৈক্যাদিত্যর্থঃ । বেদান্তোদিতৈ বীর্য্যসম্ভূতি–সর্বসৌহৃদ–শরণত্ব–মোচকত্বাদিভিশ্চিন্তিতৈ র্গুণৈ র্যো মোক্ষলক্ষণোঽর্থস্তস্যৈব এতৈরপি তথাভূতৈঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥১৪॥

নন্বানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ পক্ষিভাবেন রূপকং কিমর্থম্ ? অন্যত্র হি "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" (কঠ০–১/৩/৩) ইত্যাদিভিরুপাসকস্য তচ্ছরীরাদেশ্চ রথী-রথাদিভাবেন রূপকমুপাস্তি–উপকরণ–শরীরেন্দ্রিয়াদিবশীকারার্থং দৃষ্টম্ । ন চাত্র তাদৃশং কিঞ্চিৎ ফলং দৃশ্যতে । নহি ফলমনুদ্দিশ্য তথাত্বেন রূপকে বেদস্য প্রবৃত্তির্যুক্তা বক্তুম্ ।

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যৈষ্ঠং দিবমাততান । ব্রহ্ম ভুতানাং প্রথমং তু জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ ॥ ইত্যনেন পরব্রহ্মণঃ স্বেতরসর্বনিয়ামকত্বম্ । সর্বসৌহৃদত্ব-শরণত্ব-মোচকত্বাদয়ঃ–তথাহি শ্রীগীতাসু–৫/২৯ সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি" তত্রৈব–৯/১৮ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" শ্বেতাশ্বতরে–৩/১৭ সর্বস্য শরণং সুহৃৎ" তত্রৈব–৬/১৬ সংসারমোক্ষ-স্থিতি-বন্ধহেতুঃ" ইতি । ইত্যাদিগুণানাং চিন্তনেন যথা মোক্ষঃসিদ্ধেৎ তথা বিভুত্বাদিগুণচিন্তনেনাপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদিভ্য ইতরে গুণাঃ সর্বে এব স্বোপাস্যে চিন্ত্যা ইতি ॥১৪॥

অথ প্রিয়শিরস্ত্বাদিরূপকস্য প্রকরান্তরেণ নিরাকর্ত্তুং শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–"ননু" ইতি । "ননু" ইতি স্ফুটার্থম্ । আত্মানং ইতি–আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগহমেব চ ॥ ইতি তু সম্পূর্ণা শ্রুতিঃ ।

বেদান্ত কথিত বীর্য্য সম্ভূতি সর্বসৌহৃদ শরণত্ব মোচকত্বাদি চিন্তিত গুণের দ্বারা যে মোক্ষ লক্ষণ অর্থ লাভ হয়, তাঁহার এই গুণসকল চিন্তনের দ্বারাও সেই ফল লাভ হয় এই অর্থ । বীর্য্য বিষয়ে রাণায়নী সংহিতায় বর্ণিত আছে–ব্রহ্মাই জৈষ্ঠ্য বীর্য্য প্রভাব ধারণ কর্ত্তা ব্রহ্ম সর্বপ্রথম বিশাল আকাশ বিস্তার করিয়াছেন, ব্রহ্মাই ভূত সমুহে অগ্রে প্রথম জাত হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রহ্মের সহিত কে স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ হইবে এই বাক্য দ্বারা পরব্রহ্মের স্বেতর সর্বনিয়ামকত্ব সিদ্ধ হইল । সর্বসৌহৃদত্ব শরণত্ব মোচকত্বাদি–শ্রীগীতা বর্ণিত আছে–সকলভূতগণের সুহৃদরূপে আমাকে জানিয়া সাধক শান্তি লাভ করে। পুনঃ আমি গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ ও সুহৃদ। শ্বেতাশ্বতরে–তিনি সকলের প্রভু ঈশান, সকলের শরণ ও সুহৃৎ । পুনঃ তিনি সংসারের মুক্তি স্থিতি ও বন্ধনের হেতু । ইত্যাদি গুণগণের চিন্তনের দ্বারা যেমন মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সেই প্রকার বিভুত্বাদি গুণচিন্তনেরও মোক্ষ লাভ হয় এই অর্থ। অতএব প্রিয়শিরস্ত্বাদি হইতে অন্য গুণবৃন্দ সকলই নিজ উপাস্যে চিন্তনীয় বা উপসংহার করা উচিত ইহাই ভাষ্যর্থ ॥১৪॥

অনন্তর প্রিয়শিরস্ত্বাদিরূপকের প্রকারান্তরে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন–

ইত্যাশঙ্ক্য তস্য ফলমাহ–

॥ওঁ॥ আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৭/১৫॥

প্রয়োজনস্যাভাবাদাধ্যানায়ৈ রূপকোপদেশঃ কৃতঃ । আধ্যানং সম্যগনুচিন্তনম্ । অয়মর্থঃ–"ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং" (তৈ০–২/১/২) ইত্যুপক্রান্তং একং ব্রহ্ম স্বয়ংরূপত্বেন বিলাসত্বাদিনা চ দ্বিধাবতিষ্ঠতে । তচ্চ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ–বাসুদেব–সঙ্কর্ষণ–প্রদ্যুম্না নিরুদ্ধ সংজ্ঞং স্বরূপতো গুণতো নামাদিতশ্চ বিভু চিৎসুখাত্মকং স্থূলধিয়ামাদৌ দুর্বিভাব্যম্ ।

অতস্তদেকমানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয় মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃ পক্ষাদিভাবেন

তথাচ–"আত্মানম্" ইত্যাদিরূপকন্তু সাধকস্য শরীরেন্দ্রিয়াদিবশীকরণার্থং, তথৈব চিন্তনে সাধকস্য দুষ্টেন্দ্রিয়াদয়ো বশীভূতা ভবন্তি, কিন্তু–প্রিয়শিরস্ত্বাদিচিন্তনে সাধকস্য কিং ফলং সম্ভবেৎ ? ফলাভাবে তাদৃশরূপকল্পনং ব্যর্থৈব, তথাত্বে বেদস্য মিথ্যাত্বাপত্তিঃ ; ন চ ফলং বিনা কস্যাপি প্রবৃত্তিঃ, তস্মাৎ বিভূত্বাদিবৎ প্রিয়স্ত্বাদিয়োঽপি উপসংহর্ত্তব্যাঃ" ইতি ;

ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্‌ভাবিতায়াং, সা নিরাকৃত্য-তৎ ফলবক্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "আধ্যানায়" ইতি । প্রিয়শিরস্ত্বাদায়ো ধর্ম্মা নোপসংহর্ত্তব্যাঃ ; কুত ? প্রয়োজনাভাবাৎ, সাধকস্য তদ্রূপ

নন্বিতি । যদি বলেন আনন্দময় ব্রহ্মের পক্ষিভাবে রূপক বর্ণনের প্রয়োজন কি ? অন্যত্র কঠোপনিষদে আত্মাকে রথ বলিয়া জানিবে ইত্যাদিরূপে বর্ণন উপাসকের ও তাহার শরীর প্রভৃতির রথী রথাদি ভাবের দ্বারা রূপক বর্ণনা উপাসনার উপকরণ দেহ ইন্দ্রাদি বশীকরণের নিমিত্ত দেখা যায় । কিন্তু এইস্থলে তাদৃশ কোন প্রকার ফল দেখা যায় না । অপর ফলের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন না থাকিলে সেই প্রকার রূপক বর্ণনে প্রবৃত্তি যুক্তি সঙ্গত ইহা বলিতে পারেন না ।

অর্থাৎ আত্মানমিতি–আত্মাকে রথী জানিবে, শরীর রথ হয়, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া জানিবে, এবং মন প্রগ্রহ হয়, ইহাই সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য। সারার্থ–আত্মাকে ইত্যাদিরূপক সাধকের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বশীকরণের নিমিত্ত হয়, সেই প্রকার চিন্তায় সাধকের দুষ্ট ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়, কিন্তু প্রিয়শিরস্ত্বাদি চিন্তনে সাধকের কি ফল লাভ হইবে ? ফলাভাব হেতু তাদৃশরূপক কল্পনা করা বৃথা, বৃথা কল্পনাহেতু বেদের মিথ্যা প্রসঙ্গ হয়, কারণ ফল বিনা কোন কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, অতএব বিভূত্বাদি গুনের ন্যায় প্রিয়শিরস্ত্বাদিও উপসংহার করা কর্ত্তব্য ।

এই প্রকার আশঙ্কা সমুদ্ভাবনা করিলে, তাহা নিরাকরণ করত তাহার ফলবলিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–আধ্যানায়েতি । প্রয়োজনের অভাবহেতু, আধ্যায়নের নিমিত্ত। অর্থাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম সকল উপসংহার করিবে না, কেন ? প্রয়োজনের অভাবহেতু সাধকের

রূপয়িত্বা উপদিশ্যতে তেষাং সুবোধায় ।

ইত্থঞ্চ তস্য বুদ্ধ্যারোহণে সতি বেদন শব্দোদিতং ধ্যানংসম্যগ্‌ভবতি । যথাহি অন্নময়স্য পুরুষস্যাস্য দেহস্য শিরঃ পক্ষাদিরূপকেণ বুদ্ধাবারোহণম্–"তস্যেদমেব শিরঃ" (তৈ০–২/১/৩) ইত্যাদিনা । তথাচ প্রাণময়–মনোময়–বিজ্ঞানময়ানাং তথা রূপকেন তৎ ক্রিয়তে–"তস্য প্রাণ এব শিরঃ" (তৈ০–২/২/৩) ইত্যাদিভিঃ । তথৈব এতেভ্যোঽন্তরভূতস্য আনন্দময়স্য চ পুরুষস্য তেন তৎ "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" (তৈ০–২/৫/১) ইত্যাদিনা ।

তথাচ–পঞ্চাবয়ব বিশুদ্ধব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাৎ, তেষাং সর্বত্রোপসংহারো নেতি

ব্রহ্মচিন্তনে ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ । ননু–তথাত্বে কিমর্থং তয়া রূপণমিত্যপেক্ষায়ামাহ–আধ্যানায়" ইতি । আধ্যানং সম্যগনুচিন্তনং তস্মৈ ইত্যর্থঃ । সপরিকর-স্বোপাস্যচিন্তনার্থমিতি ভাবঃ । অথ এবং রূপকবর্ণনস্য সারার্থমাহুঃ–অয়মর্থঃ" ইতি । "ব্রহ্মবিৎ" ইতি ।

স্বয়ংরূপত্বেন–আনন্দময় শ্রীগোবিন্দত্বেন ; তথাহি–শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–১/১২ "অনন্যাপেক্ষি-যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে" যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৫/১ ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ইতি । বিলাসত্বাদিনা–শ্রীনারায়ণাদিত্বেন । তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–১/১৫-১৬–

স্বরূপমন্যথাকারংযৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥

সেইরূপের চিন্তায় কোন ফল সিদ্ধ হয় না । যদি বলেন–তবে কি নিমিত্ত সেই প্রকার রূপণ করিয়াছেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন আধ্যানায়, আধ্যান সম্যকরূপে অনুচিন্তন করিবার জন্য, সপরিকর নিজ উপাস্যের চিন্তা করিবার নিমিত্ত এই অর্থ । প্রয়োজনের অভাবহেতু অধ্যায়নের নিমিত্ত রূপকের উপদেশ করিয়াছেন । আধ্যান সম্যকপ্রকারে অনুচিন্তন করা । অথ এইপ্রকার রূপকবর্ণনের সারার্থ বলিতেছেন–অয়মেতি ।

এই সূত্রের অর্থ এই প্রকার–ব্রহ্মবিৎ পরংব্রহ্মকে লাভ করে এই ভাবে উপক্রান্ত এক ব্রহ্মস্বয়ংরূপেও বিলাসাদির রূপে দুই প্রকারে অবস্থান করেন । অর্থাৎ স্বয়ংরূপে আনন্দময়–শ্রীগোবিন্দদেবরূপে, শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–যে রূপ অন্য কোন স্বরূপের অপেক্ষা করে না তাহাকে স্বয়ংরূপ বলা হয় । যথা শ্রীব্রহ্মাসংহিতায় বর্ণনা করিয়াছেন–শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হয়েন, তিনি অনাদি আদি সেই শ্রীগোবিন্দদেব সকল কারণের কারণ হয়েন । বিলাসাদিরূপে–শ্রীনারায়ণাদিরূপে, শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–শ্রীগোবিন্দদেবের বিলাসহেতু যেরূপ অন্য প্রকারে প্রতিভাত হয়, কিন্তু তাহার শক্তি প্রায় আত্মসম শ্রীকৃষ্ণের সমান তাহাকে বিলাস বলা হয় । যেনম শ্রীগোবিন্দদেবের বিলাস পরমব্যোম নাথ শ্রীনারায়ন যে প্রকার শ্রীপরব্যোমনাথের শ্রীবাসুদেব

সুষ্ঠূপপাদিতম্ ।

নচৈকমেব ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বমিত্যমুলম্ ? "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো০–তা০–পূ০–২৩) "একংসন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি । "স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষঃ স আত্মা স পুচ্ছম্" ইতি (চতুর্বেদশিখায়াম্) চ শ্রুত্যন্তরাৎ ।

"শিরো নারায়ণঃ পক্ষো দক্ষিণঃ সব্য এব চ । প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সন্দেহো বাসুদেবকঃ ॥ নারায়ণোঽথ সন্দেহো বাসুদেবঃ শিরোঽপি বা । পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা ॥ অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ । ঐশ্বর্য্যান্নবিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দ্দনে ॥ অতর্ক্যে হি কুতস্তর্কস্ত্বপ্রমেয়ে কুতঃ প্রমা ॥ (মোধ্বভাষ্য–বৃহৎসংহিতা–১/১/৬/১৫) ইতি স্মরণাচ্চ ॥১৫॥

পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ । পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ শিষ্টমতিরোহিতার্থম্; ব্যাখ্যাতঞ্চ-আনন্দময়াধিকরণে" (১/১/৬/১২) ইতি । তস্মাদেকমেব ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বেন স্বভক্তান্ রক্ষতি, মোদয়ন্তি চ ইতি শ্রুতিপ্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি–সশিরঃ" ইতি । সঃ" স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণঃ শিরঃ, ইত্যাদি স্পষ্টম্ । অথ শ্রুতিবাক্যমেব বৃহৎসংহিতাবাক্যেন স্পষ্টয়ন্তি–শিরো নারায়ণঃ" ইত্যাদি । নারায়ণঃ শিরো ভবতি, দক্ষিণপক্ষঃ প্রদ্যুম্নো ভবতি, অনিরুদ্ধশ্চ সব্য-বামঃ পক্ষ এব, সন্দেহঃ–শরীরঃ বাসুদেবকঃ, অথ নারায়ণঃ শরীরঃ, বাসুদেবঃ শিরোঽপি পুচ্ছং সঙ্কর্ষণ এব, অত্র দক্ষিণোত্তরপক্ষৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ জ্ঞেয়ৌ, এবং পুরুষোত্তমঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ অঙ্গাঙ্গিভাবেন স্বয়ংরূপ-বিলাসরূপেণ সর্বদা ক্রীড়তে, যতো–ভগবানিতি, ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি দিব্য-ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহঃ" ইতি ।

বিলাসস্বরূপ হয়েন । সেই ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব, বিলাস–শ্রীনারায়ণ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে স্বরূপতঃ গুণতঃ ও নামাদিতঃ বিভু এবং চিৎসুখাত্মক, স্থূলবুদ্ধি মানবগণের ভাবনার অতীত হয়েন, অতএব সেই এক আনন্দময়ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপের দ্বারা বিভাজন করিয়া শিরপক্ষ প্রভৃতি ভাবে রূপক করিয়া স্থূলবুদ্ধি মানমানবগণের সুবোধের নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন ।

এই প্রকার সাধকের তাহাতে বুদ্ধির আরোহণ হইলে পরে বেদন শব্দ কথিত ধ্যান সম্যক্‌রূপে হয়। যেমন অন্নময় পুরুষের এই মানব শরীরের শিরঃ পক্ষাদি রূপকের দ্বারা বুদ্ধিতে আরোহণ করা হয়, তাহার ইহাই শিরঃ ইত্যাদির দ্বারা সেই প্রকার প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়াদির সেইরূপ রূপকের দ্বারা তাহাই করিয়াছেন–তাহার প্রাণই শিরঃ ইত্যাদির দ্বারা । এই প্রকার এই সকলের অভ্যন্তর স্বরূপ আনন্দময় পুরুষেরও তাহা করা হইয়াছে–তাহার প্রিয়ই শিরঃ ইত্যাদির দ্বারা । সারর্থ এই যে–স্বয়ংরূপ ও বিলাসরূপ পঞ্চ অবয়ব বিশুদ্ধ ব্রহ্মের উপলক্ষণ মাত্রহেতু, সেই প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্ম্মের সর্বত্র উপসংহার করা হয় না, তাহা বিচার পূর্বক প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যদি বলেন–একমাত্র ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বরূপ

॥ওঁ॥ আত্ম শব্দাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৭/১৬॥

“আত্মানন্দময়ঃ” (তৈ০–২/৫/১) ইতি তস্যাত্মা শব্দেন নির্দ্দেশাদাত্মনঃ পক্ষিবৎ পুচ্ছাদিকমসম্ভবতীত্যতঃ সৌবোধ্যায় রূপকমাত্রং তদিত্যবগম্যতে ॥১৬॥

ননু তথাত্বে স্বীকৃতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যেকত্বশ্রুতি র্ব্যাহন্যেত' ইতি চেৎ ? তত্রাহ–ঐশ্বর্য্যাৎ ন কোঽপি বিরোধঃ স্যাদিতির্থঃ ; তথাহি–২/১/১৫/৩৭ ঐশ্বর্য্যযোপাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধাঽর্থোঽভিধীয়তে” তস্মিন্ জনার্দ্দনে-অতর্ক্যেঽচিন্ত্যে কুতঃ তর্কঃ ? তথা সর্ববিধলৌকিকপ্রমাণশূন্যে অপ্রমেয়ে পরব্রহ্মণি প্রমাপি কুতঃ ? তথাহি কঠোপনিষদি–১/২/৯ “নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া” ইতি । শ্রীমহাভারতে–ভীষ্মপর্ব্বণি-৫/১২ “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” (২/১/৩/১১) ইতি সূত্রাচ্চ ।

অপি চ–শ্রীলঘুভাগবতামৃতে–১/৯ কিঞ্চ “তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ” ইতি ন্যায়বিধানতঃ । অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ ॥ তস্মাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণাঃ স্বোপাস্যে নোপসংহর্ত্তব্যাঃ ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

ননু–পক্ষিত্বাদিরূপকস্য আনন্দময় প্রকরণে পঠিতত্বাৎ, আনন্দময়স্য চ উপাস্যত্বাৎ কথং তে গুণা ন চিন্ত্যাঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–আত্মশব্দাচ্চ” ইতি । তৎ প্রকরণে “আনন্দময়” শব্দস্য আত্মা-শব্দেন নির্দ্দেশাৎ, আত্মনঃ পক্ষিবৎ পুচ্ছদিকং ন সম্ভবেৎ, তস্মাত্তে নোপসংহার্য্যাঃ ।

অনুভূত হয় ইহা প্রমাণ বিহীন, এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, তাহা অমূলক নহে, শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন–শ্রীগোপাল এক হইয়াও বিলাসাদি বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন ।

পুনঃ তিনি এক হইয়াও বহুধা বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন এই প্রকরণের ব্যাখ্যা আনন্দময়াধিকরণে করা হইয়াছে । অতএব একমাত্র ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বস্বরূপের দ্বারা নিজভক্তগণকে রক্ষা করেন, ও আমোদিত করেন, ইহাই শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–স ইতি । তিনি শিরঃ, অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই শিরঃ তিনি দক্ষিণপক্ষ, তিনি উত্তরপক্ষ, সেই আত্মা, সেই পুচ্ছ ইত্যাদি অন্য শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ।

অনন্তর এই শ্রুতিবাক্যই বৃহৎসংহিতা বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন–শির ইতি । শ্রীনারায়ণ শিরঃ হয়েন, দক্ষিণপক্ষ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ সব্য বামপক্ষ, সন্দোহ শরীর বাসুদেব হয়েন । অথবা নারায়ণ শরীর বাসুদেব মস্তক, সঙ্কর্ষণ পুচ্ছ হয়েন, এইস্থলে দক্ষিণপক্ষ উত্তরপক্ষ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে জানিতে হইবে। এই প্রকার পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেব অঙ্গাঙ্গী ভাবে স্বয়ংরূপ ও বিলারূপে সর্বদা ক্রীড়া করেন, যেহেতু তিনি ভগবান, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যযশঃ শ্রীজ্ঞানবৈরাগ্যাদি দিব্যষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহ । যদি বলেন–এই প্রকার অঙ্গাঙ্গীরূপ স্বীকার করিলে একমেবা দ্বিতীয়ম্ ইত্যাদি একত্ব শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন–ঐশ্বর্য্যেতি। ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরতা হেতু কোন প্রকার বিরোধ হইবে না, কারণ ঐশ্বর্য্য যোগ্যবশতঃ শ্রীভগবান বিরুদ্ধার্থ বলিয়া কথিত হয়েন, অতএব সেই জনার্দ্দনে অতর্ক্যে অচিন্ত্য বস্তুতে

॥ওঁ॥ আত্মগৃহীতিরিতর বদুত্তরাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৭/১৭॥

ননু–"অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ" (তৈ০–২/২/৩) ইত্যাদিষু জড়াণুচেতনেষু অপি আত্মশব্দস্য প্রয়োগাৎ। "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" (তৈ০–২/৫/১) ইত্যত্র তস্য

তথাহি–তৈত্তিরীয়কে–২/৫/১ "আত্মানন্দময়ঃ" "আনন্দ আত্মা" ইত্যাদি। ভাষ্যং প্রকটার্থম্ ইতি॥১৬॥

ননু–কোনাম ক্রতে আত্মা শব্দেন পরংব্রহ্ম গ্রাহ্যাম্ ? "অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ" (তৈ২/২/৩) ইত্যত্রাত্মশব্দেন প্রাণো গ্রহণাৎ ? ইতি শঙ্কা নিরাকারর্ত্তুমাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–আত্মগৃহীতিঃ" ইতি। "আত্মানন্দময়ঃ" (তৈ০ ২/৫/১) ইত্যত্র "আত্মগৃহীতিঃ" আত্মা শব্দস্য গ্রহণং বিভু-চৈতন্যস্বরূপেণৈব কৃতং ন তু জড়ত্বেন ইতি ; দৃষ্টান্তমাহ-ইতরবৎ–ইতর অন্য-আত্মশব্দবৎ। তথাহি–ঐতরেয়কে–১/১/১ "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "আত্মেত্যেবোপাসীত" বৃ০ ১/৪/৭ আত্মা বা অরে ! দ্রষ্টব্যঃ" বৃ০ ৪/৫/৬ ইত্যাদিষু আত্মা শব্দেন যথা পরব্রহ্মণো গ্রহণং তথাত্রাপি "আত্মানন্দময়ঃ" আত্মশব্দেন তস্যৈব গ্রহণমুচিতমিতি। এবং কুতঃ ? উত্তরাৎ উত্তরবাক্যে তথৈব প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ।

অথ আত্মা" শব্দস্য ব্রহ্মন্যার্থমুপপাদয়ন্ শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–ননু" ইতি. প্রকটার্থম্। তথাচ–"আত্মা প্রাণময়ঃ" "আত্মা মনোময়" "আত্মাবিজ্ঞান ময়ঃ" ইত্যাদিষু ত্রিষু বাক্যেষু আত্মাশব্দকথনাৎ, কথং "আত্মনন্দময়ঃ" ইত্যত্র আত্মাশব্দেন ব্রহ্ম নিশ্চিতম্ ইতি ? অত্রোচ্যতে–অন্নরসময়স্য "আত্মা" ইতি

তর্কাদির অবসর কোথায় ? তথা সর্বাবিধলৌকিক প্রমাণশূন্য অপ্রমেয় শ্রীগোবিন্দদেবে প্রমাণই বা কোথায় ? ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত আছে।

অর্থাৎ এই বিষয়ে কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে–এই মতি বা বুদ্ধি তর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিও না। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–যে ভাব বস্তু সকল অচিন্ত্য তাহা তর্কের সহিত যোগ করিবে না। ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত আছে–তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু। অপর শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতমৃতে বর্ণিত আছে–অপর তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু এই ন্যায় বিধান বশতঃ এই যুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই তর্কের অনাদর করিয়াছেন। অতএব প্রিয়শিরস্কাদি গুনসকল স্বোপাস্যে উপসংহার করিবে না এই অর্থ ॥১৫॥

যদি বলেন–পক্ষিত্বাদি রূপকের আনন্দময় প্রকরণে পাঠ করা হেতু, আনন্দময়ের উপাস্যত্ববিধায় প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুনসকল কেন চিন্তা করিবে না ? এই অপেক্ষায় ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–আত্মেতি। আত্মশব্দ হেতু, অর্থাৎ আনন্দময় প্রকরণে আনন্দময় শব্দের আত্মা শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশহেতু, আত্মার পক্ষীর ন্যায় পুচ্ছাদি সম্ভব হয় না, সুতরাং প্রিয়শিরাদি উপসংহার যোগ্য নহে। তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে–আত্মা আনন্দময় হয়েন, এবং আনন্দ আত্মা ইত্যাদি। আত্মা আনন্দময় ইত্যাদি আনন্দময়ের আত্মাশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ হেতু আত্মার পক্ষীবৎ পুচ্ছাদি হওয়া অসম্ভব, অতএব সাধকের সুবোধের নিমিত্ত তাহা রূপক মাত্র হয় ইহাই অবগত হওয়া যায় ॥১৬॥

যদি বলেন–কেবল আত্মাশব্দের দ্বারা পরব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে ? অন্য অন্তরাত্মা প্রমাণময়

বিভূচেতনপরত্বং কথং নিশ্চিতমিতি চেৎ ? ইহোচ্যতে–তত্রাত্মশব্দঃ পরমাত্মানমেব গৃহ্ণাতি, ইতরবৎ । "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐ০–১/১/১) ইত্যাদি বাক্যে যথা ।

এতচ্চ কুতঃ ? উত্তরাৎ । "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" (তৈ০–২/৬/২) ইত্যাদিকাদানন্দময়াত্ম বিষয়াদুত্তরস্মাদ্ বাক্যাদিত্যর্থঃ । ন চানন্দময়াত্মনঃ পরমাত্মত্বাভাবে তদিদমভিধ্যানং সঙ্গচ্ছতে । তস্য তদসাধারণত্বাৎ ॥১৭॥

বিশেষণাভাবাৎ তং বিহায় এব প্রাণময়-মনোময়ৌ জড়ৌ, বিজ্ঞানময়স্তু অণুচেতনঃ ; আনন্দময়স্তু ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ ।

ননু–মনোময়স্য কথং জড়ত্বং ? তস্য যজুরাদ্যঙ্গত্বাৎ ; যজুরাদের্ব্রহ্মাত্মকত্বসিদ্ধত্বাদিতি ; তথাহি তৈত্তিরীয়কে–২/৩/২ "তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ ইতি চেৎ ? উচ্যতে–তত্র হি যজুরাদি-ধারিকাঃ তদাবির্ভাবভূময়ো মনোবৃত্তয় এব তত্তচ্ছব্দৈর্গ্রাহ্যাঃ । তাভিঃ সহ যজুরাদ্যভেদঃ উপচারিতঃ । ততশ্চ–প্রাণ-মনঃ শব্দাভ্যাং "দ্ব্যচশ্ছন্দসীতি" বিকারে ময়ট্ স্যাৎ, অবয়বে বা ইতি ন কিঞ্চিদবদ্যমিতি ।

ননু–"ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈ০-২৫/১) ইতি অত্রৈব ব্রহ্মত্বং প্রতিপাদিত্বং ; তৎ কথমানন্দময়স্য তথাত্বমুচ্যতে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–নচেতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–যদি আনন্দময়স্য আত্মনঃ পরব্রহ্মত্বং ন

এইস্থলে আত্মা শব্দের দ্বারা প্রাণগহন হেতু, এই আশঙ্কা নিরাকরণ করার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন–আত্মেতি । আত্মাই গ্রহন করিতে হইবে, ইতরবৎ উত্তরবাক্য হেতু । অর্থাৎ আত্মা আনন্দময় এইস্থলে আত্মগৃহীতি-আত্মশব্দের গ্রহণ বিভুচৈতন্য স্বরূপেই করিয়াছেন, কিন্তু জড়রূপে নহে, দৃষ্টান্ত বলিলেতেছেন ইতরবৎ অন্য আত্মাশব্দবৎ, যেমন ঐতরেয়কে বর্ণিত আছে–আত্মাই একমাত্র অগ্রে ছিল, আত্মাকে উপাসনা করিবে, (বৃহ০) অরে ! আত্মাই দ্রষ্টব্য ইত্যাদিস্থলে আত্মাশব্দের দ্বারা যেমন পরব্রহ্মের গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইরূপ এইস্থলেও আত্মা আনন্দময় আনন্দশব্দের দ্বারা পরব্রহ্মেরই গ্রহণ করা উচিত । এই প্রকার কেন ? উত্তরহেতু, উত্তরবাক্যে সেই প্রকারই প্রতিপাদন করিয়াছেন এই সূত্রার্থ । শঙ্কা–অনন্তর আত্মা শব্দের ব্রহ্মভিন্ন অন্য অর্থ উপপাদন করত আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন নন্বিতি । আমাদের বক্তব্য এই যে–অন্য অন্তরাত্মা প্রাণময় ইত্যাদি জড় ও অণুচেতনেও আত্মাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, সুতরাং অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময় এইস্থলে আত্মা শব্দের বিভু চেতনপরতা কি প্রকারে নিশ্চয় করিলেন ? সমাধান–এই বাক্যের উত্তর এই–সেইস্থলে যে আত্মা শব্দ আছে তাহা বিভুচেতন পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইতর অন্য আত্মাবৎ। যেমন–একমাত্র আত্মাই অগ্রে ছিল । ইত্যাদি বাক্যে গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহা কেন ? উত্তরহেতু, তিনি কামনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি বাক্য হইতে আনন্দময় আত্মাবিষয়ক উত্তরবাক্য হইতে এই অর্থ । অর্থাৎ আত্মা প্রাণময়, আত্মা

॥ওঁ॥ অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ॥ওঁ॥ ৩/৩/৭/১৮॥

ননূত্তরবাক্যাত্তত্রাত্মশব্দেন বিভুচেতনো ন নিশ্চেতুং শক্যতে। পূর্বত্র প্রাণময়াদিষু জড়াণুচেতনেষু আত্মশব্দান্বয়াদিতি চেৎ ? স্যাৎ–তত্রাত্মশব্দেন বিভুচেতনস্য পরমাত্মনো নিশ্চয়ঃ স্যাদেব।

কুতঃ ? অবেতি। পূর্বং "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ" (তৈ০–২/১/৩) ইতি তস্যৈব বুদ্ধ্যবধারিতত্ত্বাৎ। ইতরথা আনন্দময়বিষয়কমভিধ্যান বচনং পীড্যেত। প্রাণময়াদিষু

স্যাৎ, তদা তস্য "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্" ইত্যাদিরূপং অভিধ্যানমপি ন স্যাৎ, তদভিধ্যানস্য পরব্রহ্মনিষ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ "আত্মানন্দময়ঃ" ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব গৃহ্যতে, নত্বন্যঃ ॥১৭॥

অথ আত্মাশব্দার্থে অনাত্মত্বমাশঙ্ক্য পরিহর্ত্তুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–অন্বয়াদিতি। ননু–"আত্মানন্দময়ঃ" ইত্যনেন আত্মা শব্দেন ন শক্যতে ব্রহ্মনিশ্চেতুম্, পূর্বত্র "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" এবং "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ" ইত্যাদিষ্বনাত্মশব্দেষু আত্মশব্দপ্রয়োগাৎ পরত্রাপি আত্মশব্দস্যানাত্মত্বেন

মনোময়, আত্মা বিজ্ঞানময়, ইত্যাদি তিনটি বাক্যেই আত্মা শব্দ কথনহেতু আত্মা আনন্দময় এইস্থনে আত্মা শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম নিশ্চয় করিলেন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন–অন্নরসময়ের আত্মা এই বিশেষণের অভাবহেতু তাহা পরিত্যাগ করিয়াই প্রাণময়াদির গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমে প্রাণময় মনোময় এই দুইটি জড়বস্তু বিজ্ঞানময় অণুচেতন, কিন্তু আনন্দময় ব্রহ্ম হয়। যদি বলেন–মনোময় কি প্রকারে জড় হইল ? কারণ তাহার যজুঃ প্রভৃতি অঙ্গ হয়, যজুরাদি ব্রহ্মাত্মকত্বসিদ্ধ হওয়াহেতু, তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে–মনোময়ের যজুঃশির, ঋক্‌দক্ষিণ সাম উত্তর পক্ষ ইত্যাদি ? তদুত্তরে বলিতেছেন–তথায় যজুরাদি ধারণকারিণী তাহার আবির্ভাব ভূমি মনোবৃত্তিকেই সেই সেই শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত। তাহাদের সহিত যজুরাদির অভেদ উপচার করিয়াছেন। তৎপশ্চাৎ প্রাণ মনঃ শব্দের দ্ব্যচশ্ছন্দসি, এই অনুশাসনে বিকারে ময়ট্ প্রত্যয় হইবে, অথবা অবয়বে ময়ট্ হইবে, সুতরাং কোন প্রকার অবদ্য নাই। যদি বলেন–ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা এই স্থানেই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব কি প্রকারে স্থাপন করিতেছেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–নচেতি। আনন্দময় আত্মার পরমাত্মত্বাভাব স্বীকার করিলে অভিধ্যানের সঙ্গতি হইবে না। কারণ তাহাই তাহার অসাধারণ লক্ষণ, অর্থাৎ যদি আনন্দময় আত্মার পরব্রহ্মত্ব না হইবে, তবে তাঁহার– তিনি কামনা করিলেন বহু হইব, ইত্যাদিরূপ অভিধ্যান হইবে না, সেই অবিধ্যান পরব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, অতএব আত্মা আনন্দময় এইস্থলে আত্মাশব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকেই গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য নহে॥১৭॥

অনন্তর আত্মা শব্দের অর্থ অনাত্মতা আশঙ্কা করত পরিহার করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–অন্বয়াদিতি। অন্বয়হেতু হইবে অবধারণার নিমিত্ত অর্থাৎ–শঙ্কা– আত্মা আনন্দময় ইহার

আত্মস্ববতীর্ণাপি পূর্বাবধারিতা পরমাত্মবুদ্ধিরানন্দময় এব বিশ্রাম্যতি । তদন্যস্যাত্মনোঽনিরূপণাৎ । তস্মাদ্–"অরুন্ধতীদর্শন" ন্যায়মাশ্রিত্য পূর্ব পূর্ব পরিত্যাগেন উত্তরত্রৈব তস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধেঃ পর্য্যবসিতিঃ । অত উত্তরস্মাদ্‌বাক্যাত্তস্য তৎ পরত্বং নিশ্চেয়মিতি সর্বং নিরবদ্যম্ ॥১৮॥

ব্যাখ্যানাৎ অনাত্মা এব স ইতি চেৎ ?

তত্রাহ–স্যাৎ, "আত্মানন্দময়" ইত্যত্র "আত্ম" শব্দেন পরমেব ব্রহ্ম নিশ্চিতং বোধ্যম্, ন তু পূর্ববদনাত্মা ইতি । এবং কুতঃ ? অবধারণাদিতি । পূর্বং "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ০-২/১/৩) ইতি তস্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ, স এব আনন্দময়ঃ পরব্রহ্ম এব। ভাষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্ ।

আনন্দময়-গোবিন্দঃ পরংব্রহ্ম স এব হি ।
"তস্মাদ্ বা" ইতি বাক্যেন তথা প্রতীতেরুদয়াৎ ॥১৮॥
ইতি প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণং সপ্তমম্ সম্পূর্ণম্ ॥৭॥

দ্বারা আত্মাশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করিতে পারিবেন না, পূর্বে অন্য অন্তরাত্মা প্রাণময় এবং অন্য অন্তরাত্মা মনোময় ইত্যাদি অনাত্মশব্দে আত্মশব্দ প্রয়োগহেতু পরেও আত্মশব্দ অনাত্মশব্দে প্রয়োগ হইবে, এই নিমিত্ত বলিতেছেন–অন্বয়াদিতি । পূর্বে আত্মশব্দের অনাত্মার্থে বিধানহেতু পরেও সেই প্রকার অনাত্মরূপে ব্যাখ্যা করা হেতু আত্মানন্দময় অনাত্মাই হইবে ? সমাধান–তদুত্তরে বলিতেছেন–স্যাদিতি । আত্মা আনন্দময় এইস্থলে আত্মাশব্দের দ্বারা পরব্রহ্মকেই নিশ্চিতবোধ করায়, কিন্তু পূর্বের ন্যায় অনাত্মা নহে । এই প্রকার কেন ? অবধারণ হেতু, পূর্বে সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়, এইস্থলে সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের বুদ্ধির দ্বারা অবধারণ করা হেতু, তিনিই আনন্দময় পরব্রহ্ম হয়েন এই সূত্রার্থ । যদি বলেন উত্তর বাক্যহেতু তথায় আত্মশব্দের দ্বারা বিভুচেতন পরমাত্মার নিশ্চয় করিতে পারিবেন না, পূর্বে প্রাণময়াদি জড় অণুচেতনে আত্মশব্দের অন্বয় হওয়া হেতু, তদুত্তরে বলিতেছেন–স্যাৎ, হইবে, তথায় আত্মশব্দের দ্বারা বিভুচেতন পরমাত্মার নিশ্চয় করা হইবে, কেন ? অবেতি । পূর্বে সেই এই আত্মা হইতে এই প্রকার তাঁহারই বুদ্ধির দ্বারা অবধারণ করা হেতু। অন্যথা আনন্দময় বিষয়ক অভিধ্যান বাক্য পীড়িত বিরুদ্ধ হইবে । প্রাণময়াদি আত্মাতে পরমাত্মা বুদ্ধি অবতীর্ণ হইলেও, পূর্বে অবধারিত পরমাত্মা বিষয়ক বুদ্ধি আনন্দময়েই বিশ্রাম লাভ করে । কারণ আনন্দময়ভিন্ন অন্যের পরমাত্মা নিরুপণ করা হয় নাই । অতএব অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ের আশ্রয় করিয়া পূর্ব পূর্ব পরিত্যাগ করত উত্তর এই আনন্দময়ে আত্মাবুদ্ধি পর্য্যবশায়িত হয় । অতএব উত্তর বাক্য হইতে আত্মাশব্দের ব্রহ্মপরত্ব নিশ্চয় করিতে হইবে, এই প্রকার সকল নিরবদ্য হইল । আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব তিনিই পরব্রহ্ম হয়েন, তস্মাৎ বা এই বাক্যে সেই প্রকার প্রতীতির উদয় হয় এইহেতু ॥১৮॥

এই প্রকার প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণ সপ্তম সমাপ্ত ॥৭॥

৮॥ "অপূর্বাধিকরণম্"–

অথ পিতৃত্বাদীন্ ধর্ম্মানুপসংহর্ত্তুমারভতে । "মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌গতির্নারায়ণঃ" (সুবাল উ০–৬/৪) ইতি শ্রুয়তে । জিতন্তে স্তোত্রেঽপ্যেবং স্মরন্তি–

"মাতা পিতা সুহৃদ্ বন্ধু ভ্রাতা পুত্রস্তমেব হি । বিদ্যা ধনঞ্চ কামশ্চ নান্যৎ কিঞ্চিত্ত্বয়া বিনা ॥ ইত্যাদ্যেঽধ্যায়ে ।

"জন্ম প্রভৃতিদাসোঽস্মি শিষ্যোঽস্মি তনয়োঽস্মি তে ।
ত্বঞ্চ স্বামী গুরুর্ম্মাতা পিতা চ মম মাধব ॥ ইতি মধ্যেঽন্তে চ ।

তত্রৈবং সংশয়ঃ–পিতৃত্ব–পুত্রত্ব–সখিত্ব–স্বামিত্বরূপং ধর্ম্মজাতং ভগবতি চিন্ত্যং ? নবেতি।

৮॥ "অপূর্বাধিকরণ"

ভক্তভাবানুরূপোঽসৌ ভগবান্ ভক্ত ভক্তিমান্ ।
পিতা মাতা তথা সখা ভবতি শ্যামসুন্দরঃ ॥

পূর্বত্র প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণে স্বোপাস্যে শ্রীভগবতি প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং গুণানামনুপসংহার্য্যত্বং তস্য পক্ষিরূপত্বাভাবাদিত্যুক্তম্ । তদ্বৎ তত্র শ্রীভগবতি পিতৃত্বাদীনামপি অনুপসংহার্য্যত্বমস্তু ?, পিতৃত্বাদীনাং সম্বন্ধানাং লোকিকত্বাৎ ; তত্র মুখ্যার্থত্বাভাবাদিতি । অত্র পিতৃত্বাদিসম্বন্ধো ভগবতি যুজ্যতে ? ন বা ? ইতি প্রতিপাদানার্থং অপূর্বাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অথ "শ্রীগীতাসু–৯/১৭ "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" ইতি শ্রীমুখোক্তন্যায়েন তস্মিন্ পিতৃত্বাদীন্ ধর্ম্মান্ উপসংহত্তুমারভন্তে– অথেতি ।

৮॥ "অপূর্বাধিকরণ"––

অনন্তর অপূর্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । ভক্তভক্তিমান ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর ভক্তগণের পিতা মাতা ও সখা হয়েন । প্রিয়সিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্ত্যধিকরণে স্বউপাস্য শ্রীভগবানে প্রিয়সিরস্ত্বাদিগুণবৃন্দের অনুপসংহার্য্যতা বর্নন করিয়াছেন, কারণ তাঁহার পক্ষিরূপতার অভাবহেতু । সেই প্রকার উপাস্য শ্রীভগবানে পিতৃত্বাদি ধর্ম্মের ও উপসংহার করা না হউক ? কারণ পিতৃত্বাদি ধর্ম্মসকল লৌকিক হওয়ার জন্য, তাহাতে মুখ্যার্থের অভাবহেতু । এইস্থলে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ শ্রীভগবানে যুক্তি সঙ্গত হয় ? অথবা অসঙ্গত? ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অপূর্বাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

শ্রীগীতায় বর্নিত আছে–এই জগতের আমি পিতা মাতা ধাতা ও পিতামহ এই প্রকার শ্রীমুখক্তোন্যায়ে শ্রীগোবিন্দদেবে পিতৃত্বাদিধর্ম্ম সকল উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন–অথেতি । অথ পিতৃত্বাদি ধর্ম্ম সকল উপসংহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন ।

বিষয় ঃ— অথা পূর্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"মাতা" ইত্যাদি । মাতা-মাতা স্বপুত্রস্য হিতকারিণী ; তদুল্লাসদায়িনী চ ভবতি, তথা শ্রীভগবানপি স্বভক্তানাং পরমহিতকারকঃ, তদুল্লাসার্থং বহুব্যাপারকারকশ্চ । পিতা-পিতা যথা পুত্রস্যোৎপাদকঃ, তৎহিতপ্রবর্ত্তকশ্চ, তথা শ্রীভগবানপি সর্বেষামুৎপাদকঃ, হিতপ্রবর্ত্তকশ্চ ভবতীতি । ভ্রাতা—ভ্রাতা যথা স্বভ্রাতুঃ পক্ষপাতী ভবতি, তথা শ্রীভগবানপি তদ্‌ভাববিভাবিতানাং ভক্তানাং পক্ষপাতী ভবতীত্যর্থঃ । নিবাসঃ—আশ্রয়ঃ । শরণং—রক্ষকং, পরিত্রাণকারকম্। সুহৃদ্—নিত্যহিতেচ্ছুঃ । গতিঃ—পরমপ্রাপ্যস্বরূপঃ । ভক্তানামেতে সর্বে এব শ্রীনারায়ণ ইত্যর্থঃ । এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতি প্রমাণমাহুঃ—"জিতন্তে" ইতি

পিতা মাতা সুহৃদ্ বন্ধুঃ ভ্রাতা পুত্রশ্চত্বমেব মে (মম) ইতি ; কিঞ্চ বিদ্যা ধনং চ, ত্বয়া বিনা অন্যাৎ কিমপি ন নাস্তীত্যর্থঃ । পিতা ইতি ব্যাখ্যাতম্ বন্ধুঃ—বিপদি সম্পদি চ সহায়কঃ । পুত্রঃ—পুত্রবল্লালনীয়ঃ, নিরয়নিবারকঃ, পালকঃ বিদ্যা—বিদ্যাবদ্‌ভ্যাসনীয়ঃ । ধনম্—ধনবদ্‌গোপনীয়ঃ । তস্মাৎ ত্বয়া

বিষয় ঃ——অনন্তর অপূর্বাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—মাতেতি । মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাস শরণ সুহৃদ্ ও গতি শ্রীনারায়ণ হয়েন, এই প্রকার সুবালোপনিষদে শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ মাতা—মাতা যেরূপ নিজপুত্রের হিতকারিণী ও পুত্রের উল্লাস প্রদায়ানী হয়, সেই প্রকার শ্রীভগবানও নিজ ভক্তগণের পরম হিত কারক, এবং ভক্তে আনন্দের নিমিত্ত বহুপ্রকার চেষ্টাকারী । পিতা—পিতা যে প্রকার পুত্রের উৎপাদক ও তাহার হিত প্রবর্ত্তক, শ্রীভগবানও সকলের উৎপাদন কর্ত্তা, হিত প্রবর্ত্তক ও হয়েন । ভ্রাতা-ভ্রাতা যেমন নিজ ভ্রাতার পক্ষপাতী হয়, তথা শ্রীভগবানও স্বভাব বিভাবিত ভক্তগণের পক্ষপাতী হয়েন এই অর্থ । নিবাস আশ্রয় । শরণ রক্ষক পরিত্রাণ কারক । সুহৃৎ নিত্যহিতেচ্ছু। গতি পরম প্রাপ্যস্বরূপ, ভক্তগণের এই সকলই শ্রীনারায়ণ হয়েন । এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বর্ণন করিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন—জিতন্ত ইতি। জিতন্ত স্তোত্রেও এইপ্রকার স্মরণ করেন—পিতা মাতা সুহৃৎ বন্ধু ভ্রাতা ও পুত্র আপহি আমার হয়েন, অপর আমার বিদ্যা ও ধন কাম আপনি বিনা অন্য কিছুই নাই এই অর্থ। ইহা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে । অর্থাৎ বন্ধু বিপদেও সম্পদে সাহায্য কর্ত্তা, পুত্র পুত্রের সমান লালনীয়, নিরয় নিবারণকারী, ও পালক । বিদ্যা বিদ্যার সমান অভ্যাসযোগ্য, ধন-ধনবৎ গোপনীয়, অতএব আপনি বিনা আমার কোন অন্য বস্তু নাই । অপর আপনি আমার কাম, কামবিষয়রূপ রসাদি সেই প্রকার স্পৃহনীয় । পুনঃ আমি জন্ম হইতেই আপনার দাস ও শিষ্য পুত্র হই, হে মাধব ! আপনি আমার স্বামী গুরু মাতা ও পিতা হয়েন, ইহা মধ্যে ও অন্ত্যে বর্ণিত আছে । অর্থাৎ হে মাধব ! জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আমি আপনার দাস হই শিষ্য হই, পুত্র হই, অতঃ আপনি আমার স্বামী ইষ্টদেবতা, গুরু অজ্ঞান বিনাসী । দ্বয়োপনিষদে বর্ণিত আছে—গু শব্দ অন্ধকার বাচক, রু শব্দ তাহার নিবারক, অন্ধকার নিরোধকহেতু তাহাকে গুরু বলা হয়। এবং পিতামাতা প্রভৃতি সকল আমার আপনি । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা ও পিতামহ গতিভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ ও বন্ধু । শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ সকল জগতের পিতা মাতা এবং শাশ্বত গুরু হয়েন ।

"আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃ০–১/৪/৭) ইতি শ্রুতের্নচিন্ত্যমিতি প্রাপ্তে–

বিনা মম কিঞ্চিদপি বস্ত্বন্তরং নাস্তি। অপিচ–কামোঽপি মে ত্বমেব। কামঃ–বিষয়ঃ, রূপ-রসাদিঃ, তদ্বৎ স্পৃহনীয়ঃ। অপিচ–পুনস্তত্রৈব-হে মাধব ! জন্মপ্রভৃতি–জন্মারাভ্যোঽহং তে-তব দাসোঽস্মি শিষ্যোঽস্মি, তনয়োঽস্মি ; তস্মাৎ-ত্বং চ মে স্বামী-নিজেষ্টদৈবতম্। তথা গুরুঃ-অজ্ঞান বিনাশী। তথাহি দ্বয়োপনিষদি-৪ "গু" শব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ "রু" শব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যাভিধীয়তে ॥ ইতি। এবং পিতা মাতা প্রভৃতয়ঃ সর্বে মম ত্বমেবেতি। শ্রীগীতাসু–৯/১৭/১৮ পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরনং সুহৃৎ। শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষ ধর্ম্মো–৩৩৪/২৭ পিতা মাতা চ সর্বস্য জগতঃ শাশ্বতো গুরুঃ" ইতি। শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে চ–পতি পুত্র সুহৃদ্‌ভ্রাতৃ পিতৃন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তা স্তেভ্যোঽপীহ নামো নমঃ ॥ এবং পিতৃতাদিধর্ম্মান্ শ্রূয়ন্তে ; ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–তত্র বিষয়বাক্যে এবং সংশয়ো ভবতি–পিতৃত্ব" ইত্যাদিঃ। তথাচ–ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে পিতৃত্ব-পুত্রত্বাদিরূপধর্ম্মজাতং চিন্ত্যং ? ন বা ইতি ? শ্রীগোবিন্দদেবঃ কস্যাপি পিতা মাতা সখা ইত্যাদির্ভবতি ? ন বা ইতি, সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুত্থাপয়ন্তি–"আত্মা" ইতি। "আত্মা এব স নান্যঃ" ইতি ভাবেন স উপাসীতব্যঃ নতু–পিতৃত্বাদি ভাবেন" ইতি শ্রুতিবচনপ্রামাণ্যাৎ ভাবান্তরং নিরস্তং বেদিতব্যমিতি অত্র "এব" কারেণ আত্মত্বমাত্রং ধর্ম্মং চিন্ত্যমিতি গুণবৃন্দচিন্তনং নিবর্ত্তয়তি শ্রুতিরিতি, পূর্বপক্ষবাক্যম্।

শ্রীনারায়ণ ব্যূহ স্তবে বর্ণিত আছে–শ্রীহরিকে পতি পুত্র সুহৃৎ ভ্রাতা পিতৃবৎ মিত্রবৎ উদ্‌যুক্ত হইয়া যাঁহারা সর্বদা ধ্যান করেন তাহাদিগকে নমস্কার, নমস্কার এই প্রকার পিতৃত্বাদি ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করা যায় ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় ঃ—সেই বিষয়বাক্যে এই প্রকার সংশয় হইতেছে–পিতৃত্বেতি। পিতৃত্ব পুত্রত্ব সখিত্ব স্বামিত্বরূপ ধর্ম্ম সমূহ শ্রীভগবানে চিন্তা করিবে ? অথবা করিবে না ? অর্থাৎ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে পিতৃত্ব পুত্রত্বাদিরূপ ধর্ম্ম সমূহ চিন্তনীয় ? অথবা নহে। শ্রীগোবিন্দদেব কাহারও পিতা মাতা সখা ইত্যাদি হয়েন ? কিম্বা হয়েন না ? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিতেছেন–আত্মেতি। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–আত্মা এই ভাবেই উপাসনা করিবেন, এই শ্রুতিহেতু পিতৃত্বাদি চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ তিনি কেবল আত্মাই হয়েন অন্য নহে, এই ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে, কিন্তু পিতৃত্বাদিভাবে নহে, এই শ্রুতিবচন প্রমাণহেতু ভাবান্তর নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে। এইস্থলে এব কারের দ্বারা আত্মত্বমাত্র ধর্ম্মই চিন্তা করিবে, এই প্রকার শ্রুতি গুণবৃন্দ চিন্তন করা নিষেধ করিতেছেন, এই প্রকার পূর্বপক্ষবাক্য প্রদর্শিত হইল।

॥ওঁ॥ কার্য্যাখ্যানাদপূর্বম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৮/১৯॥

"পূর্বং পূর্ণানন্দত্বাদি । তৎ সদৃশমপূর্বংপিত্বাদি । তচ্চিন্ত্যমেব তত্তদুপাসকৈঃ। কুতঃ ? কার্য্যাখ্যানাৎ । তত্তদ্ভাব বশ্যতা লক্ষণস্য ফলস্য–"ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্" (শ্বে০–৫/১৪) ইত্যনেনাভিধানাদিত্যর্থঃ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদারায়নঃ–কার্য্যাখ্যানাদিতি। পূর্বোক্ত–পূর্ণানন্দত্বাদিধর্ম্মবৎ, তৎসদৃশমপূর্বং পিতৃত্বাদিধর্ম্মজাতং শ্রীভগবতি চিন্ত্যমেব । এবং কুতঃ ? কার্য্যাখ্যানাৎ" ইতি । কার্য্যস্য-পিতৃত্বাদিভাব বশ্যতালক্ষণস্য ফলস্য আখ্যানাৎ-নিরূপণাৎ ; পিতৃত্বাদিভাব রূপোপাসনেনাপি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি–প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ । পূর্বম্" ইত্যাদি ভাষ্যাংশন্তু প্রকটার্থম্ । অথ পিতৃত্বাদিভাবেনোপাসনন্তু শ্রুতি প্রমাণেন দ্রঢ়য়ান্তি–ভাবগ্রাহ্যম্ ইতি ।

ভাবোঽত্র ভক্তিঃ, তয়া গ্রাহ্যম্ । তথাচ–মুখ্যপঞ্চবিধেষু শান্তাদিভক্তিরসেষু বিভাবিতহৃদয়ানাং ভাক্তানাং গ্রাহ্যত্বমিত্যর্থঃ । অনীড়াখ্যাম্–স্বেতর-সর্ববিধাধাররহিতমিতি । তস্মাৎ স্ব স্ব ভাবানুসারেণ ভক্তৈরুপাসিতব্যম্ । অথ ভগবান্ শ্রীকপিলদেব-বাক্যেন স্পষ্টমাহঃ–আহ" ইতি । ন কর্হিচিৎ মৎপরা শান্তরূপে ! নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ । ইতি পূর্বার্দ্ধঃ । যেষামহমিতি অতিরোহিতার্থম্ অত্র ব্যাখ্যা চ–শ্রীক্রমসন্দর্ভে–ননু–এবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবদ্ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রে অবতারণা করিতেছেন–কার্য্যেতি । অপূর্ব পিতৃত্বাদি ধর্ম্ম চিন্ত্য, কার্য্যের নিরূপণহেতু, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্ণানন্দত্বাদি ধর্ম্মের ন্যায়, তাঁহার সমান অপূর্ব পিতৃতাদিধর্ম্মসকল শ্রীভগবানে চিন্তা করিবে, এই প্রকার কেন ? কার্য্যেতি । কার্য্যের পিতৃতাদিভাবের বশ্যাতা লক্ষণ ফলের আখ্যান নিরূপণহেতু, পিতৃত্বাদিভাবরূপ উপাসনার দ্বারাও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করাহেতু ইহাই অর্থ । পূর্ব পূর্ণানন্দত্বাদিধর্ম, তাহার সদৃশ। সাদৃশ্যে নঞ্ অপূর্বপিতৃত্বাদি, শ্রীভগবানের উপাসকগণ তাহা চিন্তা করিবেন । কেন ? কার্য্যাখ্যানহেতু । সেই সেই ভাববশ্যতালক্ষণ ফলের কথনহেতু । অথ পিত্বাদিভাবে উপাসনা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন–ভাবেতি । শ্রীগোবিন্দ ভাবগ্রহ্য ও অনীড়, অর্থাৎ ভাব ভক্তি তাহার দ্বারা গ্রহনীয়, এই প্রমাণের দ্বারা তাহাই কথিত হইয়াছে এই অর্থ । সারার্থ–পঞ্চবিধমুখ্য শান্তাদিভক্তিরসে বিভাবিত হৃদয় ভক্তগণের তিনি গ্রহণ যোগ্য ইহাই অর্থ । অনীড়াখ্য-স্বেতরসর্ববিধ আধার রহিত, অতএব নিজ নিজ ভাবানুসারে ভক্তগণ কর্ত্তৃক উপাসিতব্য । অনন্তর ভগবান শ্রীকপিলদেবের বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বলিতেছেন–আহেতি । শ্রীভগবানও এই প্রকার বলিয়াছেন–যাহাদের আমি প্রিয় আত্মা সুত সখা গুরু সুহৃদ দৈবও ইষ্ট হই । অর্থাৎ শান্তরূপে বৈকুণ্ঠে আমার ভক্তগণ কদাচিৎ বিনষ্ট হয় না, ও অনিমেশ হেতি কালচক্র গ্রাস করে না, এই পূর্বার্দ্ধ । ইহার শ্রীক্রমসন্দর্ভব্যাখ্যা যদি বলেন–এই প্রকার যদি হয় তবে লোক বা স্থান হওয়াহেতু স্বর্গাদির ন্যায় কোন সময় ভোক্তাও ভোগ্যপদার্থের বিনাশ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–

আহ চৈবং শ্রীভগবান্ "যোষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" (ভা০–৩/২৫/৩৮) ইতি। তস্মাৎ পূর্ণানন্দত্বাদিবৎ পিতৃত্বাদিকমপি তস্মিন্ বিচিন্ত্যং ভাবুকৈঃ। "আত্মেত্যেব" (বৃ০–১/৪/৭) ইত্যেতত্তুপ্রাগেব সমাহিতম্ ॥১৯॥

বিনাশঃ স্যাৎ ? তত্রাহ–শান্তরূপে শান্তমবিকৃতং রূপং যস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে ; মৎ পরাঃ তদ্‌বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি, ভোগহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতিঃ, মদীয়ং কালচক্রংনো লেঢ়ি, তান্ন গ্রাসতে ; ন কেবলং এতাবত্তেষাং মাহাত্ম্যমিত্যাহ–যেষামিতি। প্রিয়ঃ–কান্তঃ, সখা রহস্যযোগ্যঃ ইতি। অত্র টীকা শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তিপাদানাং–"যেষামহং" প্রিয়ঃ ইতি প্রেয়সীভাববতাম্ ; আত্মেতি-শান্তভক্তানাং ; সুতঃ ইতি বাৎসল্যভাববতাম্ ; সখেতি সখ্যবতাম্ ; গুরুঃ" ইতি দাস্যবিশেষবতাম্; সুহৃদঃ ইতি সখ্যভাববতাম্, (বহুত্বমার্ষম্) ইষ্টং দৈবমিতি দাস্যভাববতাম্। যৎপ্রিয়ত্বেন বা পিতৃত্বেন ভ্রাতৃত্বেন বা সখিত্বেন বা পুত্রভৃত্যাদিত্বেন বা বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যর্থো বেদিতব্যঃ" ইতি।

সঙ্গতি ঃ–অথ এতদধিকরস্য সঙ্গতি–প্রকারমাহঃ–তস্মাদিতি। সুস্পষ্টম্। ননু–"আত্মেত্যেব" কা গতিরিতি চেত্তত্রাহঃ–'আত্মেত্যেব' ইতি। প্রাগেব' ইতি–অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্ন অবিশেষাৎ "ইতি সূত্রব্যাখ্যানে। (৩/৩/২/৭) তস্মাৎ পিতৃত্বাদিকং শ্রীভগবতি ভাবুকভক্তৈঃ চিন্ত্যমিতি ভাবঃ।

শ্রীরাধাপ্রাণাথস্য সেবকানামহংকদা।
দাসানাং দাসরূপং স্যাংবৃন্দাবনীয় মন্দিরে ॥১৯॥

ইতি অপূর্বাধিকরণং অষ্টমং সম্পূর্ণম্ ॥৮॥

শান্তরূপে, শান্ত বিকার রহিতরূপ যাহার সেই বৈকুণ্ঠে মৎপর বৈকুণ্ঠবাসী সেবকগণ কদাচিৎ ও নাশ ভোগহীন হয় না। আমার অনিমেষহেতি, মদীয়কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করে না, কেবল এই পর্য্যন্তই তাহাদের মাহাত্ম্য নহে, তাহা বলিতেছেন–যেষামিতি। প্রিয় কান্ত, সখা রহস্যযোগ্য। শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা–যাহাদের আমি প্রিয়, হই প্রেয়সীভাবযুক্তের। আত্মা শান্তভক্তগণের। বাৎসল্যভাবযুক্তের সুত, সখ্যভাবযুক্তের সখা, দাস্যবিশেষভক্তের গুরু, সুহৃৎ সখ্যভাবযুক্তের, ইষ্ট ও দৈব দাস্যভক্তগণের। যাঁহাকে প্রিয়রূপে কিম্বা পিতৃত্বভাবে, ভ্রাতাভাবে সখিভাবে অথবা পুত্রভৃত্যাদিভাবেও বরণ করে তাহা কর্ত্তৃক তিনি লভ্য এই অর্থই বোধ করা হইতেছে জানিতে হইবে।

সঙ্গতি ঃ–অতঃপর অপূর্বাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি। অতএব পূর্ণানন্দাত্বাদির সমান পৃত্বাদিও ভাবুকভক্তগণ শ্রীভগবানে চিন্তা করিবেন। যদি বলেন–তাহা হইলে 'আত্মেত্যেব' এই বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে লিতেছেন–আত্মেতি। ইহার অর্থ পূর্বেই অন্যথাত্বং শব্দাদিতি এই সূত্রের ব্যাখ্যানে বর্নন করা হইয়াছে। সুতরাং পিতৃত্বাদিও ভাবুকভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানে চিন্তা করা উচিত। আমি কবে শ্রীরাধাপ্রাণানাথের বৃন্দাবনীয় মন্দিরে সেবকবৃন্দের দাসগণের দাসরূপ হইব ॥১৯॥

এই প্রকার অপূর্বাধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত ॥৮॥

৯॥ *"সমানাধিকরণম্"*—

অথ বিগ্রহত্বং ব্রহ্মণ্যুপসংহর্ত্তুমরভতে । "আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃ০–১/৪/৭) "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" (বৃ০–১/৪/১৫) ইতি ক্বচিৎ পঠ্যতে ।

ক্বচিত্তু "তদু হোবাচ হৈরণ্যোগোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং, তদিহ

৯॥ *"সমানাধিকরণম্" (ক)*

পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ গোপীজনমনোহরঃ ।
পরংব্রহ্ম নরাকৃতি র্জয়তি শ্যামসুন্দরঃ ॥

অথাধিকরণসংঙ্গতিপ্রকরারঃ–ননু–পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে পিতৃত্বাদিকং ধর্ম্মজাতং সম্ভবতু, মনোধর্ম্মমাত্রত্বাৎ ; কিন্তু বিগ্রহত্বন্তু তস্মিন্ ন সম্ভবেৎ ; অনুভবাদর্শনাৎ, তস্য রূপি দ্রব্যত্বাৎ, প্রত্যক্ষত্বাচ্চ। ইতি শঙ্কামপাকর্ত্তুং সমানাধিকরণারম্ভঃ ।

বিষয় ঃ—অথ সমানাধিকরণস্যাবিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–অথেতি । অথ শ্রীভাগবতঃ পরংব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিগ্রহত্বং ব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে উপসংহর্ত্তুমিদমারভতে–"আত্মেত্যেব" ইতি– "অস্তীতেবোপলব্ধব্যঃ" ইতি (ক০–২/৩/১৩) শ্রুত্যুক্তেঃ সর্ববিধবিশেষবিবর্জ্জিত কেবলজ্ঞপ্তিমাত্রমেব আত্মা উপাসীত" ইতি । ইতি ক্বচিদুপনিষদি নিরস্তসমস্ত জ্ঞান-জ্ঞেয়াদিকেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মানমেবো-পাসিতব্যমিতি ।

৯॥ *"সমানাধিকরণ (ক)"*——

অনন্তর সমনাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীমন্ পীতাম্বরধারী গোপীজনমনোহর নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক । অনন্তর এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি–যদি বলেন পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে পিতৃত্বাদিধর্ম্মসমূহের সম্ভব হউক ? কারণ তাহা মনোধর্ম্মমাত্র হওয়া হেতু, কিন্তু বিগ্রহতা তাহাতে সম্ভব হয় না, অনুভবের অদর্শনহেতু, পিতৃত্বধর্ম্মের রূপবিশিষ্ট দ্রব্যও প্রত্যক্ষবস্তু হওয়াহেতু ? এই আশঙ্কা অপাকরণের নিমিত্ত সমানাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।

বিষয় ঃ— অথ সমানাধিকরণস্য বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন অথেতি । অথ শ্রীভগবান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহতা ব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবের উপসংহার চিন্তন করিবার নিমিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন । আত্মাকে উপাসনা করিবে অর্থাৎ তিনি আছেন এইমাত্র উপলব্ধি করিতে হইবে, এই শ্রুতি অনুসারে সর্ববিধ বিশেষবিবর্জিত কেবল জ্ঞপ্তিমাত্র আত্মা উপাস্য । এবং আত্মলোকমাত্র উপাসনা করিবে, কোন উপনিষদে এই প্রকার পাঠ করেন । অর্থাৎ কোন উপনিষদে নিরস্ত সমস্ত জ্ঞানজ্ঞেয়াদি কেবলজ্ঞপ্তিমাত্র আত্মাকেই উপাসনা করিবে, এইপ্রকার আত্মমাত্র উপাস্য প্রতিপাদন করত আত্মবিগ্রত্বরূপে উপাস্যত্ব বলিতেছেন–ক্বচিদিতি । কোথাও–হৈরণ্য বলিলেন গোপবেশ অভ্রের

শ্লোকা ভবন্তি–সৎ পুণ্ডরীক" (গো০–তা০–পূ০–৮,৯,১০) ইত্যাদি। "চিন্তয়ং শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ" (গো০–তা০–পূ০–১১) ইত্যন্তম্।

ইহ সংশয়ঃ–আত্মমাত্রত্বেন ? আত্মবিগ্রহত্বেন বোপাসনয়া মুক্তিরিতি। কিং প্রাপ্তম্ ? আত্মমাত্রত্বেনোপাসনয়েতি।

তস্যৈকরস্যাৎ। একরসাত্মোপাসনয়া খলু মুক্তিরুক্তা। বিগ্রহস্য তু মিথো বিলক্ষণ

এবমাত্মমাত্রমুপাস্যং প্রতিপাদ্য আত্মবিগ্রহত্বেনোপাস্যত্বমাহঃ–ক্বচিত্তু" ইতি। ক্বচিৎ–শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ ইতি। অথৈকদা মুনয়ো ব্রহ্মাণং জিজ্ঞাসিতবন্তঃ–ভবতা যৎ" কৃষ্ণো বৈ পরমংদৈবতম্" ইত্যুক্তম্, কিং তস্য রূপম্ ? তদুহোবাচ–হৈরণ্যঃ–লোকপিতামহ-ব্রহ্মা গোপবেশং অভ্রাভং–নবীনমেঘকান্তিতুল্যম্, তরুণং–কিশোরং, কল্পবৃক্ষতলস্থ–দিব্যযোগপীঠে রত্নসিংহাসনস্থম্, তদিহ শ্লোকা ইতি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধ্যানমিত্যর্থঃ–সৎ পুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ গোপ-গোপী-গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্। দিব্যালঙ্কারণোপতং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্॥ কালিন্দীজলকল্লোসঙ্গিমারুতসেবিতম্ ॥

এতাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং স্মরণেন সাধকানাং মুক্তির্ভবতীতি প্রতিপাদয়তি–ব্রহ্মা–চিন্তয়ন্–চেতসা-ভক্তিভাববিভাবিতেন মনসা শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা সমর্চ্চ্য চ সাধকঃ সংসৃতেঃ–অনাদি শ্রীকৃষ্ণবিমুখতাজন্য জন্ম-মরণাদিদুঃখাৎ, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। এবমত্র–দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমতলস্থিত-বেণুবাদন তৎপর-গোপ-গোপী-গবাদিপরিবৃতং যমুনাতীরবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্য স্মরণেন সাধকস্য সংসারান্মুক্তির্ভবতীতি ভাবঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সমান কান্তি, তরুণ কল্পদ্রুমাশ্রিত, এই বিষয়ে শ্লোক হয়–সৎপুণ্ডরীকনয়ন' ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্বচিৎ শ্রীগোপালতাপনী আদি,একদামুনিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–আপনি যে শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা' বলিলেন, তাঁহার রূপ কি প্রকার ? লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন–গোপবেশ অভ্রাভ নবীনমেঘ কান্তি তুল্য বর্ণ, তরুণ কিশোর, কল্পতলস্থ দিব্য যোগপীঠে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এইশ্লোক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান এই প্রকার–যাঁহার সুন্দর পুণ্ডরীকের সমান নয়ন, মেঘের সদৃশকান্তি, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসন, যিনি দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাসোভিত, বনমালাধারী, ঈশ্বর গোপগোপী ও গাভীগণ পরিবেষ্টিত, সুরদ্রুমতলাশ্রয়ী, দিব্যালঙ্কার সুশোভিত, রক্তপঙ্কজেরমধ্যস্থ কর্ণিকায় অবস্থান কারী, যমুনার সুশীতল জলকল্লোল শীতলীকৃত পবনদ্বারা সেবিত। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণের দ্বারা সাধকগণের মুক্তি হয় ব্রহ্মা তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–চিন্তয়ন্নিতি। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তের দ্বারা চিন্তা করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়, এই পর্য্যন্ত, অর্থাৎ চিন্তয়ন্ চেতসা-ভক্তিভাববিভাবিত মনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া সাধক সংসৃতি-অনাদি শ্রীকৃষ্ণবিমুখতাজন্য জন্মমরণাদি দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এই অর্থ। সারর্থ–সুশোভিত বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমতলস্থিত বেণুবাদনতৎপর গোপগোপী গবাদি পরিবৃত যমুনাতীরবর্ত্তি

চক্ষুরাদি বৈশিষ্ট্যেনানৈকারস্যান্মাসৌ তদুপাসনয়া” ইত্যেবং প্রাপ্তে–

সংশয় :–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–“আত্মমাত্রত্বেন” ইতি । সেব্য-সেবকাদিবিশেষ বিবর্জ্জিতাত্মমাত্রত্বেন পরংব্রহ্মোপাস্যঃ ? অথবা–আত্মারামগণাকর্ষি-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বিবিধগুণবিমণ্ডিতাত্মবিগ্রহত্বেন শ্রীগোবিন্দদেব এব উপাস্য ইতি । কয়া উপাসনয়া সাধকানাং বিমুক্তির্ভবেৎ ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়ে সমুৎপন্নে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–কিমিতি । আত্মমাত্রত্বেনোপাসনয়া সাধকানাং বিমুক্তিরিতি ; কুতঃ ? তস্য আত্মনঃ সর্বদা ঐক্যরসাৎ । মুক্তিরুক্তা-ইতি তথাহি–কঠোপনিষদি–২/১/১১ মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন । মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নামেব পশ্যতি ॥ বৃহদারণ্যকে চ–৪/৪/১৯-২০ নেহ নানস্তি কিঞ্চন । একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্” ইত্যাদি । তস্মাৎ সর্ববিধবিশেষণাদিরহিতোপাসনায়া মুক্তিরিতি ।

ননু–আত্মবিগ্রহোপাসনায়া সা কথং ন সিদ্ধ্যেদিত্যত্রাহঃ–বিগ্রহস্য তু” ইতি । বিগ্রহস্য তু নয়ন-কর-চরণাদেবৈশিষ্ট্যেন অনেকরস্যাৎ-একরসবিরহাৎ তদুপাসনয়া সাধকস্য মুক্তির্নভবতীতি । তস্মাৎ আত্মমাত্রত্বেনোপাসীতব্যমিতি । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ সাধক সংসার হইতে মুক্তি হয় ইহাই ভাবার্থ এই প্রকার বিষয় বাক্য ।

সংশয় :–এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–আত্মেতি । আত্মমাত্রের উপাসনায় সাধকের মুক্তি হয় ? অথবা আত্মবিগ্রহরূপের উপাসনায় মুক্তি হয় ? অর্থাৎ সেব্যসেবকাদি বিশেষ বিবর্জিত আত্মমাত্রস্বরূপ পরব্রহ্ম উপাস্য ? অথবা আত্মারামগণাকর্ষি সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি বিবিধ গুণ বিমণ্ডিত আত্মবিগ্রহরূপে শ্রীগোবিন্দদেবই উপাস্য হয়েন ? কোন উপাসনায় সাধকগণের বিমুক্তি হয়, ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :–এই প্রকার সংশয় উৎপন্ন হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন–কিমিতি। কি প্রাপ্ত কি সিদ্ধান্ত স্থির করা হইল ? উত্তর আত্মমাত্রত্বের উপাসনা দ্বারা মুক্তি হইবে । কারণ তাহা এক রসতা বিদ্যমান আছে, এক রসাত্মার উপাসনায় নিশ্চয় সাধকের মুক্তি কথন আছে, অর্থাৎ আত্মমাত্র স্বরূপের উপাসনার দ্বারাই সাধকগণের বিমুক্তি হয়, কেন ? সেই আত্মার সর্বদা একরসতা সিদ্ধহেতু । মুক্তি কথিতা হইয়াছে, এইবিষয়ে কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে–এই ব্রহ্মকে মনের দ্বারা প্রাপ্ত করিবে, তাঁহার কর চরনাদি নানা ভেদ নাই, যে মানব নানা ভেদ দর্শন করে সেই মৃত্যু হইতে মৃত্যুই গমন করে ।

অপর বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মে করচরণাদি কোন ভেদ নাই, তাঁহাকে একধা ঐক্যরস্য ভাবে দর্শন করিবে, কারণ এই ব্রহ্ম অপ্রমেয়ও ধ্রুব হয় । সুতরাং সর্ববিধবিশেষণাদিরহিত আত্মমাত্রের উপাসনায় মুক্তি হয় । আত্মবিগ্রহের উপাসনায় সেই মুক্তি সিদ্ধ হয় না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন–বিগ্রস্যেতি । কিন্তু বিগ্রহের পরস্পর বিলক্ষণ চক্ষুরাদি বৈশিষ্টের দ্বারা একরসতা হওয়ায় তাঁহার উপাসনায় ঐ মুক্তি হইবে না, অর্থাৎ বিগ্রহের নয়ন করচরণাদির বৈশিষ্ট্যহেতু তাহার একরসতার অভাব

॥ওঁ॥ সমান এবং চাভেদাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৯/২০॥

অপ্যর্থে "চ" শব্দঃ। এবমপি চক্ষুরাদীনাং বৈলক্ষণ্যেন পৃথগ্‌ভানেঽপি সমান একরসঃ স এব হিরণ্যপ্রতিমাদিবৎ ভগবান্ বোধ্যঃ। কুতঃ ? অভেদাৎ। চক্ষুরাদীনামাত্মানতিরেকাদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্ বিগ্রহভূতাত্মোপাসনয়ৈব মোক্ষঃ।

অন্যথা "চিন্তয়ংশ্চেতসা" (গো০–তা০–পূ০–১১) ইত্যাদি বাক্যব্যাকোপঃ "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ" (ভা০–১০/১৩/৫৪) ইতি স্মৃতিস্তু বৈচিত্র্যবিভাতস্য

সিদ্ধান্ত :–ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সমানঃ" ইতি। এবং চ–এবমপি, নয়ন-চরণাদেবৈবলক্ষণ্যেনাপি, তথানুভবেঽপি "সমান" একরস এব, হিরণ্যপ্রতিমাবদিতি। এবং কুতঃ ? অভেদাৎ ইতি। নয়ন-চরণাদীনামাত্মানতিরেকাদিত্যর্থঃ। অথ সূত্রস্থ "চ" শব্দস্যার্থমাহুঃ– "অপ্যর্থে" ইতি। "এবমপীতি" অতিরোহিতার্থম্। তস্মাদিতি–দিব্য নয়নকরচরণাদ্যবয়বভূত-পরংব্রহ্মারাধনয়া এব মোক্ষ ইতি। অথ বিগ্রহভূতাত্মোপাসনয়া মোক্ষাভাবে দোষমাহুঃ–"অন্যথা" ইতি। অন্যথা শ্রীকৃষ্ণোপাসনেন সংসারান্মুক্তিঃ, মোক্ষ প্রাপ্তিশ্চ" ইতি শ্রীতাপন্যাদিবাক্যং বাক্যোপঃ স্যাৎ।

অথ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রস্য সদৈকরস্যং শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি–"সত্য" ইতি ব্যাখ্যা চ শ্রীমদাচার্য্যদেবানাম্–শ্রীক্রমসন্দর্ভে কিঞ্চ-সত্যাঃ-সর্বকারণত্বেন, জ্ঞানরূপাঃ–স্ব প্রকাশত্বেন ; অনন্তা-বিভূত্বেন; একরসাঃ-কাল কারণত্বেন ; অতএব একত্বং, পৃথক্ প্রকাশত্বেন চ পৃথকত্বমপীতিজ্ঞেয়ম্"

বশতঃ, তাঁহার উপাসনার দ্বারা সাধকের মুক্তি হইবে না অতএব আত্মমাত্রত্বই উপাসনা করা বিধেয় এই পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন– সমানেতি। এইপ্রকার হইলেও সমান অভেদহেতু, অর্থাৎ এবঞ্চ এই প্রকার হইলেও, নয়ন চরণাদির বৈলক্ষণ্যের দ্বারাও সেই প্রকার অনুভব হইলেও সমান একরসই হয়েন, যেমন হিরণ্য প্রতিমা সেই প্রকার। এইরূপ কেন ? অভেদহেতু নয়নচরণাদির আত্মা হইতে অনতিরেক হওয়া হেতু এই অর্থ। অনন্তর সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ বলিতেছেন–অপীতি। চ শব্দটি অপি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এবমিতি– এই প্রকার লোচনাদির বৈলক্ষণ্যের দ্বারা পৃথক অনুভব হইলেও সমান শ্রীভগবান একরসই হয়েন, যেমন সুবর্ণ প্রতিমা সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। কেন ? অভেদ হেতু চরণনয়নাদি আত্মা শ্রীভগবান হইতে অপৃথকহেতু এই অর্থ। অতএব বিগ্রহভূত আত্মার উপাসনার দ্বারাই মোক্ষ হয়, অর্থাৎ দিব্য নয়ন করচরণাদি অবয়যুক্ত পরব্রহ্মের উপাসনার দ্বারাই সাধকের মোক্ষ লাভ হয়।

অনন্তর বিগ্রহভূত আত্মোপাসনার দ্বারা মোক্ষাভাবে দোষ বলিতেছেন–অন্যথেতি। অন্যথা মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া' ইত্যাদি বাক্য বৃথা হইবে, অর্থাৎ অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি,

তদ্ বিগ্রহস্য ঐক্যরস্যমাহ। "অরূপবৎ" (ব্র০–সূ০–৩/২/৮/১৪) ইত্যনেন চিন্তিতমপ্যেতদ্ বিধান্তরেণ চিন্তিতম্।কৃপালুরাচার্য্যো দুষ্প্রবেশমর্থ মসকৃদ্ বিমৃশতি সুপ্রবেশত্বায় ॥২০॥

শ্রীবৃহদ্ক্রমসন্দর্ভে চ–ননু–কথমিয়ং প্রকাশিকা মায়া ? এষাপি কুহকত্বেনাবরিকা এব ভবতু ; তন্নেত্যাহ– "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসো ব্রহ্ম তদ্রূপা মূর্ত্তির্যেষামিতি ; ন হি ব্রহ্মণি কুহকাংশকাঃ" ইতি। তস্মাদ্ বিগ্রহস্যৈবোপাস্যত্বম্, ন তু নির্বিগ্রহস্য।

ননু–ব্রহ্মণো বিগ্রহবত্ত্বং প্রতিপাদনংপিষ্টপোষনমাত্রমেব ; পূর্বং প্রতিপাদনাৎ ইতি চেৎ ? তত্রাহঃ– "অরূপবদিতি" প্রকটার্থম্, কিন্তু স্থূলবুদ্ধীনাং সাধকানাং সুখপ্রবেশায়, তদ্যুক্তমেব, শ্রুতিষু এবং বহুত্র দৃশ্যতে, তথাহি-ছান্দোগ্যে-৮/১/৫ "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি, পুনঃ প্রজাপতিসংবাদে–৮/৭/১ "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইতি। এবং বৃহদারণ্যকে–২/৪/১ "মৈত্রেরীতি হোবাচ–যাজ্ঞবল্ক্যঃ–ইতি, তত্র যাজ্ঞবল্ক্যেন আত্মোপাদশং কৃতম্। তথা তত্রৈব–৪/৫/১ "তত্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে" ইত্যারভ্য তথৈবোপদিষ্টম্, অত্র যথা ন দ্বিরুক্তিদোষদুষ্টম্ তদ্ বদত্রাপি জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ ॥২০॥

ও মোক্ষ প্রাপ্তি ইত্যাদি শ্রীগোপালতাপনী বাক্য বৃথা হইবে। অথ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের একরসতা শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–সত্যেতি। শ্রীকৃষ্ণ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্র একরসমূর্ত্তি। শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীক্রমসন্দর্ভ ব্যাখ্যা–আরও;সত্য সকলের কারণহেতু, জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশতাহেতু, অনন্ত বিভুতাহেতু আনন্দ নিরুপাধি পরমসুখাস্পদতাহেতু একরস কালের কারণ হওয়া হেতু, অতএব তিনি এক, পৃথক প্রকাশহেতু পৃথকও জানিতে হইবে। এই অংশে শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভব্যাখ্যা–এইরূপ সকলের প্রকাশিকা কি মায়া ? এই মায়া কুহক হওয়ার নিমিত্ত আবরিকাই হউক ? তাহা নহে, তাহাই বলিতেছেন–সত্যজ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্র একরসমূর্ত্তিগণ সত্য অনন্তানন্দমাত্রৈকরস ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মরূপ মূর্ত্তিযাহাদের, ব্রহ্মে কুহকাংশ থাকে না, অতএব বিগ্রহেরই উপাস্যতাসিদ্ধ হয়, বিগ্রহহীনের হয় না। যদি বলেন পূর্বে ব্রহ্মেররূপত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এই স্থলে তাহা পুনঃ পিষ্টপোষণ মাত্র হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন অরূপেতি।

পূর্বে অরূপবৎদেব তৎপ্রধানত্বাৎ এই সূত্রের দ্বারা চিন্তা বা প্রতিপাদন করা হইলেও ইহা প্রকারান্তরে চিন্তা করা হইল। কারণ পরম কৃপালু আচার্য্যদেব বা শ্রীগুরুদেব দুষ্প্রবেশ অর্থ বারম্বার উপদেশ করেন, যাহাতে সুখবোধ্য হয়। অর্থাৎ বিরুক্তি মাত্রই দোষাবহ নহে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি সাধকগণের সুখ প্রবেশের নিমিত্ত তাহা যুক্তি সংগতই হয়, শ্রুতিশাস্ত্রে এই প্রকার অনেক দেখা যায়, প্রথমতঃ ছান্দোগ্যে এই আত্মা অপহতপাপ্মা' পুনঃ প্রজাপতিবাক্যে–যে আত্মা অপহত পাপ্মা ইত্যাদি বিরুক্তি দেখা যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী সংবাদ দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বারদ্বয় দৃষ্ট হয়, এই সকল উপদেশে যেমন বিরুক্তি দোষ দুষ্ট হয় না, সেই প্রকার এই স্থানেও দোষাবহ নহে জানিতে হইবে ইহাই ভাবার্থ ॥২০॥

তদেবং সাক্ষাদ্রূপেষু ভগবদাবির্ভাবেষু তত্তদ্‌গুনোপসংহৃতিরুক্তা । অথ জীবভূতেষু আবেশাবতারেষু সা বিমৃশ্যতে । "অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ" (ছা০–৭/১/৩) ইতি "তং মাং ভগবান্ শোকস্য

"সম্বন্ধাধিকরণম্" (খ)

আবেশাদিস্বরূপেণ ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তং পূর্ণব্রহ্ম-গোবিন্দংবন্দে তচ্চরণাপ্তয়ে ॥

যদ্যপ্যত্র শ্রীপাদভাষ্যকারপ্রভুচরণৈরধিকরণং ন বিলিখিতং তথাপি ভাষ্যদৃষ্ট্যা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা চ ময়া বিলিখিতমধিকরণম্ ।

শ্রীভগবদবতারে নিজেষ্টবিশেষে স্ব শাখায়ামনুক্তানাং শাখান্তরেষু পঠিতানাং গুণানামুপসংহারং কর্ত্তব্যম্, ইতি প্রতিপাদিতম্ । কিন্তু তদাবিষ্টেষু মহত্তমেষু জীবেষু তেষামনুবর্ত্তনং কর্ত্তব্যং ন বা ? ইতি শঙ্কা সমাধানার্থং সম্বন্ধাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অথাবেশাবতারেষু সর্ব্বব্যাপক-সার্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণানামুপসংহারপ্রকারং দর্শয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–তদেবমিতি" ইতি, স্পষ্টম্ । "আবেশঃ" ইতি, যে জ্ঞানবীর্য্যাদিভগবদ্ গুণাবেশো, ন ভগবদবতারতয়া কথিতাঃ, তে ইতি । তল্লক্ষণং–তথাহি শ্রীল লঘুভাগবতামৃতে–১/১৮ "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ । ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ইতি ।

সম্বন্ধাধিকরণ (খ)

যিনি আবেশাদিস্বরূপের দ্বারা চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছেন সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে তাঁহার চরণ সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত বন্দনা করি । যদ্যপি এইস্থলে শ্রীমৎভাষ্যকার প্রভুপাদ কর্ত্তৃক অধিকরণ লিখিত হয় নাই, তথাপি ভাষ্য দেখিয়া প্রসঙ্গ সঙ্গতির নিমিত্ত এই অধিকরণ লিখিত হইল । এতাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের অবতার সকলে-নিজ ইষ্টদেব বিশেষে নিজ শাখায় অপঠিত শাখান্তরে পঠিতগুণ সকলের উপসংহার করা কর্ত্তব্য ইহা প্রতিপাদন করা হইল । কিন্তু শ্রীভগবানের আবেশ মহত্তম জীব সকলে গুণবৃন্দের অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ? অথবা নহে ? এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত সম্বন্ধাধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

অনন্তর আবেশাবতার সকলে সর্ব্বব্যাপক সার্বজ্ঞতাদিগুণবৃন্দের উপসংহার প্রকার দেখাইবার নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন–তদেবমিতি । এই প্রকার সাক্ষাৎরূপ শ্রীভগবদাবির্ভাব সকলে সার্বজ্ঞ্যাদি গুণবৃন্দের উপসংহার কথিত হইল । অতঃপর জীবস্বরূপ আবেশাবতার সকলে তাহার বিচার করিতে হইবে । আবেশ–যাঁহারা জ্ঞান বীর্য্য মহিমাদি ভগবদ্ গুণের আবেশহেতু শ্রীভগবদবতাররূপে কথিত হয়েন তাঁহারা । আবেশের লক্ষণ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে–শ্রীজনার্দ্দন জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি কলার দ্বারা যে জীবে আবিষ্ট হয়েন সেই মহত্তম জীব সকল আবেশ বলিয়া কথিত হয়েন ।

পারং তারয়তু" (ছা০-৭/১/৩) চৈবমাদি ছান্দোগ্যাদৌ পঠিতম্ ।

তত্র ভগবতো জ্ঞানশক্ত্যাদি নিজ ধর্ম্মৈরাবিষ্টাঃ কুমারাদয়ো জীবাস্তস্যাবেশা ভবন্তীতি ভগবচ্ছব্দাৎ প্রতীয়তে ।

তেষু তত্তক্তৈর্নিখিলভগবদ্ধর্ম্মা উপসংহার্য্যাঃ ? ন বেতি সংশয়ে বিকল্পং স্থাপয়তি। তত্রাদৌ বিধিপক্ষমাহ–

বিষয় ঃ– অথ সম্বন্ধাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অধীহি" ইত্যাদি । "তদ্ বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎ পাণিঃ, (মু০-১/২/১২) ইতি শ্রুত্যুক্তেঃ, পরংব্রহ্মবিজ্ঞানার্থং শ্রীসনৎকুমারসমীপং গত্বা শ্রীনারদ স্তং বিধিবদ্ প্রণামাদিকৃত্বা জিজ্ঞাসয়ামাস–ভো ভগব ! ভগবন্ ! অধীহি–মামনুশাসয়, আত্মবিদ্যামুপদিশ, ইতি, তং শ্রীনারদং ন্যায়ত–বিধিবদুপসন্নং–হোবাচ–আত্মতত্ত্বং কথয়ামাস' ইতি । অথ শ্রীনারদস্য জিজ্ঞসাপ্রকারমাহুঃ–তং মামিতি । তং মাং শোকস্য–জন্মমৃত্যুরূপসংসার-সাগরস্য পারং তারয়তু, তথা উপাদিশতু যথাহংশোকাতিগঃ স্যাম্, ইতি ।

এবং শ্রীব্রহ্মা সমীপে শ্রীনারদস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তথাহি–শ্রীভাগবতে–২/৫/৮ এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্বং সর্বজ্ঞ সকলেশ্বর । বিজানীহি যথৈবেদমহং বুদ্ধ্যেহনুশাসিতঃ ॥ ইতি । "তত্র" ইতি স্পষ্টম্ । তস্মাৎ শ্রীভগবতো যস্মিন্ জীববিশেষে জ্ঞানশক্ত্যাদেরাধিক্যং দৃশ্যতে, স আবেশ ইতি । ইতি বিষয়বাক্যম্।

---

*বিষয় ঃ–*অনন্তর সম্বন্ধাধিকরণের বিষয় বাক্য অবতারণা করিতেছেন–অধীহীতি । হে ভগবান্ ! অধীহি আমাকে উপদেশ করুন, এই প্রকার শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন, শ্রীসনৎকুমার কে বলিলেন হে ভগবান্ ! আপনি আমাকে শোকের পারে অবতরণ করান, ইত্যাদি ছান্দোগ্যাদিতে পাঠ করিয়াছেন । অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া সৎগুরুর নিকটে গমন করিবে এইশ্রুতি বচনহেতু পরব্রহ্ম জানিবার নিমিত্ত শ্রীসনৎকুমোরের সমীপে গমন করত শ্রীনারদ তাঁহাকে বিধিবৎ প্রণামাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবান্ ! অধীহি, আমাকে অনুশাসন করুন, আত্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন । বিধিবৎ উপসন্ন সেই শ্রীনারদকে শ্রীসনৎকুমার আত্মতত্ত্ব বলিয়াছিলে । অথ শ্রীনারদের জিজ্ঞাসা প্রকার বলিতেছেন–তমিতি ।

আপনি আমাকে শোকের জন্মমৃত্যুরূপ সংসার সাগরের পারে তরাইয়া দিন, সেই প্রকার উপদেশ করুন । যেন আমি শোকাতিগামী হই । এই প্রকার শ্রীব্রহ্মার সমীপে শ্রীনারদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে সর্বজ্ঞ ! সকলেশ্বর ! আমি এই সকল প্রশ্ন করিতেছি জানিবেন, যে প্রকার আমি বুদ্ধির দ্বারা অনুশাসিত হই । এইস্থলে শ্রীভগবানের জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি নিজধর্ম দ্বারা আবিষ্ট কুমারাদি জীবগণ তাঁহার আবেশ হয়েন, কারণ ভগবান শব্দ হইতে তাহাই প্রতীতি হইতেছে । সুতরাং শ্রীভগবানের যে জীব বিশেষে জ্ঞানশক্ত্যাদির আধিক্য দেখা যায় সেই আবেশ হয়, এইপ্রকার বিষয় বাক্য ।

॥ওঁ॥ সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ওঁ॥ ৩/৩/৯/২১॥

অন্যত্র ভগবদাবিষ্টেষু কুমারাদিষু এবং নিখিলতদ্ধর্মো পসংহারো ভবতি । কুতঃ ? সম্বন্ধাৎ । অয়ঃ পিণ্ডেষু বহ্নেরিব তেষু তস্যাবেশাৎ ॥২১॥

সংশয় :—এবং বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্‌ভাবয়ন্তি—তেষু ইতি । তেষু আবেশাবতারেষু তদ্‌ভক্তৈঃ ইতি স্পষ্টম্ । ইতি সংশয় বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :—অত্র—সংশয়ে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—আবেশাবতারেষু নিখিলভগবদ্ধর্মোপসংহারং বিকল্পং স্থাপয়তি, তথাচ—বিধিকল্পং, নিষেধকল্পঞ্চেতি পক্ষদ্বয়ম্ ; আদ্যে-বিধি পক্ষে—সাক্ষাদ্রূপেষু ইব তদাবেশেষ্বপি নিখিল ভগবদ্ধর্মা উপসংহর্ত্ত্যাঃ তপ্তায়ঃ পিণ্ডন্যায়েন ভগবদ্‌ভাবস্য তেম্বাগতত্বাদিতি । দ্বিতীয়ে—নিষেধপক্ষে তু—তদাবিষ্টানাং জীবত্বেন তস্য তেভ্যো ভেদাৎ, তেষামুপাসনেষু ভগবদ্ গুণা ন উপসংহর্ত্তব্যা ইতি পক্ষদ্বয়ম্ ইতি পূর্বপক্ষ বাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত :—এবং বিকল্পাত্মকং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে, তত্রাদৌ বিধিপক্ষমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"সম্বন্ধাৎ" ইতি । অন্যত্রাপি—শ্রীভগবদাবেশাবতারেষু শ্রীসনৎকুমারাদিস্বপি এবং নিখিল-ভগবদ্ধর্মানামুপসংহারো ভবতি ; তদুপাসকৈঃ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । এবং কুতঃ ? সম্বন্ধাৎ ইতি । অগ্নিসম্বন্ধাৎ

সংশয় :—এই বিষয়বাক্যে সংশয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন—তেম্বিতি । তাহাতে তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিখিল ভগবদ্ধর্ম্ম উপসংহার হইবে ? অথবা হইবে না ? অর্থাৎ সেই আবেশাবতার সকলে শ্রীভগবানের ভক্তগণ নিখিল ভগবদ্‌গুণবৃন্দের চিন্তা করিবেন ? অথবা চিন্তা করিবেন না ? ইহাই সন্দেহ বাক্য ।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতছেন, বিকল্পস্থাপন করিতেছেন। অর্থাৎ আবেশাবতার সকলে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার বিষয়ে বিকল্পস্থাপন করিতেছেন, তন্মধ্যে বিধিপক্ষ ও নিষেধকল্প এই পক্ষদ্বয়, প্রথমে বিধিপক্ষে সাক্ষাৎ স্বরূপের ন্যায় তাঁহার আবেশেও নিখিল ভগবদ্ধর্ম্ম উপসহার করা কর্ত্তব্য । যেমন তপ্তায়ঃ পিণ্ডন্যায়ের ভগবদ্ভাবের তাহাদেরই মধ্যে সমাগত হেতু । দ্বিতীয় নিষেধপক্ষে তদাবিষ্টগণের জীব হওয়াহেতু, স্বয়ংরূপ হইতে আবেশ গণের ভেদবশতঃ তাঁহাদের উপাসনায় ভগবদ্‌গুণ সকল উপসংহার করিবে না এই প্রকার দুইটি পক্ষ, ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত :—এই প্রকার বিকল্পাত্মক পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে সর্বপ্রমথ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বিধিপক্ষ বলিতেছেন—সম্বন্ধাদিতি । অন্যত্র সম্বন্ধহেতু, অর্থাৎ অন্যত্রপি শ্রীভগবান আবেশাতার শ্রীসনৎকুমার প্রভৃতিতেও এই প্রকার নিখিল ভগদ্ধর্ম্মের উপাসংহার হইবে, উপাসকগণ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য এই অর্থ । এই প্রকার কেন ? সম্বন্ধহেতু, অগ্নির সম্বন্ধহেতু প্রতপ্তলোহাপিণ্ড যেমন দাহ করে, সেই প্রকার জীববিশেষে শ্রীভগবানের আবেশহেতু তাহাতেও নিখিল ভগদ্ধর্ম্মের উপসংহার করা কর্ত্তব্য ইহাই অর্থ । অন্যত্র

"অথনিষেধপক্ষমাহ"–

॥ওঁ॥ ন বা অবিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৯/২২॥

ন তেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মোপসংহারো ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ । সত্যপি তদাবেশে জীবত্বলক্ষনে ধর্ম্মে বিশেষাভাবাৎ।"বা" শব্দাত্তৎ প্রেষ্ঠত্বাদিনা তত্রাদরবিশেষাৎ॥২২॥

॥ওঁ॥ দর্শয়তিচ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৯/২৩॥

"তং মাং ভগবান্" (ছাo–৭/১/৩) ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদাবিষ্টস্যাপি শ্রীনারদস্য

প্রতপ্তলোহপিণ্ডো যথা দহতি, তথৈব জীববিশেষে শ্রীভগবদাবিষ্টত্বাৎ তত্রাপি নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মাণামুপসংহারং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । অন্যত্র ইত্যাদিভাষ্যন্ত-প্রকটার্থম্ ॥২১॥

অথ আবেশাবতারেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মোপসংহারে নিষেধপক্ষমাহ-ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণঃ–"ন বা" ইতি । ন–আবেশাবতারেষু শ্রীসনকাদিষু জীববিশেষেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মোপসংহারো ন ভবতি ; তদুপাসকৈঃ তথা ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । এবং কুতঃ ? অবিশেষাৎ । সৎস্বপি তেষু শ্রীসনকাদিষু শ্রীভগবদাবেশে তেষাং জীবত্বলক্ষনে ধর্ম্মে বিশেষাভাবাৎ ; অথ সূত্রস্থ "বা" শব্দস্যার্থমাহঃ–"বা" ইতি । তথাহি–শ্রীভক্তিসন্দর্ভে–২৪১, হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ । ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচনঃ॥ ইতি । তস্মাৎ শ্রীভগবৎপ্রিয়ত্বেন তেষামাদরবিশেষং কর্ত্তব্যম্ ; ন তু তেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মা সংহর্ত্তব্যাঃ ইতি ভাবঃ ॥২২॥

অথ ন কেবলং যুক্তিমাত্রেণ, অপিতু শ্রুতিবাক্য প্রমাণেনাপি তেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মোপসংহারং নিরাকর্ত্তুং সূত্রয়তি–ভগবান শ্রীবাদরায়ণঃ– দর্শয়তি চ ইতি । "ত্বং মাং" ইতি শ্রুতিবাক্য প্রমাণেন

শ্রীভগবদাবিষ্ট শ্রীসনৎকুমারাদিতে এবং এইভাবে নিখিল ভগদ্ধর্ম্মের উপসংহার হয় । লৌহ পিণ্ডে বহ্নির ন্যায় আবেশাবতারে শ্রীকুমারাদিতে শ্রীভবানের আবেশহেতু ॥২১॥

অনন্তর আবেশাবতারে নিখিল নিখিল ভগদ্ধর্ম্মোপসংহার বিষয়ে ভগভান শ্রীবাদরায়ণ, নিষেধ পক্ষ বলিতেছেন–নবেতি । করিবে না অবিশেষহেতু, অর্থাৎ আবেশাবতার শ্রীসনকাদি জীববিশেষে নিখিলভগদ্ধর্ম্মের উপসংহার বা চিন্তন হইবে না, উপাসকগণ তাহা করিবেন না । এবং কেন ? অবিশেষহেতু, শ্রীসনকাদিতে শ্রীভগবানের আবেশ বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহাদের জীবত্ব লক্ষণ ধর্ম্মে কোনরূপ বিশেষ নাই, তাঁহারা জীব হইতে কোন অংশে বিশেষ নহেন । অনন্তর সূত্রস্থ বা শব্দের অর্থ বলিতেছে-বেতি। বা শব্দহেতু শ্রীভগবানের পরম প্রিয়ত্বাদিরূপে শ্রীসনকাদিতে আদরবিশেষ কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বর্ণিত আছে–সর্বদেবেশ্বরেশ্বরশ্রীহরি সর্বদা আরাধ্য হয়েন, অন্য ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না । অতএব শ্রীভগবান গোবিন্দদেবের প্রিয়রূপে তাঁহাদেরই আদর বা সম্মান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রীসনকাদিতে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্ম উপসংহার কর্ত্তব্য নহে ইহাই ভাবর্থ ॥২২॥

জিজ্ঞসুতাং দর্শয়তি । অতো ন তত্র সর্বধর্ম্মোপসংহারঃ ॥২৩॥

॥ওঁ॥ সম্ভৃতি দ্যু ব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৯/২৪॥

সম্ভৃতিশ্চ দ্যুব্যাপ্তিশ্চ তয়োঃ সমাহারস্তথা । এতচ্চ তেষু নোপসংহার্য্যম্ । ইহ পূর্বোক্তং হেতুমতিদিশতি–অত" ইতি । জীবত্বাদেবেত্যর্থঃ ।

শ্রীভগবদাবেশাবতারবিশেষস্য শ্রীনারদস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুতাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ, তস্মাৎ আবেশাবতারেষু ন সর্বধর্ম্মোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ ইতি । "তং মাং" ইত্যাদিভাষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্ । শ্রীনারদস্য আবেশাবতারত্বম্– তথাহি শ্রীভাগবতে–১/৩/৮ তৃতীয়মৃষিসর্গং চ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ । তন্ত্রং সাত্ত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ শ্রীসত্ত্বততন্ত্রে চ–২/৩ দেবেষু নারদতনুর্ভগবান্ বিশুদ্ধং নৈষ্কর্ম্ম্যযোগমবহৎ খলু পাঞ্চরাত্রম্ । ধর্ম্মং তথা ভগবতা কথিতং বিশেষ শিষ্যেষ্বসৌ পরমনিবৃত্তিমাদধানম্ ॥ ইতি । তস্মাদাবেশাবতারেষু ন তে সংহার্য্যাঃ ॥২৩॥

অথ প্রকারান্তরেণ আবেশাবতারেষু সর্বগুণানামনুপসংহার্য্যত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "সংভৃতি" ইতি । সম্ভৃতিঃ–আকাশাদীনুৎপাদ্য তেষাং ধারণসামর্থ্যম্ ; দ্যুব্যাপ্তিঃ স্বেতরসর্বব্যাপকম্, তয়োঃ সমাহারঃ । "সমাহারে–ব্রহ্মত্বমেকত্বঞ্চ" ইত্যানুশাসনাৎ । এতচ্চ গুণং তেষু আবেশাবতারেষু নোপসংহার্য্যম্ ; কুতঃ ? ইত্যত্রাহ–"অতঃ" ইতি । অতঃ–তেষামাবেশাবতারাণাং জীবত্বাদেব ইত্যর্থঃ । তথাচ–সর্বাধারত্ব-সর্বব্যপকত্ব-সর্বোৎপাদকত্বাদয়ো গুণাঃ শ্রীভগবত্যেব বিদ্যন্তে, ন তু আবেশাবতারাদিষু ইত্যর্থঃ । অথ অস্য সুত্রস্য সারর্থমাহুঃ–অয়মর্থঃ" ইতি । অত্র–তৈত্তিরীয়কে রাণায়ণীয়ানাং খিল প্রকরণেষু এবং পঠ্যতে–ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা ইতি । ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সংভৃতানি ; বীর্য্যোতি-বীর্য্যাণি ; শ্রীভগবৎ পরাক্রম বিশেষরূপাণি, আকাশাদীনি ; "অত্র-সুপাং-সুলুক্" ইতি সূত্রেণ "জস" বিভক্তেরাৎ' প্রত্যয়ঃ।

অনন্তর কেবল যুক্তি মাত্রেই নহে কিন্তু শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারাও শ্রীসনকাদিতে নিখিল ভগবর্দ্ধেমের উপসংহার নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–দর্শয়তিচেতি। শ্রুতি প্রমাণেও দেখা যায়, অর্থাৎ আপনি আমাকে এই শ্রুতি বাক্য প্রমাণের দ্বারাও শ্রীভগবদবতার বিশেষ শ্রীনারদের তত্ত্বজিজ্ঞাসুতাধর্ম্ম শ্রুতি দেখাইতেছেন, সুতরাং আবেশাবতার সকলে শ্রীভগবানের সকলধর্মোপসংহার কর্ত্তব্য নহে ।

হে ভগবান ! আপনি আমাকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ভগবদাবিষ্ট শ্রীনারদের জিজ্ঞাসুতা প্রদর্শন করিতেছেন শ্রীনারদের আবেশাবতারত্ব শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সেই মহাপুরুষ তৃতীয় ঋষিসৃষ্টি তাহাতে দেবর্ষি শ্রীনারদ হইয়া সাত্ত্বততন্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে কর্মের নৈষ্কর্ম্যতাসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীসাত্ত্বততন্ত্রে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবান দেবগণে শ্রীনারদ তনুধারণ করত পাঞ্চরাত্রগমন বিশুদ্ধ নৈষ্কর্ম্যযোগ প্রাপ্তি করাইয়াছেন তথা ভগবান কর্ত্তৃক বিশেষ শিষ্যকে পরমনির্বৃতি ধারণকরিধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন । সুতরাং আবেশাবতার বৃন্দে ভগবদ্ধর্ম্ম উপসংহার করা উচিত নহে ॥২৩॥

অয়মর্থঃ রাণায়ণীয়ানাং খিলেষু পঠ্যতে।

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠংদিবমাততান। ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমং তু জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥ ইতি, অত্র বীর্য্য–সংভৃতি–দ্যুব্যাপ্তিপ্রমুখো ব্রহ্মমহিমা প্রকীর্ত্তিতঃ। ন স তেষু জীবেষু উপসংহার্য্যঃ। তস্য পরেশসাধারণত্বাদিতি॥২৪॥

তানি বীর্য্যাণি কীদৃশানি ? তত্রাহ-ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা ইতি। ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠম্-অনন্যাপেক্ষি কারণং যেষাং তানি ; তস্মাৎ ব্রহ্মণা কারণেন তানি সম্ভৃতানি, ধৃতানি ; পুষ্টানি চ ইতি ; তথাহি শ্রীমহাভারতে–অনুশাসনপর্বণি-শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে–১৪৯/১৩৪ "দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খংদিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥ ইতি। তচ্চ ব্রহ্ম-অগ্রে চতুর্ম্মুখাদীনাং জন্মনঃ পূর্বমেব জ্যেষ্ঠং দিবমাততান-ব্যাপয়ামাস। কথমেতৎ সম্ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ–ব্রহ্ম" ইতি। তচ্চ ব্রহ্ম-চতুর্মুখাদিজীবানাং-ভূতানাং প্রথমং তু জজ্ঞে-প্রাদুর্ভূতং বভুব ইতি। তেন হেতুনা স্বেতরসর্বকারণেন প্রাক্‌সিদ্ধেন ব্রহ্মণাসহ স্পর্দ্ধিতুং-প্রতিযোগিতাকর্ত্তুং কঃ-অর্হতি ? অবরজন্মা শ্রীভগবন্নিয়ম্যশ্চ কো জীবো যোগ্যো ভবতি ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্বোপজীব্যং সর্বপূজ্যঞ্চ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীদশমে–১৪/১১ ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি-বার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ। ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ইতি। অথ সারার্থমাহঃ–অত্রেতি প্রকটার্থম্। তস্মাৎ নিখিলভগবদ্ধর্ম্মাণাং আবেশাবতারেষু শ্রীনারদাদিষু নোপসংহার্য্যাঃ ইত্যর্থঃ॥২৪॥

অথ প্রকারান্তরে আবেশাবতার সকলে সকলগুণের অনুপসংহার্য্যত্ব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন সম্ভৃতীতি। সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তি হইতেও অতঃ তাহা নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ সম্ভৃতি–আকাশাদি ভূতগণকে উৎপাদন করত তাহাদের ধারণ সামর্থ্য, দ্যুব্যাপ্তি স্বেতরসর্বব্যাপকত্ব, এই উভয়ের সমাহার, সমাহারে ব্রহ্মলিঙ্গ ও একত্ব হয় এই প্রকার অনুশাসন আছে। এই গুণ সেই আবেশাবতারে উপসংহার করিতে নাই। কেন ? তাহা বলিতেছেন–অত ইতি।

অতএব আবেশাবতারগণ জীব হয়েন এই হেতু ইহাই অর্থ। সারার্থ সর্বাধারত্ত্ব সর্বব্যাপকত্ব সর্বোৎপাদকত্বাদি গুণবৃন্দ শ্রীভগবানেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু আবেশাবতারাদিতে নাই। সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি উভয়ের সমাহার, এই গুণ সকল আবেশাবতারে উপসংহার করিতে নাই। এইস্থলে পূর্বোক্ত বিধির অতিদেশ বলিতেছেন "অন্যেরতুল্য বিধানকে অতিদেশ বলে" অত ইতি। অতএব জীবহওয়া হেতু এই অর্থ।

অনন্তর এই সূত্রের সারর্থ বলিতেছেন–অয়মিতি। তৈত্তিরিয়কে রাণায়ণীগণের খিল প্রকরণে এই প্রকার পাঠ করেন–ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মাই জ্যেষ্ঠবীর্য্য আকাশাদি, জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাই অগ্রেব্যাপক ছিলেন, সকলের প্রথমেই ব্রহ্ম হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত কে স্পর্দ্ধা করিবে ? অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যেষ্ঠবীর্য্য সম্ভূতবীর্য্য বীর্য্যসকল, শ্রীভগবানের পরাক্রম বিশেষ আকাশাদি, এইস্থলে "সুপাংসুলুক" এই সূত্রের দ্বারা জস্‌বিভক্তির

"অনুপসংহারে হেত্বন্তরমাহ"–

॥ওঁ॥পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ॥ওঁ ॥ ৩/৩/৯/২৫॥

কুমারাদ্যুপাখ্যানেষু ইতরেষাং সর্বভুতোপাদনত্ব–সর্বনিয়ামকত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামনাম্নানাচ্চ ন তেষু সর্বতদ্ধর্ম্মোপসংহারঃ ।

ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত ঃ–পুরুষেতি । পুরুষসুক্তেষু "চ" শব্দাৎ গোপালতাপন্যাদিষু

অথাবেশাবতারেষু নিখিলভগবদ্‌গুণানামনুপসংহারে হেত্বন্তরমাহ-ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "পুরুষবিদ্যায়ামিতি" ইতরেষাং–সার্বজ্ঞ্যত্ব-সর্বোৎপাদকত্ব-সর্বনিয়ামকত্ব-সর্বাধারত্ব-সর্বব্যাপকত্ব-সর্বকারণত্বাদীনাং শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাণাং আবেশাবতারেষু "অনাম্নানাৎ" অপঠিতত্বাৎ ন তেষু সর্বভগবদ্ধর্ম্মাণামুপসংহারঃ । তত্র ব্যতিরেকদৃষ্টান্তমাহ–"পুরুষবিদ্যায়ামিব" ইতি । পুরুষসুক্তেষু, "চ" কারাৎ শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ যথা শ্রীভগবদ্‌গুণানাং নিরূপণমস্তি, ন তথাবেশাবতারাণামুপাখ্যানেষু" ইতি ভাষ্যাংশং সুগমম্ । পুরুষসুক্তেষু ইতি–পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভাব্যম্ ।' (২) এতাবানস মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ । পাদোঽস্যবিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ (৩) ইত্যাদিঃ।

স্থানে অর্থাৎ প্রত্যয় হওয়ায় জ্যেষ্ঠা নি স্থানে জেষ্ঠা হইয়াছে । ঐ বীর্য্য সকল কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন–ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মেই জ্যেষ্ঠ অনন্যাপেক্ষী কারণ যাহাদের তাহারা, অতএব পরকারণব্রহ্ম কর্ত্তৃক সেই সকল সম্ভূত ধৃত ও পরিপুষ্ট ও হইয়াছে ।

এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে–অন্তরীক্ষ চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাবলী আকাশ দিক্‌সকল পৃথিবী ও সাগর মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর বীর্য্যেই প্রভাবেই বিধৃত আছে । সেই ব্রহ্ম অগ্রে চতুর্ম্মুখাদির জন্মের পূর্বেই জ্যেষ্ঠ দিব আকাশ ব্যাপিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–ব্রহ্মেতি । সেই ব্রহ্মাচতুর্মুখাদি জীবগণের প্রথম যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়ছিলেন সেই হেতু স্বেতরসর্বকারণ পূর্বসিদ্ধ ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা প্রতিযোগিতা করিতে কে সমর্থ ? অবর জন্ম শ্রীভগবানের নিয়ম্য কে জীব যোগ্য হইবে, কেহই না এই অর্থ । অতএব সকলের উপজীব্য ও সর্বপূজ্য ব্রহ্মই হবেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–হে ব্রজরাজ নন্দন ! এই তমঃ মহৎ অহঙ্কার খচরাগ্নি বারিভূদ্বারা সম্বেষ্টিত অণ্ড ঘটাদি যুক্ত সপ্তবিতস্তি পরিমিত শরীর আমি কোথায় ? অপর এই প্রকার অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় আপনার রোম বিবরে গতাগতি করিতেছেন সেই আপনার মহিমাই বা কোথায় ? অনন্তর ইহার সারার্থ বলিতেছেন–অত্রেতি। এইস্থলে বীর্য্য প্রভাব সংভৃতি দ্যুব্যাপ্তি প্রমুখ ব্রহ্ম মহিমা সংকীর্ত্তন করা হইয়াছে, এই মহিমা আবেশাবতার রূপ জীবে উপসংহার্য্য নহে, কারণ তাহা পরেশ শ্রীগোবিন্দদেবের সাধারণ ধর্ম্ম এইহেতু । অতত্রব নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের আবেশাবতার শ্রীনারদাদিতে উপসংহার করা উচিত নহে ইহাই অর্থ ॥২৪॥

অনুপসংহারে হেত্বন্তর বলিতেছেন, অর্থাৎ আবেশাবতার সকলে নিখিল ভগবদ্‌গুণবৃন্দের অনুপসংহারে

যথা তে নিরূপ্যন্তে, ন তথা তদুপাখ্যানেম্বিত্যর্থঃ । ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্—ঈশাবিষ্টেষু তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদংশদ্বয়মস্তি ।

(১) যে বহ্ন্যংশমিব ঈশাংশং পশ্যন্তি, তে নিখিল তদ্ধর্ম্মাংস্তেষু ভাবয়ন্তি ।

(২) যে খল্বয়োংশমিব জীবাংশং তে তু ন । কিন্তু প্রেষ্ঠত্বাদীন্ ধর্ম্মাংস্তেষু চিন্তয়ন্তি ।

ঈশস্তু স্বপ্রেষ্ঠানুবৃত্তি পরিতুষ্টস্তান্ স্বীকরোতি । শ্রীভাগবতাদিভিরপি শাস্ত্রস্তেষু

শ্রীগোপালতাপন্যাম্-পূর্ব০-(৪৩)

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে ।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ তংধ্যায়েৎ" (৬১) শ্রীদশমে—১৪/২৩

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপধিতোঽমৃতঃ ॥

এবং যথা সর্বেষু শাস্ত্রেষু সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবতারবিশেষাণাং গুণা বর্ণিতাঃ, ন তথা শ্রীকুমার-

---

অন্য কারণ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন—পুরুষেতি । ইতর অন্যসকল গুণের অকথন হেতু, পুরুষবিদ্যার ন্যায়, অর্থাৎ ইতরেষাং সার্বজ্ঞত্ব সর্বেশ্বরত্ব সর্বোৎপাদকত্ব সর্বনিয়ামকত্ব সর্বধারত্ব সর্বব্যাপকত্ব সর্বকারণতাদি শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম সকলের আবেশাবতারে অনাম্নানাৎ অপঠিতহেতু আবেশাবতারে সকল ভগবৎধর্ম্মের উপসংহার হইবে না । এইস্থলে ব্যতিরেকীদৃষ্টান্ত বলিতেছেন—পুরুষেতি । পুরুষসূক্তে, চকার হেতু শ্রীগোপালতাপন্যাদিতে যে প্রকার শ্রীভগবদ্গুণগণের নিরূপণ আছে, সেই প্রকার আবেশাবতরগণের উপাখ্যানে বর্ণিত নাই । শ্রীসনকাদি কুমারগণের উপখ্যানে ইতর অন্য সর্বোভূতোপাদনত্ব সর্বনিয়ামকতাদি ধর্ম্মসমূহের অনাম্লানাৎ অপঠিতহেতু আবেশে সকলভগবৎধর্ম্মের উপসংহার হইবে না । ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত বলিতেছেন পুরুষেতি । পুরুষসূক্তে চ শব্দহেতু শ্রীগোপাল তাপণ্যদিতে যেরূপ ভগবদ্গুণবৃন্দ নিরূপণ করেন, সেই প্রকার শ্রীকুমারাদির উপাখ্যানে করেন নাই এই অর্থ । অর্থাৎ পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে—যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে । এই সকলই পুরুষ হয়, এই পুরুষের এই প্রকারই মহিমা, সুতরাং এইপুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ, এই পুরুষের একপাদ মহিমা বিশ্বভূত সকল হয় । দিবি বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ যাহা অমৃতলোক হয় । শ্রীগোপাল তাপনীতে বর্ণিত আছে—ওঁ বিশ্বরূপকে নমস্কার, বিশ্বের স্থিতি ভক্তের হেতুকে নমস্কার, যিনি বিশ্বেশ্বর বিশ্ব শ্রেষ্ঠ সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার নমস্কার। পুনঃ অতএব শ্রীকৃষ্ণই পর সর্বশ্রেষ্ঠদেবতা তাঁহাকে ধ্যান করিবে । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—হে—শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি একমাত্র আত্মা পুরুষ পুরাণ সত্য স্বয়ংজ্যোতিঃ অনন্ত আদ্য নিত্য অক্ষর অজস্র সুখময় নিরঞ্জন পূর্ণ অদ্বয় উপাধিমুক্ত ও অমৃত হয়েন । এইরূপ যেমন সকল শাস্ত্রে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবতার বিষেশের

ভগবদাদিশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে । জীব ধর্ম্মাশ্চ দৈন্যাভিধানেন প্রকাশ্যন্তে । তত্রাপ্যেবমেব সঙ্গতি রিতি ॥২৫॥

নারদাদীনাং উপাখ্যানেষু তস্মাৎ তেষু তেষাং নোপসংগ্রহঃ । তথাচ–শ্রীভগবান্ যস্মিন্ জীববিশেষে যচ্ছক্তিংসমর্পিতং সস্তদেব ব্যনক্তি, ন তু অন্যান্, তস্মাত্তেষু নিখিলগুণা নোপসংহার্য্যাঃ” ইতি ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সঙ্গতিমুখেন সমানাধিকরণস্য সারর্থমাহুঃ–“ইদমত্রেতি ।” স্ফুটার্থম্ । তথাচ–যে-খলু-আবেশাবতার ভক্তাঃ, তে এব তস্মিন্ নিখিলভগবদ্ধর্ম্মা বিভাবয়ন্তি । তথাহি শ্রীভাগবতে–৪/২২/১৬

ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ ।
স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ইতি । যে চ শ্রীভগবদ্‌ভক্তাস্তে তু তান্ তৎপ্রেষ্ঠত্বাদীন্ ভাবয়ন্তি ইতি। তস্মাৎ স্ব স্বভাবানুসারেণ উপসংহার্য্যম্ ইতি।

বন্দে শ্রীকরুণাসিন্ধোর্গোবিন্দস্য মহাত্মনঃ ।
সনক-নারদাদীংশ্চ হ্যাবেশাবতারান্ বহূন্ ॥২৫॥

ইতি সমনাধিকরণং নবমং সম্পূর্ণম্ ॥৯॥

গুণবৃন্দ বর্ণিত আছে, এই প্রকার শ্রীকুমার নারদাদির উপাখ্যানে নাই, সুতরাং আবেশে ভগবদ্‌গুণের উপসংহার করিতে নাই ।

সংঙ্গতি ঃ–অনন্তর সঙ্গতি মুখে সমানাধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন–ইদমিতি । এই প্রকরণের ইহাই নিষ্কর্ষ–ঈশ্বরাবিষ্ট আবেশাবতারে তপ্তলোহ পিণ্ডের ন্যায় দুইটি অংশ আছে–বহ্নি অংশ ও লৌহ অংশ, যাঁহারা আবেশ কে বহ্নির অংশের ন্যায় ঈশ্বরের অংশ দর্শন করেন, তাঁহারা তাহাতে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্ম ভাবনা করেন । অপর যাঁহারা লৌহের অংশের ন্যায় আবেশকে জীবাশং দর্শন করেন, তাহারা ঐ ধর্ম্ম চিন্তা করিবেন না । কিন্তু শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বাদি ধর্ম্ম সকল চিন্তা করিবেন, সুতরাং শ্রীভগবানও নিজপ্রিয়তম সেই সকল ভক্তবৃন্দের প্রীতিতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজপ্রিয় পরিকররূপে স্বীকার করেন ।

অতএব শ্রীভাগবতাদি সাত্ত্বতশাস্ত্র সকলে সেই আবেশাবতারগণকে ভগবান্ শব্দ প্রয়োগ করত সম্মান করিয়াছেন । এবং সেই আবেশাবতারে জীবের ধর্ম্ম– আমাকে শোকেপার করুন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এইস্থলে এই প্রকারই সঙ্গতি হইবে । অর্থাৎ যে সাধকগণ আবেশাবতারের ভক্ত, তাঁহারাই আবেশে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্ম ভাবনা করিবে, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবান ধীরগণের নিকটে আত্মরূপে ও ভক্তগণের নিকটে নিজস্বরূপব্যক্ত করেন, সুতরাং নিজভক্তবৃন্দকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনাদের ন্যায়–(চতুঃসন) সিদ্ধরূপ ধারণ করত পৃথিবী বিচরণ করেন । যাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত তাঁহারা আবেশদিগকে ভগবৎ প্রিয়রূপে ভাবনা করেন । অতঃ নিজ-নিজ ভাব অনুসারে গুণোপসংহার্য্য। মহাত্মা শ্রীকরুণাসিন্ধু গোবিন্দদেবের শ্রীসনক নারদাদি বহু আবেশাবতারকে বন্দনা করি ॥২৫॥

এই প্রকার সমানাধিকরণ নবম সম্পূর্ণ ॥৯॥

১০॥ "বেধাদ্যধিকরণম্"–

স্বশাখোক্তগুণবিশিষ্টং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তম্ । অথ তদুক্তাপি কেচিদ্ গুণা মুমুক্ষুণা নোপাস্যা ইত্যুচ্যতে । "অগ্নে ত্বং যাতুধানস্য ভিন্দতং প্রত্যঞ্চমর্চ্চিষাবিধ্য মর্ম্ম, ইতি শ্রুতমথর্বণি।

১০॥ "বেধাদ্যধিকরণম্"

তপ্তহাটককেশাগ্র-জ্বলৎ পাবকলোচন ! ।
বজ্রাধিকনখস্পর্শ দিব্যসিংহ ! নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীভগবতি স্বোপাস্যে সার্বজ্ঞ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ভক্তবাৎসল্য-ভক্তিবশ্যতাদয়ো গুণাঃ সাধকৈঃ সংহর্ত্তব্যাঃ ইতি নিরূপিতম্ । অথ কশ্চিদ্ ভক্তেন শত্রুবিনাশার্থং শ্রীভগবতঃ ক্রুরতা ভয়ঙ্করত্বাদয়ো গুণাঃ স্মর্ত্তব্যা ন বা ; ইতি নিরূপণার্থং বেধাদ্যধিকরণারম্ভঃ" ইত্যাধিকরণাসঙ্গতিঃ ।

অথ বেধাদ্যধিকরণস্য পীঠিকামারচয়ন্তি–"স্বশাখা" ইত্যাদি । তথাচ–আথর্বনিকানাং শাখাসু অভিচারমান্ত্রাঃ সন্তি । তদুক্তা ব্রহ্মগুণাঃ তদ্গতোপনিষদ্বর্ণিতাসূপাসনাসু নোপসংহার্য্যাঃ । কুতঃ ? শান্ত্যাদিপ্রতিকূলত্বাদিত্যর্থঃ ।

বিষয় :–অথ বেধাদ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–অগ্নে ! ইতি । হে অগ্নে ! সর্বাগ্রনীর্ভগবান্ ত্বং যাতুধানস্য-তত্তুল্যস্য মম শত্রোঃ মর্ম্ম হৃদয়ং ভিন্দি বিদারয় ; কিঞ্চ–প্রত্যঞ্চং-মম প্রতিকূলবর্ত্তিনং

১০॥ "বেধাদ্যধিকরণ"

অতঃপর এই প্রকার বেধাদ্যকিরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । হে শ্রীদিব্যসিংহ ! আপনার কেশাগ্র ভাগ প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণ, হে জ্বলৎ পাবক লোচন ! আপনার নখস্পর্শ বজ্র হইতেও অধিক ভয়ঙ্কর আপনাকে নমস্কার করি । নিজ উপাস্য শ্রীভগবানে সার্বজ্ঞ্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্য ভক্তিবশ্যতাদি গুণবৃন্দ সাধক কর্ত্তৃক উপসংহার বা চিন্তা করা উচিত, ইহা নিরুপণ করিয়াছেন । অনন্তর যদি কোন ভক্ত নিজ শত্রু বিনাশের নিমিত্ত শ্রীভগবানের ক্রুরতা ভয়ঙ্করতাদি গুণবৃন্দের স্মরণ করিবেন ? অথবা করিবে না ? ইহাই নিরূপণের নিমিত্ত বেধাদ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

অনন্তর বেধাদ্যধিকরণের পীঠিকা রচনা করিতেছেন–স্বেতি । নিজ শাখা কথিতগুণ বিশিষ্ট ব্রহ্মই উপাস্য ইহা কথিত হইল । অথ তদুক্ত হইলেও শ্রীভগবানের কিছু গুণ মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক উপাস্য নহে তাহা বলিতেছেন । অর্থাৎ আথর্বনিকগণের শাখায় অভিচার মন্ত্র সকল আছে, সেই শাখাবর্ণিত ব্রহ্মগুণ তদ্গত উপনিষদ্ বর্ণিত উপাসনায় উপসংহার করিতে নাই । কেন ? শান্ত্যাদি প্রাতিকূল্য হেতু।

বিষয় :–অনন্তর বেধাদ্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–অগ্নে ইতি। হে অগ্নে! আপনি যাতুধানের মর্ম্ম ভেদ করুন, প্রত্যঞ্চ অর্চিঃদ্বারা বিধ্য, অর্থাৎ হে অগ্নে সর্বাগ্রণী শ্রীভগবান

তং রিপুং অর্চ্চিষা তেজসা বিধ্য তাড়য় ইত্যর্থঃ। অন্যত্রাপি—"সর্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রমৃজ্যশিরোঽভিপ্রমৃজ্য ত্রিধা বিভক্তঃ" ইতি। শ্রীভাগবতে—৬/৮/২৫–২৬ ত্বং যাতুধান-প্রমথ-প্রেত-মাতৃ-পিশাচ-বিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্। দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপূরিতো ভীমস্বনোঽরেহৃদয়ানি কম্পয়ন্ ॥ ত্বং তিগ্মধারাসিবরারিসৈন্যমীশপ্রযুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি। চক্ষুংষি চর্ম্মঞ্ছতচন্দ্র ছাদয় দ্বিষামঘোনাং হর পাপচক্ষুষাম্ ॥ ইতি। তত্রৈব—৬/৯/৪৪ অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্। গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ! তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ইতি শ্রীভগবতঃ ক্রোধভীষণত্বাদয়োগুণা বর্ণিতাঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় :—ইতি বিষয়বাক্যে ভবতি সন্দেহঃ; বেধাদিগুণজাতমুপাস্যং? ন বা? তথাচ—শ্রীভগবতঃ শত্রুবধাদিগুণসমূহং সাধকানামুপাস্যম্? নোপাস্যম্ বা? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :—ইতি সংশয়ে সমুৎপন্নে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি—"দুষ্ট" ইতি। সাধকানাং দুষ্টনিগ্রহস্যাপেক্ষ্যত্বাদ্ শত্রুবধাদিগুণজাতমুপাস্যমিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে—১০/৬/৪৪ "য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্। শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥ তথাহি—পূর্বমনীশ্বরোপাসনায়ং উপসংহর্ত্তুমযোগ্যা অপি সার্বজ্ঞ্য-সার্বৈশ্বর্য্যাদয়ো ভগবদ্‌গুণাতজ্জ্ঞান-বীর্য্যাদিরাগহেতু-তত্তোষায় উপসংহার্য্যাঃ ইতি প্রতিপাদিতম্।

তদ্‌বৎ—সৌশীল্য-কারুণ্যার্জ্জবাদি প্রধানগুণাণয়াং শ্রীভগবদুপাসনায়ামুপসংহর্ত্তুমযোগ্যা অপি অথর্বাদিশাস্ত্রপ্রমাণোক্তা বৈরিবধাদয়ো ভগবদ্‌গুণা উপাসনানৈর্বিঘ্নায় উপসংহার্য্যাঃ ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

আপনি যাতুধান তুল্য আমার শত্রুর মর্ম্ম হৃদয় ভিন্দি বিদারণ করুন, অপর প্রত্যঞ্চ আমার প্রতিকূলবর্তি সেইসেই রিপুকে অর্চ্চিষা তেজের দ্বারা বিধ্যাতাড়না করুন এই অর্থ। অন্যত্র সকল ভেদ করুন, হৃদয় ভেদ করত ধমনীনাড়ী মন্থন করিয়া মস্তক মন্থন করিয়া ত্রিধা বিভক্ত করুন।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—হে দরেন্দ্র! পাঞ্চজন্য! আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রপুরিত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করত শত্রুর হৃদয় কম্পিত করিয়া যাতুধান প্রমথপ্রেত মাতৃকা পিশাচ ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতির ঘোর দৃষ্টি বিদ্রাবিত করুন। হে অসিবর! নন্দক! আপনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া আমার শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করুন! হে শতচন্দ্র! আপনি পাপদৃষ্টি যুক্ত পাপাত্মা শত্রুর দৃষ্টি আচ্ছাদন করুন। পুনঃ হে ঈশ! অনন্তর ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত ত্বষ্টামুনির পুত্র বৃত্রাসুরকে বধ করুন, হে শ্রীকৃষ্ণ! যে অসুর আমাদের তেজঃ অস্ত্র ও আয়ুধ সকল গ্রাস করিয়াছে। এই প্রকার শ্রীভগবানের ক্রোধভয়ঙ্করত্বাদি গুণবৃন্দ বর্ণনা করিয়াছেন, এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয় :—এই বিষয়বাক্যে সন্দেহ হইতেছে—ইহেতি। এই নিজ উপাস্যে বেধাদি গুণ সকল উপাস্য? অথবা নহে? অর্থাৎ শ্রীভগবানের শত্রুবধাদিগুণ সমূহ সাধকগণের উপাসনার যোগ্য? অথবা অনুপাস্য? এই সংশয় বাক্য।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সংশয়ে সমুৎপন্ন হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন—দুষ্টেতি। দুষ্ট নিগ্রহের অপেক্ষা হেতু উপাস্য হয়, অর্থাৎ সাধকগণের দুষ্ট নিগ্রহ করা প্রয়োজন সুতরাং,তাহার জন্য

ইহ বেধাদিগুণজাতমুপাস্যম্? ন বেতি সংশয়ে, দুষ্টনিগ্রহস্যাপেক্ষত্বাদুপাস্যমিতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ওঁ॥৩/৩/১০/২৬॥

"ন" ইত্যনুবর্ত্ততে । (৩/৩/৯/২৫) । বেধাধিকং তেনোপাস্যং ন । কুতঃ ? অর্থভেদাৎ অর্থঃ ফলম্ । হিংসাত্মকে তস্মিন্ নিবৃত্তাধিকারাদিত্যর্থঃ । যদুক্তং শ্রীভগবতা "আমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্" (শ্রীগীতা–১৩/৭) ইতি । "নিবৃতিং কর্ম

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"বেধাদ্যর্থভেদাৎ" ইতি। পূর্বসূত্রাৎ "ন" ইত্যনুবর্ত্ততে । শ্রীভগবতো বেধাদিকং-শত্রুবধাদিকং গুণ জাতং মুমুক্ষুণা নোপাস্যমিতি। কুতঃ ? অর্থভেদাৎ ইতি । অর্থং ফলং তস্য শত্রুবধাদিকার্য্যে স্মরণে সাধকস্য কিমপি ফললাভং ন সম্ভবেদিতি । "বেধাদিকম্" ইতি স্পষ্টম্ । তথাচ–শত্রুবধাদিহিংসাত্মকেষু শ্রীভগবৎ কার্য্যেষু ভক্তানাং চিন্তা নাধিকারাভাবাদিতি । হিংসাত্মকং নোপসংহার্য্যামিতি শ্রীগীতাবাক্যপ্রমাণেন সমর্থয়ন্তি–যদুক্তম্" ইতি । শ্রীভগবতা-পার্থসারথিনা শ্রীকৃষ্ণেন ইতি ।

অথ সাধকানাং শ্রীভগবজ্জ্ঞান সাধনান্যাহ–অমানিত্বম্" ইত্যাদি । অমানিত্বম্–স্ব সৎকারানপেক্ষত্বম্, স্বোৎকৃষ্টজনেষু সম্মান প্রদত্বং বা ; অদম্ভিত্বম্–ধার্ম্মিকত্বযশঃ প্রয়োজনতয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানং দম্ভঃ, তাদৃশদম্ভরহিতম্। অহিংসা-বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ পরপীড়ারাহিত্যত্বম্ । ক্ষান্তিঃ–পরৈঃ পীড্যমানস্যাপি তান্ প্রতি বিকার বিরহচিত্তত্বম্। আর্জবং–ছদ্মিষু অপি সারল্যম্ । যদ্বা–পরান্ প্রতি বাঙ্মনঃ কায়বৃত্তীনামেকরূপতা । তস্মাদেকান্তিনাং

শত্রু বধাদি গুণজাত শ্রীভগবানের উপাস্য হয় এই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে যে সাধক শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যলীলা পূতনা মোক্ষ শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রবণ করে, সে শ্রীগোবিন্দদেবের রতি লাভ করে।

সারর্থ–পূর্বে অনীশ্বর আবেশে উপসংহার করিবার অযোগ্য সার্বজ্ঞ্যসার্বৈশ্বর্য্যাদি ভগবদ্ গুণগণ তাঁহার জ্ঞান ও প্রভাবাদি অনুরাগহেতু শ্রীভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত উপসংহার করিবে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই প্রকার সৌশীল্য কারুণ্য আর্জ্জবাদি প্রধান গুণযুক্ত শ্রীভগবদুপাসনায় উপসংহারের অযোগ্য হইলেও অথর্বাদি শাস্ত্র প্রমাণ বর্ণিত বৈরিবধাদি ভগবদ্গুণ বৃন্দ উপাসনার বিঘ্ন নিবারণের নিমিত্ত উপসংহার কর্ত্তব্য এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন–বেধেতি । বেধাদি চিন্তন করিবে না, অর্থ ভেদহেতু, অর্থাৎ পূর্ব সূত্র হইতে ন কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, শ্রীভগবানের বেধাদি শত্রুবধাদি গুণ সমূহ মুমুক্ষু কর্ত্তৃক উপাস্য নহে' কেন ? অর্থ ভেদহেতু, অর্থ ফল শ্রীগোবিন্দদেবের শত্রু বধাদি কার্য্য স্মরণ করিলে সাধকের কোন ফল লাভ হয় না । বেধাদিগুণ মুমুক্ষু কর্ত্তৃক উপাস্য নহে, কেন ? অর্থের ভেদহেতু, অর্থ ফল, তাহার ভেদহেতু । সাধকের সেই হিংসাত্মক কার্য্যে অধিকার নিবৃত্তি নিষেধ বিদ্যমানহেতু, অর্থাৎ শত্রুবধাদিহিংসাত্মক শ্রীভগবানের কার্য্য সকলে ভক্তগণের চিন্তনের অধিকারের অভাবহেতু, তাহা চিন্তা করিবে না এই অর্থ । শ্রীভগবানের

সেবেত প্রবৃত্তং মৎ পরস্তজ্যেৎ (ভাগ–১১/১০/৪) ইতি ॥২৬॥

মনসাপি পরহিংসাচিন্তনং ন করনীয়ম্ ; হিংসায়াঃ তামসিকত্বাৎ । অথ শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদেনাপি ভক্তানাং হিংসারাহিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–নিবৃত্তম্ ইতি । মৎপরঃ–মদেকান্তভক্তঃ নিবৃত্তং-নিত্যনৈমিত্তিকং সন্ধ্যাবন্ধনাদি কর্ম্ম সেবেত ; প্রবৃত্তং সাঙ্গং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম ত্যজেৎ ; টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্–মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ । নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায় জিহাসয়া ॥ ইতি স্মৃতিঃ, অতঃ প্রবৃত্তং কাম্যং কর্ম ত্যাজেৎ ; নিবৃত্তং নিত্যনৈমিত্তিকমেব কুর্য্যাৎ ; আত্মবিচারে তু সম্যক্ প্রবৃত্তো নিবৃত্তকর্ম্মচোদনামপি নাদ্রিয়েত" ইতি । তস্মাৎ একান্তভক্তানাং শ্রীভগবতঃ ক্রৌর্য্যাদিগুণা নোপসংহর্ত্তব্যাঃ।

ননু–তথাত্বে শ্রীকৃষ্ণেন পূতনায়াঃ প্রাণহরণ-স্তনচ্ছেদনরূপহিংসাস্মরণেনাপি রতি লাভঃ কথং সম্ভবেৎ ? তথাহি–শ্রীহরিবংশে বিষ্ণু (পু০৬/২৬) তস্যাঃ স্তনং পপৌ কৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ বিনদ্য চ । ছিন্নস্তনী তু সহসা পাপত শকুনী ভুবি ॥ ইতি । অত্র এবং সমাধেয়ম্–"শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধায়া" ইত্যক্তেঃ–তস্যা লীলায়াঃ শ্রবণমেবেচিতম্, ন তু তস্মিন্ শ্রীবালগোপালে প্রাণহরণ রূপং গুণং চিন্ত্যমিতি । কিন্তু তস্যা জননীগতিদাতৃত্বাদিকারুণ্যগুণাদিনাং স্মরণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । তথাহি–শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণ্যাম্–১০/৬/৪৪

হিংসাত্মক কার্য্য উপসংহার করিবে না তাহা শ্রীগীতাবাক্য প্রমানের দ্বারা সমর্থন–করিতেছেন যদুক্তমিতি।

শ্রীভগবান পার্থ সারথি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে–সাধকগণে ভগবৎ জ্ঞান সাধন বলিতেছেন–অমানিত্বমিতি । অমানিত্ব অদম্ভিত্ব অহিংসা ক্ষান্তি ও আর্জব ত্রই সকল সাধকের গুণ, অর্থাৎ অমানিত্বা–নিজ সৎকারের অপেক্ষা না করা, অথবা নিজ হইতে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করা, অদম্ভিত্ব-ধার্ম্মিকত্ব যশঃ প্রয়োজন হেতু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই দম্ভ সেই প্রকার দম্ভরহিত, অহিংসা-বাক্যমনঃ ও শরীরের দ্বারা পরের পীড়া রহিত, ক্ষান্তি–পরের দ্বারা পীড়িত হইয়াও তাঁহাদের প্রতি বিকার রহিত চিত্ত। আর্জব ছলকারী ব্যক্তির প্রতি ও সরলতা, অথবা পরের প্রতি কায়মনো বাক্যের দ্বারা একরূপতা, সুতরাং একান্তি-ভক্তগণের মনের দ্বারাও পরের হিংসা চিন্তা করা উচিত নহে, কারণ হিংসাই তামসিক বৃত্তির কার্য্য । অনন্তর শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদের দ্বারাও ভক্তগণের হিংসারাহিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন–নিবৃত্তমিতি । মৎপরভক্ত নিবৃত্ত কর্ম সেবন করিবে, প্রবৃত্তকর্ম্ম ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ মৎপর আমার একান্ত ভক্ত নিবৃত্ত ও নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম সেবন করিবে, প্রবৃত্ত সাঙ্গোজ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে । শ্রীস্বামীপাদের টীকা–মোক্ষার্থি কাম্য ও নিসিদ্ধ কার্য্যে প্রবর্তিত হইবে না, কিন্তু প্রত্যবায় পরিত্যাগের নিমিত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম আচরণ করিবে । অতএব একান্ত ভক্তগণের শ্রীভগবানের ক্রুরতাদি গুণাবলী চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে ।

শঙ্কা :–আমাদের আশঙ্কা এই যে উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুতনার প্রাণ হরণ ও স্তন চ্ছেদন রূপ হিংসাস্মরণে ও কি প্রকারে রতি লাভ করা সম্ভব হয় ? এই বিষয়ে শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণ সেই পূতনার স্তন কোন প্রকার শব্দ না করিয়াই পান করিয়াছিলেন, তখন সেই শকুনী স্তন ছিন্ন হইয়া সহসা পৃথিবীতে পতিত হইল ।

১১॥ "হান্যধিকরণম্"–

শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি–(শ্বে০–১/১১) "জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষিণৈঃ-ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপহানিঃ। তস্যাভিধানাত্তৃতীয়ং দেহ ভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল-মাপ্তকামঃ॥

"তাদৃশ দুষ্ট পূতনায়া অপি সদ্গতি-দানস্তদীয়কারুণ্য মহিমালোচনেন স্বতো ভক্তিসম্পত্তেঃ" ইতি। তস্মাদেকান্তিভি র্বেধ্যাদয়োগুণা নোপসংহর্ত্তব্যাঃ ; ইতি ভাবঃ।

মাধুর্য্যমৃতবারিধৌ কৃষ্ণে বেধ্যাদয়ো গুণাঃ।
ন চিন্ত্যন্তে কদাপি হি বয়মেকান্তিনো যতঃ ॥২৬॥
ইতি বেধাদ্যধিকরণং দশমং সম্পূর্ণম্ ॥১০॥

১১॥ "হান্যধিকরণম্"

গোবিন্দচরণাজস্য মকরন্দৈকলেহিনাম্।
ভক্ত্যা শ্রেয়ো ভবেদিতি বদতি বাদরায়ণঃ ॥

এবং পূর্বত্র বেধাদ্যাধিকরণে শত্রুবিনাশিত্বস্য ভগবদ্গুণস্য অনুপযোগাদ্ উপাসনে নিয়তমনুপসংহার্য্যত্বমুক্তম্, তদ্বৎ শাস্ত্রগম্যস্য শ্রীভগবদ্গুণস্য উপাস্যত্বং ন বা ইতি নিরূপনার্থং

সমাধান :–এইস্থলে সমাধান এইরূপ-শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রবণ করিবে' এই উক্তিহেতু সেই লীলার শ্রবণ করাই উচিত, কিন্তু সেই বালগোপালে প্রাণ হরণরূপ গুণের স্মরণ করিতে নাই। অপিতু পূতনার জননী গতিদাতৃত্বাদি কারুণ্য গুণাবলীর স্মরণ করা কর্ত্তব্য এই অর্থ এই বিষয়ে শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষনীতে বর্ণিত আছে–তাদৃশ দুষ্ট পূতনারও সদ্গতি দান করা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য মহিমা আলোচনার দ্বারা স্বতই ভক্তি সম্পতি লাভ হয়। অতএব একান্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক বেধাদ্যাগুণবৃন্দ উপ সংহার চিন্তন করা কর্ত্তব্য নহে। মাধুর্য্যামৃত বারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে বেধ্যাদি গুণবৃন্দ চিন্তা করি না, কারণ আমরা একান্তি ভক্ত ॥২৬॥

এই প্রকার বেধাদ্যধিকরণ দশম সম্পূর্ণ ॥১০॥

১১॥ "হান্যধিকরণ"

অনন্তর হান্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ সরোরুহের একমাত্র মকরন্দাস্বাদি ভক্তগণের ভক্তির দ্বারাই পরমশ্রেয়ঃ হয়, ইহা শ্রীভগবান বাদরায়ণ বলিতেছেন। এই প্রকার পূর্বে বেধাদ্যধিকরণে শত্রুবিনাশিত্ব ভগবদ্গুণের অনুপযোগহেতু উপাসনায় নিশ্চয়রূপে অনুপসংহার্য্যত্ব বলিয়াছেন। সেই প্রকার শাস্ত্রগম্য শ্রীভগবানের গুণবৃন্দের উপাসত্ব হয় ? অথবা নহে ? ইহানিরূপণ করিবার নিমিত্ত এই হান্যধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয় :—অতঃপর হান্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন শ্বেতাশ্বতরেতি।

ইত্যত্র দেবজ্ঞানাৎ দেহগেহাদিমমতা পাশহানির্ভবতি । জন্মমৃত্যুকৃত ক্লেশাভাবাত্তৎপ্রহাণিশ্চেতি শাস্ত্রজদেবজ্ঞান মহিমোক্তেঃ ।

ততো জ্ঞাতযাথাত্ম্যস্য তস্য দেবস্যাভিধানাৎ নিরন্তরবিচিন্তনাদ্ দেহভেদে লিঙ্গক্ষয়ে সতি চান্দ্র ব্রাহ্মোভয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং দেবজ্ঞো বিন্দতি, কীদৃশং তৎ ? বিশ্বৈশ্বর্য্যং পূর্ণবিভূতিকম্ । কেবলমমায়িকম্ । তত আপ্তকামঃ পূর্ণমনোরথো

হান্যধিকরণারম্ভঃ” ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ হান্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তিঃ—“শ্বেতাশ্বতরাঃ” ইতি । জ্ঞাত্বা” ইতি । দেবং—স্বপরিকরৈঃ সহ সর্বদাক্রীড়াশীলং শ্রীগোবিন্দদেবং জ্ঞাত্বা-শাস্ত্র-গুরুমুখেন সম্যগবগত্য সর্বপাশহানির্ভবতি ; পাশ্যতে বধ্যতেঽনেন ইতি মোহাত্মিকাঽবিদ্যা তৎকার্য্য রাগদ্বেষাদিলক্ষণ সংসারহেতুঃ তস্য সর্বস্যাপি হানি ভর্বতীত্যর্থঃ । ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ভবতি ; শ্রীভগবৎ জ্ঞানমহিম্না তস্য সাধকস্য পাশরূপক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ জন্মমৃত্যু প্রহাণির্ভবতি । ক্ষীণৈঃ “ইতি” ইত্থম্ভুতলক্ষণে তৃতীয়া ন তু সহার্থে । তথাচ—ক্লেশক্ষীণবিশিষ্টস্য সাধকস্য জন্মাদিদুঃখহানির্ভবতীত্যর্থঃ ।

তস্যাভিধানাৎ—তস্য ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য তত্ত্বতো জ্ঞানানন্তরং অভিধানাৎ—স্মরণাৎ দেহভেদে—বর্ত্তমান সাধকশরীরস্য নাশে সতি তৃতীয়ং ভাগবত্ শরীরং—পার্ষদদেহং লভতে, তচ্চ বিশ্বৈশ্বর্য্যং—পূর্ণবিভূতিকং ; শ্রীগোবিন্দদেবারাধনস্য পরমফলস্বরূপং সাধনাবির্ভূতগুণাষ্টকবিশিষ্টং পার্ষদদেহং প্রাপ্নোতীতি। তদা স কেবলং—অনন্যভগবৎসেবকঃ আপ্তকামশ্চ ভবতি ; তথাচ—সর্ববিধপ্রাকৃতধর্ম্মগন্ধস্পর্শরহিতঃ সন্

শ্বেতাশ্বতরগণ এই প্রকার পাঠ করেন—দেবকে জানিয়া সর্বপাশ হানি হয়, ক্লেশক্ষীণ হইলে জন্ম মৃত্যুর প্রহাণি হয়, তাঁহার অভিধানহেতু দেহ ভেদ হইলে পরে তৃতীয় বিশ্ব ঐশ্বর্য্য কেবল আপ্তকাম হয় । অর্থাৎ দেব নিজ পরিকরগণের সহিত সর্বদা ক্রীড়াশীল শ্রীগোবিন্দদেবকে জ্ঞাত্বা শাস্ত্র ও শ্রীগুরুগণ হইতে সম্পূর্ণ অবগত হইয়া সাধকের সর্বপ্রকারপাশহানি হয়, পাশ্যতে—ইহার দ্বারা বন্ধন করে তাহাই পাশ, মোহাত্মিকা অবিদ্যাও তাহার কার্য্য রাগদ্বেষাদি লক্ষণ সংসার হেতু তাহার সর্ব প্রকার হানি হয়। এই অর্থ । ক্লেশক্ষীণ হইলে জন্ম ও মৃত্যুর প্রহাণি হয় । শ্রীভগবৎ জ্ঞান মহিমার দ্বারা সেই সাধকের পাশরূপ ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্ম মৃত্যুর প্রহাণি বিনাশ হয় । ক্ষীনৈঃ এই শব্দটি এই প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, কিন্তু সহার্থে নহে । তথাচ—ক্লেশক্ষীণ বিশিষ্ট সাধকের জন্মাদি দুঃখ হানি হয় । তস্যাভিধানাৎ—সেই ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের তত্ত্বতঃ জ্ঞানানন্তর অভিধান স্মরণহেতু দেহ ভেদ বর্ত্তমান সাধক শরীরের বিনাশ হইলে পরে তৃতীয় ভাগবত শরীর পার্ষদ দেহ লাভ করে, তাহা বিশ্বৈশ্বর্য্য পূর্ণবিভূতিক, শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনার পরমফল স্বরূপ সাধনাবির্ভূত গুণাষ্টক বিশিষ্ট পার্ষদ দেহ লাভ করে । সেই কালে ঐসাধক কেবলং অনন্য ভগবৎ সেবক ও আপ্তকাম হয় । অর্থাৎ সর্ব প্রকার প্রাকৃত ধর্ম্ম গন্ধ, স্পর্শ রহিত হইয়া পূর্ণ মনোরথ প্রাপ্ত নিত্য গোবিন্দসেবক হয় । এই বিষয়ে শ্রীগীতায়

ভবতীতি ।

অত্র শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বং দেবস্যোক্তম্ । তচ্চিন্তনং নিয়তম্ ? ঐচ্ছিকং বেতি বীক্ষায়াম্–পরিনিষ্ঠা বিবৃদ্ধ্যা মনোনিবেশহেতুত্বাৎ নিয়তং তদিতি প্রাপ্তে–

পূর্ণমনোরথঃ প্রাপ্তনিত্যগোবিন্দসেবো ভবতীতি ।

তথাহি শ্রীগীতাসু–১৮/৫৫ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবন্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ । ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ অথ মন্ত্রমিদং স্বয়ং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুচরণঃ–"অত্র" ইতি । স্ফুটার্থম্ । চান্দ্রঃ ইতি–ইষ্টাপূর্ত্তদত্তোপাসকঃ পুণ্যাত্মা সাধকঃ–ধূম্রাদিমার্গেন চন্দ্রলোকং গচ্ছতি, তত্র গত্বা চ সোমরাজাখ্যং শরীরং লভতে, তেন চ স্বর্গসুখং অনুভবতি, তচ্চ চান্দ্রশরীরমিত্যুচ্যতে । ব্রাহ্মঃ" ইতি । যঃ খলু–পরব্রহ্মোপাসকঃ, ইন্দ্রাদিসর্বস্বর্গলোকসুখভোগাভিলাষী চ, স তু ইন্দ্রাদিলোকং গত্বা তত্র সৌখ্যঞ্চ উপভূক্ত্বা ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি, তত্র ব্রাহ্মদেহং প্রাপ্য তল্লোকসুখমনুভবতীতি । ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সন্দেহঃ, অত্রেতি । অত্র বিষয়বাক্যে সর্বশাস্ত্রবেদ্যস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বমুক্তম্ । তস্য শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বরূপং ভক্তৈর্যচ্চিন্ত্যতে তচ্চিন্তনং নিয়তমৈচ্ছিকম্ বা ? ভক্তঃ তচ্চিন্তনমনবরতং কুর্য্যাৎ ? অথবা যদা ইচ্ছা ভবতি তদা কুর্য্যাদিতি । এবং

বর্ণিত আছে–ভক্তির দ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ সর্বপ্রকারে জানে, এই প্রকার আমাকে জানিয়া তদন্তর সেবায় প্রবেশ করে ।

অথ এই মন্ত্রের অর্থ শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং বিস্তার করিতেছেন অত্রেতি । এইস্থালে দেবজ্ঞানের দ্বারা দেহগেহাদি মমতা পাশের হানি হয়, জন্ম, মৃত্যু কৃত ক্লেশের অভাব বশতঃ তাহার প্রহাণি ও শাস্ত্রজাত দেবজ্ঞানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, অনন্তর যাঁহার যথাযথ জ্ঞান হইছে সেই দেবতার অভিধ্যান নিরন্তর বিচিন্তনহেতু দেহভেদ লিঙ্গক্ষয় হইলে পরে চান্দ্র ও ব্রাহ্ম এই উভয়ের অপেক্ষা তৃতীয় ভাগবত পদ দেবজ্ঞ সাধক লাভ করে, তাহা কি প্রকার ? বিশ্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ বিভূতিযুক্ত, কেবল অমায়িক, অনন্তর আপ্তকাম পূর্ণ মনোরথ হয় ।

চান্দ্র অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তদত্তের উপাসক পুণ্যাত্মা সাধক ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করে, তথায় গমন করত সোমরাজ নামে শরীর লাভ করে, সেই শরীরের দ্বারা স্বর্গসুখ অনুভব করে তাহাকেই চান্দ্র শরীর বলে। ব্রাহ্ম অর্থাৎ যে মানব পরব্রহ্মের উপাসক ও ইন্দ্রাদি সকল স্বর্গলোকের সুখভোগের অভিলাসী সেই ইন্দ্রাদি লোকে গমন করিয়া তথায় সুখ ভোগ করত ব্রহ্মলোকে গমন করে, ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মদেহ পাইয়া সেই লোকের সুখ অনুভব করে তাহাকেই ব্রাহ্ম শরীর বলে। ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় ঃ—-এই বিষয়বাক্যে সন্দেহ হইতেছে, অত্রেতি । এই স্থলে দেবের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগমত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করা নিয়ত ? অথবা ঐচ্ছিক ? অর্থাৎ এই বিষয়বাক্যে সর্বশাস্ত্র বেদ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দ্বারা অনুভব হয় কথিত হইয়াছে । তাঁহার সেই শাস্ত্রীয়

॥ওঁ॥ হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাৎ ছান্দস্তুত্যুপ- গানবত্তদুক্তম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১১/২৭॥

পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ "তু" শব্দঃ । দেবজ্ঞানেন পাশহানৌ সত্যাং দেবানুরক্তস্য

সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–ইতি বীক্ষায়াং পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"পরিনিষ্ঠা" ইতি । স্ফুটার্থম্ । তথাচ–সাধকস্য শ্রীভগবতি পরা নিষ্ঠা বিবৃদ্ধ্যর্থং তস্য শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বরূপং নিয়তমেব চিন্তনীয়ম্ ; তেন তস্মিন্ মনোনিবেশো ভবতি । নিরন্তর তত্ত্ববিমর্শনস্য তন্নিষ্ঠাবর্দ্ধকত্বাৎ, ভবতি তত্র মনোঽভিনিবেশ ইতি। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"হাণৌ" ইতি । হানৌ "সত্যাং, পাপবাসনাপর্য্যন্তনাশকারি-শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানেন সর্ববিধপাশানাং নাশে সতি, শ্রীভগবতঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বরূপধর্ম্মস্য চিন্তনং কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ বোদ্ধব্যমিতি । কুশঃ" ইতি–বিপ্র বৈধং-বিধিপূর্বকং প্রাতঃকালীনবেদপাঠং সমাপ্য পুনঃ" সময়ে লব্ধে সংহিতামাবর্ত্তয়ামি ইতি যদীচ্ছতি ; তদা কৃত ব্রহ্মাঞ্জলিমাবর্ত্তয়তি । উদগগ্রান্ কুশান্ মধ্যে নিধায় যোজিতং পানিযুগলং ব্রহ্মাঞ্জলিরুচ্যতে। অত্র বিপ্রস্য নিত্যবেদাধ্যয়নানন্তরং কুশগ্রহনপূর্বকং বেদাধ্যয়নমৈচ্ছিকম্ ; এবং বিজ্ঞাত-সর্বভগবত্তত্ত্বস্য সাধকস্যা

জ্ঞানগম্যত্বরূপ ভক্তগণ যাহা চিন্তা করেন, সেই চিন্তন নিয়ত অথবা ঐচ্ছিক ? ভক্ত তাঁহার চিন্তা অনবরতঃ সর্বদা করিবে ? অথবা যখন ইচ্ছা হইবে তখন করিবে ? এই প্রকার সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ––এই প্রকার বীক্ষায় পূর্বপক্ষের উদ্‌ভাবন করিতেছেন–পরীতি । পরিনিষ্ঠাবিবৃদ্ধির দ্বারা মনোনিবেশ হেতু হওয়ার জন্য নিয়ত চিন্তন করিবেন । অর্থাৎ সাধকের শ্রীভগবানের পরিনিষ্ঠা বিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগম্যত্বরূপ নিরন্তরই চিন্তন করিবেন, তাহাতে উপাস্যে মনোনিবেশ অধিক হয় । কারণ নিরন্তর তত্ত্ববিমর্শন উপাস্য নিষ্ঠা বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাহাতে মনের অভিনিবেশ অধিক হয়, এই প্রকারে পুর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা কতিতেছেন–হানাবিতি । হানি হইলে কুশাৎ ছন্দস্তুতি উপগানের সমান তাহা কথিত হইয়াছে, উপায়ন তাহার শেষহেতু, অর্থাৎ হানৌ-পাপবাসনা পর্য্যন্ত বিনাশকারি শ্রীগোবিন্দদেবের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সর্ব প্রকার পাপের বিনাশ হইলে পরে শ্রীভগবানের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগম্যত্বরূপ ধর্ম্মের চিন্তন করা কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপ গানের সমান বুঝিতে হইবে । কুশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিধি পূর্বক প্রাতঃকালীন বেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়া পুনঃ 'সময় হইলে' সমগ্রসংহিতা আবৃত্তি করিব' এই প্রকার ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করে তবে ব্রহ্মাঞ্জিলি বন্ধন পূর্বক তাহা আবৃত্তি করিবেন । উদগ্রকুশ সকল মধ্যে রাখিয়া করদ্বয়ের যোজনা করাকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে।

বিদুষঃ তচ্ছাস্ত্রগম্যত্বরূপ–দেবধর্মচিন্তনং কুশাৎ ছন্দস্তত্যুপগানবদুক্তম্ । যথা নিয়তস্বাধ্যায়ানন্তরং কুশগ্রহণ পূর্বকং আচ্ছন্দেন সম্যগীষদ্ বেচ্ছয়া স্তত্যুপগানং ভবতি তদ্ বত্তদ্ধর্মচিন্তনম্ ।

"তস্যাভিধানাৎ" (শ্বে০–১/১১) ইত্যনেন তথৈব ব্যঞ্জনাদিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ ? উপায়নেতি । উপয়নং সামীপ্য লাভস্তদনুরক্তিরিতি যাবৎ । "তৎ" শব্দস্তদাবেদি

শাস্ত্রগম্যত্বরূপ দেবধর্মচিন্তনমপি ঐচ্ছিকমিত্যর্থঃ। তথাত্বে কারণমাহ–উপায়নেতি । উপায়নং শ্রীভগবদনুরাগং তস্মিন্ জাতে সর্বেষাং শব্দানাং তৎ শেষত্বাৎ, তদনুগতত্বাদিত্যর্থঃ । তদুক্তম্" ইতি–রতৌ সত্যাং তত্ত্ববিমর্শনন্ত ঐচ্ছিকমিত্যর্থঃ ।

অথ সূত্রস্থ "তু" শব্দস্যার্থমাহঃ–পূর্ব ইতি । এতাদৃশং পূর্বপক্ষমনুচিতমেব ; কুত ? "দেব জ্ঞানেন" ইতি ; অতিরোহিতার্থম্ । অথ ভক্তানামৈচ্ছিকভগবত্তত্ত্বচিন্তায়াং প্রমাণমাহঃ–তমেব" ইতি–ইত্যস্যার্থঃ পরত্রব্যক্তীভাবী (৩/৩/১১/২৮) এবং শ্রীভাগবত বচনপ্রমাণেনাপি তথৈবাহঃ–পূর্ত্তেন–কূপখননাদিনা, তপসা, যজ্ঞৈঃ, দানৈঃ, যোগৈঃ ; সমাধিনা চ পুংসাং যৎ নিঃশ্রেয়সং ফলং রাদ্ধং ভবতি, তৎ মৎপ্রীতিরেব, মৎপ্রীত্যা এব তৎ সিদ্ধ্যতীতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ; সাধকো যদি মাং প্রীণাতি তদা তস্মৈ তত্তৎ কর্ম্মফলমর্পয়ামীত্যর্থঃ । অত্র ব্যাখ্যা চ শ্রীমদচার্য্যদেবানাং শ্রীক্রমসন্দর্ভে "ভগবৎসন্তোষক পূর্ত্তাদিনা পরম্পরয়া ; সাক্ষাদ্ বা যা ময়ি প্রীতিঃ সৈব রাদ্ধং সুবিচারসিদ্ধং নিঃশ্রেয়সং ফলং ;

এইস্থলে ব্রাহ্মণের নিত্য বেদাধ্যয়নের পর কুশ গ্রহণ পূর্বক বেদাধ্যয়ণ করা ঐচ্ছিক, যদি ইচ্ছা হয় তবে করিবেন, অন্যথা করিবেন না, এই প্রকার শ্রীভগবানের সর্ব প্রকার তত্ত্বজ্ঞাতা সাধকের শাস্ত্রগম্যত্বরূপ বেদ ধর্ম চিন্তন করাও ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাকৃত । এই বিষয়ে কারণ বলিতেছে–উপায়নেতি । উপায়ন শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ, তাহা জাত হইলে পরে অন্য সকল শব্দ তাহার শেষ অনুগত হওয়া হেতু এই অর্থ । তদুক্তম্-রতি হইলে কিন্তু তত্ত্ব বিমর্শন বিচার করা ঐচ্ছিক হয় ।

অনন্তর সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ বলিতেছেন–পূর্বেতি । পূর্বপক্ষ নিরাসের নিমিত্ত সূত্রে তু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । এই প্রকার পূর্বপক্ষ করা অনুচিত হয় । কেন ? দেব-শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানের দ্বারা পাশ হানি হইলে পরে বেদানুরক্ত বিদ্বান সাধকের সেই শাস্ত্রগম্যত্বরূপ দেব ধর্ম চিন্তন করা কুশাচ্ছন্দ স্তুতি উপগানের ন্যায় কথিত হইয়াছে । যেমন নিয়ত স্বাধ্যায়ের অন্তর কুশ গ্রহণ পূর্বক আচ্ছন্দেন সম্পূর্ণ অথবা সামান্য ইচ্ছা পূর্বকস্তত্যুপ গান হয়, সেই প্রকার ভগবৎ ধর্ম চিন্তন ও জানিতে হইবে 'তাহার অভিধ্যান হেতু' এই বাক্যের দ্বারা সেই প্রকারই ব্যঞ্জিত করিতেছে ইহাই অর্থ ।

উপায়ন–শ্রীভগবানের সামীপ্য লাভ, অথবা তাঁহার অনুরক্তি । তৎশব্দের অর্থ তদাবেদক বাক্য, তৎ শেষত্বাৎ–সকল বাক্য সমূহের তাহার ভগবদনুরক্তির অনুযায়ী হওয়া হেতু । কারণ ধীর সাধক তাঁহাকেই' ইত্যাদি বলিয়াছেন । অর্থাৎ ভক্তগণের ঐচ্ছিক, শ্রীভগবানের চিন্তা বিষয়ে শ্রুতি প্রমান

বাক্যম্ । "তচ্ছেষত্বাৎ" তদনুযায়িত্বাৎ সর্বেষাং বাক্যানাম্ । যদুক্তং—"তমেব ধীরঃ" (বৃ০—৪/৪/২১) ইত্যাদি ।

"পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈ র্যোগৈঃ সমাধিনা । রাদ্ধংনিশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ (ভা০—৩/৯/৪১) ইত্যাদি । তস্মদৈচ্ছিকং তচ্চিন্তনম্ ।

অয়ং ভাবঃ—দুরধিগমার্থক শ্রুতিযুক্তিভ্যাং দুস্করস্তত্ত্ববিমর্শস্তত্রাপি বহুবিষয়কত্বেন বহুশাখশ্চ । স চানন্দরূপ ভগবদ্‌বিভাবনোপনতমার্দ্দবে তদেকানুরক্তে চেতসি নাবৃত্তিমর্হতি কার্কশ্যকরত্বাৎ । কিন্তু বৈয়ুত্থানিক এব কদাচিত্তদ্‌ভাবানুভাবতয়া প্রবর্ত্তত ইতি ॥২৭॥

যতস্তদেব তত্ত্ববিন্মতমিতি" ইতি । তস্মাৎ বিজ্ঞাতসমস্তভগবত্তত্ত্বস্য বিদুষঃ শ্রীভগবতঃ শাস্ত্রগম্যত্বস্বরূপচিন্তনমৈচ্ছিকমিতি ।

অত্র সূত্রসারর্থমাহুঃ—"অয়ংভাবঃ" ইতি । ভষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ—শ্রীগোবিন্দদেবস্য সৌন্দর্য্যবিশেষাকৃষ্টহৃদয়স্য সাধকস্য প্রাকৃতাপ্রাকৃতানন্তাচিন্ত্যাসীমবিভূতি বর্ণনেন, তস্য সর্বদা স্মরণেন চ চিত্তকাঠিন্যপ্রসঙ্গাৎ নোপসংহর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। কিন্তু ব্যুত্থান দশায়াং বাহ্যদশায়াং, ক্বচিৎ কদাচিৎ তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গে সমুপস্থিতে সতি, শ্রীভগবৎস্বরূপাদিনিরূপকঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যস্বরূপত্বং নোপসংহার্য্যমেকান্তিভিরিতি ॥২৭॥

বলিতেছেন—তমিতি । এই প্রকার শ্রীভগবানের বচন প্রমানের দ্বারাও তাহা বলিতেছেন—পূর্ত্তেনেত্যাদি। পূর্ত্ত কূপ খননাদি তপস্যা যজ্ঞ দান, যোগ সমাধি প্রভৃতির দ্বারা মানবের যাহা নিঃশ্রেয়স, পরমমঙ্গল ফল সিদ্ধান্তিত হইয়াছে তাহা আমার প্রীতিই হয়, কারণ আমার প্রতির দ্বারাই সেই সকল সিদ্ধ থাকে হইয়া ইহা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত ।

সাধক যদি আমাকে প্রীতি করে তবে আমি তাহাকে সেই সেই সকল কর্ম্মের ফলসমর্পণ করি এই অর্থ, ইত্যাদি । এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের শ্রীক্রমসন্দর্ভে শ্রীভগবানের সন্তোষ পূর্ত্তাদির দ্বারা পরম্পরা ক্রমে হয়, অথবা সাক্ষাৎ ভাবে যে আমাতে প্রীতি তাহাই রাদ্ধ সুবিচার সিদ্ধ নিশ্রেঃয় ফল, যেহেতু তাহাই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত হয় । অতএব বিজ্ঞাত সমস্ত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানের শ্রীভগবানের শাস্ত্রগম্যত্ব স্বরূপের চিন্তা করা ঐচ্ছক হয় ।

অথ সূত্রের সারার্থ বলিতেছেন—অয়মিতি । এই প্রকরণের ভাবার্থ এই যে—অত্যন্ত দুরধিগমার্থ যুক্ত শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারাও তত্ত্ববিমর্শবিচার অতীব দুষ্কর, তাহাতেও পুনঃ বহুবিষয় হওয়া হেতুশ্রুতি সকল বহু শাখায় বিভক্ত আছে, সুতারাং সেই স্মরণ আনন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানের ভাবনার দ্বারা উপগত মৃদুতা, তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হৃদয়ে পূর্বোক্ত শাস্ত্রগম্যত্বরূপের আবৃত্তি করা সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে হৃদয়ের কর্কশতা হয় । কিন্তু বৈয়ুত্থানিক সমাধি ভঙ্গ হইলেই কদাচিৎ তাহার অনুভব রূপে প্রবর্ত্তিত হয়েন ।

তত্রযুক্তিং প্রমাণঞ্চাহ–

॥ওঁ॥ সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথাহ্যন্যে ॥ওঁ॥ ৩/৩/১১/২৮॥

সম্পরায়ো ভগবান্ সম্পারায়ন্তি তত্রান্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তেঃ । তদ্‌বিষয়কঃ প্রেমা

অত্র একান্তিভক্তস্য তচ্চিন্তনে ঐচ্ছিকং, ন তু নিয়তং "ইতি" তত্র-তস্মিন্ বিষয়ে যুক্তিং প্রমাণঞ্চাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সাম্পরায়ে" ইতি । সম্পরায়ে–শ্রীগোবিন্দদেববিষয়ক-প্রেমবিশেষোৎপন্নে সতি ঐচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শো, ন তু নিয়তঃ । কুতঃ ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ, সাধকস্য প্রীতিবিশেষোৎপন্নদশায়াং তর্ত্তব্যস্য ছেদ্যস্য পাশস্যাভাবাদিতি । এবং যুক্তিমুক্ত্বা প্রমাণমাহ–"তথাহি অন্যে" ইতি । অন্যে-বাজসনেয়িনঃ–তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি ; "তমেব" ইত্যাদিঃ ।

অথ সাম্পরায়শব্দস্য ব্যুৎপত্তিমাহঃ–"সম্পরায়" ইতি । শিষ্টং প্রকটার্থম্ । "পাশস্যাভাবাৎ" ইত্যন্তেন যুক্তিং প্রদর্শিতম্ । অথ প্রমাণং দর্শয়ন্তি–"তথা" ইতি । ধীরো ব্রাহ্মণঃ তমেব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ; বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়েৎ, হি তৎ বাচঃ বিগ্লাপনম্ । ইত্যন্বয়ঃ । ধীরঃ–সমধিগতভগবত্তত্ত্ব-নিবৃত্ত প্রাকৃতবিষয়াশক্তি রেকান্তভক্তঃ ; তথা ব্রাহ্মণঃ–সাঙ্গবেদাদিশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞঃ" তথাচ–একান্তভক্তঃ-সাঙ্গবেদাদিনিখিলশাস্ত্রাধ্যয়নং কৃত্বা তং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং বিজ্ঞায়, স এব পরমোপাস্যঃ, ইতি শাস্ত্রাৎ শ্রীগুরুমুখাচ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা, প্রজ্ঞাং কুর্বীত, তস্যোপাসনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । তথাহি–শ্রীভাগবতে–১১/২৯/২২ এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্ । যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের সৌন্দর্য্য বিশেষাকৃষ্ট হৃদয় সাধকের প্রাকৃত অপ্রাকৃত অনন্ত অচিন্ত্য অসীম বিভূতি বর্ণনের দ্বারা, তাহার সর্বদা স্মরণের দ্বারাও চিত্ত কাঠিন্য প্রসঙ্গ হেতু উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে এই অর্থ । কিন্তু ব্যুত্থান বাহ্যদশায় কুচিৎ কদাচিৎ তত্ত্ববিৎবৃন্দের প্রসঙ্গ সমুপস্থিত হইলে পরে শ্রীভগবানের স্বরূপাদি নিরূপণ বিষয়ে শাস্ত্র বিচারাদি হয় । সেই স্মরণ তাঁহার অনুরাগের অনুভাবরূপে উদিত হয়, কিন্তু সাধকগণের পাশনাশকরূপে উদিত হয় না । অতএব শ্রীভগবানের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগম্য স্বরূপতা উপসংহার করা একান্ত ভক্তগণের কর্ত্তব্য নহে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥২৭॥

সেই বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ বলিতেছেন ; অর্থাৎ একান্তি ভক্তের শাস্ত্র গম্যত্বস্বরূপের চিন্তন বিষয়ে ঐচ্ছিক কিন্তু নিয়ত নহে, এই বিষয়ে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ যুক্তি ও প্রমাণ বলিতেছেন–সাম্পরায়েতি । সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যের অভাবহেতু তাহা অন্য পাঠ করেন । অর্থাৎ সাম্পরায়ে শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়ক প্রেম বিশেষোৎপন্ন হইলে পরে তত্ত্ববিমর্শ বিচার ঐচ্ছিক কোন কোন সময়, নিয়ত সর্বদা নহে। কেন ? তর্ত্তব্যের অভাবহেতু, সাধকের প্রীতি বিশেষ উৎপন্ন দশায় তর্ত্তব্য ছেদন যোগ্য পাশের অভাবহেতু, এই প্রকার যুক্তি বলিয়া প্রমান বলিতেছেন–তথাহীতি ।

অন্যে বাজসনেয়িগণ সেই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন–তমেব ইত্যাদি । অনন্তর সাম্পরায় শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিতেছেন–সম্পরায়েতি । সম্পরায় শব্দে শ্রীভগবানকে বুঝায়, ব্যুৎপত্তি এই শ্রীভগবানে

সাম্পরায় কথ্যতে । "তত্র ভবঃ" (হ০–না০–ব্যা০–৭/৫০০) ইত্যন্ স্মরণাৎ ।

তস্মিন্ সত্যৈচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শো ন নিয়তঃ । কুতঃ ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ । তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেদস্য পাশস্যাভাবাৎ । তথাহ্যন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি–

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ । নানুধ্যায়েদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো

বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়েৎ ; স্বোপাস্যে উপসংহারাযোগ্যান্, ভক্তেরনুপযোগি কর্ম্মকাণ্ড সহিতম্ নিখিলান্ বেদান্তবাক্যান্ নানুধ্যায়েৎ ন চিন্তয়েৎ । হি যতঃ–তদ্ বহুশাখানুধ্যানং বাচোবিগ্লাপনং বাক্যনাং তৎ স্থানানাঞ্চ শোষকং ভবতীত্যর্থঃ । তথাহি বেদভাষ্যে–

অষ্টৌস্থানানি বর্ণানামুরঃ কন্ঠঃ শিরস্তথা । জিহবামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তলু চ ॥ তস্মাদেতোষাং স্থানানাং কেবলং কষ্টদায়কমেব ইতি । অপিচ–মুণ্ডকে–২/২/৫ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ইতি । অথ শ্রীভাগবতবাক্যপ্রমাণেনাপি তথৈবং প্রতিপাদয়ন্তি–এবমিতি । আদৌ "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা" ইত্যারভ্য-"জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ" (১১/২/৬) ইতি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তেরুপায়ত্রয়মুক্তম্, কিন্তু-যঃ খলু শ্রীগোবিন্দদেবৈকান্তী, তস্য জ্ঞান কর্ম্মাদৌ ন কিঞ্চিৎ ফলং কিন্তু মম ভক্ত্যা এব সর্বং সেৎস্যতীতি প্রতিপাদয়ন্নাহ–তস্মাৎ" ইতি । যতো মদারাধনেনৈব–ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ, সর্বসংশয়াঃ ছিদ্ধ্যন্তে, কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে, তস্মাৎ-মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য

তত্ত্বসকল সম্পরায়ন্তি মিলিত হয়, অর্থাৎ তত্ত্ব সকল যাহাতে একত্রিত হয় তিনি সম্পরায়, সেই সম্পরায় বিষয়ক প্রেমই সম্পরায় কথিত হয়, সম্পরায় শব্দের উত্তরে "তত্রভবঃ" এই সূত্রের দ্বারা অনপ্রত্যয় হইলে সাম্পরায় পদসিদ্ধ হয় । সেই সম্পরায়ে শ্রীভগবানে প্রেম হইলে পরে সাধকের তত্ত্ববিমর্শ ঐচ্ছিক হয় । কিন্তু নিয়ত নহে, কেন ? তর্ত্তব্যের অভাবহেতু, সেই সময় সেই প্রেমী সাধকের তরণীয় ছেদ বা সংসার পাশের অভাবহেতু, সাধকের ভগবৎ প্রেম হইলে আর সংসার বন্ধন থাকে না।

এই প্রকার পাশের অভাব ইহার দ্বারা যুক্তি প্রদশিত হইল । অথ প্রমাণ প্রদর্শন করিতছেন–তথেতি। তথাহি অন্য বাজসনেয়িগণ এই প্রকার পাঠ করেন–ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা উপাসনা করিবেন । বহু শব্দ সকলকে অনুধ্যান করিবেন না, কারণ তাহা বাক্যের বিগ্লাপন মাত্র ইহাই অন্বয় । অর্থাৎ ধীর-সমধিগত ভগবানের তত্ত্ব ও নিবৃত্তি ও প্রাকৃতবিষয়ের আসক্তি যাঁহার তাদৃশ একান্ত ভক্ত, ব্রাহ্মণ সাঙ্গবেদাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞানী, অর্থাৎ একান্তভক্ত, সাঙ্গবেদাদি নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া "তিনিই একমাত্র পরমোপাস্য" এই প্রকার শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেবের মুখারবিন্দ হইতে নিশ্চয় করিয়া, প্রজ্ঞা করিবেন, তাঁহার উপাসনা করিবেন এই অর্থ এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–বুদ্ধিমান মানবগণের ইহাই বুদ্ধি, মণিষীগণের ইহাই উত্তম মণীষা, যাহা ইহলোকে অনিত্য মানব শরীরের দ্বারা সত্য ও অমৃত স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত করে ।

বহুশব্দ অনুধ্যান করিবে না, অর্থাৎ নিজ উপাস্যে উপসংহারের অযোগ্য গুণ সকলের যাহা

বিজ্ঞাপনং হি তৎ ॥ (বৃ০–৪/৪/২১) ইতি । এবমেবোক্তং শ্রীভগবতা– "তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ । ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥" (ভা০–১১/২০/৩৩) ইতি ॥২৮॥

মদাত্মনঃ–একান্তমদনুরক্তস্য ভক্তিযোগিনঃ, ন বৈরাগ্যং-বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং প্রায়ঃ কিঞ্চিদপি শ্রেয়ো ভবতি ; "নঞ্ দ্বয়মত্যান্ত-তন্নিরাকরণার্থম্ । তস্মাদেকান্তিনঃ তন্ন শোভনমিত্যর্থঃ । অতঃ সঞ্জাতপ্রেম ভক্তানাং তত্ত্বসমালোচনমৈচ্ছিকমিতিভাবঃ ॥২৮॥

ইতি হান্যধিকরণং একাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১১॥

ভক্তির অনুপযোগী কর্ম্মকাণ্ড সহিত নিখিল বেদান্তবাক্য সকলকে অনুধ্যান চিন্তা করিবেন না । হি যেহেতু সেই বহুশাখার অনুধ্যান করা বাচবিগ্লাপন বাক্য সকলের ও বাক্যের স্থান সকলের ও শোষণকারী হয় এই অর্থ । বেদভাষ্যে বর্ণিত আছে–বর্ণ সকলের আটটি উৎপত্তি স্থান আছে–উরঃ কণ্ঠশিরঃ জিহবা মূল দন্ত নাসিকা ঔষ্ঠ ও তালু । অথএব এইস্থান সকলের কেবল কষ্ট দায়ক মাত্রই হয় । অপর মুণ্ডকে বর্ণিত আছে–একমাত্র সেই আত্মাকেই জানিবে । অন্যবাক্য পরিত্যাগ কর, ইহাই অমৃতের সেতু । অনন্তর শ্রীভাগবত বাক্য প্রমানের দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন–এবমিতি । ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও এই প্রকার বলিয়াছেন তস্মাদিতি ।

অতএব আমার ভক্তিযুক্ত মদাত্মক যোগির জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা শ্রেয় হয় না, প্রায় বাহুল্যরূপে এই ভক্তির দ্বারা শ্রেয়ঃহয় । অর্থাৎ প্রথমতঃ আমি মানবের কল্যাণের নিমিত্ত তিন প্রকার যোগ' ইহা আরম্ভ করিয়া' জ্ঞান কর্ম্মও ভক্তি' ইহাই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায়ত্রয় বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু যে সাধক শ্রীগোবিন্দদেবের একান্তী তাঁহার জ্ঞান কর্ম্মাদিতে কিঞ্চিৎ ফলও নাই, কিন্তু আমার ভক্তির দ্বারাই সকল সিদ্ধ হয় তাহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন–তস্মাদিতি । যেহেতু আমার আরাধনের দ্বারাই হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয় হয়, অতএব আমার ভক্তিযুক্ত মদাত্মনঃ আমার একান্ত অনুরক্ত ভক্তি যোগির এই ভক্তি সাধন মার্গে ন জ্ঞান শাস্ত্রজাত জ্ঞান, ন বৈরাগ্য বিষয়বৈতৃষ্ণ্য প্রায়ঃ কিঞ্চিৎ ও শ্রেয়ঃ হয় না জ্ঞান বৈরাগ্যে কোন প্রকার মঙ্গল হয় না । দুইটি নঞ অত্যান্ত নিবারণ প্রকাশ করে । অতএব একান্তের তাহা শোভন নহে এই অর্থ । অতঃ সঞ্জাত প্রেম ভক্তগণের তত্ত্বসমালোচনা করা ঐচ্ছিক হয় ইহাই ভাবার্থ ॥২৮॥

এই প্রকার হান্যধিকরণ একাদশ সম্পূর্ণ ॥১১॥

১২॥ "উভয়াবিরোধাধিকরণম্"–

ব্রহ্মোপাসনং গুণবদিত্যুক্তম্। তদিদানীং দ্বিবিধমিতি দর্শয়িতুমারভতে। "তদুহোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভম্" (গো০–তা০–পূ০–৮) ইত্যাদি। "প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ" (রা০–তা০–পূ০–৮/৭) ইত্যাদি। "স বা অয়মাত্মা----সর্বস্যবশী সর্বস্যেশানঃ" (বৃ০–৪/৪/২২) ইত্যাদি চ শ্রূয়তে।

১২॥ "উভয়াবিরোধাধিকরণম্"

ভক্ত্যেকলভ্যরূপায় বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তয়ে।
শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

পূর্বাধিকরণে সর্ববিধমায়িকপাশনিবারকঃ শ্রীহরিরুপাস্যমিত্যুক্তম্, কিং স্বরূপং ? কতিবিধং চ তদুপাসনমিত্যাক্ষেপ পূরণার্থং "উভয়াবিরোধাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

অত্র এতাবৎ প্রতিপাদিতস্য সর্বমিয়ামক-সর্বাধার সর্বোপাস্য-অনন্ত-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ভক্তবাৎসল্যাদ্যখিলরসামৃতমহাপারাবারস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য উপাসনং নিরূপয়িতুমারভন্তে–ব্রহ্মেতি। পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য উপাসনং নিরতিশয়ং প্রীতিবিশেষোৎপাদকং তচ্চ গুণবদিতি–অনন্তকল্যাণগুণবৃন্দালঙ্কৃতত্বেন স্বরূপেণ উপাসিতব্যমিতি, ন তু সর্বথা গুণহীনত্বেন রূপেণ ইত্যর্থঃ। ইদানীং তদুপাসনং কতি বিধমিতি

১১॥ "উভয়াবিরোধাধিকরণ"

অনন্তর উভয়াবিরোধাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যিনি একমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য বিজ্ঞানানন্দ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার নমস্কার। পূর্বে হানাধিকরণে সর্ববিধ মায়িকপাশনিবারক শ্রীহরির উপাসনা কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কি ? কত প্রকারের তাঁহার উপাসনা ? এই অপেক্ষা পুরণের নিমিত্ত উভয়াবিরোধাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

অনন্তর এই পর্য্যন্ত যাহাকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে সেই সর্বনিয়ামক সর্বাধার সর্বোপাস্য অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি অখিলরসামৃত পারাবার শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনা নিরূপণ করিতে আরম্ভ করিতেছেন–ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মের উপাসনা গুণবৎ গুণযুক্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ইদনীং দ্বিবিধ প্রদর্শন করাইতেছেন–অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনা নিরতিশয় প্রীতিবিশেষের উৎপাদন, তাহা গুণবৎ–অনন্ত কল্যাণ গুণবৃন্দালঙ্কৃত স্বরূপেই উপাসনা করিবে, কিন্তু সর্বথা গুণহীনরূপে নহে এই অর্থ। ইদানীং তাঁহার উপাসনা কত প্রকারের এই জিজ্ঞাসায় উপাসনের দ্বিবিধতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই উপোদ্‌ঘাত গ্রন্থ।

বিষয় ঃ---অনন্তর উভয়া বিরোধাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–তদিতি। তখন হৈরণ্য বলিলেন গোপবেশ অভ্রকান্তি, ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই সময় হৈরণ্য লোক পিতামহ ব্রহ্মা

জিজ্ঞাসায়াম্–উপাসনস্য দ্বৈবিধ্যং দর্শয়িতুমারভন্তে । ইত্যুপোদ্ঘাতম্ ।

বিষয় :–অথ উভয়াবিরোধাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"তদু" ইতি । তদু-তদা হৈরণ্যঃ–লোকপিতামহব্রহ্মা স্বশিষ্যান্ মুনীন্ প্রতি পরমোপাস্যস্বরূপং প্রতিপাদয়তি–গোপবেশং-শৃঙ্গ-বেত্র-বেণু-নির্ঘোগ-ধাতু-পল্লব-গুঞ্জা-পিচ্ছ বনমালাদিপরিশোভিতং, নবীন জলধরশোভাবিনিন্দিতাঙ্গসৌন্দর্য্যং গোপগোপী-গোবৃন্দ পরিবেষ্টিতং কল্পতরুতলস্থিত-বিদ্যরত্নাসনারূঢ়ং শ্রীগোবিন্দদেবমুপাস্যমিতি ।

এবং শ্রীরামতাপস্যাং তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি–প্রকৃত্যা" ইতি । প্রকৃত্যা-স্বীয় হ্লাদিনী স্বরূপশক্তিরূপয়া শ্রীসীতয়াসহিতঃ শ্যামাঙ্গকঃ শ্রীরাঘবেন্দ্রোপাস্য ইতি । তথাহি শ্রীরামতাপন্যুপনিষদি–৪/৭-১০ প্রকৃত্যাসহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ । দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধরঃ ॥ প্রসন্নবদনো জেতা ঘৃষ্টাষ্টকবিভূষিতঃ। প্রকৃত্যা পরমৈশ্বর্য্যা জগদ্যোন্যাঙ্কিতাঙ্কভৃৎ॥ হেমাভয়া দ্বিভুজয়া সর্বালঙ্কৃতয়া চিতা । শ্লিষ্টঃকমলধারিণ্যাঃ পুষ্টঃ কোশলজাত্মজঃ ॥ দক্ষিণে লক্ষ্মণেনাথ সধনুষ্পাণিনা পুনঃ । হেমাভেনানুজেনৈব তথা কোণত্রয়ং ভবেৎ" ইতি । এবং মাধুর্য্যাঞ্চিত শ্রীবিগ্রহস্য উপাসানমুক্ত্বা, অথ ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহস্যারাধনমাহুঃ–"সঃ" ইতি । সঃ–দিব্যাপারমৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহঃ অয়মাত্মা-মুক্তকুলৈরুপাস্য অয়ং শ্রীগোবিন্দদেবঃ, সর্বস্যবশী-বিধিরুদ্রাদীনামপি বশয়িতা, তথা সর্বস্য ঈশানঃ, স্বেতরসর্বেষাং নিয়ামকঃ ; তথাচ–দিব্যাতিদিব্যষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ-স্বেতর সর্বোপাস্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্বেষাং সাধকানামুপাস্যঃ, ইতি ।

তথাস্মিন্ বাক্যে দ্বিবিধমুপাসনং প্রদর্শয়ন্তি–"অত্রেতি" । অত্র বিষয়বাক্যে শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ ক্বচিৎমাধুর্য্য জ্ঞান প্রবৃত্তা রুচিভক্তিঃ পরমোপাস্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাপ্তিহেতুঃ প্রতীয়তে ; মাধুর্য্যন্তু

নিজ শিষ্য মুনিগণের প্রতি পরমোপাস্যের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতছেন–গোপবেশমিতি । শিঙ্গবেত্রবেণু নির্ঘোগ ধাতু পল্লব গুঞ্জা ময়ূরপুচ্ছ বনমালাদি পরিশোভিত, নবীন জলধরশোভাবিনিন্দিত অঙ্গসৌন্দর্য্য, গোপগোপী গোবৃন্দ পরিবেষ্টিত, কল্পতরুতলস্থিত দিব্যরত্ন সিংহাসনারূঢ় শ্রীগোবিন্দদেবই উপাস্য । এই প্রকার শ্রীরামতাপনীতে প্রতিপাদন করিতেছেন–প্রকৃত্যেতি ।

প্রকৃতির সহিত শ্যাম ইত্যাদি অর্থাৎ প্রকৃতি স্বীয় আহ্লাদিনী স্বরূপশক্তিরূপা শ্রীসীতার সহিত শ্রীশ্যাম অঙ্গ শ্রীরাঘবেন্দ্র উপাস্য । শ্রীরামতাপনি উপনিসদে বর্ণিত আছে–শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতি শ্রীসীতার সহিত উপাস্য হয়েন, যিনি শ্যামবর্ণ পীতাম্বর ধারী জটাশোভিত মস্তক দ্বিভুজ রত্ন কুণ্ডল ও রত্নমালা ধারী ধীর কোদণ্ড সেবিত বামকর প্রসন্ন বদন জয়শালী ঘর্ষিত অষ্টকে (গন্ধদ্রব্যবিশেষ্য) বিভূষিত, প্রকৃতি স্বরূপা পরমেশ্বরী জগদ্যোনি স্বর্ণবর্ণাদ্বিভূজা সর্বপ্রকার অলঙ্কার যুক্তা লীলা কমল ধারিণী সীতাদেবীকে বাম অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্লিষ্ট পুষ্ট কোশলাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি, যাঁহার দক্ষিণ ভাগে ধনুষধারী হেমকান্তি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সুশোভিত আছেন, এই ভাবে তিনি কোণত্রয়যুক্ত হয়েন । এই প্রকার মাধুর্য্যাঞ্চিত শ্রীবিগ্রহের উপাসনা বর্ণনা করত, ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহের আরাধনা বলিতেছেন–স ইতি । সেই আত্মা সকলের বশী সকলের ঈশান, অর্থাৎ সেই দিব্যপারমৈশ্বর্য্য পরিপুর্ণ শ্রীবিগ্রহ এই

অত্র ক্বচিন্মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা রুচিভক্তিস্তৎ প্রাপ্তিহেতুঃ প্রতীয়তে। ক্বচিত্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা বিধিভক্তিশ্চেতি।

ততশ্চ বিষয়বৈলক্ষণ্যেন তদ্‌ভক্তেরপি বৈলক্ষণ্যাৎ কতমা সা তদ্ধেতুরিতি?

শ্রীগোবিন্দদেবস্য পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশনে তদপ্রকাশনে চ নৃভাবমনতিক্রমঃ, তদা তস্য পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধা নেহননু সন্ধানেঽপি হৃৎকম্পহেতুসম্ভ্রমলেশস্যাপ্যনুদয়াৎ স্বভাবাতিস্থৈর্য্য করো ধর্ম্মবিশেষো মাধুর্য্যজ্ঞানম্। তথাহি– শ্রীগোবিন্দদেবস্য পারমৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশনে চাপ্রকাশনে চ নরলীলাঽনতিক্রমঃ– যথা– মহারাক্ষসী পূতনাপ্রাণহর্ত্তৃত্বে স্তন চূষণরূপনরবালক চেষ্টত্বম্; যথা চাতি কঠোর-শকটোৎপাতনে অতিকোমলাঙ্‌ঘ্রিদলহতিত্বম্; অতি দীর্ঘদামাশক্যবন্ধেঽপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্; ব্রহ্মাদিমোহনেঽপি মহাসার্বজ্ঞেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্" ইত্যাদি। তস্মিন্ মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবৃত্তা তু রুচিভক্তিঃ; রুচিরত্রানুরাগঃ তদনুগতা ভক্তিঃ, শ্রবণাদ্যা রুচিভক্তিরিতি; সা চ সাভীষ্টে তজ্জনানুযায়িভাবলোভেন ক্রিয়মাণা বোধ্যা। ইয়মেব "রাগানুগা" ইতি গদিতা।

ক্বচিত্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা বিধিভক্তিশ্চেতি। তথাচ–মানুষভাবনৈরপেক্ষ্যেণ পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশনং শ্রীভগবত ঐশ্বর্য্যম্; তদা তস্য পরমৈশ্বর্য্যানুসন্ধানে হৃৎকম্পহেতুনা সাদরসম্ভ্রমেণ স্বভাবশৈথিল্য করো ধর্ম্মবিশেষস্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানম্। তস্মিন্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা বিধিভক্তিঃ; সা চ শাস্ত্রানুশাসনভয়েন ক্রিয়ামানা

আত্মা-মুক্ত কুলকর্ত্তৃক উপাস্য এই শ্রীগোবিন্দদেব সকলের বশী বিধি রুদ্রাদিগণের বশয়িতা এবং সকলের ঈশান-স্বেতর সকলের নিয়ামক, অর্থাৎ দিব্যাতিদিব্য ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বেতর সর্বোপাস্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব সকল সাধকগণের উপাস্য হয়েন।

অনন্তর এই বাক্যে দ্বিবিধ উপাসনা দেখাইতেছেন–অত্রেতি। এইস্থলে কোন শাখায় মাধুর্য্য জ্ঞান প্রবৃত্তারুচি ভক্তিই শ্রীভগবানের প্রাপ্তিহেতু প্রতীতি হইতেছে। অর্থাৎ এই বিষয়বক্যে কোথাও শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবৃত্তারুচি ভক্তি পরমোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপ্তি হেতু প্রতীতি হয়। মাধুর্য্য–শ্রীগোবিন্দদেবের পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশনে এবং অপ্রকাশনে নর ভাবের অনতিক্রম, সেই কালে তাঁহার পারমৈশ্বর্য্য গ্রহণ করিলেও বা না করিলেও হৃদয় কম্পনহেতু সম্ভ্রমলেশের অনুদয় বশতঃ স্বভাব স্থিরতা কারী ধর্ম্মবিশেষকে মাধুর্য্য জ্ঞান বলে।

তথাহি শ্রীগোবিন্দদেবের পারমৈশ্বর্য্যের প্রকশনে অথবা অপ্রকাশনে নরলীলার অতিক্রম করেন না, যেমন–মহারাক্ষসী পূতনার প্রাণ হরণ বিষয়ে স্তন চূষনরূপ সামান্য নরবালকের চেষ্টা মাত্র, যেমন অতি কঠোর শকট উৎপাতনে অতি সুকোমল অঙ্‌ঘ্রিদলের আঘাত, অতিশয় দীর্ঘ দামের দ্বারা (রজ্জু) বন্ধনের অসমর্থ হইলেও মাতা যশোমতীর ভয়ে বিকলতা, ব্রহ্মাদি সকলের মোহন হইয়াও, মহাসর্বজ্ঞ হইয়াও গোবৎস চারনলীলা ইত্যাদি, সেই মাধুর্য্য জ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্তিই রুচিভক্তি হয়, রুচি শব্দের অর্থ অনুরাগ, তাঁহার অনুগতা ভক্তি, শ্রবণাদি রুচি ভক্তি, সেই রুচি ভক্তি নিজ অভীষ্টদেবে তাঁহার

অনিশ্চয়াৎ তল্লিপ্সোস্তত্র প্রবৃত্যসম্ভবঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে–

শ্রবণাদিরিতি ; ইয়ঞ্চ "বৈধী" ইত্যভিহিতা । ইদমত্র তত্ত্বম্–শ্রীগোবিন্দদেবস্য ব্রজবাসিজন-লীলাপরিকরাণাং ভাব মাধুর্য্যে শ্রীভাগবতাদিসিদ্ধ নির্দ্দেশ শাস্ত্রাৎ শ্রুতে সতি "এতন্মেঽপি ভূয়াৎ" ইতি লোভোৎপত্তি সময়ে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন ভবেৎ ; আদৌ শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষায়াং সত্যাং লোভত্বস্যাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন হি লোভ্যে বস্তুনি শাস্ত্রযুক্তিপ্রবৃত্তলোভোঽনুভূয়তে ; কিন্তু তস্য গুণ মাধুর্য্যাদি শ্রুতে দৃষ্টে বা তস্মিন্ স্বত এব ভবন্ স প্রতীয়তে । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ-১/২/২৯২ তত্তদ্ ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিকারণম্ ॥

ততশ্চ তদ্‌ভাবলোভোপায়জিজ্ঞাসায়াং ভবেদেব তদপেক্ষা, শাস্ত্রেষু এব তদুপায়-বিনির্ণয়াৎ ; তথাচ–পূর্বত্র রুচিভক্তৌ অন্তে শাস্ত্রাপেক্ষা ; পরত্র বিধিভক্তৌ ত্ব আদাবেবেতি । তথাহি– শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/২৯৩ বৈধভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভবনাবধি । অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ ইতি । তথাচ তত্রৈব–১/২/৬ যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে । শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে ॥ তদেবং শ্রীভগবতো জ্ঞানদ্বৈবিধ্যেন তৎ প্রাপ্তিহেতুরপি দ্বিবিধমিতি বিষয়বাক্যম্ ।

প্রয়োজনের অনুযায়ী ভাবলোভের বশতঃ করিতে হয় বুঝিতে হইবে । ইহাকেই রাগানুগা ভক্তি বলে।

অপর কোন শাখায় ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রবৃত্তা বিধিভক্তি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির কারণ বলিয়াছেন । অর্থাৎ মানব ভাবের অপেক্ষা না করিয়া পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশনই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, সেই সময় তাঁহার পারমৈশ্বর্য্য গ্রহণ করিলে হৃদকম্পহেতু সাদর সম্ভ্রম বশতঃ স্বভাব শৈথিলকারী ধর্ম্ম বিশেষই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান। সেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্তিই বিধিভক্তি হয়, তাহা শাস্ত্রানুশাসন ভয়ের দ্বারা করিতে হয় । ইহাকেই বিধিভক্তি বলে ।

এইস্থলে সারতত্ত্ব এই যে শ্রীগোবিন্দদেবের ব্রজবাসিজন লীলা পরিকরগণের ভাবমাধুর্য্যে, শ্রীভাগবতাদি সিদ্ধশাস্ত্র নির্দেশ হইতে শ্রবণ করিলে পরে এই প্রকার আমারও হউক' এই প্রকার লোভের উৎপত্তি সময়ে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না । কারণ প্রথমেই শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা থাকিলে পরে লোভেরই অসিদ্ধ হয় । লোভনীয় বস্তুতে শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা প্রবৃত্ত লোভের অনুভব হয় না, কিন্তু তাঁহার গুণ মাধুর্য্যাদি শ্রবণে বা দর্শনে তাঁহাতে স্বতই তাহা হইতে প্রতীতি হয় । এই বিষয়ে শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–ব্রজবাসীগণের ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য শ্রবণ করিলে শাস্ত্র এবং যুক্তির অপেক্ষা করে না, কারণ ভাবাদির অভিলাষই লোভের উৎপত্তির কারণ বা হেতু হয় ।

তদনন্তর সেই ভাবে লোভ হইলে তাহা প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাযায় শাস্ত্রের অপেক্ষা হইবেই, কারণ শাস্ত্রেই তাহা প্রাপ্তির উপায় নির্ণয় করিয়াছেন এই হেতু । সারকথা–পূর্বে রুচিভক্তিতে অন্তে শাস্ত্রের অপেক্ষা হয় । পরত্র বিধিভক্তিতে কিন্তু প্রথমেই শাস্ত্রের অপেক্ষ করে । এই বিষয়ে শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–বৈধভক্তির অধিকারী ভাব বা রতির আবির্ভাব পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল

॥ওঁ॥ ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১২/২৯॥

মণ্ডুকপ্লুত্যা "ন" (৩/৩/৯/২২) ইত্যানুবর্ত্ততে । ছন্দতস্তাদৃশ সৎ প্রসঙ্গানুযায়ি ভগবৎসঙ্কল্পাদেবোভয়বিধানাং জীবানাং উভয়বিধানাং ভক্তাবাস্থা ইতি ন প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুখাপয়ন্তি—ততশ্চ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ—ভক্তেরাশ্রয়ঃ শ্রীভগবদ্‌ভক্তাঃ ; তস্যা বিষয়ঃ শ্রীভগবানেব ; তস্মাদ্‌বিষয়বৈলক্ষণ্যেন—মাধুর্য্যগুণকো গোকুলপতিঃ, ঐশ্বর্য্যগুনকশ্চ বৈকুণ্ঠাধিপতিঃ ; ইত্যেবং পরমোপাস্যস্য বিলক্ষণতয়া গ্রহণেন তদ্‌ভক্তেরপি বৈলক্ষণ্যাৎ—লোভমূলকতয়া ভয়মূলকতয়া চ গ্রহণাৎ কতমা সা রুচির্বা বিধির্বা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিহেতুঃ ? সাধকস্য শ্রীভগবৎসেবা প্রদানকারিণী রুচিভক্তিঃ ? অথবা—বিধিভক্তিরিতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি—"অনিশ্চয়াৎ" ইতি । রুচিপূর্বাভক্তিঃ সাধকানাং শ্রীগোবিন্দসেবা প্রদানকারিণী ? অথবা বিধিপূর্বাভক্তিঃ তথা, ইতি নিশ্চয়ভাবাৎ তল্লিপ্সোঃ শ্রীগোবিন্দদেবচরণারবিন্দ সেবাকাঙ্ক্ষিণঃ প্রবৃত্তিরসম্ভবঃ স্যাৎ ; উপায়স্যানিশ্চয়য়াৎ উপেয়লাভে কস্যচিৎ সাধকস্য প্রবৃত্তির্মাভূদিতি, পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"উভয়" ইতি । ন" এবং ন

তর্কের অপেক্ষা করিবেন । অপর যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্ত্তক না হইয়া শাস্ত্র শাসনই প্রয়োজক হয়, তাহাকেই বৈধিভক্তি বলে । এই প্রকার শ্রীভগবানের দুই প্রকার জ্ঞান হওয়া হেতু তাঁহার প্রাপ্তির উপায় দুই প্রকার জ্ঞান হওয়া হেতু তাঁহার প্রাপ্তির উপায় ও দুই প্রকার হয়, এইরূপ বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ—-এই বিষয় বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন—ততশ্চেতি । এই প্রকার বিষয়ের বিলক্ষণ তাহা হেতু, সেই সেই ভক্তির ও বৈলক্ষণ্যবশতঃ কে তাঁহার হেতু ? অর্থাৎ ভক্তির আশ্রয় শ্রীভগবদ্ভক্তবৃন্দ, ভক্তির বিষয় শ্রীভগবানই, অতএব বিষয়ের শ্রীভগবানের, বিলক্ষণতা বশতঃ ; মাধুর্য্য গুণক শ্রীগোকুলপতি, এবং ঐশ্বর্য্যগুণ যুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি, এই প্রকার পরমোপাস্যের বিলক্ষণ গ্রহণের দ্বারা তাঁহার ভক্তির ও লোভ মূলক তয়া ও ভয়মূলক তয়া গ্রহণহেতু রুচিভক্তি অথবা বিধিভক্তি শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির হেতু ? অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবা প্রদান কারিণী কে ? রুচি ভক্তি ? কিম্বা বিধি ভক্তি ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের অবতারাণা করিতেছেন—অনিশ্চয়া দিতি । অনিশ্চয়হেতু তাহার লিপ্সুর সেই বিষয়ে প্রবৃত্তির অসম্ভব হইবে ? অর্থাৎ রুচিপূর্বাভক্তি সাধকগণের শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রদান কারিণী ? অথবা বিধিপূর্বা ভক্তি তাহা প্রদান করে ? এই প্রকার নিশ্চয়ের অভাব বশতঃ তল্লিপ্সু শ্রীগোবিন্দদেব চরণারবৃন্দ সেবাভিলাসির প্রবৃত্তির অসম্ভব হইবে। উপায়ের অনিশ্চয়তাহেতু উপেয়লাভে কোন সাধকের সাধনে প্রবৃত্তি না হউক, ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এই ভাবে পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—ছন্দত

এবং কুতঃ ? তত্রাহ উভয়েতি । উভয়বিধয়োর্বাক্যয়োরনুরোধাদিত্যর্থঃ ।

অয়ং ভাবঃ–অনাদিসিদ্ধ দ্বিবিধ ভগবদ্গুণোপাসনা খলু তন্নিত্যপার্ষদাদবৃন্দাদারভ্য সাধকেভ্যঃ সুরসরিৎ প্রবাহবৎ প্রচরতি ।

মন্তব্যমিত্যর্থঃ । ছন্দতঃ, শ্রীগোবিন্দদেবস্য তাদৃশঃ সঙ্কল্পাদেব উভয়বিধায়াং জীবানাং উভয়বিধানাং ভক্তৌ প্রবৃত্তির্ভবতি, তস্মান্ন প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ । এবং কুতঃ ? উভয়াবিরোধাৎ ইতি । উভয়বিধয়োর্বাক্যয়োঃ–মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রতিপাদক–ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রতিপাদকবাক্যয়োর্ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ । উভাভ্যামেব ভক্তিভ্যাং উভয়োঃ রূপয়োঃ প্রাপ্তে সতি শ্রীভগবৎসেবালাভরূপো মোক্ষো ভবতীতি ভাবঃ ।

মুণ্ডুকপ্লুতিঃ–ইতি–"ন বা অবিশেষাৎ" ইতি সূত্রাৎ ন' কারোঽনুবর্ত্তনীয়ঃ । "ছন্দতঃ" ইত্যাদি ভাষ্যাংশস্ত অতিরোহিতার্থম্ । অথ সূত্রার্থং বিশদয়ন্তি–"অয়ং ভাবঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–অনাদিভগবদ্বহির্মুখানাং বিশ্ববর্ত্তিজীবানাং যাদৃচ্ছিকসৎপ্রসঙ্গে লব্ধে সতি শ্রীভগবদুন্মুখতা ভবতি । তথাহি–শ্রীভাগবতে–১০/৫১/৫৪

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত ! সৎসমাগমঃ ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

এবং শ্রীভগবৎকারুণ্য, তদ্ভক্তকৃপৈককলভ্যা ভক্তিঃ ; তথাহি–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/৩০৯, "কৃষ্ণতদ্ভক্ত কারুণ্যমাত্র-লাভৈকহেতুকা" অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজঃ–তত্রৈব–১/৩/১৭

সর্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা ।

ইতি । ছন্দতঃ শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছায় উভয়েই অবিরোধ হয় এইহেতু । অর্থাৎ ছন্দত শ্রীগোবিন্দদেবের তাদৃশ সঙ্কল্প হেতু উভয়বিধ জীবের উভয় প্রকারের ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং প্রবৃত্তির অসম্ভব হইবে না । এই প্রকার কেন ? উভয়ের অবিরোধহেতু, উভয়বিধ বাক্য-মাধুর্য্য জ্ঞান প্রতিপাদক ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রতিপাদক বাক্যের ভেদাভাব হেতু এই অর্থ । উভয় প্রকার ভক্তির দ্বারা উভয় প্রকার স্বরূপের প্রাপ্তি হইলে পরে শ্রীভগবৎ সেবালাভরূপ মোক্ষ হয় ইহাই সূত্রার্থ । মণ্ডুকপ্লুতি ন্যায়ের দ্বারা " ন বা অবিশেষাৎ" এই সূত্র হইতে ন কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। ছন্দত-সেই প্রকার প্রসঙ্গানুযায়ী সৎপ্রসঙ্গানুযায়ী, শ্রীভগবানের সঙ্কল্প বা ইচ্ছা হইতে উভয় বিধ জীবের উভয় প্রকার ভক্তিতেই আস্থা হয় সুতরাং প্রবৃত্তির অসম্ভব হইবে না ।

এই প্রকার কেন ? তাহা বলিতেছেন–উভয়বিধ বাক্যের অনুরোধ হেতু এই অর্থ । অনন্তর এই সূত্রের বিশদ অর্থ করিতেছেন–অয়মিতি এই সূত্রের ভাবার্থ এই যে–অনাদিসিদ্ধ দ্বিবিধ শ্রীভগবানেরগুণোপাসনা তাঁহার নিত্য পরিকরবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎকালীন সাধকগণেরও সুরসরিৎ গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হয়, অতএব বিশ্ববাসী জীবগণের যদৃচ্ছিক সৎ প্রসঙ্গ হইলে পরে, উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেব সগুণপরমোপাস্যে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করেন, অপর ভক্তিরসিক শ্রীহরি সেই সৎ

তস্মাদ্ বিশ্ববর্ত্তিনাং জীবানাং যাদৃচ্ছিকে সৎপ্রসঙ্গে সতি তদ্দেশিক সদুপাস্যেষু সগুণেষু প্রবর্ত্তয়তি, ভক্তিরসিকঃ শ্রীহরিঃ সৎপ্রসঙ্গিন স্তান্ প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি, তে তু তেন বর্ৎসনা তমনুবর্ত্তন্তে ইতি । অনুগ্রাহী সাধকস্তমধ্যমো গ্রাহ্যঃ-

দ্বিজেন্দ্র ! তব মষ্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ অথ শ্রীভক্তপ্রসাদজ ঃ-

তত্রৈব-১/৩/২১ গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে ।

বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ তস্মাৎ-"নারদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে শুভবাসনা" অতঃ শ্রীভগবৎকৃপয়া তদ্‌ভক্তকৃপয়া চ জীবানাং ভক্তিলাভো ভবতীত্যর্থঃ ।

ননু-কস্য ভক্তস্য কৃপয়া জীবানাং ভগবদুন্মুখতা ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ-অনুগ্রাহী" ইতি । "ঈশ্বর" ইতি-ঈশ্বরে-স্বোপাস্যে প্রেম ; তদধীনেষু-শ্রীভগবদ্‌ভক্তেষু মৈত্রীং বন্ধুভাবম্ ; বলিশেষু-শ্রীভগবদ্‌ভক্তিমজানাৎসু-উদাসীনেষু কৃপাম্ ; দ্বিষৎসু আত্মনঃ শ্রীভগবতো বা দ্বিষৎসু চোপেক্ষাম্-চিন্তাক্ষোভেণৌদাসীন্যং যঃ করোতি স মধ্যমভক্ত ইত্যর্থঃ । ইদমত্রতত্ত্বম্-ত্রিবিধাঃ শ্রীভগবদ্‌ভক্তাঃ ; উত্তমো মধ্যমঃ কনিষ্ঠশ্চেতি ; তেষু আদ্যো নানুগ্রহকর্ত্তা, তস্য সার্বত্রিকস্বোপাস্য পরিস্ফূর্ত্তেরনুগ্রাহ্যাভাবাৎ ; তথাহি-শ্রীভাগবতে-১১/২/২৫

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম ইতি ।

ন চান্যঃ কনিষ্ঠভক্তঃ অনুগ্রহে সমর্থঃ তস্য তাদৃশঃ সামর্থ্যাভাবাৎ ; তথাহি শ্রীএকাদশে-২/৪৭

প্রসঙ্গি সাধকগণকে সাধনে প্রবর্ত্তনে ইচ্ছা করেন, অনন্তর সেই সাধকজীবগণ সেই ভক্তিপথে শ্রীভগবানের অনুবর্ত্তন সেবন করেন ।

অর্থাৎ অনাদি ভগবদ্বর্হিমুখ বিশ্ববাসী জীবগণের কোন অদৃষ্ট বশতঃ সাধু সঙ্গ লাভ হইলে পরে শ্রীভগবানে উন্মুখতা হয় । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-হে অচ্যুত ! ভব ও অপবর্গ ভ্রমণকারী মানবের যে সকল সাধুসঙ্গ লাভ হয়, যে সময় সৎসঙ্গ লাভ হয় সেই কালেই আপনি সাধুগণের গতি পরাবরেশ আপনাতে মতি জাত হয় । এই প্রকার শ্রীভগবানের করুণ এবং তাঁহার ভক্তগণের একমাত্র কৃপাই শ্রীভক্তি লাভ হয় ।

এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণের করুণা ও তাঁহার ভক্তগণের করুণাই ভক্তি লাভের হেতু, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদজাত ভক্তি-হে দ্বিজেন্দ্র ! সমস্ত মঙ্গলের মূর্দ্ধণ্যস্বরূপা, সর্বদা সদানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তি তোমার আমা বিষয়ে হউক । অথ শ্রীভক্ত প্রসাদজাত-যাহার ভগবান বাসুদেবে নৈসর্গিকীরতি, তাহার সংখ্যা রহিত পর্য্যপ্ত গুণের দ্বারা মহিমার সূচনা করেন, অতএব শ্রীনারদের প্রসাদে শ্রীপ্রহ্লাদের শুভ ও ভক্তি বাসনা জাত হয় । সুতরাং শ্রীভগবানের কৃপাদ্বারা ও ভক্তগণের কৃপা দ্বারাই জীবগণের ভক্তি লাভ হয় এই অর্থ ।

যদিবলেন-কোন ভক্তের কৃপাদ্বারা জীবগণের শ্রীভগবদুন্মুখতা হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ । প্রেম মৈত্রী কৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥" (ভা০-১১/২/৪৬) ইত্যুক্তেঃ । ইত্থঞ্চ শ্রীহরৌ বৈষম্যাদ্যপ্রসঙ্গঃ ॥২৯॥

অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।

ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি । পারিশেষ্যাদ্ মধ্যমভাগবত এব জীবানুগ্রহকর্ত্তা ; ননু-"ইত্যুক্তঃ সংখলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ" (ভা০-১০/১/৩৫) ইত্যাদৌ শ্রীবাদরায়ণি প্রভৃতীনাং পরমমহাভাগবতোত্তমানাং দ্বেষোঽপি দৃশ্যতে ? নায়ং মধ্যমভক্তঃ ; তস্মাদ্ কিমত্র সমাধানম্ ? ইদমত্র সমাধানম্-তাদৃশানাং মহাভাগবতোত্তমানাং অন্যত্র দ্বেষাদয়ঃ অসত্ত্বেঽপি তদ্‌বিধানাং শ্রীভগবদ্-ভক্ত-ভক্তিবিদ্বেষিজনানাং শাস্তৃত্বেন নিজাভীষ্টদেবপরিস্ফুর্ত্তের্ন কিমপি দূষণমপিতু ভূষণমেব ।

ননু-শ্রীভগবদনুগ্রহাৎ জীবানাং মোক্ষ স্বীকৃতে শ্রীভগবতি বৈশম্যাদিদোষমাপতেৎ ? ইতি চেৎ উচ্যতে-ভক্তানুগ্রহাৎ তস্মিন্ স্বীকৃতে ন কোঽপি দোষলেশঃ । ন চ ভক্তেঽপি তথাত্বে স স্যাদিতিবাচ্যম্ ;

অনুগ্রাহীতি । সাধারণ জীবকে অনুগ্রহ কর্ত্তা কিন্তু মধ্যমভক্ত গ্রহণ করিতে হইবে । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণ ঈশ্বরেতি । ঈশ্বরে স্বোপাস্যে প্রেম, তাঁহার অধীনে শ্রীভগবদ্ভক্তগণে মৈত্রীবন্ধু ভাব, বালিশে যাহারা শ্রীভগবানের ভক্তি জানে না উদাসীন থাকে তাঁহাদের প্রতিকৃপা, দ্বেষি নিজের প্রতি অথবা ভগবানের প্রতি যাহারা বিদ্বেষ করে তাহাদের প্রতি অপেক্ষা, চিত্তক্ষোভহেতু উদাসীনতা যিনি করেন তিনি মধ্যমা ভক্ত এই অর্থ ।

এই প্রসঙ্গের সারতত্ত্বটি এই-শ্রীভগবদ্ভক্তগণ তিন প্রকার হয়েন, উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ, তন্মধ্যে আদ্য উত্তমভক্ত অনুগ্রহকারী হয়েন না, কারণ তাহার সর্বত্রই নিজ উপাস্য দেবের পরিস্ফুর্তিহেতু তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ করেন না, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-যিনি নিজের ভগবদ্ভাব সকল ভূতে দর্শন করেন, এবং এই ভূতসকল ভগবানে অবস্থিতি দর্শন করেন তিনি উত্তম ভাগবত । অন্ত্য কনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুগ্রাহী নহেন, কারণ তাহার সেই প্রকার সামর্থ্য নাই, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-যিনি কেবল শ্রীহরির প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীহরিকে পূজা করেন, কিন্তু অন্য ভগবদ্ভক্তের পূজা করে না তাঁহাকে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত বলে । পরিশেষ্য হেতু মধ্যম ভাগবতই জীবানুগ্রহ কর্ত্তা। যদি বলেন-"ভোজকুল পাংসন পাপমতি খল বুদ্ধি সেই কংস এই বলিয়া" ইত্যাদি স্থলে শ্রীবাদরায়ণি প্রভৃতি পরম মহাভাগবতোত্তম গণের দ্বেষ ও দেখা যায় ? কিন্তু শ্রীশুকদেব মধ্যমভক্ত নহেন ? এই বিষয়ে সমাধান কি ? এইস্থলে সমাধান এই প্রকার-তাদৃশ মহাভগবতোত্তম গণের অন্যত্র বিদ্বেষাদি না থাকিলেও, সেই কংসাদির ন্যায় শ্রীভগবান ভক্ত-ভক্তি বিদ্বেষিজনের শাসকরূপে নিজ অভীষ্টদেবের স্ফুর্ত্তিহেতু সেই দ্বেষবাক্য দুষণ নহে, কিন্তু ভূষণই হয় ।

এই প্রকার শ্রীহরিতে বৈষম্যাদি দোষ প্রসঙ্গ হয় না । অর্থাৎ যদি বলেন-শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বশতঃ জীবগণের মোক্ষ স্বীকার করিলে পরে শ্রীভগবানে বৈষম্যাদি দোষ আপতিত হইবে ? তদুত্তরে

॥ওঁ॥গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১২/৩০॥

এবং স্বীকারে সতি গতেঃ, তৎপ্রাপ্তেরুভয়থাঽর্থবত্ত্বম্ । মাধুর্য্যগুণকভগবৎকর্ম্মতয়া,

মধ্যমে তৎ স্বীকারাৎ ইতি । ননু মধ্যম ভক্তস্য অনুগ্রাহকত্ব স্বীকারে শ্রীভগবদনুগ্রাহকত্বং শাস্ত্রং ব্যাকুপ্যেৎ ? ইতি চেন্ন ; শ্রীভক্তানুগ্রহানুগামিতয়া শ্রীভগবদনুগ্রহস্যাপি প্রবৃত্তেঃ ; ইতি "অনুবন্ধাধিকরণে" ব্যক্তং ভাবীতি ; (৩/৩/২৪/৫১) তস্মাদ্ উভয়বিধভক্তেঃ শ্রীভগবৎপ্রাপকত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥২৯॥

অথ বিধিভক্তে–রুচিভক্তেশ্চ বিরোধাভাবপ্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "গতেরর্থবত্ত্বম্" ইতি । এবং ভক্তিদ্বয়প্রাপ্যং শ্রীভগবন্তম্ ইতি ব্যবস্থা স্বীকারে সতি "গতেঃ" শ্রীভগবৎপ্রাতিরূপায়া গতেরিতি উভয়থা–উভয়রূপেণ অর্থবত্ত্বম্ সার্থকমিত্যর্থঃ, অন্যথা–উভয়রূপেণ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তেরস্বীকারে হি বিরোধঃ ; শ্রুতিবাক্যানাং বিরোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ । "এবম্" ইতি ভাষ্যাংশস্ত প্রকটার্থম্ । তথাচ "তদু হোবাচ হৈরণ্য" (গো০-তা০-পূ০-৮) "স বা অয়মাত্মা" (বৃ০ ৪/৪/২২)

বলিতেছেন–ভক্তানুগ্রহহেতু মোক্ষ স্বীকারে কোন দোষ লেশ নাই, পুনঃ ভক্তের অনুগ্রহে মুক্তি স্বীকারে ভক্তেরও বিষমতা হইবে ? ইহা বলিতে পারিবেন না কারণ মধ্যম ভক্তে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে পুনঃ যদি বলেন–মধ্যমভক্তের অনুগ্রাহকত্ব স্বীকারে শ্রীভগবদনুগ্রাহকত্ব শাস্ত্র বৃথা হইবে ? তাহা নহে, শ্রীভক্তগণের অনুগ্রহের অনুগামীরূপে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রবৃত্ত হয়, এই সকল সিদ্ধান্ত পুনঃ "অনুবন্ধাধিকরণে" স্পষ্ট হইবে । অতএব উভয় প্রকার ভক্তিরই শ্রীভাগবৎ প্রাপকতা সিদ্ধ হইল ইহাই অর্থ ॥২৯॥

অনন্তর বিধিভক্তি ও রুচিভক্তি উভয়ের বিরোধাভাব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–গতেরিতি । গতির উভয়রূপে অর্থবত্ব হয়, অন্যথা বিরোধ হইবে । অর্থাৎ এই প্রকার শ্রীভগবান এই ভক্তিদ্বয়ের প্রাপ্য, এই প্রকার ব্যবস্থা স্বীকার করিলে পরেই গতেঃ শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিরূপা গতির উভয়থা উভয় প্রকারেই অর্থবত্ত্ব সার্থক হয় এই অর্থ, অন্যথা, উভয়রূপে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির অস্বীকারে হি বিরোধ শ্রুতি বাক্য সকলের বিরোধ হইবে ইহাই অর্থ । এই প্রকার স্বীকার করিলেই গতি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উভয়থা অর্থবত্ত্ব হয়, মাধুর্য্য গুণক শ্রীভগবৎ কর্ম্মরূপে, এবং পারমৈশ্বর্য্য গুণক শ্রীভগবৎ কর্ম্মরূপে ও সার্থক হয় ।

অর্থ পুরুসার্থ অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই অর্থ । অর্থাৎ তাহা হৈরণ্য "বলিলেন" এই শ্রীগোপালতাপনী বাক্য, "সেই এই আত্মা" এই বৃহদারাণ্যকবাক্য উভয়ের সার্থকতা এই প্রকার হয়–মাধুর্য্যগুণ যুক্ত শ্রীগোকুলনাথ ভজনকারী ভক্তগণের শ্রীগোকুলনাথ প্রাপ্তি হয়, এবং ঐশ্বর্য্যগুণ যুক্ত শ্রীবৈকুন্ঠনাথ ধ্যানকারী ভক্তবৃন্দের শ্রীবৈকুন্ঠনাথ প্রাপ্তি হয়, এই প্রকার উপায় ও উপেয় নিরূপণকারি বিশিষ্ট বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা হয়, এই অর্থ ।

অতএব বিধি ভক্তি দ্বারা শ্রীবৈকুন্ঠনাথের সেবা লাভ তথা রুচি ভক্তির দ্বারা কিন্তু শ্রীগোকুলনাথের প্রেম সেবা লাভ হয় এই প্রকার বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে । ইহা স্বীকার না করিলে দোষ বলিতেছেন– অন্যথেতি । অন্যথা এই প্রকার স্বীকার না করিলে বিরোধ, উভয় বাক্যের ব্যাকোপাপত্তি হইবে ।

পারমৈশ্বর্য্যগুণক তৎ কর্ম্মতয়া চ সার্থত্বম্ । অর্থঃ পুরুষার্থঃ পুরুষোত্তমস্তদ্ বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। অন্যথা-ইত্থমস্বীকারে বিরোধঃ, তয়োর্বাক্যয়োর্ব্যাকোপাপত্তিঃ স্যাৎ ।

"হি" শব্দস্তয়োঃ সমং প্রামাণ্যং সূচয়তি । ন চ "উপসংহারঃ" (৩/৩/২/৬) সূত্রাদুভয়োঃ প্রাপ্ত্যোর্ব্যতিকরঃ ; একান্তিষু স্বেষ্টেতরগুণাপ্রকাশাৎ । বক্ষ্যতিচৈবমুপরিষ্টাৎ। "ব্যতিরেকস্তদ্ভাবঃ"–(৩/৩/২৮/৫৬) ইতি॥৩০॥

ইতোতয়োর্বাক্যয়োঃ সার্থকমেবং ভবতি–মাধুর্য্যগুণকং শ্রীগোকুলনাথং ভজতাং ভক্তানাং শ্রীগোকুলানাথপ্রাপ্তিঃ; তথা ঐশ্বর্য্যগুণকং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথং ধ্যায়তাং ভক্তানাং তু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ প্রাপ্তিরিতি। এবমুপায়–উপেয়য়োঃ বিশেষনিরূপকয়োঃ বিশিষ্টবচনয়োঃ সার্থক্যমিত্যর্থঃ । তস্মাদ্ বিধিভক্ত্যা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য সেবালাভঃ ; তথা রুচিভক্ত্যা তু শ্রীগোকুলনাথস্য প্রেমসেবা লাভঃ ইত্যবং বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্ ।

এবমস্বীকারে দোষমাহুঃ–অন্যথা" ইতি । অথ সূত্রস্থ "হি" শব্দস্যার্থমাহুঃ–"হি" ইতি স্পষ্টম্। "তয়োঃ" ইতি–বিধিভক্ত্যা ঐশ্বর্য্যগুণকং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথোপাসনা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যম্ । তথা রুচিভক্ত্যা মাধুর্য্যগুণকং শ্রীগোকুলনাথোপাসনপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যম্ ; তয়োঃ শ্রুতিবাক্যয়োঃ সমং প্রামাণ্যম্ ; শ্রুতিত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ । অত্র পরব্রহ্মণোঃ দ্বৈবিধ্যোপাসনে শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ন চ" ইতি ।

তথাচ–"উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্ বিধিশেষবৎ সমানে চ" (৩/৩/২/৬) ইতি সূত্রভাষ্যে একত্রোক্তানাং গুণানাং ইতরত্রোপসংহারঃ কার্য্যঃ" ইতি প্রতিপাদনেন কথং দ্বৈবিধ্যম্ ? স্বীকৃতে চ দ্বৈবিধ্যে ব্যতিকরদোষাপত্তিরিতি । ব্যতিকরঃ সাঙ্কর্য্যম্ যতঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ প্রাপ্তিঃ, শ্রীগোকুলনাথ প্রাপ্তিশ্চ শ্রীভগবদ্গুণোপসংহার সাঙ্কর্য্যদোষাৎ ন ভক্তিদ্বয়মঙ্গীকার্য্যম্" ইতি চেৎ, উত্তরমাহুঃ–একান্তিষু" ইতি। তথাচ–একান্তিভক্তানাং স্বোপাস্যে গুণান্তরাণাং বিদ্যমানেঽপি স্বানুকূলানেব গুণান্ স্মর্ত্তব্যম্" ইদঞ্চ–"ব্যতিরেকস্তদ্ভাব" (৩/৩/২৮/৫৬) ইতি সূত্রভাষ্যে তদ্ব্যাখ্যানে চ ব্যক্তিভাবী তস্মাৎ দ্বিবিধভক্তিলভ্যঃ শ্রীভগবানিতি সিদ্ধম্ ॥

শ্রীমদ্ বৈকুণ্ঠনাথস্য বিধিভক্ত্যার্চ্চনং শুভম্ । রুচ্যাত্মকেন গোবিন্দং রাধানাথংপ্রপূজ্যতে ॥৩০॥

ইতি উভয়াবিরোধাধিকরণম্ দ্বাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১২॥

অনন্তর সূত্রস্থ হি শব্দের অর্থ বলিতেছেন–হীতি । হি শব্দ উভয় বাক্যের সমান প্রামাণ্য সূচনা করিতেছেন । অর্থাৎ তয়োঃ–বিধি ভক্তির দ্বারা ঐশ্বর্য্য গুণক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথোপাসনা প্রতি পাদক শ্রুতি বাক্য সকল, এবং রুচি ভক্তির দ্বারা মাধুর্য্যগুণক শ্রীগোকুলনাথোপাসনা প্রতিপাদক বাক্য সকল, এই উভয় শ্রুতি বাক্যের সমান প্রামাণ্য হয়, কারণ উভয় বাক্যই শ্রুতিনির্বিশেষ হওয়া হেতু । অথ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের দুই প্রকার উপাসনা বিষয়ে আশঙ্কা অবতারণা করিতেছেন–ন চেতি ।

শঙ্কা **:**–যদি বলেন–উপসংহার এই সূত্রে উভয়ের প্রাপ্তির ব্যত্তিকর অর্থাৎ শঙ্কর হয় ? অর্থাৎ উপসংহার "এক্ত সূত্রভাষ্যে এক স্বরূপে কথিত গুণ সকলের অন্যস্বরূপে উসংহার করিবে" এই প্রতিপাদন হেতু কি ভাবে দ্বৈবিধ্য দুই প্রকার প্রতিপাদন করা হইল ? অপর দুই প্রকার স্বীকার করিলেও ব্যতিকর দোষ হয়, ব্যতিকর সাঙ্কর্য্য, যেহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ প্রাপ্তি ও শ্রীগোকুলনাথ প্রাপ্তি

১৩॥ "উপপন্নাধিকরণম্"–

অথরুচিভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠং প্রতিপাদয়তি । বিধিবর্ত্মনাঽনুবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠঃ ? উত রুচিবর্ত্মনা ? ইতি সংশয়ে ;

১৩॥ "উপপন্নাধিকরণম্"

বৃন্দাবনীয়কুঞ্জস্থং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ।
রুচিবক্ত্যা তু সংপ্রাপ্যং ভজামি শ্যামসুন্দরম্ ॥

পূর্বত্র উভয়াবিরোধাধিকরণে দ্বেধা ভক্তিরুপাপাদিতা ; তয়োঃ কতমা শ্রেষ্ঠা ? বিধিভক্তিঃ ? অথবা রুচিভক্তিঃ ? এবং বিধিভক্ত্যানুবৃত্তঃ সাধকঃ শ্রেষ্ঠঃ ; অথবা রুচিভক্ত্যানুবৃত্তঃ সাধকঃ প্রধানঃ ? ইতি নিরূপনার্থং "উপপন্নাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যাধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ উপপন্নাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথ" ইতি । অথ রুচিভক্তেঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদয়িতুং বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ–তথাহি শ্রীভাগবতে–১/২/৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥

শ্রীদশমে চ–৯/২১ নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ॥

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ শ্রীএকাদশেঽপি–২/৪২ "ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ" ইতি বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ ।

শ্রীভগবদ্‌গুণোপসংহারে সাঙ্কর্য্য দোষ হেতু দুই প্রকার ভক্তি অঙ্গীকার করা উচিত নহে ? ।

সমাধান ঃ–এই শঙ্কার উত্তর বলিতেছেন–একান্তিম্বিতি । একান্তি ভক্তে নিজ ইষ্টভিন্ন অন্যগুণের অপ্রকাশ হেতু । ইহা উপরি সূত্রে বলিবেন ।"ব্যতিরেক সদ্‌ভাব–" ইত্যাদি সূত্রে । অর্থাৎ একান্তি ভক্তগণের নিজ উপাস্যে অন্যান্য গুণবৃন্দ বিদ্যমান থাকিলেও নিজ অনুকূলগুণ সকলকেই স্মরণ করিবে, ইহা ব্যতিরেক স্তদভাব এই সূত্র ভাষ্যেও ব্যাখ্যানে স্পষ্ট হইবে । এই প্রকার দ্বিবিধ বিধি ভক্তি এবং রুচিভক্তি লভ্য শ্রীভগবান । শ্রীমদ্‌বৈকুণ্ঠনাথের বিধি ভক্তির দ্বারা অর্চ্চনাই শুভ, রুচ্যাত্মক ভক্তির দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেব রাধানাথই প্রপূজিত হয়েন ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩০॥

এই প্রকার উভয়াবিরোধাধিকরণ দ্বাদশ সম্পূর্ণ ॥১২॥

১৩॥ "উপপন্নাধিকরণ"

অনন্তর উপপন্নাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । রুচিভক্তির দ্বারা যিনি সংপ্রাপ্য সেই বৃন্দাবনীয় কুঞ্জস্থিত শ্রীরাধালিঙ্গিত বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দকে আমি ভজনা করি । পূর্বে উভয়াবিরোধাধিকরণে দুই প্রকার ভক্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? বিধি ভক্তি ? অথবা রুচিভক্তি ? এবং বিধি ভক্তির দ্বারা অনাবৃত্ত সাধনকারী সাধক শ্রেষ্ঠ ? অথবা রুচি ভক্তির দ্বারা আরাধনা কারী সাধক প্রধান

সংশয় :–অথ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"বিধিঃ" ইতি । স্ফুটার্থম্ । তথাচ–যে ভক্তাঃ মহৈশ্বর্য্যবিমণ্ডিতবিগ্রহঃ শ্রীলক্ষ্মীরমণং বিধিভক্ত্যার্চ্চয়ন্তে, তে শ্রেষ্ঠভক্তাঃ ? অথবা–যে পরম-মনোহর মাধুর্য্যবিমণ্ডিতবিগ্রহঃ শ্রীব্রজস্ত্রীজনলম্পটং শ্রীশ্যামসুন্দরমারাধয়ন্তি–রুচিভক্ত্যা ইতি তে শ্রেষ্ঠাঃ ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"বিধিঃ" ইতি । বিধিপরিষ্কারেণ অর্চ্চনাৎ বিধিভক্ত্যা বিধিবর্ত্মনা অনুবৃত্তঃ শ্রীভগবদর্চ্চনাকারী শ্রেষ্ঠঃ ; তথাহি শ্রীগীতাসু–১৬/২৩-২৪ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ । ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ । জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধিনোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ শ্রীভাগবতে–১১/২৭/৪৯ এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ । অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভিপ্সিতম্॥ অপিচ–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/১৩৭ শুদ্ধি-ন্যাসাদিপূর্বাঙ্গ কর্ম্মনির্বাহ পূর্বকম্ । অর্চ্চনন্তূপচারাণাং

হয় ? ইহা নিরুপণের নিমিত্ত উপপন্নাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় :—–অথ উপপন্নাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–অথেতি । অথ রুচিভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছেন । এই প্রকার রুচি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বিষয় বাক্যের সংগ্রহ–শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–মানবগণের সেইটি পরমধর্ম্ম যাহা হৈতে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি হয়, এবং যে ভক্তির দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয় । শ্রীদশমে এই গোপিকাসূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেহিগণের জ্ঞানিগণের ও আত্মভূত–যোগীগণের সুখাপসুখ প্রাপ্য নহেন, যে প্রকার ভক্তিমান সাধকগণের জ্ঞানিগণের ও আত্মভূত–যোগীগণের সুখাপ হয়েন । পুন শ্রীএকাদশে ভক্তিই পরেশানুভব, অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বরের অনুভব হয় । এই প্রকার বিষয় বাক্য সংগ্রহ ।

সংশয় :—–এই বিষয় বাক্য সংশয় হইতছে–বিধীতি । বিধি মার্গে অনুবৃত্ত শ্রীগোবিন্দদেব ভজন কারী শ্রেষ্ঠ ? অথবা রুচিমার্গে ? অর্থাৎ যে ভক্তগণ মহৈশ্বর্য্যবিমণ্ডিত বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীরমণকে বিধি ভক্তির দ্বারা অর্চ্চনা করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত ? অথবা যাঁহারা পরম মনোহর মাধুর্য্য বিমণ্ডিত বিগ্রহ শ্রীব্রজস্ত্রীজন লম্পট শ্রীশ্যামসুন্দরকে আরাধনা করেন তাহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়েন ? ইহাই সন্দেহ ।

পূর্বপক্ষ :—–এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্‌ভাবনা করিতেছেন–বিধিরিতি। বিধি পরিস্কার অনুসারে পূজন হেতু বিধিপথে অনুবৃত্ত শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বিধি পরিস্কারের দ্বারা অর্চ্চনা হেতু, বিধি ভক্তির দ্বারা বিধি মার্গে অনুবৃত্ত শ্রীভগবানের ভজন কারী সাধক শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–যে সাধক শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া কামচারত সাধনাদি করে সেব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ও তাহার সুখ পরমগতি লাভ হয় না ।

অতএব কার্য্য ও অকার্য্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, শাস্ত্রবিধান বর্ণিত জানিয়া কর্ম করিতে যোগ্য হও । এই প্রকার শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–এই প্রকার মানব বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া যোগ পথের দ্বারা উভয় মার্গে অর্চ্চনা করিয়া আমা হইতে অভীপ্সিত সিদ্ধি লাভ করে । অপর শ্রীভক্তিরসামৃত

বিধি পরিষ্কারেণাভ্যর্হনাৎ বিধিবর্ত্মনাঽনুবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ওঁ॥৩/৩/১৩/৩১॥

রুচিবর্ত্মনা হরিং ভজন্নুপপন্নঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুপেতঃ তস্মিন্নুপপত্তিযুক্তো বা । কুতঃ ? তদিতি । তৎ–তাদৃশ–স্বভক্তৈকরতত্ত্বং লক্ষনং যস্য স চাসাবর্থশ্চ মাধুর্য্যগুনকঃ পুরুষোত্তমঃ। তস্যোপলব্ধেঃ স্বাধীনত্বেন লাভাদিত্যর্থঃ ।

দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি–লোকেতি । লোকে যথা সর্বাধিকস্যাপি রাজ্ঞঃ স্বজনানুবৃত্তিরসিকস্য কশ্চিজ্জনস্তদেক-হিতনিপুণ–স্তং স্বাধীনং কুর্বন্ প্রকাশ্যতে তদ্বৎ। ন চ প্রভোঃ পারতন্ত্র্যং দোষঃ । তাদৃশস্য স্বীয় স্নেহাধীনতায়া গুনত্বাৎ ।

স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্ ॥ ইতি। তস্মাদ্‌বিধিবর্ত্মানুবৃত্তঃ সাধকঃ শ্রেষ্ঠঃ ; রুচিতঃ তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদিতি-পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–উপপন্নঃ" ইতি । রুচিভক্তিমার্গেণ শ্রীগোবিন্দদেবমর্চ্চনকারী উপপন্নঃ শ্রেষ্ঠঃ, কুতঃ ? তদিতি । তৎ লক্ষণস্য অর্থস্য-মাধুর্য্যগুনকঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য "উপলব্ধঃ" স্বাধীনত্বেন লাভাৎ, তথাচ–রুচিমার্গানুসরণকারী সাধকঃ সর্বমাধুর্য্যলক্ষ্মীনির্ম্মঞ্ছিতচরণারবিন্দ-শ্রীব্রজরাজকুমারং শ্রীগোবিন্দদেবং স্বস্য বশীভূতং করোতীতার্থঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে–৯/৪/৬৬ "বশীকুর্বর্বন্তি মাং ভক্ত্যা" ইতি । অত্র দৃষ্টান্তমাহ–লোকবৎ" ইতি । লোকে-পৃথিব্যাং যথা রাজা, স চ সর্বশ্রেষ্ঠোঽপি, তস্য স্বজনানুবৃত্তিতা, কশ্চিত্তং স্ব-অধীনঞ্চকরোতি ; তথা অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যাদিগুনবৃন্দবিমণ্ডিত-শ্রীশ্যামসুন্দরং স্বস্য অধীনং করোতি ; তদ্‌ভক্তস্যা-নুগমনাদিকঞ্চ করোতি ভগবানিত্যর্থঃ ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/১৪/১৬ "অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্‌ঘ্রিরেণুভিঃ ॥ ইতি । তস্মাৎ রুচিবর্ত্মনা শ্রীগোবিন্দদেবোপাসকঃ শ্রেষ্ঠঃ । অথ "রুচিবর্ত্মনা" ইত্যাদিভাষ্যস্ত প্রকটার্থম্ । তথাচ–যথা স্বজনানুবৃত্তিরসিকঃ কশ্চিদ্ মহারাজঃ সেবকবিশেষস্য কস্যাচিদধীনো ভবতি, তথা–সার্বৈশ্বর্য্য-সার্বজ্ঞ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ভক্তবাৎসল্যাদ্যনন্ত কল্যাণগুণরত্নাকর-স্বয়ং ভগবৎ–শ্রীগোবিন্দদেবঃ কশ্চিৎ সেবকবিশেষস্য

সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–আসন করাদি শুদ্ধি ও অঙ্গ হৃদয়াদি ন্যাস পূর্বাঙ্গকর্ম্ম নির্বাহ পূর্বক মন্ত্রের দ্বারা পূজার উপচার সকলকে উপপাদন সমর্পণ করাই অর্চ্চন হয় । সুতরাং বিধি মার্গে অর্চ্চন কারী সাধকই শ্রেষ্ঠ, রুচি ভক্তি হইতে বিধি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা হেতু । এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–উপপন্নেতি । উপপন্নই শ্রেষ্ঠ, তাহার লক্ষণ ও অর্থের উপলব্ধি হেতু যেমন লোক সেই প্রকার । অর্থাৎ রুচি-ভক্তিমার্গে শ্রীগোবিন্দদেবের অর্চনাকারী সাধক উপপন্ন শ্রেষ্ঠ, কেন ? তদিতি ।

অয়ং ভাবঃ—পুরুষোত্তমঃ খলু প্রীতিরসিকো রুচিভক্তেষু স্বমাধুর্য্যং প্রকাশ্য তদনুরক্তৈস্তৈঃ কৃতং স্বার্পণং স্বীকুর্বন্ পরিক্রীতস্তান্ তৎ প্রীত্যা প্রধানী করোতি স্বসমনুভবায় । তমন্যথা তথানুভবিতুং ন তে প্রভবঃ । যদাহ শ্রীমান্ শুকঃ—

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ । জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥" (ভাঃ—১০/৯/২১) ইত্যাদি । যদ্যপি সর্বভক্তসাধারণী তস্য বশ্যতা, তথাপ্যেষু তস্য পরাকাষ্ঠা ইতি সর্বশ্রৈষ্ঠ্যসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্ রুচিবর্ত্মনাঽনুবৃত্তঃ শ্রেয়ানিতি॥৩১॥

রুচিবর্ত্মানুগামিনঃ অধীনো ভবতি । এবং ভক্তরসিকঃ শ্রীশ্যামসুন্দরঃ তাদৃশ-রুচিভক্তেষু স্বমাধুর্য্যং প্রকাশয়িতুং তান্ প্রধানীকরোতি ; অন্যথা তং শ্রীগোবিন্দদেবং তে ভক্তাঃ সখা-পুত্র-প্রিয়াদি রুপেনানুভবিতুং ন পার্য্যন্তে, ইতি ।

অথ রুচিভক্তানাং শ্রৈষ্ঠ্যত্বং শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি—"যদাহ" ইতি । অয়ং গোপিকাসূতঃ ভগবান্ দেহিনাং আত্মভূতানাং জ্ঞানিনাং চ ন সুখাপঃ, যথা ইহ ভক্তিমতাম্" ইত্যন্বয়ঃ । অয়ং গোপিকাসূতঃ—শ্রীযশোদানন্দনঃ, ভগবান্-দিব্যষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণঃ শ্রীগোকুলনাথঃ দেহিনাং—দেহাভিমান সহিতানাং বিধিভক্ত্যা তমারাধয়তাং ভক্তানাং—ন সুখাপঃ, ন সুখপ্রদঃ, তথা সৌন্দর্য্যামৃতং ন তানাস্বাদয়তীত্যর্থঃ; কিঞ্চ—আত্মভূতানাং দেহাভিমানরহিতানাং জীবন্মুক্তানাং সনকাদীনাং জ্ঞানিনাঞ্চ তথা ন সুখপ্রদঃ,

ননু—কস্য সুখাপঃ ? তত্রাহ—ইহ শ্রীযশোদানন্দনে মাধুর্যৈকমহানিধৌ শ্রীবৃন্দাবননাথে ভক্তিমতাং—রুচিভক্তানাং সুখাপঃ, যথা রুচিভক্তানাং রুচিভক্তানুগতানাং শ্রীশ্যামসুন্দরলীলাসৌন্দর্য্যামৃতমাস্বাদনং ভবতি, নান্যেষাং তথা ইত্যর্থঃ । ননু—ভক্তবিশেষে শ্রীভগবতো বশ্যত্বং দোষাবহম্ ; তথাহি শ্রীগীতাসু—৪/১১ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ ইতি ভক্তানাং ভজনানুসারেণৈব শ্রীভগবানপি তান্ আনন্দয়তি, তস্মাৎ সম এব সঃ" ইতি চেৎ—তত্রাহঃ—"যদ্যপীতি" । স্পষ্টম্ । তথাহি শ্রীভাগবতে—৯/৪/ ৬৩ "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ !" কিং বহুনা বিশেষভক্তানাং শ্রীব্রজদেবীনাং চিরঋণীত্বমপি

তৎলক্ষণ অর্থের মাধুর্য্য গুণক শ্রীগোবিন্দদেবের উপলব্ধি স্বাধীন রূপে লাভহেতু, অর্থাৎ রুচিমার্গানুসরণকারী সাধক সর্ব মাধুর্য্য লক্ষ্মী নির্মঞ্ছিত চরণারবিন্দ ব্রজরাজ কুমার শ্রীগোবিন্দদেবকে নিজের বশীভূত করেন এই অর্থ ।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—ভক্তির দ্বারা আমাকে বশীভূত করে । এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—লোকবদিতি । লোকে পৃথিবীতে যেমন রাজা, সেই রাজা সকলের শ্রেষ্ঠ । হইলেও তাঁহার স্বজনানুবৃত্তিতা, কোন সেবক নিজের অধীন ও করে, সেই প্রকার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ঐশ্বদাদি গুনবৃন্দ বিমণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে নিজের অধীন করেন । এবং সেই ভক্তের শ্রীভগবান অনুগমনাদিকও করেন ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—আমি আমার ভক্তের পদরেণুর দ্বারা পবিত্র হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের অনুগমন করি । অতএব রুচিমার্গ শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসকই শ্রেষ্ঠ ।

স্বীকৃতং শ্রীভগবতা ; শ্রীদশমে–৩৩/২২ "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ–শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

সঙ্গতি :–অথ উপাপন্নাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–"তস্মাদিতি" স্পষ্টম্ ॥

রুচিভক্তজনাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্বপরিকরেষু হি ।
সর্বভাগবতেষু চ রুচিভক্তানুগাস্তথা ॥৩১॥
ইতি উপপন্নাধিকরণং ত্রয়োদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৩॥

রুচিভক্তি মার্গে শ্রীহরিকে ভজন করত উপপন্ন শ্রৈষ্ঠ্যত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে উপপত্তি যুক্ত, অথবা শ্রীহরিতে সর্বদা যুক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়েন । কেন ? তদিতি । তৎ তাদৃশ নিজ ভক্তেরই একমাত্র রতত্ব অনুগততা লক্ষণ যাহার সেই অর্থ, মাধুর্য্যগুণযুক্ত শ্রীপুরুষোত্তম । তাঁহার উপলব্ধ নিজ অধীন রূপে লাভহেতু এই অর্থ । দৃষ্টান্তের দ্বারা বিস্তার করিতেছেন–লোকেতি । ইহ লোকে যে প্রকার সকলের শ্রেষ্ঠ রাজা তিনি নিজ জনের অনুবর্ত্তন কারী তাঁহার কোন সেবক জন রাজার একমাত্র হিত বিষয়ে যে নিপুণ সে রাজাকে নিজের অধীন করিয়া প্রকাশিত হয় সেই প্রকার, এইস্থলে প্রভুর পরাধীনতা দোষাবহ নহে, কারণ সেই সর্বেশ্বর প্রভুর স্নেহাধীনতা দোষাবহ নহে, কারণ সেই সর্বেশ্বর প্রভুর স্নেহাধীনতা গুণই হয় এইহেতু পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেব অতীব প্রীতি রসিক হয়েন, সুতরাং রুচি ভক্তগণে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণকৃত নিজ সর্বস্ব সমর্পণ স্বীকার করত পরিক্রীত হয়েন, এবং রুচি ভক্তের প্রীতির দ্বারা বশীভূত হইয়া নিজেকে অনুভব করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রধান করেন, অন্যথা শ্রীগোবিন্দদেবকে ভক্তগণ সেই ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না ।

অর্থাৎ যেমন স্বজনানুবৃত্তি রসিক কোন মহারাজা কোন সেবক বিশেষের অধীন হয়, সেইরূপ সর্বৈশ্বর্য্য সর্বজ্ঞ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত কল্যান গুণ রত্নাকর স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব রুচিবর্ত্মানুগামী কোন সেবক বিশেষের অধীন হয়েন । এবং ভক্তি রসিক শ্রীশ্যামসুন্দর সেই প্রকার রুচিভক্তে স্বমাধুর্য্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রধান করেন, অন্যথা সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে সেই ভক্তগণ সখা পুত্র প্রিয়াদি রূপে অনুভব করিতে পারিবেন না ।

অনন্তর রুচি ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতা শ্রীভাগবতবাক্য প্রমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–যদাহেতি যেহেতু শ্রীমান্ শুকদেব বলিয়াছেন এই গোপিকাসুত ভগবান দেহিগণের আত্মভূত জ্ঞানিগণের সুখাপ নহেন, যে প্রকার ভক্তি মানবগণের ইহাই অন্বয়ার্থ । অর্থাৎ এই গোপিকাসুত শ্রীযশোদা নন্দন ভগবান দিব্য ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীগোকুল নাথ দেহি দেহাভিমান সহিত বিধি ভক্তির দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে আরাধনা কারি ভক্তগণের সুখাপ সুখপ্রদ নহেন, তাহাদিগকে সেই প্রকার সৌন্দর্য্যামৃত আস্বাদন করান না এই অর্থ ।

অপর আত্মভূত দেহাভিমান রহিত জীবন্মুক্ত সনকাদি জ্ঞানিগণের ও সেইরূপ সুখ প্রদান কারী নহেন । যদি বলেন–কাহার সুখাপ ? তাহা বলিতেছেন–ইহেতি । এই শ্রীযশোদানন্দন মাধুর্য্যৈক

১৪॥ "অনিয়মাধিকরণম্"—

অথেদমুপাসনমেকানেকাঙ্গতয়া দ্বিবিধমিতি দর্শয়িতুমারভ্যতে ।

১৪॥ "অনিয়মাধিকরণম্"

নামসঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্বংপ্রাপ্নোতি সাধকঃ ।
তং ভক্তবৎসলং যস্য স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ॥

পূর্বত্র উভয়াবিরোধাধিকরণে শ্রীভগবৎপ্রাপক সাধনস্য দ্বৈবিধ্যমুক্তম্ ; তচ্চ উপপন্নাধিকরণে রুচিভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদিতম্ ; অথ তয়োঃ অঙ্গমেকং ? অনেকং বা ? ইতি নিরূপণার্থং অনিয়মাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অত্রেদং জ্ঞাতব্যম্—অঙ্গশব্দেনাত্র সাধনমুচ্যতে, তল্লক্ষণং যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, সাধনভক্তিলহর্য্যাম্—১/২/৭৩—৯৫ আশ্রিতাবান্তরানেকভেদং কেবলমেব বা। একং কর্মাত্র বিদ্বদ্‌ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥ অথ অঙ্গানি—গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্ । বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্ ॥ সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে । নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ ॥

মহানিধি শ্রীবৃন্দাবন নাথে ভক্তিমান রুচিভক্তিমানগণের সুখাপ, যে প্রকার রুচিভক্ত ও রুচিভক্তানুগত গণের শ্রীশ্যামসুন্দর লীলামৃত সৌন্দর্য্যাদির আস্বাদন হয় অন্যের সেই প্রকার হয় না এই অর্থ ।

যদি বলেন ভক্তবিশেষে শ্রীভগবানের বশ্যতা দোষবহ হয় ? কারণ শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—যে ভক্ত আমাকে যেমন আরাধনা করে আমিও সেই প্রকারই ফল প্রদান করি । সুতরাং ভক্তগণের ভজনানুসারেই শ্রীভগবান ও আনন্দ প্রদান করেন, অতএব তিনি সকলের নিকটে সমান । তদুত্তরে বলিতেছেন—যদ্যপীতি । যদ্যপি সকল ভক্তগণের নিকটে তাঁহার বশ্যতা সমান, তথাপি রুচিভক্তে বশ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, অতএব তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠতা সিদ্ধি হয় ।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—হে দ্বিজ দুর্বাসা ! আমি অস্বতন্ত্রের ন্যায় নিজ ভক্তগণের পরাধীন হই । অনেক কথার প্রয়োজন কি ? বিশেষ ভক্ত শ্রীব্রজদেবীগণের নিকটে শ্রীভগবান চিরঋণীত্ব ও অঙ্গীকার করিয়াছেন, শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—হে সখীগণ ! তোমরা যে প্রকার দুর্জর গৃহাদি শৃঙ্খলা ছেদন করতঃ আমাকে ভজনা করিয়াছ আমি তাহা দেবগণের পরমায়ু লইয়াও তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না, তোমাদের সৎকার্য্যের দ্বারা নিজেই তোমরা আমাকে ঋণমুক্ত করিতে পারিবে, আমি কিন্তু তোমাদের নিকটে চিরঋণী থাকিব ।

সঙ্গতি ঃ—অনন্তর উপপন্নাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তস্মাদিতি । অতএব রুচি বর্ত্মদ্বারা ভজনকারী শ্রেষ্ঠ । শ্রীভগবানের সকল পরিকর গণের মধ্যে রুচি ভক্তজনই শ্রেষ্ঠ, এবং সকল ভক্তগণের মধ্যে রুচিভক্তানুগবৃন্দই শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥৩১॥

এই প্রকার উপপন্নাধিকরণ ত্রয়োদশ সম্পূর্ণ ॥১৩॥

ব্যবহারেষু সর্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা । হরিবাসরসম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি গৌরবম্॥ এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎপ্রারম্ভরূপতা ॥ সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্‌বিমুখৈর্জনৈঃ । শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ ॥ বহুগ্রন্থকলাভ্যাস–ব্যাখ্যা–বাদ–বিবর্জনম্ । ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা ॥ অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা ॥ কৃষ্ণ তদ্‌ভক্তবিদ্বেষ–বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা । ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ॥ ধৃতিবৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ । নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং দন্তবন্নতিঃ ॥

অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমঃ । অর্চ্চনং পরিচর্য্যা চ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ ॥ বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্য-পাদ্যয়োঃ । ধূপ মাল্যাদি সৌরভ্যং শ্রীমূর্ত্তেঃস্পৃষ্টিরীক্ষণম্ ॥ আরত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণংতৎকৃপেক্ষণম্ । স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যংসখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্। সর্বথা শরণাপত্তিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনম্ ॥ তদীয়াস্তুলসীশাস্ত্র-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়ঃ । যথা বৈভব-সামগ্রী-সদ্‌গোষ্ঠীভির্ম্মহোৎসবঃ ॥ ঊর্জ্জাদরো বিশেষেণ যাত্রাজন্মদিনাদিষু । শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে॥ শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ । সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥ নাম সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥

ইতি কায়হৃষীকান্তঃ করণানামুপাসনাঃ । চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্ সাংঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদীমাঃ ॥ ইতি তয়োরঙ্গানি ; তথাহি তত্রৈব–১/২/২৯৬ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু । যান্যঙ্গানি তান্যত্র

১৪॥ *"অনিয়মাধিকরণ"*

অনন্তর অনিয়মাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । সাধক যাঁহার শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সকল লাভ করেন সেই ভক্ত বৎসল শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি । পূর্বে উভয়াবিরোধাধি করণে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিকারী সাধন দুই প্রকার কথিত হইয়াছে, পুনঃ তাহা উপপন্নাধিকরণে রুচিভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই ভক্তিদ্বয়ের অঙ্গ একটি ? অথবা অনেক গুলি ? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত অনিয়মাধিকরণের আরম্ভ' ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

এইস্থলে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে–অঙ্গ শব্দের দ্বারা সাধন কথিত হয়, সাধনের লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–অবান্তর ভেদ আশ্রয় করত একটি অথবা অনেক হইলেও বিদ্বানগণ একটি কর্ম্মকে একটি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । অঙ্গসকল এই প্রকার–শ্রীগুরুপদাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা পূর্বক শ্রীভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষাদি, প্রীতি পূর্বক শ্রীগুরুদেবের সেবা, সাধুপথে গমন, ভজনের রীতি বিষয়ক প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ভোগাদি ত্যাগ, দ্বারকাদি কৃষ্ণতীর্থে ও গঙ্গাদি সমীপে নিবাস, সকল ব্যবহারে প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ, শ্রীহরিবাসর, একাদশী প্রভৃতির সম্মান, আমলকী ও অশ্বত্থ বৃক্ষের গৌরব করা, এই দশটি ভক্ত্যঙ্গপ্রারম্ভ রূপেই কথিত হইল ।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ মানবের দূর হইতে সঙ্গ পরিত্যাগ, বহু শিষ্য করণ ত্যাগ, বহুবাড়ম্বরত্যাগ, বহুগ্রন্থকলার অভ্যাস ব্যাখ্যা ও বিবাদাদি পরিবর্জন, ব্যবহারে কৃপণতা পরিত্যাগ, শোকাদির বশীভূততা বর্জন, অন্য দেবতার অবজ্ঞা, প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ ত্যাগ, সাধক শরীরে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উদয় হইলেও

অথর্বশিরঃসু–ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ" (গো০–তা০–পূ০–২) ইত্যাদিনা । "সকলং পরং ব্রহ্ম" (গো০–তা০–পূ০–৫) ইত্যন্তেনাষ্টদশার্ণস্বরূপং নিরূপ্য পঠ্যতে–

বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ এষামুদাহরণন্তু তত্রৈব দ্রষ্টব্যমিতি । তস্মাৎ দ্বিবিধভক্তেরেকাঙ্গ–অনেকাঙ্গতয়া দ্বৈবিধ্যং ভেদং জ্ঞাতব্যমিতি প্রদর্শয়ন্তি–"অথ" ইতি । অথ বিধিভক্তিরেকাঙ্গ–অনেকাঙ্গতয়া দ্বিবিধা এবং রুচিভক্তিরপি একাঙ্গা অনেকাঙ্গরূপাদ্বিবিধা জ্ঞাতব্যা" ইত্যর্থঃ ।

বিষয় ঃ–অথ অমিয়মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথর্বশিরঃ সু" ইতি ; শ্রীগোপালতাপনি উপনিষদি ইত্যর্থঃ । "ওঁ" ইতি–বাগারম্ভে মঙ্গলার্থম্ ; তস্যৈব শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রাদিসর্ববাক্যানাং প্রভবস্থানত্বাৎ। অথ সনকাদয়ঃ মুনয়ঃ স্বগুরুব্রহ্মণঃ সমীপমাগম্য উচুঃ, জিজ্ঞাসিতন্তঃ, "হ" "বৈ" স্মরণে ভো ভগবন্ ! কঃ পরমো দেবঃ ? কো দেবঃ সর্বেষাং পরমোপাস্যঃ ? ইতি । কস্মাৎ মৃত্যুর্বিভেতি; কস্য স্মরণেন সর্বসংহারকর্ত্তামৃত্যুরপি স্মরণ কর্ত্তারং জনং পরিত্যজ্য পলায়তে ? কস্য দেবস্য বিজ্ঞানেন স্বরূপতঃ গুণতশ্চ বিশেষপরিজ্ঞানেন অখিলং চিদচিৎ সকলং বস্তুজাতং বিজ্ঞাতং ভবতি ? কেন সর্বেশ্বরদেবেন প্রেরিতং ইদং বিশ্বং পৃথিব্যাদিপদার্থসমূহং, যদ্বা-বিশ্ববাসিপ্রাণি জাতং সংসরতি স্ব স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তয়তে ?

প্রযত্ন পূর্বক তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তগণের নিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা । ব্যতিরেক ভাবে এই দশটি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হইবে । বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ, হরিনামাক্ষর ধারণ, নির্ম্মাল্য ধারণ, শ্রীভগবানের অগ্রে তাণ্ডবনৃত্য, দণ্ডবৎ প্রণাম, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, শ্রীমন্দিরে গমন, পরিক্রমা, অর্চ্চনা, পরিচর্য্যা, গীত ও সংকীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, নৈবেদ্যাস্বাদন, পাদ্যস্বাদন, ধূপমাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, আরাত্রিক উৎসব পূজাদি দর্শন, শ্রবণ, তৎকৃপাবলোকন, স্মৃতি, রূপগুণ, ক্রীড়াদির ধ্যান, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, নিজ প্রিয়বস্তুর দান, শ্রীকৃষ্ণার্থে নিখিল চেষ্টা, শরণাপত্তি, তদীয় তুলসীর সেবা, শাস্ত্রসেবা, মথুরাবাস, বৈষ্ণবসেবা, যথাশক্তি সামগ্রী আহরণ করত সাধুসঙ্গে দোলযাত্রাদি মহোৎসব, উর্জাদর, জন্ম যাত্রা, শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবায় প্রীতি, রসিক ভক্তগণ সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদন, সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ও উত্তমতর সাধুর সঙ্গ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস এই প্রকার দেহইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা উপাসনা এই চতুঃষষ্ঠী প্রকার ক্রম পূর্বক কথিত হইল, এই প্রকার তাহাদের অঙ্গ সকল ।

এই ভাবে বিধি ভক্তিতে যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গ সকল কথিত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গ রুচিমার্গে ও মনীষিগণ জানিবেন । এই সকলের উদাহরণ শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে দ্রষ্টব্য অতএব দুই প্রকার ভক্তির একাঙ্গ অনেকাঙ্গতয়া দ্বিবিধ ভেদ হেতু, দুই প্রকার জানিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শিত করিতেছেন–অথেতি । অনন্তর এই উপাসনা একাঙ্গ ও অনেকাঙ্গরূপে দুই প্রকার দেখাইতেছেন, অর্থাৎ বিধিভক্তি একাঙ্গ অনেকাঙ্গারূপে দুই প্রকার এবং রুচিভক্তি ও একাঙ্গ ও অনেকাঙ্গরূপে দ্বিবিধ জানিতে হইবে এই অর্থ ।

"এতদ্ যো ধ্যায়তি, রসতি, ভজতি, সোঽমৃতো ভবতি" (গো০-তা০-পূ০-৬) ইতি ।

সর্বমেতৎ যথাক্রমং অস্মভ্যং কথয়তু' ইতি ।

"তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ-কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতং ; গোবিন্দান্মৃতুর্বিবভেতি ; গোপীজন বল্লভজ্ঞানেন তদ্‌জ্ঞানং ভবতি ; স্বাহয়েদং সংসরতীতি । (৩) "তদুহোচুঃ-কঃ কৃষ্ণঃ ? গোবিন্দশ্চ ? কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ ? কা স্বাহেতি ? । (৪) "তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ-পাপকর্ষণঃ, গো-ভূমিবেদবিদিতো বিদিতা, গোপীজনবিদ্যাকলা প্রেরকঃ, তন্মায়া চ, সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ" ইতি । এবমষ্টাদশাক্ষরমন্ত্ররাজস্য স্বরূপং শ্রীগোবিন্দাত্মকং নিরূপ্য তদুপাসকমহিমানমাহ-"এতদ্" ইতি- এতদষ্টাদশাক্ষরস্বরূপং শ্রীগোবিন্দদেবাভিন্নং বাচকং ব্রহ্ম যঃ সাধকঃ ধ্যায়তি-আনুপূর্ব্যেণ তদক্ষরস্বরূপং স্বোপাস্যাভিন্নত্বেন চিন্তয়তি ; "রসতি" জপতি ; "ভজতি" বাচ্যভূতং তং শ্রীকৃষ্ণং সেবতে, স সাধকঃ তদ্ধ্যানাদিমহিম্না অমৃতঃ তৎসেবামৃতমুপলভ্যো জন্মমৃত্যুরহিতো ভবতি ; এবং মন্ত্র-তদ্দৈবতয়োরৈক্যং প্রতিপাদিতমিতি। তথাহি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রমপি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে-১/৬/৪০-গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ । অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥

অথ শ্রীনারসিংহানুষ্টুভমন্ত্ররাজস্য ; তথাহি শ্রীনৃসিংহতাপন্যাম্-৫/৩ "দেবা হবৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নানুষ্টুভস্য

বিষয় :---অনন্তর অনিয়মাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন-অথর্বেতি । অথর্বেতি। অথর্বেদীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে-মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, "ইত্যাদির দ্বারা," সকল পরংব্রহ্ম, ইত্যন্তে, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্বরূপ নিরুপণ করিয়া পাঠ করিতেছেন-ইহা যে ধ্যান করে জপ করে, ভজন করে সে অমৃত হয় । অর্থাৎ শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে-ওঁ বাক্যের আরম্ভে মঙ্গলের নিমিত্ত, কারণ এই ওঁ কারই শ্রীভগবানের নাম মন্ত্রাদি সকল প্রকার বাক্যের উৎপত্তি স্থান হওয়া হেতু ।

অথ সনকাদি মুনিগণ নিজ গুরুদেব ব্রহ্মার সমীপে আগমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হ শব্দ ও বৈশব্দ স্মরণার্থে, হে ভগবান্ ! কে পরম দেবতা ? কোন দেবতা সকলের উপাস্য ? কাহা হইতে মৃত্যু ভয় পায় ? কাহার স্মরণের দ্বারা সর্বসংহারকর্ত্তা মৃত্যু ও স্মরনকারীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ণ করে, কোন দেবতার বিজ্ঞানে-স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বিশেষ পরিজ্ঞানের দ্বারা অখিল চিদচিৎ বস্তু সকল জানা যায় । কোন সর্বেশ্বরদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত এই বিশ্বপৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহ, অথবা বিশ্ববাসী প্রাণী সমূহকে সংসরতি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে ? এই সকল যথাক্রম আমাদিগকে উপদেশ করুন ।

তখন ব্রহ্মা বলিলেন-শ্রীকৃষ্ণই পরম সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, শ্রীগোবিন্দদেব হইতে মৃত্যু ভয় করে গোপীজন বল্লভ জ্ঞানেই সকলের জ্ঞান হয়, স্বাহার দ্বারাই সকল প্রবর্ত্তিত হয় । সনকাদি জিজ্ঞাসা করিলেন-শ্রীকৃষ্ণ কে ? এই গোপীজন বল্লভই বা কে ? এবং কে স্বাহা ? ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন-পাপকর্ষণকারী, গো ভূমি বেদ বিদিতবিদিতাজ্ঞতা, গোপীজন বিদ্যাকলার প্রেরক, তাঁহার মায়া এই সকল

তত্র সংশয় ঃ—ধ্যানাদীনি (সর্বাণি) সমুদিত্য মোক্ষ সাধনানি ? প্রত্যেকং বেতি ? তান্যুক্ত্বামৃতত্বোক্তেঃ সমুদিত্যেতি প্রাপ্তে—

মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য ফলং নো ব্রুহি ভগব ইতি ; সহোবাচ প্রজাপতিঃ—য এতং মন্ত্ররাজনারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপুতো ভবতি স বায়ুপুতো ভবতি স আদিত্যপুতো ভবতি স সোমপুতো ভবতি স বিষ্ণুপুতো ভবতি স রুদ্রপুতো ভবতি স দেবপুতো ভবতি স সর্বপুতো ভবতি" ইতি । অথ শ্রীরামমন্ত্ররাজস্য চ শ্রীরামতাপন্যাং—"য এতত্তারকাং ব্রাহ্মণো নিত্যনধীতে স পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং তরতি স ভ্রুণহত্যাং তরতি স সর্বহত্যাং তরতি স সংসারং তরতি স সর্বংতরতি স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি" ইতি । অত্র শ্রীরাম-নৃসিংহমন্ত্রয়োরপি পূর্ববৎ জপ ধ্যানাদিকং গ্রাহ্যম্। ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ—তত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; অত্র যানি ধ্যানাদীনি কথিতানি তানি কিং সমুদিত্য সম্ভূয় সর্বমিলিত্বা মোক্ষসাধনানি ভবন্তি ? অথবা—প্রত্যেকং মোক্ষসাধনং ভবতি ? তথা চ স্মরণ জপ অর্চ্চন সঙ্কীর্তনাদীনি সর্বাণি ভক্ত্যঙ্গনি সাধকস্য মোক্ষং প্রদাদাতি, কিম্বা একনৈব—স্মরণাদিনা মোক্ষং ভবতীতি । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—"তানি" ইতি । তানি ধ্যানদীনি সর্বাণি উক্ত্বা তেষাং সর্বেষামন্তে "অমৃতো ভবতি" ইতি চরমফলনিরূপণাৎ, তানি সর্বাণি সমুদিত্য এব মোক্ষসাধনানি ভবন্তি ; ন একেনাঙ্গেন মোক্ষপ্রাপ্তিরিতি । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

পরংব্রহ্মই হয় । এই প্রকার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র রাজে স্বরূপকে শ্রীগোবিন্দাত্মক নিরুপণ করিয়া এই মন্ত্রোপাসকের মহিমা বলিতেছেন—এতদিতি ।

এই অষ্টাদশাক্ষর স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবাভিন্ন বাচক ব্রহ্মকে যে সাধক ধ্যায়তি আনুপূর্বিক সেই স্বরূপকে নিজ উপাস্যের অভিন্নরূপে চিন্তন, রসতি জপকরে, ভজতি বাচ্যভূত সেই শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করে, সেই সাধক তাঁহার ধ্যানাদির মহিমায় অমৃত তাঁহার সেবামৃত লাভ করিয়া জন্ম মৃত্যু রহিত হয়। এই প্রকার মন্ত্র ও মন্ত্রের দেবতার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল । এই প্রকার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ররাজের মহিমা ও শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে—সুর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহগণ গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তাকারীগণ অদ্যাপিও ফিরিয়া আসেন নাই ।

শ্রীনৃসিংহানুষ্টুপ মন্ত্র রাজের মহিমা শ্রীনৃসিংহাতাপনীতে—দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞসা করিলেন—হে ভগবান্ ! শ্রীনরসিংহদেবের মন্ত্ররাজের মহিমা উপদেশ করুন ? প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন—যে মানব এই শ্রীনৃসিংহদেবের মন্ত্র রাজ নিত্য অধ্যয়ন করে সে অগ্নিপুত হয়, বায়ুপুত হয়, আদিত্যপুত হয়, সোমপুত হয়, সে সত্যপুত হয়, ব্রহ্মপুত হয়, বিষ্ণুপুত হয়, রুদ্রপুত হয়, সে দেবপুত হয়, সে সর্বপুত হয় । অথ শ্রীরামমন্ত্রের মহিমা শ্রীরাম তাপনীতে—যে ব্রাহ্মণ এই তারক শ্রীরাম মন্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করে, সে পাপ হইতে তরিয়া যায়, সে মৃত্যুতরে, ভ্রুণহত্যা তরে, সর্বহত্যা তরে, সে

॥ওঁ॥অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানভ্যাম্॥ওঁ॥৩/৩/১৪/৩২॥

ধ্যানাদীনাং সর্বেষাং সমুদিতানাং মুক্তিসাধনতা ইতি ন নিয়মঃ, কিন্তু প্রত্যেকং তৎ সাধনতেতি । কুতঃ ? শব্দানুমানাভ্যাং সহ তস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধাৎ ।

"চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ" (গো০–তা০–পূ০–১১)

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অনিয়মঃ" ইতি। সর্বেষাং–সর্বেষাং ধ্যানাদীনাং ভক্ত্যঙ্গানাং মুক্তিসাধনতা ইতি ন নিয়মঃ, সর্বৈঃ সাধনৈর্মুক্তির্ভবতীতি নাস্তি নিয়মঃ, কিন্তু প্রত্যেকং ভক্ত্যঙ্গসাধনং জীবস্য মুক্তিঃ সাধকমিত্যর্থঃ । এবং কুতঃ ? শব্দানুমানাভ্যামবিরোধাৎ" শব্দঃ–শ্রুতিঃ, অনুমানং–স্মৃতিঃ ; "এতদ্ যো ধ্যায়তি" ইতি শ্রুতেঃ শব্দানুমানাভ্যাং সহ অবিরোধাৎ" বিরোধাভাবদিতি ভাবঃ ।

"ধ্যানাদীনাম্" ইতি ভাষ্যাংশস্তু স্ফুটার্থম্ । অথ শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং সহ" এতদ্ যো ধ্যায়তি" ইতি। শ্রুতিবাক্যস্য বিরোধাভাবং দর্শয়ন্তি–"চিন্তয়ন্" ইতি । অত্র ভক্তেঃ ধ্যানাঙ্গপরিপালনেনৈব সংসারান্মোক্ষঃ, ইতি প্রতিপাদয়ন্তি–দিব্যফুল্লারবিন্দলোচনং পীতাম্বরপরিশোভিতং ; গো-গোপ-গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিতং, মুরলীবাদনরতং শ্রীকৃষ্ণং চেতসা-শ্রীভক্তিপূতহৃদয়েন চিন্তয়ন্ ধ্যায়ন্ সংসৃতেঃ–ভববন্ধনাৎ, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারাৎ সাধকো মুক্তো ভবতি ; সংসারান্মুক্তো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

অথ জপাঙ্গপরিপালনেনৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির্ভবতীতি–প্রমাণমাহঃ–"পঞ্চপদং" ইতি । পঞ্চপদং–শ্রীগোপালমন্ত্ররাজম্ ; তথাহি–ক্লীং কৃষ্ণায়" ইত্যেকপদম্ ; "গোবিন্দায়" ইতি দ্বিতীয়ং পদম্ ;

সংসার তরে, সে সকল তরে, সে বিমুক্তাশ্রয় হয়, সে অমৃতত্বগমন করে । এইস্থলে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেবের মন্ত্রেরও পূর্বের ন্যায় জপ ধ্যানাদি গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় :––এই বিষয়বাক্য সংশয় হইতেছে–তত্রেতি । এইস্থলে যে সাধন সকল কথিত হইয়াছে তাহা কি সমুদিত্য সকল সম্মিলিত হইয়া মোক্ষের সাধন হয় ? অথবা প্রত্যেক ? প্রতি একটি মোক্ষের সাধন হয় ? অর্থাৎ স্মরণ জপ অর্চ্চন সংকীর্ত্তনাদি সকল ভক্ত্যঙ্গ সম্মিমিলিত হইয়া সাধকের মোক্ষ প্রদান করে ? কিংম্বা একটি মাত্র স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা সাধকের মোক্ষ লাভ হয় ? এই প্রকার সংশয় বাক্য প্রদর্শিত হইল ।

পূর্বপক্ষ :––এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–তানীতি । সেই সকল বর্ণনা করিয়া অমৃতত্ব কথন হেতু সমুদিত্য সম্মিলিত হইয়া, অর্থাৎ স্মরণাদি সাধন সকল কীর্ত্তন করিয়া সেই সাধন সকলের অন্তে অমৃত হয়' এই চরম ফল নিরুপণহেতু সেই সকল সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ সাধন বা প্রদায়ক হয় । কিন্তু একাঙ্গাভক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না, এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য ।

"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ" (ভাঃ-১২/৩/৫১) ।
"একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃতৈর্ন তুল্যঃ ।

"গোপীজন" ইতি তৃতীয়ং পদম্ ; "বল্লভায়" ইতি তুরীয়ং পদম্ ; "স্বাহা" ইতি পঞ্চমং পদম্ ; এবং পঞ্চপদং জপন্ জপংকৃত্বা সাধকো তদ্রূপতয়া ব্রহ্মসম্পদ্যতে, সাধকো গোপরূপতয়া পরংব্রহ্ম শ্রীগোপালং প্রাপ্নোতীতি । অথ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বব্যাপকত্বমাহ-"দ্যাবা" ইতি । দ্যৌ-আকাশম্ ভূমিঃ, সূর্য্যঃ, চন্দ্রঃ, অগ্নিঃ, ইতিপঞ্চাঙ্গং পঞ্চপ্রকাশস্থানং যস্য তং শ্রীগোপালদেবং জপেৎ স মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। শ্রুত্যা" ইতি একাঙ্গাভক্তিসাধনেন সাধকো মুক্তো ভবতীতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ । এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতি প্রমাণমাহঃ-কীর্ত্তনাদেব ইতি ।

কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব পরং মুক্তবন্ধঃ ব্রজেৎ" ইতি । সাধকঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নামকীর্ত্তনাৎ এব, মুক্তবন্ধঃসন্ পরং সর্বশ্রেষ্ঠং শ্রীকৃষ্ণং তৎসমীপং বা ব্রজেৎ গচ্ছেদিতি ; অত্র "এব" কারেণ সাধনান্তরং নিরশ্যতি । এবং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রণামস্য মাহাত্ম্যমাহঃ-"একোঽপি" ইতি । কৃষ্ণায়-সর্ববিঘ্নপাপকর্ষণ কারিনে-শ্রীগোবিন্দদেবায় একোঽপি একবারমপি প্রণামঃ প্রণিপাতঃ ; তল্লক্ষণং যথা-পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসাশিরসা দৃশা । বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥ তাদৃশ এক এব শ্রীকৃষ্ণপ্রণামং দশাশ্বমেধাবভৃথৈঃ তুল্যঃ ন ভবতীর্থঃ । অবভৃতম্-যজ্ঞাবশেষস্নানম্ ; দশানামশ্বমেধযজ্ঞানাং পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্বকং পুর্ণতাখ্যাপক-যজ্ঞাবশেষস্নানবিশেষৈঃ, স্নানসমূহৈঃ তুল্যো ন ভবতীত্যর্থঃ ।

ননু কথমেতয়োঃ তুল্যত্বাভাবত্বম্ ? তত্রাহ-দশাশ্বমেধী পুনঃ জন্ম এতি ; দশাশ্বমেধ-যাগজন্য পুণ্যক্ষয়ে সতি তদনুষ্ঠানকারী পুনর্জন্ম প্রাপ্নোতি ; তথাহি-শ্রীগীতাসু-৯/২১ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ইতি । কিন্তু-কৃষ্ণপ্রণামী পুনঃ ভবায় জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তয়ে ন সম্পদ্যতে ; শ্রীকৃষ্ণপ্রণামকর্ত্তা

---

*সিদ্ধান্ত :-*এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অনিয়মেতি । সাধন সকল মিলিত হইয়া মুক্তি প্রদান করে ইহার নিয়ম নাই, শব্দানুমানের দ্বারা অবিরোধ হেতু । অর্থাৎ ধ্যানাদি সকল ভক্ত্যঙ্গের মুক্তি সাধনতা হয় এই বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, সকল সাধন মিলিত হইয়া মুক্তি প্রদান করে ইহা নিয়ম নহে, কিন্তু প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গ সাধনই জীবের মুক্তি সাধক হয় । এই প্রকার কেন ? শব্দ ও অনুমানের অবিরোধ হেতু । শব্দ শ্রুতি, অনুমান স্মৃতি, ইহা যে ধ্যান করে এই শ্রুতির শব্দ ও অনুমানের সহিত বিরোধের অভাব হেতু এই সূত্রার্থ । সম্মিলিত হইয়া ধ্যানাদি সকল মুক্তি সাধনতা হয় ইহা নিয়ম নহে, কিন্তু প্রত্যেকেই মুক্তির সাধনতা হয় । কেন ? শব্দ ও অনুমানের সহিত সেই শ্রুতি বাক্যের অবিরোধ হেতু ।

অনন্তর শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত "ইহা যে ধ্যান করে" এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধাভাব দেখাইতেছেন-চিন্তয়ন্নিতি । শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে চিন্তা করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয় । অর্থাৎ এইস্থলে ভক্তির ধ্যানাঙ্গ পরিপালনের দ্বারাই সংসার হইতে মুক্ত হয় ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন-দিব্য ফুল্লারবিন্দ লোচন

দশাশ্বমেধী পুনরেতিজন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥" (মে০ ভা০ শা০ রাজ০–৪৭/৯২) ইত্যাদি স্মৃত্যা চ সাকং–"এতদ্‌যো ধ্যায়তি" (গো০ তা০ পূ০–৬) ইত্যাদি শ্রুতেৰ্বিরোধাভাবাৎ ।

ইতরথা প্রতিভক্তি-মুক্তি বিবোধিকাভ্যাং তাভ্যাং সহাসৌ বিরুদ্ধ্যতে । ইত্থঞ্চ

সাধকঃ কদাচিৎ জন্ম মৃত্যুং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । তথাহি–শ্রীভাগবতে–৬/৩/২৯

জিহবা ন বক্তিভগবদ্‌গুণ নামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়দ্ধ্মসতোঽকৃত–বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

পীতাম্বর পরিশোভিত গো গোপ, গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত মুরলীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণকে চেতসা শ্রীভক্তিপূত হৃদয়ের দ্বারা চিন্তয়ন্ ধ্যান করিয়া সংসৃতি ভববন্ধন, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার হইতে সাধক মুক্ত হয়, সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় এই অর্থ ।

অথ জপাঙ্গপরিপালনের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তাহার প্রমাণ বলিতেছেন–পঞ্চপদমিতি । পঞ্চপদ জপ করিয়া, পঞ্চাঙ্গ দ্যোভূমি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রকাশস্থান, ব্রহ্মলাভ করে অর্থাৎ পঞ্চপদ শ্রীগোপাল মন্ত্ররাজ ক্লীংকৃষ্ণায়' ইহা এক পদ, "গোবিন্দায়" ইহা দ্বিতীয়পদ, "গোপীজন" তৃতীয়পদ, "বল্লভায়" চতুর্থ পদ, "স্বাহা" ইহা পঞ্চমপদ এই প্রকার পঞ্চপদ জপ করিয়া সাধক তাহার রূপ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, সাধক গোপরূপ হইয়া পরব্রহ্ম শ্রীগোপালদেবকে প্রাপ্ত হয় । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপকত্ব বলিতেছেন–দ্যাবেতি ।

দ্যো আকাশ, ভূমি, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি এই পঞ্চাঙ্গ পঞ্চ প্রকাশ স্থান যাঁহার সেই শ্রীগোপালদেবকে জপ করে সে মুক্ত হয় ইহাই অর্থ । ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা একাঙ্গাভক্তি সাধন করতঃ সাধক মুক্ত হয় ইহা প্রতিপাদন করিলেন এই অর্থ । এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বর্ণন, করিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতছেন– কীর্ত্তনেতি। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন হইতে বন্ধ মুক্ত হইয়া পরং গমন করে, অর্থাৎ সাধক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তন হইতেই বন্ধন মুক্ত হইয়া পরং সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করে । এইস্থলে "এব" কারের দ্বারা সাধনান্তর নিরাস করিতেছেন–এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রণামের মহিমা বলিতেছেন–একোঽপীতি । শ্রীকৃষ্ণকে একবার ও প্রণাম করিলে দশার্শ্বমেধাবভৃতের সহিত তুল্য হয় না, কারণ দশাশ্বমেধী মানব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী পুনর্ভবের নিমিত্ত হয় না ।

অর্থাৎ কৃষ্ণায়–সর্বপ্রকার পাপকর্ষণ কারী শ্রীগোবিন্দকে একটিবারও প্রণিপাত করিলে, প্রণামের লক্ষণ এই প্রকার–পদদ্বয় করদ্বয় জানুদ্বয় বক্ষঃস্থল মস্তক নয়ন বাক্য ও মনের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করত দণ্ডবৎ প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে । তাদৃশ একটিই শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম দশাশ্বমেধের অবভৃত স্নানের সহিত তুল্য হইবে না, অবভৃথ যাগের অবশেষ স্নান বিশেষ । দশটি অশ্বমেধযাজের পূর্ণহুতি প্রদান পূর্বক

"সোঽমৃতো ভবতি" (গো০ তা০ পূ০-৬) ইত্যস্য "ধ্যায়তি" (গো০ তা০ পূ০-৬) ইত্যাদিষু প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ। সমুদিতানাং তথাত্বে তু কৈমুত্যং ব্যক্তম্। উপলক্ষণমদঃ শ্রবণাদীনাংনবানাঞ্চ।

ননু-ধ্যানোত্তরৈব মুক্তিঃ শ্রূয়তে-"আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ০-২/৪/৫) ইত্যাদিষু। কথমত্র জপাদুত্তরা সাঽভ্যুপগতা" ইতি চেদুচ্যতে-জপাদিকং ধ্যানঞ্চ মিথোঽনুস্যূতম্। জপাদৌ ধ্যানং ধ্যানে চ জপাদীতি প্রাগুক্তং সুস্থিরম্ ॥৩২॥

এবং শব্দানুমানাভ্যাং সাকং "এতদ্ য়ঃ" ইতি শ্রুতিবাক্যস্য বিরোধাভাবাৎ দর্শয়ন্তি-"সাকম্" ইতি। "সম্বন্ধঃ" ইতি-তস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সহাস্য বাকস্য বিরোধাভাবাৎ যো ধ্যায়তি স মুক্তো ভবতি; যো রসতি, চ স অমৃতোভবতি, এবং যো ভজতি সচামৃতো ভবতীতি সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। অথ একাঙ্গভক্তি সাধনেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে কৈমুত্যং দর্শয়ন্তি-"সমুদিতানাম্" ইতি। তথাচ-একেনৈব-শ্রবণাদ্যেকতরেণ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপকত্বে সিদ্ধে অনেকাঙ্গভক্তি সাধনেন তৎ প্রাপ্যতে ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ।

একাঙ্গ ভক্তিসাধনেন শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দসেবালাভঃ, তথাহি-শ্রীপদ্যাবল্যাম্-৫৩ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে, প্রহলাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ, সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ অনেকাঙ্গাভক্তিঃ- শ্রীভাগবতে-৯/৪/১৮

পূর্ণতাখ্যাপক যজ্ঞাবশেষ স্নান বিশেষ, তাদৃশ স্নান সমূহ শ্রীকৃষ্ণ প্রণামের ফল হয় না।

যদিবলেন এই স্নান সকল ও প্রণাম এই উভয়ের তুল্যতা হয় না কেন ? তাহা বলিতেছেন- দশাশ্বমেধ যাগকারী পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, দশটি অশ্বমেধ যাগজাত পূণ্যক্ষয় হইলে পরে তদনুষ্ঠানকারী পুনরায় জন্ম প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-পূণ্যক্ষীণ হইলে পরে মর্ত্তালোকে আগমন করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী পুন ভবায় জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না, শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম কর্ত্তার কোন কালেই জন্ম মৃত্যু হয় না, এই অর্থ। শ্রীভাগবতে ধর্ম্মরাজ যম বলিয়াছেন-হে দূতগণ ! যাহাদের জীহবা শ্রীভগবানের গুণ ও নামকীর্ত্তন করে না, চিত্ত তাঁহার চরণারবৃন্দকে স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক শ্রীকৃষ্ণকে একবারও নমস্কার করে না, সেই অসৎ ও শ্রীবিষ্ণুকৃত্য রহিত মানবগণকে আনয়ন করিবে। ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এই প্রকার শব্দ ও অনুমানের সহিত "এতদ যঃ" এই শ্রুতিবাক্যের বিরোধাভাব দেখাইতেছেন- সাকমিতি। এই শ্রুতি এবং স্মৃতির সাকং সহিত ইহা যে ধ্যান করে ইত্যাদি শ্রুতির কোন প্রকার বিরোধ নাই। অন্যথা এই প্রকার স্বীকার না করিলে প্রতিভক্তি মুক্তি সকল সাধন সম্মিলিত হইয়া মুক্তি প্রদান করে' তাহাতে শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত এই বাক্য বিরোধ হইবে। এইভাবে "সে অমৃত হয়" এই বাক্যের ধ্যান করে" ইত্যেক বাক্যের সহিত সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধ-অতএব শ্রুতি স্মৃতির সহিত এই বাক্যের

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে ।

করৌ হরের্মন্দির মার্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎ কথোদয়ে॥ ইতি । শ্রীদশমে চ–১০/৩৮

বাণীগুণাণুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্ হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়ো র্নঃ ।

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ প্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ইতি । উপলক্ষণমিতি–অদঃ–"এতদ্ যো ধ্যায়তি" ইত্যাদিবাক্যম্ উপলক্ষনম্ । "স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বং–উপলক্ষণত্বম্ । তস্মাৎ শ্রবণাদীনাং নবানামন্যেষাঞ্চ গ্রহণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ।

তথাহি শ্রীভাগদবতে–৭/৫/২৩-২৪

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ । অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা । ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ইতি । অথ জপাদীনাং মোচকত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ননু" ইত্যাদি । শেষং স্ফুটার্থম্ । প্রাগুক্তম্–"এতদ্ যোধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি" ইতি শ্রুতিবাক্যম্ । তস্মাৎ–ধ্যানাদীনাং সর্বেষাং একস্য বা মুক্তিসাধকতায়াং ন নিয়মঃ" ইতি ভাবঃ ॥৩২॥

বিরোধের অভাব হেতু যে ধ্যান করে সে অমৃত হয় যেরস জপ করে সেও অমৃত হয়, যে ভজন করে সেও অমৃত হয় এই প্রকার সম্বন্ধ ইহাই অর্থ ।

অনন্তর একাঙ্গ ভক্তি সাধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি বিষয়ে কৈমুত্য দেখাইতেছেন–সমুদীতি । সমুদিত অঙ্গসাধনে কৈমুত্যব্যক্ত হইতেছে । অর্থাৎ একেনৈব–শ্রবণাদি যে কোন একটি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপকত্ব সিদ্ধ হইলে পরে, অনেকাঙ্গ ভক্তি সাধনের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় তাহা কি বলিতে হইবে ? একাঙ্গ ভক্তি সাধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দ সেবা লাভ বিষয়ে শ্রীপদ্যাবলীতে বর্ণিত আছে–শ্রীবিষ্ণুর যশঃ শ্রবণ করত মহারাজ পরীক্ষিৎ, বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব কীর্ত্তনে শ্রীপ্রহলাদ স্মরণ করিয়া, পাদ সেবন লক্ষ্মী, শ্রীপৃথু পূজনে, বন্দনে শ্রীঅক্রুর, কপিপতি হনুমান দাস্যে, শ্রীমদর্জুন সখ্যে সর্বস্ব আত্ম নিবেদনে বলি, সকলে একটি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি করিয়াছেন ।

অথ অনেকাঙ্গ ভক্তি, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–পরম ভাগবত মহারাজ অম্বরীশ শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে মনঃ, বৈকুণ্ঠগুণানু বর্ণনে বাক্য, শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদিতে হস্তদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের সৎকথায় শ্রবণদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–হে দামোদর ! আমাদের বাণী আপনার গুণ কথনে, শ্রবণ দ্বয় কথায়, হস্তদ্বয় কর্ম্মে, মন চরণ স্মরণে, জগতের নিবাস স্বরূপ আপনাকে প্রণামে মস্তক, সাধুগণ আপনার দেহ, তাঁহাদিগকে দর্শনে নয়ন হউক । এই সিদ্ধান্ত শ্রবণাদি নয়টি ভক্তিরই উপলক্ষণ, অদঃ "ইহা যে ধ্যান করে" এই বাক্য উপলক্ষণ, নিজেকে প্রতিপাদন করিয়া অন্যকে প্রতিপাদন করাকে উপলক্ষণ বলে ।

অতএব অন্য শ্রবণাদি নয়টি ভক্ত্যঙ্গই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীবিষ্ণুর নাম, শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন এই প্রকার নবলক্ষণা ভক্তি পুরুষ

ননু–ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যাংবিমুক্তিরিত্যযুক্তম্ । সিদ্ধ বিদ্যানামপি ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদীনাং চিরং প্রপঞ্চাবস্থিতি ভগবৎ প্রাতিকূল্যাদি দর্শনাদিতি চেত্তত্রাহ–

অথ শঙ্কামুখাপয়ন্তি–"ননু" ইতি । আশঙ্কাভাগং প্রকটার্থম্ । তথাচ–ব্রহ্মণঃ সিদ্ধবিদ্যা–ব্রহ্মবিদ্যাবত্ত্বম্–ছান্দোগ্যোপনিষদি–অষ্টমোঽধ্যায়ে, ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ে বর্ত্ততে ।

ইন্দ্রস্য চ ছান্দোগ্যোপনিষদি, কেনোপনিষদি চ ব্রহ্ম বিদ্যাবত্ত্বম্ প্রতিপাদিতম্ । রুদ্রস্য হরিবংশাদৌ প্রসিদ্ধম্ । অথ তেষাং শ্রীভগবৎ প্রাতিকূল্যত্বম্ ; তত্রাদৌ শ্রীব্রহ্মণঃ–তথাহি শ্রীভাগবতে–গোবৎস গোপহরণম্, "অম্ভোজন্ম জনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু–দ্রষ্টুং মঞ্জমহিত্বমন্যদপি তদ্ বৎসানিতোবৎসপান্" নীত্বান্যত্র" ইতি ; (১০/১৩/১৫) এবং তত্রৈব–১০/১৩/১৭ "সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ইতি ।

অথ রুদ্রস্য শ্রীভগবৎ প্রাতিকূল্যম্ ; বাণযুদ্ধাদৌ । তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৬৩/৬

বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতৈঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ।
আরুহ্য নন্দিবৃষভং, যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ইতি । শ্রীইন্দ্রস্য তু শ্রীভগবৎ প্রতিকূলতা গোবর্দ্ধনমখাদৌ প্রসিদ্ধম্ । তথাহি শ্রীদশমে–২৫/১, ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ !! গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপসঃ ॥ তদ্ বাক্যং তত্রৈব–১০/২৫/৫

বাচালং বালিসংস্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ তস্মাদ্ সিদ্ধব্রহ্মবিদ্যাবতাং ব্রহ্মাদীনাং মুক্ত্যভাবদর্শনাৎ, ন ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিঃ ; ইতি শঙ্কামূলম্ ।

কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্বক আচরণ করে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন মনে করি । অনন্তর জপাদির সংসার মোচকত্বে আশঙ্কা করিতেছেন–নন্বিতি ।

যদি বলেন ধ্যানের উত্তর কালেই মুক্তি শ্রবণ করা যায়, বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–অরে ! আত্মাই দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি। সুতরাং কি প্রকারে জপের পরে মুক্তি হয়, ইহা স্বীকার করা যায় তদুত্তরে বলিতেছেন–জপাদি ও ধ্যান পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত হয়, জপাদিতে ধ্যান ও ধ্যানে জপাদি সিদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব কথিত সুস্থির হইল । অর্থাৎ প্রাগুক্ত–ইহা যে ধ্যান করে জপ করে ভজন করে, সে অমৃত হয় এই শ্রুতিবাক্য । অতএব ধ্যানাদি সকলের অথবা একটি ভক্ত্যঙ্গের মুক্তি সাধক তা বিষয়ে কোন প্রকার নিয়ম নাই ইহাই ভাবার্থ ॥৩২॥

অনন্তর আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন–নন্বিতি । আশঙ্কা এই যে–ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেই বিমুক্তি হয় ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ যাঁহারা সিদ্ধ বিদ্যা তাদৃশ ব্রহ্ম রুদ্র প্রভৃতির চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থিতি শ্রবণ করা যায়, অপর তাহাদের শ্রীভগবৎ প্রাতিকূল্যও দেখা যায় । অর্থাৎ ব্রহ্মা যে সিদ্ধবিদ্যা–যুক্ত

॥ওঁ॥ যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকানাম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৪/৩৩॥

ন খলু সর্বেষাং ব্রহ্মবিদাং বিদ্যাসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তিরিত্যস্মাভিরুচ্যতে। কিন্তু যেষাং সঞ্চিতস্য কর্মণো বিদ্যয়া বিনাশঃ ক্রিয়মানস্য তয়া বিশ্লেষঃ, শরীরারম্ভকস্য তু তস্য ভোগেন সংক্ষয়ঃ, তেষামেব তস্যাং সেতি।

ব্রহ্মাদীনান্তু আধিকারিকানাং বিনষ্ট বিশ্লিষ্ট সঞ্চিত ক্রিয়মাণ কর্মণামপ্যধিকারারম্ভকং কর্ম যাবদধিকারং ন ক্ষীয়তে। অতস্তেষাং তাবৎপ্রপঞ্চেঽবস্থিতির্ভবেৎ। তদারম্ভকস্য তস্য সমাপ্তৌ তু বিমুচ্য পরং পদং বিশন্তীতি।

এবং শঙ্কাদর্শনাদিতি চেৎ তত্র সমাধানসূত্রমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"যাবৎ" ইতি। আধিকারিকাণাম্–ব্রহ্মাদিচিরলোকপালানাং যাবৎ কালমধিকারমস্তি, তাবৎ কালং তে স্বাধিকারে তিষ্ঠন্তি, অধিকারান্তে পরং পদং প্রবিশন্তি ইত্যর্থঃ। "ন খলু" ইতি ভাষ্যাংশং প্রকটার্থম্। তথাচ–সঞ্চিত–ক্রিয়মান–শরীরাম্ভকং ত্রিবিধং কর্ম ; যেষাং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সঞ্চিতস্য কর্মণো নাশঃ, তয়া চ ক্রিয়মাণস্য কর্মণো ভোগেন সংক্ষয়ো ভবতি তেষামেব বিমুক্তিরিত্যর্থঃ।

"ব্রহ্মাদীনাম্" ইত্যাদিভাষ্যাংশমতিরোহিতার্থম্। তথাচ–ব্রহ্মাদীনাং চিরাধিকারিণাং সঞ্চিত ক্রিয় মানানী কর্মাণী ন স্তঃ, কিন্তু অধিকারারম্ভকং কর্ম যাবদবিকারং তিষ্ঠতি, তন্নাশে সতি বৈষ্ণবং পদং প্রবিশন্তি। তথাহি শ্রীকূর্মপুরাণে পূর্বখণ্ডে–১২/২৬৯

হয়েন তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে অষ্টমাধ্যায়ে, শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চমাধ্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে আছে–ইন্দ্রের ছান্দোগ্যোপনিষদে, কোনেপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যাবত্ত্ব প্রতিপাদিত আছে। রুদ্রের শ্রীহরিবংশ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। অনন্তর তাঁহাদের শ্রীভগবত প্রতিকূলতা–তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীব্রহ্মার শ্রীভাগবতে বর্ণিত গোবৎস গোপহরণ, অঘাসুরের মুক্তি দর্শন করত অম্ভোজজন্মা ব্রহ্ম মায়া বাল ক্রীড় শ্রীকৃষ্ণের অন্য মঞ্জুল মনোহর লীলাদেখিবার নিমিত্ত যমুনাতীর হইতে বৎস ও বৎসপালগণকে অন্যত্র আনয়ন করিলেন। পুনঃ এই সমস্তই ব্রহ্মা করিয়াছে' শ্রীকৃষ্ণ সহসা তাহা জানিলেন।

অথ শ্রীরুদ্রের শ্রীভগবৎ প্রাতিকূল্য বাণযুদ্ধাদিতে স্পষ্ট আছে বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান নিজ পুত্র ও প্রমথগণবৃত হইয়া নন্দিবৃষভে আরোহণ পূর্বক শ্রীরাম কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীইন্দ্রের শ্রীভগবান প্রতিকূলতা গোবর্দ্ধন মখাদিতে প্রসিদ্ধ এই বিষয়ে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–হে রাজন! দেবরাজ ইন্দ্র নিজের পূজাবিহত জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ রক্ষক নন্দাদি গোপগণের প্রতি কোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য– বাচাল বালিস মূঢ় অজ্ঞ পণ্ডিতমানী মর্ত্য শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার মখভঙ্গরূপ অপ্রিয় কাজ করিল। অতএব সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মাদিরও মুক্তির অভাব দেখা যায় সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলেও বিমুক্তি হইবে না ইহাই আশঙ্কার মূল।

ইদন্তু বোধ্যম্—অচিরাধিকারা মঘবাদয়োঽধিকারান্তে চিরাধিকারং ব্রহ্মানং গচ্ছন্তি। তদধিকারান্তে তস্মিন্ বিমুক্তে তেন সহ বিমুচ্যন্ত ইতি। বক্ষ্যতি চৈবম্—"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ"(ব্র০–সূ০–৪/৩/৭/১০) ইত্যাদিনা। ভগবতি তেষাং প্রতিকুল্যন্তু তল্লীলাপোষাৎ, তদিচ্ছানুগুণমেবেত্যদোষঃ। বিষয়াবেশোপ্যেষামাভাসরূপ এব বিদ্যানিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাদধিকারিভিন্নানাং তত্ত্ববিদাং বিদ্যাধিগমে বিমুক্তিরিতি ন কাপি শঙ্কা॥৩৩॥

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।

পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি হরেঃ পদম্ ॥ অথ সূত্রসারার্থমাহুঃ—"ইদন্তু" ইতি।পষ্টম্ ।

ননু—তৎকৃত শ্রীভগবৎ প্রতিকূলস্য কা গতিরিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—"ভগবতি" ইতি ।

তথাচ—ব্রহ্মাকৃতবৎসাদিহরণেন, রুদ্রকৃতবাণযুদ্ধাভিমর্ষণেন চ তেষাময়মাশয়ঃ—মম এবমাচরণেন শ্রীভাগবতঃ এষা লীলা সিদ্ধ্যতু" ইতি তল্লীলারসপোষণার্থমেব তৈরেবমাচরিতমিতি ; ন চ তেষামাচরণমিদমজ্ঞানপ্রসূতমিতি বাচ্যম্ ; সার্বজ্ঞত্বাৎ। যদ্যপি তেষাং তথৈবাচরণে শ্রীভগবতো লীলারসাস্বাদনং ভবতি ; তথাতি তে স্বাত্মানং তদাচারে নিমিত্ততাং স্মরতাং তদপরাধং ক্ষমার্থং স্তুতিঞ্চক্রুরিত্যনবদ্যমিত্যর্থঃ।

সঙ্গতি ঃ—অথানিয়মাদিকরনস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি" স্ফুটার্থম্ । তথাচ—শ্রবণাদীনাং সর্বেষাং একস্য বা ভক্ত্যঙ্গ সাধনেন সিদ্ধৌ সত্যাং সাধকস্য শ্রীগোবিন্দদেব বরিবষ্যানন্দলাভো ভবতীতি ন কশ্চিৎ শঙ্কালেশ ইতি ।

এই প্রকার আশঙ্কা দেখা যায় যদি বলেন এইস্থলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্র বলিতেছেন—যাবদিতি। অধিকারীগণের যাবৎ অধিকার অবস্থিতি । অধিকারী ব্রহ্মাদির চির লোকপাল গণের যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজ অধিকারে অবস্থান করেন, অধিকার সমাপ্ত হইলে পরংপদে প্রবেশ করেন । সকল ব্রহ্মবিদগণের ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে পরে বিমুক্তি হয়, আমরা এই প্রকার বলিতেছি না কিন্তু যাঁহাদের সঞ্চিত কর্ম্মের ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা বিনাশ হইয়াছে, ক্রিয়ামাণ কর্মের ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা বিশ্লেষ, এবং শরীরারম্ভকর্ম্মের কিন্তু তাঁহার ভোগের দ্বারা সম্যক প্রকারে ক্ষয় হইয়াছে তাহাদেরই ব্রহ্মবিদ্যা হইলে পরে বিমুক্তি হয় ।

অর্থাৎ সঞ্চিত ক্রিয়ামাণ ও শরীরারম্ভক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হয় । যাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাতে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ, তাহার দ্বারা ক্রিয়ামাণ কর্ম্মের বিশ্লেষ ও শরীরের আরম্ভকারী কর্ম্মের ভোগের দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদেরই বিমুক্তি হয় এই অর্থ । ব্রহ্মাদি অধিকারিগণের, যাঁহাদের সঞ্চিত কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছে, ক্রিয়ামাণ কর্ম্মসকল বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ ব্রহ্মাদির অধিকারারম্ভক কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাবৎ কাল পর্য্যন্ত অধিকার ক্ষয় হইতেছে না, অতএব তাঁহাদের তাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রপঞ্চে অবস্থিতি হইবে । অধিকারারম্ভক কর্ম্মের সমাপ্তি হইলে পরে বিমুক্ত হইয়া পরপদে প্রবেশ করেন ।

অর্থাৎ ব্রহ্মাদি চিরাধিকারিক গণের সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম নাই; কিন্তু অধিকারারম্ভক কর্ম্ম যতদিন পর্য্যন্ত অধিকার থাকে ততদিন পর্য্যন্ত অবস্থান করে। তাহা বিনাশ হইলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এই বিষয়ে শ্রীকূর্ম্ম পুরাণে বর্ণিত আছে—প্রতি সঞ্চর মহাপ্রলয় সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মলোকবাসি কৃতাত্মাগণ ভোগান্তে ব্রহ্মার সহিত পরমেশ্বর শ্রীহরির পদ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন ইহাই অর্থ।

অনন্তর সূত্রের সারার্থ বলিতেছেন—ইদমিতি। এইস্থলে এই প্রকার জানিতে হইবে—অচিরস্বল্পকালাধিকারী ইন্দ্রাদিদেবগণের নিজ অধিকারের পরে চিরাধিকারী ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন, ব্রহ্মার অধিকারান্তে তিনি বিমুক্ত হইলে পরে ব্রহ্মার সহিত ইন্দ্রাদিদেবগণ বিমুক্ত হয়েন। ইহা পরে' কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ এই সূত্র ব্যাখ্যানাবসরে বলিবেন। যদি বলেন—ব্রহ্মাদিকৃত শ্রীভগবানের প্রতিকূলতা আচরণের কি গতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ভগবতীতি। শ্রীভগবানে যে তাহাদের প্রতিকূলতা তাহা তাঁহার লীলা পোষণের নিমিত্তই এবং শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই হয় সুতরাং কোন দোষাবহ নহে। অপর ব্রহ্মাদির যে বিষয়াবেশ দেখা যায় তাহা আভাস মাত্রই জানিতে হইবে, কারণ তাহারা বিদ্যানিষ্ঠ। অর্থাৎ ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের বৎসাদি হরণের দ্বারা, রুদ্রকৃত বাণযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতাচরণ দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের অভিপ্রায় এই—আমার এই প্রকার আচরণে শ্রীভগবানের লীলা সিদ্ধ হউক ? এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের লীলারস পোষণের নিমিত্তই ব্রহ্মাদি এই প্রকার আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রকার আচরণ অজ্ঞান প্রসূত বলিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহারা সর্বজ্ঞ ছিলেন। অপর যদিও ব্রহ্মাদির সেই প্রকার আচরণে শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদন হয় তথাপি, নিজেকে সেই আচরণে নিমিত্ত স্মরণ করিয়া সেই অপরাধ ক্ষমা করিবার শ্রীভগবানকে স্তুতিও করেন, সুতরাং সকলই নির্দোষ হইল।

সঙ্গতি ঃ—অনন্তর অনিয়মাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তস্মাদিতি। অতঃঅধিকারি ভিন্ন তত্ত্ববিদ্‌গণের বিদ্যাধিগমে বিমুক্তি হয় এই বিষয়ে কোন শংঙ্কাই নাই। সুতরাং শ্রবণাদি সকল অথবা একটি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিলে সাধকের শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দ বরিবষ্যানন্দ লাভ হয় এই বিষয়ে কোন আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই। রুচ্যাত্মকভাবের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় রুচি উৎপন্ন হয়, অতএব রুচিভক্তিই শ্রেষ্ঠা, সাধকজন একাঙ্গসাধনে অথবা অনেকাঙ্গ সাধনে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করেন ॥৩৩॥

১৫॥ "অক্ষরধ্যধিকরণম্"—

অথাস্থৌল্যাদিধর্ম্মানুপসংহর্ত্তুমারভতে । "এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" (বৃ০—৩/৮/৮) ইত্যাদি শ্রূয়তে ।

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমাগ্রাহ্যম গোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রম্" (মু০—১/১/৫-৬) ইত্যাদি চ ।

শ্রীগোবিন্দস্য সেবায়াং রুচিরুৎপদ্যতে সদা ।
রুচ্যাত্মকেন ভাবেন তস্মাৎ শ্রেষ্ঠারুচির্ম্মতা॥
একাঙ্গসাধনেনৈব বহ্বঙ্গসাধনে তথা ।
সেবা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য প্রাপ্নোতি সাধকো জনঃ ॥৩৩॥
ইতি অনিয়মাধিকরণং চতুর্দ্দশং সম্পূর্ণম্ ॥১৪॥

১৫॥ "অক্ষরধ্যধিকরণম্"

গোত্র বর্ণ বিহীনং তু স্থূলসূক্ষ্মবিবর্জ্জিতম্ ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দং ভজাম্যহম্ ॥

এবমেতাবৎ পর্য্যন্তং ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে উপসংহৃতানন্দ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সার্বজ্ঞ্যাদিগুণরত্ন

এই প্রকার অনিয়মাধিকরণ চতুর্দশ সমাপ্ত ॥১৪॥

১৫॥ "অক্ষরধ্যধিকরণ"

অনন্তর অক্ষরধ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । যিনি গোত্র বর্ণ বিহীন ও স্থূল সূক্ষ্মবিবর্জিত অক্ষর ও পরমব্রহ্ম সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করি । এই ভাবে এই পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে উপসংহৃত আনন্দ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সার্বাজ্ঞ্যাদি গুণরত্ন বিভূষণ একাঙ্গ অথবা অনেক অঙ্গ উপাসনার দ্বারা মোক্ষার্থীগণ কর্ত্তৃক মূর্ত্ত ব্রহ্ম উপসিত হইবেন ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন । অনন্তর অস্থূলাদিগুণবৃন্দের শ্রীভগবানের উপাসনায় উপসংহার করা সম্ভব হইবে ? অথবা হইবে না ? ইহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অক্ষরধ্যধিকরণের আরম্ভ' ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ—অতঃপর অক্ষরধ্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অথেতি । অথ অস্থৌল্যাদি সেই শ্রুতি কথিত ধর্ম্ম সকলকে উপসংহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন । এতদিতি, হে গার্গি! ইহা সেই অক্ষর ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে অস্থূল অনণু অহ্রস্ব বলিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই বিশাল আকাশ কাহাতে ওত প্রোত ভাবে অবস্থান রিতেছেন ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তর বলিলেন—হে গার্গি ! যাহাতে এই আকাশ ওতপ্রোত আছে ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে প্রসিদ্ধ অক্ষর বলেন, তাহার স্বরূপ কি ? তাহা বলিতেছেন—অস্থূল,

বিভূষণং একাঙ্গকেন অনেকাঙ্গকেন চ উপাসনেন মোক্ষার্থিভি র্মূতং ব্রহ্মোপাস্যমিতি প্রতিপাদিতম্ ; অথ অস্থৌল্যাদীনাং গুণানাং তত্রোপসংহারঃ সংভবেৎ ন বা ? ইতি প্রতিপাদনার্থং "অক্ষরধ্যধিকরণারম্ভ" ইত্যাধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ অক্ষরধ্যধিকরনস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথ" ইতি । "এতদ্ বৈ" ইতি–অত্র গার্গী পৃচ্ছতি–কস্মিন্ নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইতি ? ইতি প্রশ্নোত্তরমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ–হে গার্গি ! যস্মিন্ অয়মাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ব্রাহ্মণাঃ তং প্রসিদ্ধমক্ষরমভিবদন্তি ; কিং তস্য স্বরূপং ? তত্রাহ–অস্থূলং, স্থূলং মহৎপরিমাণং তদ্‌রহিতং ; অস্তু তর্হি অণুপরিমাণং–তদপি নেত্যাহ–অনণুঃ" অণুপরিমাণরহিতম্ ; এবং অহ্রস্বম্ ; তথাচাত্র–সম্পূর্ণশ্রুতিঃ–"সহোবাচৈতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনন্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায় মতমোঽবায়্বনাকাশম সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কম-শ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কপ্রমাণমুখমমাত্রমনন্তরবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ইতি । "অথ পরেতি মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যম্ ; অথ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ; পরা-অপরা চ ; তত্র সাঙ্গবেদচতুষ্টম্ অপরা বিদ্যা ; অথ পরা ব্রহ্মবিদ্যা, যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া তৎ প্রসিদ্ধমক্ষরং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমধিগম্যতে; কীদৃশমক্ষরমিত্যপেক্ষায়ামাহ–যদক্ষরং তৎ অদ্রেশ্যম্–সর্বেষামিন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যর্থঃ, কিন্তু ভক্তিভাববিভাবিতানামিন্দ্রিয়াণাংগ্রহ্যমিতিভাবঃ । অগ্রাহ্যং–কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং বিষয়াভাবমিতি । অগ্রোত্রম্–গোত্রং অন্বয়ং–মূলং তদ্‌রহিতম্ ; অবর্ণং–বর্ণ্যন্তে ইতি বর্ণাঃ, দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ, তদ্‌রহিতম্ ; অচক্ষুঃ

স্থূল, মহৎপরিমাণ তদ্‌রহিত, তাহা হইলে অণুপরিমাণ হউক ? তাহাও নহে, সুতরাং অনণু, অণুপরিমাণ রহিত এবং হ্রস্বক্ষুদ্রও নহে । সম্পূর্ণ শ্রুতি বাক্যটি এই প্রকার–যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন–হে গার্গী ! ব্রাহ্মণগন সেই প্রসিদ্ধ অক্ষরকে অস্থূল অনণু অহ্রস্ব অদীর্ঘ আলোহিত অস্নেহ অচ্ছায় অতমঃ অবায়ু অনাকাশ অসঙ্গ অরস অগন্ধ অচক্ষুঃ অশ্রোত্র অবাক্ অমনঃ অতেজস্ক অপ্রাণ মুখ অমাত্র অনন্তর অবাহ্য তাহাকে কেহ ভক্ষণ করে না, সেও ভোক্তা নহে । অথ পরেতি, মুণ্ডক শ্রুতিবাক্য অনন্তর পরাবিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষরের অধিগম হয়, সেই অক্ষর অদ্রেশ্য অগ্রাহ্য অগোত্র অবর্ণ অচক্ষু অশ্রোত্র, ইত্যাদিও আছে । অর্থাৎ দুই বিদ্যা আছে জানা যায়, পরা ও অপরা, তন্মধ্যে অঙ্গের সহিত বেদ চতুষ্টয় অপরাবিদ্যা ।

অথ পরা ব্রহ্মবিদ্যা, যে ব্রহ্ম বিদ্যার দ্বারা প্রসিদ্ধ অক্ষর পরব্রহ্ম শ্রীগেবিন্দদেবের অধিগম জ্ঞান হয়। সেই অক্ষর কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–সেই অক্ষর অদ্রেশ্য–সকল ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, কিন্তু ভক্তিভাব বিভাবিত ভক্তের ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য ইহাই ভাবার্থ । অগ্রহ্য,–কর্ম্মেইন্দ্রিয়গণের বিষয়াভাব । অগোত্র–গোত্র অন্বয় মূল, তদ্‌রহিত । অবর্ন–বর্নন করা হয় তাহা বর্ণ, দ্রব্যধর্ম্ম মূলত্বাদি তাহা রহিত, অচক্ষু শ্রোত্র–প্রাকৃত নয়নাদি রহিত । তাহা করচরণ রহিত নিত্য বিভু সর্বগত সুসূক্ষ্ম অব্যয় ভূতযোনি ধীর সাধকগণ দর্শন করেন' ইহা বাক্য শেষ । অপর শ্বেতাশ্বরতরে বর্ণিত আছে–তিনি আপানি পাদ, বেগশালী গ্রহন কর্ত্তা চক্ষুরহিত দর্শন কারী, তিনি অকর্ণ শ্রোতা, তিনি সকল বেত্তা , তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলা হয় । ইহা বিষয়বাক্য ।

ইহ ভবতি বীক্ষা-অক্ষরশব্দিত পরব্রহ্মবিষয়াঃ স্থৌল্যাদিপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্বাসূপাসনাসু নেয়াঃ ? নবেতি। "সমান এবঞ্চাভেদাৎ" (ব্র০ সূ০–৩/৩/৯/২০) ইত্যত্র বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মোপাসনায়া নিরূপণাৎ তাদৃশে ব্রহ্মণি এতাসামসম্ভবান্নেতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য তদ্ ভাবাভ্যামৌ পসদবৎ তদুক্তম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৫/৩৪॥

শ্রোত্রং–প্রাকৃতনয়নাদিরহিতম্ ; "তদপানিপাদম্ ; নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ইতিবাক্যশেষঃ। অপিচ শ্বেতাশ্বতরে–৩/১৯, আপনি পাদো জবনো গ্রহিতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ ইতি। ইত্যাদি বিষয় বাক্যম্।

সংশয় :–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি বীক্ষা-সংশয় ইত্যর্থঃ। অক্ষর–ইত্যাদি সংশয়প্রকারস্তু স্ফুটার্থম্। তথাচ–মূর্ত্তব্রহ্মাপাসনে আক্ষরাদি পরব্রহ্মনিষ্ঠগুণাঃ সংহর্ত্তব্যাঃ ? ন বা ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়ে জাতে-পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–সমান" ইতি। আত্মমাত্রত্বেন, আত্মবিগ্রহত্বেন সমান এবোপাস্যমিতি প্রতিপাদিতম্ ; তস্মাৎ বিগ্রহাত্মকব্রহ্মাপাসনায়া নিরূপণাৎ ; তাদৃশে বিগ্রহাত্মকে পরব্রহ্মণি তাসাং প্রতিষেধবুদ্ধীনাং সর্বথা ভাবাৎস্থৌল্যাদীনাং গুণানাং নোপসংহার্য্যত্বমিত্যর্থঃ। তথাচ–তস্মিন্ মূর্ত্তব্রহ্মোপাসনে তেষামানন্দাদিগুণানাং উপসংহারসম্ভবাৎ তেষামুপসংহার্য্যত্বমস্তু ; কিন্তু অস্থৌল্যাদীনাং গুণানাং তত্রাসম্ভবাৎ নোপসংহার্য্যত্বমিতি ভাবঃ। ইতি পূর্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমুদ্ভাবয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অক্ষরধিয়াম্"

সংশয় :—এই বিষয়বাক্যে সন্দেহ বীক্ষা হইতেছে—অক্ষরেতি। অক্ষরশব্দিত পরব্রহ্ম বিষয়ক স্থৌল্যাদি প্রতিষেধ বুদ্ধি সকল উপাসনায় নেয়া, গ্রহণ করা উচিত ? অথবা নহে ? অর্থাৎ মূর্ত্ত ব্রহ্মোপাসনে অক্ষরাদি পরব্রহ্ম নিষ্ঠগুণবৃন্দ উপসংহার করা কর্ত্তব্য ? অথবা উপসংহার উচিত নহে ? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সংশয়জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–সমানেতি। সমানই হয় অভেদহেতু' এইস্থলে বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মোপাসনার নিরূপণহেতু সেই প্রকার ব্রহ্মে এই গুণবৃন্দের অসম্ভবহেতু উক্ত গুণসকল উপসংহার করিবে না। অর্থাৎ আত্মমাত্রত্বে, আত্মবিগ্রহত্বে সমানই উপাস্য হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অতএব বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মোপাসনার নিরূপণ হেতু, তাদৃশ বিগ্রত্মাকে পরব্রহ্মে এই প্রতিষেধবুদ্ধি সকলের সর্বথা অভাব হেতু অস্থৌল্যাদি গুণবৃন্দের উপসংহার্য্যত্ব হয় না এই অর্থ। সারর্থ এই যে–সেইমূর্ত্তব্রহ্মোপাসনে আনন্দাদি গুণবৃন্দের উপসংহার করা সম্ভবহেতু তাহাদের উপসংহার করা হউক, কিন্তু অস্থৌল্যাদি গুণবৃন্দের তাঁহাতে অসম্ভব হেতু উপসংহার করা না হউক

"তু" শব্দাৎ পূর্বপক্ষো নিবর্ত্ততে । অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনীনাং আসামস্থৌল্যাদিধিয়াং সর্বাসু তাসু অবরোধঃ সংগ্রহঃ কার্য্যঃ । কুতঃ ? সামান্যেতি

"সর্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি" (কঠ০ ১/২/১৫) ইতি শ্রুতেঃ । সর্বত্রোপাস্যস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য সামান্যাদৈক্যরূপ্যাৎ । তত্র বিগ্রহেঽস্থৌল্যাদীনাং ভাবাচ্চ ।

অয়ং ভাবঃ–"জ্ঞাত্বা দেবম্" (শ্বে০–১/১১) ইত্যাদিশ্রুতে র্জ্ঞানান্মোক্ষঃ । তচ্চ জ্ঞানং তমসাধারণ্যেন গৃহ্ণীয়াৎ, ন তু সাধারণ্যেন ।

অন্যত্রাতিপ্রসঙ্গাৎ । ততশ্চাস্থৌল্যাদিবিশেষিত বিভু জ্ঞানানন্দাভিন্ন বিগ্রহরূপত্বেন জ্ঞানমসাধারণ্যায় স্যাৎ, তদিতরনিখিলভেদানুমাপকত্বাৎ । ইত্থঞ্চ সকলহেয় প্রত্যনীকত্বং তদ্বিগ্রহস্য সিদ্ধম্ ।

ইত্যাদি । তু-কিন্তু–অত্রপূর্বপক্ষমযুক্তমিত্যর্থঃ । অক্ষরব্রহ্মধিয়াম্–অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনীনাম্ আসাং অস্থৌল্যাদিধিয়াং সর্বাষু উপসনাসু অবরোধঃ–সংগ্রহঃ কার্য্যঃ ; কুতঃ ? সামান্য-তদ্‌ভাবাভ্যাম্ ; সামান্যম্–"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" (কঠ০-১/২/১৫) শ্রীগীতাসু চ–১৫/১৫ "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি । তদ্‌ভাবম্–অস্থূলত্বাদিভাবম্ ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৯/১৩ ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্বাপর-বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ কঠোপনিষদি চ–১/২/২০ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইতি । ইত্যাদিনাং অণুত্ব বৃহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মণাং তস্মিন্ বিগ্রহে ভাবাৎ যুগপদ্‌বর্ত্তমানত্বাৎ ।

এবং সামান্য তদ্‌ভাবাভাং সর্বেষাং ধর্ম্মাণাং তত্র পরব্রহ্মণি বিদ্যমানত্বাৎ পরব্রহ্মোপাসনায়াং

ইহাই ভাবার্থ এই প্রকার পুর্বপক্ষবাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের উদ্ভাবনা করিতেছেন–অক্ষরেতি । অক্ষরবুদ্ধি সকলের অবরোধ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, কেন ? উপাস্যের সর্বত্র সমান হওয়া হেতু যেমন ঔপসদ । অর্থাৎ তু কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বপক্ষ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অক্ষর ব্রহ্মধিয়ার–অক্ষরব্রহ্ম সম্বন্ধিনী এই অস্থৌল্যাদি বুদ্ধির সকল উপাসনাতেই অবরোধঃ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কেন ? সামান্য ও তাহার ভাবহেতু, সামান্য সর্বত্রই উপাস্যের সমানতা কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে–বেদাদি শাস্ত্র সকল যাঁহার পদস্থান বোধ করায় ।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–নিখিল বেদশাস্ত্র কর্ত্তৃক আমিই একমাত্র বেদ্য ইত্যাদি । তদ্‌ভাব–অস্থূলতাদির ভাব, এই বিষয়ে–শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যাহার অন্তর নাই যাহার বাহির নাই, পূর্ব নাই অপর নাই, যে পূর্বে অপরে বাহিরে অন্তরে, জগতের যে ও জগৎ যে । কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে, ব্রহ্ম অণু হতেও অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহিয়ান্ । ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা অণুত্ব বৃহত্ত্বাদি ধর্ম্মবৃন্দের শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে ভাবাৎ যুগপৎ বর্ত্তমান হেতু, এই প্রকার সামান্যও তদ্‌ভাবহেতু সকল প্রকার ধর্ম্মের পরব্রহ্মে বিদ্যমান হেতু পরব্রহ্মোপাসনায় তাঁহাদের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য এই অর্থ । সামান্য গুণগণের

"স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ন জন্তুঃ। নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাসন্ নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ (ভা০-৮/৩/২৪) ইতি। স্থৌল্যাদিবিহীনত্বেনাভ্যর্থিতং বস্তু তাদৃগ্বিগ্রহাত্মা আবির্ভূতমিতি স্মর্য্যতে। "হরিরাবিরাসীৎ" (ভা০-৮/৩/৩০) ইতি-

তেষাং সংগ্রহঃ কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ। সামান্যগুণানাং প্রধানগুণানুগামিত্বে দৃষ্টান্তমাহ-উপসদবৎ" উপসদাখ্যকর্ম্মাঙ্গভূতমন্ত্রবদিত্যর্থঃ। তদুক্তং-প্রথমকাণ্ডে তথৈব প্রতিপাদনাদিতিভাবঃ।

অথ সূত্রস্থ-"তু" শব্দস্যার্থমাহুঃ-"তু" ইতি। "অক্ষরঃ" ভাষ্যাংশঃ স্ফুটার্থম্; তত্র হেতুমাহুঃ-কুতঃ? ইতি; তথাচ-পরব্রহ্মোপাসনায়াম্ তস্যাস্থৌল্য-অনণুত্বদীনাং ধর্ম্মাণাং সামান্যমিত্যর্থঃ। "সর্বে" ইতি অতিরোহিতার্থম্। অথ সূত্রসারার্থমাহুঃ-"অয়ং ভাবঃ" ইতি। স্পষ্টম্। অতি প্রসঙ্গাদিতি-ইন্দ্রাদৌ ইত্যর্থঃ। সাধারণ দেবজ্ঞানেন মোক্ষত্বাপত্তৌ সতি ইন্দ্রস্যাপি জ্ঞানেন তৎ স্যাৎ, তস্যাদেবত্বাবিশেষাৎ, ন তু তথাস্তি; কিন্তু স্বেতরসর্ববিলক্ষণ বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়দেববিশেষ পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানেনৈব মোক্ষ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তং দেবমসাধারণ্যেন অস্থৌল্যাদ্যসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্টত্বেন গৃহ্নীয়াৎ, তথাত্বেন গ্রহণমেব মোচকত্বাৎ।

অথ স্বেতরসর্ববিলক্ষণত্বং শ্রীগোবিন্দদেবস্য সাধয়ন্তি-"স বৈ ন" ইতি শ্রীগজেন্দ্রস্তবেন। সঃ অশেষঃ-নিষেধশেষঃ, জয়তাৎ ইত্যন্বয়ঃ। অত্র টীকা চ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তীপাদানাম্-শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা-"স

প্রধান গুণগামিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন ঔপসদবৎ।

উপাসদাখ্য কর্ম্মাঙ্গভূত মন্ত্রের সমান জানিতে হইবে। তদুক্তম্ প্রথম কর্ম্মকাণ্ডে সেই প্রকারই প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই সূত্রার্থ। অথ সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ বলিতেছেন-তিৃতি। তু শব্দ হইতে পূর্বপক্ষ নিবর্ত্তিত করিতেছেন। অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধিনী অস্থৌল্যাদি বুদ্ধির সর্বপ্রকার উপসনাতেই অবরোধ সংগ্রহ করিতে হইবে। কেন? সামান্যহেতু অর্থাৎ পরব্রহ্মোপাসনায় তাঁহার অস্থৌল্যাদি অনণুত্বাদি ধর্ম্মবৃন্দের সমানতা হয় এই অর্থ। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে-বেদাদি শাস্ত্রগণ যাঁহার স্থানকে বোধ করায় ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে সর্বত্র উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপের সামান্য একরূপহেতু, উপাস্য বিগ্রহে অস্থৌল্যাদি ধর্ম্ম ও বিদ্যমান আছে। এই সূত্রের সারার্থ বলিতেছেন-অয়মিতি।

এই বিষয়ে ভাবার্থ এই যে দেবকে জানিয়া ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়,-দেবজ্ঞানেই মোক্ষ হয়। সেই জ্ঞান ঐদেবকে অসাধরণ ভাবেই গ্রহন করিবে, কিন্তু সাধারণ ভাবে নহে। সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিলে অন্যদেবতায় অতি প্রসঙ্গ হইবে। অতএব অস্থৌল্যাদি বিশেষিত বিভু জ্ঞানানন্দাভিন্ন বিগ্রহরূপত্বেই যে জ্ঞান তাহাই অসাধারণের নিমিত্ত হইবে, কারণ তাহা তদ্ভিন্ন নিখিল ভেদের অনুমাপক হওয়া হেতু। এই প্রকার সকল হেয় প্রত্যনীকতা শ্রীভগবানের বিগ্রহের সিদ্ধ হইল অর্থাৎ-অতি প্রসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবে অতি প্রসঙ্গ হয় এই অর্থ। যদি সাধারণ ইন্দ্রাদি দেবগণের জ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয় তাহা হইলে পরে ইন্দ্রের জ্ঞানের দ্বারাও মোক্ষ লাভ হইবে, কারণ ইন্দ্র ও দেবতা বিশেষ,

অত্র এতাদৃশাবির্ভাবমর্থয়মানে গজেন্দ্রে যেন রূপেণাবির্ভূতং তৎ খলু তাদৃগেব ভবেদিতি বিস্ফুটং তত্ত্বম্ । ইতরথা জ্ঞানমাত্রং তচ্চেতস্যবভাসতে । ইহ প্রাপঞ্চিকং দেবত্বাদিপ্রতিষিধ্যতে । স্বরূপনিষ্ঠং দেবত্বং পুরুষত্বঞ্চাস্ত্যেব, তথৈব প্রাকট্যাৎ ।

বৈ ইত্যাদি । সোঽশেষঃ শ্রীকৃষ্ণ—ইদং ন ইদং নেতি নিষেধো যস্তেন শিষ্যতে ইতি শেষঃ ।

ননু কথং শেষতয়ৈবাসো জ্ঞায়তে ; ন শব্দেন ? সত্যম্, শব্দ প্রতিপাদ্যোঽসৌ ন ভবতি, তথাহি— "শব্দৈরেব প্রতীক্ষ্যন্তে জাতি-দ্রব্য-গুণক্রিয়াঃ" ইতি জাত্যাদিনাং মধ্যে স কিমপি ন ভবতীত্যাহ—ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যগিতি জাতিং নিরাকরোতি । ন তু লিঙ্গত্রয়েণ একমপি দর্শয়তি—ন স্ত্রী, ন ষণ্ডো ন পুমান্, নস্ত্রী, ন প্রকৃতি র্ন ষণ্ডোন বা ব্রহ্ম পুমান্ পুরুষঃ পুরুষাবতারঃ, প্রকৃত্যাদীনামপি পরত্বাৎ ; দ্রব্যং নিরাকরোতি—ন জন্তুঃ, জন্তু–শব্দোঽত্রড়িত্থাদিপরঃ, অন্যথা দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যগিত্যাদিনৈব প্রাণিত্বং পর্য্যবস্যতে; কিমন্যেন প্রনিবচনেন—? জন্তু শব্দেন উৎপন্নত্বেন জায়তে ইতি জন্তুঃ ; গুণং নিরাকরোতি--ন গুণঃ ; ক্রিয়াং নিরাকরোতি—ন কর্ম্ম ; ন ক্রিয়া ন সৎ কারণং কার্য্যকারণয়োরপি পরঃ । অথবা—শ্রীকৃষ্ণো ন দেবাসুরাদিঃ ; যদা দেবাদিষু অবতরতি তদাসৌ দেব এব ন, অতএব ন জাতিরিতি সর্বত্র বোধ্যম্ ।

"তথাঽসুরানাবিশাৎ" (ভা০ ৮/৭/১১) ইত্যাদিনা অমৃত মথনেঽসুর বলবীর্য্যবৃদ্ধয়ে অসুরানাবিশৎঃ তদা নাস্য মর্ত্ত্যত্বম্ । যদা মর্ত্ত্যেষু রামাদিরূপেণাবতরতি তদাপি নাস্য মর্ত্ত্যত্বম্ ; যদা তির্য্যক্ষু বরাহাদি

কিন্তু তাহা দেখা যায় না, কারণ স্বেতরসর্ববিলক্ষণ বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় দেবতা বিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীগোন্দিদেবের জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ প্রতিপাদন করা হইয়াছে এইহেতু । অতএব সেই দেবকে অসাধারণ্যে অস্থৌল্যাদি অসাধারণ ধর্ম্ম বিশিষ্টত্বরূপেই গ্রহন করিতে হইবে, সেই ভাবে গ্রহণই মোক্ষের হেতু হয় ।

অনন্তর স্বেতরসর্ববিলক্ষণতা শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিপাদন করিতেছেন—সবৈনেতি, শ্রীগজেন্দ্র স্তবের দ্বারা । সে দেব অসুর মর্ত্ত্য তির্য্যক্ নহে, স্ত্রী নহে ষন্ড নহে, পুরুষ নহে, জন্তু নহে, গুণ কর্ম্ম নহে, সৎ নহে অসৎ নহে, সেই অশেষ নিষেধশেষের জয় হউক ইহায় অন্বয়ার্থ । ইহার শ্রীনাথচক্র বর্ত্তীপাদের টীকা—সেই অশেষ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, তিনি কীদৃশ ? নিষেধ শেষ, ইহা নহে ইহা নহে, এই প্রকার যে নিষেধ তাহার দ্বারা অনুশাসন করা হয় তাহাই শেষ, যদি বলেন শেষরূপে কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ? শব্দের দ্বারা জানাযায় না কেন ? সত্যই শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি নহেন ; কারণ শব্দ জাতি দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করে, এই জাত্যাদির মধ্যে সে কোন বস্তুই নহে, তাহা বলিতেছেন--তিনি দেব অসুরমর্ত্ত্যতির্য্যগাদি নহেন এই প্রকারে জাতির নিরাকরণ করিলেন, অপর লিঙ্গত্রয়েও একটিও নহে তাহা দেখাইতেছেন—স্ত্রী নহে, নপুংসক নহে, পুরুষ নহে, স্ত্রী প্রভৃতি নহে, ষণ্ড ব্রহ্ম নহে, নপুংসক নহে, পুরুষ নহে, স্ত্রী প্রকৃতি নহে, ষণ্ড ব্রহ্ম নহে, পুমান্ পুরুষ পুরুষাবতার প্রকৃতি প্রভৃতির ও শ্রেষ্ঠ হওয়া হেতু, দ্রব্য নিবারণ করিতেছেন—জন্তু নহে, জন্তুশব্দ এইস্থলে ডিত্থবাচক অন্যথা দেবাসুর মর্ত্ত্যতির্য্যক্

রূপেণাবতরতি তদাপি নাসৌ তির্য্যক্ ; অতোঽসৌ ন জাতিঃ । নাপি লিঙ্গমস্য নিয়ামকম্–তত্রাহ–ন স্ত্রী, যদা মোহিনীরূপোঽভূৎ, তদাপাস্য ন স্ত্রীত্বম্ । যদ্ ব্রহ্মেতি ষণ্ডতয়া নিরূপ্যতে ; তদা নাস্য ষণ্ডত্বম্ ; যদা পুরুষাবতারো ভবতি তদা পুরুষ বায়মিতি ন পুরুষত্বম্ ; শমশ্রুমত্ত্বং নাস্য ; তথাপি "স বৈ" ইতি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশাৎ নিষেধশেধঃ পুরুষোত্তমো নিত্যকিশোর ইতি । অতো দেবাসুর মর্ত্ত্যাদীনাং নিষেধশেষঃ খলু যঃ স এব শ্রীকৃষ্ণো নিত্যকিশোর শ্রীপুরুষোত্তমঃ" ইত্যেষা ।

স্মর্য্যতে–তথাচ–গ্রাহাক্রান্তেন গজেন্দ্রেণ স্বপ্রাণসঙ্কটাপন্নসময়ে তৎক্লেশনিবৃত্তয়ে দেবাদিবিলক্ষণঃ স্থৌল্যাদিগুণশূন্যঃ বিজ্ঞানানন্দময়ঃ বিভুঃ পরমাত্মা–আকারিতঃ ; স্বেতরসর্ববিলক্ষণঃ খলু গজেন্দ্রদৈন্যশ্রবণাৎ উদ্‌বেলিদয়ো মূর্ত্তানন্দবিজ্ঞানঃ প্রাদুর্ভূতঃ" এবং শ্রীমদ্ভাগবতেঽষ্টমস্কন্ধে শ্রীগজেন্দ্রোপাখ্যানং বর্ত্ততে ; তথাহি শ্রীভাগবতে–৮/৩/৩০ এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানঃ । নৈতে যদোপসসৃপু নিখিলাত্মকত্বাৎ তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ" তস্মাৎ–"হরিরাবিরাসীৎ" ইতি–সর্ববিলক্ষণেনাকারিতং শ্রীহরিঃ সর্ববিলক্ষণেনৈব স্বরূপেণ আবির্ভূতঃ ; ন হি অনাকারিতঃ কোঽপ্যাগচ্ছেদিতি

ইত্যাদির দ্বারাই প্রাণিত্ব পর্য্যবসায় হয়, অন্য প্রাণীবচনের প্রয়েজন কি ? জন্তু শব্দের দ্বারা উৎপন্নত্বরূপে যাহা জাত হয় তাহা জন্তু ।

গুণনিবারণ করিতেছেন–গুণনহে ক্রিয়াবারণ–করিতেছেন–কর্ম্ম নহে, ক্রিয়া নহে, সৎকারণ নহে, কার্য্যকারণেরও পরশ্রেষ্ঠ । অথবা শ্রীকৃষ্ণ দেবাসুরাদি নহেন, যেকালে তিনি দেবাদিতে অবতরণ করেন সেই কালও তিনি দেবতা নহেন, অতএব জাতিও নহেন ইহা সর্বত্র বুঝিতে হইবে । অসুরগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি দ্বারা অমৃতমন্থন কালে অসুরদিগের বলবীর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অসুরগণে প্রবেশ করিলেন, সেই কালেও তিনি মর্ত্তানহেন । যেকালে মর্ত্ত্যমধ্যে শ্রীরামাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন সে কালেও তাঁহার মর্ত্ত্যত্ব নাই, যে কালে তির্য্যক্‌মধ্যে বরাহাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন সে সময়েও তিনি তির্য্যক্ নহেন, সুতরাং তিনি জাতি নহেন ।

অপর লিঙ্গ ও তাঁহার নিয়ামক তাহা বলিতেছেন–স্ত্রী নহেন, যে কালে তিনি শ্রীমোহিনীরূপ হয়েন তখনও তাঁহার স্ত্রীত্ব ছিল না, যে কালে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ষন্ঢ নপুংসকরূপে নিরুপণ করেন সেই কালেও তাঁহার ষন্ঢত্ব নাই, পুনঃ যে সময় পুরুষাবতার হয়েন সেই সময় "ইনি পুরুষ" এই প্রকার পুরুষত্ব নাই, তাঁহার পুরুষদ্যোতক শ্মশ্রুমত্ত্ব নাই । তথাপি 'স' সেই এই প্রকার পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ হেতু তিনি নিষেধ শেষ, পুরুষোত্তম নিত্যকিশোর, অতএব দেবাসুরমর্ত্ত্যাদির নিষেধ শেষ যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর শ্রীপুরুষোত্তম । ইতি ।

এই প্রকার স্থৌল্যাদি বিহীনরূপে অভ্যর্থিত বস্তু তাদৃশ বিগ্রহাত্মারূপেই আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন' এইস্থলে প্রাণরক্ষকের আবির্ভাব গজেন্দ্র প্রার্থনা করিলে যেরূপে তিনি নিশ্চয়ই সেই প্রকার হইবেন এই তত্ত্বই স্পষ্ট হইতেছে, অন্যথা কেবল জ্ঞান মাত্রই গজেন্দ্রের হৃদয়ে অবভাসিত হইত । স্মর্য্যতে' অর্থাৎ গ্রহণগ্রস্ত গজরাজ কর্ত্তৃক নিজ প্রাণ সংকটাপন্ন

গুণানাং প্রধানানুগামিত্বে নিদর্শনং–ঔপসদবদিতি । উপসদাখ্য কর্ম্মাঙ্গভূতমন্ত্রবদিত্যর্থঃ। যথা জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিনীষু উপসৎসু "অগ্নির্বৈ হোত্রং

ভাবঃ ।

ননু–মূর্ত্তস্য পুরুষস্য শ্রীহরেঃ কথং স্থৌল্যাদিশূন্যত্বং প্রতীমঃ ? তত্রাহঃ–ইহেতি স্পষ্টম্ । তস্য দেবত্বং–তথাহি শ্বেতাশ্বতরে–৫/৪ এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ" পুরুষবোধিন্যাম্–৪র্থ প্র০ "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ" ইতি । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পুরুষত্বম্–তথাহি–তৈত্তিরীয়কোপনিষদি–২/৫/১ "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব" বৃহদারণ্যকে চ–৩/৯/২৬ "ত্বং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" কঠোপনিষদি–১/৩/১১ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" শ্রীগীতাসু চ–৮/২২ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি। তস্মাৎ স্বরূপনিষ্ঠং পুরুষত্বং তস্য শ্রীভগবতঃ । তৎ পুরুষত্বং তু তস্যাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধং, ন তু ভৌতিকম্। শ্রীগোবিন্দদেবস্য আনন্দময়–ভক্তবাৎসল্যাদয়োগুণা মুখ্যাঃ, অন্যে তু তদনুগাঃ ।

তস্মাৎ অস্থৌল্যাদীনাং অপ্রধানগুণানাং প্রধানগুণানুগমিত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"গুণানাম্" ইতি ।

সময়ে নিজ ক্লেশ নিবৃত্তির নিমিত্ত দেবাদি বিলক্ষণ স্থৌল্যাদি গুণ শূন্য বিজ্ঞানানন্দময় বিভুপরমাত্মা আকারিত প্রর্থিত হয়েন, তখন স্বেতর সর্ববিলক্ষণ শ্রীহরি গজরাজের দীন বাক্য শ্রবণ করত করুণায় উদ্‌বেলিত হৃদয় হইয়া মূর্ত্তানন্দ বিজ্ঞানরূপে আবির্ভূত হয়েন ।

শ্রীভাগবতে অষ্টমে শ্রীগজেন্দ্রোপাখ্যান বর্ণিত আছে, এই প্রকার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত গজরাজ নির্বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিলে বিবিধলিঙ্গভিধাভিমান ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত যখন আসিলেন না, তখন নিখিলাত্মক হওয়াহেতু অখিল দেবতাময় শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন' । অতএব শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন' এই প্রকার সর্ববিলক্ষণরূপে প্রার্থিত শ্রীহরি সর্ববিলক্ষণ রূপেই আবির্ভূত হইলেন, কারণ আহবান না করিলে কেহ আগমন করে না ইহাই ভাবার্থ ।

যদিবলেন–মর্ত্ত্য শ্রীহরির স্থৌল্যাদি শূন্যতা কি প্রকারে প্রতীতি করিব ? তদুত্তরে বলিতেছেন–ইহেতি । এইস্থলে প্রাপঞ্চিক দেবত্বাদি প্রতিষেধ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীহরির স্বরূপনিষ্ঠ দেবত্ব ও পুরুষত্ব সর্বদাই বিদ্যমান আছে, কারণ তিনি সেই প্রকারেই প্রকট হইয়াছিলেন এইহেতু । শ্রীদেবত্ব শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে–এই প্রকার সেই বরেণ্য ভগবান দেব একাকী প্রকৃতি স্বভাব মহদাদি ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন । পুরুষবোধিনীতে বর্ণিত আছে–দেব শ্রীগোবিন্দদেব একাকী নিত্যলীলায় অনুরক্ত আছেন ।

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের পুরুষত্ব তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে–অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময়, তাঁহাতেই পূর্ণ সেই সেই এই আনন্দময় পুরুষবিধি পুরুষাকার হয়েন । বৃহদারণ্যকে তোমাকে উপনিষৎজ্ঞ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি। কাঠকে– পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই তিনি কাষ্ঠা ও পরাগতি । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–হে পার্থ ! সেই পরঃ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্য ভক্তির দ্বারাই লভ্য । অতএব শ্রীভগবানের পুরুষত্ব স্বরূপনিষ্ঠই হয়, সেই পুরুষত্ব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি সিদ্ধ হয়, কিন্তু ভৌতিক নহে।

"ঔপসদবৎ" ইতি ব্যক্তম্ । তস্মাৎ সর্বত্র সর্বাসূপাসনাসু অস্থৌল্যাদিবুদ্ধীনাং অক্ষরব্রহ্মানুগামিত্বাৎ তাসাং সংগ্রহঃ কার্য্য । অত্রার্থে বিধিকাণ্ডসম্মতমপ্যাহুঃ–গুনমুখ্য" ইতি । গৌণ-মুখ্য-ব্যতিক্রমে–"উৎপত্তিবিধিঃ বিনিয়োগ বিধিশ্চ, অনয়োর্ব্যতিক্রমে–বিরোধে সমুপস্থিতে মুখ্যেন বিধিনা বেদসংযোগঃ কর্ত্তব্যঃ ; কুতঃ ? তদর্থত্বাৎ ; গৌণবিধীনাং মন্ত্রাণাং বা মুখ্যার্থানুগামিত্বাৎ ; উৎপত্তিবিধেঃ বিনিয়োগ বিধয়ে প্রযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ–উৎপত্তিবিধিঃ–অর্থসংগ্রহে–১৫ "তত্র কর্ম্মস্বরূপমাত্রবোধকো বিধিঃ উৎপত্তিবিধিঃ" যথা–"অগ্নিহোত্রংজুহোতি" ইতি । বিনিযোগবিধিঃ–তত্রৈব–১৬ "অঙ্গপ্রধানসম্বন্ধবোধকো বিধিঃ বিনিয়োগবিধিঃ" যথা–"দধ্না জুহোতি" ইতি । অত্রায়মর্থঃ–যজুর্বেদজমগ্নিং "পুষ্টিকামশ্চতুরাত্রেণ অযজেত" ইত্যুৎপন্নে জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিন্য উপসদো ভবন্তীতি ; পুরোভাশযুক্তাসূপসৎসু ইষ্টিষু পুরোভাশ প্রদানকর্ম্মমন্ত্রাণাং উদ্‌গাতৃবেদোৎপন্নানাং অগ্নের্বৈহৌত্রং "বেরধ্বরম্" ইত্যাদীনামুদ্‌গাতৃপ্রয়োগে প্রাপ্তেঽধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকে পুরোডাশপ্রদানে কর্ম্মাণি তেষাং মন্ত্রাণাং বিনিয়োগাৎ বিনিয়োগবিধেশ্চ সার্থক্যসম্পদকস্য স্বরূপমাত্রবোধকোৎপত্তিবিধ্যপেক্ষয়া মুখ্যত্বাৎ মুখ্যানুরোধেনাধবুর্য্যনৈব তেষাং প্রয়োগো, ন তু গৌণী–উৎপত্তিবিধ্যনুরোধেনোদ্‌গাত্রেতি ।

যথা–অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃপুরোডাশপ্রদানবিষয়াণাং মন্ত্রাণং যত্র ক্বাপি শ্রুতানামপ্যধ্বর্য্যূণাং সম্বন্ধঃ তথা–

শ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময় ভক্তবাৎসল্যাদি গুনবৃন্দ মুখ্য, অন্য গুনসকল তাঁহাদের অনুগত হয় ।

অতএব অস্থৌল্যাদি গুনবৃন্দ অপ্রধান হওয়া হেতু প্রধান গুনগণের আনুগামিতা প্রতিপাদন করিতেছেন–গুণানামিতি । অপ্রধান গুনের :প্রধান প্রধান গুনের অনুগামিতা বিষয়ে নিদর্শন যেমন ঔপসদ, উপসদ নামে কর্ম্মের অঙ্গভূত মন্ত্রের সমান এই অর্থ । যেমন জামদগ্ন্য অহীনে যাগে পুরোডাশযুক্ত উপসদ্যাখ্যকর্ম্মে 'অগ্নের্বৈহোত্রম্' ইত্যাদি পুরোডাশ প্রদান কারীমন্ত্রগণ সামবেদে পাঠকরিলেও প্রধানানুগামিতাহেতু যজুর্বেদ পাঠকারী অধ্বর্য্যুগণের সহিত সম্বন্ধ রাখে । কারণ প্রদান কার্য্য হওয়া হেতু। এই প্রকার অস্থৌল্যাদি ক্বাচিৎক্যবুদ্ধি হইলেও প্রধান অক্ষরের সহিত সর্বত্র সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাদের তদনুগামীত্ব হেতু । অতএব সর্বত্র সকল উপাসনায় অস্থৌল্যাদি বুদ্ধির অক্ষর ব্রহ্মের অনুগামিতা হেতু তাহাদের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য ।

এই বিষয়ে বিধিকাণ্ডের সম্মতি ও বলিতেছেন–গুণেতি । গৌণ ও মুখ্য বিধির ব্যাতিক্রমে, অর্থাৎ উৎপত্তি বিধিও বিনিয়োগবিধি এই বিধিদ্বয়ের ব্যতিক্রমে, বিরোধ সমুপস্থিত হইলে পরে মুখ্যবিধির দ্বারাই বেদ সংযোগ কর্ত্তব্য, কেন ? তদর্থহেতু, গৌণবিধি সকলের বা মন্ত্র সকলের মুখ্যবিধি বা মন্ত্র সকলের অনুগামিতা হেতু, উৎপত্তি বিধির বিনিয়োগ বিধিতে প্রযুক্ত হয় এই অর্থ । উৎপত্তি বিধি এই প্রকার–তান্মধ্যে কর্ম্মস্বরূপ মাত্র বোধকারী বিধিকে উৎপত্তি বিধি বলে, যেমন–অগ্নিহোত্রং জুহোতি, বিনিয়োগবিধি এই প্রকার–অঙ্গ প্রধান সম্বন্ধ বোধক যে বিধি তাহা বিনিয়োগ বিধি, যেমন–দধ্নাজুহোতি।

এই স্থলের সারার্থ এই–যজুর্বেদজ অগ্নি পুষ্টিকাম মানব চতুরাত্রযাগের দ্বারা যজনা করিবে, এই বাক্যে জামদগ্ন্য অহীন যাগে পুরোডাশসকল উপসদ সংস্কার যোগ্য হয়, পুরোডাশ যুক্ত উপসৎ সংস্কার করা ইষ্টিতে পুরোডাশ প্রদান কর্মসকলের উদ্‌গতৃবেদোৎপন্ন মন্ত্রের অগ্নের্বৈর্হোত্রম্' বেরধ্বম' ইত্যাদি

যত্র ক্বাপি পঠিতানামপ্যস্থৌল্যাদিধিয়াং মুখ্যেণাক্ষরেণ ব্রহ্মণা সহ সম্বন্ধ ইতি। অস্মিন্নেবার্থে উদাহরণান্তরতয়া মহর্ষিজৈমিনের্ম্মতমপি নির্ণায়াকত্বেন দর্শয়ন্তি–"তদুক্তম্" ইতি। অত্র সূত্রার্থঃ–"য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে" ইতি যজুর্বেদ বিহিতাধানাঙ্গত্বেন "য এবং বিদ্বান্ বারয়ন্তীয়ং গায়তি" "য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তি" ইতি যজুর্বেদে ; এব সামানি বিহিতানি বিষয়ঃ ; বারয়ন্তীপদযুক্তং সাম বারয়ন্তীয়ং এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্। "উচ্চৈঃ সাম্নঃ" "উপাংশু যজুষা" ইতি সামযজুষোঃ স্বরভেদেঽস্তি। তত্র কিমেতানি সামানি সামবেদোৎপন্নত্বাৎ তদীয়েনোচ্চৈঃ স্বরেণাধানে প্রযোজ্যানি ? উত-যেন যজুর্বেদেন বিনিযুজ্যন্তে তদীয়েনোপাংশু স্বরেণ ? ইতি সংশয়ে–উৎপত্তিবিধিবলাদুচ্চৈঃ স্বরেণ ইতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি–গুণামুখ্যেতি। গুণমুখ্যয়োরুৎপত্তি-বিনিয়োগবিধ্যোর্ব্যতিক্রমে স্বর বিষয়ে বিরোধে প্রাপ্তে মুখ্যেন বিনিয়োগ-বিধিনা বেদস্য বারয়ন্তীয়াদেঃ সংযোগো গ্রাহ্যঃ। সাম্নাং বিনিয়োগঃ স্বরসংযোগ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতু–তদর্থত্বাদিতি। উৎপত্তিবিধে-র্বিনিয়োগার্থত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তং স্বারাধ্যং শ্রীগোবিন্দদেবং অসাধারণ্যেনাস্থৌল্যাদ্যসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্টত্বেন গ্রহীতব্যমিত্যর্থঃ। তত্র স্বভাবপোষকা ধর্ম্মা মুখ্যাঃ, অন্যে গৌণাঃ, ইতি ভাবঃ ॥৩৪॥

উদ্‌গাতৃ প্রয়োগে প্রাপ্ত হইলে পরে অদ্ধর্য্যু কর্ত্তৃক পুরোডাশ প্রদান কার্য্যে সেই মন্ত্র সকলের বিনিয়োগ হেতু, বিনিয়োগ বিধি সার্থক সম্পাদকের স্বরূপ মাত্র বোধক উৎপত্তি বিধির অপেক্ষায় মুখ্য হওয়া হেতু, মুখ্যানুরোধ বশতঃ অদ্ধর্য্যু কর্ত্তৃকই তাঁহাদের প্রয়োগ হয়, কিন্তু গৌণী–উৎপত্তি বিধির অনুরোধে উদ্‌গাতা কর্ত্তৃক নহে।

অর্থাৎ যেমন অদ্ধর্য্যু কর্ত্তৃক পুরোডাশ প্রদান বিষয়ক মন্ত্র গণের যে কোন স্থানে শ্রুত হইলেও যেমন অদ্ধর্য্যুগণের সম্বন্ধ। সেই প্রকার যে কোন শাখায় পঠিত অস্থৌল্যাদি বুদ্ধির মুখ্য অক্ষর ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ। (অদ্ধর্য্যু যজুর্বেদীয় ঋত্বিক উদগাতা–সামবেদীয় ঋত্বিক) এই অর্থের উদাহরণান্তররূপ মহর্ষি জৈমিনীর মতও নির্ণায়করূপেও দেখাইতেছেন–তদুক্তমিতি। এই সূত্রের অর্থ এই প্রকার–যে এই প্রকার জানিয়া অগ্নির আধান করে ইহা যজুর্বেদ বিহিত আধানের অঙ্গরূপে যে এই প্রকার জানিয়া এই বারয়ন্তী গান করে, যে এই প্রকার জানিয়া বামদেব্যগান করে' ইত্যাদি যজুর্বেদে মন্ত্র আছে। কিন্তু এই মন্ত্র সকল সামবেদ বিহিত বিষয় বারয়ন্তী পাদ যুক্ত সাম মন্ত্র "ইয়ং বারয়ন্তী" এই প্রকার অগ্রেও বুঝিতে হইবে। সাম মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে। যজুর্মন্ত্র উপংশু নিজ শ্রবণযোগ্য গান করিবে, এই প্রকার উভয়ের স্বর ভেদ আছে।

শঙ্কা ঃ–এই সামমন্ত্র সকল সামবেদোৎপন্ন হওয়া হেতু সামবেদীয় উচ্চৈঃস্বরে আধানে প্রয়োগ করিবে ? অথবা যে যজুর্বেদ কর্ত্তৃক নিয়োগ হয় সেই যজুর্বেদীয় উপাংশু স্বরের দ্বার জপ করিবে। এই সংশয়ে–উৎপত্তি বিধি বলবান হেতু উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে, এই শঙ্কা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন–গুণেতি। গৌণ মুখ্য উৎপত্তি বিধি ও বিনিয়োগ বিধির ব্যতিক্রমে স্বরবিষয়ে বিরোধ মুখ্যেন মুখ্য বিনিয়োগ বিধির দ্বারাই বেদের বারয়ন্তীয়াদি মন্ত্রের সংযোগ গ্রাহ্য। সাম মন্ত্র সকলের বিনিয়োগ স্বরসংযোগ করিবে এই অর্থ। এই বিষয়ে হেতু ? তদর্থত্বাদিতি। উৎপত্তিবিধির বিনিয়োগার্থ হওয়াহেতু

বেতু" (তাণ্ড্য ব্রা০—২১/১০/১১) ইত্যাদিকাঃ পুরোভাশ প্রদানমন্ত্রাঃ সামবেদ পঠিতাপি প্রধানানুগামিতয়া যাজুর্বেদিকৈ রধ্বর্য্যুভিরভিসম্বন্ধ্যন্তে ।

তৎ প্রদানস্য তৎ কার্য্যত্বাৎ । এবং ক্বাচিৎকোঽপি তদ্বুদ্ধয়ঃ প্রধানেনাক্ষরেণ সহ সর্বত্র সম্বধ্যন্তে, তাসাং তদনুগামিত্বাদিতি । তদুক্তং বিধিকাণ্ডে—(জৈ০—সূ০—৩/৩/৯) "গুনমুখ্য ব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদ সংযোগঃ" ইতি ॥৩৪॥

ননু—তাদৃক্বিগ্রত্বাদিধর্ম্মজাতমিব "সর্বকর্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ" (ছা০—৩/১৪/২) ইত্যাদি প্রতিপন্নং সর্বকর্মত্বাদিকমপ্যবশ্যংসর্বত্র চিন্ত্যং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

অথ কেষাঞ্চিদমুখ্যগুণানাং নোপসংহার্য্যত্বমিতি প্রতিপাদয়িতুং শঙ্কামুখাপয়ন্তি—ননু ইতি । প্রকটার্থম্। সর্বকর্ম্মা" ইতি ; জগৎ সর্বং অস্য কর্ম ইতি সর্বকর্ম্মা ; তথাহি শ্বেতাশ্বতরে—৬/১৬ "সবিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ" সর্বকামঃ, সর্বে কামা প্রাকৃতদোষরহিতা অস্য ইতি সর্বকামঃ ; তথাহি শ্রীগীতাযু—৭/৯ "পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ" ইতি । তস্মাৎ শ্রীভগবতো বিগ্রহত্বাদিবৎ সর্বকর্মত্বাদিকমপি চিন্ত্যমিতি।

তথাচ—যথা স্থৌল্যাদিবিহীন-বিভুবিজ্ঞানানন্দাভিন্ন-বিগ্রহত্বাদি-ভক্তবাৎসল্যত্বাদিধর্ম্মজাতং সর্বস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনেঽবশ্যং বিচিন্ত্যতে ; তথা সর্বকর্মত্বাদিধর্ম্মজাতমপি ব্রহ্মোপাসনায়াং অবশ্যং চিন্তনীয়মিতি শঙ্কাপক্ষার্থঃ । এবং শঙ্কায়াং সমুদ্ভুতায়াং সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"ইয়ৎ" ইতি । ইয়ৎ—এতাদৃক্ বিজ্ঞানানন্দবিগ্রত্বাদিগুণবৃন্দমেব তস্যাং ব্রহ্মোপাসনায়াং সর্বত্র চিন্তনীয়ম্ ; এবং কুতঃ ?

এই অর্থ । অতএব সেই স্বারাধ্য শ্রীগোবিন্দদেবকে অসাধারণ—অস্থৌল্যাদি অসাধারণ বিশিষ্টরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই অর্থ । তন্মধ্যে স্বভাবপোষক ধর্ম সকল মুখ্য, অন্যান্য সকল গৌণ ॥৩৪॥

অনন্তর কতকগুলি অমুখ্যগুণের উপসংহার করা হয় না ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—নন্বিতি । উপাস্যে তাদৃশ বিগ্রহত্বাদি ধর্ম সমূহের ন্যায় সর্ব কর্ম্মা সর্ব কাম সর্ব গন্ধ ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত সর্ব কর্মত্বাদি ও অবশ্যই সর্বত্র চিন্তা করিবে, অর্থাৎ সর্বকর্ম্মা—সকল বিশ্ব সেই শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে, জগৎ সকল শ্রীগোবিন্দদেবের কর্ম সুতরাং তিনি সর্বকর্ম্মা ।

এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে—সেই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বজ্ঞাতা ও আত্মযোনি । সর্বকাম—সকল কাম প্রাকৃতদোষ রহিত ইঁহার সুতরাং তিনি সর্বকাম শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! আমি প্রাণীসকলে ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম হই । সর্বগন্ধ—যাহার সকল গন্ধ সুখকর সেই সর্বগন্ধ, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ হই । অতএব শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বাদির ন্যায় সবর্বকর্মত্বাদিকও চিন্ত্য । অর্থাৎ যেমন স্থৌল্যাদিবিহীন বিভু বিজ্ঞানানন্দা ভিন্ন বিগ্রহত্বাদি ভক্তবাৎসল্যত্বাদি ধর্ম সমূহ সকল ব্রহ্মোপাসনায় অবশ্যই চিন্তা করা হয়, সেইরূপ সর্বকর্মত্বাদি ধর্মসমূহ ও ব্রহ্মোপাসনায় অবশ্যই চিন্তনীয় ইহাই শঙ্কা পক্ষের অর্থ ।

এই প্রকার আশঙ্কাসমুদ্ভূত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান বলিতেছেন—ইয়াদিতি ।

আমননাৎ” আমননং–আভিমুখ্যেন চিন্তনম্, তস্মাদিত্যর্থঃ। তথাচ–যেন বিজ্ঞানানন্দাদিগুণজাতেন বিনা পরব্রহ্মস্বরূপস্য স্বেতরসর্বব্যাবৃত্তস্য অনুসন্ধানং ন সম্ভবতি তদেব প্রধানগুণজাতমেব সর্বত্রানুচিন্তনীয়ম্, ইতরে তু সর্বকর্ম্মাদিগুণবৃন্দং প্রধানানুবর্ত্তিত্বাৎ তেষাং চিন্তনে ন নিয়তত্বমিত্যর্থঃ। “ইয়দেব” ইত্যাদি ভাষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্।

সঙ্গতি ঃ–অথাক্ষরধ্যধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–“তস্মাদিতি। স্পষ্টম্। তস্মাৎ পরব্রহ্মোপাসনায়াং প্রধানগুণানামেব স্মরণে নিয়তত্বং, অপ্রধানান্ত প্রধানানুগামিত্বাৎ ন তচ্চিন্তা নিয়তা ইত্যর্থঃ।

দেবস্যোপাসনায়াস্ত মুখ্যানামনুচিন্তনম্।
গুণানাং ন তু গৌণানাং যত্তেষামনুগামিতা ॥৩৫॥
ইতি অক্ষরধ্যধিকরণং পঞ্চদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৫॥

এই প্রকার আমননহেতু, অর্থাৎ এতাদৃশ বিজ্ঞানানন্দাদি বিগ্রত্বাদি গুণবৃন্দই সেই ব্রহ্মোপাসনায় সর্বত্র চিন্তনীয়, এই প্রকার কেন ? আমনন হেতু, আমনন আভিমুখ্যের দ্বারা চিন্তন এই নিমিত্ত। সারার্থ এই–যে বিজ্ঞানানন্দাদি গুণসমূহ বিনা স্বেতর সর্বব্যাবৃত পরব্রহ্ম স্বরূপের অনুসন্ধান করাই সম্ভব হয় না, সেই প্রধান গুণসকলই সর্বত্র অনুচিন্তন করিবে, কিন্তু অন্য সর্বকর্ম্মাদি গুণবৃন্দ প্রধান গুণের অনুবর্ত্তি হওয়াহেতু তাঁহাদের চিন্তা বিষয়ে নিয়তত্ব নাই এই অর্থ।

ইয়দেব–সেই প্রকার বিগ্রহত্বাদিগুণবৃন্দই ব্রহ্মের অবশ্যই সর্বত্রই চিন্তা করিবে, কেন ? আমননহেতু, আমনন আভিমুখ্য প্রধানরূপে চিন্তাকরা এইহেতু, এই প্রকার গুণসমূহের দ্বারা তাঁহার অনুচিন্তন হইবে, অতএব তা অবশ্যই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সর্বকর্ম্মত্বাদি গুণ সকল চিন্তিত স্বরূপ পরব্রহ্মে অনুবর্ত্তন করে বা বর্ত্তমান আছে।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর অক্ষরধ্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছে–তস্মাদিতি। অতএব তাঁহাদের চিন্তা নিয়তা নহে। সুতরাং পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রধান গুণবৃন্দেরই স্মরণের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু অপ্রধান গুণ সকলের প্রধানের অনুগত বলিয়া তাঁহাদের চিন্তাকরা সর্বদাই প্রয়োজন হয় না। শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনায় মুখ্য গুণ সকলেরই অনুচিন্তন কর্ত্তব্য, কিন্তু গৌণ সকলের নহে, কারণ গৌণ সকল মুখ্যবৃন্দের অনুগমন করে ॥৩৫॥

এই প্রকার অক্ষরধ্যধিকরণ পঞ্চদশ সম্পূর্ণ ॥১৫॥

॥ওঁ॥ ইয়দামননাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৫/৩৫॥

ইয়দেব তাদৃক্ বিগ্রহত্বাদিগুণবৃন্দমেব তস্যাবশ্যং সর্বত্রচিন্তনীয়ম্ । কুতঃ ? আমননাৎ। আমননং আভিমুখ্যেন চিন্তনং তস্মাৎ । ইয়তাগুণজাতেন তস্যানুচিন্তনং ভবেদতস্তদবশ্যমনুচিন্ত্যম্ । "সর্বকর্ম" ত্বাদিকস্তু চিন্তিতস্বরূপে তস্মিন্ননুবর্ত্ততে । তস্মান্ন তচ্চিন্তা নিয়তেতি ॥৩৫॥

১৬॥ "অন্তরাধিকরণম্"

জয়তি গোকুলাদিঃ শ্রী-গোবিন্দস্য নিবাস ভূঃ ।
সর্বগাচিন্ত্যচিদ্দিব্যং উপাস্যং সা গোবিন্দবৎ ॥

অথাধিকরণসঙ্গতি ঃ—তথাচ—স্থৌল্যাদিগুণশূন্যং সার্বজ্ঞ্য-সর্বশক্তিকভক্তবাৎসল্যা-নন্দময়াদিগুণ-গণপরিপূর্ণং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবমুপাস্যমিতি প্রতিপাদিতম্ । অস্তু তাদৃশগুণগণালঙ্কৃতং তস্যোপাসম্ ; কিন্তু গোকুলাদিধামবিশিষ্টত্বগুণকোপাসনং তস্য মা ভবতু, পরব্রহ্মণোঽধিষ্ঠানশূন্যত্বাদিতি শঙ্কানিরাকরণার্থং "অন্তরাধিকরণারম্ভঃ" ।

বিষয় ঃ— অথান্তরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি—"অথেতি" স্পষ্টম্ । তথাচ—পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ক্রীড়াস্থলস্য শ্রীগোকুলাদের্মহিমা নিরূপয়ন্তি । তথাহি মুণ্ডকোপনিষদি শ্রূয়তে—যঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ সামান্যবিশেষরূপেণ সর্বং জানতি, যস্য ভুবি ভূলোকে এষ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্বনিয়ামকরূপো মহিমা সর্বৈরনুভূয়ন্তে ; স এষ সর্বজ্ঞ আত্মা শ্রীগোবিন্দদেবঃ দিব্যে-

---

১৬॥ "অন্তরাধিকরণ"

অনন্তর অন্তরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীগোবিন্দদেবের নিবাসভূমি গোকুলাদি জয়যুক্ত হউক, যাহা সর্বগ অচিন্ত্য দিব্য এবং শ্রীগোবিন্দদেবের ন্যায় উপাস্য হয়েন । অথ অধিকরণ সঙ্গতি প্রকার—তথাচ স্থৌল্যাদিগুণ শূন্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিক ভক্তবাৎসল্য আনন্দময়াদিগুণগণ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই উপাস্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাদৃশ গুণগণালঙ্কৃত তাঁহার উপাসনা করা হউক কিন্তু গোকুলাদি ধামবিশিষ্টত্বগুণকের উপাসনা না হউক, কারণ পরব্রহ্ম অধিষ্ঠান শূন্য হয়েন এইহেতু ? এই শঙ্কানিরাকরণের নিমিত্ত অন্তরাধিকরণের আরম্ভ ।

বিষয় ঃ——অথ অন্তরাধিকরণের বিষয় ব্যাক্য অবতণের নিমিত্ত পীঠক রচনা করিতেছেন—অথেতি। অনন্তর সাত্মকাধিষ্ঠানত্ব ধর্ম্ম উপসংহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের ক্রীড়াস্থলী শ্রীগোকুলাদি ধামের মহিমা নিরূপণ করিতেছেন । মুণ্ডকোপনিষদে শ্রবণ করা যায়—যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ পৃথিবীতে যাঁহার এই মহিমা, তিনি দিব্যব্রহ্মপুরে সংব্যোম্নি ধামে প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহাই আদি, সর্বশ্রেষ্ঠ এই বিশ্ব ব্রহ্মই হয় ইহাই অন্ত ।

১৬॥ "অন্তরাধিকরণম্"–

অথ স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্বং ধর্ম্মমুপসংহর্ত্তুমারভতে। মুণ্ডকে শ্রুয়তে–(২/২/৭)

"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ইত্যাদি। "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" (মু০–২/২/১১) ইত্যন্তম্।

পরমদ্যোতমানে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি শ্রীগোকুলাদৌ ত্রিপাদবিভূতৌ প্রতিষ্ঠিতঃ। তথাচ–বিভুবিজ্ঞানানন্দচিন্ময়দিব্য শ্রীগোকুলাদি ধাম্নি শ্রীগোবিন্দদেবো বিরজিতে" ইতি। এবং পরংব্রহ্মণো মহিমা বর্ণনমারভ্য-ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মপশ্চাদ্-ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্টম্॥ (মু ২/২/৮-১২) ইদং বিশ্বং ব্রহ্ম ইব, বিশ্বশব্দেনাত্র শ্রীভগবন্নিবাসভূতং শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠস্থানাদিকং গ্রাহ্যম্, তস্মাৎ ইদং শ্রীগোকুলাদিস্থানং বরিষ্ঠং সর্বশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। অপিচ–শ্রীগোপালতাপন্যাম্–উ০ ৩৮, "তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরীতি" শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৫/২ "সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্" শ্রীভাগবতে–৪/৮/৪২ পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ" তস্মাৎ পরব্রহ্মবৎ তদ্ধাম্নোহপি মহিমা শ্রুয়তে; ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ–তত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ; "সংব্যোমশব্দাভিহিতম্" ইত্যাদি স্পষ্টম্। তথাচ–মহিমা সামর্থ্যং ঐশ্বর্য্যং বলং "ইত্যাদি পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। পুরঃ" শব্দোঽত্রো মহিমা বাচকঃ? অথবা প্রাসাদবাচকঃ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

যে শ্রীগোবিন্দদেব সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, সামান্য এবং বিশেষরূপে সকল জানেন, যাঁহার ভূলোকে এই সুপ্রসিদ্ধ সর্বনিয়ামকরূপ মহিমা সকলেই অনুভব করে, সেই এই সর্বজ্ঞ আত্মা শ্রীগোবিন্দদেব দিব্যে পরমপ্রকাশ যুক্ত ব্রহ্ম পরব্যোমে শ্রীগোকুলাদি ত্রিপাদ বিভূতি পূর্ণধামে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অর্থাৎ বিভুবিজ্ঞানানন্দ চিন্ময় দিব্য শ্রীগোকুলাদি ধামে শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজিত আছেন।

এই প্রকার পরব্রহ্মের মহিমা বর্ণন করিতে আরম্ভ করত এই ব্রহ্মাই সম্মুখে ব্রহ্মাই পশ্চাতে ব্রহ্মাই দক্ষিণে, ব্রহ্মাই উত্তরে ব্রহ্মাই অধোদেশে ঊর্দ্ধদেশে বিস্তৃত সর্বশ্রেষ্ঠ এই বিশ্ব ব্রহ্মাই হয়, অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্ম সদৃশ বিশ্বশব্দে এইস্থলে শ্রীভগবানের নিবাস স্বরূপ শ্রীগোকুল বৈকুণ্ঠ স্থানাদি গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব এই শ্রীগোকুলাদিস্থান বরিষ্ঠ সকলের শ্রেষ্ঠ এই অর্থ। শ্রীগোপাল তাপনীতে বর্ণিত আছে–তাঁদের মধ্যে গোপালপুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এই শ্রীগোকুল নামক মহান্ স্থান সহস্র পত্রকমলের সদৃশ হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে। মধুবন পুণ্যপ্রদ হয় যেস্থানে নিত্যই শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ হয়। অতএব পরব্রহ্মের সমান তাঁহার ধামেরও মহিমা শ্রবণ করা যায়, ইহা বিষয় বক্য।

তত্র সংশয়ঃ। সংব্যোমশব্দাভিহিতং ব্রহ্মপুরং কিং সামর্থৈশ্বর্য্য পর্য্যায়স্তন্মহিমা এব ভবেৎ ? উত বিচিত্র প্রাসাদ গোপুর প্রাকারাদিরূপং তদিতি ? কিং প্রাপ্তং ? তাদৃশস্তন্মহিমৈব তদিতি।

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বেমহিম্নি" (ছা০–৭/২৪/১) ইতি স্বমহিমাধারত্ব শ্রবণাৎ। তস্মান্মহিমৈব পুরত্বেন নিরূপিতঃ সংব্যোম শব্দিতশ্চ সঃ। তস্যানন্ত্যাৎ। ন

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে কিং প্রাপ্তমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ–"তাদৃশঃ" ইতি। পরব্রহ্মণো মহিমা এবাস্য পুরাদিশব্দাভিহিতম্, ন তু বিচিত্রপ্রাসাদগোপুরাদিপরিশোভিতং নগরবিশেষমিতি। অথ মহিমা শব্দেন নগরবিশেষাভাবত্বং প্রতিপাদয়িতুং ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যংপ্রমাণয়ন্তি–"সঃ" ইতি। হে ভগবঃ! হে ভগবন্! স সর্বব্যাপকঃ, সর্বানন্দপ্রদঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? কস্মিন্ দেশে পুরে স্থানে বা অধিতিষ্ঠতি তন্মাং ব্রুহীতি শ্রীনারদস্য প্রশ্নঃ। উত্তরয়তি–শ্রীসনৎকুমারঃ–স্বে মহিম্নি" স্বে আত্মীয়ে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ স ভূমা" ইতি। শেষং সুগমম্। ননু তথাত্বে কথং দিব্যপুরুত্বমভিহিতম্ ? উচ্যতে–মহিম্নঃ পুরত্বাসম্ভবাৎ তত্ত্বেন বর্ণিতংরূপকমাত্রমেব, যথা তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মণঃ পক্ষিভাবেন রূপকং দর্শ্যতে, তথাত্রাপীতি। তস্মাৎ ব্রহ্মপুরং ব্রহ্মণো মহিমানমেব ন তু বিচিত্র সভাপ্রাসাদাদিরূপং নগরমিত্যর্থঃ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সংশয় ঃ––এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতছে–সমিতি। সংব্যোম শব্দাদির দ্বারা অভিহিত ব্রহ্মপুর কি সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য পর্য্যায় বাচক ব্রহ্মের মহিমা হইবে ? অথবা বিচিত্র প্রাসাদ গোপুর প্রাকারাদিরূপ নগর বিশেষ ? অর্থাৎ মহিমা সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য বল ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দ এইস্থলে পুরশব্দ মহিমা বাচক ? অথবা প্রাসাদবাচক ? ইহাই সংশয়।

পূর্বপক্ষ ঃ––এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে কি প্রাপ্ত হইল ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–তাদৃশেতি। তাদৃশ তাঁহার মহিমাই হইবে, অর্থাৎ এই পরব্রহ্মের মহিমাই পুরাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে কিন্তু বিচিত্র প্রাসাদ গোপুরাদি পরিশোভিত নগর বিশেষ নহে। এই মহিমা শব্দের দ্বারা নগরবিশেষের অভাব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ছান্দোগ্যো শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন–স ইতি। হে ভগবন্ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ? নিজ মহিমাতে' ইত্যাদি নিজ মহিমাই আধার শ্রবণ করা যায়।

অর্থাৎ হে ভগবন্! সেই সর্বব্যাপক সর্বানন্দপ্রদ শ্রীগোবিন্দদেব কেথায় প্রতিষ্ঠিত ? কোন দেশে বা পুরে বা স্থানে অবস্থান করেন তাহা আমাকে বলুন ? ইহা শ্রীনারদের প্রশ্ন। শ্রীসনৎ কুমার উত্তর করিলেন–নিজ মহিমাতে, সেই ভূমা নিজের মহিমাতেই অবস্থান করেন। অতএব ব্রহ্মের মহিমাই পুরভাবে নিরূপিত হইয়াছে, এবং সংব্যোমশব্দাদির দ্বারাও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ ব্রহ্মের

খলু বিভোরধিষ্ঠানং সম্ভবেদিত্যুক্তং "ব্রহ্মৈব" (মু০–২/২/২০/১১) ইত্যাদিনা । এবং প্রাপ্তে পঠতি–

সিদ্ধান্ত :–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অন্তরেতি" স্বাত্মনঃ–স্বভক্তস্য, অন্তরা–সংব্যোমপুর মধ্যে শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠাদৌ, ভূতগ্রামবৎ–শ্রীগোকুল বৈকুণ্ঠস্য বস্তুজাতং সর্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পাঞ্চভৌতিক–পৃথিব্যাদিবিনির্মিতবৎ স্ফুরতীতি । "অন্তরা" ইত্যাদিভাষ্যাংশস্তু স্পষ্টম্ । ননু–ব্রহ্মাত্মকত্বেঽপি কথং সাধারণেষু প্রাকৃতত্বেন স্ফুরতি ? তত্রাহঃ–"যমেবৈষ" ইতি । এষ পরংব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ যং সাধকং স্বাত্মীয়ত্বেন বৃণুতে, স্বীয়ান্তরঙ্গ–সেবকত্বেন স্বীকৃত্য স্বসেবাং প্রদদাতি, তেন লভ্যঃ, তেন সাধকেন শ্রীগোকুলাদিধামজাতং তত্রত্য বস্তুজাতঞ্চ ব্রহ্মাত্মকত্বেন লভ্যঃ ইতি । তস্মাৎ যে খলু ভগবদ্‌বহির্ম্মুখা যে চ ভগবৎকৃপা বিবর্জ্জিতাঃ তেষাং কৃতে তথৈব স্ফুরণেঽপি শ্রীভগবদ্ধামস্য ন কামপি হানিরিতি ধ্বনিতম্ । তত্রত্যমিতি–স্পষ্টম্ ।

তথাচ–সংব্যোমপুরগতং বস্তুজাতং–প্রাকার-প্রাসাদ সরিত্তড়াগাদি ব্রহ্মাত্মকং ব্রহ্মস্বরূপং পরংব্রহ্ম–শ্রীগোবিন্দদেবস্য সন্ধিনীশক্তিবিলাসরূপমপি পৃথিব্যাদি নির্মিত নশ্বরবৎ প্রতীতির্ভবতি । তথাহি

অনন্ততা হেতু সর্বব্যাপক বিভু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান সম্ভব নহে, সুতরাং বলিতেছেন–ব্রহ্মেই ইত্যাদির দ্বারা। অর্থাৎ যদি বলেন–তাহা হইলে কি প্রকারে দিব্যপুর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিব মহিমার পুরত্বের অসম্ভব হেতু তত্ত্বের দ্বারা বর্ণিত রূপক মাত্রই হইবে, যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের পক্ষীভাবে রূপক প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই স্থানেও বুঝিতে হইবে । অতএব ব্রহ্মপুর ব্রহ্মের মহিমাই হয়, কিন্তু বিচিত্র সভা প্রাসাদাদিরূপ নগর নহে এই অর্থ ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–অন্তরেতি। নিজ ভক্তের অন্তরা সংব্যোমপুর মধ্যে শ্রীগোকুল বৈকুণ্ঠাদিতে ভূত গ্রামবৎ শ্রীগোকুল বৈকুণ্ঠের বস্তুসমূহ ব্রহ্মাত্মক হইলেও পাঞ্চভৌতিক পৃথিব্যাদি বিনির্মিতবৎ স্ফূর্ত্তি হয় । অন্তরা সংব্যোমপুর মধ্যে স্বাত্মনের ভূতগ্রামবৎ শোভা পায়, স্বাত্মনঃ স্বীয়রূপে নিজের করিয়া বরণ করা স্বভক্তের নিকটে ভূত গ্রামবৎ এই অর্থ । যদি বলেন–ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও কি প্রকারে সাধারণ মানবের নিকটে প্রাকৃতরূপে স্ফুরিত হয় ? তদুত্তরেবলিতেছেন যমেবৈষেতি ।

ইনি যাহাকে বরণ করেন তাহা কর্ত্তৃক লভ্য, ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য আছে, অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব যে সাধককে নিজ আত্মীয়রূপে বরণ করেন স্বীয় অন্তরঙ্গ সেবকরূপে স্বীকার করিয়া নিজ সেবা প্রদান করেন, তাহা কর্ত্তৃক লভ্য, সেই সাধক দ্বারা শ্রীগোকুলাদি ধাম সমূহ এবং তথা বস্তুসকল ব্রহ্মাত্মকত্বরূপে লাভ হয়। অতঃ যাহারা ভগবদ্ বহির্মুখও যাহারা ভগবৎ কৃপাবিবর্জিত তাহাদের নিমিত্ত প্রাকৃতরূপে স্ফুরন হইলেও শ্রীভগবদ্ধামের কোন প্রকার হানি হয় না ইহাই ধ্বনিত হইল।

তত্রত্য বস্তুজাত ব্রহ্মাত্মক হইলেও পৃথিব্যাদি নির্মিতবৎ স্ফূর্ত্তি হয়, অর্থাৎ সংব্যোমপুরগত বস্তু

॥ওঁ॥ অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৬/৩৬॥

অন্তরা সংব্যোমপুরমধ্যে স্বাত্মনো ভূতগ্রামবদ্বিভাতি। স্বাত্মনঃ স্বীয়ত্বেন বৃতস্য ভক্তস্যেত্যর্থঃ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ০–১/২/২৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদি নির্মিতবৎ স্ফুরতীত্যর্থঃ। "বৎ" শব্দেন ভূতগ্রামত্বং তস্য নিরস্তম্। কিন্তু স্বাত্মকত্বমুক্তং–"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম

প্রমেয়রত্নাবল্যম্–১/২৬, জিতন্তস্তোত্রে–"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্য যাড়্গুণ্য সংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয় বিবর্জিতম্ ॥ নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ। সভা প্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোবনৈঃ শুভম্ ॥ বাপী-কূপ-তড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্। অপ্রাকৃতং সুরৈর্বন্দ্যামযুতার্ক-সমপ্রভম্ ॥ পাঞ্চকালিকৈঃ–অভিগম নোপাদানেজ্যাধ্যয়ন–সমাধয়ঃ পঞ্চকালা তৎ পরায়ণৈরিতি।

অথ সূত্রস্থ "বৎ" শব্দস্যার্থমাহঃ–"বৎ শব্দেন" ইতি ; তথাচ–শ্রীগোকুলাদিধামজাতং প্রপঞ্চবৎ প্রপঞ্চমিব প্রাকৃতলোকলোচনগোচরীভূতঃ ভবতি, ন তু তৎ প্রাপঞ্চিকমপিতু স্বাত্মকত্বমেব, শাস্ত্রেষু তথৈব প্রতিপাদনাৎ। অথ শ্রীভগবদ্ধামস্য মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যেন ব্রহ্মাত্মকত্বমাহঃ–"ব্রহ্মৈবেদম্" ইতি। ইদং বিশ্বং শ্রীভগবদ্ধামজাতং ব্রহ্ম এব ; "যত্রবিশন্তিবৈষ্ণবা হরিভক্তিপরায়ণাঃ। শ্রীগোবিন্দদেবার্থং হি তদ্ বিশ্বংবেদবিন্মতম্ ॥ তস্মাৎ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ অমৃতম্" তথাহি শ্রীভাগবতে–২/৬/১৮ "অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু" তস্মাত্তদ্ধামস্য সর্বত এব ব্রহ্ম ইতি প্রতিপাদয়তি–"পরস্তাৎ" ইতি।

সমূহ প্রাকার প্রাসাদসরিৎতড়াগাদি ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সন্ধিনী শক্তির বিলাসরূপ হইয়াও পৃথিব্যাদিবিনির্মিত নশ্বরনগরবৎ প্রতীতি হয়। এই বিষয়ে শ্রীপ্রেমেয়রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে–বৈকুণ্ঠনামে যে লোক আছে তাহা দিব্যযাড়্গুণ্য সংযুক্ত অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য গুণত্রয় বিবর্জিত শ্রীকৃষ্ণময় পাঞ্চকালিক নিত্যসিদ্ধ সেবকগণ কর্তৃক পরিপূর্ণ সভা প্রাসাদ সংযুক্ত শোভাযুক্ত বন উপবন বাপী কূপ তড়াগ ও বিশাল বৃক্ষসমূহের দ্বারা সমণ্ডিত অপ্রাকৃত দেগণের বন্দনীয় অযুত সূর্য্যের সমান প্রভাবযুক্ত হয়। পাঞ্চকালিক-অভিগমন উপাদান ইজ্যা অধ্যয়ন ও সমাধি এই পঞ্চকাল, তৎ পরায়ণ পাঞ্চকালিকা। অনন্তর সূত্রস্থ বৎ শব্দের অর্থ বলিতেছেন–বদিতি! বৎ শব্দের দ্বারা ভগবদ্ধামের ভূতগ্রামত্ব নিরস্ত করিলেন, কিন্তু স্বাত্মকত্বকথিত হইতেছে–অর্থাৎ শ্রীগোকুলাদি ধামসমূহ প্রপঞ্চবৎ প্রপঞ্চের ন্যায় প্রাকৃত মানবের লোচন গোচরীভূত হয়, কিন্তু তাহা প্রাপঞ্চিক নহে, অপিতু স্বাত্মক হয়, কারণ শাস্ত্রে সেই প্রকারই প্রতিপাদন করা হেতু। অথ শ্রীভগবদ্ধামের মুণ্ডক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–ব্রহ্মৈবেদমিতি।

এই বিশ্বব্রহ্মই, অর্থাৎ এই বিশ্ব ভগবানের ধামসমূহ ব্রহ্মই হয়, যে স্থানে হরিভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার নিমিত্ত প্রবেশ করে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে তাহাই বিশ্ব।

পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ । অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদংবিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ (মু০–২/২/১১) ইতি ।

যথা বিজ্ঞানানন্দে পরাত্মনি পানি পাদ নখর কুন্তলাদিময়ং বৈচিত্র্যং তদ্‌ভক্তস্য স্ফুরতি, তথা তদাত্মভূতে তল্লোকেঽপি ভূ তোয়াদিরূপং তদিত্যর্থঃ । একমপি বিচিত্রং চন্দ্রকাদিবদ্বিভাতীতি ॥৩৬॥

॥ওঁ॥অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতিচেন্ন উপদেশান্তর বৎ॥ওঁ॥৩/৩/১৬/৩৭॥

ননু–এক এব ভগবল্লোকস্য কথং নানাত্বপ্রতীতি ? তত্রাহঃ–যথা বিজ্ঞানানন্দ” ইতি । শেষং স্পষ্টম্ । তথাচ–সচ্চিদানন্দৈকরসং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং তদধিষ্ঠানং সংব্যোমাদিশব্দিতং শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠং সাধকানামুপাসনাভেদাৎ বিবিধবৈলক্ষণ্যোপেতং স্ফুরতীত্যর্থঃ । তত্র লৌকিক দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়ন্তি–“একমপীতি” চন্দ্রিকা–ময়ূরপুচ্ছম্ ; বর্হিপুচ্ছং যথা বিবিধবর্ণবৈলক্ষণ্যেন দর্শকানামানন্দমুৎপাদয়তি; তথৈব শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠমপি বিবিধধামবৈলক্ষণ্যেন সাধকানামানন্দমুৎপাদয়তি । আদিনা–বহুবর্ণৈকপুষ্পাদিকং গ্রাহ্যমিতি ব্যাখ্যাতারঃ । তস্মাৎ বিচিত্র প্রাসাদগোপুর প্রাকারাদিরূপং সংব্যোমশব্দিতং ব্রহ্মপুরং শ্রীগোকুলমিতি; ন তু সামর্থ্যৈশ্বর্য্যাদিরূপমিত্যর্থঃ ॥৩৬॥

সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপহেতু তাহা অমৃত, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–বিরাট পুরুষের মস্তকে অমৃতক্ষেম অভয় ও ত্রিমূর্দ্ধা ধারণ করিয়াছেন । অতএব সেই ধামের চতুর্দিকেই ব্রহ্ম তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন–পুরেতি। নিকটে ব্রহ্ম পশ্চাতে ব্রহ্ম দক্ষিণে ও নিম্নে উর্দ্ধে ব্রহ্মই পরিব্যাপিত আছেন; যদি বলেন এইটি ভগবল্লোকের নানা ভাবে প্রতীতি কি প্রকারে হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–যথেতি । যে প্রকার ব্রহ্ম বিজ্ঞানান্দময় পরমাত্মাতে পানিপাদ নখর কুন্তলাদিময় বিচিত্রতা তাঁহার ভক্তগণের স্ফূর্ত্তি হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মাত্মভূত ভগবল্লোকেও ভূজলাদিরূপ প্রতীতি হয় এই অর্থ ।

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দৈকরস পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার অধিষ্ঠান সংব্যোমাদি অভিহিত শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠ সাধকগণের উপাসনা ভেদ বশতঃ বিবিধ বিলক্ষণ যুক্ত স্ফূর্ত্তি হয় । এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তের গ্রহন করাইতেছেন–একমপীতি । যেমন একটি বিচিত্র চন্দ্রক নানা প্রকার শোভা পায় সেই প্রকার । অর্থাৎ চন্দ্রক ময়ুরপুচ্ছ, ময়ুরপুচ্ছ যে প্রকার বিবিধবর্ণ বৈলক্ষনের দ্বারা দর্শকগণের আনন্দ উৎপাদন করে, সেই প্রকার শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠও বিবিধ ধাম বৈলক্ষণ্যের দ্বারা সাধকগণের আনন্দ উৎপাদন করে । আদি পদের বহুবর্ণের একটি পুষ্প ও দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিত হইবে । অতএব বিচিত্র প্রাসাদ গোপুর প্রাকারাদিরূপ সংব্যোম শব্দিত ব্রহ্মপুর শ্রীগোকুলই হয়, কিন্তু সামর্থ্য ঐশ্বর্য্যাদিরূপ মহিমা নহে ॥৩৬॥

অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–অন্যথেতি । অন্যথা ভেদের অনুপপত্তি হইবে ? তাহা নহে কারণ উপদেশান্তরবৎ, অর্থাৎ অন্যথা

অন্যথা ভেদাভাবে সতি অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃভেদানুপপত্তিরিতিচেৎ, নৈষ দোষঃ। কুতঃ? উপদেশান্তরবদুপাপত্তেঃ। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈ০-২/৯/১) ইত্যুপদেশান্তরে যথা সত্যপ্যভেদে "বিশেষ" বলাৎ ভেদকার্য্যমুপপদ্যতে তদ্ বদিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

লোক-লোকিনোরুপাস্যভাবংসমমিতি ব্যঞ্জয়তি-

॥ওঁ॥ ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৬/৩৮॥

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত" (বৃ০-১/৫/১৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো হি যস্মাল্লোকত্বেন

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধানসূত্র মবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ-"অন্যথা" ইতি। অথা শঙ্কাপ্রকারমাহ-অন্যথা ভেদাভাবে আধার-আধেয়ভেদাভাবে তথা ব্যবহারস্যানুপপত্তিঃ, শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠং, শ্রীগোকুলপতিরিতি ভেদব্যবহারস্যানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। ইতি চেৎ, সমাধানমাহ-উপদেশান্তরবৎ" ইতি। উপদেশান্তরবদুপপত্তেরিত্যর্থঃ। "অন্যথা" ইত্যাদিভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। অথ উপদেশান্তরপ্রকারমাহুঃ- "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইতি। স্পষ্টম্। তথাচ-"আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্" ইত্যাদৌ যথা গুণগুণি ভেদাভাবেঽপি বিশেষবলাৎ তদ্‌ভাবভানং তথা "ব্রহ্মৈবেদং" ইত্যাদি শ্রুতৌ লোক-লোকি ভেদাভাবেঽপি বিশেষবলাদেব তদ্‌ভাবভানমিতি। দর্শিতঞ্চৈতৎ "অহিকুণ্ডলাধিকরণে" (৩/২/১২/২৮) তস্মাৎ পরব্রহ্মবদ্ তদ্ধামমপি বিভুং সর্বব্যাপকাদি সদ্‌গুনজাতপরিপূর্ণমিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

ভেদের অভাবে আধার আধেয় ভেদাভাবে সেই প্রকার ব্যবহারের উৎপত্তি হইবে না, শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠ ও শ্রীগোকুলপতি এইপ্রকার ভেদব্যবহার যুক্তি সংঙ্গত হইবে না, এই শঙ্কার সমাধান বলিতেছেন- উপদেশান্তরবৎ, উপদেশান্তরবৎ উত্তপত্তি হইবে? অন্যথা ভেদাভাব হইলে পরে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতৃ ভেদের অনুপপত্তি হইবে? তাহা দোষের নহে, কেন? উপদেশান্তরবৎ যুক্তিসঙ্গত হইবে।

অথ উপদেশান্তর প্রকার বলিতেছেন-ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া ইত্যাদি উপদেশান্তরে অন্য উপদেশে যে প্রকার অভেদ বিদ্যমান থাকিলেও "বিশেষ" বলে ভেদকার্য্যের উৎপত্তি হয় সেই প্রকার জানিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া' ইত্যাদি স্থানে যেমন গুণগুণি ভেদের অভাবেও বিশেষ বলে গুণগুনী ভান হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মৈবেদং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও লোকলোকী ভেদের অভাবেও বিশেষ সামর্থ্যে তাদৃশ ভান হয়। ইহা অহিকুণ্ডলাদি করণে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সমান তাঁহার শ্রীগোকুলাদি ধামও বিভু সর্ব ব্যাপকাদি সদ্‌গুন সমূহ পরিপুর্ন হয় এই অর্থ ॥৩৭॥

অনন্তর লোক-শ্রীগোকুল বৈকুন্ঠ মহিমা সংব্যোমাদি শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, লোকী, শ্রীহরি পরমাত্মা কৃষ্ণ রাম নৃসিংহ সর্বেশ্বরাদি শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, এই উভয়েই সমানরূপে উপাস্য তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন-লোকেতি। লোক ধাম লোকী শ্রীগোবিন্দদেব উভয়ের উপাস্য ভাব সমান হয়, তাহা সূচনা করিতেছেন। অথ ভগবান শ্রীবাদরায়ন ধাম ও ধামীর উপাস্যতা

পরমাত্মানং বিশিংষন্তি, পরমাত্মত্বেন লোকঞ্চাতো ব্যতিহারঃ সিদ্ধঃ। পরমাত্মৈব লোকো, লোকঃ পরমাত্মেতি।

ইতরবৎ–যথেতরাঃ, "সৎ পুণ্ডরীকনয়নম্" (গো০–তা০–পূ০–১০) ইত্যাদ্যাঃ। "সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ" (গো০–তা০–উ০–৩১) ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ো বিগ্রহং পরমাত্মত্বেন বিশিংষন্তি, পরমাত্মানঞ্চ বিগ্রহত্বেনেতি তদ্বৎ।

তথাচানন্দচিদ্বিগ্রহো হরিরচিন্ত্যশক্ত্যা স্বয়ং বিচিত্রস্তাদৃশলোকরূপশ্চ স্বভক্তস্য স্ফুরতি নান্যস্যেতি। তদ্বৎ সোঽপি ধ্যেয় ইতি সিদ্ধম্ ॥৩৮॥

অথ লোকঃ–শ্রীগোকুল-বৈকুণ্ঠমহিম সংব্যোমাদিশব্দোক্তঃ ; লোকী–শ্রীহরিভগবৎ পরমাত্মা কৃষ্ণ-রাম-নৃসিংহ সর্বেশ্বরাদিশব্দোক্তঃ ; তৌ উভৌ তৌল্যেনোপাস্যৌ ইতি প্রতিপাদয়িতুমাহঃ–লোকলোকিনোরিতি। স্পষ্টম্। অথ ধাম ধামিনোরুপাস্যত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ব্যতিহারঃ" ইতি। ব্যতিহারঃ–পরস্পরাভেদঃ ; ব্যতিহারঃ–বিশিংষন্তি, শ্রুতিষু ধাম-ধামেশ্বরয়োঃ পরস্পরাভেদরূপত্বেন বিশেষিতং কুর্বন্তি, কুচিৎ ধাম এব শ্রীগোবিন্দরূপেণ, কুচিচ্চ শ্রীগোবিন্দদেবমেব ধামরূপেণেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ–হি ইতরবৎ ; যথা শ্রীগোপালতাপন্যাদিষু বিগ্রহং পরব্রহ্মত্বেন ; পরব্রহ্ম-চ বিগ্রহত্বেন বিশিংষন্তি ইতি। অথ ধাম ধামেশ্বরয়োর্ব্যতিহারং দর্শয়ন্তি–আত্মানমেব" ইতি ; স্ফুটার্থম্।

প্রতিপাদন করিতেছেন–ব্যতীতি।

ব্যতিহার বিশেষিত করেন, অন্যবৎ, অর্থাৎ ব্যতিহার পরস্পর অভেদ, ব্যতিহার বিশিংষন্তি–শ্রুতি শাস্ত্রে ধাম ও ধামেশ্বরের পরস্পরের অভেদরূপে বিশেশিত করেন, কোথাও ধামকেই শ্রীগোবিন্দরূপে, কোথাও বা শ্রীগোবিন্দদেবকেই ধামরূপে ইহাই অর্থ। অনন্তর দৃষ্টান্ত বলিতেছেন–হীতি। ইতরবৎ শ্রীগোপালতাপন্যাদিতে বিগ্রহকে পরব্রহ্ম রূপে, এবং পরব্রহ্মকে বিগ্রহরূপে বিশেষিত করিয়াছেন। অথ শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের ব্যতিহার দেখাইতেছেন–আত্মানমিতি। আত্মার সমান লোককে উপসনা করিবে' ইত্যাদি সকল শ্রুতি হি যেহেতু লোক ধামরূপে পরমাত্মাকে বিশেষিত করেন, ও লোক ধামকে পরমত্মা রূপে নিরূপণ করেন, অতঃ ব্যতিহার পরস্পরের অভেদ সিদ্ধ হইল।

পরমাত্মাই লোক, অপর লোকোই পরমাত্মা। অনন্তর ইতরবৎ এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন–ইতরেতি। ইতরবৎ–যে প্রকার অন্য উপনিষদ বাক্য সকল–সৎ পুণ্ডরীকের সমান নয়ন, ইত্যাদি। এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির পরশ্রেষ্ঠ এই আত্মা শ্রীগোপাল ইত্যাদি শ্রুতিগণ বিগ্রহকে পরমাত্মা রূপে বিশেষিত করেন, এবং পরমাত্মাকে বিগ্রহরূপে সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "সৎ পুণ্ডরীক" এই বাক্যের দ্বারা পরব্রহ্মের বিগ্রহবত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং "সাক্ষাৎ" এই বাক্যে বিগ্রহের পরমাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই ভাবার্থ।

সঙ্গতি ঃ–অতঃপর অন্তরাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তথাচেতি। তথাচ আনন্দ

১৭॥ "সত্যাদ্যধিকরণম্"–

অথোক্তার্থস্থৈর্য্যায়েদমারভ্যতে । বিশেষবোধকানি বচাংসি বিষয়ঃ । বিশেষা মায়িকাঃ ? স্বাভাবিকা বেতি সংশয়ঃ ? । "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ০/২/১/১১)

অথ "ইতরবৎ" ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ–ইতরেতি । অত্র "সৎপুণ্ডরীকম্" ইত্যনেন পরব্রহ্মণো বিগ্রহবত্তং দর্শিতম্ । এবং "তস্মাৎ" ইত্যাদিনা চ বিগ্রহস্য পরমাত্মত্বং প্রতিপাদিতমিতিভাবঃ ।

সঙ্গতি ঃ–অথ "অন্তরাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–"তথা চ" ইতি ; প্রকটার্থম্ । অত্র বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভস্য–৬০/৬১, অনুচ্ছেদং দ্রষ্টব্যম্ । তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবমিব তল্লোকমপি উপাস্যামিতি ভাবঃ । জয়তি সর্বদা শ্রীমদ্ রাধিকারমণো ভুবি ।

দিব্যদ্ বৃন্দাবনে রম্যে নিকুঞ্জক্রীড়ানোৎসুকঃ ॥৩৮॥

ইতি অন্তরাধিকরণং ষোড়শং সম্পূর্ণম্ ॥১৬॥

১৭॥ "সত্যাদ্যধিকরণম্"

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ে ।

অনন্তগুণপূর্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

অথাধিকরণ সঙ্গতি ঃ–ননু–পূর্বাধিকরণে সার্বজ্ঞ্যসর্বশক্তিমত্ত্বাদিগুণসংব্যোমাদিশব্দবাচ্যং শ্রীগোকুলাধিষ্ঠানকং শ্রীগোবিন্দদেবমুপাসিতব্যমিতি প্রতিপাদিতং ; কিন্তু তস্যোপস্যত্বেঽপি সার্বজ্ঞ্যাদিগুণানামমায়িকত্বং ন সম্ভবেৎ ; "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ক০ ২/১/১১ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতনির্গুণবাক্যবলেন তেষাং মায়িকত্বপ্রতিপাদনাৎ" ইতি শঙ্কা নিরাকরণার্থং "সত্যাদ্যধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

অথ উক্তস্থৈর্য্যায় পূর্বোক্ত-সর্বোপাস্য-শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তানাং মনসো দৃঢ়ী করণায় ইদমধিকরণমারভ্যতে" ইত্যর্থঃ ।

চিদ্‌বিগ্রহ শ্রীহরি স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা স্বয়ং বিচিত্র তাদৃশ লোকরূপে নিজ ভক্তবৃন্দের নিকটে স্ফুরিত হয়েন, অন্যের নিকটে নহে । অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের ন্যায় তাঁহার ধাম ও ধ্যান করিবার যোগ্য হয় । সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব বৎ ধামও উপাস্য । পৃথিবীতে দিব্য বৃন্দাবনে রমণীয় নিকুঞ্জে ক্রীড়নোৎসুখ শ্রীমদ্রাধিকারমণ সর্বদা জয় যুক্ত হউন ॥৩৮॥

এই প্রকার অন্তরাধিকরণ ষোড়শ সমাপ্ত ॥১৬॥

১৭॥ "সত্যাদ্যধিকরণ"

অনন্তর সত্যাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । সত্যজ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্র এক রসমূর্ত্তি অনন্তগুণ পূর্ণ শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার,। অথ অধিকরণ সঙ্গতি এই প্রকার–শঙ্কা পুর্ব পর্ব অধিকরণে সার্বজ্ঞ্য সর্বশক্তিমত্ত্বাদি গুণযুক্ত সংব্যোম শব্দাদিবাচ্য শ্রীগোকুলাধিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেবকে উপাসনা করিবে ইহা

"অথাত আদেশো নেতি নেতি ? (বৃ০–২/৩/৬) ইত্যাদিশ্রবণান্মায়িকাস্তে, ইতি প্রাপ্তে পঠ্যতে–

বিষয় :–অথ সত্যাদ্যধিকরণস্যবিষয়বাক্যসংগ্রহঃ–তথাহি মুণ্ডকে–১/১/৯ "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" মাণ্ডুক্যোপনিষদি–৬ এষ সর্বেশ্বর এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" তৈত্তিরীয়োপনিষদি–৩/১/১ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৮/৭/১ য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎ-সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" বৃহদারণ্যকোপনিষদি–৪/৪/২২ "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিবপতিঃ" "এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" তত্রৈব–৪/৫/১৪ "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" শ্বেতাশ্বতরে চ–৬/১৬ স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ । প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ইত্যাদয়ঃ ; এবং বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :–অথ বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয়ঃ ; এতে বিশেষা মায়িকাঃ ? অথবা স্বাভাবিকাঃ ? তথাচ–পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যে সার্বজ্ঞ্য–সর্বেশ্বরাদয়ো গুণাস্তেমায়িকাঃ, মিথ্যা, অপারমার্থিকা ঐন্দ্রজালিকমিব ; কিম্বা তে স্বাভাবিকাঃ, নিত্যাঃ, তদভিন্নাঃ ; ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়েজাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–"নেহ" ইতি । ইহ ব্রহ্মণি কিঞ্চন

প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উপাস্যতা সত্ত্বেও সার্বজ্ঞাদি গুণগণের অমায়িকত্ব সম্ভব নহে, কারণ–ব্রহ্মে কোন প্রকার নানা গুণাদি নাই' ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত নির্গুণ বাক্য বলে সেই গুণ সকলের মায়িকত্ব প্রতিপাদন হেতু । এই শঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত এই সত্যাদ্যধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি । অথ উক্তার্থ স্থিরতার নিমিত্ত ইহা আরম্ভ করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্বকথিত সর্বোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তগণের মন দৃঢ়ভাবে স্থাপনের নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতছেন ইহাই অর্থ।

বিষয় :—এই অধিকরণে বিশেষ বোধক বাক্য সকলই বিষয় বাক্য, অর্থাৎ সত্যাদ্যধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার–মুণ্ডকে বর্ণিত আছে– যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময় । মাণ্ডুক্যে বর্ণিত আছে– ইনি সর্বেশ্বর ইনি অন্তর্য্যামী ইনি যোনি পরম কারণ সকল ভূতগণের জন্ম বিনাশ কর্ত্তা । তৈত্তিরীয়োপনিষদে– যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়, জাত হইয়া যাহাদ্বারা জীবিত থাকে যাহাতে প্রবেশ করে । ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে–যে আত্মা অপহতপাপ্মা বিজর বিমৃত্যু বিশোক অবিজিঘৎস অপিপাস সত্য কাম সত্য সঙ্কল্প তাহাকে অন্বেষণ করিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে । বৃহদারাণ্যকোপনিষদে যিনি সকলের বশী সকলের ঈশান সকলের অধিপতি ।

পুনঃ ইনি সর্বেশ্বর ইনি ভূতগণের অধিপতি ইনি ভূতগণের পালক ইনি সেতু এই লোকের

॥ওঁ॥ সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৭/৩৯॥

"পরাস্য শক্তিঃ" (শ্বে০–৬৮) ইত্যাদৌ। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা" (বিষ্ণু০–৬/৭/৬১) ইত্যাদৌ চ মায়েতরা বহ্ন্যুষ্ণতা ইব স্বাভাবিকী যা পরাখ্যা স্বরূপশক্তিরুক্তা সৈব হি যস্মাৎ সত্যাদয়ো বিশেষা ভবন্তি, অতস্তে ন মায়িকা অপিতু আত্মানুবন্ধিনঃ স্যুরিত্যর্থঃ।

সার্বজ্ঞ্যাদিগুণজাতং নানা ন অস্তি ; তথাচ–সর্বদৈকরসে চিন্মাত্র–ব্রহ্মণি সার্বজ্ঞ্য-সর্বকর্ত্তৃত্বাদিগুণজাতং মায়িকং, অপারমার্থিকমিত্যর্থঃ। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" এবং মুর্ত্তামূর্ত্তং ব্রহ্মণো মায়োপাধিস্বরূপমুক্ত্বা যৎ সত্যস্য সত্যস্বরূপং তদাহ–"অথাতঃ" ইতি। আদেশঃ, ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ ; অথ সত্যস্য সত্যস্বরূপং ব্রহ্মাহ–নেতি নেতি" নেতি নেতি" ইতি শব্দাভ্যাং মূর্ত্তামূর্ত্তরাশিদ্বয়ং নিষিদ্ধ্যতে ; যস্মিন্ ব্রহ্মণি ন কশ্চিদ্ বিশেষোঽস্তি, নাম বা রূপং বা, কর্ম্ম বা ভেদো বা জাতির্বাগুণো বা, তদ্দ্বারেণহি শব্দস্য প্রবৃত্তির্ভবতি ; ন চ এষাং কশ্চিদ্ বিশেষো ব্রহ্মণ্যস্তি ; তস্মাৎ তৎ ন নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে, ইদং তদিতি। অত্র ন কারদ্বয়ং বীপ্সা ব্যাপ্ত্যর্থম্। অতো ব্রহ্মণি কিমপি বিশেষং রূপাদিকংনাস্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ যদি কথঞ্চিৎ গুণং দৃশ্যতে, শ্রুয়তে বা তন্মায়িকং পরমার্থসত্তাশূন্যমিতি ভাবঃ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :–এবং পূর্বপক্ষে সমুদ্ভূতে সিদ্ধান্তসূত্রং পঠ্যতে ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন "সৈব" ইতি। পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরাখ্যা স্বরূপশক্তিঃ সা এব হি যস্মাৎ সত্যাদয়ো বিশেষা ভবন্তি, তস্মাৎ তে

সাঙ্কর্য্যনিবারক। পুনঃ অরে ! এই আত্মা ও অবিনাশী ও উচ্ছেদ ধর্ম্ম রহিত। শ্বেতাশ্বতরে–তিনি বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বজ্ঞাতা আত্মযোনি জ্ঞাতা কালকর গুণী, যিনি সর্ববিৎ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতি গুণে সংসার মোক্ষ স্থিতি ও বন্ধের কারণ, ইত্যাদি। এই প্রকার বিষয়বাক্য সংগ্রহ।

সংশয় :––এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–এই বিশেষ সকল মায়িক ? অথবা স্বাভাবিক ? অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের যে সার্বজ্ঞ্য সর্বেশ্বরাদি গুণবৃন্দ আছে তাহা কি মায়িক ? মিথ্যা, ইন্দ্রজালের ন্যায় অপরমার্থিক ? অথবা তাহারা স্বভাবিক ? নিত্য শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অভিন্ন ? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্বপক্ষ :––এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–নেহেতি। এই ব্রহ্মে কিঞ্চন সার্বজ্ঞ্যাদি গুণ সমূহ নানা নাই, অর্থাৎ সর্বদা একরসে চিন্মাত্র ব্রহ্মে সার্বজ্ঞ্য সর্বকর্ত্তৃত্বাদি গুণ জাত মায়িক অপরমার্থিক এই অর্থ। অথ অনন্তর আদেশ নাই নাই এই প্রকার। ইত্যাদি শ্রবণহেতু তাহারা মায়িক, অর্থাৎ এবং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মের মায়োপাধিস্বরূপ বর্ণন করিয়া যাহা সত্যের সত্যস্বরূপ তাহা বলিতেছন–অথেতি।

আদেশ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, অথ সত্যের সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিতেছেন–নেতি। নেতি নেতি নাই নাই এই দুই শব্দের দ্বারা মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তরাশিদ্বয় নিষেধ করিতেছেন যে ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই,

সত্যাদীনাং গুণানাং পরাত্বে বক্ষ্যমানো–আয়তনো হেতূ দ্রষ্টব্যো। অতএব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ০–২/১/১১) ইত্যুক্তম্। "অথাতঃ" (বৃ০–৩/২/৬) ইত্যাদ্যাস্তু প্রাগ্‌বিবৃতঃ।

সত্যাদয়ো গুণা ন মায়িকাঃ। অথ পরব্রহ্মণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরাশক্তিমত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"পরাস্য" ইতি। অস্য সর্বশক্তিমহাসমুদ্রস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরা স্বরূপাখ্যা শক্তিরস্তি। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ ॥ ইতি কৃৎস্না শ্রুতিঃ।

অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বাক্য প্রমাণেন তস্য পরাশক্তিমত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"বিষ্ণুশক্তিঃ" ইতি। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ইতি তু পূর্ণশ্লোকঃ। শেষাংশং স্ফুটার্থম্। তথাচ–বহিরঙ্গা মায়াশক্তিভিন্না শ্রীগোবিন্দদেবস্য বহ্ন্যুষ্ণতা, মৃগমদ-গন্ধং ইব স্বাভাবিকী পরাখ্যাস্বরূপশক্তিরস্তীত্যর্থঃ। সা শক্তিরেব সার্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্প সৌন্দর্য্যাদয়ো বিশেষাঃ, সর্বাকর্ষকো গুণা বা ভবন্তি। তস্মাৎ তে স্বপর্য্যন্ত সর্বাকর্ষকত্বাৎ ন মায়িকাঃ। অথ "হেতূ দ্রষ্টব্যো" ইতি–"কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ" (৩/৩/১৮/৪০) ইত্যাদৌ "আয়াৎ" তনাৎ" ইতি হেতুদ্বয়মিত্যর্থঃ।

নাম রূপ কর্ম্ম ভেদ জাতি গুণ প্রভৃতি নাই, তাহার দ্বারাই শব্দের প্রবৃত্তি হয়, এবং ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ ব্রহ্মে নাই, অতএব তাহা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবে না–ইহাই ব্রহ্ম ইত্যাদি। এইস্থলে নকার দ্বয় বীপ্সা ব্যাপ্তির জন্য, সুতরাং ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ রূপাদি নাই এই অর্থ। অতএব যদি কথঞ্চিৎগুণ দেখা যায় বা শ্রবণ করা যায় তাহা মায়িক পারমার্থিক সত্তাশূন্য ইহাই ভাবার্থ এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ সমুদ্ভুত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত সূত্র পাঠ করা হইতেছে–সৈবেতি। সেই শক্তিই সত্যাদিগুণবৃন্দ। পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের পরাখ্যা স্বরূপসক্তি সেই যে হেতু সত্যাদি বিশেষ হয়, অতএব সত্যাদি গুণবৃন্দ মায়িক নহে। অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের পরাশক্তিমত্ত্বা প্রতিপাদন করিতেছেন–পরাস্যেতি। এই সর্বশক্তি মহাসমুদ্রের স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেবের পরাস্বরূপা শক্তি আছে। অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য ও কারণ নাই, তাঁহার অধিকও সমান দেখা যায় না ইঁহার নানা প্রকার পরাশক্তির কথা শ্রবণ করা যায়, তন্মধ্যে জ্ঞান বল ক্রিয়া প্রভৃতি তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি, ইহাই সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য ইত্যাদি।

অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বাক্য প্রমানের দ্বারা তাঁহার পরাশক্তিমত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–বিষ্ণিতি। শ্রীবিষ্ণুর পরাশক্তি আছে, ইত্যাদি প্রমাণহেতু মায়িক গুণভিন্ন বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিকী যে পরাখ্যা স্বরূপশক্তি কথিত হইয়াছে, সেই পরাশক্তিই হি যেহেতু সত্যাদি বিশেষ গুণবৃন্দ হয়, এতএব তাঁহারা মায়িক নহে, অপিতু আত্মানুবন্ধী নিত্য হয় এই অর্থ। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর তিনটি শক্তি আছে–প্রথম

আদি শব্দাৎ–শৌচ–দয়া–ক্ষান্ত্যাদয়ঃ, সার্বজ্ঞ্য–সার্বৈশ্বর্য্যা নন্দ-সৌন্দর্য্যাদয়শ্চ বোধ্যাঃ।

ননু–তথাত্বে–"নেহ" ইত্যস্য কা গতিঃ ? তত্রাহঃ–অতএব ইতি। ইহ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে যদস্তি তৎ নানা বিজাতীয়ং ভিন্নং নাস্তি, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধিনী ইত্যর্থঃ। সর্ববিধনিষেধবক্তব্যে তু "ইহ কিঞ্চিদপি নাস্তি" ইত্যেবং বদেৎ, ন তু তথোক্তম্।

অথেতি–প্রাগিতি–"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীত চ ভূয়ঃ" ইতি সূত্রব্যাখ্যানে; (৩/২/৯/২২) অথ সূত্রস্থ–"আদি" শব্দাৎ সত্যশৌচাদেগ্রর্হণম্, তথাহি শ্রীভাগবতে–১/১৬/২৬-২৯ "সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্। শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ ব্যাখ্যা চ–এষু–সত্যং যথার্থভাষিত্বম্; শৌচম–পাবনত্বম্, ভাবশুদ্ধির্বা; সা চ স্বাশ্রিতেষু প্রত্যুপকারনৈরপেক্ষ্যা রূপা চ ভক্ততারতম্যানাদরেণ ভক্তিমাত্রপ্রসাদ্যত্বরূপা বা। দয়া–নির্হেতুকপরদুঃখনিরাকরণচিকীর্ষা; ক্ষান্তিঃ–ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্তসংযমঃ; ত্যাগঃ–যাচকেষু মুক্তহস্ততা; সন্তোষঃ–স্বানন্দপূর্ণতা, অর্জ্জবম্–মনোবাক্কায়ৈকরূপ্যম্; শমঃ–মনোনৈশ্চল্যম্; দমঃ–বাহ্যেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যম্; সাম্যম্–জাতিগুণাদিবৈষম্যভাজাং শরণ্যতায়াং বৈশিষ্টরাহিত্যম্; শত্রুমিত্রাদিবুদ্ধ্যভাবো বা; তিতিক্ষা–স্বস্মিন্ পরাপরাধসহনম্; উপরতিঃ–

পরা বা স্বরূপশক্তি, তথা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে দ্বিতীয়া অপরা শক্তি তৃতীয়া শক্তির নাম অবিদ্যা কর্ম্মা সংজ্ঞা হয়, ইহাই পূর্ণ শ্লোক। সারার্থ–বহিরঙ্গামায়া শক্তি ভিন্ন শ্রীগোবিন্দদেবের বহ্নির উষ্ণতা, মৃগমদের গন্ধের ন্যায় স্বাভাবিকী পরাশক্তি নামে স্বরূপ শক্তি আছে, সেই শক্তিই সার্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্প সৌন্দর্য্য বিশেষ সকল অথবা সর্বাকর্ষক গুণবৃন্দ হয়, সুতরাং তাহার স্বপর্য্যন্ত সর্বাকর্ষক হেতু কোন প্রকারে মায়িক নহে। সত্যাদি গুণবৃন্দের পরত্ব বিষয়ে পশ্চাৎ কথিত আয়তন এই হেতু দ্বয় দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ কামাদীতরত্র.....এই সূত্রে আয়াৎ ও তনাৎ এই দুইটি হেতু এই প্রকরণের সমর্থক। যদি বলেন–তাহা হইলে এই শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন,–অত এবেতি।

অতএব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" বলিয়াছেন, অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে যাহা আছে তাহা নানা বিজাতীয় ভিন্ন নাই, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধিনীই আছে এই অর্থ। শ্রুতি যদি তাঁহাকে সর্বনিষেধ বলিতেন তাহা হইলে ব্রহ্মে কিছুই নাই, এই প্রকার বলিতেন, কিন্তু তাহা বলেন নাই। অথাত আদেশঃ" এই শ্রুতির অর্থ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে প্রকৃতৈতাবত্তম্ এই সূত্র ব্যাখ্যা কালে। সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার দ্বারা শৌচদয়া ক্ষান্তি প্রভৃতি সার্বজ্ঞ্য সরৈশ্বর্য্য আনন্দ সৌন্দর্য্যাদি বুঝিতে হইবে, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীগোবিন্দদেবে। সত্য শৌচ দয়াক্ষান্তি ত্যাগ সন্তোষ আর্জব সম দম তপঃ সাম্যতিতিক্ষা উপরতি শ্রুত, ব্যাখ্যা– তস্য যথার্থ ভাষিতা, শৌচ পাবনতা বা ভাবশুদ্ধি তাহা নিজ আশ্রিতজনের প্রতি প্রত্যুপকার নিরপেক্ষরূপা অথবা ভক্ত তারতম্যের আদর না করিয়া ভক্তিমাত্র প্রসাদ্যত্বরূপা দয়া নির্হেতুক পরদুঃখ নিরাকরণের চেষ্টা, ক্ষান্তি ক্রোধ প্রাপ্তি হইলেও চিত্তসংযম, ত্যাগ যাচকগণকে মুক্তহস্তে দান, সন্তোষস্বানন্দ পূর্ণতা, আর্জব মনবাণী ও শরীরের একরূপতা শমঃ–মনের

লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যম্ ; শ্রুতম্—শাস্ত্রবিচারঃ ।

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ । স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ ॥ ব্যাখ্যা চ—জ্ঞানম্—সর্বসাক্ষাৎকাররূপং সার্বজ্ঞ্যম্ ; বিরক্তি ঃ—অসদ্‌বিষয়বৈতৃষ্ণ্যম্ ; "ঐশ্বর্য্যম্—নিয়মন সামর্থ্যম্ ; শৌর্য্যং—সংগ্রামোৎসাহঃ ; তেজঃ—পরাভিভবসামর্থ্যম্ ; বলম্—সাধারণসামর্থ্যম্ তচ্চ দুষ্করক্ষিপ্রকারিত্বম্ ; কৌশলম্—ক্রিয়ানৈপুণ্যম্, কলাবিলাস বিদ্বত্তালক্ষণা বৈদগ্ধী চ ; কান্তিঃ—সৌন্দর্য্যং যথোচিতাঙ্গ সন্নিবেশলক্ষণম্ ; ধৈর্য্যম্—প্রতিজ্ঞাভগ্নরাহিত্যম্ ; মার্দ্দবম্—স্বভক্তবিরহাসহত্বম্ ।

প্রাগলভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ । গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ প্রাগল্‌ভ্যং—প্রতিভাতিশয়ঃ ; প্রশ্রয়ঃ—বিনয়িত্বম্ ; শীলং—সুস্বভাবঃ ; —মহতো মন্দতরৈরপ্যাভিমুখৈঃ সহ নীরন্ধ্রপ্রণয়ঃ ; সহঃ—মনঃ পাটবম্ ; ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়পাটবম্ ; বলম্—কর্ম্মেন্দ্রিয়পাটবম্ ; ভগঃ—ভোগাস্পদত্বম্ ; গাম্ভীর্য্যম্—ভক্তানামপরাধৈস্তৎপ্রদর্শকৈশ্চ ক্ষোভরাহিত্যম্ । স্থৈর্য্যম্ সদৈকরস্যম্ ; আস্তিক্যম্—শাস্ত্র-তদনুষ্ঠানশ্রদ্ধা; কীর্ত্তিঃ—সাদ্‌গুণ্যখ্যাতিঃ ; মানঃ—সর্বপূজ্যতা ; অনহঙ্কৃতিঃ—গর্বরাহিত্যম্ ।

এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ । প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছন্তি র্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ তস্মাদেতে চান্যে চ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মহাগুণাঃ সর্বদৈব সন্তি, কদাপি ন বিয়ন্তি, নাপাগচ্ছন্তি । অন্যে—ইতি ; আত্মারামগণাকর্ষিত্বম্ ; ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতত্বম্ ; পরমাচিন্ত্যশক্তিত্বম্ ; আনন্ত্যেন নিত্যনূতন-সৌন্দর্য্যাদ্যাবির্ভাবত্বম্ ; অনন্তব্রহ্মাণ্ডশ্রয়-রোমবিবরত্বম্, বাসুদেবত্ব-নারায়ণত্বাদি লক্ষণ ভগবত্ত্বাবির্ভাবেঽপি

নিশ্চলতা, দান বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা, তপঃ ক্ষত্রিয়ত্ব লীলাবতারানুরূপ ধর্ম্মের আচরণ, সাম্য-সাম্যজাতিগুণাদি বৈষম্যযুক্ত মানবগণের শরণাগতবিষয়ে বৈশিষ্ট্যরাহিত্য, অথবা শত্রুমিত্রাদি বুদ্ধির অভাব, তিতিক্ষা নিজ পরের অপরাধ সহন, উপরতি লাভ প্রাপ্তিতে উদাসীনতা, শ্রুত শাস্ত্র বিচার ।

জ্ঞান বিরক্তি ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য তেজ বল, স্মৃতিস্বা তন্ত্র্য কৌশল কান্তি ধৈর্য্য ও মার্দব, ব্যাখ্যা-জ্ঞান সর্বসাক্ষাৎকার রূপ সার্বজ্ঞ্য, বিরক্তি অসদ্বিষয়বিতৃষ্ণা, ঐশ্বর্য্য নিয়মনসামর্থ্য, শৌর্য্যসংগ্রামোৎসাহ, তেজঃপরাভি ভবসামর্থ্য, বলসাধারণসামর্থ্য তাহা দুষ্করাক্ষি প্রকারিতা, স্মৃতি কর্ত্তব্যতানুসন্ধান, সাতন্ত্র্য অপরাধীনতা, কৌশল ক্রিয়ানিপুণতা, এবং কলাবিলাসবিদ্বত্তালক্ষণ বৈদগ্ধী, কান্তি সৌন্দর্য্য যথোচিতাঙ্গ সন্নিবেশলক্ষণ, ধৈর্য্য প্রতিজ্ঞা ভগ্নরাহিত্য, মার্দব নিজ ভক্তের বিরহ সহ্য না করা ।

প্রাগলভ্য প্রশ্রয় শীল সহ ওজ বল ভগ গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্য আস্তিক্য কীর্ত্তিমান অনহঙ্কৃতি, ব্যাখ্যা—প্রাগলভ্য প্রতিভাতিশয়, প্রশ্রয় বিনয়ীতা, শীল সুন্দর স্বভাব, অতিশয় মন্দতর জননিজ অভীমুখীর সহিত নীরন্ধ্রপ্রণয়, সহমনের পটুতা, ওজঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, বল কর্ম্মেন্দ্রিয়েরপতো ভগ ভোগাস্পদতা, গাম্ভীর্য্য ভক্তগণের অপরাধ ও তাহার প্রদর্শকের প্রতি ক্ষোভ রাহিত্যতা, স্থৈর্য্য সদা একরসতা, আস্তিক্য শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি সাদ্‌গুণ্যখ্যাতি, মান সর্বপূজ্যতা অনহঙ্কৃতি গর্ব রাহিত্যতা । পৃথিবী বলিলেন হে ধর্ম্ম ! যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গুণবৃন্দ ও অন্যান্য নিত্য মহাগুণ সকল যাহারা মহান হইবার

অতএব শ্রীমান্ পরাশরো ভগবচ্ছব্দস্য শুদ্ধো মহাবিভূতিধর্ম্মী পরমাত্মা বাচ্য ইত্যুক্ত্বা সম্ভর্ত্তৃত্বাদীন্ পুর্ণৈশ্বর্য্যাদীংশ্চ ধর্ম্মান্ ব্যস্তসমস্তভূতস্য তস্য বাচ্যানবোচৎ । সমস্তস্য তস্য পুনরশেষজ্ঞানাদীন্ ধর্ম্মান্ বাচ্যানভ্যধাৎ ।

"শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে । মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ কারণে ॥ সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা "ভ" কারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ । নেতা গময়িতা স্রষ্টা "গ"

স্বরূপভূত পরমাচিন্ত্যাখিল মহাশক্তিমত্ত্বম্ ; স্বয়ং ভগবল্লক্ষণকৃষ্ণত্বে তু হতারি মুক্তি ভক্তিদায়কত্বম্ ; স্বস্যাপি বিস্মাপক-রূপাদিমাধুর্য্যবত্ত্বম্" (ক্র০ স০–১/১৬/৩০) ইতি । অত্র শ্রীমান্ পরাশরঃ–শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–৬/৫/৬৭, বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্ । ব্যাপ্য ব্যাপ্তং যতঃ সর্বং যদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ তদ্ ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ । শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমংপদম্॥ তদেব ভগবদ্‌বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ । বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা–ভগবচ্ছব্দস্যার্থমাহঃ–শুদ্ধে" ইতি ।

ইচ্ছাকারী মানবগণ প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহা কখনও অপগত হয় না ।

অন্যান্য–আত্মারামগণাকর্ষিতা, ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতত্ব, পরমাচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব, আনন্ত্যে নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবকারী, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় রোমবিবরতা, বাসুদেবত্ব নারায়ণত্বাদিলক্ষণ ভগবত্ত্বাবির্ভাবে ও স্বরূপভূত পরম অচিন্ত্য অখিল মহাশক্তিমত্ত্ব, স্বয়ং ভগবল্লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণত্বেই হতারিগতিমুক্তি ভক্তিদায়কতা, নিজেরও বিস্মাপক রূপাদি মাধুর্য্যবত্তা অনিন্দ্রিয় অচেতন পর্য্যন্ত অশেষসুখদাতৃ সান্নিধ্যাত্ব ইত্যাদি মহাগুণবৃন্দ বিদ্যমান । যেহেতু শ্রীভগানের গুণসকল স্বাভাবিক, সেইহেতু ভগবৎ শব্দের নিত্যমহাবিভূতিমত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–অত এবেতি ।

অতএব শ্রীমান পরাশর ভগবৎ শব্দের শুদ্ধ মহাবিভূতিধর্ম্মী পরমাত্মা বাচ্য এই প্রকার বর্ণন করিয়া সম্ভর্ত্তৃত্বাদি পূর্ণ ঐশ্বর্য্যত্বাদি ধর্ম্মসকল ব্যস্ত ও সমস্ত রূপের শ্রীভগবানের বাচ্য বলিয়াছেন। সমস্ত সম্মিলিত শব্দের পূনরায় অশেষ জ্ঞানাদি ধর্ম্মসকল বাচ্য বলিয়াছেন, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীমান্ পরাশর ঋষি এই প্রকার বলিয়াছেন– যিনি বিভূ সর্বগত নিত্য ভূতযোনি কারণ রহিত ব্যাপ্য যেহেতু তিনি সকল ব্যাপ্ত পণ্ডিতগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্ম তিনি পরংধাম মোক্ষাকাঙ্ক্ষী যোগীগণ তাঁহাকে ধ্যান করিবেন, তাহাই শ্রুতিবাক্য কথিত সূক্ষ্ম শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা স্থান, পরমাত্মার যে স্বরূপ তাহাই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং সেই আদ্যও অক্ষয়াত্মার যেরূপ তাহাই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং সেই আদ্য ও অক্ষয়াত্মার ভগবৎশব্দই বাচক এই প্রকার বর্ণন করিয়া ভগবৎশব্দের অর্থ বলিতেছেন–শুদ্ধ ইতি । হে মৈত্রেয় ! শুদ্ধ বিভূতি ও গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হইলেও তিনি কেবল, মহাবিভূতি প্রভৃতিযুক্ত সর্বকারণ কারণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হয়, শব্দ্যতে অর্থাৎ শব্দ শাস্ত্র বেদাদি দ্বারা

কারার্থস্তথামুনে ! ॥ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং "ভগ" ইতীঙ্গনা ॥ বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি । স চ ভূতেষ্বশেষেষু "ব" কারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥" (বি০–পু০–৬/৫/৭২-৭৫)

হে মৈত্রেয় ! শুদ্ধে-বিভূত্যা গুণৈশ্চ বিশিষ্টোঽপি কেবল ইতি ; মহাবিভূত্যাদিযুক্তে সর্বকারণ-কারণে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে ভগবচ্ছব্দঃ শব্দ্যতে ; অথ ভগবচ্ছব্দস্য ব্যস্ত-সমস্তস্যার্থমাহ–সম্ভর্ত্তেতি; আদৌ ভকারস্যার্থমাহ–সম্ভর্ত্তা"–ইতি ; সর্বধারণং সর্বপালঞ্চ 'ভ' কারস্যার্থঃ । অথ "গ" কারস্যার্থমাহ–নেতা" ইতি । নেতা-স্বোপাসকানাং স্বরূপশুদ্ধিপ্রাপকঃ ; গময়িতা–শুদ্ধানাং ভক্তানাং স্বধামপ্রাপকঃ । স্রষ্টা–স্বপদে তেষাং বিচিত্রানন্দপ্রকাশকঃ, ইতি "গ" কারস্যার্থঃ । এবং ব্যস্তয়োঃ "ভ" কার-"গ" কারয়োরর্থমুক্ত্বা তয়োঃ সমস্তয়োরর্থমাহ–ঐশ্বর্য্যস্য" ইতি । সমগ্রস্য ইতি ষণ্ণাং বিশেষণম্ ; সমগ্রস্য ঐশ্বর্য্যস্য ইতি এবং ষট্‌সু ; ইঙ্গনা সংজ্ঞা । ইঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে অনেন ইতি ব্যুৎপত্তেঃ।

অথ বকারস্যার্থমাহ–"বসন্তি" ইতি । যত্র ভূতাত্মনি-পূর্বসিদ্ধস্বরূপে ভূতানি বসন্তি, অখিলাত্মনি–শক্তিমদ্‌রূপেণ সর্বোপাদানে–শ্রীগোবিন্দদেবে সর্বাণি পৃথিব্যাদীনি ভূতানি বসন্তি ; স চ অব্যয়ঃ অশেষেষু ভূতেষু বসতি, ইতি "ব" কারস্যার্থঃ, তথাচ–সর্বাধারঃ সর্বান্তর্য্যামী শ্রীগোবিন্দদেব ইতি "ব" কারস্যার্থঃ। অথবর্ণত্রয়স্য সমস্তস্যার্থমাহ–জ্ঞান" ইতি । বীর্যতেজাংস্যশেষতঃ । ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ ইতি । তেষু চ জ্ঞানম্–সার্বজ্ঞ্যম্ ; শক্তিঃ–অঘটিতঘটন সামর্থ্যম্, সঙ্কল্পমাত্রেণৈব নিখিলবিশ্বকর্ত্তৃত্বম্ বা

প্রতিপাদিত হইয়াছে । অনন্তর ভগবৎ শব্দের ব্যস্ত সমস্তের অর্থ বলিতেছেন, তন্মধ্যে প্রথমে ভকারের অর্থ সম্ভর্ত্তা সর্বধারণ কর্ত্তা ও ভর্ত্তা সর্বপালন কর্ত্তা এই দুইটি ভ কারের অর্থ । অথ গকারের অর্থ বলিতেছেন–নেতা, নিজ ভক্ত গণের স্বরূপশুদ্ধি প্রাপক, গময়িতা শুদ্ধ ভক্তগণের নিজ ধাম প্রাপক স্রষ্টা নিজ ধামে সেবকগণের বিচিত্রানন্দ প্রকাশ কর্ত্তা এই তিনটি গকারের অর্থ ।

এই প্রকার পৃথকভাবে ভ কার ও গ কারের অর্থ বলিয়া তাঁহার সমাস বদ্ধভাবে অর্থ করিতেছেন–ঐশ্বর্য্যেতি । সমগ্র শব্দটি ছয়টিরই বিশেষণ, সমগ্র ঐশ্বর্য্যের, সমগ্রবীর্য্যের সমগ্রযশের, সমগ্রশ্রীর, সমগ্রজ্ঞানেরও সমগ্রবৈরাগ্যের, সংজ্ঞা হইল ভগ, ইঙ্গনা সংজ্ঞা যাঁহার দ্বারা ইঙ্গন বা জানা যায় তাঁহাকে ইঙ্গনা বলে । অনন্তর ব কারের অর্থ বলিতেছেন–বসন্তীতি । যে স্থানে ভূতাত্মাতে পূর্বসিদ্ধ স্বরূপে ভূতসকল নিবাস করে, অখিলাত্মা শক্তিমৎরূপে সর্বোপাদানে শ্রীগোবিন্দদেবে, পৃথিব্যাদি ভূতসকল নিবাস করে, সেই অব্যয় অশেষ ভূতগণের মধ্যে নিবাস করেন ইহাই ব কারের অর্থ, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব সর্বাধারও সর্বান্তর্য্যামী এই বকারের অর্থ । এই বকার অব্যয় হয় ।

অতঃপর বর্ণত্রয়ের সমষ্টিগত অর্থ বলিতেছেন–জ্ঞানেতি জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য্য' ইত্যাদির দ্বারা । অর্থাৎ জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য তেজঃ সর্বত্র অশেষ বিশেষণ দেয়, হেয় মায়িক গুণাদি বিনা এই সকল ভগবৎ শব্দ বাচ্য হয় । তন্মধ্যে জ্ঞান সার্বজ্ঞ্যতা, শক্তি অঘটিত ঘটন সামর্থ্য, অথবা সঙ্কল্পমাত্রেই

"জ্ঞান শক্তি বলৈশ্বর্য্য" (বি০–পু০–৬/৫/৭৯) ইত্যাদিনা চ । তথা চ তৎ স্বরূপাভিন্না পরৈব তত্র সত্যাদয়োবিশেষা ভবন্তীতিধ্যেয়ং ধর্ম্মিনির্ভেদমিতি সিদ্ধম্॥৩৯॥

বলং–নিখিলজগদ্‌বিধারণ সামর্থম্ ; ঐশ্বর্য্যম্–স্বেতরসর্বনিয়ামকত্বম্ ; বীর্য্যম্–সর্বথাবিকাররাহিত্যম্ ; স্বভক্তোদ্ধরণসামর্থ্যং বা তেজঃ–মায়াতিরস্কারী প্রভাবঃ ; অশেষতঃ–অশেষাণি পরিপূর্ণানীত্যর্থঃ । হেয়ৈর্গুণাদিভির্বিনা এতানি সর্বাণি ভগবচ্ছবাচ্যানি তৎস্বরূপাভিন্ন ধর্ম্মত্বাদিতি ; ন তু তে ধর্ম্মা মায়িকা ইত্যর্থঃ ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সত্যাদ্যধিকরনস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহ ঃ–"তথা চ" ইতি । প্রকটার্থম্ । ননু গুণানাং স্বরূপানতিরেকস্বীকারে নিরাকার্যনৈর্গুণ্যবাদাপত্তেঃ, স্বরূপাদতিরিক্তাস্তে গুণাঃ স্বীকার্য্যাঃ ; ইতি চেৎ ? মৈবং–স্বরূপস্য সবিশেষত্বস্বীকারাৎ ; বিশেষ বলেন সত্তা সতীত্যাদিবৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেব স্বরূপস্যৈব গুণগুণিভাবেন ভানাৎ । তস্মাদ্ ভেদাভ্যুপগমে তৎ প্রতিষেধক বাক্যানি বিরুদ্ধ্যেরম্" ইতি ভাবঃ ।

সৌন্দর্য্য ভক্তবাৎসল্য-কৃপামাধুর্য্যরাশয়ঃ ।
ইত্যাদয়ো গুণা নিত্যা গোবিন্দস্য মহাত্মনঃ ॥৩৯॥

ইতি সত্যাদ্যধিকরণং সপ্তদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৭॥

নিখিল বিশ্ব কর্ত্তৃত্ব, নিখিল জগদ্‌বিধারণ সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য স্বেতর সর্বনিয়ামকত্ব, সর্বথা বিকার রাহিত্য কিম্বা নিজভক্তের উদ্ধার সামর্থ্য, তেজঃ মায়া তিরস্করী প্রভাব, অশেষত অশেষভাবে পরিপূর্ণ এই অর্থ । হেয় গুণাদিবিনা এইসকল গুনবৃন্দ ভগবৎ শব্দবাচ্য তৎস্বরূপাভিন্ন ধর্ম্ম হওয়া হেতু, কিন্তু ঐ ধর্ম্মসকল মায়িক নহে ইহাই অর্থ ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর সত্যাদ্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তথাচেতি । তথাচ শ্রীভগবৎ স্বরূপাভিন্ন পরাশক্তিই শ্রীভগবানের সত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মসকল হয়, সুতরাং ধর্ম্মীর সহিত অভেদ ভাবেই গুনবৃন্দধ্যেয় ইহা সিদ্ধ হইল, যদি বলেন–গুনবৃন্দের স্বরূপের অনতিরেক স্বীকার করিলে নিরাকার ও নির্গুণ্য বাদাপত্তি হয়, সুতরাং স্বরূপ হইতে তাহা অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হইবে ? এই প্রকার বলিবেন না, কারণ স্বরূপের সবিষেশত্বস্বীকার করা হেতু, বিশেষ বলেই সত্তাসতী ইত্যাদির ন্যায় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপেরই গুন ও গুনীরূপে অনুভব হয় । সুতরাং ভেদ স্বীকার করিলে পরে ভেদ প্রতিসেধক বাক্য সকলের বিরোধিতা হয় ইহাই ভাবার্থ । মহাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবের সৌন্দর্য্য ভক্তবাৎসল্য কৃপা মাধুর্য্যরাশি প্রভৃতি গুনবৃন্দ নিত্য হয় ॥৩৯॥

এই প্রকার সত্যাদ্যধিকরণ সপ্তদশ সমাপ্ত ॥১৭॥

১৮॥ "কামাদ্যধিকরণম্"—

অথ শ্রীবৈশিষ্ট্যং গুণমুপসংহর্ত্তুমারম্ভঃ । "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ" (শুঃ০–য০–৩১/২২) ইতি যজুষি শ্রূয়তে । ইহ শ্রী রমাদেবী ; লক্ষ্মী র্ভগবতী সম্পাদিত্যেকে । শ্রীবাগ্‌দেবী লক্ষ্মীস্তু রমাদেবীত্যপরে ।

১৮॥ "কামাদ্যধিকরণম্"

গোপিকাজনবেষ্টিতং রাধালিঙ্গনশোভিতম্ ।
ব্রজ শ্রীযোগপীঠস্থং স্মারামি শ্যামসুন্দরম্ ॥

অথাধিকরণসঙ্গতি ঃ—স্বপ্রকাশানন্দবিগ্রহঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বাত্মকে শ্রীগোকুলবৈকুন্ঠাদৌ ধাম্নি, স্বপ্রভামণ্ডলে রবিরিবোপাস্যঃ, ইতি প্রতিপাদিতম্ ; এবং তদ্ধামবৈশিষ্ট্যস্য তদ্‌গুণস্য সর্বত্রোপসংহারঃ ; কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিকারপ্রসঙ্গাৎ শ্রীবৈশিষ্ট্যস্য তদ্‌গুণস্য তু কৃচিৎ শ্রুতস্যাপি নোপসংহার্য্যম্ ; তথাত্বে তস্য স্মরবিকারাপত্তেরিতি শঙ্কানিবারণার্থং কামাদ্যধিকরণারম্ভঃ" ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ কামাদ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—অথেতি । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য "শ্রী" স্বরূপশক্তিবৈশিষ্ট্যং গুণমুপসংহর্ত্তুং কামাদ্যধিকরণারম্ভ ইত্যর্থঃ । শুক্লযজুর্বেদীয় বাক্যেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীগুণকত্বমুপসংহরতি— শ্রীশ্চ" ইতি । হে স্বেতরসর্বনিয়ামক ! হে সার্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তকল্যাণগুণরত্ননিলয় ! হে

১৮॥ "কামাদ্যধিকরণ"

অনন্তর কামাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । যিনি ব্রজধামের যোগপীঠে অবস্থান করত গোপিকাজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং শ্রীরাধার আলিঙ্গনে সুশোভিত সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি স্মরণ করি । অতঃপর অধিকরণ সঙ্গতি দেখাইতেছেন—স্বপ্রকাশানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব স্বাত্মক শ্রীগোকুল বৈকুন্ঠাদি ধামে নিজ প্রভা মণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় উপাস্য হয়েন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই প্রকার তাঁহার ধাম বৈশিষ্ট্য গুণেরও সর্বত্র উপসংহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিকার প্রসঙ্গহেতু শ্রীবৈশিষ্ট্য তাঁহার গুণের কোন শাখায় শ্রবণ করিলেও উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা স্বীকার করিলে শ্রীভগবানের স্মর বিকারাপত্তি দোষের সম্ভাবনা আছে, এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত কামাদ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ—অনন্তর কামাদ্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অথেতি । অথ শ্রীবৈশিষ্ট্য গুণ উপসংহার আরম্ভ, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীস্বরূপশক্তি বৈশিষ্ট্যগুণ উপসংহার করিবার নিমিত্ত কামাদ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অর্থ । শুক্লযজুর্বেদীয় বাক্য শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীগুণকত্ব উপসংহার করিতেছেন,—শ্রীশ্চেতি । শ্রীও লক্ষ্মী আপনার পত্নী, অর্থাৎ হে স্বেতর সর্বনিয়ামক ! হে সার্বজ্ঞ্যাদ্যনন্ত কল্যাণ গুণ রত্ননিলয় ! হে সর্বশক্তিমান ! আপনার শ্রী এবং লক্ষ্মী পত্নী হয়েন। ইহা

অথর্বশিরসি চ–"কমলাপতয়ে নমঃ" (গো০–তা০–পূ০–৪৯) "রমা মানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" (গো০–তা০–পূ০–৫০) ইতি । "রমাধারায় রামায়" (রা০–তা০–পূ০–৪/১৩) ইতি । চৈবমাদি ।

সর্বশক্তিমান্ ! তে তব শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ ভবতঃ ।

ননু কে এতে ? তত্রাহু ঃ–ইহ শ্রী রমাদেবী ; লক্ষ্মী ভাগবতী সম্পৎ ; ইত্যেকে ; অথ মতান্তরমাহুঃ– শ্রীঃ–বাগ্‌দেবী ; সরস্বতীতি, তথাহি বিশ্বকোশে–শ্রীর্বেশরচনা–শোভা-ভারতী-সরলদ্রুমে। অত্র লক্ষ্মীরিব চেতনা নিত্যা বাগ্‌দেবী শ্রীহরেঃ পত্নী ; তথাহি–স্কান্দে–শ্রীবৃহস্পতিকৃতে শ্রীসরস্বতীস্তোত্রে–সরস্বতীং নমস্যামি চেতনাং হৃদিসংস্থিতাম্ । ইতি "কেশবস্য প্রিয়াং দেবীম্" ইতি । "শুক্লাং ক্ষেমপ্রদাং নিত্যম্" ইতি । এবমস্যা বিশেষণাৎ তয়োঃ পতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ; ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপুমর্থত্বমুক্তম্ ।

ননু–তয়োঃ স্পর্দ্ধাবিধানাৎ প্রাকৃতমায়াবৃত্তিভ্যাং তাভ্যাং ভাব্যমিতি চেৎ ; মৈবং ভ্রমিতব্যম্ ; পরাত্মকত্বাত্তয়োঃ ; মায়িকত্বনিরাসাচ্চ পরৈব শ্রীলক্ষ্মীরিতি । তথাচ–হ্লাদ প্রধানাবৃত্তির্লক্ষ্মীঃ ; সংবিৎপ্রধানাবৃত্তিস্তু বাগ্‌দেবী" ইতি । সাপত্ন্যহেতুকা তয়োঃ স্পর্দ্ধা তু রসপোষায় এব শ্রীহরেরিচ্ছৈবেতি

যজুবের্দে শ্রবণ করা যায় । যদি বলেন তাহারা কে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–ইহেতি । এইস্থলে কেহ শ্রী রমাদেবী, লক্ষ্মী ভাগবতী সম্পত্তি বলেন, অপরে শ্রী বাগ্‌দেবী সরস্বতী বলেন এই বিষয়ে বিশ্বকোষের অনুশাসন–শ্রী শব্দের বেশরচনা, শোভা ভারতী ও সরল বৃক্ষ অর্থ হয় ।

লক্ষ্মীরমাদেবী ! এস্থলে লক্ষ্মীর ন্যায় চেতনা নিত্যা বাগ্‌দেবী সরস্বতী বলেন সরস্বতী শ্রীহরির পত্নী হয়, এই বিষয়ে শ্রীস্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে–হৃদয়নিবাসিনী চেতন স্বরূপা সরস্বতীকে নমস্কার করি, যে দেবী শ্রীকেশবের প্রিয়া, যিনি শুক্লবর্ণা ক্ষেমপ্রদা ও নিত্যা । এই বিশেষণ হেতু লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পতি শ্রীকৃষ্ণ । এই প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমপুমর্থতা কথিত হইল । যদি বলেন–উভয়ের স্পর্দ্ধাবিধান হেতু তাহারা প্রাকৃত মায়ার বৃত্তিই হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–এই প্রকার ভ্রম করিবেন না, তাঁহারা পরাত্মিকা শক্তি হয়েন, মায়িকত্ব নিরাসহেতু পরাশক্তি লক্ষ্মী বলিয়াছেন ।

সারর্থ এই যে–হ্লাদ প্রধানা বৃত্তি লক্ষ্মী, সম্বিৎ প্রধানাবৃত্তি বাগ্‌দেবী, সাপত্ন্য হেতু তাঁহাদের স্পর্দ্ধা কিন্তু রসপোষণের নিমিত্ত শ্রীহরির ইচ্ছার দ্বারাই জানিতে হইবে । অপর শ্রীলক্ষ্মীদেবীই রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত বাগ্‌দেবী হইয়াছেন তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে–হে দেবি ! আপনি সিদ্ধি আপনি স্বধা স্বাহা সুধা আপনি লোক পাবনী, সন্ধ্যা রাত্রি প্রভা ভূতি মেধা শ্রদ্ধা ও সরস্বতী হয়েন । বাজসনেয়ীগণ শ্রীশ্চ এই প্রকার পাঠ করেন, অন্যসকলে হ্রীশ্চ' হ্রী ভূদেবী অর্থ হয় । অথর্বশিরঃ শ্রীগোপাল তাপনীতে–কমলাপতিকে নমস্কার, অর্থাৎ কমলা পরমা কান্তিময়ী ত্রিবিধ স্বরূপ শক্তি লক্ষ্মী মহিষী গোপীগণের পতি স্বামীকে নমস্কার ।

অত্র ভবতি বীক্ষা–শ্রীরিয়ং প্রাকৃতত্ত্বাদনিত্যা ? উত পরাত্ত্বান্নিত্যা ? ইতি "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (বৃ০–২/৩/৬) ইতি পরমাত্মনি নিঃশেষ বিশেষ প্রতিষেধান্ন তত্র শ্র্যাদিরূপঃ কশ্চিদ্ বিশেষঃ সম্ভবী । কিন্তু স্বীকৃতমায়ো বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিস্তাদৃশ্যাপি শ্রিয়া যুজ্যতে, ইত্যনিত্যা তস্য শ্রীরিতি প্রাপ্তে–

বোদ্ধব্যম্ । কিঞ্চ শ্রীলক্ষ্মীরেব রসাস্বাদনার্থং বাগ্‌দেবীরভবৎ–তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–১/৯/১১৯–"ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপাবনী । সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভাভূতির্ম্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥ ইতি ।

অত্র "শ্রীশ্চ" ইতি বাজ সনেয়িনঃ পঠন্তি । অন্যে তু "হ্রীশ্চ" ইত্যাহুঃ ; হ্রীভূদেবীত্যর্থঃ । অথর্বশিরসি ইতি–শ্রীগোপালতাপন্যাম্ ; কমলাপতয়ে–কমলানাং–পরমকান্তিমতীনাং ত্রিবিধস্বরূপশক্তীনাং লক্ষ্মী-মহিষী-গোপীনাং পতয়ে স্বামিনে নমঃ ; তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাম্–উ০-২৭ "স বো হি স্বামী ভবতি" নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল মালিনে । নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ ইতি পূর্ণাশ্রুতিঃ । রমানানস হংসায়" ইতি । রমাঃ গোপ্যঃ, তাসাং মানসসরোবরস্য হংসায়, সদা নিবাস কারিণে গোবিন্দায় নম ইত্যর্থঃ । "রমাধারায়" ইতি শ্রীরামতাপন্যুপনিষদি–৪/৪ "নমো দেবাদিরূপায় ওঁ কারায় নমো নমঃ । রমাধারায় রমায় শ্রীরামায়াত্মমুর্ত্তয়ে ॥ ইতি তু কৃৎস্না শ্রুতিঃ । রমা অত্র জনকনন্দিনী শ্রীসীতাদেবী ; তস্যা আধারায় নিবাসায় ; রামায়–পরমমনোহরমূর্ত্তয়ে ; শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ইত্যর্থঃ । তথাহি

এই বিষয়ে শ্রীগোপাল তাপনীতে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের স্বামী হয় । কমলনেত্রকে নমস্কার, কমলামালাধারিকে নমস্কার, কমলানাভিকে নমস্কার, কমলার পতিকে ও নমস্কার, এই পূর্ণশ্রুতি। রমার মানসহংস শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার, অর্থাৎ রমা গোপীগণ তাঁহাদের মানস সরোবরের হসং সদা নিবাস কারী শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার ইহাই অর্থ । রমাধারায় ইহা শ্রীরামতাপনীর বাক্য, বেদাদিরূপকে নমস্কার, ওঁঙ্কারকে নমঃ নমস্কার, রমার আধার রাম আত্ম মূর্তি শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার, ইহাই সম্পূর্ণ শ্রুতি । রমা এইস্থলে জনকনন্দিনী শ্রীসীতাদেবী তাঁহার আধার নিবাসকে, রাম পরম মনোহর মূর্ত্তিকে শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার, এই অর্থ ।

পূনঃ যিনি শ্রীজানকীর দেহ ভূষণ, রাক্ষস বিনাশকারী, শুভ অঙ্গসন্নিবেশ যুক্ত, ভদ্রস্বরূপ, রঘুবীর দশাস্য রাবণের অন্তক স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার । অপর শ্রীসীতোপনিষদে শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ জগতের আধার কারিণী । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–লোকমলবিনাশিকীর্ত্তি শ্রীসীতাপতির জয় হউক । ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রমাণ আছে, এই প্রকার বিষয়বাক্য ।

সংশয় ঃ––এই বিষয় বাক্যের সংশয়ে উদ্ভাবনা করিতেছেন–অত্রেতি । এইস্থলে বীক্ষা সন্দেহ হইতেছে, এই শ্রী প্রাকৃত শক্তিহেতু অনিত্যা ? অথবা পরাশক্তি হেতু নিত্যা ? অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে যে লক্ষ্মী প্রভৃতির শক্তির কথা শ্রবণ করা যায় তাহা নিত্যা ? অথবা সেই শক্তি অনিত্যা হয় ? ইহাই সংশয়বাক্য।

॥ওঁ॥ কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৮/৪০॥

"সৈব" ইতি পূর্বেতোঽনুবর্ত্ততে। (৩/৩/১৭/৩৯) সৈব পরৈব শ্রীঃ সতী তত্র প্রকৃত্যস্পৃষ্টে সংব্যোম্নি তস্মাদিতরত্র প্রপঞ্চান্তর্গতে তৎপ্রকাশে চ স্বনাথস্য পরমাত্মনঃ কামাদি বিতনোতীতি নিত্য শ্রীকঃ সঃ।

তত্রৈব–৪/১৪ জানকীদেহভূষায় রক্ষোঘ্নায় শুভাঙ্গিনে। ভদ্রায় রঘুবীরায় দশাস্যান্তকরূপিণে" অপিচ শ্রীসীতোপনিষদি–৭ শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী" ইতি। শ্রীভাগবতে–১১/৪/২১ "সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ" ইতি চৈবমাদি ইতি বিষয়বক্যম্।

*সংশয় ঃ–*অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্ভাবয়ন্তি–স্পষ্টম্। তথাচ–শাস্ত্রেষু যা লক্ষ্ম্যাদিঃ শক্তিঃ শ্রুয়তে সা নিত্যা ? অথবা অনিত্যা ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষয়ন্তি–"অথাত" ইতি। প্রকটার্থম্। ননু–সর্ববিধনিষেধাবধি ব্রহ্ম ইতি স্বীকৃতে বিষয়বাক্যস্থ শ্রুতিবাক্যানাং কা গতিঃ ? তত্রাহ ঃ–"কিন্তু" ইতি। স্ফুটার্থম্। তথাচ– যদা নির্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্ম বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানোপাধি-উপহিতং ভবতি, তদা স্বীকৃতমায়ঃ সার্বজ্ঞ্য-লক্ষ্মীকান্ত্যাদিগুণযুক্তক্ ভবতি, ন তু তথাত্বং ব্রহ্মণো নিত্যত্বং ; কিন্তু ঔপাধিকমেব ; তস্মাত্তাদৃশত্বং লক্ষ্মীকান্তত্বং অনিত্যত্বাৎ ; তস্যা লক্ষ্ম্যা অপি সুতরামনিত্যত্বমিত্যর্থঃ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–"কামাৎ" ইতি। "পরাস্য শক্তিঃ" (শ্বে০ ৬/৮) "বিষ্ণুশক্তি পরা" (বি০ পু০–৬/৭/৬১) "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ

পূর্বপক্ষ ঃ––এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষ করিতেছেন–অথাতেতি। বৃহদারণ্যক বাক্যে– অথাত অনন্তর ইহাই আদেশ হইতেছে যে ব্রহ্মের রূপ নাই গুণ নাই" এই প্রকার পরমাত্মাতে এই নিঃশেষ বিশেষ প্রতিসেধহেতু তাহাতে শ্রীপ্রভৃতি কোন প্রকার বিশেষ সম্ভব নহে। যদি বলেন– "সর্ববিধ নিষেধাবধিব্রহ্ম" ইহা স্বীকার করিলে বিষয়বাক্যস্থ শ্রুতিবাক্যগণের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–কিন্ত্বিতি। কিন্তু ব্রহ্ম যখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি হয়েন তখন তাদৃশী মায়াত্মিকা বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীর সহিত যুক্ত হয়েন, সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রী অনিত্যা হয়।

অর্থাৎ যে কালে নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম বিশুসত্ত্ব প্রধান উপাধিদ্বারা উপহিত যুক্ত হয়েন, সেইকালে স্বীকৃতমায় সার্বজ্ঞ্য লক্ষ্মীকান্ত্যাদি গুণযুক্ত হয়েন, কিন্তু সেইরূপ ব্রহ্মের নিত্য নহে, তাহাও ঔপাধিক মাত্র, অতএব তাদৃশ লক্ষ্মীকান্তত্বাদিরূপ অনিত্যহেতু সেই লক্ষ্মীর সুতরাং অনিত্যতা হয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অর্থ, ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–কামাদিতি। তত্র নিত্যধামে বিদ্যমান, শ্রী ইতরত্র প্রপঞ্চে কামাৎ প্রয়োজন বশতঃ অবতরিত হয়েন, আর অনাদিহেতু। অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তি পরা শ্রীবিষ্ণুর পরাশক্তি আছে, হে সর্বাধার !

কামোঽত্র শৃঙ্গারাভিলাষঃ। আদিনা তদনুগুণা তৎ পরিচর্য্যাদি চ। শ্রীপরৈবেতি। কুতঃ? আয়েতি। আয়াদ্ ব্যাপ্তে, তনাদ্ ভক্তমোক্ষানন্দবিস্তারাচ্চ।

ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ" (বিঃ পুঃ--১/১৮/৬৮) ইত্যাদৌ যা পরাখ্যা স্বরূপশক্তিরুক্তা সা এব শ্রীঃ; তত্র শ্রীগোবিন্দদেব বৎ প্রকৃত্যস্পৃষ্টে সংব্যোমাদিশব্দিতে শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠাদৌ সর্বদা বর্ত্ততে; "ইতরত্র" তস্মাৎ নিত্যধাম্নঃ ইতরত্র প্রপঞ্চান্তর্গতে তৎ প্রকাশে "কামাৎ" স্বপ্রাণনাথস্য নানাবিধপ্রয়োজনাৎ অবতরতি; কুতঃ? আয়তনাদিভ্যঃ" আয়ঃ--ব্যাপ্তি; তনঃ--মোক্ষানন্দবিস্তারঃ; তস্মাৎ; তথাচ--পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেববৎ তস্যা ব্যাপ্তেঃ; তথা স্বভক্তানাং মোক্ষানন্দ বিস্তারাচ্চ সা নিত্যা এব ইত্যার্থঃ। "সৈব" ইতি; "সৈবহি সত্যাদয়ঃ" (৩/৩/১৭/৩৯) ইতি সূত্রাদনুবর্ত্ততে; "সৈব পরৈব শ্রীঃ" ইতি ভাষ্যাংশং স্পষ্টম্।

তথাচ--স্বয়ং ভাগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপশক্তি শ্রীঃ নিত্যধাম্নি তেন সহ নিত্যৈব বিরাজতে। যদা চ শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চান্তর্গতে শ্রীগোকুলাযোধ্যাদিরূপে তৎ প্রকাশবিশেষে প্রাপঞ্চিকলোকলোচন--গোচরতয়া অবতরতি; তদা মহালক্ষীরপি তৎস্বরূপানুসারেণ তত্তৎ ধামেষু অবতরতীত্যর্থঃ। অবতীর্য্য চ স্বপ্রাণনাথস্য শ্রীভগবতঃ কামাদি বিতনেতি ইতি ভাবঃ। অথ সূত্রস্থ "কাম" শব্দস্যার্থমাহ :--"কামোঽত্র" ইতি। শৃঙ্গার ইতি--শব্দকল্পদ্রুমে--(১৫৭২ পৃঃ) পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা। স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকরণম্॥ আদিপদেন তৎ পরিচর্য্যাদিঃ।

অথ শ্রীঃ পরা নিত্যা চ প্রদর্শয়িতুং হেতব আহ :--শ্রীপরৈব ইতি; এবং কুতঃ সম্ভবেৎ? আয়েতি।

হলাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই শক্তিত্রয় একমাত্র আপানাতেই আছে' ইত্যাদি বাক্যে যে পরা নাম্নী স্বরূপ শক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরাশক্তিই শ্রী, 'তত্র' শ্রীগোবিন্দদেবের ন্যায় প্রকৃতির অস্পৃষ্ট সংব্যোমাদি শব্দিত শ্রীগোকুল বৈকুণ্ঠাদি ধামে সর্বদা বিরাজিত আছেন, 'ইতরত্র' সেই নিত্যধাম হইতে "ইতরত্র' এই প্রপঞ্চান্তর্গত নিত্যধামের প্রকাশে "কামাৎ" নিজ প্রণনাথের নানাবিধ প্রয়োজন হেতু অবতীর্ণ হয়েন, কেন? আয়তনাদিহেতু আয় ব্যাপ্তি, তন মোক্ষানন্দ বিস্তার হেতু। পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সমান তাঁহার ব্যাপ্তি, তথা নিজ ভক্ত গণের মোক্ষানন্দ বিস্তার হেতু সেই শ্রী নিত্যাই ইহাই সুত্রার্থ। সৈব শব্দ পূর্বসূত্র হইতে অনুবর্ত্তনীয়, সৈবহি সত্যাদয় এই সূত্র হইতে।

পূর্বকথিত সেই পরাশক্তিই শ্রী, তত্র প্রকৃতির স্পর্শশূন্যসংব্যোমাদিশব্দ বাচ্য দিব্যগোলোকাদিধামে, নিত্যই বিরাজিত আছেন, তথা হইতে এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত শ্রীভগবদ্‌ধামের প্রকাশের পরমাত্ম নিজ প্রাণনাথের কামাদি বিস্তার করেন, অতএব শ্রীগোবিন্দদেব নিত্য শ্রী যুক্ত। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ শক্তি শ্রী নিত্যধামে তাহার সহিত নিত্যই বিরাজিত আছেন, যে কালে শ্রীভগবান প্রপঞ্চের মধ্যে শ্রীগোকুল শ্রীঅযোধ্যাদিরূপে তাহার প্রকাশ বিশেষে প্রপঞ্চিলোকগণের লোচন গোচর রূপে অবতীর্ণ হয়েন, সেই কালে মহালক্ষ্মী ও শ্রীভগবানের স্বরূপের অনুসারেই সেই সেই ধাম সকলে অবতীর্ণ হয়েন এই অর্থ; এবং অবতীর্ণ হইয়া নিজ প্রাণনাথ শ্রীভগবানের কামাদি বিস্তার করেন ইহাই ভাবার্থ। অনন্তর সূত্রস্থ কাম শব্দের অর্থ বলিতেছেন-কামেতি কামশব্দে এইস্থলে শৃঙ্গারের অভিলাষা,

উভয়ত্র সত্যাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ । আদিনা পরৈক্যবাক্যং গৃহ্যতে । তত্র "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদৌ "স্বাভাবিকী" (শ্বে০–৬/৮) ইতি পরমাত্মাভেদাভিধানাৎ, পরা বিভ্বী সৈব হীতি জ্ঞান কারুণ্যাদিরূপত্বোক্তে র্মোক্ষদা চ ।

আয়াৎ–ব্যাপ্তেঃ ; সাধনপ্রকারন্ত–ঈ-ব্যাপ্তৌ ইতি ধাতোঃ । (কবি কল্পদ্রুমঃ) ভাবেঽচ, তথাহি ভগবান্‌পাণিনিঃ–৩/৩/৫৬, "এরচ" ইতি সূত্রাদচ্ ; ইবর্ণান্তাদচ্ ; ইতি বৃত্তিঃ ; ততঃ "প্রজ্ঞাদেঃ কেশব ণঃ" (হরি না০ ব্যা০–৭/১১০০) "আয়ঃ" এবং তনাৎ–ভক্তমোক্ষানন্দবিস্তারাৎ ; তনু–বিস্তারে ইতি ধাতোঃ–তনোতের্ভাবে কঃ, তথাহি বার্ত্তিকম্–(পা০-৩/৩/৫৭) "ঘঞর্থে কবিধানম্" ইতি । অত্রায়ং প্রয়োগঃ–"শ্রীঃ পরা নিত্যা চ বিভুত্বাৎ মোক্ষপ্রদত্বাচ্চ সত্যাদি গুণবৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ত্রৈগুণ্যম্" অত্র বিভুত্বাদিহেতুভ্যাং শ্রিয়ঃ পরাত্বং সাধ্যতে।

ননু সত্যাদয়ো গুণাঃ শ্রীভগবতি সমবায়সম্বন্ধেন বর্ত্তন্তে, তস্মাত্তে তদাত্মকা ভবন্তু ; কিন্তু শ্র্যাদয়ো গুণা ন তথা তস্মাদনিত্যাঃ তাঃ" ইতি চেৎ ; উচ্যন্তে–শ্রীসত্যাদ্যোরভেদেঽপি বিশেষবলাৎবাস্তব

আদিপদে তদনুগুণ শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যাদি শৃঙ্গার শব্দে–পুরুষের স্ত্রীতে ও স্ত্রীর পুরুষের সংযোগের প্রতি যে স্পৃহা তাহা শৃঙ্গার নামে বিখ্যাত, সেই শৃঙ্গার রতি ক্রীড়াদির কারণ হয় । অপর তাহার সময়োচিত পরিচর্য্যাদি ।

অথ শ্রী পরা ও নিত্যা তাহা দেখাইবার নিমিত্ত হেতু সকল বলিতেছেন শ্রীতি । শ্রী পরাশক্তিই হয়েন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? তাহা বলিতেছেন আয়েতি । আয়-ব্যাপ্তি হেতু, আয় শব্দ সাধন প্রকার–ঈ ধাতু ব্যাপ্তি অর্থ, ভগবান পাণিনি বলিয়াছেন–এরচ,' এই সূত্রের দ্বারাই অচ্ হয়, সু বর্ণের অন্তে অচ্ হয় ইহা বৃত্তি, পুনঃ প্রজ্ঞাদির কেশবণ হয়, ণ কারের অকার থাকে ণকারের লোপহেতু আদি বৃদ্ধি আয় । এবং তনাৎ ভক্তগণের মোক্ষানন্দ বিস্তারহেতু । সাধন প্রকার-তনুধাতু বিস্তার অর্থ তনুর ভাববাচ্যে ক হয় ব্যার্ত্তিকে আছে ঘঞ-অর্থে ক হয়, এইস্থলে-শ্রীপরা ও নিত্য বিভু হওয়া হেতু মোক্ষপ্রদ হেতু, সত্যাদিগুণের সমান, যাহা তাদৃশ নহে, তাহা তাদৃশী নহে, যেমন ত্রিগুণাত্মিকা-এইস্থলে বিভুত্বাদি হেতু দ্বয়ের দ্বারা শ্রীর পরাত্ব সাধিত হইল ।

যদি বলেন-সত্যাদি গুণবৃন্দ শ্রীভগবানের সমবয়ি-সমন্ধে বিদ্যমান আছে অতএব তাহারা তদাত্মক হউক কিন্ত শ্রী প্রভৃতি গুণসকল সেই প্রকার নহে, সুতরাং তাহারা অনিত্যা হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন–শ্রী ও সত্যাদিগুণ অভেদ হইলেও বিশেষ সামর্থ্যে বাস্তবভেদ কার্য্যের বিদ্যমানতাহেতু দার্ষ্টান্তিক ও দৃষ্টান্ত ভাবে সিদ্ধ হইল উভয়এ সত্যাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত, আদি পদের দ্বারা পরার একত্ব বাক্যগ্রহণ করিতে হইবে ।

অর্থাৎ ব্যাপক হেতু ও ভক্ত মোক্ষপ্রদ হেতু মুখ্যপদ হেতু শ্রীগোবিন্দদেবের সত্যাদি গুণবৃন্দ যেমন তদভিন্ন এবং তদাত্মক, সেই প্রকার ব্যাপক ও ভক্তমোক্ষ প্রদায়িকা হেতু শ্রীও তদাত্মিকা শ্রীভগবদাত্মিকা হয়েন ইহাই অর্থ । শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অভেদ হেতু পরা ব্যাপকহেতু পরা সহিত

তদভেদাদেব শ্রীশ্চ তথা । স্মৃতঞ্চৈবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে –(১/৮/১৭) "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী । যথা সর্বগতো বিষ্ণুঃ তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ! ইতি চ। ন চ ভেদে সতীদং দ্বয়ং শক্যং বক্তুমপসিদ্ধান্তাপত্তেঃ । শ্রিয়ঃ পারা ঐক্যঞ্চস্মৃতং

ভেদকার্য্যস্য সত্ত্বাৎ দার্ষ্টন্তিক-দৃষ্টান্তভাবঃসিদ্ধঃ । উভয়ত্র ইতি–ব্যাপকত্বাৎ ভক্তমোক্ষদত্বাচ্চ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সত্যাদয়ো গুণা যথা তদভিন্ন-পরমাত্মকাঃ, তথাত্বাৎ–ব্যাপকত্বাৎ ভক্তমোক্ষদাতৃত্বাচ্চ শ্রীশ্চ তদাত্মিকা ইত্যর্থঃ । তদভেদাৎ পরয়া শ্রিয়া সার্দ্ধং শ্রীভগবতোঽদ্বৈতত্বাৎ শ্রীশ্চ তথা বিভ্বী ভক্তমুক্তিদা চেত্যর্থঃ । অথ তস্যাঃ স্বাভাবিকীত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–তত্রেতি । "ইতি" ইত্যাদি প্রকটার্থম্।

অথ ব্যাপকত্বং ভক্তমোক্ষানন্দপ্রদত্বঞ্চ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যেন– "স্মৃতঞ্চৈবমিতি" হে দ্বিজোত্তম ! মৈত্রেয় ! –সা জগন্মাতা শ্রীঃ শ্রীবিষ্ণোঃ, অনপায়িনী শক্তিরিতি ; অপায়ো-বিশ্লেষঃ, তদ্‌রহিতা, নিত্যা এব এষা লক্ষ্মীরিতি । শ্রীবিষ্ণুঃ যথা সর্বগতঃ, তথা এব ইয়ং লক্ষ্মীরপি সর্বগতা ইতি ; অনয়া সাবধারণয়া কণ্ঠোক্ত্যা অস্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ–অনিত্যত্বশঙ্কা, শ্রীবিষ্ণুবদ্‌ব্যাপ্ত্যুক্ত্যা চ প্রাকৃতত্বশঙ্কা চ অতিদূরোৎসারিতা ইতি বোধ্যা । তথাহি শ্রীভাগবতে–১২/১১/২০ "অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ" এবং শ্রীলক্ষ্ম্যাঃ শ্রীবিষ্ণোরনপায়িনী শক্তিত্বং ; নিত্যত্বঞ্চ প্রতিপাদ্য– ভক্তানাং মোক্ষদাতৃত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি–"আত্মবিদ্যা" ইতি । হে দেবি ! ত্বমেব বিমুক্তি-ফল-দায়িনী

শ্রীভগবানের অদ্বৈত বশতঃ শ্রীও সেই প্রকার ব্যাপিকা এবং ভক্তমুক্তিদা হয়েন । অনন্তর শ্রীর স্বাভাবিকীত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন–তত্রেতি। তত্র উপনিষদে পরাস্যশক্তিঃ ইত্যাদি বাক্যে তাহার স্বাভাবিকীত্ব, এই প্রকার পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অভেদ কথন হেতু পরা বিভ্বী, তিনিই জ্ঞান কারুণ্যাদিরূপে কথিত হওয়া হেতু মোক্ষ্য দাত্রী, শ্রীভগবানের সহিত অভেদ বশতঃ শ্রীদেবী ও সেই প্রকার হয়েন।

অনন্তর লক্ষ্মী দেবীর ব্যাপকতা ও ভক্ত মোক্ষানন্দ প্রদতা শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছে, স্মৃতমিতি । শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ও এই প্রকার স্মরণ করিয়াছেন–হে দ্বিজোত্তম মৈত্রেয় ! সেই জগন্মাতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনীশক্তি, অপায়বিশ্লেষ তদ্‌রহিতা এই শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিত্যা হয়, শ্রীবিষ্ণু যে প্রকার সর্বগত সর্বব্যাপক সেই প্রকারই এই শ্রীলক্ষ্মীও সর্বগতা সর্বব্যাপিকা । এই সাবধারনা কণ্ঠোক্তির দ্বারা এই লক্ষ্মীদেবীর অনিত্যত্বাশঙ্কা, শ্রীবিষ্ণুসমান ব্যাপিকা এই বাক্যদ্বারা প্রাকৃতত্বাশঙ্কা–অতিশয় দূরোৎ সারিত হইল বুঝিতে হইবে ।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীহরির সাক্ষাৎ নিজ অনপায়িনী শক্তিস্বরূপা ভগবতী শ্রীদেবী হয়েন । এই প্রকার শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনীশক্তিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভক্তগণের মোক্ষ দাতৃত্ব ও প্রতিপাদন করিতেছেন–আত্মেতি । হে দেবি ! আপনিই বিমুক্তি ফল দায়িনী আত্মবিদ্যা হয়েন, অর্থাৎ সাধক জীবগণের শ্রীভগবচ্চরণ পরিচর্য্যা প্রাপ্তিরূপা যে বিশেষফলভূতা মুক্তি

তত্রৈব–(বি০–পু০–১/৯/৪৬)

"প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যপচারতঃ। প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ইতি। অত্র পরৈব মা ইতি বিস্ফুটম্। আয়াদীনি প্রকৃতের্নসম্ভবতীতি তদন্যত্বং শ্রিয়ঃ সুব্যক্তম্। তস্মাৎ পরৈব শ্রীরতো নিত্যা সেতি ॥৪০॥

আত্মবিদ্যা ভবসি ; তথাচ–সাধকজীবানাং শ্রীভগবচ্চরণপরিচর্য্যা প্রাপ্তিরূপা যা বিশেষফলরূপা মুক্তিঃতস্যাঃ প্রাদায়িনী আত্মবিদ্যা-ভক্তিরূপা ত্বমেবাসি ; "যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। ইতি তু পূর্বার্দ্ধম্।

অত্র কেচিৎ শ্রীভগবতো ভিন্না শ্রীরিতি মন্যন্তে ; তন্নোচিতমিত্যাহ ঃ–ন চেতি। স্পষ্টম্। তথাচ–শক্তিশক্তিমতোঃ শ্রীলক্ষ্মীভগবতো র্ভেদে স্বীকৃতে ইদং হেতু দ্বয়ং–ব্যাপকত্বং মোচকতঞ্চ বক্তুং ন শক্যম্ ; তথাত্বে অপসিদ্ধান্তপত্তেঃ। অথাপসিদ্ধান্তাপ্রকারশ্চেথম্–স্বেতরনিখিলান্তর্বহিঃ প্রবেশঃ খলু সর্বব্যাপ্তিরুচ্যতে ; তথাত্বে শ্রীলক্ষ্ম্যাঃ শ্রীহরেশ্চ সর্বব্যাপকত্বমোক্ষদশ্চ স্বীকারে ঈশ্বরদ্বয়প্রসঙ্গঃ। তস্মাত্তস্যা তস্মাদ্ ভেদস্বীকারে, তয়োঃ মুক্তিদত্বে চ "তমেববিদিত্বা" (শ্বে০–৬/১৫) শ্রীহরিবংশে চ–ভবিষ্যপর্বে–৮০/৩০ "মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" ইত্যাদি সাবধরণা শ্রুতিবাক্যব্যাকোপাৎ ; এবমপ্রসিদ্ধান্তাপত্তিরিত্যর্থঃ।

অথ পূর্বমায়তনাভ্যাং হেতুভ্যাং শ্রিয়ঃ পরাত্বমনুমিতম্ ; তত্রাদিপদেন শ্রীভগবতা সহৈক্যঞ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরণীয় বাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–"প্রোচ্যতে" ইতি। যঃ সর্ববেদাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ–স্বেতরসর্বনিয়ামকঃ যঃ শ্রীবিষ্ণুঃ

তাঁহার প্রদায়িনী আত্মাবিদ্যা ভক্তিরূপা আপনিই হয়েন। হে শোভনে ! যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যা ও আপনি ইহাই পূর্বার্দ্ধশ্লোক। এই স্থলে কেহ শ্রীভগবান হইতে শ্রীদেবীকে ভিন্ন মনে করেন, তাহা অনুচিত বলিতেছেন-নচেতি।

উভয়ের ভেদ স্বীকার করিলে এই বাক্যদ্বয় বলিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ তাহাতে অপসিদ্ধান্ত দোষ হইবে, অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীভগবানের ভেদ স্বীকার করিলে পরে এই হেতুদ্বয় ব্যাপকত্ব ও মোচকত্ব কহিতে পারিবেন না, তাহা বলিলে তাহাতে অপসিদ্ধান্ত দোষ হইবে, তাহা এইপ্রকার–স্বেতর নিখিলের অন্তরে ও বাহিরে প্রবেশকে সর্বব্যাপ্তি বলা হয়, তাহা স্বীকারে অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ও শ্রীহরির সর্বব্যাপকত্ব এবং মোক্ষ প্রদত্ব স্বীকার করিলে পরে ঈশ্বরদ্বয় প্রসঙ্গ হয়, অতঃ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তথা শ্রীহরির ভেদ অঙ্গীকারে, উভয়ের মুক্তিদত্ব স্বীকারে 'তাহাকে জানিয়াই অতি মৃত্যু পার হয়'।

শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে-সকলের মুক্তি প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুই ইহাতে কোন সংশয় নাই, ইত্যাদি সাবধারণা শ্রুতিবাক্যের ব্যাকোপ হইবে ইহাই অপসিদ্ধান্তাপত্তি। অনন্তরঃ পূর্বে আয় ও তন হেতুদ্বয়ের দ্বারা শ্রীদেবীর পরাত্ব অনুমিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদি পদের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত একত্ব

ননু–পরৈব চেৎ শ্রীস্তর্হি তদ্‌ভক্তে র্বিলোপাপত্তিঃ । নহি স্বস্মিন্ স্বভক্তিঃ সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ আদরাদলোপঃ ॥ওঁ॥৩/৩/১৮/৪১॥

সত্যপ্যভেদে বিচিত্রগুণ রত্নাকরত্বেন স্বমূলত্বেন চ শ্রিয়ঃ পরস্মিন্নাদরাৎ

কেবলঃ শুদ্ধোঽপি নির্ভেদোঽপি উপচারতঃ পরমেশঃ প্রোচ্যতে বেদবিদ্‌ভিঃ, যঃ সর্বদেহীনাং সর্বেষাং জীবানাং আত্মা-পরমোপাস্যঃ স বিষ্ণুঃ নোঽস্মান্ প্রসীদতু । পরমেশঃ–পরা চাসৌ মা চ লক্ষ্মীঃ, তস্যাঃ–ঈশঃ পতিরিতি । তথাচ–সত্তা সতী ইত্যাদিবদ্ বিশেষবিভাতং ভেদকার্য্যমাদায় নির্ভেদেঽপি শ্রীভগবত্তত্ত্বে তথা ভেদেন নিগদ্যতে" ইত্যর্থঃ ।

ননু–ব্যাপকত্বাদয়ো প্রকৃতিগুণাঃ" ইতি চেৎ তত্রাহ ঃ–আয়াদীনি" ইতি । স্পষ্টার্থম্ । তথাচ–বিভুত্ব-ভক্তমোচকত্ব–শ্রীবিষ্ণুরৈক্য-পরাত্বাদীনি গুণানি প্রকৃতে র্ন সম্ভবন্তি ; অতঃ শ্রিয়ঃ প্রকৃতের্ভিন্নত্বং প্রস্ফুটমিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে–অপরং ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়রূপিণী । শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়া ॥ ইতি ; তস্মাৎ পরৈব শ্রীরতো নিত্যা সা, ন তু অনিত্যা ইতি ॥৪০॥

অথ শ্রীদেব্যাঃ পরাত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি–ননু" ইতি । প্রকটার্থম্ । তথাচ–যদি পরা এব শ্রীঃ তদা তৎকৃতা শ্রীভগবদ্‌ভক্তের্লোপাপত্তিঃ ; কুতঃ ? ন হি স্বস্মিন্ স্বভক্তিঃ সম্ভবেৎ । তথাহি–তাসাং ভক্তিঃ, শ্রীদশমে–২২/১৫ "শ্যামসুন্দর ! তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্ ॥ তত্রৈব শ্রীমহিষ্যাঃ–১০/৮৩/৩৯

শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–প্রোচ্যত ইতি–যিনি সর্ববেদাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ স্বেতর সর্বনিয়ামক শ্রীবিষ্ণু কেবল শুদ্ধ নির্ভেদ হইয়া ও উপচারতঃ পরমেশ বলিয়া থাকেন, যিনি সর্বদেহী সকল জীবগণের আত্মা পরমোপাস্য সেই শ্রীবিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । এইস্থলে পরা শক্তিই মা ইহা বিস্ফুট হইয়াছে । পরমেশ-পরা ইনি মা লক্ষ্মী তাঁহার ঈশ পতি । অর্থাৎ সত্ত্বা সতী ইত্যাদিবৎ বিশেষ বিভাত ভেদকার্য্য অঙ্গীকার করিয়া নির্ভেদে শ্রীভগবৎ তত্ত্বে সেই প্রকার ভেদ কথিত হয় এই অর্থ যদিবলেন-ব্যাপকত্বাদি প্রকৃতির গুণ হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন–আয়াদীনীতি । আয়াদি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রকৃতির সম্ভব হয় না, সুতরাং শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীদেবীর অনন্যতা সুব্যক্ত হইয়াছে । অতএব পরাশক্তিই শ্রীদেবী হয়েন, সুতরাং তিনি নিত্যাই । অর্থাৎ বিভুত্ব ভক্তমোচকত্ব শ্রীবিষ্ণুর একত্ব পরাত্বাদি গুণ সকল প্রকৃতির সম্ভব নহে, অতএব শ্রীদেবীর প্রকৃতি হইতে ভিন্নতা প্রস্ফুট হইয়াছে এই অর্থ । এই বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে–অপর ও অক্ষর যে সেই প্রকৃতি জড়রূপিনী হয়েন, কিন্তু শ্রী পরা প্রকৃতি কথিতা হয়েন, এবং তিনি চেতনস্বরূপাও শ্রীবিষ্ণু সংশ্রয়া হয়েন । অতএব পরা শক্তি শ্রীদেবী নিত্যা, কিন্তু অনিত্যা নহেন ॥৪০॥

অনন্তর শ্রীদেবীর পরত্ব বিষয়ে শঙ্কা অবতারণা করিতেছেন--নন্বিতি । পরা যদি শ্রীহয়, তাহা হইলে শ্রীভগবদ্‌ভক্তির বিলোপাপত্তি হইবে, নিজের প্রতি স্বভক্তি সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যদি পরা শক্তি

তদ্‌ভক্তেরলোপঃ। ন খলু বৃক্ষমনাদ্রিয়মানা শাখাঽস্তি, ন চ চন্দ্রং বিনা তৎ প্রভা। তদ্ ভক্তিশ্চোক্ত শ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে। "শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধাপি ব্রক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্" (ভাo-১০/২৯/৩৭) ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ ॥৪১॥

"আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ" তথা শ্রীলক্ষ্মী ঃ-১০/২৯/৩৭ "শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজষ্টম্" এবং তাসাং সর্বাসাং লক্ষ্মীণাং শ্রীভগবৎসেবা শ্রবণাৎ ন তাঃ তদাত্মিকা, কিন্তু ভিন্না ইতি। কিঞ্চ তাসাং পরাত্বে তয়োঃ শ্রীহরিশ্রিয়োঃ সেব্য-সেবক ভাবোঽপি ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ।

ইতি শঙ্কা চেৎ ? তত্রোত্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ-আদরাৎ" ইতি। আদরঃ-সম্মানঃ, পরাপি শ্রীঃ শ্রীভগবদভিন্নত্বেপি শ্রীভগবান্ অখিলগুণরত্নকরত্বাৎ, সর্বাসাং শক্তিনাং মূলরূপত্বাৎ, তস্মিন্ শ্রিয়ঃ আদরাৎ-সম্মানাতিশয়াৎ তদ্‌ভক্তেরলোপঃ" ইত্যর্থঃ। অথ বৃক্ষতচ্ছাখা ন্যায়েন, চন্দ্রতৎপ্রভা ন্যায়েন চ ভেদাভাবেঽপি তস্যা আশ্রয়লক্ষণাভক্তিঃ সম্ভবেদিতি প্রতিপাদয়ন্তি-"সত্যপীতি" ভাষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্।

ননু-তস্যা শ্রীভগবদ্‌ভক্তিঃ কস্মাদবগম্যতে ? তত্রাহ ঃ-তদ্‌ভক্তিশ্চ উক্তশ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে, তাশ্চ- "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ" "কমলাপতয়ে নমঃ" গোo তাo পূo-৪৯ সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ" (ভাঃ-১১/৪/২১) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেষু আসু শ্রীলক্ষ্মীসু পাতিব্রত্যাদিলক্ষণা ভক্তিঃ স্ফুটা দৃশ্যতে ; অথ শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণেন তাসাং শ্রীভগবদ্‌ভক্তিং নিরূপয়ন্তি-শ্রীর্যদিতি।

শ্রীহয় তবে লক্ষ্মীকৃতা শ্রীভগবদ্‌ভক্তির বিলোপ হইবে, কেন ? নিজে স্বভক্তি সম্ভব হয় না। শ্রীদশমে তাঁহাদের ভক্তি দেখা যায়-হে শ্যামসুন্দর ! আমরা তোমার দাসী তোমার কথিত কার্য্য করিব। শ্রীমহিষীগণ বলিলেন সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের আমরা সকলে গৃহাদাসিকা হই। শ্রীলক্ষ্মীর ভক্তি শ্রীদেবী, শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও সেবকগণ সেবিত শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজ রজ তুলসীর সহিত কামনা করিয়া ছিল, এই প্রকার সেই সকল মহালক্ষ্মী গণের শ্রীভাগবৎ সেবা শ্রবণ হেতু তাহারা তদাত্মিকা নহে, কিন্তু ভিন্নই হয়েন।

অপর শ্রীলক্ষ্মীদেবী গণের পরাত্ব স্বীকার করিলে শ্রীহরির ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সেব্য সেবক ভাব ও সম্ভব হইবে না এই অর্থ। যদি এইপ্রকার আশঙ্কা করেন-তাহার উত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন-আদরাদিতি। আদরহেতু অলোপ হয়। আদর সম্মান, শ্রীদেবী পরাশক্তি ও শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন হইলেও শ্রীভগবান অখিল গুণরত্নাকর, সকল শক্তিগণের মূলরূপ হওয়া হেতু তাহাতেই শ্রীদেবী গণের আদর সম্মানের আতীশয্য হেতু তাহার ভক্তির লোপ হয় না ইহাই সূত্রার্থ। অথ বৃক্ষ ও ছায়া চন্দ্র ও চন্দ্রিকা ন্যায়ের দ্বারা ভেদের অভাব হইলেও লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় লক্ষণা ভক্তিসম্ভব হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-সত্যপীতি। উভয়ের অভেদ বিদ্যমান থাকিলেও বিচিত্র গুণরত্নাকররূপে নিজমূলরূপে শ্রীপরমেশ্বরে শ্রীলক্ষ্মী বৃন্দের আদর গৌরবহেতু তাঁহাতে ভক্তির লোপ হয় না, যেমন

ননু–রতি বিষয়াশ্রয়ভাবেনালম্বনবিভাবভেদে সতি শৃঙ্গারাভিলাষঃ সম্ভবেৎ । নির্ভেদে তু নাসৌ সম্ভাবয়িতুং শক্য, ইতি চেত্তত্রাহ–

শ্রীঃ - শ্রীনারায়ণ বক্ষবিলাসিনী - লক্ষ্মীদেবী, যৎ যস্য শ্রীরাসরসিকবরস্য শ্রীশ্যামসুন্দরস্য বক্ষসি পদং নিবাসস্থানং লব্ধাপি ভৃত্যজুষ্টং নিখিলসেবকবর্গপরিসেবিতং, তুলস্যা চ পরিশোভিতং পদাম্বুজরজঃ চকমে বাঞ্ছতি স্ম ; তথাচাত্র-শ্রীমৎ পরমগুরুচরণা ঃ–বৈকুণ্ঠনাথস্য বক্ষসি পদং লব্ধাপি শ্রীঃ যস্য তব পদাম্বুজরজঃ কিল নিশ্চয়ে ; অসমোর্দ্ধমাধুরীভর মোহিতাচ্চকমে, তদ্‌বৎ শ্রীবৎ পাদরজ এব তদ্ বয়ং প্রপন্নাঃ শরণাগতত্বেনাশ্রিতাঃ ইতি । তস্মাৎ পরা-তদভিন্না স্বরূপশক্তিরূপাপি শ্রীঃ তৎসেবাং করোতীত্যর্থঃ ॥৪১॥

বিষয়ালম্বনঃ কৃষ্ণঃ সৌন্দর্য্যামৃতবারিধিঃ ।
আশ্রয়ালম্বনস্তস্য প্রেয়স্যাঃ শৃঙ্গারে রতৌ ॥

অথ শ্রীকৃতভক্তিবিষয়ে শঙ্কামুদভাবয়ন্তি ননু" ইত্যাদি । অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ–চিত্তস্য রঞ্জনং দ্রবীভাবঃ, তজ্জনকধর্ম্মবিশেষ এব চেতোরঞ্জকতা, সা এব সম্প্রয়োগবিষয়া চেৎ তদা রতিরুচ্যতে। তথাহি শ্রীমদালঙ্কারকৌস্তুভে–৫/৬-৭ "রতিশ্চেতো রঞ্জকতা সুখভোগানুকূল্যকৃৎ" এবং–যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীর্ত্তিতা । সম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুষ ব্যাবহারঃ সতাং মতঃ ॥ তথাচ–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাদৌ

বৃক্ষকে অনাদর করিয়া শাখা ও চন্দ্রকে অনাদর করিয়া চন্দ্রের প্রভা বিদ্যমান থাকিতে পারে না সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দ দেবকে অনাদর করিয়া শ্রীলক্ষ্মীগণও বিদ্যমান থাকিতে পারে না । যদি বলেন– শ্রীদেবীর শ্রীভগবদ্ভক্তি কোথা হইতে অবগত হওয়া যায় তাহা বলিতেছেন–তাঁহাদের ভক্তি পূর্বকথিত শ্রুতিবাক্য সকল হইতে জানা যায় ।

সেই শ্রুতি বাক্য সকল–হে দেব ! শ্রীও লক্ষ্মী আপনার পত্নী হয়েন । কমলার পতিকে নমস্কার লোকমল বিনাশকীর্ত্তি শ্রীসীতাপতির জয় হউক, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এই সকল শ্রীলক্ষ্মীবৃন্দে পাতিব্রত্যাদি লক্ষণা ভক্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনন্তর শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণের দ্বারাও শ্রীলক্ষ্মীগণের শ্রীভগবদ্ভক্তি নিরুপণ করিতেছেন–শ্রীরীতি । শ্রী-শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীরাস রসিকবর শ্রীশ্যামসুন্দরের বক্ষে রেখারূপে নিবাস স্থান লাভ করিয়াও ভৃত্যযুষ্ট নিখিল সেবকবর্গ পরিসেবিত এবং তুলসীর দ্বারা পরিশোভিত পদাম্বুজরজঃ বাঞ্ছা করিয়া ছিলেন ।

এইস্থলে শ্রীমৎপরম গুরুচরণের ব্যাখ্যা-বৈকুণ্ঠ নাথের বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও শ্রীদেবী যে তোমার পদাম্বুজরজঃ, কিল নিশ্চয়ে অসমর্ধো মাধুরীভর মোহিতা কামনা করিয়াছিল, সেই প্রকার লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় আমরা তোমার শরণাগতরূপে আশ্রিতা জানিবে । ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণ আছে । অতএব পরা তাঁহার অভিন্না স্বরূপ শক্তিরূপা হইয়াও শ্রীদেবী শ্রীভগবানের সেবা করেন এই অর্থ ॥৪১॥

শৃঙ্গার রতিতে সৌন্দর্য্যামৃত বারিধি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, এবং তাঁহার প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন হয়েন। অনন্তর শ্রীদেবীকৃত ভক্তি বিষয়ে শঙ্কার উদ্ভাবন করিতেছেন–নন্বিতি । শঙ্কা–রতি বিষয়টি আশ্রয় বিভাব ও আবলম্বন বিভাব ভেদ হইলে পরেই শৃঙ্গার বিষয়ে অভিলাষ সম্ভব হয়, কিন্তু নির্ভেদ ব্রহ্মে

রতিবিচার প্রসঙ্গে এবং দৃশ্যতে–তথাহি শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তুভে–৫/১ বিভাবো দ্বিবিধঃ স্যাদালম্বনোদ্দীপনাখ্যয়া" আলম্বনস্তু–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–২/১/১৬ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতা । রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ ॥ ব্যাখ্যা চ শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তীপাদানাং–রত্যাদের্বিষয়ত্বেন কৃষ্ণঃ আলম্বনঃ ; আশ্রয়ত্বেন ভক্তা আলম্বনা বুধৈঃ মতাঃ সম্মতাঃ" ইতি । তস্মাৎ নায়ক-নায়িকা রতেঃ বিষয়ালম্বনো নায়কঃ ; আশ্রয়ালম্বনস্তু নায়িকা, তয়োর্ভেদে সতি শৃঙ্গারাবিলাসঃ সম্ভবতি, ন তু ভেদাভাবে। তথাহি শ্রীভগবদ্রসনিরূপকস্য ভগবদ্বাদরায়ণস্যায়ং সিদ্ধান্ত :–(১০/১৯/১৬) গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে । ক্ষণং শতযুগমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ এবং গোপীনাং শ্রীগোবিন্দরতিমুক্ত্বা ; "তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ । স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ (ভাঃ–১০/৩৩/২) ইত্যনেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য গোপিকারতিং প্রতিপাদিতম্ ; কিন্তু–"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ০–২/১/১১) ইত্যাদৌ নিরস্ত সমস্তভেদে ব্রহ্মণি নায়ক-নায়িকাভাবঃ শৃঙ্গারাবিলাষশ্চ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ।

তাহার সম্ভাবনা করিতে সমর্থ হইবে না, অর্থাৎ চিত্তের রঞ্জনকে দ্রবীভাব বলা হয় ।

এই দ্রবীভাবের জনককেই চেতোরঞ্জকতা বলে, তাহা যদি সম্প্রয়োগ বিষয়া হয় তবে তাহাকে রতি বলে । এই বিষয়ে শ্রীমদ্‌লঙ্কারকৌস্তুতে বর্ণিত আছে–সুখভোগের আনুকূল্যকারী চিত্তের রঞ্জকতাকে রতি বলে, এবং যাহা সম্প্রয়োগ বিষয়া তাহা রতি নামে প্রকীর্ত্তিত হয়, সাধুগণের মতে স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারই সম্প্রয়োগ হয় । এবং শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ও রতি বিচার প্রসঙ্গে এই প্রকার দেখা যায়। শ্রীমদলঙ্কার কৌস্তুভে–আলম্বন ও উদ্দীপন নামে বিভাব দুই প্রকার হয়, তন্মধ্যে আলম্বন–পণ্ডিতগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ আলম্বন বিভাব , এবংউভয়ে রতির বিষয়রূপে ও আধার রূপে হয়, শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যা-রত্যাদির বিষয়তা রূপে শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন হয়েন, আশ্রয়তা রূপে ভক্তগণ আলম্বন ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত । অতএব নায়ক নায়িকা– রতির বিষয়ালম্বন নায়ক, আশ্রয়ালম্বন নায়িকা এই উভয়ের ভেদ হইলে পরে শৃঙ্গারাবিলাষ সম্ভব হয়, কিন্তু ভেদাভাবে নহে ।

এই বিষয়ে শ্রীভগবদ্‌রসনিরুপক ভগবান বাদরায়ণের এই সিদ্ধান্ত–শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে ব্রজগোপীগণের পরমানন্দ হইয়াছিল, যে গোপী গণের শ্রীকৃষ্ণ বিনা একটি ক্ষণ ও শতযুগের সমান হইয়াছিল । এই প্রকার গোপীগণের শ্রীগোবিন্দদেবের রতি নিরুপণ করিয়া প্রীতি পূর্বক পরস্পর বদ্ধবাহ অনুগত স্ত্রীরত্ন সকলের সহিত যুক্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব যমুনাপুলিনে রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, ইহার দ্বারা শ্রীগোবিন্দদের গোপিকারতি প্রতিপাদন করিয়াছেন । কিন্তু নেহ নানাস্তি কিঞ্চন– ইত্যাদি প্রমাণে নিরস্ত সমস্তভেদ পরব্রহ্মে নায়ক নায়িকা ভাব শৃঙ্গারের অভিলষা সম্ভব হয় না এই অর্থ।

যদি এই প্রকার আশঙ্কা করেন ? তদুত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকার বলিতেছেন–উপস্থিত ইতি। উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভব হয়, কেন ? তদ্বচন হেতু, অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানের অভেদ হইলেও বিশেষ বলে ভেদ স্বীকার করিলে পরে শক্তি যুবতীরত্নরূপে শক্তির আশ্রয় ব্রহ্মের পুরুষরত্ন উপস্থিত হইলে পরে উভয়ের শৃঙ্গারের অভিলাষা সম্ভব হয়, এই বিষয়ে কোন প্রকার অনুপপত্তি হইতে পারে

॥ওঁ॥ উপস্থিতেঽতস্তদ্‌বচনাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৮/৪২॥

উপস্থিতমিতিভাবে নিষ্ঠা । যদ্যপি শক্তি-তদাশ্রয়য়োরস্ত্যভেদস্তথাপি শক্ত্যাশ্রয়স্য পুরুষোত্তমত্বেন, শক্তেশ্চযুবতীরত্নত্বেনোপস্থিতৌ সত্যাং স্বাত্মারামত্ব—পূর্ত্ত্যাদ্যনুগুণং কামাদি সমুদেত্যতঃ সিদ্ধং তৎ ।

এবং শক্যতে চেৎ তত্রাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ "উপস্থিতে" ইতি । শক্তি—শক্তিমতোরভেদেঽপি বিশেষবলাৎ ভেদে স্বীকৃতে শক্তের্যুবতীরত্নত্বেন শক্ত্যাশ্রয়স্য ব্রহ্মণঃ পুরুষরত্নত্বেন উপস্থিতে সতি তয়োঃ শৃঙ্গারাভিলাষঃ সম্ভবেৎ ; তত্র ন কাচিদনুপপত্তিরিতি । এবং কুতঃ ? তদ্‌বচনাৎ ; শ্রীগোপালতাপন্যাদি শ্রুতিবাক্যপ্রমাণাদিত্যর্থঃ । ভাবে নিষ্ঠা" ইতি । তথাহি শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে—৫/২৬ "অতীতাদৌ ক্ত—ক্তবতু বিষ্ণুনিষ্ঠাসংজ্ঞৌ" "ক্তো ভূতে ভাবকর্ম্মণোঃ" ইতি । তথাচ—উপ-উপেন্দ্রপূর্বকাৎ "স্থা" গতিনিবৃত্ত্যোঃ ইতিধাতোঃ ভাব বাচ্যে ক্ত—প্রত্যয়ে উপস্থিতম্" ইতি, সপ্তম্যৈকবচনে উপস্থিতে ইতি পদং সিদ্ধ্যতি । যদ্যপি" ইত্যাদিভাষ্যং প্রকটার্থম্ । তথাচ—শক্ত্যাশ্রয়স্য পুরুষোত্তমত্বম্—তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে—১/৪৪ "সোঽয়ং যুবা যুবতিচিত্ত-বিহঙ্গ-শাখী সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ। যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাম্ নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতা মুপযাতি সদ্যঃ ॥
অথ শক্তেশ্চ যুবতীরত্নত্বম্—

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—শ্রীরাধাপ্রকরণে—২১ শ্রোণিঃ স্যন্দনতাং কৃশোদরি ! কুচদ্বন্দ্বং ক্রমাচ্চক্রতাং ভ্রূচাপশ্রিয়মিক্ষণদ্বয়মিদং যাত্যাশুগত্বং তব । সৈনাপত্যমতঃ প্রদায় ভুবি তে কামঃ পশূনাং পতিং ধুন্বন্ জিত্বরমানিনং ত্বয়ি নিজং সাম্রাজ্যভারংন্যধাৎ ॥ যদ্বা শ্রীকাব্যকৌস্তুভে—তৃতীয়প্রভায়াং নায়িকভেদে

না, এই প্রকার কেন ? তদ্বচন—শ্রীগোপালতাপন্যাদি শ্রুতি বাক্য প্রমাণ হেতু । উপস্থিত শব্দটি ভাবে নিষ্ঠা প্রত্যয় হইয়াছে । ভাবে নিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রীহরিনামামৃতে বর্ণিত আছে—অতিতাদিবিষয়ে ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়ের নাম বিষ্ণু নিষ্ঠা, উক্ত প্রত্যয়টি ভূতকালে ভাববাচ্যের ও কর্ম্ম বাচ্যের হয় ।

অর্থাৎ উপ-উপেন্দ্রর উত্তরে স্থা ধাতুর অর্থ গতি নিবৃত্তি তদুত্তরে ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় উপস্থিতম্, সপ্তমীর এক বচনে উপস্থিতে এই পদসিদ্ধ হয় । যদ্যাপি শক্তি ও শক্তির আশ্রয়ের সহিত কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তম রূপে, শক্তি যুবতীরত্নরূপে উপস্থিত হইলে পরে স্বাত্মারামত্ব পূর্ত্ত্যাদির অণুগুণ কামাদি সমুদিত হয়, অতএব শৃঙ্গারাভিলাষ সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ শক্ত্যাশ্রয় শ্রীগোবিন্দদের পুরুষোত্তমতা শ্রীজগন্নাথ-বল্লভনাটকে-- সেই এই সুন্দর যুবা শ্রীমুকুন্দ যুবতীগণের চিত্তরূপ পক্ষীর বসিবার বৃক্ষ, সাক্ষাৎ পঞ্চশর কামদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি ব্রজসুন্দরীগণের নয়ন পথের পথিক হইলে তাহাদের নীবি কটিবন্ধন সদ্যই শিথিলতা প্রাপ্ত হইত । অনন্তর শক্তিবর্গের যুবতী রত্নত্ব—শ্রীমদুজ্জ্বলে—হে কিশোদরি ! তোমার শ্রোণীদেশে স্যন্দন্দতা কুচদ্বন্দে চক্রতা ভ্রূচাপ সৌন্দর্য্য ও নয়নদুটি বাণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে অতএব কামদেব জয়মানী পশুপতি শিবকে বিধুনিত করিয়াছেন

ইদং কুতঃ ? তদ্বচনাৎ । "যো হ বৈ তু কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি" (গো০-তা০-উ০-২৬-২৭) ইত্যথর্বশিরসি তাদৃশকামাদ্যভিধানাদিত্যর্থঃ ।

"অকামেন" ইতি সাদৃশ্যে নঞ্ । কামতুল্যেন প্রেম্ণা ইত্যর্থঃ । তেন আত্মানুভাবলক্ষণেন বিষয়কামনা খলু স্বাত্মারামত্বং পূর্ণত্বঞ্চ নাতিক্রামতি । স্বাত্মক শ্রীস্পর্শাদুগ্রানন্দস্তু স্বসৌন্দর্য্য বীক্ষণাদেরিব বোধ্যঃ ।

এতদুক্তং ভবতি—পরাখ্যস্বরূপশক্তিবিশিষ্টং খলু পরতত্ত্বম্ শ্রুত্যাদিষু প্রতিপন্নং স্বপ্রাধান্যেন স্ফুরৎ তৎ পুরুষোত্তম সংজ্ঞম্ ।

প্রকরণে—ধাবত্যাক্রমিতুং জবাৎ পরিসরং শ্রুত্যোরপাঙ্গদ্বয়ী পৌষ্কল্যং হরতঃ কুচৌ বলিগুণৈরাবদ্ধমধ্যং ততঃ । মুষ্ণীতশ্চলতাংভ্রুবৌ চরণয়োরুদ্যন্মহাবিক্রমে রাধায়াস্তনুপত্তনে নরপাতো বাল্যাভিধেশীর্য্যতি ॥ তস্মাত্তয়োঃ শৃঙ্গারাভিলাষে ন দোষাবহঃ, ইতি ।

ননু—তথাত্বে "আত্মারামস্য তস্যেহ প্রয়োজন মতিঃ কুতঃ" শ্রীভাগবতে চ—৬/৯/৩৩ "আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবো ভবান্" ইত্যাদি বাক্যানাং কা গতিঃ ? তত্রাহ ঃ—সত্যামিতি । বিশেষ বলেনাবাধিতভেদকার্য্যস্য তত্রসত্ত্বান্ন কিঞ্চিদ্দুর্ঘটম্, কিঞ্চাচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাচ্চ । তথাহি শ্রীভাগবতে—১০/৩৩/২০ কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ । রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপিলীলয়া ॥ তস্মাৎ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীরমণেন্যাপি আত্মারামত্বাদীনি বাক্যানি সঙ্গতানীত্যর্থঃ ।

যত্তু—"শ্রীদশমস্কন্দে—৩৩/৩৭ অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ । ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎ পরোভবেৎ ॥ ইত্যনেন উদাসীনস্য শ্রীভগবতো জনানুগ্রহায়ৈব তাদৃশী লীলা ন তু বস্তুতঃ ; ইতি দুরুক্তিনিরস্তা । অথ সূত্রার্থং সঙ্গময়ন্তি—ইদমিতি । ইদং কুতঃ ? তদ্ বচনাৎ ; তাদৃশশ্রুতিবাক্য

সেনাপতিপদে বরণ করত তোমাতে সাম্রাজ্য অর্পণ করিয়াছে ।

অথবা শ্রীকাব্যকৌস্তুভো-শ্রীরাধার অপাঙ্গ ভ্রুযুগল বেগ পূর্বক শ্রবণের পরিসরের ক্ষেত্রকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে কুচদ্বয় মধ্যভাগের স্থূলতা হরণ করত বলিগুণের দ্বারা বন্ধন করিতেছে, চরণের চঞ্চলতা নয়নদ্বয় মহাবিক্রমে হরণ করিয়াছে, অতএব শ্রীরাধার তনু পত্তনে নগরে বাল্য নামক নরপতি শীর্ণ হইতেছে। অতএব উভয়ের শৃঙ্গারাভিলাষে দোষাবহ নহে । শঙ্কা-যদি বলেন-শ্রীভগবান্ আত্মারাম সুতরাং তাহার প্রয়োজন মতি কোথায় ? অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে। আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধ সর্ব প্রকার ঐশ্বর্য্য সুতরাং আপনি নিজ সুখানুস্বরূপ হয়েন, ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে, সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্যমিতি বিশেষ সামর্থ হেতু অবাধিত ভেদকার্য্যের তথায় বিদ্যমান হেতু কোন প্রকার দুর্ঘট নহে, অপর শ্রীভগবান অচিন্ত্য শক্তিময় ।

পরাখ্যশক্তিপ্রাধান্যেন স্ফুরত্তু ধর্মাদি সংজ্ঞম্ । পরৈব খলু জ্ঞান সুখ কারুণ্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদ্যাকারেণ স্ফুরন্তী ধর্মরূপা । শব্দাকারেণাহ্বয়োক্তিরূপা ।

ধরাদ্যাকারেণ ধামরূপা । হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদাত্মক যুবতীরত্নত্বেন তু রাধাদি শ্রীরূপা চেতি সামস্ত্যেন পরা ইত্যুক্তা ।

প্রমাণবিদ্যমানত্বাৎ ; অথ শ্রুতিবাক্যং প্রদর্শয়ন্তি–যঃ" ইতি । যো দেব-মনুষ্যাদিঃ বিষয়াকাঙ্ক্ষী প্রাণিসমূহঃ কামেন–ইন্দ্রিয়সমুদ্‌ভূতেন স্মরেণ নিপীড়িতঃ সন্ কামান্–রূপ-রস-স্পর্শাদিবিষয়ান্ কাময়তে ; ভোক্তুমিচ্ছতে, স কামী ভবতি ; তথাচ–যঃ স্বর্গাদিসুখভোগার্থং শ্রীভগবন্তমুপাসতে স কামী কথ্যতে । তথাহি শ্রীভাগবতে–২/৩/১০ অকামঃ সর্বকামো বা। "হৈ" বৈ" তু" ইতি বাক্যালঙ্কারে। যস্তু অকামেন কাম তুল্যেন স্বরূপভূত শ্রীবিষয়কেন প্রেম্না, কামান্–শ্রীভগবন্নিষ্ঠ-রূপ-রস-স্পর্শাদীন্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি; সর্ববিধ-স্বসুখবাসনাপরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ো ভবতি । "অকামঃ" ইত্যত্র নঞর্থমাহ :–"সাদৃশ্যে নঞ্" ইতি । তথাচাত্র–প্রাচীনকারিকা–তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা । অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ অকামেন কামসাদৃশেন্য প্রেম্না ইতি । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/২৮৫ প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্" ইতি ।

শ্রীভগবতে বর্ণিত আছে– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যত সংখ্যক গোপবধূ ছিলেন তত সংখ্যক নিজেকে করিয়া তাঁহাদের সহিত লীলায় রমণ করিয়াছিলেন । অতএব ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের স্ত্রী গণের সহিত রমণ করিয়াও আত্মারামত্বাদি বাক্য সকল সংগত হয়, এই অর্থ । অপর কেহ বলেন শ্রীদশমে–শ্রীভগবান প্রাণীগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ও মানুষদেহ আশ্রয় করত তাদৃশী ক্রীড়া করেন যাহা শ্রবণ করিয়া নর ভগবৎ পর হয়, এই প্রমাণের দ্বারা উদাসীন শ্রীভগবানের কেবল মানবকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাদৃশী লীলা, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে । এই প্রকার দুরুক্তি নিরস্ত হইল ।

অনন্তর সূত্রার্থ সংগতি করিতেছেন–ইদমিতি । ইহা কেন ? তদ্বচন তাদৃশ শ্রুতি বাক্য প্রমাণ বিদ্যমান হেতু । অথ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শিত করিতেছে–য ইতি । যে কামের দ্বারা কামসকল কামনা করে সে কামী হয়, যে অকামের দ্বারা কামসকল কামনা করে সে অকামী হয়, ইত্যাদি অথর্বশির শ্রীগোপাল তাপনীতে তাদৃশ কামের কথা বলিয়াছেন এই অর্থ । যে দেব ও মনুষ্যাদি বিষয়কামী প্রাণি সমূহ কাম ইন্দ্রিয়সমুদ্‌ভূত স্মরে নিপিড়ীত কামান্ রূপ-রসস্পর্শবিষয়াদি কামনা করে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে সে কামী হয় ।

অর্থ যে স্বর্গাদি সুখভোগের নিমিত্ত শ্রীভগানের উপাসনা করে তাহাকে কামী বলে । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-কামনা রহিত, অথবা সর্বপ্রকার কামনা কারী । হ বৈ তু এই শব্দসকল বাক্যলঙ্কারে ব্যবহার হইয়াছে । অপর যে অকামের কামতুল্যেন স্বরূপভূত শ্রীবিষয়ক প্রেমের দ্বারা কামান্ শ্রীভগবান নিষ্ঠারূপ রসস্পর্শাদি সকল কামনা করে সে অকামী হয়, অর্থাৎ সর্বপ্রকার স্বসুখ বাসনা

তথাচাভেদে সত্যপি "বিশেষ" বিজৃম্ভিতেন ভেদকার্য্যেন বিভাব বৈলক্ষণ্য বিভানাত্তদভিলাষঃ সিদ্ধ ইতি । ধর্মাদিরূপতা তু ন পশ্চাত্তনী কিন্তু অনাদিসিদ্ধিমতীতি ন

ননু–স্বাত্মকা এব চেৎ শ্রীঃ, তর্হি তয়া রমমাণস্য শ্রীভগবতো ন লোকবদানন্দসমৃদ্ধিঃ ? ইতি চেৎ তত্রাহ ঃ–স্বাত্মকঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে–৮/১০৯ কিংকান্তেঃ কুলদেবতা ? কিমুত বা তারুণ্যলক্ষ্মীরিয়ং ? সম্পদ্বা কিমু মাধুরীতনুমতী ? লাবণ্য বন্যা নু কিম্ ? । কিম্বানন্দ তরঙ্গিণী ? কিমথবা পীযূষধারা শ্রুতিঃ ? কান্তাসাবুত বা মমেন্দ্রিয়গণানাহ্লাদয়ন্ত্যাগতা ॥ তথচ–যথা স্বশোভাং পশ্যন্ জনোঽতিহৃষ্টো দৃশ্যতে, তথা শ্রীগোবিন্দদেবোঽপি স্বাত্মভূতাং শ্রিয়ং পশ্যন্ হর্ষাতিশয়ী ভবতীত্যর্থঃ। অথ কামাদ্যধিকরণস্য সারার্থমাহ ঃ–এতদিতি । পরাখ্য" ইত্যাদি ভাষ্যাংশস্তু–প্রকটার্থম্ । রাধাদি শ্রীরূপাচেতি" ইতি । শ্রীরাধা–স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শক্তিগণশিরোমণিঃ, পরদেবতা, মহাভাব স্বরূপিণী, মহালক্ষ্মীবিশেষরূপা ইতি । অত্র–কারিকে–হলাদিন্যাখ্যা হরেঃ শক্তি স্ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা । লক্ষ্মীরূপা তু বৈকুণ্ঠে দ্বার্বত্যাং মহিষীপরা ॥ দিব্যে বৃন্দাবনে রম্যে স্বয়ং ভগবতো হরেঃ । গোপিকাদি–স্বরূপা হি সর্বশক্তি–বরিয়সী ॥ অথ পট্টমহিষীণাং লক্ষ্মীত্বং–শ্রীদশমে-৫৯/৪৩, গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ক্যকৃৎ নিরস্তসাম্যাতিশয়েস্ববস্থিতঃ । রেমে রমাভির্নিজকামসম্প্লুতো যথেতরো গার্হকামেধিকাংশ্চরন্ ॥ তত্র

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময় হয় । অকামেন এইস্থলে সাদৃশ্যে নঞ্ হইয়াছে, কামের তুল্য প্রেমের দ্বারা ইহাই অর্থ ।

সেই আত্মানুভব লক্ষণের দ্বারা বিষয় বাসনা নিজের আত্মারামতা এবং পূণ্যতার অতিক্রম হয় না। অর্থাৎ অকামের অশব্দটি নঞ্ জাত, এবং তাহা সাদৃশ্যে প্রায়াগ হইয়াছে, এই বিষয়ে একটি প্রাচীন কারিকা আছে–তাহার সাদৃশ্য অভাব তাহার অন্য অল্পতা অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ এই ছয় প্রকার নঞের অর্থ হয় । অকামে কামের সদৃশ্য প্রেমের দ্বারা শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–গোপরমাগণের প্রেমেই কামের সমান হেতু কাম বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছে । শঙ্কা–শ্রী যদি শ্রীভগবানের আত্মাস্বরূপা হয় তাহা হইলে তাহার সহিত রমমাণ শ্রীভগবানের লোকবৎ আনন্দ সমৃদ্ধি হয় না ? সাবধান–তদুত্তরে বলিতেছেন সাত্মকেতি নিজ আত্ম স্বরূপা শ্রীদেবীর স্পর্শ হইতে সাতিশয় আনন্দ কিন্তু নিজ সুন্দরতা দর্শনাদির বুঝিতে হইবে ।

এই বিষয়ে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করিয়া উল্লাস ভরে বলিছেন–ইনি কি কান্তির কুলদেবতা ? অথবা তারুণ্য লক্ষ্মী ? কিম্বা মাধুরী সম্পত্তি শরীর ধারণ করিয়াছেন ? কিম্বা লাবণ্যের বন্যা ? অথবা আনন্দ তরঙ্গিণীনী আনন্দের নদী ? অথবা অমৃতধারাক্ষরণ স্বরূপা ? অথবা ইনি আমার কান্তা শ্রীরাধা আমারই ইন্দ্রিয়গণের আহলাদ প্রদান করিতে সমাগতা হইয়াছেন ? অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি নিজ শোভা দর্শন করত অতিশয় হৃষ্ট হয় সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব ও নিজ আত্মভূত শ্রীদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষাতিশয়ী হয়েন ।

অথ কামাদ্যধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন–এতদিতি । এইস্থলে ইহাই কথিত হইল যে–পরাখ্য

কাপি ক্ষতিরস্তি । তস্মাৎ পরং তত্ত্বং শ্রীমদেব ধ্যেয়ং তজ্জনানুযায়িভিঃ ॥৪২॥

স্বয়ং লক্ষ্মীস্তু শ্রীরুক্মিণী–শ্রীদশমে–৫৪/৬০ দ্বারকায়ামভূদ্‌রাজন্ ! মহামোদঃ পুরৌকসাম্ । রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণংশ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ অথ ব্রজবল্লভীনাং নিত্যপ্রিয়াণাং শ্রীত্বম্–শ্রীভাগবতে-চ–১০/১৩/১৫ গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্ । গৃহীতকণ্ঠ্যতদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ অথ শ্রীগোপীবিমর্শনম্–তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীহরিবল্লভাপ্রকরণে–"তাস্ত্রিধা সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথা । (৪০) তত্রাদিমা দ্বিধা–যৌথিক্যঃ, অযৌথিক্যঃ" ইতি । যৌথিক্যশ্চ দ্বিধা-মুনয়ঃ, শ্রুতয়শ্চ। তত্র মুনয়ঃ–শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে–পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ । দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥ তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্‌ভূতাশ্চগোকুলে । হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ শ্রীকৃষ্ণোপনিষদি–১ "হরি ওঁ" শ্রীমহাবিষ্ণুং সচ্চিদানন্দলক্ষণং রামচন্দ্রংদৃষ্ট্বা সর্বাঙ্গসুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ ; তং হোচুর্নোঽবদ্যমবতারান্ বৈ গণ্যন্তে আলিঙ্গামো ভবন্তমিতি । ভবান্তরে কৃষ্ণবতারে যূয়ং গোপিকা ভূত্বা মামালিঙ্গ্য" ইতি ।

অথোপনিষদ ঃ–শ্রীউজ্জ্বলে–শ্রীহরিবল্লভা প্র০-(৪৫) সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ।

স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট পরতত্ত্ব শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্র সকলে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিজ প্রাধান্যতায় স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম নাম ধারণ করেন ।

পুনঃ সেই পরখ্যাশক্তি প্রধান্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া ধর্মাদি নাম ধারণ করেন, এই পরাশক্তিই জ্ঞান সুখ কারুণ্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি আকারে প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মরূপা হয়েন, অপর পরাশক্তি যখন শব্দাকারে স্ফূতি হয় তখন অন্বয়োক্তি শ্রীভগবানের নাম সকল কথিত হইয়াছে তাদৃশ বাক্য ও শ্রীভগবানের বাক্যরূপা হয়, পুনঃ ধরাদি পৃথিব্যাদিরূপ ধরণ করত শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামরূপা, হ্লাদিনীর সার সম্মিলিত হইয়া সম্বিদাত্মক যুবতীরত্নরূপে স্ফুরিত হইয়া শ্রীরাধাদি শ্রীরূপা হয়েন, এই সকল শক্তি মিলিত হইয়া তিনি পরাশক্তিরূপা কথিত হইয়াছেন, রাধাদি শ্রীরূপা-অর্থাৎ শ্রীরাধা স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের শক্তিগণ শিরোমণি পরদেবতা মহাবাভা স্বরূপিনী, মহালক্ষ্মী বিষয়রূপা ।

এইস্থলে কারিকাদ্বয়-শ্রীহরি হ্লাদিনী নামে যে শক্তি তাহা ত্রিবিধরূপে পরিকীর্ত্তিত হয়, প্রথমা বৈকুন্ঠে শ্রীলক্ষ্মীদেবী রূপা, দ্বিতীয়া দ্বারকা ধামে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষিবৃন্দ, তৃতীয়া দিব্য রমণীয় বৃন্দাবন ধামে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তি বরীয়সী শ্রীগোপিকাদি স্বরূপা । অনন্তর শক্তি ত্রয়ের পরা লক্ষ্মীত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, বৈকুন্ঠ বাসিনী লক্ষ্মী গণের সুতরাং লক্ষ্মীত্ব সিদ্ধ, অথ দ্বারকা বাসিনী পট্টমহিষী বৃন্দের লক্ষ্মীত্ব শ্রীদশমে-পট্টমহিষী গণের নিরস্ত সাম্যাতিশয় মহৈশ্বর্য্যযুক্ত গৃহসকলে অনপায়ি অতর্ক্যকৃৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবস্থিত আছেন, এবং তিনি নিজ কাম সম্পুত হইয়া রমাগণের সহিত রমণ করিতেছেন, যে প্রকার সাধারণ গৃহকর্ম্ম সকল আচরণকারী তন্মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী কিন্তু শ্রীরুক্মিণীদেবী,-হে রাজন্ ! দ্বারকায় পুরবাসী গণের রমাদেবী রুক্মিণীর সহিত শ্রীদেবীরপতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মহামোদ হইয়াছিল । অথ নিত্যপ্রিয়া ব্রজবল্লভীগণের লক্ষ্মীত্ব-শ্রীভাগবত দশমে- গোপীগণ অচ্যুত কান্ত

গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ ॥ তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাদ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে । বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা ॥ (৪৬) টীকা চ শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদানাং–পৌরাণী–বৃহদ্‌বামনোক্তা, সা চ যথা–কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ । কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ম্ ॥ যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ । ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথা ॥ ইতি তাসামুপনিষদাং প্রার্থনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্–দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ । ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যভবিতুমর্হতি॥ ইতি । শ্রীকৃষ্ণোপনিষদি চ–১৩ "ঋচোপনিষদস্তা বৈ ব্রহ্মরূপা গোপস্ত্রিয়ঃ" ইতি ।

অথাযৌথিক্য ঃ–সাধনসিদ্ধাঃ । অর্থদেব্যঃ–(উ০ নী০ হ০ প্র০–৫০-৫১) দেবেষ্বংশেন জাতস্য কৃষ্ণস্য দিবি তুষ্টয়ে । নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবজোনয়ঃ ॥ অত্র দেবাবতারেণ জনিত্বা গোপকন্যকাঃ । তা অংশিনীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোহভবন্ ব্রজে" তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/১/২৩ "তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ" ইতি দেবপত্নীনাং গোপীত্বং প্রাপ্তিঃ । অথ নিত্যপ্রিয়াঃ–উ০ নী০-৫২, রাধাচন্দ্রাবলীমুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে । কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণাশ্রয়াঃ ॥ অথ শ্রীরাধা–রাধাপ্রকরণে–১/৩,

---

একান্ত বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া বাহু যুগলের দ্বারা তাঁহার কন্ঠদেশ ধারণ পূর্বক গান করিয়া বিহার করিয়াছিলেন, এইপ্রকার গোপীগণও পরাশ্রী, সুতরাং সকল লক্ষ্মীগণই পরা শ্রীস্বরূপা ।

এইস্থলে শ্রীগোপীগণের বিমর্শন-যুক্তিদ্বারা বিবেচনা করা, শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি অবলম্বনে–ব্রজস্থিতা গোপীগণ ত্রিবিধা, সাধন পরা, দেবীগণ. তথা নিত্যপ্রিয়াগণ তন্মধ্যে আদিমা সাধনপরা-দুই প্রকার-যৌথিকীগণ ও অযৌথিকীগণ, অযৌথিকী ও দ্বিধা-মুনিগণ এবং শ্রুতিগণ, তন্মধ্যে মুনিগণ বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে–পুরাকালে দণ্ডকারণ্য নিবাসী সকল মহর্ষীগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সুন্দর বিগ্রহ শ্রীহরিকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা সকলে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে সমদ্ভূত হয়েন, তদনন্তর কামের দ্বারা শ্রীহরিকে লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণোপনিষদে বর্ণিত আছে–হরিঃ ওঁ, শ্রীমহাবিষ্ণু সচ্চিদানন্দ লক্ষণ সর্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বনবাসী মুনিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন–আমরা অন্য অবতারগণকে অবদ্য নিন্দানীয় গণনা করি, আপনাকে আলিঙ্গন করিব, শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন তোমরা জন্মান্তরে গোপিকা হইয়া কৃষ্ণাবতারে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি ।

অথ উপনিষদগণ–সর্বতোভাবে সুক্ষ্মদর্শিনী অখিল মহোপনিষদ্‌গণ গোপীগণের অসমর্দ্ধ সৌভাগ্য দেখিয়া সুবিস্মিত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্বক তপস্যা করিয়া প্রেমযুক্ত হইয়া ব্রজে জাত হয়েন, ইহাই পৌরাণিকী ও ঔপনিষদীপ্রথা শ্রীপাদ চক্রবর্তি টীকায়-পৌরাণিকী বৃহদ্বামনপুরাণে কথিত–তাহা এই প্রকার–শ্রুতিগণ কহিলেন–কন্দর্প কোটি লাবণ্যযুক্ত আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদের মনঃ কামিনী ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্মরক্ষুব্ধ হইয়াছে ইহাতে সংশয় নাই, সুতরাং যে প্রকার আপনার লোকবাসিনী গোপিকাগণ আপনাকে রমণ মনে করিয়া কামতত্ত্বের দ্বারা ভজনা করেন, সেই প্রকার আমাদেরও ইচ্ছা জাত হইয়াছে । উপনিষদ্‌গণের এই প্রকার প্রর্থনা করার পর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন হে শ্রুতিবৃন্দ ! তোমাদের মনোরথ

তত্রাপি সর্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে। যূথয়োস্ত যয়ো সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগদৃশঃ॥ তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥

হলাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী। তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥ অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ। মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥

সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী। গোকুলপ্রেমবসতি র্জগচ্ছ্রেণীলসদ্ যশঃ ॥ গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রয়কেশবা ॥ মাধুর্য্যং চারুতা নব্যং বয়ঃ কৈশোরমধ্যমম্। সৌভাগ্যরেখা পাদাদিস্থিতাশ্চন্দ্রকলাদয়ঃ ॥ এষামুদাহরণন্ত শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ দ্রষ্টব্যম্।

তথাহি শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে—২/২২ "শ্রীকৃষ্ণে হি রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ" ইত্যরভ্য—"পুরুষবোধিন্যামথর্বোপনিষদি—শ্রূয়তে—গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলেঽষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইতি।

দুর্লভ ও দুর্ঘট হয়, কিন্তু আমার অনুমোদনে সম্যকরূপে সত্য হইবে। শ্রীকৃষ্ণোপনিষদে ব্রহ্মরূপা ঋক্‌গণ ও উপনিষদ্‌গণ ব্রজে গোপস্ত্রীবৃন্দ হইয়াছেন।

অনন্তর অযৌথিকি কেবলমাত্র সাধনসিদ্ধা গোপীগণ। অথ দেবীগণ—স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে জাত শ্রীকৃষ্ণের অংশের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার নিত্যপ্রিয়াগণের অংশ সকল দেবযোনিতে জাত হয়েন, পুনঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারের সহিত তাহারা ব্রজে গোপকন্যা রূপে জাত হইয়া নিজ নিজ অংশীনীগণের প্রিয়সখী হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়করিবার নিমিত্ত সুরস্ত্রী দেবীগণ আবির্ভূত হউক এই প্রকার দেব পত্নীগণের গোপীত্ব লাভ হইয়াছে। অনন্তর নিত্যপ্রিয়াগণ-ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রধানা গোপীগণই নিত্য প্রিয়া, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণবৃন্দেরআশ্রয় স্বরূপা। তন্মধ্যে শ্রীরাধাই-সর্বশ্রেষ্ঠা সেই ব্রজধামে নিত্য প্রিয়াগণের মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী সর্বথা শ্রেষ্ঠা, যাঁহাদেরে যূথে কোটি কোটি মৃগলোচনা গোপীগণ আছেন, তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব প্রকারে অধিকা বা শ্রেষ্ঠতমা। ইনি মহাভাব স্বরূপিণী ও সকলগুণে বরীয়সী, অপর শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বশক্তি বরীয়সী হলাদিনী নামে যে মহাশক্তি আছেন তাহার সার ভাব স্বরূপা এই শ্রীরাধা, ইনি তন্ত্র শাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার প্রধান গুণাবলী কীর্ত্তন করা হইতেছে—ইনি মধুরা নববয়াঃ চপলাপাঙ্গযুক্তা উজ্জ্বলস্মিতা চারুসৌভাগ্যরেখা সোভিতা বা গন্ধোন্মাদিত মাধবা সংগীত প্রবরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা বিনীতা কারুণ্যপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা লজ্জাশালী সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য শালিনী শুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষিণী গোকুলপ্রেম বসতি জগৎ শ্রেণী লসদ্ যশঃ গুর্বর্পিত গুরুস্নেহ সখী প্রণয়িতা বসা কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রয় কেশবা মাধুর্য্য চারুতা নব্য বয়স যুক্ত কৈশোর মধ্যম

যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিরিতি ; অগ্রে-চ–"তস্যাদ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্যনির্গুণসর্বালঙ্কার শোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরী" ইত্যাদি । ঋক্‌পরিশিষ্টে চ–"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষু আ" ইতি ।

(২৩) "গৌতমীয়ে তন্ত্রে চৈবং স্মর্য্যতে–সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বং চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল । ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা ॥ প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী ॥ ইতি । দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ইতি।

(২৪) এবং সতি–যত্তু স্কান্দে–কাচিন্নর্ত্তকী শ্রীমূর্ত্তেমাধুরীং দৃষ্ট্বা তদগ্রে প্রবোধনী-জাগর-নৃত্যাদ্‌রাধাভূৎ" ইত্যুক্তং ; তত্র কিল "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহদা০–৪/৪/৬) ইত্যাদিবৎ তৎসাদৃশ্যমগমদিত্যেবং মন্তব্যম্ । তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমিব শ্রীরাধায়া অপি মহালক্ষ্মীত্বং সিদ্ধম্ ।

তথা শ্রীরামপট্টমহিষী শ্রীসীতা অপি বোদ্ধব্যম্ । তথাহি শ্রীরামপূর্বতাপন্যাম্–৩/৭-৯ প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ । দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধরঃ ॥ প্রসন্নবদনো জেতা ধৃষ্ট্যষ্টকবিভূষিতঃ । প্রকৃত্যাপরমেশ্বর্য্যা জগদ্‌যোন্যাঙ্কিতাঙ্কভৃৎ ॥ হেমাভয়া দ্বিভুজয়া সর্বালঙ্কৃতয়া চিতা। শ্লিষ্টঃ কমলধারিণ্যা পুষ্টঃ কোশলজাত্মজঃ ॥ শ্রীসীতোপনিষদি–৭ শ্রীরাম সান্নিধ্যবশাজ্জগদাধার-কারিণী। উৎপত্তি স্থিতি সংহারকারিণী সর্বদেহিনাম্ ॥

শ্রীরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে–১১৭/২৭ মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বদ্ধা সুদারুণম্ । সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ শ্রীভাগবতে–৯/১০/৭ জিত্বানুরূপ গুণ, লীলা বয়োহঙ্গরূপাম্ সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্ ॥ ইতি । তস্মাৎ শ্রীসীতায়া অপি তথাত্বং বোদ্ধব্যম্ ।

যত্তু–ব্রহ্মর্ষেঃ কুশদ্ধজস্য বাঙ্ময়ী কন্যা বেদবতী পরমসুন্দরী শ্রীবিষ্ণুপতিকামনয়া তপস্যন্তী রাবণেন

সৌভাগ্যরেখা পাদাদি স্থিত চন্দ্রকলাদি গুণাবলি পরিশোভিতা ।

শ্রীরাধা বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণেই রাধাদি পূর্ণশক্তি বিদ্যমান, ইহা আরম্ভ করিয়া "পুরুষবোধিনী অথর্বোপনিষদে শ্রবণ করা যায়-গোকুল মধ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবন মধ্যে সহস্রদল পদ্মমধ্যে কল্পতরুর মূলে অষ্টদল কেশরে শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্যাম পীতাম্বরধারী দ্বিভুজ ময়ূরপুচ্ছ মস্তকে শোভা বেণু বেত্রহস্ত নির্গুণ মায়িকগুণ রহিতা সগুণ অনন্তকল্যাণগুণ যুক্ত নিরাকার প্রাকৃত আকার রহিত সাকার নবকিশোর নটবর মূর্ত্তি নিরীহ চেষ্টাহীন সচেষ্টাযুক্ত বিরাজিত আছেন, তাহার দুই পার্শ্বে শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকা শোভিতা যাঁহার অংশে লক্ষ্মী দূর্গাদিকাশক্তি হয়, অগ্রে বর্ণিত আছে– শ্রীগোবিন্দদেবের আদ্যাপ্রকৃতি শ্রীমতি রাধিকা নিত্য নির্গুণ । সর্বালঙ্কারে শোভিত প্রসন্নবদনা অশেষলাবণ্যযুক্তা পরমাসুন্দরী !" ইত্যাদি ঋক্‌বেদের পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে–শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল ও শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধিকা কেলীপরা হইয়া ব্রজজন মধ্যে আ সম্যকরূপে শোভা পাইতেছেন । গৌতমীয় তন্ত্রে এইপ্রকার স্মরণ করেন–শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন আমি সত্ত্ব তত্ত্ব ও পরত্ব এই তত্ত্ব ত্রয় যুক্ত, এবং সেই শ্রীরাধিকাও ত্রিতত্ত্বরূপিণী আমার বল্লভা, আমি প্রকৃতির পরে, সেই আমার শক্তিরূপিণী

দুরাত্মনা ধর্ষিতা দগ্ধদেহা তদ্‌বধায় শ্রীজানকী বভূব ইতি শ্রীরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে–সপ্ত–দশঃ সর্গে শ্রীরামং প্রতি শ্রীঅগস্ত্যেনোক্তম্" অত্র এবং সমাধেয়ম্–শ্রীরামপত্নী-মহালক্ষ্মী-জানক্যাং প্রবিশ্য সা বেদবতী রাবণবধে নিমিত্তং বভূবেতি। তথাচ–শ্রীলক্ষ্মীত্বাদনাদিসিদ্ধা শ্রীরামাত্মা-জানকী, তস্যা নৈবং তাদৃশতা সম্ভবেৎ' ইতি।

এবমেবাহ শ্রীমান্ পরাশর ঃ–বি০ পু০-১/৯/১৪২-এবং যদা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তদা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥ পুনশ্চ পদ্মাদুৎপন্না আদিত্যোঽভূদ্‌যদাহরিঃ। যদা তু ভার্গবোরামস্তদাভূদ্ধরণীত্বিয়ম্ ॥ রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষানপায়িনী ॥ দেবত্বে দেব দেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥১৪৫॥

তস্মাৎ শ্রীরাধা-রুক্মিণী-জানকী ইতি সর্বা অপি সামস্ত্যেন পরা ইতি সিদ্ধম্। ননু–শ্রীকৃষ্ণাদিভ্যঃ শ্রীরাধাদিনাং পৃথক্ প্রতীতেঃ কথং তাসাং তচ্ছক্তিত্বম্? তত্রাহুঃ–তথাচ" ইতি স্পষ্টম্।

ননু–পরা এব চেৎ ধর্ম্মাদিরূপতাং ধত্তে, তর্হি পশ্চাজ্জাতানাং তেষাং ধর্ম্মাদীনাং প্রকৃতি-জাত-মহদাদীনামিব কার্য্যতাপত্তেরনিত্যত্বম্? ইতি চেৎ–তত্রাহুঃ–ধর্ম্মেতি। তথাহি জিতন্তেস্তোত্রে–নিত্যজ্ঞান বলৈশ্বর্য্যভোগোপাকরণাচ্যুতঃ" ইতি।

সঙ্গতি ঃ–অথ কামাদ্যধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহ ঃ–তস্মাদিতি। স্পষ্টম্। তথাচ–যে

প্রকৃতির পরা, শ্রীরাধিকাদেবী কেলী পরা শ্রীকৃষ্ণময়ী পরদেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি শ্রীকৃষ্ণসম্মোহিনী ও পরাশক্তি রূপা কথিতা হয়েন।

শঙ্কা ঃ–শ্রীস্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে–কোন এক নর্ত্তকী শ্রীকৃষ্ণমুর্ত্তির মাধুরী দেখিয়া তাঁহার অগ্রে প্রবোধনী জাগর নৃত্যের মহিমায় শ্রীরাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হইয়াছেন,' যাঁহার এই প্রকার আশঙ্কা করেন তদুত্তরে বক্তব্য এই যে-বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–ব্রহ্মের সমান হইয়াই ব্রহ্মকে লাভ করেন' ইত্যাদির সমান শ্রীরাধার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মানিতে হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার ন্যায় শ্রীমতী রাধিকারও মহালক্ষ্মীত্ব সিদ্ধ হইল।

এই প্রকার শ্রীরামপট্ট মহিষী শ্রীসীতাদেবীকে ও জানিতে হইবে, এই বিষয়ে শ্রীরামতাপনী উপনিষদে–শ্রীকৌশল্যানন্দন প্রকৃতি শ্রীসীতাদেবীর সহিত বিরাজিত, তিনি শ্যাম পীতাম্বরধারী জটাধর দ্বিভূজ কুণ্ডলধারী রত্নমালাশোভিত ধীরোদাত্ত নায়ক ধনুর্দ্ধারী প্রসন্ন বদন জয়শীল প্রগল্ভ অষ্টকবিভূষিত প্রকৃতিরূপা পরমেশ্বরী জগৎ যোনিরূপা শ্রীসীতাদেবীকে বামাঙ্কেধারী, যিনি সুবর্ণ বর্ণা দ্বিভূজা সর্ব প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা শোভিতা সুন্দর লীলা কমলধারিণী এইপ্রকার নিজ প্রিয়া শ্রীসীতাদেবীর সহিত যিনি পুষ্ট পরিবর্দ্ধিত আছেন। শ্রীসীতোপনিষদে বর্ণিত আছে–শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আধার কারিনী এবং সকল দেহধারীগণের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার কারিণী। শ্রীরামায়ণে বর্ণিত আছে– আপনি অতিভয়ঙ্কর বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে রাজা করিয়াছেন।

ভগবজ্জনানামনুযায়িনঃ তে তং শ্রীগোবিন্দদেবং সেব্যমিতি । তত্র শান্তভক্তাঃ তু রূপরহিতয়া রেখা স্বরূপয়া শ্রিয়াবিশিষ্টং শ্রীভগবন্তমুপাসন্তে পশ্যন্তি চ। তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/২৮/২৬–"বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ পুংসাং মনো নয়ননিবৃতমাদধানম্" ইতি। দাসাশ্চ যথাধিকারং তং শ্রীগোবিন্দদেবংচিন্তয়ন্তি–লভন্তে চ ; তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–প্রীতভক্তিলহর্য্যাম্–৩/২/৪৭–গিরিবরভূতিভর্ত্তুদারকেঽস্মিন্ ব্রজযুবরাজতয়াগতে প্রসিদ্ধিম্ । শৃণু রশদ ! সদাপাদাভিসেবাপটিমরতা রতিরুত্তমা মমাস্ত ॥

সখায়শ্চ তথৈব যথাধিকারং শ্রীগোবিন্দদেবং ধ্যায়ন্তি লভন্তে চ ; তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ–নায়কসহায়ঃ–১৪ প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্ । খিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি ॥ বাৎসল্যভাবাস্ত তাদৃশং শ্রীশ্যামসুন্দরং লালনরূপেণ উপাসনেন সাক্ষাদনুভবন্তি ;

অতএব আপনি বিষ্ণু দেব কৃষ্ণ ও প্রজাপতি এবং এই শ্রীসীতাদেবীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী হয়েন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–শ্রীরামচন্দ্র পূর্বে নিজ বক্ষঃস্থলে প্রাপ্ত হইলেও নিজের অনুরূপ গুন-শীল, বয়স অঙ্গ সৌন্দর্য্য রূপ যুক্তা শ্রীসীতা নাম্নী শ্রীদেবীকে জয় করিয়া অযোধ্যায় আসিলেন । অতঃ শ্রীসীতাদেবীর ও মহালক্ষ্মীত্ব বুঝিতে হইবে। শঙ্কা–ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের বাঙ্‌ময়ী পরমাসুন্দরী বেদবতী কন্যা শ্রীবিষ্ণুকে পতিরূপে কামনা করিয়া তপস্যা করিবার সময় দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইয়া অগ্নিতে নিজদেহ দগ্ধ করেন, পরে রাবণের বধের নিমিত্ত শ্রীজানকী হইয়াছিলেন, এই কথা শ্রীরামায়ণে শ্রীরামেরপ্রতি শ্রীঅগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন, সমাধান–এইস্থলে ইহাই সমাধান–শ্রীরামপত্নী মহালক্ষ্মী জানকী দেবীতে প্রবেশ করিয়া সেই দেববতী রাবণ বধের নিমিত্ত মাত্র হইয়াছিলেন ।

সুতরাং শ্রীমহালক্ষ্মী হওয়াহেতু শ্রীরামাত্মা জানকী তাঁহার এই প্রকার স্বভাব নহে । এই বিষয়ে শ্রীমান্ পরাশর ঋষি বলিয়াছেন-এই জগৎ স্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেকালে অবতার করেন সেই সময় এই শ্রীদেবীও তাঁহার সহায়িনী, যে সময় শ্রীহরি আদিত্য হইয়াছিলেন সেইকালে শ্রীদেবী পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীপদ্মানাম ধারণ করেন, শ্রীহরি যেকালে ভার্গব শ্রীরাম হয়েন তখন ইনি, ধরণী হয়েন, তিনি শ্রীরাঘব রামচন্দ্র হইলে ইনি শ্রীসীতাদেবী, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ হইলেন ইনি শ্রীরুক্মিণী হয়েন এই প্রকার অন্যান্য অবতারেও শ্রীদেবী শ্রীবিষ্ণুর আনপায়িনী শক্তি, শ্রীহরি দেবতা, হইলে শ্রী দেবী হয়েন মানুষদেহ ধারণ করিলে মানুষী হয়েন, সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর দেহের অনুরূপই ইনি নিজ দেহ প্রকাশ করেন।

অতঃ শ্রীমতী রাধিকা রুক্মিনী জানকীদেবী সকলেই সামূহিকরূপে পরাশক্তি হয়েন ইহা সিদ্ধ হইল। যদি বলেন–শ্রীকৃষ্ণাদি হইতে শ্রীরাধাদির পৃথক্ ভাবে প্রতিতীহেতু কি প্রকারে শ্রীরাধাদি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইবেন–তদুত্তরে বলিতেছেন–তথাচেতি । তথাচ শক্তিও শক্তিমানের অভেদ প্রতীতি-বিশেষ দ্বারা প্রকাশিত ভেদকার্য্যের দ্বারা বিভাবের বিলক্ষণতা অনুবভ হেতু শৃঙ্গারাদির অভিলাষ সিদ্ধ হয় । যদি বলেন–পরাশক্তিই ধর্ম্মাদিরূপ ধারণ করেন তাহা হইলে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই ধর্ম্মাদি প্রকৃতি হইতে জাত মহদাদি তত্ত্বের ন্যায় কার্য্যতা হেতু তাঁহারা অনিত্য, এই শঙ্কার উত্তরে

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–বৎসল–প্র০-৩/৪/১৪ তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গদ্‌গদময়ী সবাষ্পক্ষী রক্ষাতিলকমলিকে কল্পয়তি চ । স্নুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্ম্মণমসো যশোদামূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী ॥

শৃঙ্গারভাবাস্তু তাদৃশং কন্দর্পকোটি-কমনীয়বিশেষশোভং শ্রীরাধিকাপ্রাণবল্লভং শ্রীশ্যামসুন্দরং ধ্যায়ন্তি পরিচরন্তি চ ; তথাহি শ্রীললিতমাধবে–৬/৪৩ অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতে-র্বসন্তীং বাসন্তী নব পরিমলোদ্‌গারিচিকুরাম্‌ । ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রাসুখ মুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং কদাহং সেবিষ্যে কিশলয়কলাপ ব্যজনিনী ॥ তস্মাত্তত্তদ্‌ভাবানুগামিভিঃ সর্বৈরেব ভক্তজনৈঃ পরমোপাস্য-লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রমসেব্যমান–শ্রীমদ্রাধালিঙ্গিতবামভাগ–অখিলরসামৃতমূর্ত্তি–শ্রীশ্যামসুন্দরং শ্রীমত্ত্বমেব ভাব্যমিতি। স্বাত্মকত্বাদ্ধরেঃ শক্তিঃ হ্যচিন্ত্যশক্তিযোগতঃ । কৃষ্ণস্তৎপ্রেয়সীবৃন্দঃ আশ্রয়বিষয়োভবেৎ ॥৪২॥

ইতি কামাদ্যধিকরণং অষ্টাদশং সম্পূর্ণম্‌ ॥১৮॥

বলিতেছেন-ধর্ম্মেতি । সেই শক্তিবর্গের ধর্ম্মাদিরূপতা কিন্তু পশ্চাত্তনী পশ্চাৎ জাতা নহে, কিন্তু অনাদি সিদ্ধি মতি হয় সুতরাং এই সিদ্ধান্তে কোন ক্ষতি বা দোষ নাই । শ্রীজিতন্ত স্তোত্রে বর্ণিত আছে–শ্রীঅচ্যুত নিত্যজ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য ভোগোপকরণ যুক্ত হয়েন ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর কামদ্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব শ্রীভাগবত গণের অনুগামী ভক্তগণ পরতত্ত্বকে শ্রীমৎ পরাশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধাদি লক্ষ্মী পরিশোভিত রূপেই ধ্যান করিবেন । অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবৎ ভক্তগণের অনুগত তাঁহারা শ্রীগোবিন্দদেবকে সেবা করিবেন, তন্মধ্যে শান্ত ভক্তগণ রূপহিত রেখা স্বরূপা শ্রীদেবীর সহিত শ্রীভগবানকে উপাসনা কবিবেন ও দর্শন করিবেন এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থল মহাবিভূতি মহালক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থান যাহা মানবগণের মন ও নয়নের আনন্দ প্রদান করে । দাস ভক্তগণ যথাধিকারে শ্রীগোবিন্দদেবের চিন্তা করেন এবং লাভ করেন, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–হে রসদ ! শ্রবণ কর গিরিবরধারী রাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ যুবরাজ রূপে প্রসিদ্ধ হইলেও আমার শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের সর্বদা সেবা চাতুর্য্যেই রতি হউক ।

সখাগণ ও সেই প্রকার যথাধিকারে শ্রীগোবিন্দদেবের ধ্যান করেন ও সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীমদুজ্জ্বলে বর্ণিত আছে– যিনি সুরত ক্রিয়া কলহে মানিনী প্রস্থান করিলে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া প্রাত্যাবর্ত্তন করিয়া আনয়ন করেন অঘভিৎ শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পলীলার যোগ্য নিকুঞ্জ গৃহে শয্যা রচনা করেন নিজ প্রিয়া সহিত রতিকেলি সময়ে প্রিয়াহৃদিস্থিত সখাকে শ্রান্ত দেখিয়া বিজন করেন, সুতরাং শ্রীমান্‌ সুবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিষয়ে কি অধিকারই না প্রাপ্ত হইয়াছেন ? বাৎসল্যভাবের ভক্তগণ সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে লালনরূপ শ্রীর সহিত উপাসনার দ্বারা সাক্ষাৎ অনুভব করেন, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে–প্রভাত কালে মাতা যশোদা শ্রীহরির দেহে গদ্‌ গদ্‌ বাক্যে মন্ত্রন্যাস অশ্রুপূর্ণ নয়নে রক্ষাতিলক রচনা এবং ভুজে রক্ষা বন্ধন করেন, পুত্র স্নেহে স্নুতস্তনা শ্রীযশোদা যেন মূর্ত্ত

১৯॥ "তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্"–

তত্রৈব শ্রুয়তে "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেদিতি ওঁ তৎ সৎ" (গো০–তা০–পূ০–৬১) ইতি ।

১৯॥ "তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্"

পূর্বত্র কামাদ্যধিকরণে শ্রীভগবতঃ শ্রীমত্ত্বেন উপাস্যং সর্বেষাং সাধকানাং নিয়তমিতি প্রতিপাদিতম্। তন্ন যুক্তিযুক্তম্ ; কুতঃ ? "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়োৎ" ইত্যাদৌ বিভুবিজ্ঞানানন্দসার্বজ্ঞ্যাদানন্তকল্যাণগুণরত্নাকর–শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ত্বেন উপাস্যত্বং নিরূপণাৎ, নান্যস্বরূপেণ সর্বেসাং সাধকানাং সমানভাবত্বাভাবাৎ ইতি শঙ্কানিরাকরণার্থংতন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণারম্ভঃ ; ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ তন্নিদ্ধারণানিয়মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"তত্রৈবেতি । শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদি শ্রুয়তে" ইতি । তস্মাদিতি–"মুনয়ো ব্রাহ্মণমূচুঃ–কঃ পরমো দেবঃ ? তদুহোবাচ–ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতাম্" ইত্যুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণমহিমানং বর্ণয়ামাস" তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমোপাস্যত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব পরো দেবঃ, সর্বেশ্বর সর্বারাধ্য ইতি ; ন তু শিতিকণ্ঠাদয়ঃ । তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমোপাস্যত্বাৎ তং শ্রীকৃষ্ণমেব

বাৎসল্য সমূহরূপে বিরাজ করিতেছেন ।

শৃঙ্গার ভাবের ভক্তগণ সেই প্রকার কন্দর্পকোটি কমনীয় বিশেষ শোভা বিশিষ্ট শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভ শ্রীশ্যামসুন্দকে ধ্যান করেন ও পরিচর্য্যা করেন, শ্রীললিত মাধবে বর্ণিত আছে–আমি কখন নিকুঞ্জগৃহের কালিন্দী জাত কমলের সুরভিতে আমোদিত অলিন্দে (বারন্দায়) নিবাস কারিনী বাসন্তি কুসুমের নবীন পরিমলে সুগন্ধিতচিকুরা তোমার ক্রোড়ে নিদ্রাসুখে মুকুলিত নয়না পুনরায় কি কিশলয় কলাপে ব্যজন দ্বারা সেবা করিব । অতএব সেই সেই ভাবানুগামী সকল ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরমোপাস্য লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রমসেব্যমান শ্রীমৎরাধালিঙ্গিত বামভাগ অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীশ্যামসুন্দরকে শ্রীযুক্তরূপেই ভাবনা করিবেন । শ্রীহরির শক্তি আত্মা হওয়া হেতু অচিন্ত্য শক্তি যোগহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার প্রিয়সীবর্গ বিষয় ও আশ্রয় হয়েন ॥৪২॥

এই প্রকার কামাধিকরণ অষ্টাদশ সম্পূর্ণ ॥১৮॥

১৯॥ "তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণ"

অনন্তর তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । পূর্বত্র কামাদ্যধিকরণে শ্রীভগবানের শ্রীমত্ত্বরূপেই উপাসনা করা সকল সাধক গণের নিয়ত হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা যুক্তি সংগত নহে, কেন ? "অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরমাদেব তাঁহাকে ধ্যান করিবে" ইত্যাদি বাক্যে বিভু বিজ্ঞানানন্দ সার্বজ্ঞ্যাদি অনন্তকল্যাণগুন রত্নাকর শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়রূপেই উপাস্যত্ব নিরূপণহেতু, অন্য স্বরূপে নহে, কারণ সকল সাধকগণের সমান ভাবের অভাব হেতু, এই প্রকার শঙ্কানিরাকরণের নিমিত্ত

অত্র সংশয়ঃ । শ্রীকৃষ্ণত্বেন গুণেন শ্রীহরেরুপাসনং নিয়তম্ ? নবেতি ? । অবধারণ স্বারস্যাৎ তেন তন্নিয়তমিতি প্রাপ্তে–

ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ–জপেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ, অতঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনামেব মুক্তিকারণমিতি। ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণত্বেন যশোদাস্তনন্ধয়ত্বেন গুণেন শ্রীহরেরুপাসনং নিয়তং সর্বদা কর্ত্তব্যম্ ? ন বা ? রূপান্তরেণ শ্রীরামাদিরূপেণ সর্বদোপাসনং কর্ত্তব্যমিতি সংশয়ঃ । তথাচ–শ্রীকৃষ্ণস্য এব উপাসনং কর্ত্তব্যম্ ? কিম্বা–শ্রীকৃষ্ণাবতারাণাং শ্রীরাম-নৃসিংহাদীনামপি আরাধনং কর্ত্তব্যমিতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–অবধারণে ইতি । "এব" কারেণ অবধারণস্বারস্যাৎ তেন শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়-কৃষ্ণত্বেন গুণেন তদুপাসনং নিয়তং নান্যেন স্বরূপেণ গুণেন বা; তথাত্বে শ্রুতিবিরোধাদিতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

তন্নির্দ্ধারণা-নিয়মাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল ।

বিষয় ঃ––অনন্তর তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন–তত্রৈবেতি। তথায় শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ শ্রীগোপালতাপনী উপনিসদে বর্ণিত আছে–তস্মাদিতি । অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা তাঁহাকে ধ্যান করিবে, জপ করিবে, ভজন করিবে তাঁহাকে যজন করিবে, ওঁ তৎসৎ, তিনি শাশ্বত উপাস্য হয়েন, অর্থাৎ মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–কে পরম সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ? ব্রহ্মা কহিলেন-শ্রীকৃষ্ণই পরমদেবতা, এই প্রকার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন করিলেন-সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমোপাস্য হওয়া হেতু শ্রীকৃষ্ণই পরম সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হয়েন, কিন্তু শিতিকণ্ঠাদি নহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরমোপাস্যত্ব হেতু সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে, রসেৎ জপ করিবে, ভজন করিবে, যজন করিবে অতঃ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বিষয় বাক্য ।

সংশয় ঃ––এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–শ্রীকৃষ্ণত্বেনেতি । শ্রীকৃষ্ণত্বগুণের দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা নিয়ত ? অথবা নহে ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণত্ব শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ত্বগুণের সহিত শ্রীহরির উপাসনা নিয়ত সর্বদা কর্ত্তব্য ? অথবা রূপান্তরে শ্রীরামাদিরূপেও সর্বদা উপাসনা করা উচিৎ ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করা উচিত ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য ? কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতির ও আরাধনা করা কর্ত্তব্য ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ––এই প্রকার সংশয়জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–অবধারণেতি। অবধারণের সরসতাহেতু শ্রীকৃষ্ণরূপেই উপাসনা নিয়ত । অর্থাৎ 'এব' কারের দ্বারা অবধারণ স্বারস্য হেতু সেই যশোদাস্তনন্ধয় শ্রীকৃষ্ণত্বগুণের সহিত তাঁহার উপাসনা করা সর্বদা উচিত, কিন্তু অন্য স্বরূপে বা গুণের সহিত আরাধনা করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিলে শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হয় ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য

॥ওঁ॥ তন্নির্দ্ধারনানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/১৯/৪৩॥

তেন নির্দ্ধারণেনানিয়মঃ, শ্রীকৃষ্ণত্বেনৈব ধর্ম্মেণ শ্রীহরিরুপাস্যো নান্যেন শ্রীরামত্বাদিনা ইতি নিয়মো নেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণত্বং যশোদস্তনন্ধয়ত্বে সতি বিভু বিজ্ঞানানন্দবস্তুতম্। এবং কুতঃ ? তদ্ দৃষ্টেঃ। "যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যাসহিতো বিভুঃ ॥ চতুঃশব্দো ভবেদেকো হ্যোং কারস্যাংকৈঃ কৃতঃ ॥ (গো০–তা০–উ০–৫০-৫১) ইতি তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণাত্মভূতানাং বলদেবাদীনামপি

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :–তদিতি। তেন–যশোদাস্তন্ধয় শ্রীকৃষ্ণরূপেণোপাসনেন নির্দ্ধারণেন অনিয়মঃ, বিষয়েঽস্মিন্ নিয়মো নাস্তি, যৎ শ্রীকৃষ্ণত্বেন রূপেণ উপাস্যমিতি ; কিন্তু শ্রীরামাদিস্বরূপেণাপি উপাসিতব্যমিতি ; এবং কুতঃ ? তদ্দৃষ্টে ; শাস্ত্রেষু তথৈব দৃষ্টাত্বাৎ ; ননু–তর্হি "কৃষ্ণ এব" ইতি এবকারস্য ব্যর্থতাপত্তেরিতি চেৎ ? তত্রাহ–পৃথগিতি। তদুপাসনে পৃথক্‌ফলদর্শনাৎ। ফলমেবাহ–অপ্রতিবন্ধঃ–শ্রীকৃষ্ণোপাসনায়াং প্রতিবন্ধাভাব ইত্যর্থঃ। তেন" ইতি প্রকটার্থম্। তথাচ–শ্রীকৃষ্ণত্বস্বরূপেনৈব পরব্রহ্মোপাস্যমিতি নিয়মো নাস্তি, কিন্তু শ্রীরামত্বাদি স্বরূপেনাপি তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যমিতি।

ননু–শ্রীকৃষ্ণত্বধর্ম্মেণাপি তস্মিন্ সর্বেষামবতারাণাং উপসংহার্য্যত্বাৎ শ্রীরামত্বাদিস্বরূপাণামপি

প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–তদিতি। তাহা নির্দ্ধারণের নিয়ম নাই, তাহা দেখা যায়, পৃথকফল দর্শনহেতু কোন প্রতিবন্ধ নাই। অর্থাৎ সেই শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের উপাসনার দ্বারা নির্দ্ধারণের কোন নিয়ম নাই, এই বিষয়ে কোন প্রকার নিয়ম নাই যে শ্রীকৃষ্ণত্বরূপেই উপাসনা করিতে হইবে ? কিন্তু শ্রীরামাদি স্বরূপেও উপাসনা করিতে হইবে, এই প্রকার কেন ? তদ্দৃষ্টেঃ শাস্ত্র সকলে সেই প্রকারই দেখা যায়। যদি বলেন–তাহা হইলে "কৃষ্ণএব" এই এবকারের ব্যর্থতাপত্তি দোষ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন–পৃথগিতি।

সেই সেই শ্রীভগবৎ স্বরূপের উপাসনায় পৃথক ফল দেখা যায়, সেই ফলই বলিতেছেন অপ্রতিবন্ধেতি। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কোন প্রকার প্রতিবন্ধ নাই এই সূত্রার্থ। সেই রূপ নির্দ্ধারণের দ্বারা কোন নিয়ম, শ্রীকৃষ্ণত্বরূপ ধর্ম্মেই শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে অন্য শ্রীরামত্বাদিধর্ম্মে উপাসনা করিবে না এই প্রকার কোন নিয়ম নাই এই অর্থ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে ইহা নিয়ম

তদ্বদুপাস্যত্ব প্রতীতেরিত্যর্থঃ।

তর্হি "কৃষ্ণ এব" (গো০–তা০–পূ০–৬১) ইত্যবধারণং বিফলং ? তত্রাহ–পৃথগিতি। "হি" যস্মাৎ তৎ ফলং পৃথগস্তীত্যর্থঃ। "অপ্রতিবন্ধেতি" দেবতান্তরপারম্যস্য

তত্রৈবোপাসিতব্যমিতি ? চেৎ–তত্রাহঃ–শ্রীকৃষ্ণত্বমিতি। স্পষ্টম্। তথাহি শ্রীনামকৌমুদীকারা ঃ–৩/১৯ "কৃষ্ণশব্দস্ত তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি। তথা–শ্রীরামত্বম্–শ্রীকৌশল্যাস্তনন্ধয়ত্বমিতি। তথাচ–শ্রীকৌশল্যাস্তনন্ধয়ত্বে সতি বিভুবিজ্ঞানানন্দবস্তুত্বম্" ইতি ; এবমন্যত্রাপি। অথ শ্রীরামত্বাদিরূপেণোপাসনং শ্রীগোপালতাপন্যাদি প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি–এবমিতি।

যত্র মথুরায়াং অসৌ সর্বেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ত্রিভিঃ সংস্থিতঃ, শক্ত্যা চ সমাহিতঃ ; ত্রিভিরিতি–রামানিরুদ্ধ–প্রদ্যুম্নৈঃ সংস্থিতঃ ; শ্রীবলরামঃ, শ্রীপ্রদ্যুম্নঃ অনিরুদ্ধ ইতি। শক্ত্যা" ইতি–শ্রীরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ" ইতি ; ইহ শ্রীরুক্মিণীসাহিত্যেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীমত্ত্বস্যাগতত্বাৎ পূর্বোক্তংচোদ্যং নিরস্তম্।

নহে, কিন্তু রামাদি স্বরূপেও পরব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলন–শ্রীকৃষ্ণত্বধর্ম্মেই অন্যান্য সকল অবতারগণের উপসংহার করা হেতু শ্রীরামত্বাদি ব্রহ্মস্বরূপবৃন্দেরও শ্রীকৃষ্ণেই উপাসনা করিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–শ্রীকৃষ্ণত্বমিতি।

শ্রীকৃষ্ণত্ব শ্রীযশোদাস্তন পান কারী শ্রীবৃন্দাবন লীল শ্রীরাধারমণত্ব ধর্ম্মযুক্ত বিভুবিজ্ঞানানন্দ পরব্রহ্ম বস্তু, অর্থাৎ এই বিষয়ে শ্রীনামকৌমুদীকার বলিয়াছেন-শ্রীকৃষ্ণশব্দটি তমালশ্যামলকান্তি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় পরব্রহ্মেই রূঢ়ি প্রয়োগ হয় অন্যত্র নহে, এবং শ্রীরামত্ব-শ্রীকৌশল্যাস্তনন্ধয়ত্ব, অর্থাৎ শ্রীকৌশল্যাস্তন্য পানকারী ধর্মযুক্ত বিভু বিজ্ঞানানন্দ পরব্রহ্মই রূঢ়ি প্রয়োগ হয় অন্যত্র নহে, এবং শ্রীরামত্ব-শ্রীকৌশল্যাস্তনন্ধয়ত্ব, অর্থাৎ শ্রীকৌশল্যাস্তন্যপান কারী ধর্মযুক্ত বিভু বিজ্ঞানানন্দ পরব্রহ্ম বস্তু, এই প্রকার অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

অনন্তর শ্রীরামত্বাদিস্বরূপের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা শ্রীগোপাল তাপন্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন–এবমিতি। এই প্রকার কেন ? তাহা দেখা যায় এইহেতু। শ্রীগোপাল তাপনীতে বর্ণিত আছে–যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তিনমূর্তি ও শক্তির সহিত সমাহিত আছেন, তাহা শ্রীবলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন, এবং শ্রীরুক্মিণী শক্তিরূপা সহ সুশোভিত, এই ভাবে এই চারিটি শব্দ একটিই হইবে, তাহা ওঙ্কার স্বরূপ হয়। এইভাবে তথায় শ্রীকৃষ্ণাত্মস্বরূপ শ্রীবলদেবাদিরও শ্রীকৃষ্ণের সমান উপাস্যত্ব প্রতীত হয়। এই অর্থ। অর্থাৎ যে মথুরায় এই সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তিন স্বরূপে ও শক্তির সহিত সমাহিত এবং অবস্থিত আছেন, ত্রিভি ঃ–রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নের সহিত, শ্রীবলরাম শ্রীপ্রদ্যুম্নও অনিরুদ্ধ এই তিনীট স্বরূপ। শক্তি "শ্রীরুক্মিণীর সহিত বিভু" এইস্থলে শ্রীরুক্মিণীদেবীর সাহিত্য হেতু শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমত্ত্বের সর্বদা অত্যাগহেতু পূর্বকথিত শঙ্কা নিরস্ত হইল।

শ্রীরুক্মিণীর সহিত" ইহা উপলক্ষণ মাত্র অতএব শ্রীরাধাদি লক্ষ্মীগণের ও গ্রহণ করিতে হইবে

শ্রীকৃষ্ণোপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধস্য বিনিবৃত্তিস্তদিত্যর্থঃ । তথা চ শক্তৌ রুচৌ চ সত্যাং সমুচ্চিতোপাসনং তদ ভাবে তু তেনৈবেতি স্থিরম্ ॥৪৩॥

রুক্মিণ্যা" ইত্যুপলক্ষণং শ্রীরাধাদীনামপ্যত্র গ্রহণমিত্যর্থঃ । পূর্বত্র ব্রহ্মপ্রশ্নে–"কথং বাস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি ? (৩৬) । ইত্যস্যোত্তরমাহ শ্রীনারায়ণঃ–"চতুঃশব্দঃ" ইতি । যস্মাদ্-ওঁকারস্য অকারোকার-মকারার্দ্ধমাত্ররূপৈরংশৈঃ কৃতোঃ রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নকৃষ্ণাভিধেয়ো মূর্ত্তিচতুষ্টয়ব্যূহস্তস্মাদ্‌বীজাদ্ বৃক্ষইবাভিব্যক্তঃ। চতুঃশব্দশ্চতুসংখ্যাকো বেদ একো ভবেদিতি । অন্যথা শ্রুতিপতিপাদিতং তেষামুপাসনং বিলুপ্যেত ইতি। এতচ্চ–শ্রীরাম-নৃসিংহাদীনামারাধনমুপালক্ষণম্ । অথ সূত্রাক্ষরং যোজয়ন্তি–তর্হি" ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্। তথাচ–দেবতান্তরশ্রেষ্ঠত্বং শ্রীকৃষ্ণোপাসনায়াঃ প্রতিবন্ধকঃ ; তস্য বিনিবৃত্তঃ ইতি ॥৪৩॥

ইতি তন্নির্দ্ধারণানিয়মধিকরণং উনবিংশতি সমাপ্তম্ ॥১৯॥

ইহাই অর্থ । পূর্বে ব্রহ্মার প্রশ্নে–কিপ্রকারে এই অবতারের ব্রহ্মতা হয় ? তদুত্তরে শ্রীনারায়ণ কহিলেন–চতুঃশব্দ ইত্যাদি । যে কারণে ওঁকারের অকার উকার মকার ও অর্দ্ধমাত্রা "ঁ" রূপ অংশের দ্বারা শ্রীবলদেব অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও শ্রীকৃষ্ণ নামে মূর্ত্তি চতুষ্টয় চতুর্ব্যূহ হইয়াছেন, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের অভিব্যক্তি হয় । এবং এই চতুঃসংখ্যাবিশিষ্ট ঋক্ যজুঃ অথর্ব ও সাম এই বেদচতুষ্টয় এক হইয়া অন্যথা শ্রুতি প্রতিপাদিত তাঁহাদের উপাসনার বিলোপ হইবে । ইহা শ্রীরম নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবদবতারগণের ও গ্রহণ করিতে হইবে ।

অনন্তর সূত্রাক্ষরের যোজনা করিতেছেন–তর্হীতি । তাহা হইলে কৃষ্ণ এব" এই অবধারণ বাক্য বিফল হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–পৃথগিতি । হি যেহেতু তাহার ফল পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান আছে এই অর্থ । অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ দেবতান্তরের অন্য দেবতার পারম্য কৃষ্ণউপাসনার প্রতিবন্ধ বিঘ্ন হয়, তাহা বিনিবৃত্তি সমূলে বিনাশ করাই তাহার ফল । সারর্থ এই যে–সাধকের শক্তি ও রুচি থাকিলে সমুচ্চিত শ্রীবলদেবাদির উপাসনা কর্ত্তব্য, রুচির অভাব থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেরই উপাসনা করিবে ইহা সুস্থির হইল, অর্থাৎ দেবতান্তরের স্বীকার করাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রতিবন্ধক বা বিঘ্ন তাহা নিবৃত্তই এই প্রকরণের চরম ফল হয় ॥৪৩॥

এই প্রকার তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণ উনবিংশতি সম্পূর্ণ ॥১৯॥

২০॥ "প্রদানাধিকরণম্"–

অথ গুরুগম্যত্বং গুণমুপসংহর্ত্তুমারভ্যতে। বিদ্যা প্রদেশেষু শ্রুয়তে। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।

২০॥ "প্রদানাধিকরণম্"

বন্দে শ্রীগুরুপাদাব্জং সর্ববিঘ্নহরং শুভম্।
যস্য প্রসাদলেশেন সাধকো মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥

পূর্বত্রাধিকরণে শ্রীকৃষ্ণত্বাদিধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়েন বিকল্পেন চ শ্রীভগবদুপাসনমুক্তম্। তদেব করণীয়মস্তু, তদুপাসনেনৈব মোক্ষলক্ষণস্য ফলস্য সিদ্ধেঃ। অত্র দেশিকোপদেশলভ্যত্বগুণোপসংহৃতেন তদুপাসনেন মোক্ষফলং সিদ্ধ্যতি ? ন বা" ইতি নিরূপয়িতুং প্রদানাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণ সঙ্গতি। অথ শ্রীগুরূপদেশগম্যত্বং শ্রীভগবদ্‌গুণমুপসংহর্ত্তুমারভ্যতে।

বিষয় :–অথ প্রদানাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"বিদ্যা" ইতি। উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদেশেষু শ্রুয়তে–যস্য সাধকস্য দেবে স্বহ্লাদিনীশক্তিভিঃ ক্রীড়নশীলনে শ্রীগোবিন্দদেবে পরা-অনন্যা, শ্রীগোবিন্দসুখৈকতাৎপর্য্যাময়ী ভক্তিরস্তি, যথা দেবে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তিরস্তি, তথা গুরৌ

২০॥ "প্রদানাধিকরণ"

অনন্তর প্রদানাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সর্বপ্রকার বিঘ্নহারী শুভপ্রদ শ্রীগুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি, যাঁহার প্রসাদলেশের দ্বারাই সাধক মোক্ষ ভাজন হয়। পূবাধিকরণে শ্রীকৃষ্ণত্বাদি ধর্ম্মবৃন্দের সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে শ্রীভগবদ্ উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহা করণীয় হউক, তাঁহার উপাসনার দ্বারাই মোক্ষ লক্ষণ ফলের সিদ্ধি হয়, এইস্থলে শ্রীদেশিকোপদেশলভ্যত্ব গুণোপসংহারের দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনায় মোক্ষ ফল সিদ্ধ্ হইবে ? অথবা হইবে না ? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রদানাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি দর্শিত হইল। অতঃপর শ্রীগুরুদেবের উপদেশগম্যত্ব শ্রীভগবানের গুণের উপসংহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

বিষয় :––অনন্তর প্রদানাধিকরণের বিষয়বাক্য অবতারণা করিতেছেন–বিদ্যেতি। বিদ্যা প্রদেশে প্রকরণে শ্রুত হয়–যাহার দেবে পরাভক্তি আছে, যে প্রকার দেবে সেই প্রকার গুরুদেবে ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার হৃদয়ে উপনিষৎ কথিত অর্থসকল প্রকাশিত হয় ইহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ উপনিষৎ সকলে বিদ্যা প্রদেশে প্রকরণে শ্রবণ করা যায়-যে সাধকের দেবে নিজ হলাদিনী শক্তিগণের সহিত ক্রীড়াশীল শ্রীগোবিন্দদেবে পরা অনন্যা শ্রীগোবিন্দসুখৈকতাৎতার্প্যাময়ী ভক্তি আছে, যে প্রকার দেবে শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তি আছে, সেই প্রকার গুরৌ শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবে ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার শ্রীগোবিন্দদেববৎ শ্রীগুরুদেব বিষয়ক পরাখ্যভক্তির আশ্রয়রূপ সাধককে এই

সুখতত্ত্বং বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণাধিগমার্থং স সাধকঃ-মোক্ষার্থী গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ; বিজ্ঞাতশাব্দব্রহ্মপরব্রহ্মতত্ত্বং শ্রীগুরুমেবাশ্রয়েদিত্যর্থঃ । ইতি চান্যত্র' ইতি– তথাহি তৈত্তিরীয়োপনিষদি–১/১১/২ "আচার্য্যদেবো ভব" শ্রীগীতাসু–১৩/৮–"আচার্য্যোপাসনম্" শ্রীভাগবতে–১১/১৭/২৭ আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ । ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেব ময়ো গুরুঃ ॥

পুনশ্চতত্রৈব–১১/৩/২১-২২ তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ । শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ । অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ শ্রীসপ্তমে–১৫/২৪– কৃপয়াভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা । আত্মজং যোগবীর্য্যেন নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥ রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বং চোপশমেন চ । এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥ যস্য সাক্ষাদ্‌বগবতি জ্ঞানদীপপ্রদেগুরৌ । মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বংকুঞ্জরশৌচবৎ॥

অথ শ্রীগুরোর্লক্ষণানি–শ্রীহরিভক্তিবিলাসে–১/৩২ অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ । আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎসর্বশাস্ত্রবিৎ ॥ শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ । সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥ নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোম মন্ত্র-পরায়ণঃ । উহাপোহ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ ॥ ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃস্যাদ্‌গরিমনিধিঃ॥ অথ অগুরুলক্ষণম্– তত্রৈব–১/৪২ বহ্বাশীদীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ । হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্‌বাদী গুণনিন্দকঃ ॥

সাধক যিনি শব্দব্রহ্ম বেদাদিসৎশাস্ত্রে, পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে নিষ্ণাত তত্ত্বজ্ঞ ও শ্রীগোবিন্দদেবাশ্রয়ী সেই প্রকার উত্তম গুরুদেবের শরণাগত হইবে, সেই আত্মা ও দেবতাস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের নিকটে কপটতারহিত সেবার দ্বারা অনুবর্ত্তন করিয়া ভাগবতধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে, যাহাতে সর্বাত্মপ্রদ শ্রীহরি প্রসন্ন হয়েন। শ্রীসপ্তমে বর্ণিত আছে–ভূতজাত কৃপার দ্বারা, দৈব সমাধির দ্বারা, যোগ প্রভাবে আত্মজাত দুঃখ, নিদ্রা সত্ত্বগুণ সেবনের দ্বারা, রজো ও তমোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা, সত্ত্বগুণ উপসমের দ্বারা জয় করা যায়, কিন্তু সাধক একমাত্র শ্রীগুরুদেবর সেবা ও ভক্তির দ্বারা এইসব অনায়াসে জয় করে ।

সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান প্রদীপ প্রদানকারী শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্য সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি হয়, তাহার শাস্ত্র শ্রবণাদি সকল কুঞ্জর শৌচ স্নানের সমান বৃথাই জানিবে । অনন্তর শ্রীগুরুদেবর লক্ষণ, শ্রীহরিভক্তি বিলাসে বর্ণিত আছে–পাতিত্যাদি দোষ রহিত সদ্বংশজ, শুদ্ধ নিজসদাচার বিষয়ে তৎপর, আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ ক্রোধরহিত, বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞানী, সকল শাস্ত্রবেত্তা, শ্রদ্ধাশালী অসূয়াশূন্য, মিষ্টবাদী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, যুবা সকলপ্রাণি রহিত সাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহন্তা হিংসাশূন্য বিবেচনা যুক্ত, শ্রীভগবৎ প্রতিমা সকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোমমন্ত্র পরায়ণ, উহাপেহ-তর্কবিতর্কের প্রকারাবেত্তা, পবিত্রচিত্ত, এবং কৃপার আলয় ইত্যাদি সল্লক্ষণ যুদ্ধ শ্রীগুরুদেব গরিমার নিধি হয়েন ।

অনন্তর অগুরু নিন্দিত গুরুর লক্ষণ বলিতেছেন–বহু ভোজনকারী, দীর্ঘ সূত্রী, বিষয়াদিতে লোলুপ, হেতুবাদরত প্রতিকূল তর্ককারী দুষ্ট পরের পাপবক্তা, গুণনিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রমসেবী,

ইহ সংশয়ঃ। গুরুলব্ধাচ্ছ্রবণাদিতঃ ফলম্ ? গুরুপ্রসাদ সহিতাৎ তস্মাদ্বেতি ? তত্র শ্রবণাদিতঃ ফলাভিধানাৎ কিং তৎ প্রসাদেনেতি প্রাপ্তে–

অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ। কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ॥ দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।বহুপ্রতিগ্রহাশক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥ শ্রুতিভিরপি তথৈব প্রতিপাদিতম্–শ্রীদশমে– ৮৭/৩৩ বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ। ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥ ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় :–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ– গুরুরিতি। গুরুলব্ধাৎ শ্রবণাদিতঃ পরমমোক্ষরূপ শ্রীভগবৎসেবাফলং প্রাপ্নোতি, অথবা–শ্রীগুরুপ্রসাদসহিত শ্রবনকীর্ত্তনাদিতঃ তৎফলং প্রাপ্নোতি ? তথাচ– শ্রীগুরূপদেশেন কেবলেনৈব শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারো ভবতি ? অথবা–শ্রীগুরুকৃপয়াসহ শ্রীভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনাদিসাধনেন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারো ভবতীতি সংশয়বীজম্" ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :–এবং সন্দেহে সমুৎপন্নে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–"তত্র" ইতি। তত্র শাস্ত্রাদৌ শ্রীগুরুলব্ধশ্রবণাদিত এব ফলাভিধানাৎ, শ্রীগোবিন্দসাক্ষাৎকাররূপ ফললাভাৎ কিং প্রয়োজনং তৎ প্রসাদেন; শ্রীগুরুকৃপয়া" ইতি। তথাচ–শ্রীগুরুসকাশাৎ লব্ধ শ্রীভগবন্মন্ত্রদীক্ষাকঃ সাধকঃ তৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিনা শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি; তস্মাৎ শ্রীগুরুকৃপায়া নাস্তি প্রয়োজনমিতি; এবং পূর্বপক্ষবাক্যম্।

কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণওষ্ঠযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাসবাহী, এই প্রকার দুষ্টলক্ষণ সম্পন্ন, দানাদিতে সমর্থ হইয়াও বহু প্রতিগ্রহে দান গ্রহণে আসক্ত এই প্রকার আচার্য্য সম্পত্তি ক্ষয়কারী হয়। শ্রীগুরুদেব বিষয়ে শ্রীশ্রুতিগণও তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন–শ্রীদশমে–হে ভগবন্! যে সকল মানব শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণসকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে চঞ্চল স্বরূপ অদান্ত মনরূপ ঘোটককে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধার শূন্য নৌকাশ্রিত বণিক গণের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় বহু দুঃখে ব্যাকুল হইয়া সংসার সমুদ্রে নিপতিত হয়, ইহা বিষয়বাক্য।

সংশয় :––এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–গুরুরিতি। শ্রীগুরুলব্ধ শ্রবণাদি হইতে ফল লাভ হয় ? অথবা শ্রীগুরুর প্রসন্নতার সহিত শ্রবণাদি হইতে ফল লাভ হয় ? অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব হইতে শ্রবণ কর্ত্তিনাদি দ্বারা পরম মোক্ষরূপ শ্রীভগবৎসেবা ফল প্রাপ্ত হয় ? কিম্বা শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতারূপ প্রসাদ সহিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধক সেই ফল লাভ করে ? অর্থাৎ কেবল মাত্র শ্রীগুরুদেবের উপদেশের দ্বারাই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎ কার হয় ? অথবা শ্রীগুরুকৃপাসহ শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনাদি সাধনের দ্বারা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় ইহাই শঙ্কা বীজ, ইহাই সংশয়।

পূর্বপক্ষ :––এই প্রকার সন্দেহ সমুৎপন্ন হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–তত্রেতি। তথায় শ্রবণাদি হইতেই ফল কথন হেতু শ্রীগুরুপ্রসাদের প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে শ্রীগুরুদেবের নিকটে লব্ধ শ্রবণাদি ভক্তি হইতেই ফল কথন, শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎকাররূপ ফল লাভ হেতু তাঁহার

॥ওঁ॥ প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২০/৪৪॥

যথা প্রসন্নেন গুরুণা ব্রহ্মাপ্তিহেতুঃ শ্রবণাদিসাধনং দত্তং, তথৈব তৎ প্রাপ্তিরূপং ফলং ভবতি। ন তু শ্রবণাদিমাত্রেণ ইতি, আবশ্যকং তদ্‌গুর্বনুগ্রহাপেক্ষণমুক্তম্। "প্র" শব্দঃ প্রসাদং ব্যঞ্জয়তি। আহ চৈবং শ্রীভগবানরবিন্দাক্ষঃ—"আচার্য্যোপাসনং শৌচম্" (গী০–১৩/৮) ইতি। তথাচ তদনুগ্রহসহিতাৎ শ্রবণাদিতস্তৎপ্রাপ্তিরিতি ॥৪৪॥

সিদ্ধান্ত :—ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :—প্রদানবদিতি। শিষ্যসেবয়া প্রসন্নোগুরুর্যথা ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং শিষ্যায় প্রদানং করোতি, তথৈব তস্য শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিরূপং ফলমপিভবতি ; এবং কুতঃ ? তদুক্তমিতি ; শাস্ত্রে তথৈব কথিতমিত্যর্থঃ। "যথা প্রসন্নেন" ইত্যাদিভাষ্যাংশং প্রকটার্থম্। তথাচ—শ্রীভগবতঃ কারুণ্যঘণাবতারঃ শ্রীগুরুদেবঃ শিষ্যসেবয়া যেন রূপেন যাবতা প্রসন্নো ভবতি তাবতা শিষ্যং শ্রীগোবিন্দদেবসেবায়াং নিযোঙ্‌ক্ষ্যতি ; কমপি নিকুঞ্জদ্বারসেবয়াং, কমপিগন্ধমাল্যাদিসেবায়াং, কমপি চামর ব্যাজনসেবায়ামিত্যাদি। তস্মাৎ ন শ্রবণাদিমাত্রেণ তৎসিদ্ধির্ভবেৎ ; অতোঽবশ্যমেব শ্রীগুরুপ্রসাদস্য প্রয়োজনমিতি।

প্রসাদে প্রয়োজন কি ? শ্রীগুরুকৃপায় কি হইবে ? অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সকাশে লব্ধ শ্রীভগবন্মন্ত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধক তাহা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি দ্বারাই শ্রীভগবানকে লাভ করেন, অতএব শ্রীগুরুকৃপার কোন প্রয়োজন নাই, এই প্রকার পূর্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত :—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র করিতেছেন—প্রদানেতি। প্রদানবৎ তাহা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ শিষ্যের সেবার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া শ্রীগুরুদেব যে প্রকার ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন শিষ্যকে প্রদান করেন সেই প্রকারেই শিষ্যের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিরূপ ফলও হয়, এই প্রকার কেন ? তদুক্তম্-শাস্ত্রে সেই প্রকারই কথিত হইয়াছে এই অর্থ।

যে প্রকার শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু শ্রবণাদি সাধন প্রদান করিয়াছেন সেই প্রকার ব্রহ্মপ্রাতিরূপ ফল লাভ হয়, কিন্তু শ্রবণাদি মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং "তৎ" শ্রীগুরুদেবের করুণার অতীব আবশ্যক হয়, ইহা দ্বারা শ্রীগুর্বনুগ্রহের অপেক্ষা কথিত হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবানের করুণ্যঘনাবতার শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সেবার দ্বারা যেরূপে যতদূর যে পর্য্যন্ত প্রসন্ন হয়েন সেই ভাবেই শিষ্যকে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় নিয়োগ করেন, কাহাকেও নিকুঞ্জ দ্বার সেবায়, কাহাকেও গন্ধমাল্যাদি সেবায়, কাহাকেও চামর ব্যাজনাদি সেবায়, অতএব শ্রবণাদি মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হইবে না, অতঃ অবশ্যই শ্রীগুরু প্রসাদের প্রয়োজন আছে।

অনন্তর সূত্রস্থ প্রদানের অর্থ বলিতেছেন—প্রেতি। প্রশব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ প্রসন্নতাই ব্যঞ্জিত করিতেছে। এই বিষয়ে অরবিন্দ নয়ন ভগবান শ্রীপার্থ সারথির মত বলিতেছেন—আহেতি।

অথ সূত্রস্থ "প্র" শব্দস্যার্থমাহুঃ–"প্র" ইতি। অত্র অরবিন্দলোচনঃ–শ্রীপার্থসারথের্ম্মতমাহুঃ–"আহ" ইতি। অমায়য়া শ্রীগুরুসেবনমিতি। অতঃ প্রসাদং বিনা প্রকর্ষেণ বিদ্যাদানং ন সম্ভবেৎ তস্মাদবশ্যমেব শ্রীগুরোরারাধনং কর্ত্তব্যমিতি। তথাহি শ্রীদশমে–৮০/৮৩ "গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে" ইতি। ইদমত্র তত্ত্বম্– সাধকানাং শ্রীভগবদুপাসনার্থং দীক্ষায়াঃ প্রয়োজনমস্তি ; তত্র দীক্ষায়া নিত্যতা–শ্রীহরিভক্তিবিলাসে–২/৩ দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥ তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানংশিবসংস্তুতম্॥ দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎপাপস্যসংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥ অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ॥ (৭)

অত্র শ্রীভক্তিসন্দর্ভে–২১০ অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব" শ্রীভাগবতে–১১/৩/৩৮ লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাদ্ তেন সন্দর্শিতাগমঃ। মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ অত্র টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাম্–ক্রমসন্দর্ভে-মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব ইত্যাহ–লব্ধেতি। অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ ; আগমো মন্ত্রবিধিশাস্ত্রম্।.....................অস্যৈকত্বমেকবচনেন বোধ্যতে। ইতি। এবমত্র শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিচরণাঃ–(ভাঃ–১১/৮–এবং বিধেনৈকেন এব গুরুণা কার্য্যসিদ্ধিঃ" "ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ" (১১/৯/৩১) ইতি দোষশ্রবণাদ্ বহুগুরুকথনম্ ; তত্তু ব্যবহারপরম্, ন তু পরমার্থপরম্ ; এবং–১১/১০/৫–"ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানম্" ইতি বহুগুরুকথনং ব্যবহারার্থমেব কেবলমিতি পূর্বমুক্তম্ ;

আচার্য্যের উপাসনা ও শুদ্ধতায়, অর্থাৎ অমায়ায় শ্রীগুরুসেবা। অতএব প্রসন্নতা বিনা প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যা দান করা সম্ভব নহে, সুতরাং অবশ্যই শ্রীগুরুদেবের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহের দ্বারাই মানব পূর্ণ প্রশান্তের ভাগী হয়। এইস্থলের সার রহস্য এই যে-সাধকগণের শ্রীভগবদুপাসনার নিমিত্ত দীক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, দীক্ষার নিত্যতাবিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে–অনুপেত–যজ্ঞোপবীত বিহীন ব্রাহ্মণের যে প্রকার বেদাধ্যয়নাদিকার্য্যে অধিকার থাকে না, কিন্তু যজ্ঞোপবীত হওয়ার পরেই অধিকার লাভ হয়, সেই প্রকার অদীক্ষিত মানবের মন্ত্রজপ দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে অধিকার হয় না, অতঃ নিজেকে দীক্ষিত করা অবশ্যই প্রয়োজন হয়। কারণ যাহা বিদ্যা-জ্ঞান প্রদান করেও সকল প্রকার পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় করে সুতরাং বেদজ্ঞ আচার্য্যগণ তাহাকে দীক্ষা বলিয়াছেন।

অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্বক ধনজনাদি সকল নিবেদন করিয়া বিধান পূর্বক শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র বৈষ্ণব হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। শ্রীভক্তি সন্দর্ভে বর্ণিত আছে–অতএব শ্রীমন্ত্রগুরুর অবশ্যই প্রয়োজন আছে–শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে আচার্য্য শ্রীগুরুদেব হইতে দীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার দ্বারা আগম মন্ত্র পূজাদি উপদিষ্ট হইয়া নিজের ভাবানুরূপ মূর্ত্তিরদ্বারা মহাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবের অর্চ্চনা করিবে। শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের টীকা–মন্ত্রগুরু একজনেই হয়েন, তাহা বলিতেছেন–লব্ধেতি। অনুগ্রহ-মন্ত্রদীক্ষারূপ, আগম মন্ত্রবিধি শাস্ত্র, দীক্ষাগুরুর একত্ব প্রমাণবাক্যে একবচন 'আচার্য্যাৎ' এই

সম্প্রতিমজ্জ্ঞানার্থমেকমেব গুরুং কুর্য্যাদিত্যাহ–মদভিজ্ঞমিত্যাদি । ইতি ।

অথ শ্রীভগবতঃ শ্রীগুরুদেবস্যাস্তি হি বিশেষঃ–শ্রীভগবানধোঽপি নিনীষতি, অসাধুকর্ম্মকারয়তি, তথাহি কৌষীতকিব্রহ্মণোপনিষদি–৩/৯ "এষ হ্যেব এনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমন্বানুন্বেষতু, এষ এবৈনমসাধু কর্ম্মকারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুনুৎসতে" ইতি । শ্রীগীতাসু চ–১৬/১৯-২০ তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ । ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ আসুরী যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাংগতিম্ ॥ কিঞ্চ দৈত্যোন বিপরীতমুপদিশতি–তথাহি–শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–৩/১৭/৪১ ; ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ । সমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ প্রাহ চেদং সুরোত্তমান্ ॥ মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্মোহয়িষ্যতি । ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ইতি ।

আচার্যস্তু সর্বানুন্নিনীষতি সাধ্বেব কর্ম্ম কারয়তি সর্বত্র যথার্থং বদতি–শ্রীগীতাযু–৪/৩৪ তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ শ্রীভাবগতে–১১/১১/২৯ কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ । সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ তস্মাত্তদুপাসনমবশ্যকর্ত্তব্যমিতি । আচার্য্যলক্ষণম্–তথাহি দ্বয়োপনিষদি–৩

"আচিনোতি হি শাস্ত্রার্থানাচারস্থাপনাদপি ।
স্বয়মাচরতে যস্তু তস্মাদাচার্য্য উচ্যতে ॥
যদ্বা–শাস্ত্রোক্তং ধর্ম্মমুচ্চার্য্য স্বয়মাচরতে সদা ।
অন্যেভ্যঃ শিক্ষয়েদ্‌যস্তু স আচার্য্যো নিগদ্যতে ॥

বাক্যের দ্বারাবুঝিতে হইবে ।

এইস্থলে শ্রীপাদশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু বলিয়াছেন–এই প্রকার একটি গুরুর দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হইবে। "একটি গুরুদেব হইতে জ্ঞান সুস্থির হয় না" এই প্রকার দোষ শ্রবণহেতু বহু গুরু কথন, যে দেখা যায় তাহা কিন্তু ব্যবহার পর গুরু বলিয়াই জানিতে হইবে, কিন্তু পরমার্থপর নহে । "এই প্রকার একজন গুরু হইতে জ্ঞান" ইত্যাদি বহু গুরু কথন কিন্তু কেবল ব্যবহারের নিমিত্তই পূর্বে বলিয়াছেন, সম্প্রতি আমার জ্ঞানের নিমিত্ত একটি মাত্র গুরু করিতে হইবে, শ্রীভগবান তাহাই বলিলিতেছেন–মদভিজ্ঞমিত্যাদি ।

এইস্থলে শ্রীভগবান হইতে শ্রীগুরুদেবের কিঞ্চিৎ বিশেষতা আছে–শ্রীভগবান জীবকে অধঃপাত করেন, অসাধু কর্ম্ম করায়েন, এই বিষয়ে কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিসদে বর্ণিত আছে–শ্রীভগবান এই মানবকে সাধু কর্ম্ম আচরণ করান যাহাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাকে এই লোক হইতে অধোলোকে লইবার ইচ্ছা করেন তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান । শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–আমার প্রতি বিদ্বেষকারী ক্রুরনরাধম অশুভ কর্ম্মকারি মানবগণকে সংসার মধ্যে অসুর যোনির মধ্যে ক্ষেপণ করি

২১॥ *"লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণম্"–*

অথ স্ব প্রযত্নো বলবান্ ? শ্রীগুরুপ্রসাদো বেতি সন্দেহে–অকৃতে প্রযত্নে তৎপ্রসাদস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ স্বপ্রযত্নো বলবানিতি প্রাপ্তে–

সঙ্গতি ঃ–অত্র প্রদানাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহ ঃ–তথা চ" ইতি ; স্পষ্টম্ । তস্মাদ্ শ্রীগুরুকৃপা সর্বেষাং স্পৃহনীয়া ইতি ॥৪৪॥

ইতি প্রদানাধিকরণং বিংশতিঃ সম্পূর্ণম্ ॥২০॥

২১॥ *"লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণম্"*

এবং শ্রীগুরুপ্রসাদসহ শ্রীভগবদুপাসনেন জীবস্য মুক্তির্ভবতি ইতি প্রদানাধিকরণেন প্রতিপাদিতম্। অথ জীবস্য মুক্তয়ে শ্রীগুরুপ্রসাদো বলবান্ ? অথবা স্বপ্রযত্নঃ" ইতি প্রতিপাদনার্থং লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

সেই মূঢ়গণ জন্মের পর জন্ম আসুরী যোনী লাভ করিয়া হে কৌন্তেয় ! আমাকে না পাইয়া অধমগতি প্রাপ্ত হয়, অপর দৈত্যগণকে শ্রীভগবান শাস্ত্রবিপরীত উপদেশ প্রদান করেন ।

ইহা বলিয়া শ্রীভগবান নিজ শরীর হইতে মায়া মোহকে উৎপন্ন করিয়া দেবতা গণকে প্রদান করতঃ শ্রীবিষ্ণু বলিলেন–এই মায়ামোহ অখিল দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, তখন বেদমার্গবহিস্কৃতঅসুরগণ আপনাদের মধ্যে হইবে। শ্রীআচার্য্যদেব জীবকে উদ্ধার করেন এবং সাধন কর্ম্ম আচরণ করান ও যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন, এই বিষয়ে শ্রীগতিায় বর্ণিত আছে–তত্ত্বদর্শিজ্ঞানিগণ প্রণিপাত প্ররিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া পরমজ্ঞান উপদেশ করেন, জানিবে ।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যিনি কৃপালু অকৃতদ্রোহ তিতিক্ষু সত্যসার অনবদ্যাত্মা সকল প্রণিগণের সমবুদ্ধি ও সর্বোপকারক ইত্যাদি । অতএব শ্রীগুরুদেবের উপাসনা অবশ্যই কর্ত্তব্য হয় । শ্রীআচার্য্যেরলক্ষ্মণদ্বয়োপনিষদে বর্ণিত আছে–যিনি শাস্ত্রসকলের অর্থ সম্যক প্রকারে চয়ন করেন তাঁহাকে আচার্য্য বলা হয় । অথবা–শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম উপদেশ পূর্বক যিনি নিজেই তাহা সর্বদা আচরণ করেন, এবং অন্যান্য মানবগণকে শিক্ষা প্রদান করেন তিনি আচার্য্য পদবাচ্য ।

সঙ্গতি ঃ–এইস্থলে প্রদানাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তথাচেতি । অতএব শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ সহিত শ্রীনাম শ্রবণকীর্ত্তনাদি হইতে শ্রীগোবিন্দদেব সেবারূপ ফল প্রাপ্তি হয় । অতএব শ্রীগুরুদেবের কৃপা সকল সাধকগণের বাঞ্ছনীয় ॥৪৪॥

এই প্রকার প্রদানাধিকরণ বিংশতি সমাপ্ত ॥২০॥

২১॥ *"লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণ"*

অনন্তর লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । এই প্রকার শ্রীগুরু প্রসাদের সহিত শ্রীভগবানের উপাসনার দ্বারা জীবের মুক্তি হয় ইহা প্রদানাধিকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতঃজীবের মুক্তির নিমিত্ত

॥ওঁ॥ লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধিবলীয়স্তদপি ॥ওঁ॥ ৩/৩/২১/৪৫॥

ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্ম শ্রুতবতা সত্যকামেন "ভগবাংস্ত্বেব মে কামং ব্রুয়াৎ" (ছাo-

বিষয় :–অথ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহ :–তথাহি–মুণ্ডকোপনিষদি–১/২/১২ তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ছান্দোগ্যোপনিষদি–৬/১৪/২ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" শ্রীগীতাসু–৪/৩৪ তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ শ্রীভাগবতে–১০/৮০/৩৪ নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় :–অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্‌ভাবয়ন্তি–"অথ স্ব প্রযত্নঃ" ইতি ; স্ফুটার্থম্। ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :–এবং সন্দেহে জাতে পূর্বপক্ষং সমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"অকৃতে" ইতি। প্রকটার্থম্। তথাচ–স্বপ্রযত্নং বিনা ন কিমপি কার্য্যং সেৎস্যতি ; তস্মাৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ানন্তরং লব্ধদীক্ষাকঃ সাধকঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিস্বপ্রযত্নেনৈব শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি ; অতঃ শ্রীভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং স্বপ্রযত্ন এব বলবানিতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ :–"লিঙ্গ" ইতি। লিঙ্গভূয়স্ত্বাদিতি–শ্রীগুরুপ্রসাদেন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষলাভো ভবতীতি প্রমাণবাহুল্যাৎ ; তদ্ধি

শ্রীগুরু প্রসাদ বলবান ? অথবা নিজের প্রযত্ন চেষ্টা বলবান ? ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয় :—অথবা লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার-মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে–সমিৎ পাণি সাধক তৎ পরব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিকটে গমন করিবে। ছান্দোগ্যেবর্ণিত আছে–আচার্য্যবান্ শ্রীগুরুদেবের সেবক পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে জানে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–তত্ত্বদর্শিজ্ঞানিগণ প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া সেই জ্ঞান উপদেশ করেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সর্বান্তর্য্যামী আমি যে প্রকার শ্রীগুরুদেবের সেবায় সন্তুষ্ট হই সেই প্রকার যজ্ঞবেদাধ্যয়ন তপস্যা ও উপশমের দ্বারাও সন্তুষ্ট হই না, এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয় :—এই বিষয়বাক্যে সংশয় উদ্ভাবনা করিতেছেন–অথেতি। শ্রীভগবৎ সেবাপ্রাপ্তি বিষয়ে নিজের প্রযত্ন চেষ্টা বলবান ! কিম্বা শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাই বলবান ? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্বপক্ষ :—এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পরে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন–অকৃত ইতি। নিজে প্রযত্ন না করিলে শ্রীগুরুর প্রসাদে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, সুতরাং নিজের প্রযত্ন বা চেষ্টাই বলবান। অর্থাৎ নিজের চেষ্টা বিনা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, অতএব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর লব্ধদীক্ষাক

৪/৯/২) ইতি শ্রীগুরুঃ প্রার্থ্যতে ।

তথা–অগ্নিভ্যঃ শ্রুতবিদ্যেন উপকোশলেন চ (ছা০–৪/১০/১) ইত্যাদি ছান্দোগ্যাদি দৃষ্ট গুরুপ্রসাদলিঙ্গবাহুল্যাৎ তৎ প্রসাদমেব বলিষ্ঠম্ ।

বলীয়ঃ,–শ্রীগুরুপ্রসাদো বলীয়ঃ,–বলবানিত্যর্থঃ ; তদপি–তথাপি ঝটিতি–চিত্তশুদ্ধিপূর্বক শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারার্থং শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকর্ত্তব্যমিতি সূত্রার্থঃ । ঋষভাদিভ্যঃ" ইতি ; অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদি বর্ত্ততে ; (৪/৪/১-৯/৩) জবালয়া মাত্রা প্রেরিতো জাবালঃ সত্যকামঃ মহর্ষিগৌতমমুপসসাদ ; স গৌতমস্তমুপানীয় গোসেবায়াং নিয়োজয়ামাস । গৌতমস্ত–কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গাঃ, তং দত্ত্বা উবাচ–সৌম্য ! ইমা অনুব্রজ ; শিষ্যশ্চ গুরুমুবাচ–"নাসহস্রেণাবর্ত্তয়ে" ইতি ; স চ বর্ষগণং প্রোবাস গাঃ তদা সহস্রং সম্পন্না বভূবুঃ ।

অথ হ এনং ঋষভোঽভ্যুবাদ–ধর্ম্মরূপঋষভঃ সত্যকামমুবাচ–ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণি,–প্রাচী দিক্‌কলা প্রতীচীদিক্‌কলা দক্ষিণাদিক্‌কলা উদীচী দিক্‌কলা এষ সৌম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম" অথান্তরং তমগ্নিরুবাচ–ব্রহ্মণঃ সৌম্য তে পাদং ব্রবাণি–পৃথিবীকলা অন্তরীক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রকলা এষ বৈ চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্ নাম । (৪/৬) অথ হংসোবাচ–হংসোঽত্র ব্রহ্মা, তস্যৈব হংসরূপেণ বহুত্র জ্ঞানোপদেশ দর্শনাৎ ; ব্রহ্মণঃ সৌম্য পাদং তে ব্রবাণীতি–অগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ

সাধক শ্রবণ কর্ত্তিনাদি নিজচেষ্টায় শ্রীভগবানকে লাভ করে, সুতরাং শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বপ্রযত্নই বলবান হয় ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত :–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র করিতেছেন– লিঙ্গেতি । লিঙ্গ বাহুল্য হেতু তাহা বলীয়, তথাপি, অর্থাৎ লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ–শ্রীগুরুপ্রসাদের দ্বারা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপমোক্ষ হয় এই প্রমাণ বাহুল্যহেতু তাহাই বলীয়, শ্রীগুরুপ্রসাদই বলবান, তদপি তথাপি ঝটিতি চিত্তশুদ্ধি পূর্বক শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রীনামশ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য ইহাই সূত্রার্থ । ঋষভাদি হইতে ব্রহ্ম শ্রবণ করিয়াও সত্যকাম "হে ভগবান্ ! তাহা হউক কিন্তু আমাকে আপনি উপদেশ করুন" এইভাবে শ্রীগুরুদেবকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ঋষভাদি অর্থাৎ এই বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি আখ্যায়িকা আছে–জবালা মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জাবাল সত্যকাম মহর্ষিগৌতমের নিকটে উপস্থিত হয়েন, মহর্ষিগৌতম সত্যকামকে উপনীত করত গোসেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন । গৌতম অতীবকৃশ এবং দুর্বল চারিশত গাভী প্রদান করিয়া বলিলেন–সৌম্য সত্যকাম ! এই গাভীগণের অনুগমন কর, শিষ্যসত্যকাম শ্রীগুরুগৌতমকে বলিলেন ! প্রভো ! গাভীগণ এক সহস্র পূর্ণ না হইলে প্রত্যাগমন করিব না, সত্যকাম কয়েকবৎসর প্রবাসে থাকিয়া গাভীগণ এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইল । অনন্তর সত্যকামকে ঋষভধর্ম্মরূপ বৃষভ কহিলেন–ব্রহ্মের পাদ তোমাকে বলিব, পূর্বদিক কলা পশ্চিমদিক কলা,

তর্হি–তাবতালমিত্যাপি ন মন্তব্যম্ । কিং তর্হি ? তদপি শ্রবণাদি চ কর্ত্তব্যম্ । "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ" (শ্বে০–৬/২৩) "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃ০–২/৪/৫) ইত্যাদি শ্রুতেঃ "গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্ বলবত্তরম্ ।

কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলা এষ চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্ নাম । (৪/৭) অথান্তরং মদ্গুঃ জলচরপক্ষিবিশেষঃ ; স চ বরুণ ইতি, মদ্গোঃ জলচরত্বাৎ ।

তং সত্যকামং মদ্গুরুবাচ–হে সৌম্য ! ব্রহ্মণঃ পাদং তে ব্রবাণীতি–প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলা এষ চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ নাম । (৪/৮) এবং স সত্যকামস্তেভ্যঃ প্রাপ্তবিদ্যোঽপি পুনর্গৌতমমাসাদ্য প্রসাদ্য চ তস্মাৎ বিদ্যাং গ্রাহয়ামাস । তথাহি–ছান্দোগ্যে–৪/৯/২ ভগবাংস্ত্বেব–ভগবান্ ! অস্তু এব, মনুষ্যেভ্যোঽন্যে অনুশাসিতোঽস্মি ; অধুনা ভবানেব মে মম কামং মনোঽভিলষিতং পরব্রহ্মতত্ত্বং ব্রূয়াৎ মামুপদিশতু" ইতি । যতঃ–"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি" (৪/৯/৩) অথ প্রমাণান্তরং দৃষ্টান্তয়ন্তি–তথাগ্নিভ্যঃ" ইতি । অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদি দৃশ্যতে উপকোশলো নাম ব্রাহ্মণঃ পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানার্থং সত্যকামমুপগম্য ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। স চ সত্যকামস্তমুপকোশলমগ্নিপরিচর্য্যায়াং নিযোজয়ামাস ।

তস্য সমাবর্ত্তনসময়মাগতেঽপি তমকৃত্বা এব গুরুঃ প্রবাসং জগাম । তদা উপকোশলঃ অনশনং কর্ত্তুং মনশ্চকার । তথা বিধং তং ব্রহ্মচারিণং দৃষ্টা অগ্নয়ঃ তস্মৈ হোচুঃ–প্রাণো ব্রহ্ম কংব্রহ্ম খংব্রহ্মেতি" এবমুক্ত্বা–গার্হপত্য–অন্বাহার্য্য–আহবনীয়–অগ্নয়ঃ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মোপদেশং কৃত্বা–"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" (৪/১৪/১) ইতি–কথিতবন্তঃ । অথ আচার্য্য-সত্যকামস্ত তদনন্তরং" য এষোঽক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে

দক্ষিণদিক কলা, উত্তরদিক কলা, হে সৌম্য ! এই চতুষ্কল ব্রহ্মের একপাদ তাহার নাম প্রকাশবান । অনন্তর সত্যকামকে অগ্নি বলিলেন–হে সৌম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের পাদ বলিব–পৃথিবী কলা, অন্তরীক্ষ কলা, দ্যোকলা, আর সমুদ্র কলা, এই চতুষ্কন ব্রহ্মের একপাদ । তাহার নাম অনন্তবান । অতঃপর ব্রহ্মাহংসরূপে ধারণ করিয়া সত্য কামকে বলিলেন–হে সৌম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিব–অগ্নিকলা, সূর্য্যকলা, চন্দ্রকলা, ও বিদ্যুৎ কলা, এই চতুষ্কল ব্রহ্মের একপাদ হয় তাহার নাম জ্যোতিষ্মান হয় । অনন্তর মদ্গু জলচর পক্ষী বিশেষ তিনি বরুণ হয়েন, মদ্গুরূপধারী বরুণ সত্যকামকে বলিলেন– হে সৌম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিব–প্রাণকলা, চক্ষুকলা, শ্রোত্রকলা, ও মনকলা এই চতুষ্কল ব্রহ্মের একপাদ হয় তাহার নাম আয়তন বান হয় । এই প্রকার সত্যকাম তাঁহাদিগ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা বা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া ও পুনঃ গুরুদেব গৌতমের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত তাঁহা হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ছান্দোগ্যে সত্য কাম বলিলেন–হে ভগবন ! আমি উপদেশ পাইয়াছি কিন্তু মনুষ্য হইতে অন্য দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছি, অধুনা আপনি আমার কামং মনোভিলষিত

তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষ সিদ্ধয়ে ॥" (বারাহে) ইতি স্মৃতেশ্চ ॥৪৫॥

এষ আত্মা" (৪/১৫/১) ইত্যেবমুপদিদেশ। অনয়োরাখ্যায়িকয়োর্গুরুপ্রসাদো বিদ্যাপ্রকাশে বলীয়স্ত্বমিত্যাগতম্। তস্মাৎ–ইত্যাদি ছান্দোগ্যাদিদৃষ্টগুরুপ্রসাদবাহুল্যাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদমেব বলিষ্ঠমিতি। অন্যথা তদবজ্ঞায়াং বিদ্যা নোদয়েৎ ; তৎফলপ্রকাশস্তু দূরাপাস্তঃ স্যাদিতি।

ননু–তর্হি তাবতা গুরু প্রসাদমাত্রেণালং কিং শ্রবণাদিনা ; ইত্যপি ন মন্তব্যম্ ; উত্তরমাহ ঃ–কিং তর্হি ? তদপি শ্রীগুরুপ্রসাদসত্ত্বেঽপি শ্রবণাদি চ কর্ত্তব্যম্। অথ শ্বেতাশ্বতরবাক্যেন তদেব দ্রঢ়য়ন্তি–"যস্যেতি। যস্য সাধকস্য স্বোপাস্যে যথা ভক্তিঃ–তথা স্বগুরাবাপি তথৈব সেব্যভাবো বর্ত্ততে তস্য এব উপনিষদো যথাযথমর্থং প্রকাশতে ; অতঃ শ্রীগুরুসেবা পরোঽপি–শ্রোতব্যো মন্তব্যো নির্দ্দিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি। শ্রবণাদিবিধানাৎ শ্রবনাদিকমবশ্যমেব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং শ্রুতিপ্রমাণযুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহ ঃ–

পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন। যে হেতু–আচার্য্য হইতে জ্ঞাতবিদ্যাই সাধিষ্ট প্রাপ্ত করায়।

এই প্রকার অগ্নি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া উপকোশল চরিত্রেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে' ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রমাণ দেখিয়া শ্রীগুরুপ্রসাদ বাহল্যহেতু শ্রীগুরুপ্রসাদই বলিষ্ঠ হয়। অগ্নি হইতে এই বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি আখ্যায়িকা আছে–উপকোশল নামক একজন ব্রাহ্মণ পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত সত্যকামের নিকটে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করত নিবাস করিলেন। মহর্ষি সত্যকাম উপকোশলকে অগ্নি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন, উপকোশলের সমাবর্ত্তন সময় সমাগত হইলেও শ্রীগুরুদেব তাহা না করিয়া প্রবাসে গমন করিলেন, তখন উপকোশল অনশন করিতে মনস্থ করিলেন, সেই ব্রহ্মচারী উপকোশলকে অনশনরত দেখিয়া অগ্নিগণ তাহাকে বলিলেন–প্রাণই ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম খ, ব্রহ্ম এই ভাবে বহ্নিগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্রহ্মের উপদেশ করিয়া "আচার্য্য তোমার গতি বর্ণনা করিবেন"।

এই প্রকার বলিলেন। অতঃপর আচার্য্য সত্যকাম তদনন্তর–যে এই নেত্র মধ্যে পুরুষ দেখা যায় এই আত্মা" এই প্রকার উপদেশ করিলেন। এই আখ্যায়িকাদ্বয়ে শ্রীগুরুদেবের প্রসাদই বিদ্যা প্রকাশে বলবান ইহাই স্থির হইল। অতএব ইত্যাদি ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে শ্রীগুরুপ্রসাদের বাহল্যতা দেখা যায়, সুতরাং শ্রীগুরুপ্রসাদই বলিষ্ঠ অন্যথা শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা করিলে বিদ্যা উদয় হয় না, পুনঃ তাহার ফল প্রকাশ সুদূর পরাহত জানিবে। তথাপি তাহাই যথেষ্ট মনে করিবে না, তথাপি শ্রবণাদি সাধনও কর্ত্তব্য। অর্থাৎ–তর্হি–সেই শ্রীগুরুপ্রসাদ মাত্রই যথেষ্ট অন্যান্য শ্রবণকীর্ত্তনার প্রয়োজন কি ? ইহা মনে করিবেন না, উত্তর-তদা কি কর্ত্তব্য ? তখনও শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলেও শ্রীনাম শ্রবণকীর্ত্তনাদি সর্বদা কর্ত্তব্য। অনন্তর শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে তাহা দৃঢ় করিতেছেন, যস্যেতি।

যাহার দেবে পরাভক্তি, শ্রবণ ও মনন করা কর্ত্তব্য" অর্থাৎ যে যাধকের নিজউপস্য দেবতায় যে প্রকার ভক্তি আছে, সেই প্রকার নিজ শ্রীগুরুদেবেও সেই প্রকার সেব্য ভাব বর্ত্তমান আছে তাহারই উপনিষৎ অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব শ্রীগুরুসেবা পরায়ণ সাধকও শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।

গুরুপ্রসাদঃ” ইতি ।

সর্ববিধদেহ–দৈহিকবন্ধন খণ্ডন পুরসরং শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারার্থং, তৎ প্রেমসেবালাভার্থং বা শ্রীগুরুপ্রসাদো বলবান্ ; কারুণ্যঘনবিগ্রহস্য শ্রীগুরুদেবস্য কৃপা এব সর্বফলদাত্রী ; ন তস্মাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ কিমপি সাধনং বলবত্তরম্ ; সংসারনাশপূর্বক–শ্রীভগবৎসেবালাভার্থং শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ কিমপি সাধনং ন বলবত্ত্বরং শীঘ্রফলদায়কমিত্যর্থঃ । তথাপি শ্রীগুরুপ্রসাদসত্ত্বেঽপি মোক্ষসিদ্ধয়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবাপ্রাপ্তয়ে শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যঃ । শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণার্চ্চনাদিঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদো বলবানিতি ।

শ্রীগুরুচরণংবন্দে সংসারদুঃখনাশনম্ ।

কৃষ্ণপাদাব্জ–সেবনংলভতে যৎ করুণয়া ॥৪৫॥

ইতি লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণং একবিংশতিঃ সম্পূর্ণম্ ॥২১॥

শ্রুতিবাক্যে শ্রীগুরুসেবক সাধকের শ্রবণাদির বিধানহেতু কীর্ত্তন শ্রবনাদি অবশ্যই কর্ত্তব্য ইহাই অর্থ । এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বর্ণন করিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন–গুরুরিতি । শ্রীগুরু প্রসাদ বলবান, তাহা হইতে বলবত্তর নাই, তথাপি মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রবণাদিও কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সর্বপ্রকার দেহদৈহিক বন্ধন খণ্ডন পুরসর শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎ কারের নিমিত্ত, অথবা তাঁহার প্রেমসেবা লাভের নিমিত্ত শ্রীগুরু প্রসাদই বলবান হয়, কারুণ্য ঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপাই সকল প্রকার ফল প্রদান করে, ন তস্মাৎ– শ্রীগুরুপ্রসাদ হইতে কোন সাধনই বলবত্তর নহে সংসার নাশপূর্বক শ্রীভগৎসেবা লাভের নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা হইতে কোন সাধন বলবত্তর শীঘ্র ফলদায়ক নহে ।

তথাপি শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলেও মোক্ষসিদ্ধি শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণাদি কর্ত্তব্য, শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চনাদি কর্ত্তব্য ইহাই অর্থ । সংসার দুঃখ বিনাশকারী শ্রীগুরুদেবের চরণযুগল বন্দনা করি, যাঁহার করুণায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা লাভ হয় । অতঃ শ্রীগুরু প্রসাদই বলবান হয় ॥৪৫॥

এই প্রকার লিঙ্গভূয়স্ত্বধিকরণ একবিংশতি সম্পূর্ণ ॥২১॥